দামোদর গ্রন্থাবলী।

তিলোত্তমা ও নবাব-নন্দিনী।

বিজ্ঞাপন।

"[illegible]-নন্দিনীর" অনুসরণক্রমে কেন "নবাব-নন্দিনী" [illegible] হইল, এ সম্বন্ধে অনেক বলিবার কথা ছিল ; কিন্তু [illegible] করিয়াও এবার তাহা বলিয়া উঠিতে পারিলাম [illegible]। যদি কখন এই পুস্তক পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হয়, [illegible] হইলে তখন মনের কথা বলিতে চেষ্টা করিলেও [illegible]তে পারি।

যদি কেহ কৃপা-পরবশ হইয়া এই সামান্য পুস্তক [illegible] সহকারে পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি হয় [illegible] এই পুস্তক রচনা সম্বন্ধে আমার উদ্দেশ্য কি, তাহার [illegible] আভাষ বুঝিলেও বুঝিতে পারিবেন।

"নবাব-নন্দিনীর" [illegible] পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট করি[illegible] আমাকে "দুর্গেশ-নন্দিনী"-বিবৃত পাত্র-পাত্রী ব্যতীত বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন [illegible] আবির্ভাব করাইতে হয় নাই। পাঠকগণ [illegible] সেই চিরপরিচিত আয়েষা, তিলোত্তমা, বিমলা, [illegible] জগৎসিংহ, অভিরাম স্বামী প্রভৃতি ব্যক্তিগণেরই [illegible] ও পরিণাম দেখিতে পাইবেন।

"দুর্গেশ-নন্দিনী"-বর্ণিত ইতিহাসের [illegible] হাসিক ব্যাপার এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। [illegible] এ গ্রন্থ "দুর্গেশ-নন্দিনীর" অনুসরণ মাত্রে [illegible]। ইতিহাসের যথাযথ [illegible] বজায় রাখিবার [illegible] হলে "দুর্গেশ-নন্দিনী"-লিখিত কোন কোন [illegible] একটু রূপান্তর বা পরিবর্তন করিতে হইয়াছে, ইতি।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

তিলোত্তমা।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিষাদের ছায়া।

গড়-মান্দারণে বীরেন্দ্রসিংহের সেই দুর্গ সমান-ভাবে আকাশপথে মস্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; দুর্গ-পার্শ্বস্থ সেই আম্র-কানন সমভাবে শাখা-প্রশাখা দুলাইতে দুলাইতে বায়ুর সহিত খেলা করিতেছে; সেই ক্ষুদ্রকায়া আমোদর নদী পূর্ব্ববৎ মৃদু-মধুর ধ্বনি করিতে করিতে, দুর্গমূল প্রধৌত করিয়া প্রধাবিত হইতেছে। সেই বসন্তের মন্দানিল চূতমুকুলের গন্ধাপহরণ করিয়া, সমান-ভাবে সকলের গায়ে ছড়াইয়া পড়িতেছে; সেই কবি-প্রসিদ্ধ বসন্তের অবিচ্ছিন্ন অনুচর কোকিল বৃক্ষ-পল্লবের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন দেহ হইয়া, ক্রমোচ্চ কণ্ঠে তান ছাড়িতেছে; সুনীল গগনাঙ্গনে সেই চন্দ্র-তারকা সমান-ভাবে আজিও আসিতে মেঘ মধ্যে লুকাচুরি খেলিতেছে।

সকলই সমান আছে; কিন্তু কি অল্পকালের মধ্যে কত কাণ্ডই ঘটিয়া গিয়াছে! সেই শৈলেশ্বর-মন্দিরে যুবরাজ জগৎসিংহের সহিত বিমলা ও দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমার প্রথম সাক্ষাৎ, আর পাঠান-দুর্গে বিমলার অস্ত্রাঘাতে নবাব কতলু খাঁর মৃত্যু—এই স্বল্প-সময়ের মধ্যে কত কাণ্ডই না ঘটিয়াছে! সেই কালরাত্রি—যে রাত্রিতে বিমলার অসাবধানতায় পাঠানগণ দুর্গজয় করিয়া দুর্গস্বামী বীরেন্দ্রসিংহ ও জগৎসিংহকে বন্দী করিয়াছিলেন, সে কালরাত্রির কোন চিহ্নই এখন আর বিদ্যমান নাই। যে শোণিত-স্রোতে সে দিন দুর্গের নানাস্থান কলঙ্কিত হইয়াছিল; তাহার অণুমাত্র অঙ্কও এক্ষণে পরিদৃষ্ট হইতেছে না। যে হাহাকার রবে সে দিন দুর্গ প্রকম্পিত হইয়াছিল, তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও এক্ষণে শ্রবণগোচর হইতেছে না। দুর্গের সর্ব্বত্র শোভা ও সমৃদ্ধির বিবিধ লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। সুশৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। সকলই সমভাবে রহিয়াছে সত্য; কিন্তু সে বীরকেশরী বীরেন্দ্রসিংহ আর নাই! এই স্বল্পকালের মধ্যে বিমলা বিধবা হইয়াছেন, তিলোত্তমা পিতৃহীনা হইয়াছেন। দুর্গের সকলই আছে, সকলেই ফিরিয়াছে; কেবল সেই বীরেন্দ্রসিংহ আর নাই—তিনি আর ফিরেন নাই! সে যমের হস্তে আত্মসমর্পণ করে, তাহাকে কেহ কখন আর ফিরিতে দেখিল না।

কত লোকই যমালয়ে গিয়াছে, কত লোকই নিত্য সেই স্থির-নিবাসে প্রস্থান করিতেছে; কেহই কখন সে স্থান হইতে ফিরে নাই এবং ফিরিতেছে না। তাহাতে সংসারের বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই কখন ঘটিতেছে না; অথবা সে জন্য বসুন্ধরার সুখ-দুঃখ-স্রোতের কোন হ্রাস-বৃদ্ধিও দেখা যাইতেছে না। গড়মান্দারণের অধীশ্বর বীরেন্দ্রসিংহ ফিরেন নাই; সে জন্য দুর্গের বিশেষ কোন অপচয় হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে না। রোদন যায়, হাস্য তাহার স্থান অধিকার করে; হাস্য যায়, রোদন তাহার স্থান গ্রহণ করে। হাসি কান্না বোধ হয় সমসূত্রেই গ্রথিত; উভয়েই বোধ হয় সমান গতিতে অবিরাম বিশ্ব প্রদক্ষিণ করিতেছে।

বিমলা—সেই বিলাসময়ী, লাবণ্যময়ী, হাস্য-কৌতুক-নিরতা বিমলা বিধবা হইয়াছেন। যে প্রণয়াস্পদ পুরুষকে লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে, সহধর্ম্মিণীরূপ গৌরবের পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যাঁহাকে চিরদিন স্বামীর দাসী-পরিচয়ে কালপাত করিতে হইয়াছে, তাঁহার সেই হৃদয়দেবতা তাঁহাকে চির[illegible] নিশ্চিন্ত ছাড়িয়া গিয়াছেন। বড়ই অসহনীয় ক[illegible]। কিন্তু এত যাতনার মধ্যেও সন্তোষের ঘটনা কিছুই [illegible] কি?—আছে। [illegible]ার বীর-পতি বীরের ন্যায় তেজ[illegible]

সহকারে অকাতরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইহা বীর-পত্নীর বড়ই গৌরবের কথা। আর গৌরবের কথা,—বিমলা স্বহস্তে পতি-হন্তা হৃদয়-হীন শত্রু নবাব কতলু খাঁর বক্ষোদেশে শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে শমন-মন্দিরে প্রেরণ করিয়াছেন। আরও বিশেষ আহ্লাদের কথা,—তাঁহার বড় আদরের কন্যা, যত্ন-পালিতা তিলোত্তমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে ; সেই সুশীলা সুর-সুন্দরী এক্ষণে পরম গৌরবান্বিত মহারাজ মানসিংহের পুত্রবধূ হইয়াছেন ; তাঁহার গর্ভজাত পুত্র ভবিষ্যতে অম্বরেশ্বর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। বড়ই অতুলনীয় আনন্দ!

তিলোত্তমা—পিতৃহীনা—দুঃখিনী তিলোত্তমা প্রেমময় পিতার স্নেহযত্নে বঞ্চিত হইয়া বড়ই মর্ম্মব্যথা পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মর্ম্ম-ব্যথার মধ্যে আনন্দপ্রদ ঘটনা কিছুই নাই কি?—যথেষ্ট আছে। তিনি পাপ-পঙ্কিল নবাব-অন্তঃপুরে বন্দিনী হইয়াছিলেন ; সে স্থান হইতে কেহ কখন আপনার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ও ধর্ম্ম-ধন সঙ্গে লইয়া ফিরিতে পারে না। তিলোত্তমা তাহা পারিয়াছে [illegible]র পিতৃহন্তা নিহত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের [illegible]র জগৎসিংহ শত্রুর অস্ত্রাঘাতে মৃতকল্প হইয়াও পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন। সেই একান্ত প্রেমমুগ্ধ, সৌন্দর্য্য-সম্পদ্-সৌভাগ্য-শালী বীরপুরুষ বিবাহ-রূপ পুণ্যময় বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সর্ব্বতোভাবে তিলোত্তমারই হইয়াছেন। বড়ই অতুলনীয় আনন্দ!

মহারাজ মানসিংহের বাসনানুসারে গড়মান্দারণ স্বর্গীয় বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী ও কন্যার হস্তে অর্পিত হইয়াছে। কিছু দিনের জন্য এই দুর্গ পাঠানদিগের হস্তগত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এক্ষণে কোথায়ও সে পরাধীনতার কোনই নিদর্শন নাই।

অপরাহ্ণকালে এই দুর্গমধ্যস্থ অন্তঃপুর-সংলগ্ন ছাদের উপর কুমার জগৎসিংহ একাকী পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার মুখ-মণ্ডল দেখিলে তাঁহাকে যেন উৎকণ্ঠিত বলিয়া অনুমিত হয়। সুস্নিগ্ধ বায়ু ও দিগন্ত-ব্যাপী রমণীয় দৃশ্য কিছুই যেন তাঁহাকে এখন বিনোদিত করিতেছে না। এখনও একমাস অতীত হয় নাই, তিনি আপনার প্রাণ-মন-বিনোদন কারিণী সুন্দরীর সহিত উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার সেই নবোঢ়া কামিনী এক্ষণে তাঁহার অবিচ্ছিন্ন সহচরী বলিলেও হয় ; তথাপি তিনি চিন্তিত কেন?

দারুকেশ্বর নদী-তীরে মহারাজ মানসিংহ আপনার সৈন্যাদি সহ শিবির-স্থাপন করিয়া বাস করিতেছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়াছে। সুতরাং তিনি ছাউনী উঠাইয়া অনুচরগণ সহ পাটনায় চলিয়া গিয়াছেন। জগৎসিংহ যথাসময়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই। এক্ষণে বিশেষ কোন কর্ত্তব্যের ভার কুমার জগৎসিংহের হস্তে অর্পিত ছিল না। যুবরাজ স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত স্থানে কালপাত করিতেছেন। তাঁহার অধিকাংশ সময়ই গড়মান্দারণে প্রেমময়ী প্রণয়িনীর সহবাসে কাটিয়া যাইতেছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাঁহার [illegible] বিশেষ কর্ম্মান্তরে দারুকেশ্বর-তীরে আনন্দে [illegible] হইতে লাগিল।

যে ছাদের উপর জগৎসিংহ পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাহার একদিকে মর্ম্মর-প্রস্তর রচিত বসিবার স্থান রহিয়াছে। যুবরাজ তাহাতে আসীন না হইয়া ছাদের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বার বার পরিভ্রমণ করিতেছেন।

সেই ছাদে সহসা এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী উপস্থিত হইলেন। অস্তোন্মুখ ভাস্করের স্বর্ণ বর্ণ রশ্মি-মালা-সমাচ্ছন্না সুষমাময়ী প্রকৃতিও সেই লাবণ্যময়ী ললনার সমাগমে সমুজ্জ্বল ও শোভাময় হইয়া উঠিল। সেই সৌন্দর্য্য-সম্পদ্-সম্পন্না যুবতী ধীর ও মন্দপদে জগৎসিংহের সমীপবর্ত্তী হইয়া মধুরস্বরে বলিলেন, "যুবরাজ, আমার কি অধিক বিলম্ব হইয়াছে কি?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "বোধ হয়, অধিক বিলম্ব হয় নাই ; কিন্তু প্রাণাধিকে, তোমার তিলমাত্র অদর্শনও অসহ্য, তাহার অত্যল্প বিলম্বও অনেক বলিয়া মনে হয়।"

সেই লজ্জাশীলা সুন্দরী ঈষৎ হাস্য সহকারে বদন বিনত করিলেন। যুবরাজ সুন্দরীর মুখমণ্ডলে বাম-হস্ত প্রদান করিয়া দক্ষিণ-হস্তে তাঁহার স্বর্ণ-কঙ্কণ উত্তোলন করিলেন এবং কোনরূপ নিমন্ত্রণ বা অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া নবীনার সুধাস্নিগ্ধ বিম্বাধরে প্রেমপূর্ণ চুম্বন করিলেন। লজ্জায় ও অনুরাগে, সঙ্কোচে ও আনন্দে যুবতীর মুখ-মণ্ডল রক্তাভ হইয়া উঠিল।

এই সুন্দরী দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমা। যুবক-যুবতীর পরিণয় সম্বন্ধ বড় অধিকদিন সংঘটিত হয় নাই ; তাঁহাদের পূর্ব্ব-পরিচয়ও অধিকদিনব্যাপী নহে ; সুতরাং লজ্জাবতী সুশীলা সুন্দরীর সঙ্কোচ ও শালীনতা এখনও পূর্ব্বমত বিদ্যমান। তিলোত্তমা বদনকমল আরও বিনত করিলেন। আনন্দ ও অনুরাগ-সংমিশ্রিত ব্রীড়া তাঁহার মুখ-মণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা সংবিধান করিল। মুগ্ধ জগৎসিংহ অতৃপ্ত-নয়নে সেই শোভা দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "বলিতে পার সুন্দরি, কোন্ পুণ্যবলে আমাদের এই শুভ সম্মিলন ঘটিয়াছে?"

তিলোত্তমা বলিলেন, "কাহার পুন্যবলে? তোমার না আমার?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "আমার। তুমি ভুবনের সাররত্ন—এ অতুলনীয় রত্ন দেবকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইলেই যথোপযুক্ত হইত। আমি তো ছার ক্ষুদ্র মনুষ্য। এ মিলন যদি কোন পুণ্যের ফল হয়, তাহা হইলে সে পুণ্য জন্মান্তরে নিশ্চয়ই আমি সঞ্চয় করিয়াছিলাম।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "মিথ্যাকথা গোপন করিতে হলে ঐরূপ মিষ্টকথাই বলিতে হয় বটে; কিন্তু জান না কি দেবতা, তুমি কে, আর আমি কে? তুমি ভুবন-বিখ্যাত অম্বরেশ্বরের পুত্র; রূপে, গুণে, সাহসে, বীরত্বে বসুন্ধরায় অতুলনীয়। আর আমি? আমি ক্ষুদ্র গড়মান্দারণের ক্ষুদ্র নায়কের কন্যা—তোমার দাসীর দাসী হইবারও অযোগ্যা। তুমি যে দয়া করিয়া আমাকে চরণে স্থান দিয়াছ, সত্য করিয়া বল দেখি, ইহা কি আমার কোটি কোটি জন্মের পুণ্যফল নহে?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "পুণ্য তোমারই হউক আর আমারই হউক, সে বিবাদে আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু হৃদয়দেবি, এ বসুন্ধরায় যে স্বর্গের অপেক্ষা মধুরতর স্থান বিরচিত হইতে পারে, এ নশ্বর জগতে হীন মানবও যে নন্দন-কাননচারী দেবগণের অপেক্ষা অধিকতর সুখভোগ করিতে পারে, তাহা আমি তোমাকে লাভ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি। তুমি আমাকে ভাগ্যবান্‌দিগের অগ্রগণ্য করিয়াছ। আমি তোমার নিকট চিরঋণে বদ্ধ।"

ঈষৎ হাসি মিশাইয়া তিলোত্তমা বলিলেন, "কঠোর-হৃদয় অসি-সাধক বীরের রসনায় এত মধু সঞ্চিত থাকিতে পারে, আমার জানা ছিল না। ঋণের কথা বলিতেছ গুণময়, কিন্তু কে কাহার নিকট চির-ঋণে বদ্ধ, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ? মনে করিয়া দেখ দেখি, তুমি আমার নিমিত্ত কি না করিয়াছ। বীরপুত্র, স্বয়ং বীরশ্রেষ্ঠ হইয়াও তুমি গভীর নিশীথে পরকীয় দুর্গে তস্করের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছ, কি জন্য?—একবার এই সামান্য নারীকে দর্শন করিবার আশায়। তুমি পুণ্যময় ও পরম ধার্ম্মিক হইয়াও স্বল্পপরিচিতা এক অবিবাহিতা কুলকামিনীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছ; কি জন্য?—একবার এই ভাগ্যবতীর সহিত দুইটা কথা কহিবার অভিপ্রায়ে। তুমি শত্রুর অবিরল অস্ত্রাঘাতে শরীরের অমূল্য-শোণিত-পরিশূন্য হইয়া মরণদ্বারে উপনীত হইয়াছিলে; কি জন্য?—এই অধমা নারীর ক্ষুদ্র জীবন রক্ষা করিবার বাসনায়। তুমি দুরন্ত শত্রুর হস্তে সুদীর্ঘ কাল বন্দিভাবে জীবনযাপন করিয়াছ; কি জন্য?—এই হীনা নারীর প্রতি প্রেমাকর্ষণই তাহার কারণ। তুমি তোমার চরণসেবার অযোগ্যা এই নারীকে গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষদেবতাস্বরূপ পিতার বিরাগভাজন হইয়াছ; কি জন্য?—এই অধম নারীর প্রতি একান্ত অনুকম্পাই তাহার হেতু। তবে বল দেখি যুবরাজ, কে কাহার নিকট চিরঋণী?"

তিলোত্তমার কথার শেষভাগ জগৎসিংহকে নিতান্ত বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি সুন্দরীর অন্য কথার আলোচনা ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "জানি না প্রাণেশ্বরি, আমাদের অদৃষ্টে কি আছে। কিন্তু তুমি যে প্রত্যক্ষ পিতার বিরাগের কথা উল্লেখ করিয়াছ, তাহাতে আমি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছি। সে চিন্তায় লীন থাকা আর আমাদের উচিত নহে। আইস, আমরা এই আসনে বসিয়া, অতঃপর আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহারই বিবেচনা করি।"

তিলোত্তমা নীরব। তাঁহার সেই প্রফুল্ল-কমল-তুল্য মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি জানিতেন, মহারাজা মানসিংহের অগোচরে বিবাহ হইল বটে; কিন্তু ইহার পরিণাম হয় ত ভয়ানক হইবে। অধুনা যুবরাজের মুখেও সেইরূপ আশঙ্কার কথা শুনিয়া তিলোত্তমার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি সভয়ে ধীরে ধীরে স্বামীর অনুগমন করিলেন এবং নিঃশব্দে সেই আসনের এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন।

জগৎসিংহ সরিয়া গিয়া তিলোত্তমার নিকটস্থ হইলেন এবং বামবাহু দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া সেই উৎকণ্ঠিত নিশাবসানকালীন শরচ্চন্দ্রের ন্যায় ম্লান মুখমণ্ডল স্বকীয় বিশাল বক্ষের উপর বিন্যস্ত করিলেন। তিলোত্তমা সভয়ে ও সকাতরে দেবোপম স্বামীর বদনের প্রতি স্থির-নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

জগৎসিংহ বলিতে লাগিলেন, "বাস্তবিকই আমার পিতা আমার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি মুখে কোন বিরাগের কথা ব্যক্ত করেন নাই অথবা কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির দ্বারাও আমাকে হৃদয়ভাব জানিতে দেন নাই; তথাপি শত-সহস্র লক্ষণ দ্বারা আমি তাঁহার বিরক্তির প্রমাণ পাইয়াছি।"

তিলোত্তমা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "তথাপি তুমি সাবধান হও নাই কেন?"

জগৎসিংহ সেই সরলার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "সাবধান? সরলে, তোমার এই মুখ যে দেখিয়াছে তোমার প্রেম-সাগরে যে ভাসিয়াছে, তোমাকে যে আত্ম

বিপদ স্বীকার করিয়াছে, সে কি কখন কোন বিপদের ভয়ে বা কোন সর্ব্বনাশ সম্মুখে দেখিয়া সাবধান হইতে পারে? সাবধানতার কথা বলিও না। আমি সাবধানতার কথা একবারও ভাবি নাই।"

তিলোত্তমা জিজ্ঞাসিলেন, "তবে এখন ভাবিতেছ কেন?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "ভাবিতেছি দুই কারণে। আমার পিতা রাজপুত বীর। তাঁহার মনে যে ভাব উদয় হইবে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইবে না। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিবার লোক সংসারে কেহ নাই। স্বয়ং বাদশাহ আকবরও তাঁহার ইচ্ছার অধীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিতা যদি অযোগ্য অবাধ্য সন্তান বোধে আমার প্রাণদণ্ড করেন, তাহাতেও কোন বিচিত্রতা নাই।"

তিলোত্তমা চমকিয়া উঠিলেন। জগৎসিংহ বলিলেন, "ভয় করিও না; রাজপুত-বীর মরিতে কখনই ভয় পায় না। জীবনে কখনও মরণের ভয় ছিল না, কিন্তু এখন হইয়াছে। এখন মরিলে তোমার সঙ্গশূন্য হইতে হইবে, এ চিন্তা অসহ্য।"

তিলোত্তমা সজল-নয়নে বলিলেন, "প্রেমময়, সঙ্গশূন্য হওয়ার আশঙ্কা আমার নাই। তুমি বীরশ্রেষ্ঠ—অকাতরে মরিতে জান; বীরপত্নীরাও হাসিতে হাসিতে মরিতে পারে।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "কিন্তু সে আশঙ্কা এখন করিবার প্রয়োজন নাই; কেন না, স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ হয় ত পিতাকে সহসা তাদৃশ কঠোর কার্য্যে প্রবৃত্ত না করিলেও না করিতে পারে। কিন্তু তিনি তাহার অপেক্ষাও বহুগুণে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সহজে প্রাণনাশ করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান না করাইয়া, তিনি হয় ত ধীরে ধীরে অতি ভয়ানকরূপে আমাকে মরণের পথে ফেলিয়া দিতে পারেন।"

তিলোত্তমা নিতান্ত কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "তিনি হয় ত তোমাকে গ্রহণবিষয়ে অসম্মত হইতে পারেন। তিনি হয় ত যাহাতে তোমার সহিত আমার আর কখন সাক্ষাৎ না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে পারেন।"

তিলোত্তমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি রোদনবিজড়িত কণ্ঠস্বরে বলিলেন, "আমার বিমাতা রাজপত্নী হইয়াও আপন স্বামীর গৃহে দাসীরূপে জীবন কাটাইয়াছেন। স্বজন-গৃহে সে ভাবেও কি আমার ... হইবে না?"

জগৎসিংহ স্বকীয় বস্ত্রে তিলোত্তমার নয়নমার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "ভয় করিও না, ব্যাকুল হইও না। মনুষ্যবাসের বাহিরে, দূর-সমুদ্রতীরে তোমাকে লইয়া আ... বৃক্ষ-তলে বাস করিতে পাইলেও ধন্য হইব। কিন্তু আমা... পিতা অসীম শক্তিশালী পুরুষ; তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচা... হইয়া কোথায়ও তিষ্ঠিতে পারে, এমন লোক কে আছে? যাহাতে সকলই শুভ হয়, আমি তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব। তাহার পর ভগবানের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে।"

তিলোত্তমা তখন নীরব। তাঁহার চক্ষুতে আর জল নাই, মুখে বিষাদ নাই। জগৎসিংহ সাদরে জিজ্ঞাসিলেন, "কি ভাবিতেছ তিলোত্তমা?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিলোত্তমা বলিলেন, অদূরে "ভাবিতেছি, মরণের পথ সর্ব্বদাই খোলা রহিয়াছে। চিন্তা কিসের?"

শত্রু-সমাগম সম্ভা...

নবপরিণীত প্রেমোন্মত্ত দম্পতির কি ... পরিত্যাগ করিয়...

বাদশাহ-পত্নী

সমাজারণে

খর অধি

পথ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছায়া-শরীরী।

জগৎসিংহ পরদিন প্রাতঃকালে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকী ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তখন উষার সম্মো... মধুরালোকে প্রকৃতি পরম রমণীয় বেশ ধারণ করিয়াছে; তখন পূর্ব্বদিগঙ্গনা রক্তাম্বরী প্রগল্‌ভা নারীর ন্যায় অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া হাস্য করিতেছে; তখন দহিয়াল পক্ষী নাত্যুচ্চ বৃক্ষের ঘন বল্লরীর অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া মধুর গীতধ্বনিতে শ্রোতৃ-মন মুগ্ধ করিতেছে; তখন পিককুলের কুহুস্বর, 'উহু, উহু, উহু, উহু, চোক গেল' ধ্বনির সহিত মিশিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত আনন্দধারা ছড়াইয়া দিতেছে; তখন শান্তি ও পবিত্রতা, মাধুর্য্য ও শোভা, প্রীতি ও আনন্দ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। সেই সময় জগৎসিংহ স্বকীয় শ্বেত অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকী দুর্গতোরণমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে সেই ...

ধ্যে চিরাভ্যস্ত অশ্ব যেন সেই চিরপরিচিত ভার পৃষ্ঠে ইয়া নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা নিদ্রার সন্তাপ-াশক আশ্রয় লাভ করিয়া একবারও সুখী হন নাই। বায়ু-প্রবাহে কিয়ৎকাল পরিভ্রমণ করিলে মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত শীতল হইবে, চিন্তার ভার কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হইবে মনে করিয়া যুবরাজ দুর্গের তাবৎ ব্যক্তি জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। যখন তিনি শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই তিলোত্তমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। জগৎসিংহ অতি সন্তর্পণে তাঁহার জীবনস্বরূপা সেই নিদ্রিতা সুন্দরীর বাহু-পাশ হইতে আপ-নাকে বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং অতৃপ্ত-নয়নে কিয়ৎকাল সেই নিদ্রাভিভূতা মাধুরীরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বড়ই [illegible] সহিত তাঁহার কপোল চুম্বন করিলেন। তাহার ইহা কি ভাব-সুন্দরীর শোভাময় শরীর সন্দর্শন করিতে জগৎসি- র্ঘনিশ্বাস সহকারে সেই সাধের কক্ষ ত্যাগ আমারই হউক,

হৃদয়দেবি, এ কিয়দ্দূরমাত্র অগ্রসর হওয়ার পর জগৎ-বিরচিত হই মনে হইল; দুর্গের যে অংশে তিলোত্তমার নন্দন-কান নর, সেই দিকে নেত্রসঞ্চালন করিলেন। যাহা করিতে লেন, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে অশ্ববল্গা সংযে-জিত করিতে হইল এবং নির্নিমেষ-নয়নে সেই দৃষ্ট বস্তুর অভিমুখে চাহিয়া রহিতে হইল। দেখিলেন, সেই শয়ন-কক্ষের বাতায়নমুখে আলুলায়িত-বেশা, বিগলিত কুন্তলা, বিস্রস্তবসনা তিলোত্তমা দণ্ডায়মানা। জগৎসিংহ কত সময়ে কত ভাবেই সেই শোভাময়ীকে দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়াছেন; কিন্তু অধুনা এই মধুর সময়ে, মধুর ক্ষেত্রে, মধুর নৈসর্গিক শোভামধ্যে যেন মাধুরী মূর্ত্তিময়ী হইয়া দাঁড়া-ইয়া রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল।

জগৎসিংহ শয্যাত্যাগ করার অনতিকাল পরে তিলো-ত্তমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে এবং তিনি মন্দুরায় অশ্ব সজ্জিত হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, ব্যস্ততা সহ সেই প্রেমময় হৃদয়-রঞ্জকে দেখিবার আশায় সেই বাতায়নে অপেক্ষা করিতে-ছেন।

জগৎসিংহ বক্ষে উভয় হস্ত প্রদান করিয়া তিলোত্তমার প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করিলেন, উষ্ণীষ-বস্ত্র আন্দোলিত করিয়া সুন্দরীকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন ও আপনি বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং হস্তচালনা করিয়া তিনি অচিরে প্রত্যাগমন ক[illegible] তাহারই সঙ্কেত করি-

আবার মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সুন্দরী সমভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। জগৎসিংহের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ হইবামাত্র তিলোত্তমা গললগ্নীকৃতবাসা হ লেন এবং ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। জগৎসিংহ উভয় কর-পল্লব প্রসারণ করিয়া শুভেচ্ছা প্রকাশ করি-লেন এবং সুন্দরীকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবার সঙ্কেত করিলেন। অশ্ব ধীরে অগ্রসর হইল। জগৎসিংহ আবার মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই বাতায়ন-সমীপে তিলোত্তমা রোদন করিতে করিতে বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন-মার্জ্জন করিতে-ছেন। মন নিতান্ত অস্থির হইল; অগ্রসর হইতে আর মন সরে না। অল্পমাত্র পর্য্যটনের পর অচিরে প্রত্যাগমন করিবেন স্থির করিয়া, অশ্বদেহে মৃদু কষাঘাত করিলেন। [illegible] সে বেগে প্রধাবিত হইল। জগৎসিংহ আবার ফিরিয়া দেখিলেন—সে বাতায়ন আর দেখা যায় না। আরোহী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বাহক সমান চলিতে লাগিল।

যে পথ অবলম্বনে বিমলার সহিত যুবরাজ প্রথমে রাত্রি-কালে গড়মান্দারণ আসিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়া জগৎ-সিংহ চলিতে লাগিলেন। সেই আম্রকানন—যাহার অধ্যস্থ বৃক্ষবিশেষে লুকায়িত পাঠান বিমলার প্রদত্ত বর্শা-বিদ্ধ হইয়া জগৎসিংহের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে উদ্যান অতিক্রম করিলেন। এই স্থলে এক অদ্ভুত-বেশের পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সে ব্যক্তি বিলম্ব দীর্ঘকায় ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নরসুন্দরের অস্ত্র-সাহায্যে তাহার মস্তক কেশ-শূন্য, কেবল যথাস্থানে এক গু শিখা; বদন শ্মশ্রু ও গুম্ফ-বিরহিত। তাহার দেহে অধোভাগ পায়জামা দ্বারা আবৃত, ঊর্দ্ধভাগ চাপকান-সম চ্ছন্ন; সেই চাপকানের উপর কণ্ঠদেশে এক সুস্থূল রুদ্রাক্ষ মালা; চরণদ্বয় নগ্ন; সুদীর্ঘ নাসিকার উপরে তিলকে পরিবর্ত্তে একরাশি মৃত্তিকা সংলগ্ন। জগৎসিংহকে দর্শন মাত্র এ ব্যক্তি উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া বলিলে "খোদা নারায়ণ মহারাজের মেজাজ সরিফ করুন।"

জগৎসিংহ হাস্য সংবরণ করিয়া বলিলেন, "আ নামই নাম না গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ?"

চাপকান ও রুদ্রাক্ষধারী পুরুষ বলিলেন, "আ হাঁ। ব্যাকরণাদি শেষ করিয়া সম্প্রতি স্মৃতি আর করিতেছিলাম; ইহাতেই দেখিতেছি, আমার নাম জগ খ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্দু ও শিক্ষা হইয়া বোধ হয়, এবার আমার খ্যাতি ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত হইবে

জগৎসিংহ বলিলেন,

গজপতি কহিলেন, “যবন-সংসর্গে মানসিক ক্লেশই ছিল। পাঠানেরা আমার জাতি মারিয়া আমার বেশ বদলাইয়া প্রস্থান করিল। আরও অনেকে তাহাদের সংশ্রবে গিয়াছিল; কাহারও জাতি গেল না; সকলেই দেশের মানুষ দেশে রহিল। আমিও অধ্যাপক স্বামী ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিলাম। তিনি কহিলেন, ‘এ বেশে তুমি আমার আশ্রমে আসিতে পাইবে না; বিশেষ তোমার জাতি নাই; তোমাকে আর সনাতন শাস্ত্রের পাঠ দিতে ইচ্ছা করি না।’ তখন ‘বালানাং রোদনং বলং’ অর্থাৎ আমি কাঁদিতে লাগিলাম। কিন্তু ‘অমৃতং বালভাষিতং’; সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, ‘তুমি তিন দিন গঙ্গাতীরে বাস ও গঙ্গাস্নান, মস্তকাদি মুণ্ডন এবং কেবল একবারমাত্র হবিষ্য-ভোজন করিয়া আমার নিকট আসিলে, আমি তোমাকে পাঠ দিব।’ গুরু-আজ্ঞা পালন করিয়া এত দিন পরে আবার আশ্রমে ফিরিতেছি।”

জগৎ। কিন্তু এখনও আপনার এরূপ পরিচ্ছদের কারণ কি?

গজ। বস্ত্রাভাব। যবনেরা আমার বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া এই সকল বস্ত্র আমাকে প্রদান করিয়াছিল। সম্প্রতি এইগুলির ব্যবহার ব্যতীত আমার আর উপায় নাই।

জগৎসিংহ অঙ্গরক্ষকের মধ্য হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া দিগ্‌গজের নিকটে ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, “আপনি দুর্গে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, আপনার সমস্ত কথা শুনিব।”

গজপতি টাকা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, “স্বস্তি শ্রীভোজরাজ! আপনি কি এক্ষণে বীরেন্দ্রসিংহের স্থান পাইয়াছেন?”

জগৎসিংহ কহিলেন, “আপনি কি আমাকে জানেন না? পাঠান-শিবিরে আপনার সহিত একদিন পরিচয় হইয়াছিল। আপনি কি জানেন না, আমি স্বর্গীয় বীরেন্দ্রসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি?”

দিগ্‌গজ বলিলেন, “বটে বটে! তা পত্নী আর কন্যা একই কথা। উভয়কেই তো রক্ষা করিতে হইবে। উপযুক্ত পাত্রের হস্তেই পত্নী-কন্যা-রক্ষার ভার দিয়া বীরেন্দ্রসিংহ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।”

এ ব্যক্তির বাক্য-শ্রবণে সময় নষ্ট না করিয়া জগৎসিংহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আর কিয়দ্দূরমাত্র অগ্রসর হইলেই শৈলেশ্বর-মন্দির দেখা যায়। সেই পর্য্যন্ত গমন করাই জগৎসিংহের অভিপ্রায়। এই ক[illegible] চিত্তের শান্তি-কামনায় দেবাদিদেবের করুণা প্রাপ্তি[illegible] বার আশায় তাঁহার চরণে ভক্তিসহ প্রণাম করিয়া [illegible] প্রত্যাগমন করিবেন, ইহাই যুবরাজের অন্তরের বাসনা। আর অল্পমাত্র অগ্রসর হইলেই মন্দির দৃষ্টিগোচর হইবে। জগৎসিংহ দেব-দর্শন ও দেব চরণে দুঃখ-নিবেদনের নিমিত্ত চিত্তকে সংযত ও সমাহিত করিতে লাগিলেন।

সহসা দূরাগত বহুসংখ্যক অশ্ব-পদ-ধ্বনি যুবরাজের চিত্তের শান্তি বিধ্বংস করিয়া দিল। তিনি দেখিলেন, দূরে মণ্ডলাকার মেঘ-মণ্ডলের ন্যায় ধূলিরাশি আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে অশ্বসমূহের পদধ্বনি নিকটস্থ হইতেছে। তিনি আরও দেখিলেন, নিকটে স্বজাতি-সমাগম অনুভব করিয়া তাঁহার অশ্ব পুচ্ছ আন্দোলিত করিতেছে, কর্ণদ্বয় ঋজু করিয়াছে এবং এক প্রকার বিশেষ কণ্ঠশব্দ সহকারে স্বকীয় বিদ্যমানতা ব্যক্ত করিতেছে। অবিলম্বে জগৎসিংহ দেখিতে পাইলেন, অদূরে বহুসংখ্যক বীর তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

জগৎসিংহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। শত্রু-সমাগম সম্ভাবিত নহে। পাঠানগণ যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় চলিয়া গিয়াছে। দেশমধ্যে বাদশাহ-পক্ষীয় সৈন্য ভিন্ন অন্য সৈনিক নাই। তাহারা গড়মান্দারণের শত্রু নহে। স্বয়ং মহারাজ মানসিংহ গড়মান্দারণের অধিকার বীরেন্দ্রসিংহের উত্তরাধিকারীদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তবে ইহারা কে? আগন্তুকগণ আরও নিকটস্থ হইল। তখন জগৎসিংহ দেখিতে পাইলেন, তাহারা মহারাজ মানসিংহের অধীনস্থ সৈনিক। সহসা তাঁহার হৃৎকম্প হইল; চিত্ত নিতান্ত অবসন্ন হইয়া উঠিল।

সৈনিক নিকটস্থ হইল। তাহারা সংখ্যায় পঞ্চাশ জন; সকলেই অস্ত্রধারী, সকলেই বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট-কলেবর। এক ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে একটু অগ্রে অশ্বারোহণে আসিতেছিল। বোধ হয়, সেই ব্যক্তিই এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের নেতা। আর একটু অগ্রসর হইলে সৈনিকেরা সেই নেতার আদেশক্রমে অশ্ববল্‌গা সংযত করিল; তাহার পর সকলে সমভাবে স্ব স্ব অসি বক্ষের উপর ধারণ করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল, “জয় বাদশাহ আক্‌বরের জয়! জয় মহারাজ মানসিংহের জয়!”

জগৎসিংহ তৎক্ষণাৎ স্বকীয় অসি সৈনিকগণের ন্যায় বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “জয় বাদশাহ আক্‌বরের জয়! জয় মহারাজ মানসিংহের জয়!” তাহার পর সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “এ কি

মথুরাসিংহ ! সংবাদ কি ? জাহানাবাদের খবর ভাল তো ? মহারাজ কুশলে আছেন ?”

মথুরাসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিল এবং বলিল, “ভগবানের বাসনায় কোন দিকেই অমঙ্গলের সূচনা নাই।”

পশ্চাতের একজন সৈনিক মথুরাসিংহের অশ্ব-বল্গা ধারণ করিল। যুবরাজের নিকটস্থ হইয়া মথুরাসিংহ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিল ; তাহার পর স্বকীয় উষ্ণীষ উন্মোচন করিয়া তাহার মধ্য হইতে একখানি পঞ্জা বাহির করিল। অতীব বিনীতভাবে সে সেই নিদর্শনখানি যুবরাজের হস্তে প্রদান করিল।

যুবরাজ পঞ্জা সহ সৈনিক সমাগম দেখিয়াই বুঝিলেন, তাঁহার সুখের ও আনন্দের দিনের বুঝি এই স্থানেই শেষ। জিজ্ঞাসিলেন, “আমার প্রতি মহারাজের কি হুকুম ?”

মথুরাসিংহ বলিল, “যুবরাজ ! আমি আপনার অনুগত ব্যক্তি, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি যেখানে যে অবস্থায় আছেন, সেখান হইতে সেই অবস্থায় আপনাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।”

“কোথায় যাইতে হইবে ?”

“পাটনায়—মহারাজের নিকট।”

“যদি একটু বিলম্ব করিয়া—আজিকার দিন মাত্র এখানে থাকিয়া যাইবার উপযোগী সমস্ত সুব্যবস্থা করিয়া যাইতে ইচ্ছা করি, তাহাতে আপত্তি আছে কি ?”

মথুরাসিংহ করযোড়ে কহিল, “যুবরাজ, একটু বিলম্ব বা ইতস্ততঃ করিলে আপনাকে বন্দীর ন্যায় ধরিয়া লইয়া যাইতে আমরা হুকুম পাইয়াছি।”

জগৎসিংহ বলিলেন, “এখানে আমার আত্মীয়বৃন্দ আছেন। তাঁহাদের সহিত একবার শেষ দেখা করিয়া বিদায় লইবার সময়ও আমি পাইব না কি ?”

মথুরাসিংহ পূর্ব্ববৎ করযোড়ে কহিল, “আমি দাস। দাসের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনাকে তিলার্দ্ধ সময় দিতেও আমার প্রতি আদেশ নাই।”

জগৎসিংহ বুঝিলেন, দ্বিরুক্তি বা প্রতিবাদের সময় নাই। ভাবিলেন, তাঁহার প্রতি রাজ-বিদ্রোহীর ন্যায় আদেশ সমূহ প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার অপরাধও যে রাজ-বিদ্রোহীর অনুরূপ হইয়াছে, সে বিষয়েও তাঁহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। বলিলেন, “মহারাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহস করে, এরূপ ব্যক্তি ভারতে কেহই নাই ; আমি তো তাঁহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সেবক। তথাপি মথুরাসিংহ, আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদি আমি স্বেচ্ছায় না যাই, তাহা হইলে আমাকে বন্দীর ন্যায় বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবে, এ কথা তুমি বলিয়াছ। যদি আমি তোমাদের সহিত যুদ্ধ করি, তাহা হইলে তোমার প্রতি কিরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি।”

মথুরাসিংহ বলিল, “এ গোলামদিগের মুখে সে কথা ভাল শুনায় না। যুবরাজকে মৃত বা জীবিত যে কোন অবস্থায় হউক, মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে, ইহাই আমাদের প্রতি আদেশ।”

সুতরাং জগৎসিংহের প্রতি চূড়ান্ত আদেশই প্রচারিত হইয়াছে। কাকালের নিমিত্ত প্রতিবাদ করিতে আর তাঁহার সাধ্য ও সাহস নাই। মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতি অতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হওয়াই সম্ভব ; কিন্তু সে বিচারে এখন কি প্রয়োজন ? হয় তো ভগবদ্বাক্যের পরিপালনে কালব্যাজ সম্ভব, কিন্তু মহারাজ মানসিংহের আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপাল্য। জগৎসিংহ বলিলেন, “চল মথুরাসিংহ, আর অনর্থক বিলম্বে কি ফল ? আমার সৈন্য ও অনুচরগণ জাহানাবাদে দারুকেশ্বর-তীরে পড়িয়া আছে। তাহার কি ব্যবস্থা হইবে ?”

মথুরাসিংহ বলিল, “আমি তাহার উপায় করিতেছি।”

সৈনিকগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া মথুরাসিংহ যথোপযুক্ত আদেশ দিল। সে দল ছাড়িয়া গড়মান্দারণের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া যুবরাজ বলিলেন, “তুমি যদি গড়মান্দারণ হইয়া যাও, তাহা হইলে সেখানে যাহাকে হউক বলিবে, জগৎসিংহ পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পিতৃদর্শনে পাটনা গিয়াছেন।” তাহার পর মথুরাসিংহকে বলিলেন, “তবে সৈন্যগণকে দুই ভাগ হইতে বল। আমাকে বোধ হয় উভয়দলের মধ্যে যাইতে হইবে, আর তুমিও বোধ হয়, আমার পার্শ্বে যাইবে।”

মথুরাসিংহ বলিল, “যুবরাজ, এ অধম মহারাজের দাস মাত্র। আদেশ পালন করাই আমাদের কার্য্য।”

তৎক্ষণাৎ মথুরাসিংহের আদেশমতে সৈন্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইল এবং একভাগ জগৎসিংহের অগ্রে ও অপর ভাগ পশ্চাতে গমন করিল। মথুরাসিংহ স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া জগৎসিংহের পার্শ্বে দাঁড়াইল। সকলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

কোথায় তিলোত্তমা ? গত কল্য সায়ংকালে তোমার হৃদয়দেবতা যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এত শীঘ্রই যে

তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে, ইহা কে জানিত? জগৎসিংহ! অচিরকাল পূর্ব্বে, বাতায়ন-মুখে, সেই শিশির-সিক্ত কমলিনীর ন্যায়, মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায়, বৃন্ত-চ্যুত কুসুমের ন্যায়, রবিকর-ক্লিষ্ট কিসলয়ের ন্যায় সেই যে ম্লান বিশুষ্ক মুখখানি দর্শন করিয়াছ, সেই সাক্ষাৎই কি তোমাদের শেষ সাক্ষাৎ? সেই বিগলিত-বেশা নবীনার বালারুণ-প্রদীপ্ত সেই শোভা-সন্দর্শন, সেই রোদন, সেই বিদায়, সেই প্রণাম, হায়! তাহাই কি তোমাদের প্রেম-লীলার শেষ অভিনয়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অপরাধ।

শশক বিপদে পড়িয়া যখন পলাইবার উপায় না দেখে, তখন চক্ষু মুদিত করিয়া এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে। নয়ন মুদিলে সে কিছুই দেখিতে পায় না; মনে করে, অপরেও তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না। কুমার জগৎসিংহ যখন বুঝিলেন, পিতা কখনই এ বিবাহে মত দিবেন না, সুতরাং পিতাকে জানাইয়া বিবাহ করিতে হইলে কখনই বিবাহ ঘটিবে না, অথচ এ বিবাহ না ঘটিলে তাঁহার জীবনের সুখ-শান্তি চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন তিনি গোপনে পরিণয়-ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। ভাবিলেন, এ বৃত্তান্ত তাঁহার পিতা কখনই জানিতে পারিবেন না। ক্ষুদ্র শশকের ন্যায় জগৎসিংহ চক্ষু বুজিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মনে মনে ভাবিয়া রহিলেন, সমুচিত সময় উপস্থিত হইলে, বিশেষ সুযোগ পাইলে, তিনি সমস্ত ঘটনা পিতৃচরণে নিবেদন করিবেন। অপত্য-স্নেহের প্রাবল্যে যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না বুঝিয়া, পুত্রের কাতর আবেদনে নিশ্চয়ই সদয় পিতা কর্ণপাত করিবেন এবং নিশ্চয়ই সকল আশঙ্কা তিরোহিত হইবে।

জগৎসিংহ, তিলোত্তমা, বিমলা, অভিরাম স্বামী যিনি যাহাই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন না কেন কোন ব্যাপারই মহারাজ মানসিংহের অবিদিত রহিল না। যখন জগৎসিংহ গড়-মান্দারণে বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ-মধ্যে পাঠান-হস্তে বন্দী হইলেন, তখনই সে সংবাদ মানসিংহ জানিতে পারিলেন। পুত্রের প্রণয়-লীলা, অসময়ে দুর্গস্বামীর বিনানুমতিতে দুর্গমধ্যে প্রবেশ, নিতান্ত অন্যায়াচরণ — সমস্ত বৃত্তান্তই মহারাজ সম্যক্‌রূপে অবগত; পুত্রের উপর তাঁহার বিরক্তির সীমা থাকিল না। মহারাজ মানসিংহ পূর্ব্ব হইতেই বীরেন্দ্রসিংহ ও তাঁহার আত্মীয়গণের বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহাদের সকলকেই তিনি নিতান্ত হীন ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন; তাদৃশ ব্যক্তিগণের সহিত যৌথিক আত্মীয়তা রক্ষা করা মানসিংহের অভিপ্রেত নহে; পুত্রবধূরূপে সেই হীন পরিবারের কন্যা গ্রহণ করা কখনই মহারাজের অনুমোদিত হইতে পারে না।

বহু বীরের সমক্ষে জগৎসিংহ পিতার নিকট সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, পাঁচ সহস্র মাত্র সেনা লইয়া তিনি পাঠানদিগকে সুবর্ণরেখা পার করিয়া দিবেন। মানসিংহ পুত্রের এই স্পর্দ্ধা ও সাহস দেখিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বাসনানুরূপ সৈন্যাদি প্রদান করিয়া পাঠানদিগকে দূর করিবার ভার দিয়াছিলেন। পুত্র সেই গুরুতর ভার স্কন্ধে লইয়া স্বচ্ছন্দে যুবতী-অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিয়াছেন এবং তস্করের ন্যায় পরকীয় দুর্গে প্রবেশ করিয়া দুর্গ-স্বামীর দুহিতার সহিত প্রণয়-লীলায় প্রমত্ত হইয়াছেন, এ সকল সংবাদ তাঁহাকে নিতান্ত বিরক্ত করিয়া তুলিল। যখন তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, বীরেন্দ্রসিংহের তনয়ার সহিত আমোদ-নিরত জগৎসিংহ পাঠান-হস্তে বন্দী হইয়াছেন, তখন পুত্রের উপর তাঁহার ক্রোধ অপরিসীম হইয়া উঠিল। এই জন্য তিনি পাঠান-কুলকে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন না। তিনি তখন এরূপ অধম ও অযোগ্য সন্তানের কল্যাণ-কামনা অবৈধ বলিয়া মনে করিলেন।

বিমলার অস্ত্রাঘাতে কতলু খাঁর মৃত্যু হইল। মরণকালে তিনি জগৎসিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; জগৎসিংহ মুক্ত হইলেন। মুক্তির পর তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পাঠানদিগের প্রার্থনামত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মানসিংহ জানিতেন, তাঁহাকে হয় তো অচিরকালমধ্যে দিল্লী যাত্রা করিতে হইবে এবং তাঁহার সহকারী সৈয়দ খাঁও বর্ষা শেষ না হইলে যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন না; সুতরাং সম্প্রতি যুদ্ধ-বিগ্রহ রীতিমত চলিবার সম্ভাবনা নাই। নানারূপ বিবেচনা করিয়া তিনি আপাততঃ সন্ধি-বন্ধনে সম্মত হইলেন। বিপুল উপহারাদি লইয়া পাঠান-মন্ত্রী খাজা ইসা ও নবীন নবাব সুলেমান খাঁ ও ওস্মান খাঁ মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহারাজ তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত

সম্মানাদি প্রদর্শন করিয়া বিদায় করিলেন। মানসিংহের আদেশে রাজপুতসেনাগণ পাটনা যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। জগৎসিংহের উপর মহারাজ বিশেষ কোন কর্ম্মের ভার প্রদান করিলেন না। তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করাই মহারাজের অভিপ্রায়।

জগৎসিংহ পিতার বিরাগভাব অনুমান করিতে পারিলেন না, এমন নহে; তথাপি তিনি শিবির ত্যাগ করিয়া তাঁহার অস্ত্র-বস্ত্র-সংলগ্ন ব্রাহ্মণ-লিখিত লিপির অনুরোধ-পালনে যাত্রা করিলেন। পিতার আদেশ না লইয়া, তাঁহার চরণে কোন সংবাদ নিবেদন না করিয়া তিনি সেই যাত্রায় গড়মান্দারণে তিলোত্তমার পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহে তাঁহার অনেক বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন, আয়েষা ও তাঁহার অনুগত লোকেরা উপস্থিত হইলেন; উৎসব ও আনন্দ যথেষ্টই হইল। কিন্তু প্রধান কর্ত্তব্য-পালনে জগৎসিংহ উদাসীন হইলেন। মহারাজ মানসিংহকে বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা হইল না, তাঁহার অনুমতি বা আশীর্ব্বাদ গ্রহণের কোন উদ্যোগ করা হইল না। পিতার অজ্ঞাতসারে শুভ-কর্ম্ম শেষ করা হইল বটে, কিন্তু কোন সংবাদই মহারাজের অগোচর রহিল না। তাঁহার বিরক্তির পরিমাণ অতিশয় বর্দ্ধিত হইল। তিনি বাক্যে তাহা ব্যক্ত করিলেন না; কিন্তু পুত্রকে রাজকীয় কোন কার্য্যের মন্ত্রণায় আহ্বান করিতে ক্ষান্ত হইলেন; তাঁহার প্রতি কোন সামান্য কার্য্য-সম্পাদনেরও ভার-প্রদানে বিরত হইলেন; তাঁহার গতিবিধি ও কার্য্যাকার্য্য পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ মানসিংহ হৃদয়চুল্লীতে পুত্রের সম্বন্ধে বিজাতীয় অসন্তোষ-বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রাখিলেন। সেই অনল যে যথাকালে ক্ষুদ্র জগৎসিংহকে ভস্মসাৎ করিতে সক্ষম, ইহা সেই প্রেমমুগ্ধ, সৌন্দর্য্য-সন্দর্শন-নিরত যুবরাজের মনে উদয় হইল না।

দারুকেশ্বর-তীর হইতে মহারাজের শিবির উঠিয়া পাটনায় চলিল। কুমার জগৎসিংহ সে ব্যবস্থা জ্ঞাত না ছিলেন, এমন নহে; তথাপি তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া পিতা বা সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইলেন না; রাজকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারী হইয়াও তিনি কোন কর্ম্মের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যাদি দারুকেশ্বর-তীরে পড়িয়া রহিল। জগৎসিংহ ও তাঁহার সৈন্যাদি ব্যতীত আর সকলেই পাটনায় গমন করিল। মহারাজ মানসিংহের ক্রোধ অপরিসীম হইয়া উঠিল। এরূপ অবাধ্য, রাজকর্ম্মে উদাসীন সৈনিক, পুত্র হইলেও নিশ্চয়ই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য বলিয়া তিনি অবধারণ করিলেন।

জগৎসিংহের চিত্ত পিতার বিরাগ-ভয়ে একবারও অবসন্ন বা আকুল হয় নাই কি? একবারও হয় নাই, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? বহু সময়েই জগৎসিংহ পিতার বিরক্তির ভাব অনুমান করিয়া চিন্তিত হইয়াছেন। বহু সময়েই এই বিরক্তির পরিণাম তাঁহার পক্ষে ভয়াবহ হইবে বলিয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন। জগৎসিংহের অপরাধ নিশ্চয়ই গুরুতর হইয়াছে; কিন্তু এরূপ অবস্থায় পড়িলে কাহারও অপরাধ ইহার অপেক্ষা লঘু হইতে পারে কি? যখন শিবির উঠিয়া যায়, তখন সেই অরণ্যমধ্যে ভগ্ন অট্টালিকায় তিলোত্তমা বিপদাপন্না। তাহা ফেলিয়া, সেই প্রাণাধিকা সুন্দরীর পরিচর্য্যা পরিত্যাগ করিয়া, কেহই সহজে অন্য কর্ত্তব্যের সেবায় নিবিষ্টচিত্ত হইতে পারে না। তাহার পর বিবাহ। পিতার অনভিমতে, বিশেষতঃ বীরেন্দ্রসিংহের বংশের সহিত বিবাহবন্ধন-বিষয়ে মহারাজ কখনই সম্মতি দিবেন না জানিয়া, গোপনে উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করা নিতান্ত গুরুতর অপরাধ হইয়াছে; কিন্তু যে সুন্দরীর জন্য হৃদয় উন্মত্ত হইয়াছে, যাঁহাকে লাভ করিতে না পারিলে জীবন-ধারণের প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে, যাঁহার চিন্তা ব্যতীত কার্য্যান্তরের ধারণা করিতে চিত্ত ভুলিয়া গিয়াছে, সেই ভালবাসার সামগ্রী লাভ করিবার উৎসাহে প্রাণ যখন প্রমত্ত, তখন যে পথে চলিলে বাসনা-সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে, কে ইচ্ছায় সে পথ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিরোধ পথে গমন করিতে না চাহে?

প্রস্তুত জগৎসিংহ একদিনও সুন্দরী-সন্দর্শন-বাসনায় আপনার কার্য্য-প্রণালী পরিচালিত করেন নাই। দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে আক্রান্ত হইয়া আশ্রয়লাভ-বাসনায় সন্নিহিত শৈলেশ্বর-মন্দিরে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় যে তৎকালে তাঁহার ভবিষ্যৎ মনোমোহিনী অবস্থিতি করিতেছেন, এ কথা তিনি জানিতেন না। তাহার পর দর্শন এবং দর্শনমাত্র মত্ততা। জগৎসিংহ সে মত্ততা পরিহার করিবার নিমিত্ত নানা প্রযত্ন পাইয়াছেন; সে চিন্তা—সে কল্পনা তিনি ত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। কে কবে এরূপ ঘটনার পর হৃদয়ের প্রবল অনুরাগ সহজে হাসিয়া উড়াইতে পারিয়াছে এবং চিত্ত-ক্ষেত্র হইতে সেই প্রবল আকর্ষণের সমস্ত রেখা মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছে? তাহার পর জগৎসিংহ সেই মনোমোহিনীর পরিচয়-জিজ্ঞাসু হইয়া পশ্চাত্তে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুনরায়

পনীত হইয়াছেন। পরিচয় শুনিয়া তাঁহার হৃদয় মথিত ইয়া গিয়াছে। তিনি তখনই বুঝিয়াছেন, সে সুন্দরীর ঙ্গ-লাভ তাঁহার অদৃষ্টে কখনই ঘটিবে না। বীরেন্দ্র-সংহের তনয়ার সহিত মানসিংহ-নন্দনের বিবাহ অসম্ভব। াই স্থলে জগৎসিংহের একটা বিষম ভ্রম হইল। তিনি একবার—জীবনের মত শেষ একবারমাত্র সেই সুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চিরবিদায়-গ্রহণের ইচ্ছা করিলেন। ইহা তাঁহার অনভিজ্ঞতা-জনিত ভয়ানক ভ্রম। এরূপ সাক্ষাতে প্রণয় যে শতগুণে বাড়িয়া উঠে, হতাশ প্রেমিকেরা ইহা বুঝিতে পারে না। অদর্শনে কালক্রমে প্রণয়-লালসা মন্দীভূত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু দর্শনরূপ ইন্ধন-সংযোগে প্রেমানল সতেজ হইয়া জ্বলিয়া উঠে। ইহা না বুঝিয়াই অনভিজ্ঞ প্রেমিক একবার শেষ দর্শনের নিমিত্ত উন্মত্ত হয়। এই শেষ দর্শনই অনেক স্থলে সর্ব্বনাশের হেতুভূত হইয়া থাকে। জগৎসিংহের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল।

জগৎসিংহ আহূত হইয়া বিমলার সহিত গড়মান্দারণ গিয়াছিলেন। দুর্গস্বামীর বিনানুমতিতে দুর্গে প্রবেশ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই। বিমলা তাঁহার কানে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলে তিনি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তবে কথা-প্রসঙ্গে এই সময়ে বিমলা যে দুই একটি বাক্যের ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া জগৎসিংহের ক্রোধ বা চিত্তবিকার হওয়া উচিত ছিল। বিমলাকে তিনি সুচরিত্রা নামে সম্বোধন করিলে বিমলা বাধা দিয়া আপনাকে কুচরিত্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক কুচরিত্রা বলিলে বড় ঘৃণিত অর্থই ব্যক্ত হয়। যখন দুর্গ-প্রবেশের গুপ্ত-দ্বারের কথা উঠে, তখন বিমলা বলিয়াছিলেন, 'যেখানে চোর, সেখানেই সিঁধ।' এ কথায় রাজপুত্রের বিরাগ হওয়া উচিত ছিল ; কেন না, 'চোর' ও 'সিঁধ' কথায় গুপ্ত-প্রণয়ের গুপ্ত উপায়ই সূচিত হইয়া থাকে। কুলনারীর পক্ষে এরূপ উক্তি সমূহ উচিত নহে বলিয়া রাজপুত্রের মনে হইলেই ভাল হইত। তিনি এ সকল বাক্য রহস্য-প্রবণা বিমলার সরল উক্তি বোধে মনের মধ্যে স্থান দেন নাই। বস্তুতঃ তাহাই সত্য।

শেষ সাক্ষাৎ ঘটিল। এরূপ শেষ দর্শনে যাহা হইয়া থাকে, এ স্থলেও তাহাই হইল। উভয়েই উভয়ের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া চিরদিনের নিমিত্ত অচ্ছেদ্য প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এই তো তাঁহার প্রণয়-ব্যাপারের ইতিহাস। জগৎসিংহ বীর, সৈনিক পুরুষ ও সম্রাট্-কর্ম্মচারী ; সুতরাং অসময়ে তাঁহার এরূপ প্রণয়রঙ্গে প্রমত্ত হওয়া উচিত হয় নাই। কিন্তু ঘটনা সকলই তাঁহার অনুকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রণয়-রঙ্গ-ক্ষেত্রে অভিনেতা রূপে দণ্ডায়মান হইবার নিমিত্ত তিনি প্রার্থী ছিলেন না, ঘটনাপুঞ্জ তাঁহাকে অসম্ভাবিত উপায়ে সেই মঞ্চে উপস্থাপিত করিয়াছিল। সেই মদিরার মোহন আবেশ একবার আক্রমণ করিলে কোন্ বীর তাহার শাসন অতিক্রম করিতে পারেন ?

মানসিংহ এত কথা জানিতেন কি ? বোধ হয়, কোন ব্যাপারই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না ; তথাপি তিনি পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, অগ্রে প্রভুর কার্য্যসাধন, তাহার পর স্বকীয় সুখ, আমোদ বা স্বার্থের চিন্তা ; এইরূপই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ বীরের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ন্যায়-পরায়ণ, কর্ত্তব্য-সেবক অম্বরেশ্বর এইরূপ মনে করিয়াই জগৎসিংহের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ নানাপ্রকারে সেই বিরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এ কথা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

তাহার পর প্রভুর বিনানুমতিতে প্রায় মাসাবধি কাল শিবির হইতে সুদূরে অবস্থান জগৎসিংহের পক্ষে মানসিংহের চক্ষুতে ক্ষমার অতীত অপরাধ বলিয়া অবধারিত হইল। বিরাগের চরম সীমায় উপনীত মহারাজ মানসিংহ এই অপরাধীকে সজীব অবস্থায় এবং তাহা অসম্ভব হইলে মৃতাবস্থায় তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। পার্শ্বচর পদস্থ ব্যক্তিগণ মহারাজের ক্রোধের গুরুতা অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

জগৎসিংহ শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দির-সন্নিকটে বন্দী হইলেন। যে স্থানে তাঁহার প্রণয়াভিনয়ের প্রারম্ভ, সেই স্থানেই তাঁহার যবনিকাপাত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের পুরস্কার।

পাটনা নগরে মহারাজ মানসিংহ বাহাদুরের দরবার-গৃহে অদ্য ভয়ানক জনতা। অদ্য যথাসময়ে তথায় এক কল্পনাতীত কাণ্ডের অভিনয় হইবে। অচিরকালমধ্যে তথায় এক বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও পদমর্য্যাদাসম্পন্ন রাজকর্ম্মচারীর অপরাধের বিচার হইবে। অস্ত্রধারী রক্ষিগণ

চারিদিকে যথাস্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। যাবতীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ইচ্ছা করিলে এই বিচারসভায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সহস্র সহস্র সৈনিকপুরুষ সেই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছে। নগরবাসী ভদ্রাভদ্র জনসমূহেরও অদ্য এই সভায় দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিবার নিষেধ ছিল না; সুতরাং বিচার-কার্য্য আরব্ধ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই জন-সমাগমে সেই বিশাল দরবার-গৃহের সকল স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

যথাসময়ে নাগারা বাদিত হইল; বাদ্যধ্বনি ক্ষান্ত হইবামাত্র স্তুতিগায়কেরা মঙ্গল-গান সমাপন করিল। তাহার পর নকিব ফুকরাইয়া উঠিল। সমাগত দর্শকেরা উদ্‌গ্রীব হইয়া মহারাজের আগমন-পথ চাহিয়া রহিল। তৎক্ষণাৎ অম্বরেশ্বর মহারাজ মানসিংহ ধীর ও গম্ভীর পাদ-নিক্ষেপে স্বতন্ত্র দ্বার দিয়া সেই সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচর সেনাপতিগণ, সভাসদ্ ও পারিষদ্‌গণ তাঁহার অনুসরণক্রমে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলেরই বদন উৎকণ্ঠায় সমাচ্ছন্ন; সকলেই যেন অদ্য না জানি কি ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হইবে ভাবিয়া ভয়াকুল। মহারাজ মানসিংহ সমুচ্চ মঞ্চোপরি স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে সমাসীন হইলেন; সেনাপতিগণ, সভাসদ্‌গণ ও পারিষদ্‌গণ তাঁহার উভয় পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নিম্নাসনে উপবেশন করিলেন। সমাগত লোকেরা সভয়ে দেখিল, মহারাজের বদনে স্থিরতা ও ধীরতাব্যঞ্জক লক্ষণ সমূহ প্রকটিত।

জন-সমাগমে সভার সকল স্থান পরিপূর্ণ হইলেও তথায় অসাধারণ শান্তি ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। কাহারও মুখে বাক্য নাই, সন্নিহিত ব্যক্তির সহিত একটা কথা কহিতেও কাহারও প্রবৃত্তি নাই, সবলে নিশ্বাস ফেলিতেও কাহারও সাহস নাই। সকলেই চিন্তাকুল, সকলেই ম্রিয়মাণ।

মহারাজ আসন গ্রহণ করিয়া অকম্পিত গুরু-গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ করিলেন, "বন্দীকে আনয়ন কর।"

সভার ভাবতেই বিচলিত হইয়া উঠিল। সকলেরই বিষণ্ণ মুখ আর একটু কালিমাগ্রস্ত হইল। সকলেই উৎসুকভাবে প্রবেশ-দ্বারের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। পরিমিত পদ-সঞ্চালন করিতে করিতে প্রহরী-পরিবেষ্টিত বন্দী অবনতমস্তকে সেই সভাকুট্টিমে প্রবেশ করিলেন। তাবৎ লোক করুণ-নয়নে সেই বন্দীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। সেই বন্দী কুমার জগৎসিংহ।

বন্দী সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবামাত্র মহারাজ মানসিংহ পূর্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "বন্দী জগৎসিংহ! তুমি বহুবিধ অপরাধে অপরাধী হইয়াছ। তোমার অপরাধ আমি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। কতকগুলি অপরাধ পারিবারিক, আর কতকগুলি রাজকীয়। অদ্য তোমার সেই সমুদায় অপরাধের যথাবিহিত বিচার করিয়া তোমার উপর সমুচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইবে। তোমার রাজকীয় অপরাধ সমূহ নিতান্ত গুরুতর হইলেও বিচার-কার্য্যের সুবিধা হইবে ভাবিয়া অগ্রে তোমার পারিবারিক অপরাধ সমূহের বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে।"

অবনতমস্তক জগৎসিংহ আরও অবনত হইলেন। একজন প্রাচীন মোগল পারিষদ্ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং মহারাজকে বিহিত বিনয় সহকারে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "অধীনের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, পারিবারিক অপরাধের আলোচনা সকলের শুনিবার প্রয়োজন কি? আমরা সকলে কেন এ সময়ে স্থানান্তরে যাই না?"

মানসিংহ বলিলেন, "না—কাহারও এ স্থান ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, বন্দীর পারিবারিক অপরাধের সহিত তাহার রাজকীয় অপরাধের বিশেষ সংস্রব আছে এবং একের বিচারের উপর অন্যের বিচার নির্ভর করিতেছে।"

মোগল পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। সকলেই পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় স্ব স্ব স্থানে স্থির থাকিয়া মহারাজের আদেশ শুনিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ বলিলেন, "শুন বন্দী! অতঃপর তোমাকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি তাহার সত্য উত্তর প্রদান না করিলে তোমার অপরাধ আরও গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

জগৎসিংহ সগর্ব্বে উত্তর দিলেন, "এ শাসন নিতান্ত অনাবশ্যক। জগৎসিংহ মিথ্যা কহিতে জানে না—প্রাণের ভয়েও সে মিথ্যা কহিতে অশক্ত।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি পাঠানগণ কর্ত্তৃক বীরেন্দ্রসিংহের অন্তঃপুর-মধ্যে রমণীগণের সহিত এক কক্ষে ধৃত ও অবরুদ্ধ হইয়াছিলে কি না?"

জগৎসিংহ উত্তর দিলেন, "হাঁ।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি পাঠকগণের হস্তে অবরোধকালে নবাব কতলু খাঁর পালিতা কন্যা আয়েষার হৃদয়ে প্রেম-লালসা উত্তেজিত করিয়াছিলে কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "মহারাজ, এ প্রশ্নের উত্তর

টু দীর্ঘ হইবে—ক্ষমা করিবেন। নবাব-পুত্রী আয়েষা ার পরমহিতৈষিণী। এ অভাগা যে শত অপরাধে রাধী হইয়াও অদ্য আপনার ন্যায়-বিচারের প্রতীক্ষায় য়মান হইতে সমর্থ হইয়াছে, সে কেবল সেই নবাব-ী আয়েষার গুণে। আমি যখন অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত-লবর ও জ্বর-বিকারে অজ্ঞান, তখন নবাব-নন্দিনী য়েষা মাতার ন্যায়, ভগ্নীর ন্যায়, পত্নীর ন্যায় ও সখীর যত্নে অবিরত পরিচর্য্যা করিয়া, আমার আরোগ্য-ন করিয়াছেন। সেই দেবীকে আমি ভক্তি করি, রের সহিত তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহাকে পট আত্মীয় বলিয়া আমি জ্ঞান করি। তাঁহার ন্যায় বালার প্রতি প্রেমের চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করিতেও কখন অধম জনের সাহসে কুলায় না। তাঁহাকে পূজার পাত্রী অন্য কোন ভাবে চিন্তা করিতেও আমার কখন ত্তি হয় নাই। কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, একটা প্তাবিত ঘটনায় আমি সহসা জানিতে পারিয়াছি, সেই বতী নবাব-নন্দিনী এই অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি প্রেমা-। সেই সদয়-হৃদয়া নবাব-তনয়ার হৃদয় না জানি অসীম যাতনার আবাসস্থল হইয়াছে মনে করিয়া, মি তদবধি অসীম কষ্ট ভোগ করিতেছি। তাঁহাকে য়োন্মত্ত করা দূরে থাকুক, যদি আমি তাঁহার অসীম য়ের একটুও প্রতিদান করিতে পারিতাম, তাহা লে আমার সুখ, আনন্দ ও সৌভাগ্যের সীমা থাকিত। তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের উত্তেজনা করা দূরে থাকুক, তাঁহার হৃদয় হইতে প্রেমাকর্ষণের চিহ্নমাত্রও প্রক্ষা-ন করিবার নিমিত্ত আমাকে অসাধ্য-সাধনও করিতে ত, আমি তাহাতেও কদাপি পশ্চাৎপদ হইতাম না।"

মানসিংহ আবার জিজ্ঞাসিলেন, "বর্ত্তমান পাঠান-ব ওস্‌মান খাঁর সহিত তোমার কোন দিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ রাছিল কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "হাঁ মহারাজ! আয়েষার প্রণ-তাঁহার কারণ। নবাব বলেন, 'এ সংসারে আয়েষার য়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হইতে পারে না; অতএব যুদ্ধে হয় তুমি মর, না হয় আমি মরি।' আমি াকে স্পষ্টরূপে বলি, আমি আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ; সুতরাং যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। তিনি বলেন, ম না হইলেও আয়েষা তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, অতএব বধ্য।' এ সকল কথা নবাব কখনই অস্বীকার করি-ন না। তিনি আমাকে পদাঘাত না করিলে আমি নেই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতাম না।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি নবাব-পুত্রীকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া থাক কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "পুনঃ পুনঃ লিখি না, একবার লিখিয়াছিলাম।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি অকারণে আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "গিয়াছিলাম। এ দেশ হইতে বিদায়-কালে তাঁহার সহিত শেষ-সাক্ষাতের প্রার্থী হইয়াছিলাম।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কখন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "একবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।"

মানসিংহ বলিলেন, "তুমি সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইলে, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত নহে বলিয়া আয়েষা তোমাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "ঐরূপ একটা কারণেই তিনি আমার সহিত সাক্ষাতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন বটে।"

মানসিংহ ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এখনও বলিতে চাহ, তুমি নবাব-পুত্রীর প্রতি আসক্ত নহ? তুমি কখন তাঁহাকে প্রেমের উৎসাহ দেও নাই? তিনিই তোমার প্রতি অনুরাগিণী?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "হাঁ মহারাজ! ঐ কথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। বিশ্বাস করা না করা মহারাজের ইচ্ছাধীন।"

মানসিংহ দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরেন্দ্র-সিংহের তনয়া তোমার উপপত্নী কি না?"

জগৎসিংহ বিচলিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার শরীর দিয়া যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। স্থিরস্বরে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি ভূপাল, শাসন-পালনের কর্ত্তা,প্রভু এবং আমার পিতা; সুতরাং প্রত্যক্ষ ধর্ম্মস্বরূপ। আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার সমুচিত উত্তর দিতে আমি অশক্ত। কিন্তু অন্য কেহ ভ্রমে বা পরিহাসেও এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমি এতক্ষণ তাহার সর্ব্বনাশ না করিয়া ক্ষান্ত হইতাম না। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা আমার সহধর্ম্মিণী—পবিত্র মন্ত্রানুষ্ঠান-সহকারে পরিগৃহীতা ধর্ম্মপত্নী।"

মানসিংহ ভয়ানক উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন, "নরাধম, রাজপুত-কুল-কলঙ্ক, ঘৃণিত কীট! এই পাপ-কথা আমার সমক্ষে স্বীকার করিতে তোর রসনা খসিয়া

পড়িল না, ক্ষোভে ও লজ্জায় তোর প্রাণ আলোড়িত হইল না? বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তোর ধর্ম্মপত্নী! যে বীরেন্দ্র বারি-বাহকরূপে আমার পবিত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া এক পরিচারিকার সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিল, যে বীরেন্দ্র আমার তাড়নায় এক ব্যভিচারিণী শূদ্রীর বিমলা-নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল, সেই পাপাত্মা তোর শ্বশুর; আর সেই শূদ্রীতনয়া বিমলা তোর ধর্ম্ম-পত্নীর বিমাতা! কাহার কথা বলিব? তোর এই ধর্ম্ম-পত্নী এক জারজা নারীর গর্ভ-সম্ভবা। আর সেই পরম সন্ন্যাসী,—যিনি শশিশেখররূপে সংসারে অশেষ অনর্থ উৎ-পাদন করিয়া এখন অভিরাম সাজিয়াছেন, তিনি তোমার ধর্ম্মপত্নীর মাতামহ! তিনি প্রবাসগত—প্রতিবাসি-পত্নীর গর্ভোৎপাদন করিয়া পলাতক হইয়াছিলেন; কাশীতে বহু শাস্ত্রাদির আলোচনা করিয়াও তিনি সাহায্য-কারিণী শূদ্র-কন্যার ধর্ম্মনাশ করিয়াছেন। সেই মহাপুরুষ এক্ষণে পরম জ্ঞানী! ধিক্ তোর বিবেচনায়! তুই এই সকল হীন ও জঘন্য লোককে আত্মীয় জ্ঞান করিয়া এক সামান্য জমীদারের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিস্। তুই তাহাকে উপপত্নী বলিয়া স্বীকার করিলে হয় তো তোর অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিতাম। পিতার অমতে, পিতার আশীর্ব্বাদ বা অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া যে পুত্র এরূপ নিকৃষ্ট বংশের সহিত কুটুম্বিতার বন্ধন সংঘটিত করিতে পারে, সে পিতার পরিত্যাজ্য। আজি হইতে জগৎসিংহ আমার পুত্র নহে। তুই কোন স্থানে আপনাকে মান-সিংহের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিলে নিশ্চয়ই তোর জীবন-দণ্ড হইবে।"

সভাস্থ সকলে নির্ব্বাক্ অবস্থায় সভয়ে মহারাজার এই আদেশ শ্রবণ করিল। মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "অতঃপর তোর রাজকীয় অপরাধের কথা। তুই বাদশাহের একজন চিহ্নিত কর্ম্মচারী ও ভার-প্রাপ্ত সেনাপতি হইয়াও অনায়াসে তস্করের ন্যায় নিশা-কালে দুর্গস্বামীর অজ্ঞাতসারে অপরের দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলি?"

জগৎসিংহ নিরুত্তর—অধোমুখ। মানসিংহ বলিলেন, "পঞ্চসহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া এবং পাঠানগণকে দূর করি-বার ভার লইয়া, তুই কেন সে কার্য্যে অবহেলা করিয়া, স্বকীয় সুখের চেষ্টায় নারী-লাভের প্রত্যাশায় ফিরিয়াছিলি?"

জগৎসিংহ নিরুত্তর। মানসিংহ আবার জিজ্ঞাসিলেন, "পাঠানদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়ার পর তুই কেন আপনার সৈন্য সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার আদেশের প্রতীক্ষা করিস্ নাই?"

জগৎসিংহ নিরুত্তর। মানসিংহ আবার বলিলেন, "সৈন্য ও সেনাপতিগণ যখন শিবির তুলিয়া যাত্রা করিয়াছেন, তুই কেন আমার আদেশানুসারে সে সময়েও সে সঙ্গে মিলিত হইস্ নাই?"

জগৎসিংহ নিরুত্তর। মানসিংহ আবার বলিলেন, "কোনরূপ বিদায় গ্রহণ না করিয়া এবং বাদশাহের কোন কার্য্যে লিপ্ত না থাকিয়া তুই স্বাধীনভাবে কেন কালপাত করিতেছিলি?"

জগৎসিংহ নিরুত্তর। মানসিংহ বলিলেন, "বল্ দুরাত্মা, এরূপ কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষে কোন্ শাস্তি বিহিত? প্রাণদণ্ড তোর উপযুক্ত শাস্তি।"

সেই মোগল পারিষদ্ আবার দণ্ডায়মান হইয়া, অতীব বিনয় সহকারে মহারাজকে সেলাম করিয়া বলিলেন, "হুজুর, অভয় দেন, একটা কথা নিবেদন করি—যুবরাজ আপনার পুত্র—"

মানসিংহ বজ্র-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "কে বলে ঐ হত-ভাগ্য কুক্কুর আমার পুত্র? আমার পুত্র হইলে কখন এমন রাজদ্রোহী, প্রভু-অবমাননাকারী, কর্ত্তব্যে অনাসক্ত হইত না। পুত্রত্ব-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার জন্যই আমি অগ্রে পারিবারিক অপরাধের বিচার করিয়াছি; সেই বিচারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ হতভাগ্যের সাহত পুত্রত্বের শেষ হইয়াছে।"

মোগল বলিলেন, "ভাল, আপনি ধর্ম্মাবতার; ভাবিয়া দেখুন, যুবরাজ নিতান্ত তরুণ-বয়স্ক।"

মহারাজ কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "শোন্ দুরাত্মন্, প্রাণদণ্ড ব্যতীত তোর অপরাধের সমুচিত শাস্তি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। তথাপি তোর তরুণ বয়সের অনুরোধে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মাত্র অদ্য ব্যবস্থা করা হইল। রক্ষিগণ, এই হতভাগ্যের বেশভূষা খুলিয়া লও, ইহাকে আমার সম্মুখে ও এই সভার সমক্ষে শৃঙ্খলা-বদ্ধ কর, তাহার পর এই নরাধমকে সর্ব্বসমক্ষে কারা-বাসে লইয়া যাও।"

আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ পালিত হইল। জগৎসিংহ ঘৃণিত বন্দীর বেশ ধারণ করিলেন। লৌহ-শৃঙ্খলে তাঁহার হস্ত-পদ নিবদ্ধ হইল। চারিদিকে অস্ফুট হাহাকার ও দীর্ঘ-নিশ্বাস-শব্দ উঠিল; সেনাপতিগণ অধোমুখ হইলেন; বৃদ্ধগণের চক্ষুতে জল আসিল। রক্ষিগণ বন্দী সহ প্রস্থান করিল। সভাভঙ্গ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বার্ত্তাবহ।

সৈনিক দারুকেশ্বর-তীরে যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া-
েল এবং মথুরাসিংহের সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া একাকী
ৃন্দাবন অভিমুখে অশ্ব চালিত করিয়াছিল, সে
য়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর সম্মুখে বিকট-বেশধর গজ-
ি বিদ্যাদিগ্‌গজকে দেখিতে পাইল। গজপতি কিঞ্চিৎ-
াল পূর্ব্বে অশ্বারোহী জগৎসিংহের সহিত আলাপ
রিয়া একটি রৌপ্যমুদ্রা লাভ করিয়াছিলেন। পুনরায়
অ এক অশ্বারোহী বীর দেখিয়া তাঁহার সহজেই মনে
ইল, অদ্য তাঁহার সুপ্রভাত ; এ ব্যক্তির সহিত কিঞ্চিৎ
ালাপ করিলে নিশ্চয়ই কিছু লাভ হইবে। তিনি অশ্বা-
োহীর অভিমুখে ফিরিয়া হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া
লিলেন, "আল্লা মহাদেব হুজুরের তবিয়ৎ ঠিক রাখুন!"
অশ্বারোহী সৈনিক এই আশ্চর্য্য-বেশ-ধর ব্যক্তির
ধ আশ্চর্য্য ভাষায় আশ্চর্য্য আশীর্ব্বাদ শুনিয়া বিস্ময়া-
ষ্ট হইল। সে এই ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবার
ভপ্রায়ে অশ্বকে ধীরে চালাইল ; দিগ্‌গজ পাশে পাশে
াতে লাগিলেন। অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিল,—
াপনারা কি জাতি ?"

দিগ্‌গজ চিন্তিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে উত্তর
লন, "স্বামীজীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া এ কথার যথার্থ
র দিতে পারিতেছি না।"

অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি কথা? জাতির
। আর একজনকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কেন বলিতে
রবেন না?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "আমি ঠিকই আছি বটে, কিন্তু
ার জাতির কথাটা এখনও ঠিক হয় নাই।"

সৈনিক মনে করিল, লোকটা পাগল। ইহার সহিত
ায় সময় কাটিলে মন্দ নয়। বলিল, "বড় আশ্চর্য্য
।! কিসে কি হইল?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "আমি হিন্দু—ব্রাহ্মণ ছিলাম ;
ার পর শুনিতেছি, আমি মুসলমান হইয়াছিলাম।
ার পর হিন্দু হইবার জন্য যাহা করিতে হয়, সব
য়াছি। এখন জাতি-সম্বন্ধে আমাকে কি বলিতে
ব, তাঁহা স্বামীজী ঠিক করিয়া না দিলে বলিতে
াব না।"

সৈনিক কথাটা বুঝিতে পারিল ;—জিজ্ঞাসিল,
"স্বামীজী কে?"

"আমার অধ্যাপক।"

সৈনিক আবার বিস্ময় সহ জিজ্ঞাসিল, "আপনার
অধ্যাপক! বয়স তো আপনার কম বুঝিতেছি না। এখ-
নও কি আপনি ছাত্র?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "বয়স আমার অতি অল্প। আস-
মানি বলিয়াছে, আমি এখনও বালক। সে কথা কখনই
মিথ্যা হইবার নহে।"

সৈনিক আবার জিজ্ঞাসিল, "আসমানি কে?"

দিগ্‌গজ একটু চক্ষু মুদিত করিয়া চিন্তা করিলেন ;
তাহার পর বলিলেন, "জানি না কে?"

"আসমানি স্ত্রীলোক, না পুরুষ?"

দিগ্‌গজ আবার একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,
"ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় স্ত্রীলোক।"

সৈনিক বুঝিল, লোকটার বুদ্ধি কিছু কম। এরূপ
লোক পাইলে সকলেরই রহস্য করিতে ইচ্ছা হয়। সে
আবার জিজ্ঞাসিল, "কিসে আপনি স্থির করিলেন,
আসমানি স্ত্রীলোক?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "সে মেয়েমানুষের মত
কাপড় পরে, মাথায় খোঁপা বাঁধে, গায়ে গহনাও পরে।
এই সব লক্ষণ দেখিয়া আমি ঠিক করিয়াছি, সে
স্ত্রীলোক।"

সৈনিক জিজ্ঞাসিল, "তাহার মুখে দাড়ি-গোঁফ আছে
কি?"

"না।"

"ইহাতেও বুঝা যায়, আসমানি স্ত্রীলোক।"

দিগ্‌গজ একটু ভাবিয়া বলিল, "তা ঠিক বুঝা যায়
না। বাঙ্গলা দেশের অধ্যাপকমাত্রের দাড়ি-গোঁফ নাই।
এই উড়ের দেশের পুরুষের দাড়ি-গোঁফ তো নাই, বাড়ার
ভাগ মাথায় খোঁপা বাঁধার মত মস্ত চুল।"

"আপনি বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন,
আসমানি কোন অধ্যাপক নহেন তো?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "মহাশয়, কথাটা বলিয়াছেন মন্দ
নয়। আমার পূর্ব্ব অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত আসমানির
চেহারা কতকটা মিলে। তা ছাড়া আসমানির ব্যব-
হারাদি অধ্যাপকের মত।"

সৈনিক কৌতূহল সহকারে জিজ্ঞাসিল, "কিরূপ?"

"তিনি আমাকে সর্ব্বদা তাড়না করেন ; আবার বড়ই
ভালবাসেন। আমি কি করিব না করিব, তাহার ব্যবস্থা

তিনিই দেন। আমাকে দিয়া অনেক কাজ করাইয়া লন। আমার সহিত সুখ-দুঃখের অনেক কথা কহেন।"

"আপনাকে পাঠ বলিয়া দেন না?"

"না। সে বোধ হয় আমারই দোষ। আমি তাঁহাকে দেখিলেই সব ভুলিয়া যাই, পড়া-শুনার কথা মনে পড়ে না। পাঠ চাহিবার সময় পাই না।"

সৈনিক বলিল, "আমি বুঝিয়াছি, আসমানি স্ত্রীলোক। আপনি আমার সহিত এতক্ষণ রহস্য করিতেছিলেন। এই আসমানি আপনার প্রণয়িনী।"

দিগ্‌গজ লাফাইয়া উঠিলেন। এত জোরে, এত উর্দ্ধে তিনি উঠিয়া পড়িলেন যে, তাঁহার গলার রুদ্রাক্ষ-মালা স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল। তিনি তাহা কুড়াইয়া না লইয়াই সৈনিকের নিকটস্থ হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "বলেন কি? আমি ঐ কথাই মনে করি; কিন্তু অন্য লোকেও কি মনে করে যে, তিনি আমার ভালবাসার মেয়েমানুষ?"

সৈনিক একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই লোকে ঐরূপ মনে করে। তাহা না হইলে আমি একটু কথা শুনিবামাত্র বুঝিলাম কেন যে, তিনি আপনার প্রণয়িনী?"

দিগ্‌গজ ব্যস্ততা সহ মালা তুলিয়া আনিয়া সৈনিকের নিকটস্থ হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কি দৈবজ্ঞ? আপনি এ কথা ঠিক বলিতেছেন তো? আমি এবার দুর্গে গিয়া অনায়াসে তাঁহাকে প্রণয়িনী বলিয়া ডাকিতে পারিব তো?"

সৈনিক বলিল, "আমি ঠিক বলিতেছি, তিনি আপনার প্রণয়িনী। আপনি স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে প্রিয়তমা বলিয়া আদর করিবেন। আমি অনেক দিন গুরুর নিকট সামুদ্রিক-শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছি। আপনার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, আপনার এক মনোমোহিনী আছেন। তাঁহার নামের প্রথম অক্ষর 'আ', আর শেষ অক্ষর এতক্ষণ ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু আপনি এক্ষণে কাছে আসায় আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, আপনার প্রণয়িনীর নামের শেষ অক্ষর 'নি'।"

দিগ্‌গজ পরমানন্দে কহিল, "এত দিনে ভগবান্ আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। আপনার ন্যায় দৈবজ্ঞ মহাশয়ের মুখে শুনিয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, আসমানি আমার প্রণয়িনী, সন্দেহ নাই। আচ্ছা, আপনি একটু ভাল করিয়া আমার কপালের পানে চাহিয়া দেখুন দেখি, যেখানে আমার প্রণয়িনীর নামের অক্ষর লেখা আছে, তাহার এ দিকে ও দিকে আর কোন অক্ষর আছে কি না—দেখুন দেখি ভাল করিয়া।"

গজপতি কপালটা একবার ভাল করিয়া মুছি ফেলিল। সৈনিক বলিল, "আছে; কিন্তু "আ" ও "নি" যেমন স্পষ্ট, তেমন আর কিছুই নহে। সেও গায়ে পড়া।"

গজপতি বলিলেন, "আপনি আমার বিশেষ উপকা করিলেন। আপনি কোথায় চলিয়াছেন?"

"আপাততঃ আমি গড়মান্দারণ যাইব। তাহার প অন্য দিকে যাইবার প্রয়োজন আছে।"

গড়মান্দারণ তো আসিয়াছেন। এই বাগানের পারেই গড়। এখানে কাহার কাছে দরকার?"

সৈনিক বলিল, "দরকার বিশেষ কিছু নয়; কেব দুর্গে একটা খবর দেওয়া মাত্র।"

গজপতি বলিলেন, "তা আসুন আমার সঙ্গে। আ প্রথমেই দুর্গে যাইব। সেখানেই আমার আসমা থাকেন। তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া কোথা যাইব না।"

সৈনিক বলিল, "দুর্গের সকলের সঙ্গেই কি আপনা আলাপ আছে?"

গজপতি সগর্ব্বে বলিলেন, "বিশেষ। দুর্গের যি এখন কর্ত্তা, তিনি আমার অধ্যাপক অভিরাম স্বামী দুর্গের মধ্যে যিনি সর্ব্বময়ী, তিনি আমার বৃত্তভাণ্ডার আর দুর্গে যাঁহার তুলনা নাই, তিনি আমার গোড়ায় 'আ শেষে 'নি'।"

সৈনিক বলিল, "তাহা হইলে আপনি একটা সামান্য সংবাদ দয়া করিয়া দুর্গে জানাইলে আমার বিশেষ উপকার হইবে। আপনার গোড়ায় 'আ' আর শেষে 'নি'র দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেই চলিবে।"

গজপতি বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে। আপনার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি। আপনি যখন বলিয়া দিয়াছেন, আসমানি আমার প্রণয়িনী, তখন হইতে আমার সাহস-ভরসা কত বাড়িয়া গিয়াছে; তাহা আর কি বলিব? আমি এখনই গিয়া খবর দিব। কথাটা কি, আপনি বলুন।"

সৈনিক বলিল, "আপনি দয়া করিয়া বলিবেন যে, কুমার জগৎসিংহ বন্দী হইয়াছেন।"

গজপতি কাঁপিয়া উঠিলেন;—বলিলেন, "কেন বন্দী হইলেন? কে বন্দী করিল?"

সৈনিক বলিল, "কেন বন্দী হইলেন, তাহা আমরা জানি না। মহারাজ মানসিংহ বাহাদুরের আজ্ঞায় আমরাই বন্দী করিয়াছি।"

দিগ্‌গজ একটু চিন্তা করিল। ভাবিল, যুবরাজ যখন

বন্দী হইয়াছেন, তখন আর সকলেরও যে সে দশা হইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? বীরেন্দ্রসিংহ যখন বন্দী হইয়াছিলেন, তখনও ক্রমে দুর্গের সমস্ত লোক বন্দী হইয়াছিল। বৃথা গঙ্গাস্নান, গঙ্গাতীরে বাস, তীর্থ-দর্শন করিয়া আসিলাম। আবার হয় তো মুসলমান হইতে হইবে। যাহারা যুবরাজকে বন্দী করিয়াছে, এই ব্যক্তিও তাহাদের একজন। এ অগ্রে আসিয়াছে; আর সকলে পরে আসিতেছে। এক্ষণে ইহার সঙ্গ ছাড়িয়া পলায়ন করাই সৎপরামর্শ। প্রকাশ্যে বলিলেন, "আপনার সংবাদ আমি দুর্গে জানাইব। আপনি এখন যেখানে যে কার্য্যে যাইতেছেন, সেখানে যাইতে পারেন।"

দিগ্‌গজ ক্রমেই সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। সৈনিক তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না। কিয়দ্দূর সরিয়া যাওয়ার পর দিগ্‌গজ দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন—এক একবার পশ্চাতে চাহেন, আবার দৌড়ান। পদ-চালনায় তাঁহার বিশেষ নিপুণতা আছে। আর একদিন বিমলার সহিত রাত্রিকালে আসিতে আসিতে ভূতের ভয়ে গজপতি এইরূপে পলাতক হইয়াছিলেন।

সৈনিক এ বিষয়ে লক্ষ্য করিল না। যাহার যখন পড়্‌তা মন্দ হয়, তখন সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করে। জগৎসিংহ বন্দী, সুতরাং তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিলে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, এ কথা সৈনিক বুঝিত। সুতরাং তাঁহার খবর বলিবার জন্য দুর্গে যাইয়া সময় নষ্ট করিবার বিশেষ প্রয়োজন সে অনুভব করিল না। আর এরূপ অবস্থায় যুবরাজের সংবাদ গড়মান্দারণে দেওয়া উচিত কি না, তাহাও সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। হয় তো এই সংবাদ বহন করিয়া আনার জন্য মহারাজের বিচারে সে অপরাধী ও দণ্ডার্হ হইতে পারে। সাত পাঁচ ভাবিয়া সে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া সংবাদ দিতে যাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিল না। গজপতি বিদ্যা-দিগ্‌গজকে সংবাদ-বাহক করিয়া ও দুর্গস্থ লোকদিগকে জানাইতে বলিয়া সে ধর্ম্মের দ্বারে খালাস হইল।

গড়ের সীমায় পথ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। এক পথ গড়ের মধ্যে গিয়াছে, আর একটি শৈলেশ্বর-মন্দিরের দিকে গিয়াছে, আর একটি বর্দ্ধমানের দিকে এবং চতুর্থটি পুরীর অভিমুখে গিয়াছে। সৈনিক পুরুষ গড়ের ভিতরে যে পথ গিয়াছে, সে দিকে অগ্রসর না হইয়া, যে পথ পুরীর অভিমুখে গিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিল। তাহার অশ্ব কশাঘাতে উত্তেজিত হইয়া বেগে ধাবিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের মদিরা।

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে দুর্গে আসিয়া উপনীত হইল এবং আর কোন দিকে না গিয়া আসমানির সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে অন্তঃপুরদ্বারে আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার সাহস ও অধিকার থাকিলে সে হয় তো তাহাও করিত। সেই অদ্ভুত পরিচ্ছদে ও নিতান্ত ব্যস্তভাবে সহসা তাহাকে এই স্থানে সমাগত দেখিয়া দ্বার-রক্ষক নিতান্ত বিরক্ত হইল এবং তাহাকে সে স্থান হইতে দূর হইয়া যাইতে বলিল।

দিগ্‌গজ বলিলেন, "ভাই, রাগ করিতেছ কেন? আমার নিকট অতি নিগূঢ় সংবাদ আছে। সেই সংবাদ এখনই জানান আবশ্যক।"

দ্বারপাল বলিল, "জরুরী খবর থাকে, তুমি আমাকে বল না কেন?"

"তোমাকে সে কথা বলিবার নহে। একই লোকের কানে সে কথা বলিব। তোমার গোঁফ আছে, দাড়ি আছে, তুমি কাছা দিয়া কাপড় পর, তোমার খোঁপা নাই। তুমি কি আমার অধ্যাপক যে, তোমাকে সংবাদ বলিব?"

"তবে কি তোমাকে অন্দরে লইয়া যাইলে, তুমি কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কাছে বসিয়া তোমার খবর বলিবে? তুমি এখান হইতে সরিয়া পড়।"

গজ। আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি যে এখানকার লোক, তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?

দ্বার। তুমি কখনই এখানকার লোক নহ। এখানকার কোন্ লোককে আমি চিনি না? আর এখানকার কোন লোক হইলে সে কখনই অন্দরের দরজায় আসিয়া গোল করিতে সাহস করিত না। তুমি নিশ্চয়ই কিষ্কিন্ধ্যার লোক।

গজ। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে জান না; গড়মান্দারণে আমাকে জানে না, এমন লোক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কথা। তুমি অভিরাম স্বামীকে জান না?

দ্বার। তাঁহাকে জানি না? তুমি কি পাগল? তাঁহার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ?

গজ। তিনি আমার অধ্যাপক। আমি তাঁহার প্রধান ছাত্র।

দ্বারপাল চিন্তা করিয়া বলিল, "তা তোমার এরূপ বেশ কেন ?"

গজ। সে অনেক কথা ভাই, আর একদিন তোমাকে বলিব। এখন এই পুরের মধ্যে আমার আসমানি আছেন। আমার নিকট যে জরুরী খবর আছে, তাহা আমি তাঁহাকেই বলিব।

দ্বার। আসমানি আছে বটে. কিন্তু সে তোমার কি রকম ?

গজ। সে অনেক কথা, এখন বলিবার সময় নাই। হয় তুমি তাঁহাকে ডাকিয়া দেও, না হয় আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দেও; আর না হয় আমাকে এই স্থান হইতে প্রাণপণ চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে দেও।

দ্বার। দাঁড়াও, আমি কোন লোকের দ্বারা আসমানির নিকট খবর পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছি।

দিগ্‌গজ বলিল, "আমি দাঁড়াইতে পারিব না। যাহা হয়, শীঘ্র কর। আমার সংবাদ বড়ই জরুরী ; বিলম্বে বড়ই বিপদ্।"

দ্বারপাল একটু চিন্তা করিল। বুঝিল, এই গড়-মান্দারণের লোক বটে। ইহাকে হঠাৎ তাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। বলিল, "একটু অপেক্ষা কর, আমি চেষ্টা দেখিতেছি।"

যখন দ্বারপালের সহিত গজপতির এই সকল বাগ্‌-বিতণ্ডা চলিতেছিল, তখন অন্তঃপুরের এক প্রচ্ছন্ন বাতায়ন-পার্শ্বে যবনিকার অন্তরালে এক প্রৌঢ়া বিধবা নারী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে কেহ দেখিতে না পাইলেও, তিনি দ্বার-সমীপে নবাগত ব্যক্তি হাত-মুখ নাড়িতে নাড়িতে যে ভঙ্গী করিতেছিল, তাহা দেখিতে পাইতেছিলেন।

সেই বিধবা নারী বিমলা। বিমলার দেহের সে উজ্জ্বলতা ও কোমলতা নাই ; বর্ণের সে চম্পকতুল্য মনোহারিত্ব নাই, ওষ্ঠাধরে সে তাম্বূলরাগ নাই, লোচনে পূর্ব্বের ন্যায় কজ্জলরেখা নাই, তাহাতে মন্মথশররূপী সে কটাক্ষ নাই, কেশের সে নিবিড় কৃষ্ণতা নাই, তাহাতে বেণী বা কবরী নাই, দেহের কুত্রাপি কোন ভূষণ নাই, স্বর্ণ-সূত্র-সমন্বিত বস্ত্রে তাঁহার শরীর সমাবৃত নাই. বক্ষে মুক্তা-খচিত কাঁচলি নাই, বিমলার পূর্ব্ব-শোভা ও সমৃদ্ধির কিছুই নাই। বয়সে না হইলেও বাস্তবতঃ বিমলা বৃদ্ধা হইয়াছেন। তাঁহার যে অলৌকিক লাবণ্য ও শোভাময় যৌবনসম্পদ্ কালবিজয়ী বলিয়া লোকের মনে হইত, তাহা এক্ষণে শ্রীভ্রষ্ট, বিশুষ্ক ও বিমলিন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষীণ, দেহ কাতর ও অবস[ন্ন] কম্পিত ও বিচলিত, ভাব-ভঙ্গী সংযত ও সা[...] বিলাসময়ী বিমলা এখন শুভ্র-বেশধারিণী ; হ[...] কৌতুকময়ী বিমলার ওষ্ঠাধর এখন রবি-কর-প্রতপ্ত কলিকার ন্যায় ম্লান। হাস্য ও আনন্দ সে প্রিয়[...] হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে ; রহস্য, রসিক বিদ্রূপ চিরদিনের জন্য তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে শোক ! এ সংসারে তুমি কি অচিন্তিত-পূর্ব্ব পরি[...] সতত না ঘটাইতেছ !

বিমলা প্রথমে দ্বার-সমীপে সমাগত সেই ব্য[...] তাঁহার সুপরিচিত রসিকরাজ বলিয়া চিনিতে [...] নাই। অল্পক্ষণ পরেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, [...] সহিত তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ভিন্নদেশে স্বামী-স্ত্রী[...] বাস করিবেন মনে করিয়াছিলেন, যে রসিকশ্রেষ্ঠ তাঁ[...] মৃতভাণ্ড নাম দিয়া রসজ্ঞতার চমৎকার পরিচয় [...] করিয়াছিল এবং যে ভুবনমোহন পুরুষের সহিত [...] প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু আসমানির সহিত তাঁহার সময়ে [...] ঈর্ষা-কলহ ঘটিত, সম্মুখস্থ অসঙ্গত-পরিচ্ছদধারী [...] নিশ্চয়ই সেই নটবর গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ। [...] দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মনে হইল, হায়! সে নি[...] আনন্দের দিন আর ফিরিবে না !

এই সময়ে আর এক শ্যামবর্ণা,ঈষৎ স্থূলকলেবরা [...] বয়স্কা কামিনী বিমলার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। [...] নারী আসমানি।

আসমানি বলিল, "আর মথুরার পথপানে চা[...] চাহিয়া কেন মরিতেছ সখি ? সে শঠনটবর গজপতি [...] ফিরিবে না।"

বিমলা বলিলেন, "এ প্রণয়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া [...] কাইয়া রাখা কি কুব্জার কাজ ? আমার শ্যামসুন্দর মদ[ন]মোহন আবার আসিয়াছেন।"

আসমানি বলিল, "সত্য না কি ? আহা ! এ[...] দিন কি আর হইবে ?"

বিমলা বলিলেন, "দেখ আসিয়া।"

আসমানিকে টানিয়া বিমলা আপনার স্থানে আনি[...]লেন এবং স্বয়ং একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার প[...] বলিলেন,"দেখ দেখি, ঐ সেই মনোচোরা নাগর কি না?"

আসমানি একটু দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিল,"ও মা সেই বিট্‌লে বামুনই বটে। এত দিন পরে ও কোথা হইতে আসিল ? ও মা, ও কি সাজ ?"

বিমলা হাসিতে হাসিতে আসমানির চিবুক ধরিয়া

কহিলেন, "বিরহ-বিহ্বলে রাধে, সকল কথাই কি ভুলিয়াছ ? গোপিকার প্রাণধন যে এখন মথুরার রাজা। ও যে রাজবেশ।"

আসমানি বলিল, "সে কথা যাউক ; ও হতভাগা এত দিন পরে কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল ?"

বিমলা বলিলেন, "সে কথা জানা আবশ্যক। তুমি কোন উপায়ে জানিয়া আইস, গজপতি কেন আসিয়াছে, কেনই বা দ্বারবানের সহিত গোল করিতেছে।"

আসমানি প্রস্থান করিল এবং নিম্নতলে অবতরণ করিয়া লচ্‌মনি-নাম্নী দাসীকে ডাকিয়া লইল। তাহার পর তাহাকে সঙ্গে লইয়া দ্বারের পার্শ্বস্থ একটা শূন্য-কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষটা অন্ধকার, সেখানে বসিবারও কোন স্থান নাই। আসমানি সেইখানে দাঁড়াইয়া লচ্‌মনিকে বলিল, "দরজায় যে একটা লম্বা নেড়া-মাথা লোক দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে, তুমি জানিয়া আইস, সে কি চাহে।"

লচ্‌মনি বলিল, "তুমি নিজে যাও না কেন ?"

আসমানি বলিল, "ও যে আমার নাগর ; আমি যে এখন মানে আছি ; হঠাৎ যাইব কেন ?"

লচ্‌মনি অনেক দিন দুর্গে আছে। সে আসমানির অনেক কথাবার্ত্তা শুনিয়া আসিতেছে ; রসিকতা ও রহস্য-শাস্ত্রে সেও নিতান্ত অপণ্ডিতা নহে। ভাবিল, মন্দ রঙ্গ নহে। বলিল, "মরণ আর কি ! যদি তোমার নাগর আমি কাড়িয়া লই ?"

আসমানি বলিল, "সাধ্য কি ? তুই তো তুই, স্বয়ং গিন্নী ঠাকুরাণী আসিয়াও আমার কিছু করিতে পারেন নাই। দয়া করিয়া আমি তাঁহাকে একদিন চন্দ্রাবলী হইতে দিয়াছিলাম। মানময়ী রাধিকা আমিই আছি, আমিই থাকিব।"

লচ্‌মনির বয়স বেশী নয় ; বোধ হয়, আসমানির অপেক্ষা দুই এক বৎসর কম হইতে পারে। গায়ের বর্ণ-টাও আসমানির অপেক্ষা ফরসা ; সুতরাং সে একবার আপনার দেহের দিকে চাহিয়া, সহজেই আসমানির সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে, এরূপ ভরসা করিল। বলিল, "এত গরব ভাল নয় ; শেষে কাঁদিয়া মাটী ভাসাইতে হইবে। আমি যাইতেছি।"

লচ্‌মনি যখন দ্বার-সন্নিধানে আসিল, তখন গজপতি কাতরভাবে দ্বারপালকে বলিতেছেন, "ভাই, কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিতেছ ? যদি আমাকে আসমানির সহিত দেখা করিতে না দেও, তাহা হইলে আমি এই স্থানে গলায় দড়ি দিব। তোমার ত হাতে গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভ্রূণহত্যা সকল পাপই হইবে।"

দ্বারবান্ জিজ্ঞাসিল, "এত পাপ হইবে কেন ?"

দিগ্‌গজ বলিল, "দেখ, বাল্যকাল হইতেই আমার অধ্যাপকেরা আমাকে গরু বলিয়া আসিতেছেন ; সুতরাং গোহত্যা বুঝিলে ? আমি ব্রাহ্মণকুলের প্রদীপ ; সুতরাং ব্রহ্মহত্যা তো সহজেই বুঝিতেছ ! আর আমার বড় ভয় ; এই জন্য আমার এক সহাধ্যায়ী ছাত্র বলে, ও মেয়েমানুষ, উহার কোন সাহস নাই। আর আমি সহজেই কাঁদিয়া ফেলি, এ জন্যও লোকে আমাকে স্ত্রীলোক বলে ; সুতরাং স্ত্রীহত্যা বুঝিলে ? একবার মাছ কিনিতে বাজারে গিয়াছিলাম, মেছুনী পাটার উপর মাছের ভাগ সাজাইয়া বসিয়া আছে ; পাটায় দশ বারো ভাগ মাছ আছে। আমি একটি পয়সা ফেলিয়া দিয়া সকল ভাগই গামছায় তুলিতেছি দেখিয়া, সে বলিল, কর কি ঠাকুর ? আমি বলিলাম, কেন, মাছ লইতেছি ! সে বলিল, এক পয়সা দিয়াছ, একভাগ লও, বেশী তুলিতেছ কেন ? আমি বলিলাম, কেন, এক পয়সায় সব ভাগগুলা নয় ? মেছুনী আমার গায়ে একটু জল ছিটাইয়া দিয়া, মাছ কাড়িয়া লইল, আর বলিল, 'আহা, কিছু জানেন না, মায়ের পেটে আছেন !' তাহা হইলে ভ্রূণহত্যাও বুঝিলে ?"

এইরূপ সময়ে লচ্‌মনি সেই স্থানে দর্শন দিয়া বলিল, "কে হে রসিক পুরুষ, চিনিতে পার ?"

দিগ্‌গজ মাথা চুলকাইতে লাগিলেন ; এ দিক্ ও দিক্ চাহিতে লাগিলেন। এ সুন্দরীর সহিত তাঁহার কোন পরিচয় ছিল, এরূপ কথা মনে পড়িল না। কিন্তু একটা স্ত্রীলোক তাঁহাকে রসিক পুরুষ বলিয়া সম্বোধন করিল, অথচ তিনি তাহাকে চিনিতেও পারিলেন না, ইহা নিতান্ত অরসিকের ব্যবহার। বলিলেন, "তোমায় চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি, সুন্দরি, তুমি কে বট হে ?"

তখন লচ্‌মনি মুখখানা নিতান্ত ভার করিয়া বলিল, "আচ্ছা, এ কথা মনে থাকিল। জানি আমি, অবিশ্বাসী পুরুষ-জাতিকে না বুঝিয়া মন-প্রাণ দিলেই শেষে কাঁদিতে হয়। আমার মন-প্রাণ চুরি করিয়া শেষে তোমার এই কথা ?"

দিগ্‌গজ অনেক ভাবিয়াও মন-প্রাণ চুরির কথা কোন মতেই মনে করিতে পারিলেন না ;—বলিলেন, "আমি জীবনে কখন কাহারও একটা ভাঙ্গা পাথরের বাটীও চুরি করি নাই। আমি চোর নহি, এ কথা গড়মান্দারণের সকল লোকই জানে। তুমি অন্যায় করিয়া আমাকে চোর

[illegible] হইবে কেন ? তুমি সন্ধান করিয়া দেখ, তোমার ধন-প্রাণ আর কোথায় পড়িয়া আছে—আমি কখনই লই নাই।"

লচ্‌মনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "শেষে ঐ কথা সকলেই বলে। তা বেশ ভাই, আমি এখন যাই।"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "যাইও না, সুন্দরি, যাইও না। আমি তোমাকে চিনি বই কি! তুমি চিনাইয়া দিলেই আমি চিনিতে পারিব। যদি আমাকে চোর বলিলে তোমার সন্তোষ হয়, তবে আমি চোরই বটি। এখন তুমি কৃপা করিয়া আমার একটু উপকার কর।"

লচ্। বল কি করিব ?

দিগ্‌গজ যুক্তকরে বলিলেন, "আসমানিকে একটা জরুরী কথা বলিবার আবশ্যক আছে। যদি তুমি ভাই দয়া করিয়া তাহার উপায় করিয়া দেও।"

লচ্‌মনি বলিল, "বড় দায় পড়িয়াছে! তুমি আসমানি-কেই ভালবাস, আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ, চিনিতেও পারিলে না; আমি এখন সেই আসমানিকে ডাকিয়া তোমার কাছে আনিয়া দিব! পোড়া কপাল!"

লচ্‌মনি চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া গজপতি কাতর-ভাবে তাহার বস্ত্রাগ্র ধারণ করিলেন এবং বলিলেন, "দোহাই তোমার, তুমি রাগ করিয়া আমার গলায় পা দিয়া মারিও না। একবার দয়া করিয়া আসমানিকে ডাকিয়া দেও। আমি তোমারই দাস। চিরদিন তোমার কেনা গোলাম হইয়া থাকিব।"

লচ্‌মনি বলিল, "এ কথা তোমার মনে থাকিবে কি ? চিরদিন আমার দাস হইয়া থাকিবে, আমি যাহা বলিব, তাহাই করিবে, কখন আমার কথার অন্যথা করিতে পাইবে না, প্রতিজ্ঞা কর, তবে আমি আসমানিকে ডাকিয়া দিতেছি।"

তখন দিগ্‌গজ বলিলেন, "আমি আমার এই শিখায় হাত দিয়া, রুদ্রাক্ষ-মালায় হাত দিয়া, অধিক কি, তোমার ঐ রাঙ্গা পায়ে হাত দিয়া দিব্য করিতেছি, আমি তোমার আজ্ঞাধীন দাস, এ কথার কখনও অন্যথা হইবে না।"

তখন লচ্‌মনি হাসিয়া বলিল, "তবে আইস।"

লচ্‌মনির সহিত দিগ্‌গজ দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করি-লেন। দ্বারবান্ এবার কোন আপত্তি করিল না। সেই অন্ধকার ঘরের নিকটস্থ হইয়া লচ্‌মনি দেখাইয়া দিল, "এই ঘরে আসমানি আছে।"

গজপতি ঘরের মধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া বলিলেন, "এঃ! এ যে বড় অন্ধকার।"

লচ্‌মনি বলিল, "ভিতরে যাও, তুমি গে[illegible] আলো হইবে।"

দিগ্‌গজ আর একটু প্রবেশ করিয়া আস[illegible] দেখিতে পাইল। আনন্দে সে লাফাইয়া উঠিল। [illegible] তাহার মুখগহ্বর এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণ পর্য্যন্ত হইয়া পড়িল। আসমানি বলিল, "ভূত যে! এ[illegible] কোথায় ছিলে ভূত ?"

গজপতির কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য আসমানিকে দে[illegible] উথলিয়া উঠে! এত দিন পরে প্রণয়িনীকে দে[illegible] পাইয়া একটা শ্লোকের দ্বারা সম্ভাষণ না করা উচিত[illegible] বিবেচনায় বলিলেন, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

ব্রাহ্মণ আসমানিকে একটা প্রণাম করিলেন। [illegible]মানি বলিল, "পোড়া কপাল! আমাকে বুঝি [illegible] করিতে হয় ?"

রসিকরাজ বলিলেন, "হয় বই কি! যখন পায়ে [illegible] ঘষিতে হয়, তখন প্রণাম কি বড় কথা!"

আসমানি বলিল, "তোমাকে এত রসিক [illegible] ছাড়িয়াছে কে ? এত দিন ছিলে কোথা ?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "সে কথা পরে হইবে। এখন আমার সঙ্গে আইস; এখানে অনেক বিপদ্।"

আসমানি বলিল, "কিসের বিপদ্ ? তুমি আ[illegible] সঙ্গে লইয়া কোথায় যাইবে ?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "আমি যেখানে খুসি সে[illegible] তোমাকে লইয়া যাইব। তুমি আমার প্রণয়িনী কি[illegible] বল।"

আসমানি বলিল, "সে কথা কি বার বার বলিতে হয় ? আমি যে তোমার কি, তাহা সক[illegible] জানে।"

গজপতি বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ। সে কথা [illegible]লেই জানে। এক দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত জ্যোতি[illegible] সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তিনিও এ কথা জানে[illegible] তবে তুমি কেন না আমার সঙ্গে যাইবে ?"

আসমানি বলিল, "কে বলিতেছে সঙ্গে যাইব [illegible] আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তুমি আমাকে কখ[illegible] তেমন ভালবাস না।"

গজপতি বলিলেন, "কে এ কথা বলিল ? যে এ ক[illegible] বলিয়াছে, সে মিথ্যাবাদী। আমাদের মন ভাঙ্গাভা[illegible] করাইবার জন্য সে নিশ্চয় মিথ্যাকথা রটাইয়াছে। আ[illegible] যে তোমাকে ভালবাসি, তাহার প্রমাণ আমার শরীরে লে[illegible]

আছে। জ্যোতিষী মহাশয় আমার কপাল দেখিয়া বলিয়াছেন, তাহাতে তোমার নামের প্রথম অক্ষর 'আ' আর শেষ অক্ষর 'নি' লেখা আছে। এমন ভালবাসা কেহ কখন কোথায় দেখিয়াছে কি ?"

আসমানি বলিল, "এ সকল মিথ্যাকথা। তুমি যদি আমাকে একটু ভালবাসিতে, তাহা হইলে এত দিন আমাকে ছাড়িয়া কখনই বিদেশে থাকিতে না।"

গজপতি বলিলেন, "আসমানি, প্রাণেশ্বরি, কপালে আমার তোমার নাম লেখা রহিয়াছে। এ কথা অবিশ্বাস কর যদি, তবে তুমি দেখ, নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে।"

দিগ্‌গজ অনেকখানি নত হইয়া আসমানির চক্ষুর সমক্ষে আপনার কপাল স্থাপন করিলেন ;—জিজ্ঞাসিলেন, "দেখিতে পাইতেছ ?"

আসমানি বলিল, "হাঁ, দেখিতেছি বটে ; কিন্তু যে অক্ষর তুমি বলিতেছ, তাহা দেখিতেছি না। আমি দেখিতেছি, তোমার কপালে স্পষ্টরূপে লেখা রহিয়াছে 'গাধা'।"

গজপতি বলিলেন, "তাহাও থাকিতে পারে ; কেন না, আমি তোমার গাধা বটে। তুমি আমাকে চরাও ফেরাও, মোট বহাও, আমাকে লইয়া যাহা খুসি, তাহাই কর। এক্ষণে আর বিলম্বে কাজ নাই ; শীঘ্র আমার সঙ্গে চল। এখানে ভয়ানক বিপদ্।"

"কি বিপদ্ ?"

"বীরেন্দ্রসিংহের ব্যাপার আবার উপস্থিত।"

"সে কি ?"

"যুবরাজ বন্দী হইয়াছেন।"

আসমানি চমকিতা হইল ; সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে বলিল ?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "যাহারা বন্দী করিয়াছে, তাহারাই বলিয়াছে।"

"কাহারা বন্দী করিয়াছে ?"

"মহারাজ মানসিংহের লোক।"

"কোথায় বন্দী করিয়াছে ?"

"পথে।"

আসমানি বড়ই চিন্তাকুল হইল ; এ কথা যে অসম্ভব নহে, তাহা সে অনুমান করিল। তথাপি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সত্য বলিতেছ তো ?"

দিগ্‌গজ বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "তোমার নিকট মিথ্যা বলিলে আমার নরকেও স্থান হইবে না। আমি এ কথা ভাল রকম জানিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভাবিতেছ কি ? যখন যুবরাজ বন্দী হইয়াছেন, তখন সেবারকার মত এবারও দুর্গের সকলেই বন্দী হইবে। আমি সেই জন্যই ভাবিতেছি। আইস, এই বেলা আমরা পলাইয়া যাই।"

আসমানির মন তখন বড়ই অস্থির হইয়াছে। বিমলাকে এ সংবাদ জানাইবার জন্য সে নিতান্তই ব্যাকুল হইয়াছে। গজপতিকে তখন বিদায় করা তাহার আবশ্যক। বলিল, "বেশ কথা। পলাইয়া যাওয়াই সৎপরামর্শ। তুমি এখন যাও, জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া ঠিক সন্ধ্যার পর আমরা পলাইয়া যাইব।"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "প্রাণেশ্বরি, অত বিলম্ব করিতে সাহস হয় না। যদি ইহারই মধ্যে বিপদ্ ঘটিয়া যায় ?"

আসমানি বলিল, "তাহার উপায় আমি করিব, তুমি এখন যাও। তোমার আশ্রমে থাকিও। আমি শুনিয়াছি, বেলা দেড় প্রহরের সময় মহারাজের লোকেরা এই দুর্গ ঘেরাও করিবে।"

দিগ্‌গজ কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বারের নিকট আসিয়া বলিলেন, "বল কি ? তবে—তুমি যাহা হয় করিও। আমি এখন যাই।"

আসমানি বলিল, "তুমি পলাও, আমি ঠিক সময়ে তোমার সহিত জুটিব।"

গজপতি একলাফে ঘরের বাহিরে আসিলেন। সেখানে লচমনি দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, "তবে বঁধু, আমাকে ফেলিয়া কোথা যাও ?"

সে গজপতির চাপকানের প্রান্ত চাপিয়া ধরিল।

দিগ্‌গজ বলিলেন, "ফেলিয়া যাইতেছি না, এখনই আসিব। তুমি এখন ছাড়—ছাড়—"

চাপকানের অনেকখানি লচ্‌মনির হাতে রহিয়া গেল। গজপতি পলায়ন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অবিবেচনা।

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ-বাহিত দুঃসংবাদ অচিরে দুর্গের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। জগৎসিংহের এই বিপদ্-বার্ত্তা-শ্রবণে আত্মীয়গণের উৎকণ্ঠার সীমা থাকিল না। দিগ্‌গজকে নিকটে ডাকাইয়া অভিরাম স্বামী নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সে বেশী কথা কিছুই বলিতে

পারিল না। অবশেষে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য অভিরাম স্বামীর আদেশে একজন বিশ্বস্ত ও সাহসী সৈন্য অশ্বারোহণে পাটনার পথে যাত্রা করিল। ইত্যবসরে আশ্রমীরগণ কর্ত্তব্য-অবধারণে ব্যাপৃত হইলেন।

সন্ধ্যার পর অভিরাম স্বামীর কুটীরমধ্যে দুইটি স্ত্রীলোক উপস্থিত হইলেন। সকলেরই মুখ বিমর্ষ ও চিন্তার কালিমায় সমাচ্ছন্ন। সকলেই নীরব।

প্রথমে বিমলা কথা কহিলেন;—জিজ্ঞাসিলেন,"এক্ষণে উপায় ?"

অভিরাম স্বামী অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিয়া উঠিলেন, "তোমার মনে পড়ে বিমলা, শৈলেশ্বর-মন্দিরে যুবরাজের সহিত তোমাদের প্রথম সাক্ষাতের পর যখন তুমি আমার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিল, সে দিনকার সকল কথা তোমার মনে পড়ে কি ? অধিক দিনের কথা নয় ; এই কুটীরে, এই স্থানে দাঁড়াইয়া তুমি আমার সহিত পরামর্শ করিয়াছিলে।"

বিমলা বলিলেন, "মনে পড়ে। সে দিনকার সকল কথাই মনে পড়িতেছে।"

"আমি তখন বলিয়াছিলাম,এ বিবাহে মানসিংহ সম্মত হইবেন কেন ? তুমি তাহার উত্তরে বলিলে, 'যুবরাজ স্বাধীন।' এ কথা তোমার মনে আছে ?"

বিমলা অধোমুখে বলিলেন, "আছে।"

অভিরাম স্বামী কহিলেন,"সেই স্বাধীনতার এই ফল। যুবরাজ কখনই স্বাধীন নহেন। তাঁহার পিতা ধনে, মানে, পদে,প্রতিষ্ঠায়, বলে ও ক্ষমতায় অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিতার বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে জগৎসিংহের কোনই সামর্থ্য নাই। তাহার পরে মানসিংহের সহিত যুবরাজের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ। সুতরাং তিনি স্বাধীন নহেন। আরও দেখ, তিনি সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত। সে কার্য্যে অবস্থানকালে তাঁহার কোন বিষয়েই স্বাধীনতা থাকিতে পারে না।"

বিমলা বলিলেন, "সে কথা এখন বুঝিতেছি : কিন্তু তখন এ কথা বুঝিলেই বা কি হইত ? এ প্রেমের স্রোত নিরুদ্ধ করিতে আমাদের সাধ্য ছিল না।"

অভিরাম স্বামী একটু ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বিমলা, তুমি বালিকাও নহ, এরূপ ব্যাপারে অনভিজ্ঞাও নহ। সময় থাকিতে সাবধান হওয়া তোমার উচিত ছিল। আমি বুঝাইয়া দিয়াছিলাম যে, অঙ্কুরেই এ বাসনা ছিন্ন করা আবশ্যক। তুমি আমার সে কথা গ্রাহ্য কর নাই ; তাহারই পরিণাম এক্ষণে ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে। জানি না, অতঃপর কতদূর বি হইবে।"

বিমলা বলিলেন, "আপনি সর্ব্বদা তিলোত্তম বে দেখিতে পান না। আমি নিয়ত তাহার নিকট অবস্থান করি। আমি তখন বেশ বুঝিয়াছিলাম, এরূপ মিলন না ঘটিলে তিলোত্তমা চির-দুঃখিনী হইবে।"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "আমি ইহা তখনও বুঝিতে পারি নাই, এখনও পারিতেছি না এবং পরেও যে বুঝিতে পারিব, এরূপ সম্ভাবনা দেখিতেছি না। প্রথম দর্শনে--ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে একবারমাত্র সহসা দর্শনে যে প্রেম জন্মে, তাহা কখনই প্রগাঢ় হইতে পারে না। তাহা কেবল লালসা-জনিত ক্ষণিক মোহমাত্র। তাহার উত্তেজনা বড়ই প্রবল হয় এবং তাহা মনুষ্যকে দিগ্বিদিক্জ্ঞান-শূন্য করিয়া ফেলে বটে ; কিন্তু উপযুক্ত কর্ণধার সেই সময়ে নৌকা-পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলে সকল বিপদ্ ও আশঙ্কা কাটিয়া যায়। অসঙ্গত ও অসম্ভব প্রবৃত্তির স্রোত সঙ্গে সঙ্গে নিরুদ্ধ না করিলেই তাহা বর্দ্ধিতায়ন হইয়া উঠে এবং ক্রমে কূল অতিক্রম করিয়া সকলই ভাসাইয়া লইয়া যায়। তুমি এ সকল ব্যাপারে অভিজ্ঞা, এ জন্য আমি তোমার উপর সুব্যবস্থার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম।"

বিমলা অধোমুখে উত্তর দিলেন, "আমি সাধ্যমত সুব্যবস্থাই করিয়াছি। যাহাতে সকলই সুখময় ও আনন্দময় হয়, তাহারই উপায় করিয়াছি।"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "আমাদের এখন ঘোরতর বিষাদের ও উৎকণ্ঠার সময়। অপ্রিয় অতীত প্রসঙ্গের আলোচনা না করাই উচিত। তথাপি যখন কথাটা উঠিয়া পড়িয়াছে, তখন এ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিলে বিশেষ হানি হইবে না। তুমি এই ব্যাপারের মূল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে যে সুব্যবস্থা করিয়াছ, তাহার কোন অংশই আমার অবিদিত নাই। আমি তাহার সর্ব্বত্র তোমার দারুণ অবিবেচনা, অসাবধানতা ও নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেখিতে পাইতেছি।"

বিমলা অধোমুখ ও নীরব। স্বামী বলিতে লাগিলেন, "সত্য চিরদিনই অপ্রিয়। এই দুঃখের সময়ে তোমাকে অপ্রিয় সত্যকথা বলিয়া বেদনা দিতে আমি ইচ্ছা করি না। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা যদি ফিরিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে সে আলোচনায় ফল ছিল ; কিন্তু এক্ষণে সে অতীত ব্যাপারের বিচার কেবল কষ্টেরই কারণ।"

বিমলা বলিলেন, আমি প্রাণপণে তিলোত্তমার হিত-

সাধন করিয়া আসিতেছি। তিলোত্তমা আমার দ্বিতীয় জীবন। আমার জীবনের সকল সুখই এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এ জীবন আর এক দিনও রাখিবার প্রয়োজন নাই; তথাপি যে এখনও বাঁচিয়া আছি, সে কেবল তিলোত্তমাকে সুখী দেখিয়া সংসার ত্যাগ করিব, ইহাই আমার সঙ্কল্প। আমার অদৃষ্টের দোষে তিলোত্তমা সকল প্রার্থনীয় সুখের অধিকারিণী হইয়াও আবার অকূল-পাথারে ভাসিয়াছে, আবার শোকে ও চিন্তায় মৃত-কল্প হইয়াছে। আমার এ দুঃখ কে বুঝিবে? কাহাকেই বা আমার প্রাণের অবস্থা জানাইব? আমি যাহার চিন্তায় এত ব্যাকুল, আমার অবিবেচনায় ও বুদ্ধির দোষে তাহার অশুভ কেমন করিয়া ঘটিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অপ্রিয় হইলেও এ কথা শুনিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি। আপনি দেখাইয়া দেন, আমি কোথায় কি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি?"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "পূর্ব্বাপর ঘটনা সমূহ তোমার অবিদিত ছিল না; তোমার জানা ছিল, মান-সিংহ-পুত্রের সহিত বীরেন্দ্র-তনয়ার বিবাহ-ব্যাপার কখনই ঘটিতে পারে না। ইহা জানিয়া তিলোত্তমাকে স্পষ্ট-ভাবে ও সরল কথায় এ আশা নির্ম্মূল করিবার উপদেশ দেওয়া তোমার উচিত ছিল। সে উপদেশ কোন সুফল প্রসব না করিলেও, তুমি তিলোত্তমার বিমাতা, একমাত্র রক্ষয়িত্রী,—তোমার কর্ত্তব্য পালন করাই তোমার পক্ষে বিধেয় ছিল। তুমি তোমার সে কর্ত্তব্য একবারও পালন কর নাই। পনর দিন পরে পুনরায় যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় একবার প্রসঙ্গ ক্রমে তিলোত্তমাকে এ কথা বলিয়াছিলে বটে; কিন্তু তাহাও দৃঢ়তার সহিত বল নাই। প্রথম দিন হইতেই এ কথা পুনঃ পুনঃ তিলোত্তমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। তুমি তাহা কর নাই। এ কথা সত্য নয় কি?"

বিমলা নিরুত্তর। অভিরাম স্বামী বলিতে লাগিলেন, "যুবরাজ শৈলেশ্বর-মন্দিরে তোমাদের পরিচয় না পাইয়াই চলিয়া যাইতেন; কিন্তু পক্ষান্ত পরে পুনরায় সেই স্থানে সাক্ষাৎ করিয়া পরিচয়-প্রদানের ব্যবস্থা করা তোমার উচিত হয় নাই। সেই প্রথম-সাক্ষাৎই শেষ-সাক্ষাৎ হইলে শ্রেয়ঃ হইত; ইচ্ছা পূর্ব্বক দ্বিতীয় সাক্ষাতের প্রতিজ্ঞা করা তোমার পক্ষে উচিত কার্য্য হয় নাই। আমি জানি, তুমি ও আসমানি আমার শিষ্য গজপতির সহিত মৌখিক রহস্যাদি করিয়া থাক; কিন্তু সে বর্ব্বর সেই সকল রহস্য নিতান্ত মৌখিক বলিয়া মনে করে না। সেই গজপতিকে সঙ্গে লইয়া নিশীথে শৈলেশ্বর-মন্দিরে গমন করা তোমার উচিত হয় নাই। সে কাণ্ড-জ্ঞান-হীন ব্যক্তি তোমার প্রতি অনুরক্ত। সে দিন তোমরা বিবিধ প্রকার বাক্যে ও ব্যবহারে তাহার অনুরাগ বর্দ্ধিত করিয়াছিলে; পথে সঙ্গীতাদি লালসাবর্দ্ধক ব্যাপারেরও অভাব হয় নাই। সে পশু তুল্য নির্ব্বোধ পুরুষ সহজেই তোমার প্রতি কোন না কোন অত্যাচার করিলেই করিতে পারিত। এ সকল আচরণ কুল-কামিনীর পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। কেমন, এ সকল কথা সত্য নয় কি?"

বিমলা নিরতিশয় লজ্জা পাইলেন। তিনি নিরুত্তর। স্বামী বলিতে লাগিলেন, "মন্দিরে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ-কালে যখন জানিতে পারিলে, তিনি তিলোত্তমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া তিলোত্তমার সহিত তাঁহার শেষ-সাক্ষাৎ করাইতে সম্মত হওয়া তোমার উচিত হয় নাই। সেই স্থানেই এ ব্যাপারের উপসংহার করিলেই ভাল হইত। তাহা না করিয়া তুমি সেই রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ এবং তোমার ক্ষমতা ও অধিকারের কথা বিস্মৃত হইয়া, অনেক গর্হিত ব্যবহার করিয়াছ। দুর্গস্বামীর অজ্ঞাতসারে তুমি এই যুদ্ধ-বিগ্রহের কালে একজন যুবা মোগল সেনাপতিকে অনায়াসে দুর্গমধ্যে লইয়া গিয়াছ। তুমি দুর্গস্বামীর পরিণীতা পত্নী সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ আচরণের অধিকার তোমার কখনই থাকিতে পারে না। স্ত্রীলোকের এ স্বাধীনতা কখনই শোভা পায় না এবং তাহা অশেষ অনর্থের হেতুভূত হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে তোমার কোন উত্তর আছে কি?"

বিমলা পূর্ব্ববৎ নীরব। অভিরাম স্বামী বলিলেন, "তাহার পর তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা কোন জননী, কোন বিমাতা, কোন পরিচারিকা, কোন পরিচিতা স্ত্রীলোক, অধিক কি, কোন গণিকাও করিতে সাহস করে না। তুমি অনায়াসে অবিবাহিতা কন্যার সুসজ্জিত ও সুবাসিত রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে তাহার প্রতি অত্যাসক্ত, তরুণ-বয়স্ক রাজ-পুত্রকে প্রবেশ করাইয়াছ। এ অপরাধের—এ স্বাধীন-তার—এ অবিবেচনার কথা মনে হইলেও হৃৎকম্প হয়। তোমারই অসাবধানতায় সেই দিন দুর্গ পাঠানের হস্তগত হইল এবং তাহারই ফলে তোমার বৈধব্য ঘটিল; সঙ্গে সঙ্গে অশেষ অনর্থের উদ্ভব হইল। বিমলা, আমি তোমাকে তিরস্কার করিতেছি না। তিরস্কার বা অনুযোগের এ

সঙ্গত নহে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, এই ব্যাপারে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তোমার কোনি আচরণই সঙ্গত হয় নাই।”

তখন বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃচরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন, “আমি বুঝিতেছি, আমি অতিশয় গর্হিত ব্যবহার করিয়াছি। এক্ষণে তাহার কোন প্রতীকার সম্ভব নহে। অধুনা আমাদের উপায় কি, তাহার ব্যবস্থা করিয়া আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।”

অভিরাম স্বামী বিমলাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং বলিলেন, “উপায়ের চিন্তা আমি সমস্ত দিনই করিতেছি। আমি যে দূত প্রেরণ করিয়াছি, তাহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন উপায় অবধারণ করা অসম্ভব। একমাত্র নির্ব্বোধ গজপতির মুখে সামান্যমাত্র সংবাদ শুনিয়া কোন বিষয় বুঝা যাইতেছে না। মহারাজের ক্রোধ কতদূর পর্য্যন্ত প্রবল হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে কি উপায় আমাদের অবলম্বনীয়, তাহা স্থির করিতে পারিব।”

বিম। দূত কয় দিনে ফিরিতে পারে?

অভি। কল্যও আসিতে পারে। যদি পাটনা পর্য্যন্ত তাহাকে যাইতে হয়, তাহা হইলে আট দশ দিন বিলম্বও হইতে পারে।

বিম। আট দশ দিন বিলম্ব করিতে হইলে না জানি কি বিপদ্‌ই ঘটিবে। তিলোত্তমা আজই মৃত-কল্প হইয়াছে; আট দশ দিন এ যাতনা সহিয়া সে বাঁচিবে কি?

অভি। তুমি তিলোত্তমাকে বিশেষ সাহস ও ভরসা দিবে। আমি কল্য প্রাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিব।

বিম। মহারাজার সহিত যুবরাজের পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে বন্দী করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সাক্ষাৎ হইলে পুত্রের মুখে বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন না কি?

অভি। কেমন করিয়া সে আশা করিব? বীরের ক্রোধ পুত্র বা আত্মীয় বোধে নিরস্ত না হইতেও পারে।

বিম। এ ক্রোধের পরিণাম কি হইতে পারে বলিয়া আপনি আশঙ্কা করেন?

অভিরাম স্বামী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “তোমরা নারী—সব কথা জানিবার বা বুঝিবার চেষ্টা না করিলেই তোমাদের ভাল হয়।”

বিম। যদি বিশেষ অনিষ্ট-সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে প্রতীকারের চেষ্টা করাই উচিত। মহারাজ মানসিংহ আপনাকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। আপনি এই সময়েই পিতা-পুত্রের মনান্তর দূর করিবার নিমত্ত মধ্যস্থরূপে উপস্থিত হইলে হয় না?

অভি। আমার মধ্যস্থতায় এ ব্যাপারে যদিই কিছু ইষ্ট হইবে না। তোমরা মনে কর বটে, মহারাজ মানসিংহ আমাকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি জানি, ভক্তি-শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, তিনি আমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। আমাদিগের কাহারও উপর তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। এ বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্রভাবে অন্য লোকের দ্বারা চেষ্টা করিতে হইবে এবং সে চেষ্টা মানসিংহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির নিকট করিতে হইবে। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল, তোমরা দুর্গে যাও। কল্য প্রাতে আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

বিমলা ও আসমানি গাত্রোত্থান করিলেন এবং ভক্তিভাবে অভিরাম স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিরহিণী।

দূত ফিরিয়া আসিয়াছে। পাটনা পর্য্যন্ত গমন করি যুবরাজের দুর্দ্দশার সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া দূ ফিরিয়া আসিয়াছে। দুর্গ-মধ্যস্থ তাবৎ লোক শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছে।

যে দিন দূত এই বার্ত্তা বহন করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছে, সেই দিন তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রবণ করিয়া অভিরাম স্বামী দুর্গ-সংক্রান্ত বৈষয়িক ব্যবস্থায় নিবিষ্ট-চিত্ত হইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে বিষয়-ব্যাপার যাহাতে সুনির্ব্বাহিত হয়, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া, সেই দিনই তিনি তীর্থযাত্রা করিলেন। লোক-সমক্ষে তিনি তীর্থযাত্রার কথাই প্রচার করিলেন; সুতরাং সাধারণে তাহাই বুঝিল। কিন্তু বিমলা অন্যরূপ বুঝিলেন। তিনি জানিলেন, অভিরাম স্বামী উপস্থিত শোচনীয় কাণ্ডের কোন প্রতীকার-চেষ্টায় দুর্গ ত্যাগ করিলেন।

তিলোত্তমা—দুঃখিনী, মর্ম্মপীড়িতা, তিলোত্তমা! এ দারুণ শেল বুক পাতিয়া ধরিবার ক্ষমতা তোমার নাই কি? এ কঠোর যাতনা ধীরতার সহিত সহ্য করিবার সামর্থ

তোমার নাই কি? এ বিপদ্-বাত্যা-সংক্ষুব্ধ সমুদ্র তুমি শান্তভাবে অতিক্রম করিতে পারিবে না কি?—না। তিলোত্তমা এ আঘাতে একান্ত অবসন্ন হইয়াছেন; এই তীব্র যাতনা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে ব্যথিত ও কাতর করিয়াছে; এ দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করিবার শক্তি, সাহস ও অধ্যবসায় তাঁহার নাই। বিচ্ছেদ-বিধুরা দুঃখিনী অধোবদনে ভূ-শয্যায় পতিতা।

সেই প্রকোষ্ঠ। যে প্রকোষ্ঠে হৃদয়েশ্বরের সহিত অচিন্তিতপূর্ব্ব উপায়ে, হিতৈষিণী বিমলার অনুকম্পায়, তিলোত্তমার প্রথম মিলন হয়, যে প্রকোষ্ঠে সেই সরল-হৃদয়া সুর-সুন্দরী চিরদিনের নিমিত্ত জগৎসিংহের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করেন, যে প্রকোষ্ঠে তাঁহার প্রাণেশ্বর অনবরত অসি-চালনার পর শত্রুর অস্ত্রাঘাতে সংজ্ঞাশূন্য ও রুধিরাক্ত-কলেবরে ধরাশায়ী হন, যে প্রকোষ্ঠে তিলোত্তমা ও বিমলা কালোপম পাঠানগণের হস্তে বন্দিনী হন, সেই বহুবিধ সুখ ও দুঃখের স্মৃতি-উদ্দীপক সেই প্রকোষ্ঠে তিলোত্তমা শয়ানা। নিকটে সেই পর্য্যঙ্ক। যে পালঙ্কের পার্শ্বস্থ কাষ্ঠে একদিন অসাবধানভাবে নানা বিষয় লিখিতে লিখিতে তিনি কুমার জগৎসিংহের নাম লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং আপনার এই অসাবধানতা উপলব্ধিজনিত লজ্জায় অধোমুখ হইয়া বার বার খট্টার সেই কাষ্ঠাংশ প্রক্ষালিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়াও মনে করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার হৃদয়-সর্ব্বস্বের নাম সুস্পষ্টরূপে লিখিত রহিয়াছে, সেই পর্য্যঙ্ক। যে পর্য্যঙ্কে প্রাণেশ্বর জগৎসিংহের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কত সুখের কল্পনায় তিলোত্তমা প্রমত্ত হইয়াছেন, কত আনন্দসাগরে ভাসিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে সেই পর্য্যঙ্ক। দশ দিন পূর্ব্বে জীবিতনাথের পার্শ্বে শয়ন করিয়া উৎকণ্ঠায় রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন এবং উষার শীতল সমীর-সংস্পর্শে ঈষৎ নিদ্রার আবেশ আসিলে, তাঁহার বাহু-পাশ ছিন্ন করিয়া প্রাতরটনে প্রস্থান করিয়াছেন, সেই সাধের শয্যাচ্ছাদিত সুখময় পর্য্যঙ্ক-পার্শ্বে তিলোত্তমা ভূ-শয্যায় নিপতিতা।

বাতায়ন হইতে অশ্বারূঢ় বীরপতির সহিত সেই সাক্ষাৎ, সেই বিদায়, সেই রোদন, সেই প্রণাম। দশ দিন হইয়া গেল, আর তিনি ফিরেন নাই। কেবলই কি ফিরেন নাই? ফিরিবার আর সম্ভাবনা নাই। তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী—যাবজ্জীবন তাঁহাকে এই দশায় কারাগারে অতিবাহিত করিতে হইবে। মহারাজ মানসিংহের এই আদেশ—পিতার আজ্ঞায় পুত্রের এই কঠোর শাস্তি। কে এ ব্যবস্থার অন্যথা করিতে পারে? ভারতবর্ষে এমন ক্ষমতা কাহার আছে যে, মানসিংহের বিরুদ্ধে কথা কহে?

হায়! কয় দিনের সুখ! তিলোত্তমা, সেই শৈলেশ্বর-মন্দিরে জগৎসিংহের মোহনরূপ প্রথম দর্শন। তাহার পর পক্ষব্যাপী নিদারুণ দুশ্চিন্তা। পক্ষপরে কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই হৃদয়-বল্লভের সহিত আলাপ; সঙ্গে সঙ্গে অচিন্তনীয় বিপদ্। পাঠান-গৃহে বাস—সতীত্ব, ধর্ম্ম, জীবন ও পবিত্রতা-নাশের নিরন্তর আশঙ্কা। অসম্ভাবিত উপায়ে ওসমানের অঙ্গুরীয়-সাহায্যে মুক্তি-লাভ। কারাগারে যুবরাজের সেই শেলোপম কঠোর বাক্য—'বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা! এখানে কেন?' আয়েষার কৃপায় মুক্তি; সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় মনস্তাপ হেতু ভয়ানক পীড়া—মরণাপন্ন দশা। আবার অভিরাম স্বামীর আহ্বানে জগৎসিংহের দয়া—অনুগ্রহ—চরণে স্থানদান। এত কষ্ট—অসহনীয় যাতনাপরম্পরা-ভোগের পর সেই প্রার্থিত পুরুষরত্নের সহিত পবিত্র চির-সম্মিলন। কিন্তু হায়! কয় দিনের সুখ! সুখের প্রথম সোপানেই এই বাধা! বহু-যত্নার্জ্জিত,আয়াস-লব্ধ রত্ন বক্ষে ধারণ করিতে না করিতেই এই ভয়ানক দুর্গতি। সে সাধের সৌধ সহসা ভস্মীভূত হইল। নিরীহ তিলোত্তমা বাণ-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় যন্ত্রণায় কাতর। হায়! কয় দিনের সুখ!

তিলোত্তমার আহার নাই, নিদ্রা নাই। অবেণী-সংবদ্ধ নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি ধূলায় লুটাইতেছে; সেই স্বর্ণ-কান্তি ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছে; দেহে মলা, অঙ্গ ভূষণ-হীন, চক্ষুতেও জল নাই। তিলোত্তমা অধোমুখে ভূ-শয্যায় শয়ানা।

তিলোত্তমা ভাবিতেছেন, বিপদ্ সংসারে অনেক হয়; কিন্তু অনেক বিপদেরই প্রতীকারও তো সম্ভব। এ ঘোর বিপদের কি কোন প্রতীকার নাই? বসিয়া রোদন করা, ভাবিয়া দিন কাটান, শুইয়া শোকের যন্ত্রণা-ভোগ, ইহাতে কাহার কি উপকার? আমার জীবনের জীবন লৌহ-শৃঙ্খল-নিবদ্ধ হইয়া কারাগারে; আর আমি ঘরে শুইয়া কষ্ট পাইতেছি; তাঁহার ক্লেশের অপেক্ষা বহুগুণে অধিক কষ্ট ভোগ করিতেছি। কিন্তু তাহাতে কাজ কি হইতেছে? এরূপ উদ্বেগে ফল কি? যথাসাধ্য প্রতীকারের উপায় চিন্তা করাই উচিত। অতঃপর তাহাই করিব।

তিলোত্তমা উঠিয়া বসিলেন;—ডাকিলেন, "কে আছ এখানে?"

একজন দাসী তৎক্ষণাৎ সম্মুখে আসিল। তিলোত্তমা

বলিলেন, "যে পেটীতে আমার দোয়াত, কলম, কাগজ থাকে, তাহাই আন।"

দাসী লেখা-সামগ্রী-পূর্ণা একটি পেটিকা আনিয়া তিলোত্তমার সম্মুখে স্থাপন করিল এবং জিজ্ঞাসিল, "গা মুছাইয়া দিব কি? চুলগুলি গুছাইয়া দিব কি? চিলমচি, ডাবোর, জল আনিব কি? কাপড় ছাড়িবেন কি?"

তিলোত্তমা বলিলেন, "এখন কোন দরকার নাই। মা কোথায়?"

তিলোত্তমা 'মা' বলিলে বিমলাকে বুঝায়। বীরেন্দ্র-সিংহের স্বর্গ-লাভের পর বিমলার প্রকৃত পরিচয় সকলে জানিতে পারিয়াছে। পরিচারিকা-পরিচয়ে বাস করিলেও তিনি যে বীরেন্দ্র-সিংহের পরিণীতা মহিষী, এ কথা প্রচার হইয়া গিয়াছে। কতলু খাঁর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া গড়মান্দারণে ফিরিয়া আসার পর সকলেই তাঁহাকে মা, রাণী মাতা প্রভৃতি বাক্যে সম্বোধন করিতেছে। বিমলা বলিয়া তাঁহাকে আর কেহই ডাকিতে সাহস করে না। অধুনা তিলোত্তমাও তাঁহাকে মা ভিন্ন আর কোন বাক্যে সম্বোধন করেন না। তিলোত্তমা জিজ্ঞাসিলেন, "মা কোথায়?"

দাসী উত্তর দিল, "তিনি উত্তরের বারান্দায় বসিয়া আসমানির সহিত কি পরামর্শ করিতেছেন। তাঁহাকে ডাকিয়া দিব কি?"

তিলোত্তমা বলিলেন, "না। তুমি এখন যাও, মাকে বলিও, এখন তাঁহার আসিবার প্রয়োজন নাই। অল্পকাল পরেই আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইব।"

দাসী আনন্দে প্রস্থান করিল। চারিদিন পরে তিলোত্তমা আজি উঠিয়া বসিয়াছেন, কথা কহিয়াছেন, লেখার সরঞ্জাম লইয়াছেন, হয় তো লেখা-পড়াও কিছু করিবেন। শুভ সংবাদ। বিমলাকে এই আনন্দ-বার্ত্তা জানাইবার নিমিত্ত সে ধাবিতা হইল।

তিলোত্তমা কাগজ, কলম ও দোয়াত লইয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণে পত্র সমাপ্ত হইল। তিনি তাহা পাঠ করিলেন,—

"নবাবনন্দিনি,—

বড়ই কঠোর সংবাদ দিবার জন্য তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। মনে পড়ে তোমার? সেই দিন, বিবাহ-রাত্রিতে তুমি বসুন্ধরার যে পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে হৃদয়মধ্যে রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলে, আমার কপাল-দোষে, তিনি আজি বন্দী—লৌহ-শৃঙ্খলে নিবদ্ধ—কারাগারবাসী। মহারাজ মানসিংহ নানা কারণে বিরক্ত হইয়া সেই গুণময়ে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত কারাবদ্ধ করিয়াছেন।

বিপদে পড়িলে লোকে আত্মীয়-স্বজনের কথা আগে মনে করে। তোমার সহিত আমার দুই দিনের পরিচয় কিন্তু তাহাতেই বুঝিয়াছি, তুমি আমাদের পরমাত্মীয় তাই বুঝিয়াছি বলিয়াই এই দুঃখের সংবাদ তোমা নিকট পাঠাইতেছি।

সন্ধি সংস্থাপিত হওয়ার অত্যল্পকাল পরেই তুমি যুব রাজকে এক পত্র লিখিয়াছিলে। সে পত্র রাজপুত্র অ মূল্যবান্ সম্পত্তি বোধে সাবধানে ও সযত্নে রক্ষা করিয় আসিতেছেন। তিনি বার বার সে পত্র আমাকে পা করিয়া শুনাইয়াছেন। এখনও সে পত্র রত্ন-পেটিকা মধ্যগত হইয়া আমার নিকট রহিয়াছে।

সেই পত্রের এক স্থানে লিখিত আছে, 'যদি কখ অন্তঃকরণে ক্লেশ পাও, তাহা হইলে কি আয়েষাকে স্মর করিবে?' রাজপুত্র এক্ষণে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে ছেন, সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে বার বা আয়েষাকে স্মরণ করিতেছেন, তাহারও সন্দেহ নাই।

যুবরাজ তোমার প্রেমাস্পদ, এ কথা বোধ হয় তুমি আর এখন কাহারও নিকট লুকাইতে চাহিবে না; লতিকাই সহকারকে আশ্রয় করে; কে কাহাকে তা এক আশ্রয়ে অনেকেই গলা জড়াজড়ি করিয়া ন থেকে, সুখের বাসা পাতিয়া লয়।

আমি বুঝিয়াছি, তুমি রমণীরত্ন—এ সংসারে তো তুলনা নাই। আমার ভাগ্য যে, তোমার ন্যায় দে সহিত আমার আলাপ হইয়াছে। তুমি নিষ্কাম প্রেমে জীবন্ত মূর্ত্তি।

যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই তোমাকে পত্র লিখিবার নিমিত্ত যুবরাজকে তুমি অনুমতি দিয়াছ। বর্ত্তমান অবস্থার তাঁহার সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকিলে তিনি যে নিশ্চয়ই তোমাকে পত্র লিখিতেন, তাহার কোন ভুল নাই।

বর্ত্তমান বিপদে তুমি কি করিবে বা করিতে পারিবে, তাহা আমি জানি না; সে সম্বন্ধে তোমাকে কোন কথা আমি বলিতেছি না। এ জগতে যাঁহারা রাজপুত্রের কল্যাণ-কামনা করেন, তুমি বোধ হয়, তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই জন্য তোমার নিকট এ সংবাদ প্রেরণ করা আমার কর্ত্তব্য। আমি সেই কর্ত্তব্য-পালনের জন্যই এ পত্র লিখিলাম।

অন্য কোন সুখদুঃখের সংবাদ জানাইবার সময় এ নহে।

যদি আবশ্যক মনে ক', তাহা হইলে যখন ইচ্ছা আমাকে পত্র লিখিও। সাক্ষাতের প্রয়োজন হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। সে সম্বন্ধে তুমি যাহা ব্যবস্থা করিবে, আমি তাহারই সুযোগ করিয়া লইব। ইতি

দুঃখিনী
তিলোত্তমা।"

পত্র পাঠ করিয়া তিলোত্তমা তাহার উপর শিরোনাম লিখিলেন,—"নবাব নন্দিনী আয়েষা।" আর এক পার্শ্বে লিখিলেন,—"গড়মান্দারণ হইতে।" যথানিয়মে পত্র মোহরাঙ্কিত ও সূত্রনিবদ্ধ করিলেন। তাহার পর সেই পত্রহস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কক্ষমধ্যে দুইবার পরিক্রমণ করিলেন। সহসা একবার স্থির হইয়া আপন মনে বলিলেন, "কর্ত্তব্য স্থির হইয়াছে। কল্যই অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে।"

যাহারা চিরদিন শান্ত, সুশীল, নিরীহ ও পরাজ্ঞাবহ, তাহারা কখন কখন অবস্থাবিশেষে পড়িয়া সহসা স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, তেজস্বিতা, কর্ম্মময়তা, একাগ্রতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার পরিচয় প্রদান করে। ইতিহাসে ও লোকসমাজে এতাদৃশ অদ্ভুত দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। কেন সহসা মানব-চরিত্রের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রবিদ্‌গণের বিচার্য্য, ধীরা, বিনম্রস্বভাবা, সতত পরমুখাপেক্ষিণী তিলোত্তমা সহসা দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধা হইলেন।

পত্রিকা-হস্তে তিলোত্তমা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

নূতন নবাব।

উড়িষ্যার স্বর্ণগড়ের দুর্গে পাঠানগণ এখন রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। খাজা সোলেমান খাঁ ও খাজা ওসমান খাঁ পরলোকগত নবাব কতলু খাঁর এই পুত্রদ্বয় এবং পালিতা কন্যা আয়েষা প্রভৃতি পুরমহিলাগণ এখন নিশ্চিন্তভাবে স্বর্ণগড়ে অবস্থান করিতেছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ আপাততঃ সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে।

পরলোকগত নবাব কতলু খাঁর দুই পুত্র ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সোলেমান ও ওসমান উভয়ের মধ্যে রাজ্য-সম্বন্ধে পাছে কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় মহারাজ মানসিংহকৃত সন্ধি-অনুসারে বৃদ্ধ মন্ত্রী খাজা ইষার হস্তে রাজ্য-পরিচালনার ভার অর্পিত হইয়াছে। প্রবীণ ও অভিজ্ঞ মন্ত্রী স্বকীয় কর্ত্তব্য অতীব সাবধানতার সহিত নির্ব্বাহিত করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার দক্ষতা হেতু কোন দিকেই অসন্তোষ-প্রকাশের কোনই অবসর থাকিতেছে না; সকলই সুনির্ব্বাহিত হইতেছে।

সকলই ভাল চলিলেও মনুষ্য-হৃদয় দুরাকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দনীয় আঘাতে অনেক সময়েই বিষম যন্ত্রণা ভোগ করে এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক অসন্তোষের উৎপাদন করিয়া অনেক অনাগত যাতনাকে ডাকিয়া আনে। নবাব কতলু খাঁর দুই পুত্রের প্রকৃতি একান্ত বিভিন্নভাবাপন্ন। নির্ব্বিবাদে উৎকৃষ্ট সুরাসেবন ও সুন্দরী-কুলের সংসর্গে কালপাত করিতে পারিলেই সোলেমান জীবনের সকল প্রয়োজন সফল হইল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি আপনার বাসনানুরূপ পদার্থ-সমূহে পরিবৃত হইয়া নিশ্চিন্ত-মনে কালপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুজ ওসমান এই সকল ইন্দ্রিয়-সুখের অন্বেষণ নিতান্ত নীচ কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়া, বীরের হৃদয় প্রাপ্ত হইয়া এবং পাঠান-নরপতির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, অসিচালনায় নিপুণতা লাভ করিয়া, নারীগণের মধ্যে সুরাপহত-চেতনাবস্থায় জীবন অতিবাহিত করা নিতান্ত হীনতা বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

ওসমান নিতান্ত মানসিক ক্লেশে কালপাত করিতেছিলেন। মোগলগণ এখন ভারতের সম্রাট; কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে ওসমানের হৃদয় ব্যথিত হইত। তিনি বিবেচনা করিতেন, দিল্লীর সিংহাসনে পাঠানগণই সুলতান ছিলেন; কুতব-উদ্দীন স্বীয় বাহুবলে হিন্দুগণের হস্ত হইতে রাজ্য গ্রহণ করেন এবং অমিত-প্রতাপে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মোগল বাবর বাহুবলে পাঠান-ভূপতিকে বিচ্যুত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া সেই মোগলেরাই যে ভারতবর্ষের ন্যায়সঙ্গত ও অবিসংবাদিত ভূপতি, এরূপ বিবেচনা করিবার কোনই কারণ নাই। পাঠানগণের স্বত্ব মোগলগণের পূর্ব্বাগত। ভাগ্যদোষে পাঠানগণ এখন হীনদশাপন্ন হইলেও পুনরায় ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তনে তাহাদের উন্নত অবস্থা না ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। হীনাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা বা তাহার প্রতীকারের কোন উপায় না করা নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া ওসমান মনে করিতেন।

বর্ত্তমান সন্ধির ব্যবস্থায় এই বীরের হৃদয় একদিনও

প্রণয় ছিল না। মহারাজ মানসিংহের দ্বারা সম্প্রতি যে সন্ধি-বন্ধন হইয়াছে, তাহা অখণ্ডনীয় বলিয়া ওস্মান মনে করিতেন না। তিনি মনে করিতেন, কোথায় কবে সন্ধি-বন্ধন চিরস্থায়ী হয়? বর্ত্তমান সন্ধির নিয়ম পাঠানের দোষেই হউক আর মোগলের দোষেই হউক, নিশ্চয়ই অচিরে ভাঙ্গিয়া যাইবে, ইহাই ওস্মানের স্থির-বিশ্বাস ছিল। নবাব কতলু খাঁর মৃত্যু, চারিদিকে নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাব, যুদ্ধার্থ মানসিংহের প্রভূত আয়োজন ইত্যাদি বহুবিধ কারণে সন্ধি করিতে হইয়াছে। কিন্তু সে সকল কারণ অন্তরিত হইলেও সন্ধি অক্ষুন্ন থাকিবে, এরূপ কখনই সম্ভাবিত নহে।

ওস্মানের অন্তরে যে অসন্তোষ বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিল, এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর অশান্তির আর এক প্রবল কারণ আয়েষা। সেই লাবণ্য-প্রতিমা তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, তাঁহার জীবনের সুখ-শান্তি সেই সুন্দরীর কৃপার অধীন হইয়াছে; কিন্তু সেই ভূলোক-দুর্লভ নারী তাঁহার নহেন, তিনি প্রতিদিন তাঁহাকে আপন হৃদয়ে স্বল্পমাত্র স্থান-দানে অশক্ত। যে দুরাকাঙ্ক্ষার প্রবল শাসনে ওস্মানের হৃদয় নিয়ত উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে, যে দুরাশার অদম্য উত্তেজনায় তিনি ভারতের সিংহাসন-লাভের কল্পনায় প্রমত্ত হইতেও কুণ্ঠিত হন না, সে সকল বাসনাই আয়েষার অণুমাত্র অনুগ্রহের সহিত অবিলম্বে বিনিময় করিতে তিনি প্রস্তুত। তথাপি সে সুন্দরী তাঁহাকে প্রাণে স্থান দিতে অক্ষম। হতাশ প্রেমিকের এ অন্তর্জ্বালা অসহনীয়।

কে সে আয়েষা?—কতলু খাঁর পালিতা কন্যা। আয়েষা নবাব সাহেবের কাশ্মীরী বেগম সাহেবার ভ্রাতুষ্পুত্রী। আয়েষার ছয় মাস বয়সের সময় তাঁহার জননী সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। পত্নী-বিয়োগবিধুর স্বামী সেই শিশু কন্যাকে আপনার সহোদরার নিকট প্রেরণ করেন। অল্পকাল পরে আয়েষার পিতাও শমন-সদনে গমন করেন। কিন্তু পিতৃ-মাতৃহীনা আয়েষার কোন অভাবই থাকিল না। নবাব কতলু খাঁ এই অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কন্যাকে বড়ই স্নেহের নয়নে দর্শন করিলেন। বেগম সাহেবের আর সন্তান ছিল না। তিনি এই সুকুমারীকে আপন কন্যাজ্ঞানে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। নবাব সাহেবার আরও অনেক পুত্র-কন্যা থাকিলেও আয়েষার প্রতি তাঁহার মমতা এতই বাড়িতে লাগিল যে, আয়েষা তাঁহার ঔরস-সন্তানদিগের অপেক্ষা অধিক কৃপা ও অনুগ্রহ লাভ করিতে থাকিলেন। আয়েষাকে সাধারণে নবাবপুত্রী বলিয়াই জানিল। স্বয়ং ত বাও আপনাকে কাশ্মীরী বেগম সাহেবার গর্ভো নবাব-নন্দিনী বলিয়াই জানিলেন।

ওস্মান ও আয়েষা প্রায় সমবয়স্ক। নবাব রোধে এই বালক-বালিকা একত্র আমোদ-প্র ক্রীড়া কৌতুক করিতে করিতে বৃদ্ধি পাইতে আয়েষার রূপ অতুলনীয়, শিক্ষা ও সাহস অবিখ্যাত, ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অসাধারণ হইয়া উঠিল। ক্রমে বয়োর সহিত ওস্মান সেই সুন্দরীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হ পড়িলেন। বাল্যকালের সেই অনুরাগ যৌবনের সমা আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল। ওস্মান ধীরে ধী অজ্ঞাতসারে আয়েষার দাস হইয়া উঠিলেন।

নবাব কতলু খাঁ মৃত্যুর বহু পূর্ব্বে স্বচ্ছন্দে জীবন নির্ব্বাহ হইতে পারে, আয়েষাকে এরূপ ধন সম্পত্তি প্র করিয়াছিলেন। আয়েষা যেরূপ ধনশালিনী হইয়াছি কতলু খাঁর আর কোন ঔরস-কন্যার তাহার অনুরূপ ছিল না। কতলু খাঁ জীবনকালে জানিতে পা ছিলেন এবং কাশ্মীরী বেগম সাহেবা স্পষ্ট বুঝিতে পা ছিলেন যে, ওস্মান এই সুন্দরীর প্রতি একান্ত প্রণ রাগী। আয়েষার কথা-বার্ত্তা ও ব্যবহারাদির আলোচ তাঁহাদের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, নবীনাও ওস্মা প্রতি আসক্ত। প্রত্যুত আয়েষা সর্ব্বান্তঃকরণে ওস্মা যেরূপ হিতচেষ্টা করিতেন, নিয়ত তাঁহার প্রিয়ক সাধনের সুযোগ পাইলে যেরূপ সুখী হইতেন এবং স ওস্মানের সুখ-দুঃখে যেরূপ আন্তরিক সহানুভূতি প্র করিতেন, তাহাতে সহজেই মনে হইত, ওস্মানের হৃ হারিণী এই মোহিনীও ওস্মানকে প্রাণ-মন সমর্পণ করি ছেন। কিন্তু আয়েষার অনুরাগ যে ভ্রাতৃস্নেহের স অতিক্রম করে নাই, ওস্মানকে স্নেহময় অগ্রজ ব করিয়া আয়েষা যে অবিচলিত-চিত্তে তাঁহাকে ভালবা তেন, এ কথা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। নবা বেগম মনে করিয়াছিলেন, আয়েষার স্বাধীন বিত্ত য রহিল, অতঃপর যদি ওস্মান তাঁহার পাণি-গ্রহণ কে তাহা হইলে আয়েষার সুখ-সৌভাগ্য সম্পূর্ণ হইবে। রূপ সময়ে নবাব সাহেবের লোকান্তরে গতি হইল।

আয়েষার প্রণয় কতদূর প্রগাঢ়, তাহা ওস্মান জা তেন। ওস্মান আপনার আন্তরিক প্রেমের কথা কি মাত্র ব্যক্ত করিতে না করিতে আয়েষা সুস্পষ্ট ভাষা নিঃসন্দিগ্ধভাবে তাঁহার প্রতি স্বকীয় হৃদয়-ভাব বুঝা দিতেন। আয়েষার মুখের সেই সকল বাক্য শেলের

ওস্‌মানের হৃদয় বিদ্ধ করিত। তিনি নীরবে সেই দুঃসহ যাতনা সহ্য করিতেন।

এইরূপ যাতনা-ক্লিষ্ট ওস্‌মান একাকী অপরাহ্নকালে স্বর্ণগড়ের দুর্গমধ্যস্থ এক বিস্তৃত কক্ষে বসিয়া আছেন। এক দিকে দুরাকাঙ্ক্ষার প্রবল দংশন, আর এক দিকে নিষ্ফল প্রণয়ের তীব্র যাতনা। ওস্‌মান নিদারুণ ক্লেশে জীবনকে ভারভূত বলিয়া মনে করিতেছেন। সহসা নকিব ফুকরাইয়া উঠিল। ওস্‌মান উঠিয়া কক্ষের প্রবেশ-দ্বারে গমন করিলেন। সুদীর্ঘ শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রু-সংযুক্ত উষ্ণীষ-ধারী মন্ত্রী ইষা খাঁ সেই কক্ষে সমাগত হইলেন। ওস্‌মান তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন। বৃদ্ধ ইষা খাঁও বিহিত বিধানে ওস্‌মানকে প্রভুর ন্যায় সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। উভয়ে আসনে উপবিষ্ট হইলে ওস্‌মান জিজ্ঞাসিলেন, "কি অভিপ্রায়ে আপনার আগমন হইল? নূতন সংবাদ কি?"

মন্ত্রী বলিলেন, "জগৎসিংহের কারাদণ্ডের সংবাদ বোধ হয় নবাব সাহেবের অবিদিত নাই?"

ওস্‌মান বলিলেন, "সে সংবাদ আমি পাইয়াছি; কিন্তু তাহাতে আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি কি আছে?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "একটু আছে বলিয়া আমার মনে হয়। সম্প্রতি মহারাজ মানসিংহ আমাদের সহিত যে সন্ধি করিয়াছেন এবং যে সন্ধি অনুসারে এখনও উভয় পক্ষ কার্য্য করিতেছেন, আমি জ্ঞাত আছি, ইহা আক্‌বর শাহের অনুমোদিত নহে। মানসিংহের এই সন্ধি আক্‌বর অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না সত্য; কিন্তু ইহা যখন তাঁহার সন্তোষজনক হয় নাই, তখন তিনি ইহার অন্যথা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিবেন না, এমন নহে।"

ওস্‌মান বলিলেন, "জগৎসিংহের অবরোধের সহিত এ ব্যাপারের কি সম্বন্ধ আপনি অনুমান করিতেছেন?"

মন্ত্রী বলিলেন, "একটু আছে বলিয়া আমি অনুমান করি। জগৎসিংহ যখন আমাদের হস্তে বন্দী ছিলেন, তখন বোধ হয়, আমাদের ব্যবহারে তাঁহার বিশেষ অসন্তোষের কোন কারণ ঘটে নাই। আমি মনে করি, তিনি আমাদিগের উপর বিরক্ত না থাকাই সম্ভব। সকল কথা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদিগের সহিত শত্রুতা ঘটাইতে তাঁহার ইচ্ছা না হইবার আরও কারণ থাকিতে পারে।"

কি মনে করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী কথার শেষভাগ মুখ হইতে বাহির করিলেন, ওস্‌মান তাহা বুঝিতে পারিলেন। জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার আসক্তি স্মরণ করিয়াই যে ইষা খাঁ এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তাহা ওস্‌মানের বুঝিতে বাকী থাকিল না। তাঁহার হৃদয়ে এককালে শত বৃশ্চিক দংশন করিল। অতি কষ্টে হৃদয়-ভাব সংযত করিয়া ওস্‌মান কহিলেন, "আপনার অভিপ্রায়, জগৎসিংহ আমাদের অনুকূল থাকিলে এবং আক্‌বরের নিকট আমাদের সম্বন্ধে হিতজনক মতামত প্রকাশ করিবার অবসর পাইলে এই সন্ধি ঠিক থাকিতে পারে। জগৎসিংহ কারাগারে থাকিলে আমাদের হিতচেষ্টা করিবার সুযোগ পাইবে না। কেমন, ইহাই কি আপনার অভিপ্রায় নহে?"

বৃদ্ধ সঙ্কুচিত-ভাবে উত্তর দিলেন, "অধীন এইরূপ মনে করে।"

ওস্‌মান কহিলেন, "আপনি প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও আমাদের পিতৃতুল্য সম্মান-ভাজন; সুতরাং আপনাকে কোন তিরস্কার করিতে আমাদের অধিকার নাই; কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এই সন্ধির দ্বারা আমাদের কি লাভ হইয়াছে? আমরা বাহুবলে, দেহের শোণিত ও রাজ-কোষের অর্থ ব্যয় করিয়া প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলাম। সে দিনও ধারপুরের যুদ্ধে জয়লাভের পর সমগ্র মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের সীমা পর্য্যন্ত আমাদের অধিকার হইয়াছিল। সন্ধির বলে সেই সব-বিজিত রাজ্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। অধিকন্তু জগন্নাথের মন্দির ও সমস্ত পুরী জেলা মোগলদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। এরূপ সন্ধি নিতান্ত লজ্জা ও ঘৃণার বিষয়। আক্‌বর যদি ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহাতে আমি ক্ষোভের কোন কারণ দেখিতেছি না তো।"

বৃদ্ধ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমি সে সম্বন্ধে নবাব সাহেবের সহিত কোন তর্ক করিব না; কিন্তু আমি নিবেদন করিতেছি, সম্প্রতি আমরা দুর্ব্বল।"

ওস্‌মান বলিলেন, "সত্য কথা, আমরা সম্প্রতি মান-সিংহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার উপযুক্ত বলশালী নহি। আপনি সে অভাব দূর করিবার কোন চেষ্টা করিতেছেন কি?"

মন্ত্রী বলিলেন, "আপনার অবিদিত নাই, আভ্যন্তরিক রাজকার্য্যের নানাপ্রকার সুব্যবস্থায় আমাকে এতই মনঃ-সংযোগ করিতে হইয়াছে যে, অন্য কোন চিন্তার আমার এখন অবসর নাই।"

ওস্‌মান বলিলেন, "আপনি রাজকার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকুন। এ প্রবীণ-বয়সে যুদ্ধ-বিগ্রহ আপনার আর ভাল না লাগিবারই কথা। সন্ধি ও শান্তি এ সময়ে আপনার প্রধান প্রার্থিত অবস্থা হওয়াই সম্ভব। আপনি আমাকে

[illegible] উপস্থিত হইতে [illegible] না। সে অভাবে যে কিছু আয়োজন আবশ্যক, আমি সত্বর তাহার ব্যবস্থা করিব এবং সমস্ত ব্যবস্থা স্থির হইলে আপনার নিকট সমস্ত অবস্থা জানাইব।"

ইসা খাঁ বলিলেন, "সে সম্বন্ধে কোন কথাই আমি এক্ষণে বলিব না। আমার আপাততঃ আরও বক্তব্য আছে। মহারাজ মানসিংহ শীঘ্র পুরী আগমন করিবেন।"

"উত্তম। কাফেরগণ কুৎসিত-দর্শন কাষ্ঠখণ্ডকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে। মোগল-পালক মানসিংহও কি ঈশ্বর-পূজার অভিপ্রায়ে পুরী আসিতেছেন?"

মন্ত্রী। সম্ভব। তিনি বিশেষ সমারোহে আসিবেন।

ওস্। ইচ্ছা তাঁহার। যখন সন্ধি-সূত্রে আমরা পুরী ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন সেখানে বাঙ্গলার সুবেদার মানসিংহই সমারোহে আসুন অথবা বাঁকুড়ার দরিদ্র প্রজা ভিক্ষা করিতে করিতেই আসুক, আমাদিগের তাহাতে কি?

মন্ত্রী। আমাদের তাহার সহিত একটু সম্বন্ধ আছে। মহারাজকে পুরী যাইতে হইলে অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদের অধিকারের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে।

ওস্। তিনি স্বচ্ছন্দে যাইবেন, রাজপথ অবাধ। তিনি কেন, সকলেই সে পথ দিয়া অনায়াসে যাইতে পারেন।

মন্ত্রী। সে সময়ে আমাদের একটু কর্ত্তব্য আছে।

ওস্। কি?

মন্ত্রী। তিনি আমাদের অধিকারে আসিলে তাঁহাকে সম্মান-প্রদর্শন করিতে আমরা বাধ্য।

ওসমানের মুখ যেন একটু মেঘাচ্ছন্ন হইল। জিজ্ঞাসিলেন, "কেন?"

মন্ত্রী। আমরা তাঁহার সহিত সন্ধি-সূত্রে বদ্ধ। তাঁহাকে সম্মান না করিলে বাদশাহের অপমান হইবে। মানসিংহ বাদশাহের প্রতিনিধি।

ওস্। কিরূপ সম্মান দেখাইতে হইবে?

মন্ত্রী। আমাদের অধিকারের সীমা পর্য্যন্ত আপনাকে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে হইবে।

ওসমান আসন ত্যাগ করিয়া, কিয়ৎকাল কক্ষ-মধ্যে পদচারণা করিলেন। তাহার পর সহসা বৃদ্ধ মন্ত্রীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "এ অপমান বহন করা আমার পক্ষে অসাধ্য। সত্য বটে, মানসিংহ একজন জগদ্বিখ্যাত বীর; সত্য বটে, মানসিংহের বাহুবলে আকবরের এত গৌরব; সত্য বটে, মানসিংহ আকবরের কুটুম্ব; স বটে, মানসিংহ স্বয়ং একজন করপ্রদ রাজা; তথাপি আকবরের দাস। আমরা অদ্য হীনবল হইলেও আ নরপতি—আকবরের সমকক্ষ। আমরা ঘটনাচ দুর্ব্বল হইয়াছি বটে; তথাপি এ কাল পর্য্যন্ত আকবে সহিত যুদ্ধ করিয়াই আসিতেছি। জয়-পরাজয়ের ক ছাড়িয়া দিউন; কিন্তু কোন কারণেই আমরা কখ কাহারও পদানত হই নাই। এখনও উড়িষ্যায় আ স্বাধীন রাজা। এ অবস্থায় আকবরের একজন প্র শিবির পাদুকা বহন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে আ কখনই প্রস্তুত নহি।"

মন্ত্রী কহিলেন, "এ সম্বন্ধে মহারাজের এক আছে।"

তিনি কাবার মধ্য হইতে এক পত্র বাহির কা ওসমানের হস্তে প্রদান করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই—ম রাজ মানসিংহ স্বধর্ম্ম-পালনের নিমিত্ত পুরুষোত্তম ক্ষে যাত্রা করিবেন। তিনি ভরসা করেন, উড়িষ্যায় নব দিগের অধিকারে প্রবেশ করিলে নবীন নবাবদ্বয় তাঁহ সহিত মিলিত হইবেন। পত্র ইসা খাঁর উদ্দেশে লিখিত

ওসমান পত্র পাঠ করিয়া তাহা মন্ত্রীর হস্তে প্রত্য করিলেন;—বলিলেন, "এ পত্রের যেরূপ উত্তর প্রদ আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি, তাহা আপনাকে ব জানাইব। মানসিংহের এ সাহস বড়ই বিরক্তিজনক।"

খাজা ইসা খাঁ বলিলেন, "আমি এক্ষণে বিদায় হ তেছি। বিদায়কালে একটা কথা আমি নবাব সাহেব স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি।"

"বলুন।"

"মহারাজ মানসিংহ মোগল পাঠানে যে সন্ধি স্থা করিয়াছেন, তাহা জগৎসিংহের উদ্‌যোগেই হইয়াছিল। কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। আর এক কথ সম্প্রতি সে সন্ধির বলে আমরা উৎকলে স্বাধীন অধিক লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদিগকে বাদশাহের অধী নতা স্বীকার করিতে হইয়াছে, মহারাজ মানসিংহে শিবিরে গিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদান করিতে হইয়াছে যথেষ্ট উপঢৌকনাদি প্রদান করিয়া তাঁহাকে পা তুষ্ট করিতে হইয়াছে এবং তাঁহার প্রদত্ত খেলোয় অঙ্গে ধারণ করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত হইতে হ য়াছে। আমরা বিধিমতে মহারাজ মানসিংহের নিক আনুগত্য প্রকাশ করিয়া এবং সম্পূর্ণরূপে বাদশাহে বশ্যতা স্বীকার করিয়া, উড়িষ্যার স্বাধীন অধিকার লে

করিতে পারিয়াছি। এ সকল কথা এত শীঘ্র না ভুলিলেই ভাল হয়।"

ওস্মান বলিলেন, "সে কথা আমি একবারও ভুলি নাই; সে কলঙ্কের কথা আমার প্রাণে বিঁধিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এ কুকীর্ত্তি শীঘ্রই লুপ্ত হইবে।"

খাজা ইসা গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "যত দিন অন্যরূপ অবস্থান্তর না ঘটিতেছে, তত দিন মহারাজ মানসিংহকে বাদশাহের প্রতিনিধি জ্ঞান করিয়া সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে আমরা বাধ্য। তাহার অন্যথা হইলে আবার বাদশাহের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। আমরা এখন কোনরূপ বিরোধ করিতে অক্ষম। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন, ইহাই আমার নিবেদন। আমাদের দেহের অবস্থা ভাল নহে, বার্দ্ধক্য ও পীড়া উভয় কারণেই আমি কাতর। বোধ হয়, আর অধিক দিন আমি থাকিব না। যত দিন আছি, তাহার মধ্যে নবাবদিগের অবস্থান্তর দেখিতে না হইলেই সুখী হইব। আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

সমুচিত শিষ্টাচারাদির পর ধীরে ধীরে বৃদ্ধ মন্ত্রী প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা।

ধীরে ধীরে চিন্তাক্লিষ্ট ওস্মান সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। মানসিংহের লিপি—আদেশসূচক পরোয়াণা বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, পাঠানগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাতে কি কেবল পাঠানদিগের ইষ্ট সাধিত হইয়াছে? মোগলগণ কি এই সন্ধির দ্বারা একটুও উপকৃত হয় নাই? আমাদিগের সহিত যুদ্ধে মানসিংহের কি ক্ষতি হইতেছিল না? স্বর্গীয় নবাব ধারপুরের যুদ্ধে মানসিংহকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার পুত্র জগৎসিংহকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশের বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। আমরা জগৎসিংহকে হাতে পাইয়া নিপাত করিলেও করিতে পারিতাম। পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করিতে মানসিংহের অনেক সময় নষ্ট হইত। সেই সময় [illegible] [illegible] কে বলিতে পারে? [illegible] আমরা [illegible] এই [illegible] নিতান্ত [illegible] মগ্ন হইয়া পড়িলাম।

সে সময় যুদ্ধ উচিত নহে বলিয়াই সন্ধি করা [illegible] পাঠানগণ ভীত হইয়া কখনই সন্ধি-বন্ধনে সম্মত হয় [illegible] রণে তাহারা কখনই অক্ষমতা প্রদর্শন করে না। মোগলদিগের সৈন্যনাশে তাহারা কখনই ক্ষান্ত হয় [illegible] মানসিংহের পুত্রকে নির্ব্বিঘ্নে পিতৃ-শিবিরে যাইতে [illegible] তাহারা ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। স্থলে তাহাদের প্রতি কঠোর আদেশ প্রচার করিয়া তাহাদের বশ্যতা অবলম্বনে তাহাদের প্রতি অশি[illegible] হার প্রদর্শন করিয়া মানসিংহ ভাল করেন নাই। পত্র না লিখিয়া তিনি যদি লিখিতেন, 'নবীন [illegible] আমাদিগের আত্মীয়মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। [illegible] ষ্যায় অবস্থানকালে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সু[illegible] হইব,' তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা উপঢৌকনাদি [illegible] তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম এবং তাঁহার সহিত প্রীতি বর্দ্ধনের প্রয়াস করিতাম।

এইরূপ বিবিধ চিন্তায় প্রপীড়িত ওস্মানের চরণ[illegible] যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে বহন করিয়া অন্তঃপুরে একদেশে লইয়া চলিল। ওস্মান ভাবিতে লাগিলেন, "ন[illegible] তাহা হইবে না; আমার অগ্রজ তো বিষয়-ব্যাপারে উদা[illegible] সীন। তিনি কোথায়ও যাইবেন না; আমিও যাইব না[illegible] এ পক্ষ হইতে কোন একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আমা[illegible] দের অধিকারে প্রবেশস্থলে মানসিংহের সহিত সাক্ষা[illegible] করিবে; আবশ্যক হইলে তাঁহার খাদ্য-দ্রব্যাদির সংস্থা[illegible] করিয়া দিবে। উপঢৌকনাদি কিছুই দেওয়া হইবে না।"

অন্যমনস্ক ওস্মান চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কোন্ দিকে, কোথায় ও কি অভিপ্রায়ে তিনি গমন করিতেছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। "ধর্ম্মিষ্ঠ মানসিংহের পুত্রকে হাতে পাইয়া বিনাশ না করা অন্যা[illegible] হইয়াছে। আয়েষা তাহার প্রতি অনুরাগিণী। সত্য বটে সে আয়েষার প্রতি আসক্ত নহে; কিন্তু তাহাতে আমা[illegible] লাভ কি? তাহার জীবন থাকিতে আয়েষা কখনই তাহাকে ভুলিবে না। সে মরিলে আয়েষা তাহাকে ভুলিতে পারে এবং তখন সেই সুন্দরীর হৃদয়ে আমার স্থান হইতে পারে। জগৎসিংহ আমার শত্রু। তাহাকে বন্দী করিয়াও সজীব ছাড়িয়া দিয়াছি; রণ-যুদ্ধে ঘটনাক্রমে তাহার

পরাজিত হইয়াছি ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার ত শত্রুতা ত্যাগ করিয়াছি কি ? না—না—কখন না। সিংহ আমার পরম শত্রু। সে নয়নে না পড়িলে য়েষা কখনই তাহার প্রতি অনুরাগিণী হইত না। সে না লে আয়েষার অনুরাগ কখনই হ্রাস হইবে না। ছলে বলে হউক, জগৎসিংহকে বিনাশ করাই আমার

“ওস্মান !”—সহসা পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে রমণী-কণ্ঠে হইল, “ওস্মান !”

ওস্মানের সমস্ত চিন্তা-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ন শব্দাগমের অভিমুখে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, তাঁহার তিদূরে এক প্রৌঢ়-বয়স্কা সজীব দেবী-প্রতিমা। তিনিই লু খাঁর কাশ্মীরী বেগম—ওস্মানের বিমাতা— মাতা। দর্শনমাত্র অতীব ভক্তির সহিত ওস্মান বন্দনা করিলেন। বেগম সাহেবা কহিলেন, মারই কথা আমি এখন ভাবিতেছি। অদ্য তোমার ট সংবাদ পাঠাইব স্থির করিয়াছিলাম। তুমি অন্দরে লে তোমাকে আমার নিকট পাঠাইবার জন্য তোমার দীকে বলিয়া রাখিয়াছি।”

ওস্মান সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন, “আমার প্রতি কি আজ্ঞা ?”

বেগম সাহেবা উদ্বিগ্নভাবে কহিলেন, “এমন করিয়া দাঁড়াইয়া কথা বলিব কিরূপে ? বড় কঠিন বিষয় ; তোমাকে ধীরভাবে শুনিতে হইবে। গর্ভজাত সন্তান ব্যতীত আর কেহই কোন বেগমের কক্ষে প্রবেশ করিতে পায় না, ইহাই নবাব-অন্দরের নিয়ম। তোমাকে আমি গর্ভের সন্তান বলিয়াই জ্ঞান করি। আমার কক্ষে বসিয়া কয়টি প্রয়োজনীয় কথা শুনিতে তোমার আপত্তি আছে কি ?”

ওস্মান একটু চিন্তিতভাবে কহিলেন, “আপনি আমার বিমাতা হইলেও চিরদিনই আমি আপনাকে গর্ভধারিণী জ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছি। আপনি আয়েষার মাতা ; সে জন্য আমারও পূজার পাত্র। মহলের মধ্যে প্রবেশ করা নিয়ম-বিরুদ্ধ। কিন্তু আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে আমাকে কক্ষের মধ্যেও প্রবেশ করিতে হইবে।”

বেগম সাহেবা বলিলেন, “আইস পুত্র ! আমি অনুমতি করিতেছি, ইহাতে নিয়ম-লঙ্ঘনের দোষ হইবে না। আর বাবা, নিয়মাদির এখন তুমিই কর্তা। আইস।”

অবনত-মস্তকে ওস্মান কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। বেগম সাহেবা অদূরে এক গ চার উপর উপবেশন করিয়া বলিলেন, “আয়েষার স একটা কথা বলিব।”

ওস্মানের হৃদয় একটু দ্রুতভাবে স্পন্দিত হ লাগিল ;—বলিলেন, “বলুন।”

বেগম সাহেবা কহিলেন, “তোমার স্মরণ হয় কি বলিতে পারি না, আয়েষা পিতৃব্য-পরিত্যক্ত প্রভূত বি সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে। সে একটা রা দৌলৎ।”

ওস্। বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপ একটা কথা শু ছিলাম ; এখন তাহা ভাল মনে হয় না।

বেগ। বহুকাল পূর্ব্বেই বটে। দশ বৎসর পূর্ব্বে অ ষার পিতৃব্য মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে। আ ষাকে তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির এক উত্তরাধিকারিণী স্থির করিয়া পঞ্জাবের সুবেদার তো পিতার নিকট সংবাদ করেন এবং আয়েষার পক্ষ হ তত্তাবৎ দখল লইবার ব্যবস্থা করিতে বলেন। স্ব নবাব সাহেব আয়েষাকে ছাড়িয়া একদিনও থা পারিতেন না ; তিনি এখান হইতে লোক পাঠাইয়া সমস্ত বিষয়-বিভবের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমা পক্ষের যে লোক সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে তিনি বলিতেছেন, আয়েষা এখন প্রাপ্ত-বয়স্কা। এখন মালিকরূপে হাজির না হইলে সম্পত্তি সরকারে বাজে হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এক্ষণে ব্যবস্থার কর্ত্তা তু এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, স্থির কর।

ওস্। এ সকল সংবাদ আপনি কেমন কা পাইলেন ?

বেগ। উজীর সাহেবের নিকট দূত আসিয়াছে।

ওস্। আমি জানি, আয়েষা মহদ্বংশের কন্যা। নার ভাই কি কাজ করিতেন ?

বেগ। আমার ভাই পঞ্জাবের সেনাপতি ছিলে আর যে ভ্রাতার সম্পত্তি আয়েষা পাইয়াছে, তিনি জ গীরদার ছিলেন। আয়েষার মাতা সুবাদারের কন্যা।

ওস্। তাহা হইলে বুঝিতে হইতেছে, আয়েষার জ মোগল ও পিতা পাঠান ছিলেন। এরূপ বিরুদ্ধ ঘ কিরূপে ঘটিয়াছিল মা ?

বেগ। এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়া যায়। লজ্জার কথা ; ছেলের কাছে আপনাদের প্রণয়ের বলিতে মাথা কাটা যায়। তোমার পিতা পাঠান, আমি মোগল-কন্যা ; এরূপ ঘটনা কিরূপে ঘটিল বাবা

ওস্। সে কথা বুঝিলাম; কিন্তু আয়েষা এখন স্বর্গীয় কতলু খাঁর কন্যা হইয়াছেন। পাঠান-তনয়াকে, বিশেষতঃ কতলু খাঁর কন্যাকে মোগল সুবেদার বিষয় দখল করিতে দিবে কেন?

বেগ। সে বিষয়ের কোন ব্যাঘাত হইবে না। আয়েষার পিতা আকবর বাদশাহের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন, তিনি এ সম্বন্ধে বাদশাহের ফারমান লিখাইয়া লইয়াছিলেন। তাহার অন্যথা করিতে কাহারও সাধ্য নাই। আয়েষা প্রকারান্তরে আকবরেরও পরিচিতা। বাদশাহদরবারে ও অন্দরে অনেকেই পরোক্ষভাবে আয়েষাকে জানেন।

ওস্। এক্ষণে আপনি কি করিতে ইচ্ছা করেন?

বেগ। আমি কিছু ইচ্ছা করি না; তুমি যাহা ব্যবস্থা করিবে, তাহাই হইবে। তবে তোমাকে বলা উচিত, আয়েষা পঞ্জাব যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

ওস্। কেন?

বেগ। তাহার শরীর ইদানীং ভাল যাইতেছে না। এবার বাঙ্গালা দেশ হইতে আসার পর পিতার মৃত্যুহেতু শোকেই হউক বা অন্য কারণেই হউক, আয়েষা সতত চিন্তাকুল। দেখিতেছি,আয়েষার আহারে অপ্রবৃত্তি, বসনভূষণের পারিপাট্যে অমনোযোগ, সদা অপ্রফুল্ল ভাব। তাহার শরীরও শুষ্ক—মলিন হইতেছে। আয়েষা বলিতেছে, কিছু দিনের জন্য পঞ্জাবে যাইবার অনুমতি পাইলে সে এখন সুখী হয়। বোধ হয়, স্থান-পরিবর্ত্তনে তাহার শরীরের উপকার হইতে পারে।

ওস্। বড়ই চিন্তার কথা। আয়েষার বিষয়-বিভবের ব্যবস্থা যেরূপে হউক, করিলেও করা যাইতে পারিত। কিন্তু আয়েষা স্বয়ং এ স্থানত্যাগের অভিলাষিণী। মা, আয়েষা এ পুরী হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে সকলই অন্ধকার হইয়া যাইবে।

বেগ। তুমি আয়েষাকে বড় ভালবাস। স্বর্গীয় নবাব সাহেব আর আমি কতদিনই সাধ করিয়াছি, তোমাদের শুভমিলন দেখিয়া নয়ন জুড়াইব। নবাব স্বর্গে গিয়াছেন, অভাগী এখনও আছে। সে সাধ এখনও মিটিল না। কিসে কি হইল, জানি না; দেখিতেছি, আয়েষার এই ভাব, তুমিও সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত—অন্যমনস্ক। তুমি আর মহলের মধ্যে প্রবেশ কর না; যে আয়েষাকে সতত দেখিতে চাহিতে, তাহারও কোন সন্ধান লও না। তোমাদের এই ভাব আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট দিতেছে।

ওস্। মা, আমার কোন অপরাধ নাই; আমি আয়েষার জন্য জীবনপাত করিতে সতত প্রস্তুত। কিন্তু মা, বলিব কি, আয়েষা হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়াছে। সে আগুনে সে আপনি পুড়িবে, আমাকে পোড়াইবে, আর আপনাকেও সে জ্বালা ভোগ করিতে হইবে। সে কথা এখন থাকুক। আয়েষার অসুস্থতার কথায় আমি বড়ই চিন্তিত হইলাম। কোথায় আয়েষা? আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।

বেগ। এক ঘড়ি পূর্ব্বে এখানেই ছিল। বোধ হয়,এখন বাগানের ঘরে গিয়াছে। পঞ্জাব-গমন সম্বন্ধে তোমার যেরূপ অভিপ্রায় হয়, তাহা আমাকে কখন্ বলিবে?

ওস্। আমি আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মনের ভাব জানিয়া আপনার নিকট আমার অভিপ্রায় নিবেদন করিব। এক্ষণে আমি বিদায় হই।

ওস্মান উত্থিত হইয়া এবং বিমাতার চরণে যথারীতি সম্মান বর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বৃক্ষবাটিকার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কালসর্প।

উদ্বেগ-বিষ-জর্জ্জরিত ম্রিয়মাণ ওস্মান ধীরে ধীরে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলেন। কোথায় আয়েষা? বাপীতটে সোপানাবলীর উপর তাঁহার প্রিয় বিশ্রাম-স্থান। কিন্তু সেখানে তো আয়েষা নাই। লতা-কুঞ্জে শিলাসনে আয়েষা অনেক সময় একাকিনী বসিয়া থাকেন; কিন্তু কৈ,সেখানেও তো সে রূপের লতিকা এখন নাই। চম্পকবৃক্ষ-মূলে পাষাণ-আসনে উপবেশন করিয়া আয়েষা অনেক সময় বিশ্রাম করেন; কিন্তু কৈ, সেখানেও তো সে চম্পকবর্ণা নবীনা শোভা ছড়াইতেছেন না। বিশাল বকুল-পাদপ সমীপে অনেক সময় আয়েষা একাকিনী অবস্থান করেন; কিন্তু কৈ, সেখানেও তো সে সজীব অতুল ফুল ফুটে নাই। গোলাপ-কাননে কখন কখন আয়েষা গমন করিয়া পুষ্পচয়ন করেন; কৈ, সেখানেও তো সেই সকল কুসুমের শোভা-হারিণী সুন্দরী এখন নাই। তবে কোথায় আয়েষা?

কোন দিকেই কোন লোক নাই। চিন্তিত-চিত্তে ওস্মান উত্তরপার্শ্বে [illegible] অগ্রসর হইলেন। একজন বাঁদী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং অতীব [illegible] নিবেদন করিল, "নবাব-[illegible]।"

[illegible] অতি সাবধানে ভূ-পৃষ্ঠে পদ-স্থাপন করিতে করিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়াই তিনি মুখ ফিরাইয়া দুই পা পশ্চাতে সরিয়া আসিলেন। আয়েষা একাকিনী--শিথিল-বসনা—নিদ্রিতা। এরূপ অবস্থায় সে কক্ষে প্রবেশ করা অবৈধ বোধে ওস্মান ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু কি শোভা! সেই মর্ম্মর-প্রস্তর-সমাচ্ছন্ন সুবিস্তৃত কক্ষে একটি মকমলের উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া ভূ-শয্যায় আয়েষা নিদ্রিত রহিয়াছেন। বিশ্বের সকল শোভা, সৃষ্টির যাবতীয় রমণীয়তা, বিধাতার অপরূপ নির্ম্মাণ-কৌশল সকলই যেন নিদ্রিতা সুন্দরীর দেহে মিলিত হইয়া রহিয়াছে। সুন্দরী একটু ম্লান—কথঞ্চিৎ বিশুষ্ক। তাহাতে কি আয়েষার সৌন্দর্য্যের কিছু লাঘব হইয়াছে?—না। দিবাকরের প্রখর আলোকের অপেক্ষা সুধাংশুর ম্লান সুস্নিগ্ধ রশ্মি যেমন অধিকতর রমণীয়, নাতিস্বচ্ছ আচ্ছাদনের অন্তরালে অবস্থিত সমুজ্জ্বল প্রদীপ আলোক যেমন অতিশয় নয়ন-বিনোদন, আয়েষার রূপরাশিও সেইরূপ একটু শুষ্কতার আবরণে অধিকতর শোভা বিকাশ করিতেছে। সুষুপ্তা সুন্দরীর কি মোহিনী ভঙ্গিমা!

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতেই ওস্মান বিগলিত-বেশা শোভাময়ীকে দর্শনমাত্র প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আর একবারমাত্র হৃদয়-রাজ্ঞীর মাধুর্য্যরাশি না দেখিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিতে তাঁহার সাধ্য হইল না। তিনি দ্বারের বাহিরে থাকিয়াই আয়েষার নিদ্রাচ্ছন্ন ভুবন-মোহন কলেবর দর্শন করিবার নিমিত্ত নয়ন-সঞ্চালন করিলেন।

ও কি? আয়েষার বুকের উপর ও কি? নবীনার ঘন-কৃষ্ণ-কেশ-রচিত বেণীর ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র ও কি পদার্থ আয়েষার দেহের এক দিক্ হইতে অপর দিক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে? ওস্মান সেই পদার্থের এক দিক্ মাত্র দেখিতে পাইলেন। সে দিকের কিয়দংশ শ্বেত-পাষাণের উপর নিপতিত; পদার্থ ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া ক্রমে সুন্দরীর বক্ষোদেশের উপর দিয়া দেহের অপর দিকে গিয়াছে। অপর দিক্ ওস্মানের চক্ষুতে পড়িল না। পদার্থ সূক্ষ্মাগ্র হইলেও ক্রমশঃ স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ কি সামগ্রী? রজ্জু—কেশ-রজ্জু কি? এমন ভাবে আয়েষার বক্ষের রজ্জু কেন বিন্যস্ত রহিয়াছে? ওস্মান বড়ই চিন্তাকু[illegible] লেন। শোভা ও সৌন্দর্য্য-দর্শনস্পৃহা তিরোহিত গেল। আশঙ্কায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; দূরে চলিয়া আসিলেন। বাঁদী অদূরে দাঁড়াইয়া [illegible] ওস্মান তাহাকে নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলেন।

বাঁদী নিকটে আসিলে ওস্মান কহিলেন, "নবাব[illegible] নিদ্রিতা; আমি ঘরের মধ্যে যাইতে পারিলাম না। সাবধানে ঘরের মধ্যে যাও, কোন শব্দ না হয়। [illegible] আইস, নবাবকন্যার বুকের উপর কি আছে। আসিবে, আমি বড় চিন্তিত রহিয়াছি।"

বাঁদী নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ [illegible] এবং তৎক্ষণাৎ সভয়ে প্রত্যাগত হইয়া বলিল, "জ[illegible]হা[illegible] কি হইবে? নবাবকন্যা একটু নড়িলেই সর্ব্বনাশ ঘটি[illegible] তাঁহার বুকের উপর প্রকাণ্ড কালসর্প!"

ওস্মান ক্ষণেক বিচলিত হইয়া উঠিলেন; তা[illegible] পর পশ্চিমদিকে মুখ ফিরাইয়া করযোড়ে ভগবা[illegible] করুণা ভিক্ষা করিলেন; তাহার পর চরণের পা[illegible] খুলিয়া বাঁদীকে বলিলেন, "তুমি স্থির থাক; [illegible] শব্দ করিও না।"

নিঃশব্দে ওস্মান গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দে[illegible] লেন, সাক্ষাৎ যমোপম সর্প আয়েষার পৃষ্ঠ, বামপা[illegible] বক্ষোদেশ অধিকার করিয়া বিশ্রাম করিতেছে। আয়ে[illegible] বাম-পা একটু বিচলিত হইলে, তিনি একবার পার্শ্ব-প[illegible] বর্ত্তনের চেষ্টা করিলে, তখনই সেই কৃতান্ত ফণা বি[illegible] করিয়া আয়েষার সুকোমল কলেবরে দংশন করিবে। ভয়ানক!

এখনও ওস্মান স্থিরবুদ্ধি। তিনি স্থির করিলে[illegible] সর্পদংশনে আয়েষার জীবনের শেষ হইবে। কি[illegible] জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ভুবনে[illegible] সাররত্ন মহাপ্রস্থান করিবে। বিধাতার এই অতু[illegible] নীয় বস্তুর এইরূপে জীবনাবসান হইবে। ওস্ম[illegible] তাহা নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিবে? অসম্ভব—অসম্ভ[illegible] যদি এই অস্বাভাবিক উপায়ে জীব-লীলার পরিসমা[illegible] বিধাতার বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে অগ্রে ওস্মানে[illegible] কঠোর প্রাণ প্রস্থান করুক; তাহার পর যাহা হয় হইবে।

অতি সতর্কতার সহিত ওস্মান সেই কালো[illegible] ভুজঙ্গমের পুচ্ছদেশে হস্ত প্রদান করিলেন এবং চক্ষু[illegible] নিমিষে হস্তোত্তোলন করিয়া পিছাইয়া আসিলেন। [illegible] ক্ষণাৎ সেই কালসর্প যেন বৈদ্যুতিক শক্তি-বলে

হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফণা বিস্তার করিয়া আবর্ত্তিত হইল। ওস্‌মান আর একটু দাঁড়াইলেন। সর্প ফণা তুলিয়া ওস্‌মানকে দংশন করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ হইতে ভয়ানক শব্দ এবং সূচিকার ন্যায় সূক্ষ্ম যুগল জিহ্বা বার বার নিঃসারিত হইতে লাগিল। ওস্‌মান দেখিলেন, সর্প আয়েষার নিকট হইতে কিছু দূরে সরিয়া আসিয়াছে। তখন তিনি সুশিক্ষিত অহিতুণ্ডিকের ন্যায় কৌশল সহকারে দংশন-সম্ভাবনা-বিরহিত দূর-স্থানে থাকিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে সাপকে আরও দূরে সরাইয়া আনিলেন। তাহার পর সমুচিত সুযোগ বুঝিয়া অত্যদ্ভুত নিপুণতার সহিত সহসা সর্পের মুণ্ড আপনার দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন। এই কথাগুলি বলিতে যত সময় গেল, কার্য্যে তাহার দশ ভাগের এক ভাগ সময়ও লাগিল না। সর্প আপন শরীর দ্বারা ওস্‌মানের দক্ষিণ-বাহু সবলে বেষ্টন করিতে লাগিল। অঙ্গুলি-সন্নিহিত স্থান হইতে বাহুমূল পর্য্যন্ত সমস্ত হস্ত বহু বেষ্টনে সর্পদেহাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

ওস্‌মান সেই অবস্থায় জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন এবং সর্প-বেষ্টিত দক্ষিণ বাহুর সঙ্গে সঙ্গে বামবাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "খোদা, তোমার মহিমা কে জানে! তুমি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা আয়েষার ন্যায় ভুবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের উপায় করিয়া দিলে, ইহা তোমার অপার করুণা।"

সর্পের পেষণে ওস্‌মানের বাহুতে যন্ত্রণা হইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বাহিরে আসিলেন।

দ্বার-সমীপে সেই বাঁদী দাঁড়াইয়া এই সকল ভয়ানক কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছিল। সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "জাঁহাপনা! ধন্য আপনি! কিন্তু এখন উপায়? সাপ কিরূপে হাত হইতে ছাড়াইতে হইবে?"

ওস্‌মান কহিলেন, "ছাড়াইবার উপায় নাই। এখন ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে না পারিলে ছাড়ান হইবে না।"

বাঁদী বলিল, "কাহাকে ডাকিব? আপনি কেমন করিয়া ছাড়াইবেন? আপনার ডাহিন হাত তো বদ্ধ।"

ওস্‌মান কহিলেন, "তা হউক, বোধ হয়, আমি বাম-হস্তেই ছুরি দিয়া সাপ কাটিয়া ফেলিতে পারিব। কাহাকে ডাকিতে হইবে না, আর এখানে কেই বা আসিবে? বেগমরা এ কাণ্ড দেখিলে অস্থির হইয়া পড়িবেন। তুমি আমাকে সাবধানে একখানি ছুরি আনিয়া দিতে পার? কেহই যেন জানিতে না পারে। খুব হুঁসিয়ার! শীঘ্র যাও।"

বাঁদী "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। সর্পের পেষণ বড়ই যন্ত্রণা-দায়ক হইয়া উঠিতে লাগিল।

ছুরি লইয়া বাঁদী ফিরিয়া আসিল। ওস্‌মান বলিলেন, "এ কাণ্ড তোমার দেখিয়া কাজ নাই। তুমি ঘরের মধ্যে নবাবকন্যার নিকটে যাও। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিলেও যেন তিনি এ সকল কথা জানিতে না পারেন।"

বাঁদী বলিল, "যে আজ্ঞা। কিন্তু আমি আর একটু জাঁহাপনার নিকট থাকিলে হইত না? আমার দ্বারা কোন কাজের দরকার হইবে না কি?"

ওস্‌মান কহিলেন, "বোধ হয়, আর কোন দরকার হইবে না। যদি কোন প্রয়োজন হয়, আমি তোমাকে ডাকিব। তুমি নবাব-কন্যার নিকট যাও। তাঁহার যেন শীঘ্র ঘুম না ভাঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গিলেও তিনি যেন এ সকল ব্যাপারের কোন সংবাদ জানিতে না পান।"

বাঁদী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু নবাব সাহেব কি প্রকারে বাহুকে নাগ-পাশ-মুক্ত করেন, তাহা দেখিবার কৌতূহল নিরস্ত করিতে পারিল না। সে দ্বারের ভিতর দিয়া সাবধানে ওস্‌মানের কার্য্য দর্শন করিতে লাগিল।

সবিশেষ দক্ষতার সহিত বাম-হস্তে ছুরিকা ধারণ করিয়া ওস্‌মান সর্পদেহ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে অতি ভয়ানক লোম-হর্ষণ ব্যাপার। তাহার বিস্তারিত বিবরণে প্রয়োজন নাই। সর্প-শরীর বহুস্থানে বিচ্ছিন্ন হইল; কিন্তু কোন খণ্ডই দেহের সহিত নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র হইল না। পাছে জামার আস্তিন ভেদ করিয়া ছুরিকার তীক্ষ্ণাগ্র তাঁহার দেহে সংলগ্ন হয়, এই ভয়ে ওস্‌মান কোনও কর্ত্তন-স্থান সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেন না। সর্পের রুধিরে তাঁহার পরিচ্ছদের কোন কোন স্থান রঞ্জিত হইল। খণ্ড খণ্ড সর্পদেহ পরস্পর সংলগ্ন থাকিয়া মালার ন্যায় ঝুলিতে লাগিল। তখনও সেই সকল খণ্ডের কোন কোনটা ভয়ানক ভাবে নড়িতে লাগিল। ওস্‌মান দাঁড়াইয়া ছিলেন। সর্প-দেহ দুলিতে দুলিতে ক্রমে ভূমি স্পর্শ করিল। সকল অংশ কাটা হইল, কেবল মুখের নিকট কিয়দংশ বাকী রহিল। ওস্‌মান হাতের ছুরি নিঃশব্দে ভূতলে রক্ষা করিয়া বাম হস্ত দ্বারা সর্পের দোদুল্যমান ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ ধারণ করিলেন; তাহার পর বহু-দূরস্থিত একটা স্থান লক্ষ্য করিয়া বিপুল শক্তি সহকারে উভয় হস্তস্থিত সর্প তথায় নিক্ষেপ করিলেন।

সেই স্থানে নিপতিত দেহ-সংলগ্ন সর্প-মুণ্ড ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল এবং বার বার বদন-ব্যাদান করিতে থাকিল। অহিরাজের এই দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা আপাততঃ অনাবশ্যক বুঝিয়া ওস্‌মান উত্তমরূপে হস্তাদি প্রক্ষালন করিবার বাসনায় সরোবরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

তিরস্কার।

নবাবকন্যা আয়েষার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাঁদী তাঁহার সম্মুখে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে অঙ্গের বসনাদি যথাবিন্যস্ত করিয়া দিতে লাগিল। সমস্ত স্থির হইলে গোলাপসিক্ত আঙ্গোছা লইয়া আসিল। আয়েষা তাহাতে মুখ মুছিলেন; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মতিয়া, তুমি এখানে কতক্ষণ আছ?"

"মতিয়া বলিল, "যতক্ষণ হুজুর এখানে আছেন, আমি ততক্ষণই এখানে আছি।"

আয়েষা বলিতে লাগিলেন, "আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কে যেন আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল। তাহার দেহ কি শীতল! তুমি কি আমার গায়ে হাত দিয়াছিলে মতিয়া?"

"আজ্ঞা না।"

"এ ঘরে আর কেহ আসিয়াছিলেন কি?"

"আজ্ঞা হাঁ!"

"কে আসিয়াছিলেন?"

"নবাব সাহেব।"

আয়েষা কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন;— বলিলেন, "কি, নবাব সাহেব আসিয়াছিলেন? আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার দেহ ভাল করিয়া আচ্ছন্ন ছিল না, এ অবস্থায় কেন তিনি এখানে আসিলেন? কোথায় তিনি?"

মতিয়া সভয়ে বলিল, "সকল কথা বলিতে আমাকে নিষেধ আছে। জাঁহাপনা বোধ হয় এখনও বারান্দায় থাকিতে পারেন।"

আয়েষা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সেই ঈষৎ বা গ্রীবা ক্রোধ হেতু বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। চক্ষুদ্বয় আশু নিদ্রাভঙ্গ এবং ক্রোধজন্য একটু দেখাইতে লাগিল। ঈষৎ দীর্ঘ দেহ যেন একটু বোধ হইতে থাকিল। রাজরাজমোহিনীর কি শ্রী হইল! তিনি বলিলেন, "সকল কথা বলিতে আছে! তবে কি তিনি ইতর ব্যক্তির ন্যায় ঘৃণিত প্রায়ে নিদ্রাকলে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি তবে তিনিই কি আমার অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে করিয়া ধরিয়াছিলেন? আইস তুমি, চল,— তিনি?"

কুপিতা অভিমানিনী আয়েষা চঞ্চল-চরণে আসিলেন। মতিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। বা ওস্‌মান নাই। আয়েষা বলিলেন, "এখানে নবাব নাই। মতিয়া, দেখ তুমি, কোথায় তিনি।"

মতিয়া একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইল, হস্তাদি প্রক্ষালন করিয়া সরোবরের চত্বরে উ করিয়াছেন। সে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "জাঁহাপনা বরতীরে।"

আয়েষা সেই দিকে চলিলেন। হয় তো একটা ব্যাপার ঘটিবে, এ সময়ে তাহার উপস্থিত থাকা অ বোধে মতিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

ওস্‌মান দূর হইতেই আয়েষার অলঙ্কার-শিঞ্জিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নবাব-নন্দিনী আর নিকটে আসিলে, প্রথমে কি বলিয়া তাঁহাকে করিবেন, মনে মনে স্থির করিতে লাগি কিন্তু তাঁহার কোন কথাই বলিতে না। আয়েষা আর একটু নিকটস্থ ক্রোধ-বিকম্পিত ও উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন, সাহেব, তোমার এই কার্য্য? আমি নিদ্রিতা, শিথিল একাকিনী। তুমি এ অবস্থায় কেন আমার কক্ষে করিয়াছ? আমি তোমাকে চিরদিন মহচ্চেতা, কার্য্যে অশক্ত, মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করি। তুমি আজি আমার বিনানুমতিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া তার পরিচয় প্রদান করিলে?"

ওস্‌মান অধোমুখে ধীর-স্বরে বলিলেন, "অ নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া তোমার কক্ষে প্রবেশ ব হইয়াছিল। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনই সেখানে যাই

আয়েষা পূর্ব্ববৎ ক্রোধের সহিত বলিলেন, "ে এ ব্যবহার উত্তম। কোনরূপ দায়ে পড়িয়াও অ

নিদ্রিতা নারীর কক্ষে একাকী প্রবেশ করিতে তোমার অধিকার নাই। কেবল প্রবেশ করিয়াই তুমি ক্ষান্ত হও নাই ; তুমি আমার অঙ্গস্পর্শ করিয়াছ। ধিক্ তোমাকে!"

ওস্‌মান বলিলেন, "আয়েষা, তুমি আমাকে অকারণ অসঙ্গত তিরস্কার করিতেছ। তুমি যে সকল গর্হিত আচরণের কথা বলিতেছ, তাহা সম্পাদন করিতে ওস্‌মান চিরদিনই অশক্ত।"

আয়েষা বলিলেন, "এখনও মিথ্যাকথা কহিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না? এখন তুমি স্বয়ং নবাব —পুরীর মধ্যে তোমার ক্ষমতা অসীম। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি পুরমহিলাগণের উপর এরূপ অত্যাচার করিবে, ইহাই যদি স্থির করিয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে, নবাব সাহেব, তোমার পাপে এই রাজ্য-সম্পদ্ সকলই রসাতলে যাইবে।"

ওস্‌মান অধোমুখে বলিলেন, "আয়েষা, তুমি আমাকে অকারণ তীব্র তিরস্কার করিয়া নিদারুণ মর্ম্ম-ব্যথা দিতেছ। আমি তোমাকে নিদ্রিত ও অসাবধান দেখিয়া তোমার কক্ষে প্রবেশ করিতে ক্ষান্ত ছিলাম। তোমার বাঁদী দ্বারে ছিল। সে সমস্ত কথা জানে। কিন্তু পরে নিতান্ত দায়-গ্রস্ত ও নিরুপায় হইয়াই আমাকে তোমার কক্ষে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। তখন তোমার অঙ্গস্পর্শ করা দূরে থাকুক, তোমার প্রতি চাহিয়া দেখিতেও আমার সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। তোমার তিরস্কারে আমার অন্তর দগ্ধ হউক, অথবা তোমার অবিশ্বাসে আমার জীবন যন্ত্রণার আলয়ই হউক, যে দায়ে পড়িয়া আমাকে তোমার কক্ষে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, তাহা আমি কখন ব্যক্ত করিব না ; তোমার বাঁদীকে তাহা বলিতে বার বার নিষেধ করিয়াছি। আয়েষা, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়া এবং নীচকার্য্যে সক্ষম মনে করিয়া যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ দিয়াছ। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু তোমার এই অবিশ্বাসে ও দুর্ব্বাক্যে আমার মর্ম্ম-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে ; কবরের মৃত্তিকায় না মিশিলে এ হৃদয়-জ্বালা বোধ হয় আর কখনও শীতল হইবে না।"

ওস্‌মান দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

আয়েষা বলিলেন, "ওস্‌মান, আমার বাক্যে তুমি অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেছ, তাহা আমি বুঝিতেছি। কিন্তু আমার হৃদয়ে তোমার অদ্যকার এই ব্যবহারে বড়ই ক্লেশের উদয় হইয়াছে। এ রহস্য ব্যক্ত না করিলে তোমাকে চিরদিন কষ্ট পাইতে হইবে এবং তোমার ন্যায় নির্ম্মলচরিত্র পুরুষকে অবিশ্বাসী জ্ঞান করিতে হইল বলিয়া আমারও যাবজ্জীবন অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইবে। ওস্‌মান, কেন তুমি আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলে, এ কথা এখনই তোমার ব্যক্ত করা আবশ্যক।"

ওস্‌মান অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন ; তাহার পর বলিলেন, "যাহা জীবনে ব্যক্ত করিব না মনে ছিল, তোমার উৎপীড়নে অনিচ্ছায় তাহা ব্যক্ত করিতেই হইতেছে। তবে আইস আয়েষা, আমার সঙ্গে আইস।"

ওস্‌মান অগ্রসর হইলেন, আয়েষা তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। যেখানে সেই খণ্ডীকৃত সর্প নিপতিত ছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া ওস্‌মান বলিলেন, "দেখিতেছ আয়েষা, ইহা কি?"

আয়েষা শিহরিয়া উঠিলেন ;—বলিলেন, "এ যে ভয়ানক কালসর্প! কে ইহাকে ধরিয়া এরূপে কাটিল? এখনও মাথাটা নড়িতেছে যে! ওঃ, কি ভয়ানক!"

ওস্‌মান বলিলেন, "আমি তোমার মাতার মুখে তোমার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তোমাকে দেখিবার জন্য আর কোন কোন বিষয়ে তোমার সহিত পরামর্শ করিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছিলাম। কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় তোমাকে একাকিনী ও নিদ্রিতা দেখিয়াই আমি দ্বার হইতে ফিরিয়া আসি। তোমার দেহের উপর এই সর্প শয়ন করিয়া ছিল। আমি ভাল করিয়া দেখি নাই, এ জন্য ইহা সর্প কি অন্য পদার্থ, স্থির করিতে না পারায় তোমার বাঁদীকে ভাল করিয়া দেখিতে বলি। যখন তাহার মুখে কালসর্পের কথা শুনি, তখন আমি হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়ি। তুমি একটু অসাবধান হইলেই সর্পাঘাত ঘটিবে, এ চিন্তায় আমি তখন উন্মাদ-প্রায় হই। তখন আমি নিরুপায় হইয়া তোমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তাহার পর আমাকে এই সর্প ধারণ করিয়া তাহার এই দশা করিতে হইয়াছে। তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতে হইয়াছিল, ইহা অতি তুচ্ছ বিষয়, এ জন্য এ কথা কখন তোমাকে জানাইতে বাসনা ছিল না ; কিন্তু তোমার অবিশ্বাসরূপ তীক্ষ্ণ বিষের জ্বালায় সকল কথা বলিতে হইল। আয়েষা, যে তোমাকে ভালবাসে, সে কখনই ইতর হইতে পারে না।"

তখন আয়েষা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাতর-স্বরে বলিলেন, "ধন্য ভগবান্! তোমার করুণার সীমা নাই। তুমি যে আজি ভয়ানক বিপদ্ হইতে

ওস্‌মানের মহামূল্য জীবন রক্ষা করিয়াছ,ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।" তাহার পর সজল-নয়নে ওস্‌মানের নিকট আসিয়া, তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "ওস্‌মান, ভাই, তুমি এই সামান্যা নারীর জন্য আপনার এই কর্ম্মময় জীবনকে বিপন্ন করিয়াছিলে; বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছ। এখন বুঝিতেছি, এই সর্পই আমার দেহ বেষ্টন করিয়াছিল; আমি নিদ্রার আবেশে মনে করিয়াছি, কেহ হয় তো আমার দেহ স্পর্শ করিয়াছে। ওস্‌মান, আমার প্রতি চিরদিনই তোমার দয়ার সীমা নাই। আমি না বুঝিয়া তোমাকে অনেক দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি। ভাই, দয়া করিয়া আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে কি?"

আয়েষা সাশ্রুনয়নে ওস্‌মানের চরণে পড়িলেন। অতি যত্নে ওস্‌মান সেই সুন্দরীকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন; তাহার পর বলিলেন, "তোমাকে ক্ষমা! তোমার দুর্ব্বাক্য যাহার কর্ণে মধুবর্ষণ করে, সে তোমার তিরস্কার শুনিয়াও রাগ করিতে অশক্ত; সুতরাং ক্ষমার কথা তুমি কেন বলিতেছ? কিন্তু আয়েষা, তুমি যে আমাকে ভ্রমেও অবিশ্বাসী, চরিত্র-হীন, নীচ-স্বভাব বলিয়া মনে করিয়াছ, আজি আমি মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিব।"

আয়েষা নীরবে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ওস্‌মান বলিতে লাগিলেন, "তুমি একদিন—মনে পড়ে আয়েষা, বঙ্গদেশে, আমাদের স্কন্ধাবারে, কারাগারের মধ্যে জগৎসিংহের প্রতি তোমার হৃদয়-নিহিত প্রবল প্রেমের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলে। আমি নীরবে তোমার সেই শেলোপম বাক্য বুক পাতিয়া সহিয়াছিলাম; আজিও নীরবে সেই জ্বালা সহিয়া আসিতেছি। আয়েষা, আজি আমি মুক্তকণ্ঠে তোমার দুর্ব্বাক্য সমূহের প্রতিবাদচ্ছলে আমার প্রেমের কথা ঘোষণা করিব। সমস্ত কথা শুনিয়া, হয় তুমি আমাকে নিদারুণ ঘৃণার নয়নে দর্শন কর, না হয় আমাকে ভাগ্যবান মানবগণের অগ্রগণ্য কর। তোমার হস্তে আমার জীবন ও মরণ, সুখ ও দুঃখ ন্যস্ত রহিয়াছে।"

আয়েষা নীরব—অধোমুখ। ওস্‌মান বলিতে লাগিলেন, "শুন আয়েষা, আমি যদি অত্যাচারী, অবিশ্বাসী, কলুষিতস্বভাব হইতাম, তাহা হইলে তোমার এ তিরস্কার আমাকে কখনই শুনিতে হইত না। আমি ছলে হউক, বলে হউক, তোমাকে কোন্ দিন আমার ভোগের সামগ্রী করিয়া লইতাম। পিতা তোমার সহিত আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, তোমার মাতা তোমার সহিত অদ্যাপি আমার বিবাহ না হওয়ায় দুঃখিতা; সুতরাং তোমাকে বল-পূর্ব্বক আমি গ্রহণ করিলে কোন ব্যক্তিই আমার নিন্দা করিত না। কিন্তু আমি সে পথে একদিনও চলিবার ইচ্ছা করি নাই কেন? আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। এত ভালবাসি যে, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তোমার চিত্তের অপ্রসন্ন ভাব থাকিতে তোমাকে মহিষী করিতেও আমার সাধ্য নাই।"

আয়েষা অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, "তুমি চিরদিনই আমার প্রতি একান্ত কৃপাবান্।"

ওস্‌মান বলিলেন, "আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই। এক্ষণে তোমার কোন উত্তর শুনিবার আমার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার কথা শুনিয়া যাও। আমি এখন নবাব; এই পুরমধ্যে আমার আজ্ঞা অখণ্ডনীয়; আমার বাক্য প্রতিবাদসম্ভাবনা-বিরহিত। যদি তোমার দেহমাত্রে আমার প্রয়োজন হইত, যদি তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পাইলেই আমি চরিতার্থ হইতাম, তাহা হইলে, আয়েষা, সে জন্য আমাকে ঘৃণিত চোরের ন্যায় সুযোগ ও অবসর খুঁজিয়া তোমার দেহ স্পর্শ করিতে হইবে কেন? আমি ইচ্ছা করিবামাত্র বল পূর্ব্বক সর্ব্বজনের জ্ঞাতসারে তোমার দেহ লইয়া ইচ্ছামত ক্রীড়া করিতে পারিতাম। আমি ভ্রমেও সেরূপ কল্পনা করি নাই কেন? আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। ভালবাসায় অত্যাচার সম্ভবে কি? তোমার হৃদয়-হীন দেহে, প্রণয়-হীন সঙ্গ-সুখে, আসক্তি-হীন সাহচর্য্যে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আমার ভালবাসা গভীর—প্রগাঢ়—অনন্ত।"

আয়েষা বলিলেন, "তুমি দেব-স্বভাব, এ কথা অন্যে যত জানুক বা না জানুক, আমি তাহা বিশেষরূপে জানি। আমি তাহা জানি বলিয়াই আজি তাহার ব্যভিচার অনুভব করিয়া মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলাম।"

ওস্‌মান বলিতে লাগিলেন, "কথার এখনও শেষ হয় নাই। আমার পিতার কত মহিষী, তাহার উপর আমার অসংখ্য উপপত্নী। নবাব-বাদশাহদিগের পক্ষে এরূপ সঙ্গিনীর প্রাচুর্য্য গৌরব ভিন্ন নিন্দার কথা নহে। আমার বিবাহ-যোগ্য বয়স অনেক দিন ছাড়াইয়া গিয়াছে। তথাপি আমি বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হই নাই কেন? কেবল তোমাকে লাভ করিবার আশায় ওস্‌মান এ বয়সেও কুমার। যদি তোমাকে না পাই, বুঝিব, চির-কৌমার্য্য আমার অদৃষ্টের বিধি-নিয়োজিত ব্যবস্থা। জগতে রূপসী ও গুণবতী নারীর অভাব নাই; কিন্তু আয়েষা, আর কোন মহিলাকে মহিষী করিবার কল্পনা করা দূরে থাকুক, কাহা-

কাহারও প্রতি নেত্রপাত করিতেও আমার বাসনা হয় না। তোমার রূপে আমার নয়ন ঝলসিয়া গিয়াছে,তোমার গুণে আমি মাতোয়ারা হইয়া আছি, তোমার প্রতি ভালবাসায় আমি পাগল হইয়া পড়িয়াছি!"

আয়েষার নয়ন হইতে মুক্তাফল সদৃশ অশ্রু ঝরিয়া ধরণী সিক্ত করিতে লাগিল। ওস্‌মান বলিতে লাগিলেন, "আরও শুন। আমার জ্যেষ্ঠ বিলাস-সাগরে ভাসমান। রূপসী রমণীগণ-মধ্যে তারকা-বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় তিনি বসিয়া আছেন। সুরা তাঁহার অদম্য ভোগ-লালসানলে ঘৃত সংযোগ করিতেছে। তাহাতে বিষয়-ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রকাশিত হইলেও তাঁহার অন্য কলঙ্ক নাই। তোমার নিষ্ফল প্রেমপিপাসায় জীবনকে অসার মরুভূমিতে পরিণত না করিয়া, আমার অনেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু আমাকে জ্যেষ্ঠের পদাঙ্কানুসরণ করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। কি ঘৃণিত মন্ত্রণা! যে তোমাকে দেখিয়াছে, তোমার ঐ মাধুর্য্যময়ী রূপরাশি যাহার হৃদয়ে অঙ্কপাত করিয়াছে, যে তোমাকে বিধাতার শুভ-সময়-জাত অসাধারণ সৃষ্টি বলিয়া বুঝিয়াছে, তোমার পুণ্যময়, সর্ব্বগুণের আধার-স্বরূপ মূর্ত্তি যাহার অন্তরে অনপনেয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে কি কখন পাপে প্রমত্ত হইতে পারে? নীচসংসর্গে, ঘৃণিত ভোগে নিমজ্জিত হইয়া সে কি কখন তোমাকে ভুলিবার কল্পনা করিতে পারে?"

আয়েষা নীরব—অধোমুখ। তাঁহার লোচন-নিঃসৃত বারি তখনও ভূ-পৃষ্ঠ আর্দ্র করিতেছে। ওস্‌মান তখন জানু পাতিয়া আয়েষার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। এক দিকে সেই জীবন-বিহীন উৎকট-দর্শন সর্পের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কলেবর, অন্য দিকে নারী-কুলের রাজ্ঞী, সুন্দরীগণের শিরোমণি আয়েষা দণ্ডায়মানা। মধ্যস্থলে পরম শোভাময়, বিশালবক্ষ, বীর-শ্রেষ্ঠ ওস্‌মান অবনত-দেহে অবস্থিত। সেই অবস্থায় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ওস্‌মান কহিলেন, "আয়েষা, প্রাণেশ্বরি, হৃদয়দেবি, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব, বল—বল—কৃপা করিয়া বল, আমার এই কর্ম্মময়, উৎসাহময় জীবনকে দগ্ধ করা কি তোমার উচিত? আমাকে চিরদিনের নিমিত্ত এইরূপ মর্ম্মপীড়ায় প্রপীড়িত করা কি তোমার ধর্ম্ম? সুন্দরি, এ সংসারে প্রেমের কি পুরস্কার নাই? ভালবাসার কি প্রতিদান নাই? জীবনের সর্ব্বস্বদানেরও কি কোন মূল্য নাই?"

তখন আয়েষা অতি সমাদরে ওস্‌মানের হস্ত ধারণ করিলেন;—বলিলেন,"ওস্‌মান, তোমার ভালবাসা অতুলনীয়। এ সংসারে যে নারী তোমার ভালবাসা ভোগ করিয়াছে, সে ধন্যা হইয়াছে। যদি এ জগতে প্রেমের পুরস্কার থাকে, তাহা হইলে তাহা তোমারই প্রাপ্য। তুমি দেবতা, আমি অতি সামান্যা নারী। আমার প্রতি তোমার এ প্রেম নিতান্ত অপাত্র-ন্যস্ত।"

আয়েষা নীরব হইলেন। ওস্‌মান বলিলেন, "বল, বল, প্রাণেশ্বরি, তোমার কথায় আমার হৃদয়ে অমৃতের উৎস ছুটিতেছে। চুপ করিও না; যাহা বলিতেছ, তাহা শেষ কর।"

আয়েষা বলিতে লাগিলেন, "যদি আমার আত্মদান করিবার সাধ্য থাকিত, তাহা হইলে, ওস্‌মান, আমি তোমার চরণে বিক্রীতা হইয়া থাকিতাম। কিন্তু হায়! কেন আমি মরি নাই? কেন ওস্‌মান, তুমি এ অভাগিনীকে সর্পের মুখ হইতে রক্ষা করিলে?"

আর কথা আয়েষা বলিতে পারিলেন না। বস্ত্র দ্বারা নয়নজল মার্জ্জন করিতে করিতে তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ওস্‌মান সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন; তাহার পর দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনা আপনি বলিলেন, "সেই কথা। চিরদিনই সেই এক কঠোর বাক্য। আত্মহত্যা করিব না; রণক্ষেত্রে এ জ্বালার নিবৃত্তি করিব।"

অবনত-মস্তকে,কাতর-ভাবে, হতাশ ওস্‌মান সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাজলক্ষ্মী।

মহারাজ মানসিংহ বহুলোক-বেষ্টিত হইয়া পুণ্য-তীর্থ পুরীধামে পুরুষোত্তম দর্শনে আগমন করিয়াছেন। সমুদ্রোপকূলে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তাঁহার অবস্থানোপযোগী বহুসংখ্যক পট-মণ্ডপাদি সংস্থাপিত হইয়াছে। বস্ত্রাবাস সমূহ নানাবর্ণে সুরঞ্জিত এবং রমণীয়-দর্শন। মহারাজ ও তাঁহার পরিজনবর্গের অবস্থানের নিমিত্ত যে সকল বস্ত্রাবাস বিরচিত হইয়াছে, তৎসমস্তের শোভা অতুলনীয়। সেই সকল মণ্ডপ বহুমূল্য বনাতে আবৃত, তাহার উপরিভাগ বিচিত্র স্বর্ণ-কলস এবং কেতন-মালায় সুশোভিত।

•দাস-দাসী, শরীর-রক্ষক, অশ্বারোহী, হস্তিপ, গোলন্দাজ প্রভৃতি অনুচরগণের নিমিত্ত চারিদিকে বহুসংখ্যক বস্ত্র-গৃহ বিরচিত হইয়াছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও বলীবর্দ্দ প্রভৃতি অসংখ্য পশুর অবস্থানের নিমিত্ত যথাস্থানে যথাযোগ্য আবাস-স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। নানা স্থানে নানারূপ ভাণ্ডার ও পাকশালা স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ-পরিমিত ভূখণ্ড অধিকার করিয়া মহারাজার স্কন্ধাবার সংস্থাপিত হইয়াছে। বিন্যাস কৌশলে তাহা বস্ত্রাদি-নির্ম্মিত অট্টালিকা সম্পন্ন একটি সুসমৃদ্ধ নগরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে।

মহারাজার সহিত তিন জন রাণী আসিয়াছিলেন। তাহারই একজন যোধপুর-সম্ভূতা উর্ম্মিলা। উর্ম্মিলা মহারাজ মানসিংহের প্রধানা মহিষী না হইলেও প্রধানা প্রণয়-ভাগিনী ছিলেন। মহারাজ মানসিংহের বহুসংখ্য মহিষী। মহারাজকে বাদশাহের কার্য্যে নানা সময়ে নানা স্থানে গমন ও ভ্রমণ করিতে হইত। মহিষী-মণ্ডলীকে সর্ব্বত্র সঙ্গে লইয়া গমন করা সম্ভবপর হইত না; হইলেও মহারাজ সকলকে সঙ্গে লইতেন না। কিন্তু উর্ম্মিলা তাঁহার নিত্য-সঙ্গিনী। রণক্ষেত্র ও ক্ষণিক স্থানান্তর-বাস ব্যতীত উর্ম্মিলা আর সর্ব্বত্র ছায়ার ন্যায় মহারাজার অবিচ্ছিন্না সহচরী ছিলেন। রাজ্ঞীগণের মধ্যে জগৎসিংহের জননী পদে, মর্য্যাদায় ও গৌরবে সর্ব্বপ্রধানা ছিলেন। কিন্তু তিনি মহারাজার সহিত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে ভালবাসিতেন না; মহারাজও তাঁহাকে প্রণয় অপেক্ষা সম্মান, আদর অপেক্ষা ভয় করিয়া চলিতেন; এ জন্য মহারাজ বঙ্গদেশের সুবেদার হইয়া আসিলে, জগৎসিংহের জননী তাঁহার সঙ্গে আইসেন নাই। পুরুষোত্তমে মহারাজার সহিত আর যে দুই মহিষী শুভাগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত এ উপন্যাসের কোন সম্বন্ধ নাই।

এক সপ্তাহকাল মহারাজ শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন স্থির হইয়াছে। দুই দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিন প্রাতে মহিষীগণের সহিত মহারাজ মানসিংহ দেব-মন্দিরে গমন করেন। তথায় স্নানাহ্নিক, পূজা, পাঠ প্রভৃতি সমাধা করিতে প্রায় দেড় প্রহর বেলা হইয়া যায়। তাহার পর সহস্র সহস্র মুদ্রা ছড়াইতে ছড়াইতে মহারাজ ও তাঁহার আচযাত্রিকগণ বস্ত্রাবাসে প্রত্যাগত হন। প্রতিদিনই মহারাজার নামে সঙ্কল্প করিয়া সমারোহে জগন্নাথ-দেবের পূজা হয়। প্রতিদিন নানা দিগ্‌দেশাগত দরিদ্র ব্যক্তি মহারাজার ব্যয়ে উদর পূরিয়া ভোজন করে।

পাঠানদিগের সহিত সন্ধি অনুসারে পুরীর অধিকার বাদশাহের হস্তগত হইয়াছে। উড়িষ্যার অন্যান্য ভা[illegible] পাঠানগণ নির্ব্বিবাদে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে[illegible] পাঠানদিগের দ্বারা উড়িষ্যা-বিজয়ের পূর্ব্বে দেব-বং[illegible] হিন্দু-রাজগণ এই প্রদেশের নরপতি ছিলেন। সেই [illegible] রামচন্দ্র দেব এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন। পু[illegible]ধিব[illegible] হস্তগত হইবামাত্র মহারাজ মানসিংহ উড়িষ্যার ভূত[illegible] ভূপাল-বংশীয় মহারাজ রামচন্দ্র দেবের হস্তে পুরীর শা[illegible] ও কর্ত্তৃত্ব-ভার প্রদান করিয়াছেন। সেই রাজা রাম[illegible] সম্প্রতি মহারাজার সুখ-সৌকর্য্য ও সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজ[illegible] সাধনে এতই মনোযোগী হইয়াছেন যে, মহারাজার কে[illegible] অসুবিধা ঘটিতেছে না এবং তিনি রাজা রামচন্দ্রের গু[illegible] মোহিত ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছেন।

নবাব সোলেমান বা নবাব ওস্মান তাঁহাদের আ[illegible] কারমধ্যে প্রবেশকালে দূরে থাকুক, মহারাজার পু[illegible] আগমনের পরও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন না[illegible] খাজা ইষা খাঁও আইসেন নাই। তাঁহার নিকট হই[illegible] পত্র লইয়া একজন নবাবকুটুম্ব আসিয়াছিলেন। যে প[illegible] আসিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—'উড়িষ্যার নবাবে[illegible] মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারায় দুঃখিত[illegible] মহারাজ যে কয় দিন পুরী-ধামে অবস্থান করিবেন, তাহ[illegible] মধ্যে কোন না কোন দিন নবাব ওস্মান খাঁ নি[illegible] প্রয়োজনে মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেও করি[illegible] পারেন। মহারাজার যদি কোন পদার্থের অভাব [illegible] প্রয়োজন হয়, জানিতে পারিলেই তাহার সঙ্কুলান করি[illegible] দিবেন।' পত্র পাঠ করিয়া মহারাজ সন্তুষ্ট হইলেন না[illegible] তাঁহার পত্র পাঠ করিয়াও ওস্মান সন্তুষ্ট হন নাই। পত্র ওস্মানের অভিপ্রায়ানুসারে লিখিত। আগত নবা[illegible] কুটুম্বের মুখে মহারাজ শ্রুত হইলেন যে, খাজা ইষা [illegible] কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। একে প্রাচীন বয়স, তাহাতে কঠিন পীড়া; সুতরাং তাঁহার জীবনের বিশেষ আ[illegible] নাই।

পাঠানদিগের পত্র ও ব্যবহার কিঞ্চিৎ অসন্তোষজন[illegible] হইলেও মহারাজ মানসিংহ পুরীধামে পরমানন্দে কা[illegible] পাত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের প্রবল প্রবাহে তাঁহা[illegible] হৃদয়ের অনেক আবিলতা ভাসিয়া গেল। প্রেম ও ভক্তি দয়া ও শান্তি, অনুরাগ ও আকর্ষণ তাঁহার চিত্তক্ষে[illegible] নির্ম্মল করিয়া দিল। পাঠানদিগের পত্রের কথা অর[illegible] করিয়া মহারাজ সম্প্রতি বিশেষ বিচলিত হইলেন না।

পুরী অবস্থানের তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার পূর্ব্বে জগন্নাথ দেবের আরতি দর্শন করিয়া মহারাজ শিবিরে প্রত্যাগ[illegible]

হইলেন এবং ধীরে ধীরে উর্ম্মিলা দেবীর বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন। বৃহৎ মণ্ডপ, কারু-কার্য্য খচিত চন্দন-কাষ্ঠের আবরণে পরিবেষ্টিত। মণ্ডপের ঊর্দ্ধভাগ স্বর্ণ-সূত্র-সমন্বিত বিচিত্র সূক্ষ্ম চিত্রাদি-যুক্ত বস্ত্রে আবৃত; তন্নদেশ কাষ্ঠাচ্ছাদিত; তাহার উপর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অতি মনোহর গালিচা বিস্তৃত। এই অপূর্ব্ব বস্ত্র-গৃহের মধ্যে রজত-পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিরচিত। যথোপযুক্ত স্থান সমূহে নানাপ্রকার আসন ও শোভন সামগ্রী বিন্যস্ত। গৃহের নানা স্থানে অত্যুত্তম স্ফাটিক সামাদানে বাতি জ্বলিতেছে। বিবিধ সুগন্ধে সমস্ত ঘর আমোদিত। মণ্ডপ জন-শূন্য।

মহারাজ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যজনকারিণী ব্যজনী হইয়া আসিল এবং আর এক কিঙ্করী বারিপূর্ণ হৈম-ঘট লইয়া উপস্থিত হইল; স্বতন্ত্র এক দাসী তাম্বুল লইয়া আগমন করিল।

মহারাজ ক্লান্তভাবে শয্যায় পড়িয়া গেলেন;—জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাণী কোথায়?"

একজন দাসী উত্তর দিল, "সূপকারিণীর নিকট মহারাজার ভোজনের ব্যবস্থা করিতেছেন; এখনই আসিবেন।"

মহারাজ বলিলেন, "জল বা পানের এখন প্রয়োজন নাই। তোমরা যাইতে পার। একটু জোরে পাখা কর।"

তাম্বূল ও জলবাহিকা প্রস্থান করিল। ব্যজনকারিণী জোরে হওয়া করিতে লাগিল।

মহারাণী উর্ম্মিলা সেই মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। ইনি প্রৌঢ়-বয়স্কা; কিন্তু দেখিলে তাঁহার বয়স ত্রিশ অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া কোন মতেই মনে হয় না। মহারাণী একটু খর্ব্বকায়া, কিন্তু বোধ হয়, দৈর্ঘ্য আর বেশী হইলে তাঁহার শোভার হানি হইত। দেহ স্থূল নহে, কিন্তু কোথাও অস্থির বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয় না। শরীরের সর্ব্বত্র লাবণ্য ঢল-ঢল করিতেছে। পঞ্চবিংশবর্ষদেশীয়া যুবতীর দেহে যে লাবণ্য পরিদৃষ্ট হয়, মহারাণীর দেহ সেই লাবণ্যে সমুজ্জ্বল। শরীরের বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়; হাত-পা দিয়া যেন রক্ত ফুটিয়া পড়িতেছে। চক্ষু এখনও যুবতীর ন্যায় উজ্জ্বল। ললাটে রেখা মাত্র নাই। কেশরাশি কবরী-বদ্ধ ও ঘনকৃষ্ণ। ভগবৎ-প্রদত্ত এই রূপরাশি সংবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত মহারাণীর আর কোন কৃত্রিম আয়াস অবলম্বন না করিলেও ক্ষতি হইত না; কিন্তু উর্ম্মিলা দেবী তৎসম্বন্ধেও যথেষ্ট যত্নবতী ছিলেন। তাঁহার কবরীর সহিত মুক্তামালা বিজড়িত। কবরীর ঊর্দ্ধভাগ হইতে বাম-ললাটে হীরক-খচিত ঝাপটা বিলম্বিত। কর্ণদ্বয়ে চুণি, পান্না ও মুক্তা-সমন্বিত দুল, কণ্ঠে মহার্হ মুক্তামালা, প্রকোষ্ঠে মণিমালা-সমাবৃত ছন্দ, বাহুতে মনোহর বিজোটা, দেহের অন্যান্য স্থানে যথোপযুক্ত ভূষণ, চরণে শব্দায়মান মঞ্জীর। তাঁহার পরিধানে অতি সূক্ষ্ম সৌবর্ণ তাসের ঘাঘরা, ঊর্দ্ধদেহে মৌক্তিক-মণ্ডিত পীতবর্ণ কাঁচলি, তাহার উপর বিরল-বিনিবিষ্ট কৃত্রিম হৈম-কুসুম-সমাবৃত সুচিকণ ওড়না। উর্ম্মিলা দেবী হাস্যময়ী, প্রসন্ন-বদনা ও পরিহাসনিপুণা।

শোভা ও সৌন্দর্য্য ছড়াইতে ছড়াইতে মহারাণী উর্ম্মিলা সেই মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তিনি একাকিনী নহেন। তাঁহার পশ্চাতে আর এক পরমা সুন্দরী যুবতী অবনতবদনা, ধীরা ও গতি-মন্থরা।

পশ্চাতের নম্র-বদনা নবীনাকে মহারাজ দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিলেন, "কিয়ৎকাল এই ভুবনমোহিনীকে দেখিতে না পাওয়ার যে ক্লেশ বোধ হয়, এক রাত্রি উপবাস করিয়া থাকা তাহার অপেক্ষা অনেক ভাল।"

মহারাণী বলিলেন, "যে দুষ্ট খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া কেবল খেলা করিতেই চাহে, তাহাকে সাজা দেওয়াই উচিত। সেই সাজা দিবার জন্যই এত দেরী করিয়া আসিতেছি।"

মহারাজ বলিলেন, "কিন্তু সুন্দরি, যে ভাগ্যবান্ তোমার অধর-সুধা পান করিয়া অমর হইয়াছে, তাহাকে অন্য খাদ্য দিবার প্রয়োজন কি?"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "যত বুড়া হইতেছ, ততই যে রস বাড়িয়া উঠিতেছে!"

মানসিংহ বলিলেন, "তাহারও হেতু আছে। তোমার যত বয়স বাড়িতেছে, ততই তুমি বুড়ী না হইয়া কুঁড়ি হইতেছ। কাজেই এ বয়সে এমন রসবতী কুঁড়ি দেখিয়া, রস আপনি কাণায় কাণায় হইয়া উঠে।"

মহারাণী দেখিলেন, মহারাজ ক্রমেই কথা বড় গাঢ় করিয়া তুলিতেছেন, তাই একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাণীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী নবীনা মহারাজার নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী হইলেন। মহারাজ সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন, "এ বালিকা কে?"

মহারাণী বলিলেন, "ইনি আমার বহুদিনের পরিচিতা এক বয়স্যার কন্যা। মহারাজকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন।"

নবীনা গলায় কাপড় দিয়া মহারাজের চরণে প্রণাম

করিলেন ; তাঁহার পদ-ধূলি লইয়া মাথায় দিলেন। চক্ষু একটু জলভারাকুল হইল ; কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। তিনি আবার নিতান্ত নতমুখে মহারাণীর নিকট সরিয়া আসিলেন।

মহারাজ কহিলেন, "বড় লক্ষ্মী মেয়ে। আকার-প্রকার সকলই অতি সুন্দর। তুমি ইহাকে কোথায় পাইলে ?"

মহারাণী বলিলেন, "মাতার সহিত ইনিও পুরুষোত্তম দর্শনে আসিয়াছিলেন। আজি মধ্যাহ্নে আমার বয়স্থা,কন্যা সঙ্গে লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মাতা বিদায় লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। কন্যাকে আমি ছাড়ি নাই। কিছু দিন সঙ্গে রাখিব স্থির করিয়াছি।"

মহারাজ বলিলেন, "বেশ স্থির করিয়াছ। বড় সুশীলা কন্যা। নিতান্ত কোমল-স্বভাবা। বড় ভাগ্যবতীর ন্যায় লক্ষণযুক্তা। এ কন্যার বিবাহ হইয়াছে ?"

ঊর্ম্মিলা বলিলেন, "হইয়াছে। সে সম্বন্ধে আমি মহারাজের নিকট একটা নালিশ করিব ; কিন্তু আজি থাক, আর একদিন সে কথা হইবে।"

মহারাজ বলিলেন, "তোমার যেরূপ অভিরুচি। কন্যাকে ঘরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছ তো ?"

ঊর্ম্মিলা বলিলেন, "করিয়াছি।"

মহারাজ শয্যায় পড়িয়া বলিলেন, "ওঃ ! বড় গরম !"

ঊর্ম্মিলা আর একজন ব্যজনকারিণী ডাকিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। সেই পর্য্যঙ্ক-পার্শ্বে আর একখানি পাখা পড়িয়া ছিল। নবীনা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সেই পাখা লইয়া মহারাজকে বাতাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ বলিলেন, "তুমি কেন মা, দাসীরা আসিতেছে। তোমার হাতে বেদনা হইবে।"

নবীনা অতি মধুরস্বরে বলিলেন, "আপনার সেবা করিতে পাওয়া আমার ভাগ্য।"

মহারাজ ঊর্ম্মিলাকে জিজ্ঞাসিলেন, "এ কন্যার নাম কি ?"

মহারাণী বলিলেন, "রাজলক্ষ্মী।"

মানসিংহ বলিলেন, "বেশ নাম। বাস্তবিকই ইনি রাজলক্ষ্মী। এ লক্ষ্মী যাহার ঘরে গিয়াছেন, সে লক্ষ্মীযুক্ত রাজা হইবে সন্দেহ নাই।"

দুই জন দাসী আসিল। মহারাজ বলিলেন, "মা, তুমি পাখা দেও, উহারা বাতাস করুক। তোমার কষ্ট হইবে।"

রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "কষ্ট হইতেছে না। আপনার অসন্তোষভয়ে পাখা ছাড়িয়া দিতেছি।"

রাজলক্ষ্মী আবার ধীরে ধীরে আসিয়া ঊ[র্ম্মিলার] পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।

মহারাণী জিজ্ঞাসিলেন, "এক্ষণে আহারের উদ্[যোগ] করা হইবে কি ? রাত্রি হইয়াছে।"

মানসিংহ বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা।"

ঊর্ম্মিলা দেবীর হাত ধরিয়া রাজলক্ষ্মী অস্ফুটস্বরে ব[লি]লেন, "মা, আজ্ঞা দিউন—আমি আহারের উদ্[যোগ] করিতে যাই।"

ঊর্ম্মিলা মহারাজার মুখের প্রতি চাহিয়া বলি[লেন], "আচ্ছা, যাও তুমি। আমিও এখনই যাইতেছি।"

রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঊর্ম্মি[লার] সহিত মহারাজ মানসিংহও ভোজনমণ্ডপে উপস্থিত [হই]লেন। তাঁহারা দেখিলেন,রাজলক্ষ্মী সমস্ত বিষয়েই অতি সুব্যবস্থা করিয়াছেন। মহারাজ অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

সেই দিন অবধি রাজলক্ষ্মী বিবিধ বিধানে মহারা[জের] সেবা ও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ পুর[মধ্যে] প্রবেশ করিয়াই রাজলক্ষ্মীর সন্ধান করিতে আ[রম্ভ] করিলেন। রাজলক্ষ্মী যে কার্য্য করিতেন, তাহাই সর্ব্ব[াঙ্গ] সুন্দর হইত ও মহারাজের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হই[ত]। সুতরাং সকল শুশ্রূষার জন্য মহারাজ রাজলক্ষ্মীর উপ[র] নির্ভর করিতে লাগিলেন। তিন দিন পরে এমন হ[ইয়া] উঠিল যে,রাজলক্ষ্মী যে কর্ম্ম সম্পাদন না করিতেন, মহা[রাজ] তাহাতে প্রীত হইতেন না এবং তাঁহার প্রয়োজনীয় কার্য্য রাজলক্ষ্মী সম্পন্ন করিয়াছেন শুনিতেন, মহা[রাজ] তাহাই উত্তম ও সুসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে ক[রি]লইতেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়পরতা।

বৃদ্ধ, সুবিজ্ঞ, পাঠান-মন্ত্রী খাজা ইষা খাঁ কালগ্র[াসে] পতিত হইলেন। সামান্য জ্বর ও তৎসহ উদরাময় রো[গে] অতি অল্পকালমধ্যেই তাঁহার জীবনান্ত ঘটিল। লোকে[রা] ও ওস্মান নবাবদ্বয় খাজা ইষাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা ক[রি]তেন। অতিশয় সমারোহে প্রবীণ মন্ত্রীর সমাধি [কার্য্য] হইয়া গেল। তাঁহার স্থানে খিজর খাঁ মন্ত্রিপদে অভি[ষিক্ত] হইলেন। নূতন মন্ত্রীর বয়স চল্লিশ অতিক্রম করে না

তিনি সাহসী ও সমরপ্রিয়। খিজর খাঁ নবাব ওস্মান খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার সহিত ওস্মানের অনেক বিষয়েই মতের ঐক্য হইত; এই জন্যই ওস্মান তাঁহাকে এই সম্মানিত পদ প্রদান করিলেন।

সোলেমান ও ওস্মান পরস্পর বিভিন্ন-ভাবাপন্ন ছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। খাজা ইষার পরলোক-গমনের পর দুই নবাব পরামর্শ করিয়া অবধারণ করিলেন যে, অতঃপর রাজকার্য্যের ভার মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত রাখিবার প্রয়োজন নাই; ওস্মান স্বয়ং সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সোলেমান বিষয়-কর্ম্মে অনভিজ্ঞ এবং তিনি তাহার ভার গ্রহণে অনিচ্ছুক। ভোগবিলাসে প্রমত্ত থাকিতে পাইলে এবং তাহার উপকরণ সমস্ত অব্যাঘাতে প্রাপ্ত হইলেই তিনি চরিতার্থ হইবেন। ওস্মান রাজকীয় ব্যাপারের যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে তিনি কোন কথা কহিবেন না।

এই ব্যবস্থানুসারে কার্য্য চলিতে আরম্ভ হইল। ওস্মান খাঁর নামে রাজ্যের বিধি, ব্যবস্থা, শাসন ও পালন নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার সহী ও নাম-সংযোগে রাজাজ্ঞা সমূহ প্রচারিত হইতে থাকিল।

এই সকল বার্ত্তা মহারাজ মানসিংহের গোচর করা হইল। পুরুষোত্তমে নবাব-দূত আসিয়া এই সকল সংবাদ বঙ্গ-বিহারের সুবেদারের গোচর করিয়া গেল। নবাব ওস্মানের প্রেরিত এক পত্রও সে মানসিংহকে প্রদান করিল। এই সকল পরিবর্ত্তনের সংবাদ মানসিংহ অবিলম্বে দিল্লীতে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন।

মানসিংহ পুরুষোত্তমে এক সপ্তাহ মাত্র থাকিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু দশ দিন অতীত হইয়া গেল, এখনও তাঁহার শিবির উঠাইবার আদেশ প্রচারিত হইল না অথবা সে সম্বন্ধে তাঁহাকে কাহার নিকট কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে শুনা গেল না।

রামচন্দ্রের সহিত মানসিংহের এ কয়দিন পুনঃ পুনঃ উড়িষ্যার শাসনাদি বিষয়ের নানা কথার আলোচনা হইতেছে। তাঁহারা নির্জ্জনে আলাপ করিয়া স্থির করিয়াছেন, ওস্মান খাঁ বর্ত্তমান সন্ধির নিয়ম যে অধিক দিন পালন করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। এক তো নবাবের প্রকৃতি নিতান্ত দুর্দ্দমনীয়, তাহাতে আবার তিনি অতিশয় তেজস্বী; সুতরাং এরূপ ব্যক্তির পক্ষে ধীরভাবে আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কখনই সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ মহারাজ মানসিংহের সহিত তিনি সম্প্রতি যে সকল উদ্ধত ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ভাবী বিসংবাদের লক্ষণ সূচিত হইতেছে। তিনি মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, মানসিংহের প্রেরিত পত্রের বাঞ্ছনীয় সদুত্তর দেন নাই; মানসিংহের সুবিধা-অসুবিধার কোন সন্ধান করেন নাই এবং মানসিংহ ও তাঁহার সঙ্গিগণের অভাব ও প্রয়োজন সম্বন্ধে কোনই অনুসন্ধান করেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, বাদশাহের প্রীতি ও অনুরাগ তিনি প্রার্থনা করেন না, মানসিংহের বিরাগ তিনি গ্রাহ্য করেন না এবং আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করিতে তিনি ইচ্ছা করেন না। বর্ত্তমান সন্ধির পূর্ব্বে মানসিংহ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত আছেন। তাই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধের প্রবর্ত্তক তিনি হইবেন না। পাঠানগণ সন্ধি ভঙ্গ না করিলে মানসিংহ কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প।

অদ্য নবাব ওস্মান খাঁ পুরী আগমন করিবেন এবং মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সম্মান-প্রদর্শনার্থ সাক্ষাৎ করিতে তিনি মহারাজের নিকট আসিতেছেন না। সেরূপ অভিপ্রায় হইলে তিনি পূর্ব্বেই আসিতেন এবং তাহার ব্যবস্থা অন্যরূপ হইত। নবাব সাহেব সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, স্বকীয় বিবিধ প্রয়োজনে তিনি অদ্য মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

অপরাহ্নকালে মহারাজ মানসিংহ দরবার-মণ্ডপে উপবিষ্ট। পাত্র-মিত্র ব্যতীত মহারাজ রামচন্দ্র দেবও তথায় উপস্থিত। এখনই নবাব ওস্মান তথায় আগমন করিবেন।

নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবামাত্র দামামা বাজিল, তূর্য্য-ধ্বনি হইল। মহারাজ মানসিংহ স্বগণ সহ মণ্ডপ-দ্বারে উপনীত হইলেন। নকিব ফুকরাইল। তৎক্ষণাৎ নবাব ওস্মান খাঁ সকলের সম্মুখীন হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে বিহিত শিষ্টাচারাদি সহ অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার নিমিত্ত বিচিত্র সিংহাসন স্থাপিত ছিল, নবাব সাহেব তাহাতে উপবেশন করিলেন।

কি সুন্দর ও সৌম্য মূর্ত্তি! একটু চিন্তিত, একটু সন্দিগ্ধ, সুতরাং একটু ম্লানভাব হইলেও ওস্মানের মূর্ত্তি কি শোভাময়! অতি সুন্দর পরিচ্ছদে নবীন নবাবের দেহ সমাচ্ছন্ন। বামপার্শ্বে মুক্তা ও হীরক-খচিত কোষমধ্যে অসি ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিতে করিতে দুলিতেছে। মস্তকে অতি শোভাময় উষ্ণীষ।

নবাব-পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও কুশল-বিষয়ক প্রশ্নাদির পর মহারাজ মানসিংহ পরলোকগত ইষা খাঁর পীড়া, মৃত্যু ও সমাধি প্রভৃতি বিষয়ের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহার পর লোকান্তরগত মন্ত্রীর নানাপ্রকার সুখ্যাতি করিয়া কহিলেন, "আমার

মনে ছিল না যে, উড়িষ্যায় আসিয়া উড়িষ্যার নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইব। নবাবের এ আগমন আমার অশেষ সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।"

মহারাজের এ শ্লেষপূর্ণ বাক্য ওসমানের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। তিনি একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। আমাদিগের প্রতি কৃপা থাকিলে বা আমাদের দর্শনার্থ আগ্রহ থাকিলে মহারাজ নিশ্চয়ই দর্শন দিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিতেন; আত্মীয়-ব্যক্তির দর্শন-লাভ সৌভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আত্মীয়মধ্যে পরিগণিত হইবার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। তাহা থাকিলে আমরা হাজির থাকিবার জন্য হুকুম পাইতাম না। যাহারা হুকুমের দাস, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।"

মানসিংহের উক্তির পূরা—পূরার অপেক্ষাও একটু বেশী উত্তর হইয়া গেল। উত্তর স্পষ্ট নহে, শ্লেষপূর্ণ বা ব্যর্থ নহে। মানসিংহ একটু বিরক্ত হইলেন; স্পষ্ট কথাই বলিবেন স্থির করিলেন;—বলিলেন, "হুকুমের দাসও কখন কখন পরমাত্মীয় হইয়া থাকে। সে তাহার গুণ ও দক্ষতা। নবাব অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন; এক্ষণে আত্মীয় হওয়া না হওয়া তাঁহার ইচ্ছাধীন।"

ওসমান বড়ই দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। স্পষ্টই তাঁহাকে মুখের উপরই হুকুমের দাস বলা হইল। তিনি অনেকক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা অসীম; তেজস্বিতা, সাহস, বীরত্বও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এ সকল মহদ্‌গুণের সহিত সহিষ্ণুতার চিরবিরোধিতা হওয়াই সম্ভব। কিন্তু ওসমানের হৃদয়ক্ষেত্রে বিরোধী গুণনিচয়ও স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধমান হইত। আয়েষার সহিত প্রেম-ব্যাপারে ওসমান অসাধারণ সহিষ্ণুতার পরিচয় নিয়তই দিয়া আসিতেছেন। এ স্থলে অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে ওসমান স্থির হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি উত্তর দিলেন, "বঙ্গের সুবেদার মানসিংহ বাহাদুর, আমি আপনার সহিত বিবাদ করিতে আসি নাই। আপনার ন্যায় ব্যক্তির সহিত আমার বাগ্‌বিতণ্ডা শোভা পায় না। অনেকগুলি গুরুতর বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে আমার বাসনা ছিল। তাহাতে উভয় পক্ষেরই ইষ্টানিষ্টের সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি আজি যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহাতে আপনার সহিত সে সকল পরামর্শ করা আমি আর যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছি না। আমি এখনই আপনার শিবির হইতে চলিয়া যাইতে পারিতাম; কিন্তু বিদায়-গ্রহণ করার পূর্ব্বে কথা আপনাকে জানাইতে আমি বাধ্য। বিষয়টি দের পারিবারিক, তাহা ব্যক্ত করা আমাদের পক্ষে জনক। কিন্তু ধর্ম্ম, বিবেক, ন্যায়পরতা, সকলই অ শতমুখে তাহা আপনাকে জানাইবার নিমিত্ত উ করিতেছে। এই জন্যই তাহা ব্যক্ত করা আমার কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আপনি তাহা এক্ষণে করিতে প্রস্তুত আছেন কি?"

মহারাজ কহিলেন, "আপনি যাহা ব্যক্ত কর্ শ্রবণ করিতে আমার আপত্তি নাই; আপনার কোনরূপ বিরোধ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। আপনাকে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, আপনি আমার আত্মীয়তা স্থাপন করিলে বুদ্ধিমানের কার্য্য করিতে

ওসমান বলিলেন, "সে সকল কথা এখন থ আমি আর সে সকল অপ্রীতিকর বাক্যের আ ইচ্ছুক নহি। আমি আপাততঃ আপনাকে এক জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আপনি আপনা জগৎসিংহকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত বন্দী করি যে সকল কারণে সেই বীরকে আপনি দণ্ড করিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, নবাব-নন্দিনী প্রতি প্রণয়-প্রকাশ তাহার মধ্যে অন্যতম হেতু। কি সত্য?"

মানসিংহ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, কন্যা আয়েষার প্রতি অনুরাগ ও তাঁহার হৃদয়ে প্রে পাদন জগৎসিংহের একটা গুরুতর অপরাধ বটে সে জন্যই তাঁহার দণ্ড হয় নাই। তিনি অবাধ্য, অমনোযোগী এবং বিরোধিগণের সহিত আত্মী বদ্ধ। এই সকল গুরুতর অপরাধ হেতু তাঁহার প্র প্রয়োগ করা হইয়াছে।"

ওসমান বলিলেন, "তাঁহার প্রতি দণ্ডের বৈ বা তাঁহার কৃত কর্ম্মের বৈধতা ইত্যাদি কোন কোন কথাই বলিতে আমার অধিকার নাই। বিষয় আমি জ্ঞাত নহি; সুতরাং সেই সকল প্রস বার বা তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আমার নাই। জগৎসিংহ আমার শত্রু। নানা কারণে তাঁহার হিতৈষী নহি। কিন্তু আমি নীচ ব্যা অকারণ শত্রুর অধঃপতন দেখিতে ইচ্ছা কর নিরপরাধে কাহাকেও লাঞ্ছিত দেখিয়া সুখী এই জন্যই আপনার নিকট পারিবারিক রহ করিতে উদ্যত হইয়াছি।"

মানসিংহ বলিলেন, "আপনার অভিপ্রায় কি, স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ করুন।"

ওস্মান বলিলেন, "আয়েষার প্রণয় সম্বন্ধে জগৎসিংহ সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমি নিশ্চয় জ্ঞাত আছি, জগৎসিংহ বাক্যে বা ব্যবহারে, ছলে বা কৌশলে, কোন দিন আয়েষার প্রতি প্রণয় প্রকাশ করেন নাই। আয়েষা স্বতই তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী। জগৎসিংহ সে কথা আয়েষার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াও কোন দিন সে অনুরাগের প্রশ্রয় দেন নাই; কোন দিন একটা প্রণয়-সূচক বাক্যে আয়েষার উৎসাহবর্দ্ধন করেন নাই। জগৎসিংহ আমার পরম শত্রু হইলেও সত্যের অনুরোধে, ন্যায়ের অনুরোধে, ধর্ম্মের অনুরোধে, আমি এ কথা আপনাকে জানাইতে বাধ্য। সেই কর্ত্তব্য-পালন করিয়া অদ্য আমি হৃদয়ের ভার লঘু করিলাম।"

মানসিংহ কহিলেন, "তবে আপনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে জগৎ-সিংহকে আহ্বান করিয়াছিলেন কেন?"

ওস্মান একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সে সংবাদও আপনি জ্ঞাত আছেন? উত্তম। আয়েষা আমার জীবনের ধ্রুবতারা! আয়েষাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। কিন্তু আয়েষার হৃদয় জগৎসিংহে পূর্ণ; সে হৃদয়ে এ অভাগার জন্য একটুও স্থান নাই। সুতরাং জগৎসিংহ আমার বধ্য—পরম শত্রু। জগৎসিংহের নাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইলে হয় তো আয়েষার শূন্য হৃদয়ে আমার একটু স্থান হইবে, ইহাই আমার শেষ আশা। সেই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমি জীবিত আছি। জগৎসিংহকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাভূত করিতে পারি নাই। অন্য সুযোগে তাঁহাকে বিনাশ করাই আমার সঙ্কল্প। জগৎসিংহের যাবজ্জীবন কারাবাসেও আমার বাসনা-সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি জীবিত থাকিলে আয়েষা তাঁহাকে ভুলিবেন বলিয়া কোন আশা করা যায় না। জগৎসিংহের মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়।"

মানসিংহ বলিলেন, "আপনার শত্রুতা বড়ই অদ্ভুত। আপনি শত্রুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রক্ষালিত করিয়া তাঁহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে চাহেন; অথচ তাঁহার মরণ দেখিবার নিমিত্ত সতত ব্যাকুল।"

ওস্মান বলিলেন, "ধর্ম্মের শাসন ও স্বার্থের প্রয়োজন, এই দুই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিতায় আমি আপনার বিচারে অদ্ভুতরূপে প্রতীত হইতেছি। কিন্তু সে কথায় আর কাজ নাই। আমার বক্তব্যের শেষ হইয়াছে। আমি এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।"

মানসিংহ বলিলেন, "রাজকীয় ব্যাপারের দুই একটা কথা বলিবার ও বুঝিবার আবশ্যক ছিল; আপনাকে আতিথ্য-সৎকারে সৎকৃত করিবার বাসনা ছিল।"

ওস্মান খাঁ আসন ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাজকীয় ব্যাপারের মীমাংসা পত্র ও দূত-প্রেরণের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিবে। আর আতিথ্যের কথা; যাহারা হুকুমের দাস, তাহাদের সহিত সে শিষ্টাচার প্রকাশ না করিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমি এক্ষণে বিদায় হইতেছি।"

সকলকে সেলাম ও আপ্যায়িত করিয়া নবাব ওস্মান খাঁ মণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মহারাজ মানসিংহ, রাজা রামচন্দ্র ও অন্যান্য পাত্রমিত্র-গণকে বলিলেন, "মোগল-পাঠানের সন্ধির অবসান হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।"

মানসিংহ একটু উদ্বিগ্নচিত্তে সভা ভঙ্গ করিয়া জগন্নাথ-দেবের আরতি দর্শনার্থ যাত্রার উদ্‌যোগে ব্যাপৃত হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

মানসিংহ উড়িষ্যা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। স্বর্ণগড়-দুর্গে নবাব ওস্মান খাঁর নিকট সকল সংবাদ আসিয়াছে। নবাব-বাদশাহদিগের গুপ্তচর বোধ হয় বৃক্ষ-প্রস্তরের মধ্যেও বাস করে।

নবাব একদিন মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাক্ষাতের ফল বোধ হয় কোন পক্ষেরই সন্তোষজনক হয় নাই। পাঠানগণ মনে করেন, নবাব যখন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পুরী গমন করিয়াছিলেন, তখন মহারাজেরও উড়িষ্যাত্যাগের পূর্ব্বে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত ছিল; মহারাজ তাহা করেন নাই; সুতরাং পাঠানগণ যে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, এ কথা বলাই বাহুল্য।

নবাব ওস্মান খাঁ স্থির করিয়াছিলেন, অচিরে সন্ধি-ভঙ্গ করিতে হইবে। এরূপ অপমানজনক ব্যবহার সহ্য করিয়া সন্ধি রক্ষা করা অসম্ভব। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন, সহজ দৃষ্টিতে সাধারণে পাঠানগণকেই সন্ধি-ভঙ্গকারী

বলিয়া ঘোষণা করিবে; কিন্তু তাঁহারা জানেন, প্রকৃত প্রস্তাবে মহারাজ মানসিংহই সন্ধি-উচ্ছেদকারী।

নবাব যুদ্ধের নিমিত্ত আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছেন। যুদ্ধে জয় হউক বা না হউক, তিনি যুদ্ধ না করিয়া মোগলদিগের এই প্রাধান্য নীরবে সহ্য করিবেন না। নবাব ওস্‌মান এই ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার নূতন মন্ত্রী খিজর খাঁ এই উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত প্রভূত পরিশ্রম করিতেছেন।

দুর্গের এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া ওস্‌মান একাকী চিন্তা করিতেছেন। সহসা সেই কক্ষের অন্তঃপুরসংলগ্ন একটি দ্বার খুলিয়া গেল। দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে শব্দ হইল, "নবাব এখন একাকী আছেন? আমি একবার অতি সামান্য সময়ের নিমিত্ত নবাবের নিকট যাইতে পারি কি?"

কণ্ঠস্বর আয়েষার। অন্দরের সীমা অতিক্রম করিয়া যিনি কখন কোথায়ও পাদচারণা করেন না, যাঁহাকে প্রতিনিয়ত মনে মনে ধ্যান করিলেও ওস্‌মান কখন সাক্ষাৎ করিয়া বিরক্ত করিতে সাহস করেন না, সেই আয়েষা আজি উপযাচিকাভাবে সাক্ষাতের অভিলাষিণী। কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র ওস্‌মান চমকিত হইয়া উঠিলেন;—বলিলেন, "আয়েষা, সাক্ষাতের অনুমতি চাহিতেছ? এ কি গঞ্জনা? যদি সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন ছিল, তাহা হইলে স্মরণ করিবামাত্র আমি তোমার নিকটস্থ হইতাম। আইস—এখানে কেহ নাই।"

নবাব উঠিয়া দ্বার-সন্নিকটে গমন করিলেন। অবনতমুখে আয়েষা ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। নবাব কক্ষের সম্মুখদ্বার স্বহস্তে রুদ্ধ করিয়া আয়েষার সমীপস্থ হইলেন;—বলিলেন, "এ কি সৌভাগ্য আয়েষা! সহসা আমাকে তোমার মনে পড়িল কেন? যাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে পরমানন্দে তোমার নিকট উপস্থিত হইত, কষ্ট করিয়া তাহার নিকট আসিবার প্রয়োজন কি?"

আয়েষার বদন বিষাদ-মাখা। একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নতমুখে বলিলেন, "তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইলে ক্ষতি ছিল না জানি; কিন্তু অনেক কথা ভাবিয়াই না ডাকিয়া স্বয়ং তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি যদি মনে করিয়া থাক, আমি কখন তোমাকে মনে করি না, তাহা হইলে ওস্‌মান, তোমার বিষম ভ্রম হইয়াছে। কিন্তু সে কথায় এখন আর প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে একটি কথা বলিতে আসিয়াছি।"

ওস্‌মান বলিলেন, "বল, তোমার কথা শুনিতে পাওয়া আমার পরমানন্দ। দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? এই আসনে উপবেশন করিয়া কি বলিতে চাহ, বল।"

আয়েষা আসন গ্রহণ করিলেন। আসন গ্রহণ না করিলে তিনি হয় তো মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ রাখিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে ও কথা কহিতে সক্ষম হইবেন না ভাবিয়া উপবেশন করিলেন। আসনে বসিয়া আয়েষা অধোমুখে নীরব রহিলেন এবং উভয় হস্তে ওড়নার অগ্রভাগ ধরিয়া সূত্রাকারে পাক দিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া ওস্‌মান আবার বলিলেন, "বল আয়েষা, যাহা বলিবে মনে করিয়া আসিয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর।"

আয়েষা ওড়না ছাড়িয়া দিলেন;—বলিলেন, "তুমি আজিকালি যুদ্ধায়োজনে বড় ব্যস্ত, তোমার এখন হয় তো অনর্থক কথা শুনিবার সময় নাই। আমি আর এক সময় যাহা বলিতে হয় বলিব। এখন যাই।"

ওস্‌মান বলিলেন, "আয়েষা, তাহা হইলে আমার প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশিত হইবে। তোমার কথা সম্পূর্ণ অনর্থক হইলেও আমার পক্ষে অতিশয় সার্থক। আর আয়েষা, সকল কর্ম্ম রসাতলে দিয়াও যে ব্যক্তি তোমার কথা শুনিতে অভিলাষী, তাহাকে ব্যস্ত মনে করিয়া মনের কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছ কেন?"

আবার আয়েষা বাম-হস্তে ওড়নার প্রান্ত ধরিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীতে জড়াইতে লাগিলেন। কথা যেন মুখে বাধিতে লাগিল। ওস্‌মান বলিলেন, "বল আয়েষা, কি বলিবে বল। তোমার কথা শুভই হউক আর অশুভই হউক, আমি তাহা শুনিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।"

আয়েষা ওড়না ছাড়িয়া দিলেন;—বলিলেন, "তুমি আমাকে যে অনুগ্রহ কর, তাহার তুলনা নাই। কিন্তু আমি তোমার কোনই উপকার করিতে পারি না।"

আয়েষা নীরব হইলেন। ওস্‌মান বলিলেন, "আমি তোমাকে কি অনুগ্রহ করি, জানি না; তথাপি যদি তুমি মনে কর যে, আমি তোমার হিতৈষী, তাহা হইলে আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু সে জন্য কোন কৃতজ্ঞতার কথা তোমার মুখে শুনিতে ভাল লাগিবে না। তুমি আমার পরম হিতৈষিণী; তুমি এ নবাবপুরীর অলঙ্কার। তুমি সকলেরই উপকার করিয়া থাক। তবে আমি এ কথা বলিতেছ কেন আয়েষা?"

আয়েষা অধোমুখে বলিলেন, "আমি এ অকৃতজ্ঞ দেহ-প্রাণ লইয়া এখানে আর থাকিব না মনে করিয়াছি।"

ওস্মান উঠিয়া দাঁড়াইলেন; আর্ত্ত-স্বরে বলিলেন,"তুমি এখানে থাকিবে না মনে করিলে তোমাকে জোর করিয়া কে রাখিতে পারে? আমি ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই তোমার কার্য্যে বাধা দিতে পারি; কিন্তু তোমার কার্য্যে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে আমার কখনই প্রবৃত্তি নাই। আয়েষা, এ কি কথা তুমি আমাকে বলিতেছ? তুমি এখানে না থাকিলে থাকিবে কে? তুমি আছ বলিয়া অধম ওস্মান এখনও বাঁচিয়া আছে। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাকে আমি লাভ করিতে পারিলাম না; কিন্তু ওস্মান আশা ত্যাগ করে নাই; যতক্ষণ দেহে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ সে তোমার করুণা-লাভের আশা করিবে। সেই আশাই তাহার পক্ষে এখন পরম সুখের কেন্দ্র। ওস্মানের যে সাধের আশা-লতা নির্ম্মূল করিয়া তোমার কি আনন্দ হইবে আয়েষা? কেন তাহার বজ্রহৃদয় এরূপে চূর্ণ করিবার কল্পনা করিতেছ আয়েষা? আমাদের ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইতে চাহ আয়েষা?"

আয়েষা উত্তর দিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন, "ওস্মান!"—কণ্ঠস্বর একটু বিকৃত, একটু সংক্ষুব্ধ। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ওস্মান! তোমার হৃদয় অতি উচ্চ, একান্ত উদার। তোমার ভালবাসা তুলনারহিত—মনুষ্যলোকে তাহা দুর্ল্লভ। কিন্তু—" আবার আয়েষা নীরব।

ওস্মান সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন, "কিন্তু কি আয়েষা?"

আয়েষা বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি আমাকে ভালবাসিয়া কেবল মনস্তাপ ভোগ করিতেছ। এই পাষাণীকে ভালবাসিয়া তুমি নিরন্তর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছ। আমার বোধ হয়, এই অভাগিনী তোমার সম্মুখ হইতে অন্তরিত হইলে উভয়েরই মঙ্গল হইবে।"

আয়েষা নীরব। ওস্মান ধীর-ভাবে এই হৃদয়ভেদী বাক্য শ্রবণ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,"আয়েষা, এ কাতর ব্যক্তিকে প্রাণে মারিয়া তোমার কি লাভ হইবে? যে ভবনে আয়েষা বাস করেন, সেই ভবনে এ অধমও বাস করে; ইহাও আমার একটা পরম আনন্দের বিষয়। আমার এই আনন্দ হরণ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে আয়েষা? ইচ্ছা করিলে আমি দূর হইতেও আয়েষাকে দেখিতে পাই। অথবা আয়েষার মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাই, ইহাও আমার পরম সুখ। আমাকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া তোমার কি উপকার হইবে আয়েষা?"

আয়েষা বলিলেন, "ওস্মান, তুমি সুধীর ও সুবুদ্ধিমান। ধীরভাবে ভাবিয়া দেখ, ইহাতে উপকার হইবে। অদর্শনে ও দূরাবস্থানে তুমি হয় তো যন্ত্রণার কারণকে ভুলিতে পারিবে।"

ওস্মান শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কি ভ্রান্তি! আয়েষা, অদর্শনে বা দূরাবস্থানে প্রণয়াস্পদকে কখন ভুলিতে পারা যায় কি? এই পুরমধ্যে অবস্থান করিলেও আমি কদাপি তোমার নিকটস্থ হই না; বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর তোমার সহিত একদিনমাত্র দেখা করিয়াছি। এই সুদীর্ঘ অদর্শনেও চিত্তের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি আয়েষা? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তুমি যাঁহাকে ভালবাস, তাঁহার সহিত বহুকাল তোমার সাক্ষাৎ নাই; তথাপি তুমি তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেছ না কেন আয়েষা?"

আয়েষা বলিলেন, "পুরুষের অনেক অবলম্বন, অনেক উপলক্ষ্য এবং অনেক আকাঙ্ক্ষা আছে। নারীর সহিত প্রেম তাঁহাদের একটা ক্রীড়ার সামগ্রী। তাঁহারা অনায়াসেই প্রেমের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারেন। আমি ভরসা করি, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি এ পাষাণীর কথা সহজেই ভুলিতে পারিবে।"

ওস্মান কহিলেন, "দুরাশা—আয়েষা, দারুণ দুরাশা। কবরের মাটীতে যদি এ আকাঙ্ক্ষা মিশিয়া যায় তো বলিতে পারি না; কিন্তু শরীরে নিশ্বাস বহমান থাকিতে তোমাকে ভুলিবার কোন আশা নাই। বলিয়াছি তোমাকে, আশাই আমার সম্বল। আমি আশা করিয়া আছি, নিদারুণ তাপে পাষাণও গলিয়া যায়, ঈশ্বরের বাসনা হইলে মরুভূমিতেও সমুদ্রের উদ্ভব হয়। আয়েষা, বাঁচিয়া থাকিলে কখন না কখন তুমি ওস্মানের ভালবাসার প্রগাঢ়তা প্রণিধান করিতে পারিবে,ওস্মানকে হয় তো ভালবাসিতে ইচ্ছা করিবে। সেই দিন এ অভাগা ধন্য হইবে।"

আয়েষা বলিলেন, "তোমার ভালবাসা অতি মহৎ, অতি উদার, অতি প্রগাঢ়; এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি তাহা প্রণিধান করি না মনে করিলে আমার প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়। আমি তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত; তোমার হিতার্থে দুষ্কর কর্ম্ম করিতেও সক্ষম; কিন্তু হায়! কি বলিব? আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত হইয়াছে; এ নিবেদিত বস্তু আর কাহাকেও দান করিবার অধিকার নাই। যাহা দিয়াছি, তাহা আর পুনর্গ্রহণ করিতে আমার সাধ্য নাই; সুখই হউক বা দুঃখই হউক, আমি মনে মনেও দ্বিচারিণী হইতে পারিব না। তুমি

আমাকে চিরদিন ক্ষমা করিয়া আসিতেছ, এখনও আমাকে ক্ষমা কর ওস্‌মান ; আমি সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি, বৃথা এ অভাগিনীর আশায় আপনার সুখ নষ্ট করিও না। আমি কাতরভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ইচ্ছামত সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিয়া জীবনকে সুখময় কর। অনর্থক এ সাপিনীর আশায় মুগ্ধ থাকিয়া, ওস্‌মান, তোমার কর্ম্মময় প্রয়োজনীয় জীবনকে ধ্বংস করিও না।"

ওস্‌মান কহিলেন, "আয়েষা, আমার জীবন ও মরণে তুমিই আমার আরাধ্যা। তোমাকে না পাই, যেরূপে এত দিন নীরবে বেদনা সহ্য করিতেছি, এখনও তাহাই করিব। তবে এক শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। তুমি যাহাকে ভালবাস, সেই ভাগ্যবান্‌কে আমি স্বহস্তে বধ করিব। তাহার পর হয় তো তুমি স্বাধীনা হইবে। তখন হয় তো তোমার অনুগ্রহ লাভ করিলেও করিতে পারিব। তখনও যদি মনোভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলেও পাঠান ওস্‌মান প্রতিদ্বন্দ্বি-নাশ-জনিত সন্তোষ লাভ করিয়া সুখী হইবে।"

আয়েষা বলিলেন, "সংসারের অমঙ্গল- … করিতেই হয় তো আয়েষার জন্ম হইয়াছিল। তোমা… আমি বড় ভালবাসি। তোমাকে সুখী দেখিতে পাও… আমার প্রধান আকিঞ্চন। বোধ করি, বিধাতা অভ… আয়েষার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য লিখেন নাই। আমার বক্ত… শেষ হইয়াছে, এক্ষণে আমি বিদায় হই ; জীবনে হয় তো… তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। যদি তোম… কোন বিপদে আমার দ্বারা উপকার হইতে পারে, তখ… আমি যেখানে থাকি, উপস্থিত হইব। ভাই ওস্‌মা… আমাকে দুঃখিনী ভগিনী বলিয়া মনে রাখিও… না—না, আমাকে সর্ব্বপ্রকার যত্নে ভুলিতে চে… করিও।"

ওস্‌মান অধোমুখে আয়েষার হৃদয়-বিদারক ক… শুনিতেছিলেন। তিনি তখন নানাবিধ ভয়ানক কল্পনা… প্রমত্ত। যখন তিনি মস্তকোত্তোলন করিলেন, তখ… দেখিলেন, আয়েষা তথায় নাই। দীর্ঘ-নিশ্বাস স… উভয় হস্তে মস্তকের কেশ সমূহ ধারণ করিয়া নবা… বলিলেন, "ওঃ !"

নবাব-নন্দিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কারাগার।

কোথায় জগৎসিংহ? পাটনার লৌহ-কারাগারে শৃঙ্খলিত অবস্থায় পতিত বীর প্রেমের স্বপ্ন দেখিতেছেন। কারাগার অন্ধকার। শৃঙ্খল-নিবদ্ধ বীর একখানি চারিপায়ার উপর উপবিষ্ট। এ দুর্দ্দশার কি শেষ হইবে না? আর কি চন্দ্র-সূর্য্যের মুখ তিনি দেখিতে পাইবেন না? আর কি সেই জীবন-সর্ব্বস্ব তিলোত্তমার সহিত একবারও মিলন হইবে না? এই কারাগারের অন্ধকারমধ্যেই কি জীবন সমাপ্ত হইবে? সকল আশারই কি এই শেষ?

মধুরভাষিণী আশা বলিতেছে, 'ধীরতার সহিত অপেক্ষা কর, এ দুর্দ্দিন নিশ্চয়ই কাটিয়া যাইবে। জগতে কবে কোথায় কাহার দুর্দ্দিন চিরস্থায়ী হইয়াছে?' জগৎসিংহ স্বকীয় জীবনের অতীতকাহিনী স্মরণ করিয়া দেখিতেছেন। অতি অল্পকালমধ্যে তাঁহার কত দশা-বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে! তিনি সকলই অতিক্রম করিয়া আবার সুখের মুখ দেখিয়াছেন। এবারও কি সেরূপ ঘটিবে না?

কেহ কি তাঁহার দুঃখের জন্য চিন্তা করিতেছে? কেহ কি তাঁহার ক্লেশের গুরুতা প্রণিধান করিয়া হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতেছে? জগৎসিংহ বুঝিলেন, তাঁহার এই বিপদ্বার্ত্তা শ্রবণে তিলোত্তমা নিশ্চয়ই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। সেই সুশীলা বালা না জানি কতই যাতনা ভোগ করিতেছেন; না জানি, এই নিদারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁহার দেহ-মন কতই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে! এ দুরবস্থায় স্বকীয় ক্লেশের অপেক্ষা তিলোত্তমার চিন্তাই জগৎসিংহকে অধিকতর প্রপীড়িত করিতেছিল। যদি কোন উপায়ে তিলোত্তমাকে একটা সংবাদ দেওয়া যাইত, যদি কাহারও দ্বারা তাঁহার নিকটে জগৎসিংহের একটা কুশল-সংবাদ প্রেরণ করার উপায় হইত, তাহা হইলেও তিনি কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন; একটু শান্তি লাভ করিতেন; কিন্তু তাহার উপায় কোথায়?

জগৎসিংহ এইরূপ ক্লেশে ও চিন্তায় দিন কাটাইতেছেন। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু কোন আশাই তো সফল হইতেছে না। তথাপি আশা যায় না। অনিদ্রায়—দুশ্চিন্তায় রাত্রি চলিয়া যাইতেছে; অতি ক্লেশে—কর্ম্মহীনতায় দিন কাটিয়া যাইতেছে; কিন্তু আশা তো যাইতেছে না।

একদিন প্রাতে জগৎসিংহের একটু নিদ্রা আসিয়াছে। সমস্ত রাত্রি তিলোত্তমার জন্য ভয়ানক চিন্তার পর একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। সে অবস্থাতেও তিনি নিশ্চিন্ততার সুখ অনুভব করিতে পারিতেছেন না। তখনও তিলোত্তমা-সম্বন্ধীয় অস্পষ্ট উদ্বেগ তাঁহার হৃদয়ে ক্ষীণভাবে যাতায়াত করিতেছে।

সহসা সেই লৌহ-কারাগারের লৌহ-দ্বার ঘর্ঘর শব্দে খুলিয়া গেল। সে শব্দ জগৎসিংহের কর্ণে প্রবেশ করিল; কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে। সেই কঠোর কর্কশ শব্দ তাঁহার কর্ণে তিলোত্তমার সুমধুর মঞ্জীর-ধ্বনি বলিয়া উপলব্ধ হইল। তিনি নিদ্রাবশে মুদিত নয়ন দিয়া দেখিতে লাগিলেন, সেই প্রেমিকা পত্নী কুসুম-মালিকা হস্তে লইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন; যুবরাজ কহিলেন, "অসি ফেলিয়া দিয়াছি, তোমার কথা পালন করিয়াছি; আর মালা ছিন্ন হইবার কোনই আশঙ্কা নাই।"

উন্মুক্ত দ্বার দিয়া কারারক্ষক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং রাজপুত্রের শয্যা-সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া মৃদু-স্বরে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিল, "যুবরাজ!"

স্বর জগৎসিংহের কর্ণে প্রবেশ করিল; কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে। তিনি শুনিলেন, তিলোত্তমা বলিতেছেন, "প্রাণেশ্বর!"

রাজপুত্র উত্তর দিলেন, "হৃদয়েশ্বরি!"

কারারক্ষক আবার ডাকিল, "যুবরাজ!"

রাজপুত্র বলিয়া উঠিলেন, "যাই, যাই, ভয় কি?"

জগৎসিংহ উদ্বেগের সহিত শয্যা ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়

মান হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে কারারক্ষকের অপ্রিয়-দর্শন পুরুষ-মূর্ত্তি। কোথায় তিলোত্তমা? যে সুন্দরীর বিপদ্ হইয়াছে মনে করিয়া তিনি ধাবমান হইতেছিলেন, সে তিলোত্তমা কোথায়? জগৎসিংহ প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন; দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে করিলেন, 'হায়! স্বপ্নে সুখভোগ করাও অভাগার অদৃষ্টে নাই।' তিনি কাতরভাবে তথায় বসিয়া পড়িলেন। কারারক্ষক বিনীতভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

জগৎসিংহ হস্ত দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "প্রাতঃকালে তোমার কি সংবাদ কারারক্ষক?"

কারারক্ষক সবিনয়ে বলিল, "একজন সন্ন্যাসী, যুবরাজ কারাগারে প্রবেশ করার কিঞ্চিৎকাল পর হইতে নিয়ত রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিতেছেন।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "তাহার পর?"

কারারক্ষক বলিল, "আমরা সাহস করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে দিতে পারিতেছি না।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "তবে সে কথা আমাকে জানাইতেছ কেন?"

কারারক্ষক বলিল, "এক্ষণে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতেছেন, যদি তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে মহারাজ জানিতে পারিলে বিশেষ বিরক্ত হইবেন এবং রাজকার্য্যেরও বিশেষ অনিষ্ট হইবে।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা কি স্থির করিয়াছ?"

কারারক্ষক বলিল, "আমরা তাঁহাকে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়াই উচিত বলিয়া মনে করিয়াছি।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "তবে এ সকল কথা আমাকে শুনাইতেছ কেন?"

কারারক্ষক বলিল, "সেই সন্ন্যাসীকে আসিতে দেওয়ায় হয় তো যুবরাজ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এবং যুবরাজের মঙ্গল-জনক জানিয়া আমরা যে কার্য্য করিতেছি, তাহা হয় তো অমঙ্গলজনকও হইতে পারে।"

রাজপুত্র একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার যে অমঙ্গল চলিতেছে, তাহার অপেক্ষা গুরুতর অমঙ্গল আর কিছু দেখিতেছি না। যে কোন লোক আমার সহিত দেখা করিতে আসুক, তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই। তোমাদের আপত্তি না থাকিলে তোমরা যাহাকে ইচ্ছা আসিতে দিতে পার। আমার তাহাতে সন্তোষ ভিন্ন অসন্তোষের কোন কারণ নাই।"

কারারক্ষক প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। জগৎসিংহ একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, মুক্তির কোন আশা নাই। মহারাজ যখন যাবজ্জী কারার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন সে বাক্যের অন্যথা আ করিবে? শত সহস্র কারণ উপস্থিত হইলেও ম স্বয়ং কখনই স্বীয় বাক্যের অন্যথা করিতে পারিবে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ তিনি তাহা করিতে পারেন না। তাহা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পদ-গৌরব ও শক্তি সকলই ধিক্কৃত হইবে; তাঁহার প্রতাপ র যাইবে; তাঁহার ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা বি বিষয় হইবে।

তবে মুক্তির কি কোন উপায় নাই? তবে কি তঁ চিরদিন এইরূপে কারাগারে জীবনপাত করিতে হ এক উপায় আছে। বাদশাহ কৃপা করিলে সকলই পারে। তিনি যদি কৃপা করিয়া জগৎসিংহের সম্বন্ধে কূল আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে মহারাজ সিংহ, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, তাহার প্র করিবেন না। কিন্তু সে কার্য্য কে করিবে? দি বাদশাহ-দরবারে জগৎসিংহের আবেদন লই যাইবে? কাহার কথাই বা সেখানে কে শুনিবে? দরবারে উপস্থিত হইয়া জগৎসিংহের উপকার কে অগ্রসর হইবে?

কাতর ও অপ্রসন্ন-বদন এক সন্ন্যাসী-বেশ-ধারী অবনত-মস্তকে ধীরে ধীরে সেই কারাগারে প্রবেশ লেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র জগৎসিংহ চিনিতে পা এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন, "এ কি? আপনি কেমন করিয়া আসিলেন?"

আগন্তুক আমাদের সুপরিচিত অভিরাম স্বামী বলিলেন, "আমার এখানে অধিকক্ষণ থাকিবার হইবে না; সুতরাং সংক্ষেপে সকল কথা বলি তোমার এই দণ্ডের কথা যে দিন শুনিয়াছি, তাহ দিনই আমি গড়মান্দারণ ত্যাগ করিয়াছি। সেই আমি এইখানেই আছি।"

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "গড়মান্দারণের আপনি কিছু জানেন?"

অভিরাম বলিলেন, "জানি। সকলেই কুশলে তোমার জন্য সকলেই কাতর। তিলোত্তমার সীমা নাই।"

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "এখানে চলিয়া আ আপনি আর গড়মান্দারণের কোন সংবাদ পান

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "জানি। এক মা আমার আশ্রিত গজপতি এখানে আসিয়াছে।

নিকট বিমলার এক পত্র ছিল। সে পত্রে আমি সকলের শোকাকুল কাতরাবস্থার সংবাদ পাইয়াছি। তিলোত্তমা জীবিত আছে ; কিন্তু বড়ই ক্লেশে সে জীবনপাত করিতেছে,এ সংবাদও আমি পাইয়াছি। আমার চেষ্টায় অবশ্যই তোমার মুক্তি হইবে, এই আশায় সে প্রাণ ধরিয়া আছে।"

জগৎসিংহ কিয়ৎকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি এত দিন এখানে আছেন কেন ?"

"তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায়—তোমার মু[illegible] উপায়-চিন্তায়।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "প্রথম আশা সফল হইল কিরূপে ?"

অভিরাম বলিলেন, "প্রভূত পুরস্কারের দ্বারা কারারক্ষককে বশীভূত করিয়া অতি অল্প সময়ের নিমিত্ত সাক্ষাতের অনুমতি পাইয়াছি।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "দ্বিতীয় চেষ্টা সফল হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আপনি সে জন্য বৃথা ক্লেশ স্বীকার করিবেন না।"

অভিরাম স্বামী ঝুলির মধ্য হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন,"হতাশ হইও না, নিশ্চয়ই আমার দ্বিতীয় আশাও সফল হইবে। তুমি এই কাগজে সহি করিয়া দেও, আমি কালি-কলম দিতেছি। বাদশাহ-দরবারে আমাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না।"

জগৎসিংহ বলিলেন,"সে স্থানে চেষ্টা হইলে সফলতার আশা করা যাইতে পারে বটে ; কিন্তু সে কার্য্য কাহার দ্বারা সম্পন্ন হইবে ? আপনি কাহার সহায়তা লাভ করিয়াছেন ?"

অভিরাম বলিলেন, "যিনি এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার উদ্যমে ও উৎসাহে আমরা কার্য্য করিতেছি, যাঁহার অর্থব্যয় ও আগ্রহে আমরা সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেছি, তিনি সকলই করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করি।"

"কে তিনি ?"

অভিরাম বলিলেন, "নবাব-নন্দিনী আয়েষা।"

জগৎসিংহ বিস্ময় সহকারে বলিলেন, "আয়েষা! তাঁহার সাহায্য আপনি কিরূপে সংগ্রহ করিলেন ?"

অভিরাম বলিলেন, "আমাকে সংগ্রহ করিতে হয় নাই। তিনি তোমার মুক্তির জন্য জীবনান্ত করিতেও প্রস্তুত। তিনিই আমাদের নেত্রী ; তিনি এখন পাটনায় আছেন। তোমার আবেদন লইয়া তিনি হয় তো স্বয়ং দিল্লী গমন করিবেন। সেখানে সকল ব্যবস্থাই স্থির আছে। তোমার আবেদনপ্রাপ্তিমাত্র মুক্তির আদেশ হইবে, সন্দেহ নাই।"

জগৎসিংহ মনে মনে বলিলেন, "আয়েষা—চিরহিতৈষিণী আয়েষা! তোমার আয়াস নিশ্চয়ই সফল হইবে। তুমি এই অকৃতজ্ঞ নরাধমের জন্য এখানে আসিয়াছ, অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতেছ, এ ঋণ জন্মজন্মান্তরেও শোধ করিতে আমার সাধ্য নাই।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "প্রভো, আয়েষার সহিত এ অধমের সাক্ষাতের কোন উপায় হয় না কি ?"

অভিরাম বলিলেন, "উপায় হইলেও নবাব-নন্দিনী তোমার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষিণী নহেন। সাক্ষাৎ উভয় পক্ষেরই ক্লেশের হেতু বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। তোমার জন্য জীবন দিতে তিনি প্রস্তুত ; কিন্তু সাক্ষাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অপ্রবৃত্তি। অন্যান্য কথা সময়ান্তরে বলিব, এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া এই কাগজে নাম স্বাক্ষর কর।"

স্বামীর প্রদত্ত কালি-কলম লইয়া জগৎসিংহ কাগজে নাম স্বাক্ষর করিলেন। স্বামী সেই কাগজখণ্ড সযত্নে ঝুলির মধ্যে স্থাপন করিলেন।

প্রহরী ডাকিল, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, বড় দেরী হইতেছে ; এতক্ষণ থাকিবার কথা ছিল না।"

স্বামী বলিলেন, "যাই। যুবরাজ, আমাকে এখন বিদায় দাও। ভরসা করি, ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই শুভ সংবাদ বহন করিয়া পুনরায় সাক্ষাৎ করিব।"

জগৎসিংহ প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী বিদায় হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুত্রবধূ।

মহারাজ মানসিংহ স্বগণ সহ শ্রীক্ষেত্র হইতে পাটনায় প্রত্যাগত হইয়া নিয়মিত কর্ত্তব্য-পালনে নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়াছেন। যত লোক মহারাজের সহিত তীর্থ-দর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন, সকলেই প্রত্যাগত হইয়াছেন, অধিকন্তু আর একজন তাঁহাদের সংখ্যা বাড়াইয়াছেন। তিনি মহারাজের বড়ই আদর ও স্নেহভাজন রাজলক্ষ্মী।

মহারাজ আসিয়াছেন বটে ; কিন্তু কেন বলা যায়

না, তিনি চিত্তের অনেকখানি প্রসন্নতা উড়িষ্যার সমুদ্রে ফেলিয়া আসিয়াছেন অথবা জগন্নাথ-দেবের চরণে উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছেন।

মোগল-পাঠানে যে সন্ধি-বন্ধন করিয়া তিনি আপাততঃ কিছু দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, সে বন্ধন যে শীঘ্র ছিন্ন হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দোষ কাহার? মানসিংহ ও ওস্‌মান এতদুভয়ের মধ্যে সন্ধি-অবহেলন-সম্বন্ধে প্রযোজক কে? পাঠানগণই নিমিত্ত-কারণ হইবেন, সে বিষয়ে কোন ভুল নাই। পাঠানেরা বড়ই উদ্ধত ও অস্থির-মতি; সুতরাং তাহারা সন্ধির বন্ধনে দীর্ঘকাল বাধ্য থাকিবে না; এ কথা সকলেই সহজে বুঝিতে পারে। বিশেষতঃ ওস্‌মান খাঁর সাহস ও ভরসা যেমন অতুলনীয়, বীরত্ব ও দৃঢ়তাও সেইরূপ অদ্ভুত। এরূপ পুরুষ যে সম্প্রদায়ের নেতা, সে সম্প্রদায় কখনই এক অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া স্থির থাকিতে পারে কি? মানসিংহ অর্থাৎ মোগল-পক্ষ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সন্ধির নিয়ম পদ-দলিত করিয়া কলঙ্ক অর্জন করিবেন না, ইহা স্থির; সুতরাং দোষ থাকুক না থাকুক, সন্ধি অবহেলন সম্বন্ধে ইতিহাসে পাঠানেরাই অপরাধী হইয়া থাকিবেন।

তথাপি একটা কথা এ সময়ে মনে হয় না কি? মহারাজ মানসিংহ যে পত্র লিখিয়া উদ্ধত ওস্‌মানকে তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় রাজ্যের সীমান্তে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সমীচীন হইয়াছিল কি? পুরীতে সাক্ষাতের পর তিনি ওস্‌মানের সহিত যে ভাবে আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সুসঙ্গত হইয়াছিল কি? মহারাজ মানসিংহ আপন চিত্তে ইত্যাকার নানা প্রশ্নের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার মন প্রসন্ন নহে।

কুমার জগৎসিংহকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত তিনি কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি বীরের ন্যায় সুব্যবস্থাই করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহার এ অনুষ্ঠানে সমস্ত সৈন্য, নায়ক, সেনাপতি ও অধীনস্থ তাবৎ ব্যক্তির সমক্ষে তাঁহার কর্ত্তব্য-পরায়ণতা-বিষয়ক গৌরব সাতিশয় সংবর্দ্ধিত হইয়াছে; স্বয়ং বাদশাহ আকবরও তাঁহার এই বীরোচিত কার্য্য দেখিয়া মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সকলই উত্তম হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার প্রাণ কি প্রসন্ন হইয়াছে? উপযুক্ত বীর পুত্রকে যৌবনের অবশ্যম্ভাবী প্রবৃত্তি-বশ-

নিমিত্ত কারাদণ্ড-বিধান করিয়া পিতার উচিত
তিনি করিয়াছেন কি? তাঁহার হৃদয় সেই ক
আজ্ঞা প্রচার করার পর হইতেই কাতর হইয়াে
কিন্তু বাক্যে বা ব্যবহারে কাহারও নিকট সে ব
তিনি ব্যক্ত করেন নাই। মহারাণী উর্ম্মিলা এ
সাহসে ভর করিয়া সাশ্রু-নয়নে মহারাজার নি[illegible] জ
সিংহের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন; মহা
তাঁহাকেও সন্তুষ্ট করিয়া উঠিতে পারেন নাই; সুত
জগৎসিংহের কথা চাপা পড়িয়া রহিয়াছে।

কয়েকদিন পূর্ব্বে পুরীধামে নবাব ওস্‌মান
প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছিলেন। বিশেষ উদা
সহকারে তিনি সকল বিষয়ে হউক না হউক, অ
একটা বিষয়ে জগৎসিংহের নির্দ্দোষিতা সুস্পষ্টরূপ স
করিয়াছেন। জগৎসিংহ জ্ঞানতঃ না হইলেও ব
ওস্‌মান খাঁর প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দী। এরূপ শত্রু ব্যা
যে বিষয়ে দোষী নহেন, তাহা প্রকাশ করিবার
আয়াস স্বীকার করা নবাবের পক্ষে মহত্ত্বের পরাক
মহারাজ বুঝিয়াছিলেন, ওস্‌মান এ সম্বন্ধে বিশেষ ম
ভবতার পরিচয় দিয়াছেন।

নবাব-কন্যার প্রণয়-ব্যাপারে জগৎসিংহ
নিরপরাধ, অন্যান্য অনেক বিষয়েও সেরূপ হওয়া অ
নহে। জগৎসিংহ ধৃত ও কারাগারে প্রেরিত হইয়া
তাঁহাকে কোন বিষয়েই কোন প্রমাণ প্রয়োগ
আপনার নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করিবার
দেওয়া হয় নাই। সেরূপ সুযোগ দিলে যে যে ব্যা
ব্যাপারে তাঁহাকে দোষী মনে করা হইয়াছে, হয় তো
অনেকগুলির সঙ্গত মীমাংসা হইলেও হইতে প

এক দোষ অমার্জ্জনীয়। তিনি পিতার অজ্ঞা
বীরেন্দ্রসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।
অতিশয় গর্হিত হইলেও এ অপরাধে কারাদণ্ড
বিহিত হইতে পারে না। এইরূপ চিন্তার কালে
রাজের যৌবন-প্রারম্ভের এক প্রণয়কাহিনী মনে
হইল। মনে মনে একটু লজ্জা হইল।

চিন্তিত ও অসুস্থ-হৃদয় মানসিংহ উর্ম্মিলা
মন্দিরে গমন করিলেন। তিনি অন্তঃপুর-দ্বারে
হইবামাত্র উর্ম্মিলা হাসিভরা মুখে তাঁহার সম্মু
দিলেন। মহারাজ বলিলেন, "একাকিনী বসি
মহারাণি? তোমার রাজলক্ষ্মী কোথায়?"

মহারাণী বলিলেন, "আমার রাজলক্ষ্মী! ম
[illegible] রাজলক্ষ্মী আর তোমার কেহ নাই।"

মহারাজ বলিলেন, "সে কথা বলিতে পারিব না। রাজলক্ষ্মী আমার বড় আদরের সামগ্রী। আমি তাহাকে বড়ই স্নেহ করি। কোথায় রাজলক্ষ্মী?"

মহারাজ পর্য্যঙ্কের উপর প্রথমে বসিয়া পড়িলেন; তাহার পর শুইয়া পড়িলেন।

উর্ম্মিলা বলিলেন, "তুমি আসিতেছ, জানিতে পারিয়াই রাজলক্ষ্মী তোমার জন্য জল আনিতে গিয়াছে। মুখ-হাত ধোয়ার জল সে ঠিক করিয়া না দিলে তুমি যে রাগ কর।"

মান। কাজেই। দাসীগুলা জলে কতকগুলা গোলাপ আর কর্পূর মিশাইয়া একেবারে তিত করিয়া ফেলে। খাইবার জলে এত কেওড়া দেয় যে, তাহা খায় কাহার সাধ্য। রাজলক্ষ্মী সব ঠিক করিয়া দেয়; সে অন্তরের ভক্তির সহিত আমার যত্ন ও সেবা করে। আমি মেয়েটিকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।"

মহারাজার কথা শেষ হইবার একটু পূর্ব্বে রাজলক্ষ্মী জল লইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। কথার শেষভাগ শ্রবণ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারই কথা হইতেছে। লজ্জা ও আনন্দ মিশিয়া তাঁহার মুখের বড় শোভা করিয়া দিল।

মহারাণী বলিলেন, "মহারাজ রাজলক্ষ্মীকে ভাল-বাসিয়াছেন, ইহা তাহার পরম সৌভাগ্য; কিন্তু আমি যে কি করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি নিঃসন্তান; মহারাজের অনেক সন্তান আছে; তাহারা সকলেই আমাকে মা বলিয়া ভক্তি করে সত্য, কিন্তু রাজলক্ষ্মী আমাকে মা বলার পর হইতে তাহার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রাণের মমতা দেখিয়া তাহাকে গর্ভের সন্তান বলিয়াই জ্ঞান করিয়াছি। এমন মা হওয়ার সুখ আমি ইহার পূর্ব্বে আর কখন বুঝিতে পারি নাই।"

মহারাণীর নয়ন জল-ভারাকুল; কণ্ঠস্বর সংক্ষুব্ধ। মহারাজা বলিলেন, "রাজলক্ষ্মী বাস্তবিকই বড় স্নেহের সামগ্রী। তুমি যখন তাহাকে সন্তান জ্ঞান করিয়া সুখী হইয়াছ, তখন সর্ব্বপ্রকার সমাদরে তাহাকে আমাদের পরি[illegible]ভুক্ত করিয়া লওয়াই উচিত। আমি এখনই এ [illegible]য়ের সুব্যবস্থা করিব।"

[illegible]র্ম্মিলা বলিলেন, "কিরূপে তাহা হইবে মহারাজ?"

[illegible]রাজ বলিলেন, "কেন, রাজলক্ষ্মীর পিতা-মাতা ক[illegible] যাহাতে আমাদের নিকট থাকিতে দেন, তাহার[illegible]স্থা করিব।"

[illegible]রাণী বলিলেন, "আমার কথায় রাজলক্ষ্মীর আত্মীয়গণ সে বিষয়ে কোন আপত্তি করিবেন বলিয়া আমার বোধ হয় না।"

মহারাজ বলিলেন, "তবে আর উদ্বেগের বিষয় কি আছে?"

মহারাণী বলিলেন, "রাজলক্ষ্মীকে কাছে রাখাও যেমন দরকার, তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করাও সেইরূপ আবশ্যক। রাজলক্ষ্মী রূপে গুণে এমন অতুলনীয়া হইলেও এক বিষয়ে বড় অভাগিনী। উহার স্বামী উহাকে গ্রহণ করে না।"

"কেন?"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "স্বামী উহাকে আদর করিয়া বিবাহ করিয়াছেন, যত্ন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এখন বলেন, পত্নী নীচবংশীয়া, সুতরাং গ্রহণের অযোগ্যা।"

মানসিংহ বলিলেন, "কেন, বংশগত কোন দোষ আছে না কি?"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "আমি যতদূর জানি, তাহাতে বিশেষ কোন দোষ আছে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু যদিই কোন দোষ থাকে, তাহাতে এ কন্যার অপরাধ কি? রাজলক্ষ্মী যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপা, তাহাতে সন্দেহ নাই। দোষের কথা তুলিয়া এখন এই গুণবতী পত্নীকে পরিত্যাগ করা স্বামীর পক্ষে অধর্ম্ম হইতেছে না কি?"

মানসিংহ বলিলেন, "নিশ্চয়ই স্বামীর এখন এ বিবেচনা অতি গর্হিত ও অধর্ম্মজনক। কোন কারণেই এখন এ গুণবতী পত্নীকে কষ্ট দেওয়া স্বামীর ও তাঁহার আত্মীয়গণের উচিত কার্য্য হইতেছে না। রাজলক্ষ্মীর স্বামী কে? সে কি করে?"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "সে মহারাজার অধীনস্থ একজন সৈনিক। মহারাজ কৃপা করিলে রাজলক্ষ্মীর এই কষ্ট অনায়াসেই দূর করিতে পারেন।"

মানসিংহ বলিলেন, "আমার অধীনস্থ সৈনিক! তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ইহার সুব্যবস্থা করিব। সে যাহাতে সমাদরে পত্নীকে গ্রহণ করে, তাহার আত্মীয়-বন্ধুগণ যাহাতে রাজলক্ষ্মীকে সম্মান করে, আমি তাহার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিব। তুমি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু তাহার পর আমাদের কি হইবে? রাজলক্ষ্মীকে উহার স্বামী গ্রহণ করিলে তোমার নিকট সে তো আর থাকিবে না; তোমার মা হওয়ার সুখ তো ঘুচিয়া যাইবে।"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "কেন মহারাজ! তোমার কৃপায়

সকলই সুখময় হইবে। সে সৈনিক আমাদের নিকটেই থাকিবে, কন্যাও আমার কাছে থাকিবে। কন্যার মুখে আমি হাসি দেখিব; যাহাকে ভালবাসি,তাহার সুখে সুখী হইব; সমস্ত দিন রাজলক্ষ্মী মহারাজের পরিচর্য্যা করিবে; আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। মহারাজ, তুমি ন্যায়-বান্, পরম ধার্ম্মিক। তুমি দয়া করিয়া রাজলক্ষ্মীর এই দুঃখ দূর করিবে না কি? তোমার চরণাশ্রিতা দাসীর এই করুণ-প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে না কি?"

মহারাণীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। মানসিংহ অতীব আদরে ঊর্ম্মিলার হস্ত ধারণ করিলেন;—বলিলেন, "মহা-রাণি,আমি নিশ্চয়ই তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব। কোন প্রকার আপত্তি বা প্রতিবাদ আমি শুনিব না। তোমার অনুরোধে রাজলক্ষ্মীকে সুখী করিবার নিমিত্ত আমি কোন কর্ম্মই অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিব না। ইহাতে যদি লোক-সমাজে বা সাধারণের চক্ষুতে আমাকে হীন বা ঘৃণিত হইতে হয়, তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব না।"

তখন মহারাণী ঊর্ম্মিলা গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া মহা-রাজের চরণে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "তবে মহারাজ, তোমার পুত্রবধূ গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞার সম্মান রক্ষা কর।"

তৎক্ষণাৎ গলদশ্রুনয়নে রাজলক্ষ্মী আসিয়া মহারাজার চরণ-সমীপে নিপতিত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মানসিংহ সবিস্ময়ে কহিলেন, "আমার পুত্রবধূ! সে কি কথা মহারাণি?"

ঊর্ম্মিলা করযোড়ে কহিলেন, "হাঁ মহারাজ, রাজলক্ষ্মী যুবরাজ জগৎসিংহের বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী।"

মহারাজ বলিলেন,"রাজলক্ষ্মী তবে কি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা? না না,—সে কন্যার নাম যে তিলোত্তমা।"

ঊর্ম্মিলা বলিলেন, "এই রাজকুল-বধূর নামই তিলোত্তমা।"

মহারাজ অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "শুন মহিষি! তোমার কাতর প্রার্থনার আমি অবমাননা করিব না। আমার বাক্যের আমি অন্যথা করিব না। তিলোত্তমা পুত্রবধূ হইবার যোগ্য-পাত্রী সন্দেহ নাই। আমি ইঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করি-লাম। তুমি তিলোত্তমার নিমিত্ত আজি হইতে রাজমহি-ষীর ন্যায় সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দেও। অতঃপর নববধূ তোমার নিত্যসঙ্গিনী হইলেন।"

করিয়া মস্তকে স্থাপন করিলেন এবং একটু দূরে অ
মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহারাণী ঊ
মহারাজের চরণ-সান্নিধ্য হইতে দূরে আসিয়া উ
প্রণাম করিলেন এবং কহিলেন, "দাসী চিরদিনই
রাজের করুণা লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতেছে। অ
এই অনুগ্রহ দাসীর জীবনের চিরস্মরণীয় ঘটনা।"

মানসিংহ বলিলেন, "মা রাজলক্ষ্মি, এখন তুমি
আমার মা। মার কাজ কর; আমাকে
খাইতে দেও মা।"

তিলোত্তমা আহার্য্যের ব্যবস্থা করিতে
করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আয়েষা।

পাটনায় প্রত্যাগমনের কয়েকদিন পরে মহ
গুপ্তচরের নিকট সংবাদ পাইলেন, পাটনায় এক স
শালী পাঠানের ভবনে নবাব কতলু খাঁর কন্যা অ
অতিথিভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। মহারাজ
ভাবে এ সংবাদ আলোচনা করিলেন; কিন্তু ইহাতে
বিপদের সম্ভাবনা আছে বা এজন্য কোন সাবধান
প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। উ
পাঠানদিগের সহিত তাঁহারা সন্ধি-বদ্ধ; সুতরাং সে
কার সামান্য বা অসামান্য যে কোন লোক পাটনায়
দিল্লীতেও স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে। ই
আপত্তির কোন কারণ নাই। তবে যদি নবাব-
প্রকাশ্যরূপে সুবেদারকে সংবাদাদি প্রদান করিয়া অ
তেন, তাহা হইলে মানসিংহকে তাঁহার যথারীতি
র্থনা, তাঁহার সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টি, তাঁহার
জনীয় দ্রব্যাদি-প্রাপ্তির ব্যবস্থা এবং তাঁহার কুশল
গ্রহণাদি করিতে হইত। কিন্তু তিনি যখন সে
আইসেন নাই, তখন সে সম্বন্ধেও মানসিংহের
কর্ত্তব্য নাই।

অনেক পাঠান কার্য্য-সূত্রে পাটনায় বাস কে
অনেকেরই অবস্থা উন্নত এবং অনেকেই বিশেষ
শালী। ভারতে মোগল-পাঠানের বিবাদ অনেক

সিংহাসন পাঠানদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছে। দাউদ খাঁ বাঙ্গালা দেশের সিংহাসন হারাইয়া উড়িষ্যায় পলাতক হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার পাঠানগণ এখনও স্বাধীনতার নিমিত্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রহিলেন ; কিন্তু বাঙ্গালা দেশের পাঠানেরা অনেক দিন আপনাদের অপ্রতিবিধেয় নিয়তির অধীনতায় ঘাড় পাতিয়া দিয়াছে। বঙ্গদেশের পাঠানগণ মনের মধ্যে যাহাই হউক, বাহে মনের অসন্তোষাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন ; সুতরাং আয়েষার গুপ্ত আগমনে বা তাঁহার পাঠানগৃহে অবস্থানে মানসিংহ সন্দেহের কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না।

সপ্তাহ পরে এক ভয়ানক সংবাদ উপস্থিত হইয়া মানসিংহের সমস্ত শান্তি ধ্বংস করিয়া দিল। নবাব ওসমান খাঁ পুরী আক্রমণ করিয়াছেন ; মহারাজ রামচন্দ্র দেব পলাতক হইয়াছেন।

সংবাদ সত্য। ওসমান খাঁ যে সন্ধি-বন্ধনে প্রথম হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, এ কথা আমরা জানি। মানসিংহের কোন কোন ব্যবহারে যে তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, ইহাও আমরা জানি। তিনি অগ্রজ সোলেমানের সহিত পরামর্শ করিলেন। সেই বিলাস-প্রমত্ত ও ভোগ-সুখ-নিরত যুবাও আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিতান্ত উত্তেজিত হইলেন। সন্ধিভঙ্গ করাই তাঁহারও অভিপ্রায় হইল। মানসিংহ চলিয়া আসার অত্যল্প কাল পরেই তাঁহারা পুরী আক্রমণ করিলেন।

ওসমানের উদ্ধত ভাব মানসিংহকে বড়ই বিরক্ত করিয়াছিল। এককালে পাঠানগণকে পদদলিত ও নিষ্পেষিত করিতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল। তিনি স্বয়ং যুদ্ধার্থে উড়িষ্যা-যাত্রা করিবেন, স্থির করিলেন। সৈন্য ও সেনাপতিগণকে অবিলম্বে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত আদেশ প্রচারিত করিলেন।

পাঠানদিগকে, বিশেষতঃ ওসমানকে নিগৃহীত ও মর্ম্মপীড়িত করিবার এক সহজ উপায় মানসিংহের মনে পড়িল। তিনি স্থির করিলেন, নবাব-তনয়া আয়েষা সমস্ত নবাব-পুরীর অতিশয় আদরের সামগ্রী। বিশেষতঃ তিনি নবাব ওসমান খাঁর প্রণয়পাত্রী। তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ওসমান খাঁ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িবেন। সময়ে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতেই হইবে, অধিকন্তু তাঁহাকে নির্য্যাতন করিবার এরূপ সহজ ও করতলগত উপায় ত্যাগ করিতে মহারাজের ইচ্ছা হইল না।

আয়েষা যাঁহার ভবনে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার নাম তাজ খাঁ। তাজ খাঁ কতলু খাঁর কাশ্মীরী বেগমের ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত ব্যক্তি। সেই সম্পর্কে তাজ খাঁ ও তাঁহার পত্নী কখন কখন নবাব কতলু খাঁর ভবনে যাতায়াত করিতেন ; এই সূত্রে আয়েষার সহিত তাঁহাদের সাতিশয় আত্মীয়তা ঘটিয়াছিল। যাহাতে আয়েষা কখন না কখন পাটনায় তাঁহাদের ভবনে আগমন করেন, এজন্য তাজ খাঁর স্ত্রী অনেক চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। বহু দিনের চেষ্টার পর এবার সহসা আয়েষা স্বয়ং পত্র লিখিয়া এবং সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করিয়া পাটনায় আসিয়াছেন। অতি সমাদরে তাজ খাঁ ও তাঁহার পত্নী নবাব-নন্দিনীকে গৃহে আনিয়াছেন। বড় আনন্দে তাঁহাদের দিন কাটিতেছে।

সহসা সন্ধ্যার পর মোগল সৈন্যেরা তাজ খাঁর ভবন ঘিরিয়া ফেলিল। তিনি কোনই সংবাদ জানিতেন না ; সুতরাং এরূপ নিগ্রহের কোনই কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। অবরোধকারী সৈনিকগণ এতদ্বিষয়ক প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারিল না। তখন তাজ খাঁ কাতরভাবে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রক্ষিগণ সে প্রার্থনা-পূরণে সম্মত হইল।

পরদিন প্রাতে প্রহরি-বেষ্টিত তাজ খাঁ বঙ্গ-বিহারের সুবেদারের সম্মুখীন হইয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার ভবনে কতলু খাঁর কন্যা অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে অবরুদ্ধ করাই মোগলদিগের প্রয়োজন। যদি তাজ খাঁ নবাব-নন্দিনীকে মোগলদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ভবন প্রহরি-মুক্ত হইবে। পাঠান তাজ খাঁ এ প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তিনি ব্যবসায়ী ব্যক্তি ; সতত তাঁহার ভবনে বহুলোকের যাতায়াত হইয়া থাকে। তাহা বন্ধ হইলে তাঁহার এবং অন্যান্য অনেকের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইবে, এ কথা মহারাজের গোচর করা হইল। আয়েষাকে হাতে না পাইলে মহারাজ কোন কথাই শুনিতে সম্মত হইলেন না। এ কথা মহারাজ বুঝাইয়া দিলেন, নবাব-তনয়ার প্রতি কোন প্রকার অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে না, তাঁহার পদ-মর্য্যাদার অনুরূপভাবে তাঁহাকে অবরুদ্ধ রাখা হইবে। তাজ খাঁ জান ছাড়িতে কবুল, তথাপি তাঁহার গৃহাগত নবাব-নন্দিনীকে ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক হইলেন। অগত্যা প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া তাজ খাঁ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

আয়েষা সকল সংবাদ জানিতে পারিলেন। তিনি তাজ খাঁর সঙ্গে আসিয়া মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা করিলেন। সময় ও স্থান স্থির হইল। যথাসময়ে

দুই জন বাঁদী ও তাজ খাঁ সহ আয়েষার প্রহরি-বেষ্টিত শিবিকা নির্দ্দিষ্ট ভবনে প্রবেশ করিল। নির্ভীক ও অসঙ্কুচিত-ভাবে আয়েষা মানসিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

মানসিংহ দেখিলেন, সজীব দেব-মূর্ত্তি সগৌরবে আপনার শোভা ও মহিমা বিলাইতে বিলাইতে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি নিকটস্থ হইলে মানসিংহ বলিলেন, "মা, তুমি আমার কন্যা। আমি তোমাকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে কষ্ট দিতে বাধ্য হইতেছি। আমি তোমাকে কন্যা বলিয়াছি, অতএব যাহা তোমার বলিবার থাকে, তুমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পার।"

আয়েষা বলিলেন, "পিতা, আপনি আমাকে অবরুদ্ধ করিবেন স্থির করিয়াছেন। পিতার অবরোধে কন্যা কিয়ৎকাল বাস করিলে অসঙ্গত হয় না। আমি সন্তুষ্টচিত্তে আপনার অবরোধে বাস করিব। এ সম্বন্ধে আমার বলিবার কোন কথাই নাই।"

মানসিংহ বলিলেন, "তোমার বলিবার কোন কথা না থাকিতে পারে; কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা করিবার অনেক কথা আছে। তুমি তাহার সত্য উত্তর প্রদান করিলে সুখী হইব।"

আয়েষা বলিলেন, "আয়েষার জীবনে প্রচ্ছন্ন করিবার ঘটনা কিছু নাই; সুতরাং মিথ্যা বলিবার কোন প্রয়োজন হয় না; আপনি যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

মানসিংহ বলিলেন, "তুমি আত্মীয়স্বজনের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যা হইতে পাটনায় কেন আসিয়াছ?"

আয়েষা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সত্যকথাই বলিব। আপনার পুত্র কুমার জগৎসিংহকে কারামুক্ত করিবার বাসনায় আমি এখানে আসিয়াছি।"

মানসিংহ পুত্রের মুক্তির জন্য একটু ব্যাকুল হইয়াছেন; বাহ্যে তাহা ব্যক্ত না করিলেও অন্তরে তিনি তাহার উপায় চিন্তা করিতেছেন; কিন্তু কোন উপায়ই তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন না। এক্ষণে সহজে সদুপায় উপস্থিত হইতেছে জানিয়া তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন;—বলিলেন, "তাহার জন্য কি উপায় তুমি অবলম্বন করিয়াছ?"

আয়ে। বাদশাহের নিকট যুবরাজের পক্ষ হইতে আবেদন-প্রেরণ।

[illegible]

বাদশাহের নিকটে তুমি কেন আবেদন প্রেরণ [illegible] চেষ্টা করিতেছ?

আপনার দ্বারা এ সম্বন্ধে কোন উপকার হইবে না। আপনি স্বয়ং প্রকাশ্য দরবারে অপরাধী স্থির যুবরাজের প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করিতে আপনার ইচ্ছা [illegible] না সেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অম্বর সর্ব্বত্র সমাদৃত নাম নিতান্ত অবজ্ঞার বস্তু। মহ প্রকৃত মর্য্যাদা আমরা জানি বলিয়াই রাজপুত্রের দন তাঁহার পিতার নিকটে উপস্থিত না করিয়া, অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিবার করিয়াছি।"

এ উত্তরে মহারাজ পরিতুষ্ট হইলেন;—[illegible]লেন, "আবেদন প্রস্তুত ও প্রেরিত হইতে বিলম্ব

আয়েষা বলিলেন, "আবেদন প্রস্তুত ও স্ব[illegible] হইয়া প্রেরিত হইয়াছে। বোধ হয়, আবেদন এ[illegible] প্রয়াগ ছাড়াইয়া গিয়াছে।"

মান। আবেদনে কারাবদ্ধ জগৎসিংহের স্বা[illegible] করা হইয়াছে কি?

আয়ে। না মহারাজ, কারাবদ্ধ জগৎসিংহ স্ব[illegible] মর্ম্ম বুঝিয়া সে আবেদনে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন

মান। কারাগারে তাহার নিকট আবেদন [illegible] কিরূপে?

আয়ে। সে জন্য আমাকে একটু কষ্ট পাইতে ছিল। কারারক্ষকদিগকে অনেক ঐশ্বর্য্য-প্রদানে দেখাইয়া হস্তগত করিতে হইয়াছে।

মান। বুঝিলাম, তুমি অতি বুদ্ধিমতী ও কার্য্য কিন্তু প্রধান ব্যাপারের তুমি কি ব্যবস্থা করিয়াছ শাহ-দরবারে এ আবেদন উপস্থিত হইবে সন্দেহ।

আয়েষা বলিলেন, "মহারাজ, সে বিষয়ের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবেদন যেমন উপস্থিত তেমনই বাদশাহের হস্তগত হইবে এবং তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রদত্ত হইবে, তদ্বিষয়ে আমার কোনই নাই।"

মানসিংহ বলিলেন, "তোমার উদ্দেশ্য কি তুমি এই অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ জানিতে পারা আমার আবশ্যক।"

আয়েষা অবনত-মস্তকে চিন্তা করিতে লা[illegible]

[illegible]

মহারাজ বলিলেন, "বুঝিতেছি, এ প্রশ্নের উত্তর তুমি সহসা দিতে ইচ্ছা করিতেছ না। আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে আর প্রশ্ন করিব না। তুমি কোন দিন কারাগারে জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ কি ?"

"না।"

"তোমার কোন সংবাদ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছ কি ?"

"না।"

"তোমার যত্নে জগৎসিংহ মুক্ত হওয়ার পর নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে ?"

"না।"

আয়েষার প্রণয়-ঘটিত কোন ব্যাপারই মহারাজের অবিদিত ছিল না। এক্ষণে তিনি বুঝিলেন, এই অসামান্যা নারী বাস্তবিকই জগৎসিংহের প্রতি অসামান্যা প্রণয়ানুরাগিণী। কিন্তু ইনি জ্ঞাত আছেন, জগৎসিংহের অন্তরে ইঁহার সম্বন্ধে অনুরূপ অনুরাগ নাই। এই জন্যই এই নবীনা এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, তাঁহার মুক্তির পরও সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করেন না। এই অলোকসামান্যা নারী নিতান্ত মনঃপীড়া ভোগ করিতেছেন বলিয়া মানসিংহের মনে হইল। পুত্রের মুক্তির পর এই নারীর মানসিক ক্লেশ বিদূরিত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে তিনি সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন।

কথাটা আর একটু পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে মানসিংহ বলিলেন, "জগৎসিংহ অকৃতজ্ঞ ও নরাধম। তুমি তাহার জন্য এত আয়াস স্বীকার কেন করিতেছ ?"

আয়েষা নীরব অধোমুখ—চিন্তাকুল।

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "কেন মা, তুমি আমার এ সামান্য প্রশ্নের উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হইতেছ ?"

আয়েষা বলিলেন, "মহারাজ, কাষ্ঠ-খণ্ডকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কেন পরের প্রয়োজনে আপনি পুড়িয়া মরে। জগৎসিংহ অকৃতজ্ঞ নহেন—নরাধমও নহেন। তিনি একান্ত ধর্ম্ম-পরায়ণ মহাপুরুষ।"

মানসিংহ বলিলেন, "মা আয়েষা, তুমি রমণীরত্ন; তোমাকে সুখী করিবার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিব।"

আয়েষা বলিলেন, "অতি প্রগল্‌ভার ন্যায় আমাকে মহারাজের ন্যায় ব্যক্তির সমক্ষে অনেক কথা কহিতে হইয়াছে; কিন্তু আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এত কথা কহি নাই। দায়গ্রস্ত হইয়া মহারাজের আজ্ঞায় এবং পাছে প্রশ্নের উত্তর না দিলে আপনি বিরক্ত হন, এই ভয়ে আমার রসনা লজ্জাহীনার ন্যায় অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। আমি মহারাজের চরণে এ জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।"

মানসিংহ বলিলেন, "আয়েষা, রাজনৈতিক প্রয়োজনে নিতান্ত দুঃখের সহিত তোমাকে আমি কিছু দিন আবদ্ধ রাখিব, ইহাই আমার প্রথম সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু মা, তোমাকে দেখিয়া, তোমার সহিত কথা কহিয়া, আমার মনে আরও অনেক সাধ হইয়াছে। সে কথা এখন থাকুক। পাঠানদিগের সহিত উড়িষ্যায় যুদ্ধ উপস্থিত। আমাকে কল্যই উড়িষ্যায় যাইতে হইবে। যুদ্ধের অবসানকাল পর্য্যন্ত তোমাকে আমাদিগের নিকট থাকিতে হইবে। এ যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার কোন বক্তব্য আছে ?"

"কিছু না। যুদ্ধ, সন্ধি, শাসন, পালন রাজার কার্য্য। আমরা স্ত্রীজাতি, তাহার কিছুই জানি না; আমরা সে সম্বন্ধে কথা কহিব কেন ?"

মান। নবাব ওস্‌মানকে এ সম্বন্ধে তুমি কোন কথা জানাইতে চাহ ?"

"না। নবাব একজন তেজস্বী, সাহসী, বীর। তিনি যে বুদ্ধির বশে যে কার্য্যে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে কোন পরামর্শ প্রদান করিতে অগ্রসর হওয়া আমার মত লোকের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত সাহস। তাঁহার কার্য্যের পরিণাম ও ফলাফল তিনি অবশ্যই বুঝিয়াছেন এবং সে জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।"

মানসিংহ কহিলেন, "আপাততঃ তোমাকে এই ভবনেই থাকিতে হইবে। আমার মহিষী উর্ম্মিলা দেবী তোমার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিবেন; কোন বিষয়েই তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। আমি যুদ্ধান্তে আসিয়া পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অদ্য আমি বড় ব্যস্ত; এক্ষণে বিদায় হই। তুমি তাজ খাঁকে গৃহে প্রেরণ কর।"

মহারাজ প্রস্থান করিলেন। তাজ খাঁ গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার ভবন প্রহরিযুক্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরাজয়।

উড়িষ্যায় বিষম সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পাঠানগণ সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পুরী আক্রমণ করিয়াছেন।

রাজা রামচন্দ্র দেব যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেন না; সুতরাং সহজেই পুরী পাঠানদিগের করকবলিত হইয়াছে। রামচন্দ্র পুরী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং মহারাজ মানসিংহের নিকট সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করিয়া নিশ্চন্ত হইয়াছেন।

মহারাজ মানসিংহ বিশেষ আয়োজন সহকারে উড়িষ্যায় যাত্রা করিলেন। বর্দ্ধমান হইতে সৈয়দ খাঁও যথেষ্ট সৈন্যাদি লইয়া উড়িষ্যার দিকে ধাবিত হইলেন। একে সন্ধি-অবহেলন-জনিত ক্রোধ, তাহার পর হিন্দুর প্রধান তীর্থ পুরুষোত্তম আক্রমণ; অধিকন্তু ওস্মানের নিতান্ত উদ্ধত ব্যবহার। মানসিংহ পাঠানকুলের সর্ব্বনাশ করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন।

পাঠানগণও উদ্‌যোগের কোন ত্রুটি করেন নাই। ধারপুরের যুদ্ধবিজয়ী নবাব ওস্মান খাঁ জানিতেন যে, সন্ধিভঙ্গ হইবামাত্র যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তিনি অনেক দিন হইতেই যুদ্ধের আয়োজন করিয়া আসিতেছিলেন এবং যুদ্ধার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলেন।

যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসে বর্ণনীয়; তাহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। এ স্থলে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় বাক্য মাত্র বিন্যস্ত হইতেছে।

বনপুরের নিটক মোগল-পাঠানের প্রথম সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে তুমুল যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। পাঠানগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক হস্তী লইয়া গিয়াছিলেন। সেই হস্তিসমূহকে তাঁহারা সম্মুখে স্থাপন করিলেন। মোগলেরা অনেক কামান লইয়া আসিয়াছিলেন। কামানের ঘোর গর্জ্জন শুনিয়া এবং কোন কোন হস্তী কামানের গোলা দ্বারা আহত হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল এবং নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। রক্ষকেরা করিকুলকে কোন ক্রমেই স্থির রাখিতে পারিল না। তাহারা অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পশ্চাতের সৈন্য-সমূহকে দলন করিতে করিতে চারিদিকে ধাবিত হইল। সমরক্ষেত্রের পুরোভাগে হস্তি-স্থাপনরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা হেতু পাঠান-সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং অনেকে হস্তিপদতলে প্রাণত্যাগ করিল।

তথাপি দুর্দ্ধর্ষ পাঠানগণ পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু প্রথমেই উদ্যমহীন হওয়ায় তাহারা হতোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। বিষম যুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু শেষে পাঠানদিগকে পরাজিত হইতে হইল।

বনপুরে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধের নিমিত্ত বনপুর-ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। বনপুরের যুদ্ধে জয়লা[ভ করিয়াও] মোগল-পক্ষ-নেতা মহারাজ মানসিংহ সহজে ক্ষান্ত [হইলেন] না। উড়িষ্যা হইতে পাঠান-প্রাধান্য তিরোহিত [করাই] তাঁহার সঙ্কল্প। তিনি দুর্গের পর দুর্গ এবং নগ[রের পর] নগর আক্রমণ করিতে লাগিলেন। জলেশ্বর [...] মোগলদিগের অধীন হইল। অন্য-দুর্গেও [...] বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতে লাগিল।

মোগলগণ স্বর্ণগড়-দুর্গও আক্রমণ করিলে[ন ...] স্থানে পাঠানগণ ভীষণ রণরঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন [...] শের রক্ষা করিতে পারিলেন না। কোন যুদ্ধে [...] দের সুবিধা হইল না। স্বর্ণগড় মোগলদিগের [...] হইল।

অগত্যা ওস্মানকে পরাজয় স্বীকার করিতে [...] নবাব সোলেমান ও নবাব ওস্মান সর্ব্বতোভাবে [...] বরের অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং করদরূ[পে] গণিত হইলেন। উড়িষ্যা সম্পূর্ণরূপে মোগল-[...] অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গেল।

যথাসময়ে উড়িষ্যা-বিজয়ের সংবাদ বাদশাহে[...] করা হইল। এই শস্য-শালী প্রদেশ বহু দি[ন ...] মোগলদিগের নানাপ্রকার উদ্বেগ ও অশান্তি[র ...] হইয়াছিল; এক্ষণে ইহা সর্ব্বতোভাবে মো[গলের] অধীনতা-পাশে বদ্ধ হওয়ায় সম্রাট্ আকবরের [...] সীমা থাকিল না। মহারাজ মানসিংহ অতঃপর [...] বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার নামে পরিচিত [...] রামচন্দ্র দেব প্রভৃতি উড়িষ্যার নিরীহ পূর্ব্ব[...] অবিচলিত-চিত্তে মোগলদিগের পক্ষাবলম্বন কা[...] বলিয়া সম্রাট্ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা ও পদ-গৌ[রব] রাখিলেন।

হতাশ ওস্মান মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। [...] নতি ঘটিবে, ইহা তিনি একবারও মনে ক[রেন ...] এই যুদ্ধোদ্যমের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার চিত্ত [...] দুশ্চিন্তায় ও যন্ত্রণায় অসন্তোষের নিকেতন [...] যুদ্ধারম্ভের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে আয়েষা নবাব-পু[রী] প্রস্থান করিয়াছেন। ওস্মানকে আয়েষা [...] দেখুন না কেন, তিনি যে ওস্মানের সকল [...] সকল উৎসাহের এবং সকল অধ্যবসায়ের উ[...] সন্দেহ নাই। সেই আয়েষার সহিত ওস্মান [...] হইতে একত্র ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া আসিতে[...] এক সঙ্গে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া [...] আয়েষার প্রতি তাঁহার ভালবাসা সীমাশূন্য [...]

সেই আয়েষা পুরী পরিত্যাগ করিয়াছেন ; সঙ্গে সঙ্গে ওস্‌মানের উৎসাহ ও ভরসা বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ অসন্তুষ্ট, হতাশ ও চিন্তাকুল চিত্ত লইয়া ওস্‌মান যাহা করিলেন, তাহাতেই বিরুদ্ধ ফল ফলিল। ওস্‌মান অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অগ্নিকাণ্ড।

অভিরাম স্বামী কারাবাসী রাজপুত্রের মুক্তির নিমিত্ত আবেদনাদি লইয়া দিল্লীযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আর পাঁচ জন রক্ষী গিয়াছে। সকলেই অশ্বারোহণে গমন করিয়াছেন। নানা স্থানে নানা ব্যক্তিকে উৎকোচ দিবার প্রয়োজন হইবে ; বাদশাহ-দরবারে আবেদন স্থাপন করিবার উপায় করিতে হইলে বহু অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে ; আয়েষা সে জন্য অভিরাম স্বামীর হস্তে প্রভূত ধন-রত্ন প্রদান করিয়াছেন।

নবাব-নন্দিনী আয়েষা আরও অনেক সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বাদশাহ-দরবারে ও অন্তঃপুরে অনেকের সহিত আয়েষার পরিচিত হইবার উপায় ছিল। অনেক অতীত কথা স্মরণ করাইয়া অনেককে তিনি লিপি লিখিয়াছেন। অধিকন্তু মানসিংহের ভগ্নী, সুতরাং জগৎসিংহের পিতৃস্বসার নিকটও একখানি বিনীত পত্র লিখিয়া তাঁহার কৃপালাভের নিমিত্ত প্রার্থী হইয়াছেন। যত পত্র আয়েষা লিখিয়াছেন, তত্তাবৎই যথাস্থানে উপনীত হইলে অভীষ্ট ফল-প্রাপ্তি সহজ হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। উদ্‌যোগ ও অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয় নাই।

কয়েক দিনমাত্র বিলম্ব করিয়া আয়েষা স্বয়ং দিল্লীযাত্রা করিবেন, এরূপও স্থির থাকিল। সম্ভবতঃ তাঁহার দিল্লী-গমনের পূর্ব্বেই অভিরাম স্বামী কার্য্যোদ্ধার করিয়া প্রত্যাগত হইবেন, অনেকের মনেই এইরূপ ভরসা হইল। সহসা মহারাজ মানসিংহের ব্যবস্থায় আয়েষাকে পাটনায় বন্দিনী হইয়া থাকিতে হইল। মানসিংহ যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়া বিব্রত ; সুতরাং আয়েষার মুক্তির সম্প্রতি কোন আশা নাই। কিন্তু ইহাতেও আয়েষার অসন্তোষ বা উদ্বেগ নাই ; কেন না, তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির অনুকূল অনুষ্ঠান সমূহ সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি অবরুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি আজীবন বন্দিনী থাকিতেও কাতর নহেন। জগৎসিংহের কর্ম্মময়, উৎসাহময় ও আনন্দময় জীবন অন্ধকার কারাগারে নষ্ট হইতেছে ; যদি সেই বীরকে মুক্ত করিবার জন্য চিরদিন তাঁহার স্থানে থাকিতে হয়, তাহা হইলে আয়েষা হাসিতে হাসিতে এখনই তাহাতে প্রস্তুত।

পঞ্চম দিনে অভিরাম স্বামী ও তাঁহার সঙ্গী বীরপঞ্চকে বহন করিয়া অশ্ব সমূহ কানপুরে উপনীত হইল। তথায় যাইয়া অভিরাম জ্ঞাত হইলেন, বাদশাহ বাহাদুর তখন আগ্রায় আছেন। এ সংবাদে তিনি তুষ্ট হইলেন। আর দুই দিনে তিনি আগ্রায় উপনীত হইতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করিলেন। বিধাতা অনুকূল হইয়াছেন ; সকল বিষয়েই সুবিধা হইয়া আসিতেছে বুঝিয়া তিনি হৃষ্ট হইলেন।

এই সম্প্রদায় যখন কানপুরে উপনীত হইলেন, তখন অপরাহ্নকাল। অশ্বসমূহ নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং অশ্বারোহিগণও ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর। অভিরাম স্বামী বাজারের পার্শে প্রান্তরমধ্যে এক বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে সে দিনকার মত আশ্রম সন্নিবেশ করিবেন স্থির করিলেন। অশ্বারোহিগণ অবতরণ করিয়া দূরে আর এক বৃক্ষমূলে পশুদিগকে বন্ধন করিল। অভিরাম স্বামী আপনার স্কন্ধস্থিত চর্ম্ম খুলিয়া বৃক্ষতলে একদিকে পাতিয়া বসিলেন। জগৎসিংহের আবেদন, আয়েষার লিখিত পত্রসমূহ এবং তাঁহার প্রদত্ত ধন-রত্ন এক স্থূল উত্তরীয়-বস্ত্রে সুন্দররূপে বাঁধিয়া তিনি বক্ষোদেশে জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। অতি-সাবধানতার সহিত তিনি সেই সকল পদার্থ লইয়া আসিতেছেন। এক্ষণে এই স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া তিনি বক্ষোদেশস্থ সেই উত্তরীয় উন্মোচন করিলেন এবং চর্ম্মাসনের নিম্নে এক প্রান্তে তাহা পরিস্থাপিত করিয়া তাহার উপর মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিলেন।

রক্ষিগণ আপন আপন লোটা ও রশি বাহির করিয়া পার্শ্বস্থিত কূপ হইতে জল তুলিতে লাগিল এবং তাহার পর গা, হাত, মুখ ধুইতে থাকিল। পথে পালা করিয়া রক্ষিগণ অশ্বগুলির সেবা করিয়া আসিতেছে। এখন যাহাদের পালা, তাহারা দুই জন বাজারে ঘোড়ার দানা কিনিতে গেল। তাহারা সকলেই একজাতি ; এক চৌকায় সকলেরই আহার চলে। হাত-মুখ ধোওয়া শেষ হইলে একজন বাজারে ডাইল, আটা, ঘৃত, লবণ প্রভৃতি আনিতে গেল। আর একজন একটা স্থান নির্ব্বাচন করিয়া চৌকা বানাইতে লাগিল। পঞ্চম ব্যক্তি অভিরাম স্বামীর নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিল, "প্রভুর সেবার কি আয়োজন করিব ?"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "আমি একটু ঘৃত-চিনি মিশাইয়া কাঁচা আটা খাইব। সে জন্য কোন আয়োজনের আবশ্যক নাই। তোমাদের জন্য যাহা আসিতেছে, তাহা হইতে একটু লইলেই হইবে।"

জিজ্ঞাসাকারী, যে ব্যক্তি চৌকা বানাইতেছে, তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। যাহাদের উপর অশ্বসেবার ভার, তাহারা প্রচুর দানা লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং একখানি বড় কাপড়ে দানা সমস্ত বাঁধিয়া তাহার উপর জল ঢালিয়া দিল। সঙ্গীদিগকে সেই দানার উপর মধ্যে মধ্যে জল ঢালিতে বলিয়া তাহারা ঘোড়াগুলি লইয়া জলাশয়ের অন্বেষণে চলিল।

যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য লইয়া একজন রক্ষী ফিরিয়া আসিল। চৌকার নিকট হইতে একজন উঠিয়া আসিয়া সাবধানে আগন্তুকের হস্ত হইতে সমস্ত সামগ্রী নামাইয়া লইল। তাহার পর স্বামীজীর নিমিত্ত আটা, চিনি, ঘৃত স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া অবশিষ্ট সামগ্রী উভয়ে গুছাইয়া রাখিল।

পাক আরম্ভ হইল। অশ্বপালেরা ফিরিয়া আসিল এবং অশ্বদিগকে দানা খাইতে দিয়া আপনারা হাত-মুখ ধুইতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। রক্ষিগণ বাজার হইতে মশাল প্রস্তুত করিয়া আনিল। মশালের আলোকে অন্ধকার দূর করা হইল। খাদ্যাদি প্রস্তুত।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর। সহসা বাজারের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। "গেল রে,---গেল রে জল ---জল---বাহির কর---ট ন---টান---ধর" ইত্যাদি শব্দে বিষম গোল হইতে লাগিল। সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। সকলেই দেখিলেন, ভয়ানক কাণ্ড! বাজারে আগুন লাগিয়াছে! "আহা! কি হইল!---হায় সব গেল!" ইত্যাকার বিবিধ হৃদয়বিদারক শব্দ পথিকগণের কর্ণে নিরন্তর প্রবেশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অগ্নি অতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অন্ধকারে সেই অগ্নিকাণ্ড যেন বহ্নিময় শৈল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; তাহার উপর হইতে যে সকল অগ্নি-শিখা ঊর্দ্ধে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তৎসমস্ত যেন অগ্নি-শৈল হইতে উড্ডীয়মান বহ্নি-বিহঙ্গম বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকিল। ভগবান্ সর্ব্বভুক্ লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়া সর্ব্বগ্রাসের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দারুণ চীৎকারে ও আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "ভাই সব, দেখিয়া কি ফল? যাও, যদি বিপন্নের কোন সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতে অগ্রসর হও।"

বাক্য শেষ হইবামাত্র রক্ষিগণ আপ খাদ্য ফেলিয়া সেই অগ্নিকাণ্ডের অভিমুখে অভিরাম স্বামী তথায় দাঁড়াইয়া সেই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন।

সহসা সকল কোলাহল অতিক্রম ক বিলাপধ্বনি ও আর্ত্তনাদ পরাভূত করিয়া, ভেদী শব্দ উঠিল, "আমার ছেলে---দুঃখি ---রক্ষা কর---রক্ষা কর। আমি তোমাদে থাকিব। রক্ষা কর---না কর---দোহাই আমাকে আগুনে ফেলিয়া দেও।"

অভিরাম স্বামী দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হই তিনি বেগে সেই শব্দাভিমুখে ধাবিত হই সাহসের সহিত উন্মত্ত-প্রায় অভিরাম স্বামী প্রবেশ করিলেন। দুঃখিনীর শিশু-সন্তান সেই নিদ্রিত শিশু বুকের ভিতর লইয়া অভি ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার দেহের না হইয়াছিল। তিনি তাহা গ্রাহ্যও করিলেন

রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে অগ্নি নির্ব্বাণ হই তখন অভিরাম স্বামীর সহিত মিলিত হইল মাখা, কাতর ও দগ্ধ-প্রায় দেহ লইয়া ও সমীপে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু কি ভয়া সে স্থানে নাই! অগ্নিভয়ে তাহারা কি ব করিয়া পলায়ন করিয়াছে? রক্ষিগণের ডা কারী কিছুই নাই। কুকুর-শৃগালে হয় তো খ লোটা একটিও নাই! তবে তো চোর অভিরাম স্বামী ব্যস্ততা সহ চর্ম্মাসন তুলিয়া উত্তরীয়-বস্ত্র নাই, সে আবেদন নাই, সে সব ---সে ধন-রত্ন কিছুই নাই। 'হায়, কি হইল' রাম স্বামী সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুবিচার।

জগৎসিংহ সেই অন্ধকার কারাগারে পড়িয়া লাভ করিবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। সুখের পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া হৃদয়ের সেই

সুখ ও আনন্দ-প্রাপ্তির কল্পনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ মানসিংহ দারুণ যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত থাকিয়াও অপরের প্রযত্নে পুত্রের স্বাধীনতার আশা করিতে লাগিলেন। কেহই জানিতে পারিলেন না যে, সকলের সকল বাসনা ব্যর্থ হইয়াছে; অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হইয়া সকলের সকল আশা নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে।

অভিরাম স্বামী ও তাঁহার সম্প্রদায় সেই রাত্রিতে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনাহারে, পরিশ্রমে, উৎকণ্ঠায় নিতান্ত অবসন্ন-হৃদয়ে তাঁহারা সেই বৃক্ষ-মূলে পড়িয়া রাত্রি কাটাইলেন। লুণ্ঠনাবশিষ্ট যে যৎসামান্য সামগ্রী তথায় পতিত ছিল, পরদিন প্রাতে তাহা সংগ্রহ করিয়া এই ছয় পথিক সহর কোতোয়ালের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

কোতোয়াল মহাশয় যমদূতের ন্যায় আশঙ্কার বস্তু। তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া কথা কহিতে সাহস করে, এমন লোক অতি বিরল। অভিরাম স্বামী অনেক বাদশাহ-নবাবের দরবার দেখিয়াছেন; কোতোয়ালের দরবার যে তাহার অপেক্ষা ভয়ানক স্থান, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। কোতোয়ালগণের অধিকাংশই কারণে অকারণে প্রভুতা বিস্তার করিতে এবং সম্মুখাগত ব্যক্তিমাত্রকেই শাসন করিতে পারিলে কর্ত্তব্যের শেষ হইল মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। এই শ্রেণীর এক অদ্ভুত কোতোয়ালের নিকট অভিরাম স্বামীকে দল সহ উপস্থিত হইতে হইল।

সমস্ত অভিযোগের মর্ম্ম শ্রবণ করিয়া বিচক্ষণ কোতোয়াল মহাশয় স্থির করিলেন, ইহারা নিশ্চয়ই বিদেশী চোর; এই সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই একটা দাগী লোক, এ কারণ সন্ন্যাসী সাজিয়া বেশ বদলাইয়াছে। এখানে আসিয়া ইহারা চুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাছে ধরা পড়ে, এই ভয়ে একটা মিথ্যা অছিলা করিয়া আগেই কোতোয়ালের নিকট সাফাই করিয়া রাখিতেছে। এরূপ সুন্দর মীমাংসা করিয়া সেই সুদক্ষ কোতোয়াল মহাশয় অভিরাম স্বামী ও তাঁহার লোকজনকে কোতে পুরিবার হুকুম দিলেন।

অভিরাম স্বামী ঘোর বিপদে পড়িলেন। চুরির কিনারা হউক না হউক এবং অপহৃত পদার্থ সমূহ পাওয়া যাউক না যাউক, অবকাশ পাইলে তিনি আবার পাটনায় ফিরিয়া যাইতে পারিতেন এবং নবাব-নন্দিনীর নিকট সমস্ত অবস্থা জানাইয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। না হয় আর খানিকটা সময় নষ্ট হইত। এত সময় গিয়াছে, আর দশ দিন বিলম্বে কি ক্ষতি হইত? তাঁহাদের অনর্থক পরিশ্রম হইত; তাহাতে কি আইসে যায়?

অভিরাম স্বামী একটা যুক্তির কথা বুঝাইবার প্রয়াস করিলেন; কিন্তু কথা শুনে কে? মুখে কথা সামান্যমাত্র বাহির হইতে না হইতেই কোতোয়াল সাহেব এই চোরদিগকে কোতে লইয়া যাইবার জন্য কর্কশভাবে আদেশ প্রচার করিলেন; সুতরাং বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হইলেও অভিরাম স্বামী ও তাঁহাদের সঙ্গীদের বিনা অপরাধে কোতে থাকিতে হইল।

সেই আবর্জ্জনা-পূর্ণ, দুর্গন্ধময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন কোতঘরের মধ্যে পড়িয়া তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, ইহার পরে তাঁহাদিগকে হয় তো কাজির নিকট পাঠাইবে। কাজি সাহেব হয় তো কোতোয়ালেরই মত সূক্ষ্মদর্শী। তিনি হয় তো তাঁহাদের কারাবাস ব্যবস্থা করিবেন। অতএব এ স্থান হইতে পলায়ন করাই আবশ্যক; কিন্তু তাহারই বা উপায় কি?

পলায়নের উপায় স্থির হইল। একজন রক্ষী দেখাইয়া দিল, বিশেষ চেষ্টা করিলে দ্বারের একটা লৌহদণ্ড খোলা যাইতে পারে। দেওয়ালের উপরে আলোক আসিবার জন্য কয়েকটা ছিদ্র আছে। একজনের কাঁধের উপর আর একজন দাঁড়াইয়া সেই লৌহদণ্ডের দ্বারা একটা ছিদ্র একটু বড় করিলেও করা যাইতে পারে। তাহার পর সেই ছিদ্র দিয়া এক একজন করিয়া পলায়ন করা অসম্ভব নহে।

সকলেই এ কার্য্য সম্ভব বলিয়া মনে করিলেন। প্রস্তাবকারী রক্ষী গরাদে খুলিবার চেষ্টায় থাকিল। গত কল্য ভয়ানক পরিশ্রমে, অনাহারে, শেষে অগ্নিদাহে ও তাপে সকলেই কাতর ছিলেন; অদ্যও অনাহারে দিন কাটিল।

রক্ষী যাহা বলিয়াছিল, তাহা ঠিক হইল। একজনের কাঁধের উপর আর একজন উঠিয়া পর্য্যায়-ক্রমে সাবধানতার সহিত পরিশ্রম করিয়া দেওয়ালের রন্ধ্রপথ বিস্তৃত করিয়া ফেলা হইল। যদি নির্ব্বিঘ্নে তাঁহারা পলায়ন করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে তিন জনকে পাটনার দিকে ফিরিয়া গিয়া নবাব-নন্দিনীর নিকট সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিতে হইবে। তিনি অবস্থা বুঝিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তদনুযায়ী কার্য্য হইবে। অভিরাম স্বামী পাটনার দিকে যাইবেন। যদি সেখানে কোন উপায় করিতে বা বাদশাহ-দরবারে প্রবন্ধটা উপস্থিত করিয়া রাখিতে পারেন, আগ্রায় থাকিয়া তিনি তাহারই উপায় দেখিবেন

এবং নবাব-নন্দিনীর আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। এইরূপ পরামর্শ স্থির রহিল।

গভীর নিশীথে সেই রন্ধ্র-পথ দিয়া একে একে কয় ব্যক্তিই নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সেই অন্ধকারে প্রচ্ছন্নদেহ হইয়া সকলে পলায়ন করিলেন।

সমস্ত রাত্রি তাঁহারা সহরের অনেক দূরে এক বনের মধ্যে অবস্থান করিলেন। শেষ রাত্রিতে তাঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তিন জন পাটনার দিকে এবং অভিরাম-প্রমুখ তিন জন আগ্রার দিকে যাত্রা করিলেন। ভিক্ষাবৃত্তি সকলেরই অবলম্বন হইল।

যে সম্প্রদায় পাটনার দিকে যাত্রা করিল, তাহারা যথাসময়ে অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইল বটে; কিন্তু কোন কার্য্যই করিতে পারিল না। তাজ খাঁর বাটী আসিয়া তাহারা জানিল, নবাব-নন্দিনী বন্দিনী হইয়া মহারাজার প্রাসাদ-বিশেষে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কোনই উপায় হইল না। কারাবাসী যুবরাজ জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না; সুতরাং তাহারা এ সকল চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মান্তর অবলম্বনে জীবিকাপাত করিতে লাগিল।

এ দিকে অভিরাম-প্রমুখ যাত্রিগণ আরণ্য-পথ অবলম্বন করিয়া আগ্রার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যথাকালে ভিক্ষালব্ধ ভুট্টা ও নদীর জল কথঞ্চিৎরূপে তাঁহাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতে লাগিল। বৃক্ষের উপরিভাগে উঠিয়া, শাখার সহিত দেহ বন্ধন করিয়া, তাঁহারা রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। দুই দিন এইরূপে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দিনের প্রাতঃকালে যাত্রিগণ আগ্রার নিম্নবাহিনী যমুনার উত্তর-পূর্ব্ব অংশস্থিত ঘনারণ্যে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে উত্তরদিক্ হইতে আর একটি আরণ্য-পথ আসিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত সঙ্কীর্ণ আরণ্যপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন, অচির-পূর্ব্বে অনেক অশ্বারোহী পার্শ্বস্থ পথাবলম্বনে তাঁহাদের পরিগৃহীত পথে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাঁহাদের অগ্রে চলিয়া গিয়াছে। পদচিহ্ন সমূহ দেখিলেই বোধ হয়, ক্ষণ-পূর্ব্বে অশ্বগণ এই পথ দিয়া গমন করিয়াছে।

এরূপ আরণ্যপথে অশ্বারোহী কেন চলিয়াছে, ইহা জানিতে অভিরাম স্বামীর একটু কৌতূহল জন্মিল। তিনি সঙ্গিদ্বয়সহ একটু দ্রুত চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর স্বামী দেখিতে পাইলেন, অশ্ব-সমূহ দক্ষিণদিকের একটি সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বনে গমন করিয়াছে। সে দিকে গমন করা অভিরাম স্বামীর অভিপ্রেত না হইলেও কে[ৌতূহল] নিবৃত্তির নিমিত্ত তিনি সঙ্গিদ্বয় সহ সেই পথে [গমন] করিলেন।

অশ্বপদাঙ্ক আর পরিদৃষ্ট হয় না। পার্শ্বস্থ ঘন[...] এক স্থানের গুল্ম-লতা দলিত এবং শাখা-প্রশা[খা ...] বলিয়া বোধ হইল। পত্রাদিতে দলনচিহ্ন পর্য[্যবেক্ষণ] করিয়া অভিরাম স্বামী তৎসমস্ত মনুষ্য ও অশ্ব-চরণ জনিত বলিয়া অনুমান করিলেন। কৌতূহলের [মাত্রা] আরও বাড়িয়া গেল। তিনি একজন রক্ষীকে ব[লিলেন,] "বিশেষ সাবধানে ব্যাপারটা কি, জানিয়া আসিতে [...]"

অভিরাম ও সঙ্গী একটা স্থান নিরূপণ করিয়া [...]ভাবে অবস্থিত রহিলেন। অপর রক্ষী প্রস্থান [করিল।] প্রায় এক ঘণ্টা কাল তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে [হইল।] শেষে রক্ষীর জন্য তাঁহারা একটু চিন্তাকুল হইলেন। [রক্ষী] ফিরিয়া আসিল।

অভিরাম স্বামী সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন, "কি দেখি[লে?]"

রক্ষী বলিল, "বড় শুভ সংবাদ!"

অভি। কিরূপ?

রক্ষী। আমাদেরই সেই ছয় ঘোড়া।

অভিরাম সবিস্ময়ে বলিলেন, "বল কি?"

রক্ষী বলিল, "আমি ঠিক দেখিয়াছি, আমাদের ছয় ঘোড়া, তাহার কোন ভুল নাই।"

অভি। সঙ্গে লোক কত জন?

রক্ষী। দশ জন। আমাদের লোটাগুলিও তা[হাদের] সঙ্গে আছে; আমি ভাল করিয়া দেখিয়াছি।

"অস্ত্র-শস্ত্র কিছু আছে?"

"সকলেরই তলোয়ার, ছোরা, আর বর্শা আছে[।]"

অভিরাম বলিলেন, "এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাই[তেছে,] ইহারাই আমাদের সর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছে। ইহ[াদিগকে] গ্রেপ্তার করিতে পারিলে সকলই পাওয়া যাইবে।"

যে রক্ষী অভিরামের কাছে ছিল, সে বলিল, "ত[াহাতে] কোন ভুল নাই। কিন্তু উপায় কি?"

অভিরাম বলিলেন, "তোমরা দুই জনে এই [স্থানে] থাকিয়া দস্যুদের উপর লক্ষ্য রাখিতে পারিবে?"

১ম রক্ষী বলিল, "তাহা কেন পারিব না? আপনি কি করিতে চাহেন?"

অভিরাম বলিলেন, "এই বন পার হইয়া আর এ[কটু] পশ্চিমদিকে যাওয়ার পর যমুনা পার হইলেই আ[গ্রায়] পৌছিতে পারা যাইবে। আমি আগ্রায় গিয়া সরব[রাহ] সিপাহী আনিতে চাহি।

২য় রক্ষী বলিল, "আবার কোতোয়ালের কাছে এতেলা করিতে হইবে তো?"

অভিরাম বলিলেন, "তাহা হইবে; কিন্তু সকল কোতোয়ালই যে কানপুরের মহাত্মার মত কার্য্যদক্ষ ও বিচক্ষণ হইবেন, এরূপ বিবেচনা করা ভুল। আগ্রা রাজধানী; এখানে অবশ্যই বুদ্ধিমান্ লোক আছেন। কোতোয়ালের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির উপায় না হইলে এখানে অন্য উপায়ও না হইতে পারিবে, এমন নহে।"

২য় রক্ষী বলিল, "যতক্ষণ আপনি না ফিরিয়া আইসেন বা আপনার কোন খবর না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা দস্যুদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া এখানে থাকিতে পারিব; কিন্তু দস্যুরা যদি এ স্থান হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা কি করিব?"

অভিরাম বলিলেন, "বেশ বলিয়াছ। একজন দূরে থাকিয়া দস্যুদের পিছু লইবে; একজন এই স্থানে স্থির থাকিবে। দস্যুরা সময়ে সময়ে নিশ্চয়ই এক এক স্থানে আহার ও বিশ্রামের জন্য আড্ডা স্থাপন করিবে। যে ব্যক্তি তাহাদের অনুসরণ করিবে, তাহাকে সেই সময় চলিয়া আসিয়া এই স্থানের সঙ্গীকে দস্যুদের অবস্থান-স্থানে যাইবার দিক্, পথ এবং অন্যান্য সঙ্কেত সবিশেষ বলিয়া যাইতে হইবে।"

১ম রক্ষী বলিল, "আমরা আপনার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি এবং তদনুরূপ কার্য্যও করিতে পারিব বুঝিতেছি; কিন্তু দস্যুরা যদি অধিক দূর চলিয়া যায়, তাহা হইলে যাওয়া আসার সুবিধা হইবে কি? হয় তো শেষে আর দস্যুদের সন্ধান হইবে না।"

অভিরাম বলিলেন, "এ কথা অসঙ্গত নহে। এখন বেলা দেড় প্রহর। আমার আগ্রা পৌঁছিতে দুই প্রহর বেলা হইবে। যোগাযোগ করিতে তৃতীয় প্রহর কাটিয়া যাইতে পারে। নাগাইদ সন্ধ্যা আমি এখানে আসিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি।"

২য় রক্ষী বলিল, "তাহা যদি পারেন, তাহা হইলে কোনই আশঙ্কা নাই। কারণ, দস্যুগণ তিন দিন পরে এই আড্ডা লইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহারা সকলেই অতিশয় কাতর। আজি তাহারা এখানেই থাকিবে বলিয়া অনুমান হয়।"

অভিরাম বলিলেন, "আমার আরও বোধ হয়, তাহারা এ স্থান হইতে আর কোথায়ও যাইবে না। এই বনে থাকিয়া তাহারা এক একজন করিয়া আগ্রায় গিয়া ঘোড়া ও রত্নাদি বিক্রয় করিবে। এইরূপ উদ্দেশ্য না হইলে তাহারা আগ্রার ন্যায় রাজধানীর দিকে আসিবে কেন?"

১ম রক্ষী বলিল, "প্রভুর এ অনুমান সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।"

অভিরাম বলিলেন, "আর কথায় কাজ নাই। আমি এক্ষণে প্রস্থান করি। যদি আমি সন্ধ্যার মধ্যে কোন মতেই না আসিতে পারি, তাহা হইলে কল্য প্রাতে যে ফিরিব, অন্ততঃ একাকীও ফিরিয়া আসিব, তাহার সন্দেহ নাই। তোমরা সাবধানে থাকিবে।"

অভিরাম স্বামী প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাটনায় মহারাজ মানসিংহ-নির্দ্দিষ্ট ভবনে আয়েষা সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দে আছেন। মহারাণী উর্ম্মিলা বিবিধ বিধানে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সুখ ও আনন্দের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বহুবার আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন। এ সংসারে আয়েষার সহিত আলাপ করিয়া কে না প্রীত হয়? কে তাঁহাকে পরিচয়ের পর দেবী বলিয়া শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে? স্বয়ং আয়েষার হৃদয়ের মহদ্ভাব সকলের পরিচয় পাইয়া উর্ম্মিলা দেবী নিতান্ত-মোহিত হইয়াছেন।

দুই মাস কাটিয়া গেল। সুখ-দুঃখে সময় সমভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিল। পাঠানদিগের পরাজয়-কাহিনীর নিত্য নূতন নূতন সংবাদ আয়েষার কর্ণগোচর হইতেছে। সেই স্বচ্ছন্দতাময় কারাগারে থাকিলেও সতত মোগলদিগের বিজয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নবাব ওস্মান খাঁর ভয়ানক পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া আয়েষার হৃদয় অবসন্ন হইতে থাকিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ওস্মানের এমন বিপদের সময়, হৃদয়ের এরূপ অবসাদের সময়, উড়িষ্যা হইতে চলিয়া আসা আয়েষার ভাল হয় নাই; এরূপ অসময়ে পিতৃভবন ত্যাগ করা তাঁহার শ্রেয়ঃ হয় নাই; নবাব ওস্মান খাঁর সান্নিধ্য হইতে দূরাগমন তাঁহার উচিত কার্য্য হয় নাই। এ সময়ে তিনি নিকটে থাকিলে ওস্মান হয় তো উৎসাহ-শূন্য হইতেন না, হয় তো বিবেচনার ভুল করিতেন না, হয় তো জয়পরাজয় সম-

জ্ঞান করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। আয়েষা আপনাকেই পাঠানদিগের এই পরাজয়ের নিমিত্ত-কারণ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ওসমান তাঁহার প্রতি একান্ত করুণাময় ও অবিচলিত-প্রেমময়। সেই সুহৃদ্বরের এই দুঃসময়ে দূরে চলিয়া আসা নিতান্ত অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক।

আবার সংবাদ আসিল, মানসিংহের উড়িষ্যা-বিজয় শেষ হইয়াছে। ওসমান সর্ব্বতোভাবে বাদশাহের অধীনতা পাশে বদ্ধ হইয়াছেন। আয়েষা বুঝিলেন, নবাবের জীবন আছে। সেই তেজস্বী সাহসী বীরের জীবন থাকিলে সকলই আছে। আয়েষা শুনিতে পাইলেন, উৎকল-বিজেতা মহারাজ মানসিংহ পাটনার দিকে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছেন; শীঘ্র আসিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইবেন।

যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে আয়েষা অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মহারাজ মনে করিয়াছিলেন, আয়েষার অবরোধ-সংবাদ শ্রবণে ওসমান যুদ্ধ-বিগ্রহ না করিয়াই অধীনতা স্বীকার করিবেন। প্রকারান্তরে আয়েষার অবরোধ মহারাজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। আয়েষার অনুপস্থিতি, তদনন্তর তাঁহার অবরোধ-সংবাদ নবাবকে এতই বিচলিত করিয়াছিল যে, তিনি কাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য হইয়া ও হিতাহিত-বোধ-বিরহিত হইয়া কার্য্য পরিচালিত করিয়াছিলেন; ফল মহারাজের অনুকূল হইয়াছে। যাহাই হউক, সে রাজনৈতিক প্রয়োজন, বোধ হয়, এক্ষণে শেষ হইয়াছে। সম্ভবতঃ মহারাজ পাটনায় প্রত্যাগত হইয়াই আয়েষাকে মুক্তি প্রদান করিবেন।

এইরূপ চিন্তায় ও আশায় ভাসিতে ভাসিতে আয়েষা দিন কাটাইতেছেন। বেলা তৃতীয় প্রহর। একাকিনী এক সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া নবাব-নন্দিনী আপনার অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের অনেক কথা আলোচনা করিতেছেন। সহসা দূরে পার্শ্বস্থ দ্বার-সন্নিধানে একটি পরমসুন্দরী নারীমূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল। নারী গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতি ব্যস্ততা সহ আয়েষা আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবিতা হইলেন। নবাগতা নারী বেগে অগ্রসর হইয়া আয়েষার বক্ষের উপর পড়িলেন। বহুক্ষণ উভয় সুন্দরী পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া নীরবে রহিলেন। উভয়েরই নয়নে জল। নবাগতা সুন্দরী তিলোত্তমা।

প্রথমে আয়েষা কথা কহিলেন;—বলিলেন, "আর যে কখন তোমাকে দেখিতে পাইব, এমন
নাই। তোমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াছে। তু
গৃহে স্থান পাইয়াছ, এ সকল শুভ সং
শুনিয়াছি।"

আয়েষার বক্ষোদেশ হইতে তিলোত্তমা মস্তক
করিলেন; একবার আয়েষার সেই অসী
তেজস্বিতাদ্যোতক মুখ-মণ্ডলের প্রতি চাহিয়া
তাহার পর বলিলেন, "অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল কৈ
বন্ধনে!"

বালিকার ন্যায় বসনে বদনাবৃত করিয়া
কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতি যত্নে আয়েষা তাঁহার
চক্ষু ও মুখ মুছাইয়া দিলেন। তাহার পর সন্নি
তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া আপনি পার্শ্বে উপ
লেন;—বলিলেন,—"কাঁদিও না, দুঃখ করিও
রমণীকে অনেক দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিবার
পাতিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। এই সামান্য বি
হইলে তোমার কলঙ্ক হইবে।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "এরূপ ক্লেশে ক
কিরূপে? এ দুঃখের কথা প্রাণ খুলিয়া বলিব
সংসারে নাই; তাই তোমার নিকট কাঁদিতে অ

আয়েষা বলিলেন, "বেশ করিয়াছ ভাই,
দেখিয়া আমি বড় সুখী হইয়াছি। তোমার
দিন শীঘ্রই শেষ হইবে। রাজপুত্র অচিরে
হইবেন।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "কিসে এরূপ
করিতেছ?"

আয়েষা বলিলেন, "অভিরাম স্বামী আ
দিল্লী গমন করিয়াছেন। সে আবেদন ব্যর্থ হ

তিলোত্তমা জিজ্ঞাসিলেন, "কত দিন গি

"দুই মাস অতীত হইয়াছে।"

"এত বিলম্ব কেন হইতেছে? কোন বা
কি?"

"ব্যাঘাত ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ব
বার হইতে হুকুম বাহির করিতে হইলে অ
হইয়া থাকে। যদিই তাই দুই মাসের স্থলে
বিলম্ব হয়, তাহাতে এখন ক্ষতি কি?"

তিলোত্তমা মনে মনে একটু বিস্মিত হইলে
প্রকার ভালবাসার কথা! যাহাকে ভালবাসি
শৃঙ্খলাবদ্ধ কারাবাসী। সে অবস্থা স্মরণ করিলে
ফাটিয়া যায়। এক মুহূর্ত্তমাত্র অগ্রে যদি সে

মুক্তির উপায় করা যাইতে পারে, তাহা হইলে প্রণয়ীর তাহাও পরম লাভ বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। নবাব-নন্দিনী দুই মাসের স্থানে চারি মাস কোন গ্রামের মধ্যেই আনিতেছেন না। বলিলেন,—'ভাই, যদি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া এই মুহূর্ত্তেই যুবরাজকে মুক্ত করা যায়, তাহাও আমার বিবেচনায় শ্রেয়ঃ, দুই মাস পরে যদি যুবরাজ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-বেষ্টিত হইয়া মুক্তি লাভ করেন, তাহাও বোধ হয় প্রার্থনীয় নহে।'

আয়েষা একটু হাসিয়া বলিলেন, "প্রণয়ে এইরূপই হয় বটে।"

"তবে তুমি অন্যরূপ মনে করিতেছ কেন?"

আয়েষা একটু অধোমুখে চিন্তা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "আমি জানি, রাজপুত্র বীরশ্রেষ্ঠ। বীরেরা দেহে শাণিত অসি বিদ্ধ হইলেও একটুও যন্ত্রণা বোধ করেন না; শত্রুর অসি দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে আসিতেছে দেখিয়াও একটুও বিচলিত হন না। তাঁহা-দের পক্ষে সামান্য লৌহ-শৃঙ্খল বা অন্ধকার কারাগার বিশেষ ভয়ানক নহে। সুতরাং এ অবস্থায় যদি তাঁহার দুই দিন বেশী কাটিয়া যায়, তাহাতে বিশেষ ক্লেশের কথা কিছু নাই। তবে তোমার আমার মত অবুঝ আত্মীয় লোকেরা ইহাতে বড় কষ্ট অনুভব করে বটে। সে কষ্টের কারণ কেবল স্বার্থপরতা। আমরা সময়ে প্রেমাস্পদের হৃদয় অপেক্ষা দেহকে অধিক ভালবাসি, সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে, তিনি নিকটে না থাকিলে ব্যাকুল হইয়া পড়ি। এরূপ উদ্বেগের কোন প্রয়োজন আমি বুঝিতে পারি না।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই ঠিক। বাস্তবিকই রাজপুত্রের সহিত ক্ষণেকের বিচ্ছেদও আমার অসহ্য। ইহা যদি স্বার্থপরতার ফল হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি অতিশয় স্বার্থপর। সাহস করিয়া তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ভাই। তুমিও তো যুবরাজকে যথেষ্ট ভালবাস। তবে তুমি কেন তাঁহার জন্য আমার মত ব্যাকুল হইতেছ না?"

আয়েষা সস্নেহে তিলোত্তমার হাত ধরিলেন; তাহার পর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "তোমার এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। আমি যুবরাজকে ভাল-বাসি সত্য। সে ভালবাসা অনন্ত, অসীম ও গভীর। কিন্তু এ জগতে তাহার কথা কেহই জানিতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না; দৈবাৎ মনের একটু বিচলিত অবস্থায় আমি যুবরাজের সমক্ষে তাহা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছি; সে জন্য আমি সাতিশয় লজ্জিত আছি। আমার অনুরোধ, তুমি এ কথা কখনও কাহাকে বলিও না; নিজেও এ কথা কখনও মনে করিও না। তুমি এ কথা ভুলিয়া যাও, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "কেন ভাই, এ কথা ভুলিয়া যাইব? কেন এ কথা কাহাকেও বলিব না? ভালবাসা দোষের কথা নহে; ভালবাসিলে পাপ হয় না তো। তবে কেন তুমি এ জন্য লজ্জিত আছ?"

আয়েষা বলিলেন, "আমি মনে করি, ভালবাসা প্রাণের বস্তু; প্রাণের মধ্যে অতি সাবধানে ও সযত্নে তাহা লুকাইয়া রাখিবার পদার্থ। তাহার কথা আস্ফালন করিয়া জগতে প্রকাশ করিলে তাহার অসারতা প্রকাশ পায় এবং তাহা লজ্জার কারণ হইয়া পড়ে।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "ভালবাসা প্রাণের সামগ্রী বটে, কিন্তু যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহাকে সে কথা জানিতে দেওয়ায় দোষ কি? তিনিও যদি তাহা জানিতে না পাইলেন, তাহা হইলে ভালবাসিয়া সুখ কি?"

আয়েষা বলিলেন, "তাহা হইলেই ভালবাসার ব্যবসা আরম্ভ হইল। আমি যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহাকে তাহা বুঝিতে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভালবাসা পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়; তাহা হইলেই ভালবাসার দোকানদারী চলিতে থাকে। আমি তোমাকে এক বস্তু দিই, তুমিও তাহার বদলে আমাকে কিছু দেও; ইহাই দোকানদারী। এমন পবিত্র ভালবাসা দোকানদারী করা আমি লজ্জার কথা বলিয়াই মনে করি।"

তিলোত্তমা একটু চিন্তা করিয়া বুঝিলেন, ভালবাসার এ ভাব বড়ই মধুর ও অত্যুচ্চ সন্দেহ নাই।—বলিলেন, "যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার সুখের জন্যও তো তাঁহাকে এ কথা জানিতে দেওয়া উচিত।"

আয়েষা বলিলেন, "উচিত বটে। যখন দেখা যায়, আমি যাঁহাকে ভালবাসি, তিনি সে ভালবাসা ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল, ভালবাসার অভাবে তিনি ক্ষীণ, তখন তাঁহাকে প্রাণের সমস্ত ভালবাসা ঢালিয়া দেওয়াই উচিত।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "কিন্তু ভাই, আমরা স্ত্রী; ভালবাসাই আমাদের কাজ। যাঁহাকে ভালবাসি, তিনি ভালবাসার দরিদ্র না হইলেও আমরা কেন তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিব না? কেন নিরন্তর ভালবাসা ঢালিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া দিব না?"

আয়েষা বলিলেন, "ভালবাসিব না, এমন কথা আমি বলিতেছি না। প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে আমাদের সকলেরই অধিকার আছে। কিন্তু যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহাকে অকারণে সে কথা জানাইব না।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "কেন ভগ্নি, তুমি এরূপ মনে করিতেছ? পুরুষ-হৃদয় সমুদ্র-স্বরূপ। সে সমুদ্রে কেন ভালবাসার কলসী ঢালিব না বা তাহা হইতে আবশ্যকমত ভালবাসা তুলিয়া লইব না? ভালবাসা মনুষ্য জীবনের সর্ব্বপ্রধান সুখের বিষয়। ভালবাসিতে পাওয়া এবং ভালবাসা পাওয়া উভয়ই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। ভগ্নি আয়েষা, তুমি রাজপুত্রকে প্রাণের সহিত ভালবাস, এ কথা সত্য; তবে কেন তুমি তাঁহাকে প্রকাশ্যে ভালবাসিয়া সুখী হইবে না? তুমি যদি মনে করিয়া থাক, রাজপুত্রকে আর কেহ ভালবাসিলে তিলোত্তমা দুঃখিনী হইবে, তাহা হইলে, নবাবনন্দিনি, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এ সম্বন্ধে তোমার বড়ই বিবেচনার ভ্রম হইয়াছে। তোমার ন্যায় গুণবতী মহিলা যুবরাজের প্রেমিকা, ইহা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় পুলকে পূর্ণ হয়। এক বৃন্তে তোমাতে আমাতে যুগল প্রসূনরূপে প্রস্ফুটিত থাকি, ইহাই আমার অন্তরের বাসনা। এক শোভাময় কাননে কত প্রকার কুসুমই প্রস্ফুটিত হয়; এক গিরি-বক্ষ বিদার করিয়া কতই নির্ঝরিণী নাচিয়া বেড়ায়; এক সাগরে কতই নদী দেহ ঢালিয়া দেয়। যাঁহাকে তুমি ভালবাস, তাঁহাকেই আমি ভালবাসি। অতঃপর আমাদের মধ্যে অসীম এক-প্রাণতা ও সহানুভূতি হওয়াই উচিত। তবে কেন ভগ্নি, তুমিও যুবরাজের বক্ষে কোহিনূরের ন্যায় শোভা পাইবে না?"

তিলোত্তমা আদরে আয়েষার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিলেন। আয়েষা আদরে তিলোত্তমার চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, "তোমার ন্যায় সরলা সহৃদয়া মহিলার মুখে এইরূপ কথাই শোভা পায় বটে। আমার বিশ্বাস, এরূপ গুণবতী সহধর্ম্মিণী পার্শ্বে থাকিলে, রাজপুত্রকে জীবনে কখনও একটি বিষাদের দীর্ঘনিশ্বাসও ত্যাগ করিতে হইবে না। কিন্তু ভগ্নি, তোমার বিষম ভুল হইয়াছে। আমার ভালবাসাকে এক স্বতন্ত্র পথে চালিত করিয়া আমি পরম সুখ ভোগ করি। আমি ভালবাসিতেই জানি, ভালবাসিয়াই অশেষ আনন্দ লাভ করি। ভালবাসা লাভ করিতে বা ভালবাসা লইয়া আড়ম্বর করিতে আমার কোন আকিঞ্চন নাই। ভগ্নি, আমার কথা তুমি আর কখন ভাবিও না, আমি ক্লেশ পাইতেছি মনে করিয়া কখন ক্লেশ

তিলোত্তমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া "বুঝিতে পারি না, তুমি কেমন করিয়া প্রাণ সংযত করিতে পারিয়াছ। বুঝি এ জগতে তে তুলনা নাই।"

আয়েষা বিষাদের হাসি মিশাইয়া বলিলে পাষাণী। এ শুষ্ক নীরস পাষাণ-হৃদয়ে তোমা কোমলতার স্থান নাই। সে কথা যাউক, আম ক্ষণ আপনাদের কথাই কহিতেছি। রা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি; অনুরোধ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "তুমি যখন তাঁহার মু সন্দেহ করিতেছ না, তখন আমিই বা সে জন্য করিব কেন?"

তাহার পর আয়েষা সস্নেহে তিলোত্তমার করিয়া বলিলেন, "আমার সহিত জীবনে অ হইবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। আমার ভ্রাতা জিত হইয়াছেন। আমি মহারাজার কৃপায় করিয়াই উড়িষ্যায় ভ্রাতার নিকট চলিয়া যাই যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে পাঠানদিগের সহি দিগের ভবিষ্যতে আত্মীয়তা ঘটিবার কোন সম্ভবতঃ পাঠানগণ বিলুপ্ত হইবে; সুতরাং স সঙ্গে আয়েষার নামও ডুবিয়া যাইবে। অ হইলেও তোমরা সংবাদ পাইবে কি না সন্দেহ এই সাক্ষাৎই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ ব করিবে।"

তিলোত্তমা কাতরভাবে জিজ্ঞাসিলেন, " তুমি এমন কথা বলিতেছ? তোমার সহিত সাক্ষাতের প্রত্যাশা করিতেছি, হৃদয়ের কত কথা চিরদিন তোমাকে জানাইব, কত বিপ সহায়তা গ্রহণ করিব, কত সম্পদে তোমার ভাগি করিয়া আনন্দ ভোগ করিব। তবে কঠোর বাক্যে তুমি আমার সকল আ দিতেছ?"

আয়েষা বলিলেন, "ভগ্নি, মনুষ্য-হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা যত কমিয়া যায়, ততই সাধককে আমি কামনা ত্যাগ করিতে বি এই জন্যই আমি আর কোন কারণে প্রার্থনা করি, আমার জন্য তোমরাও না।

ইয়া যাইবার নিমিত্ত মহারাণী ঠাকুরাণী আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।"

তিলোত্তমা তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং আয়েষাকে বলিলেন, "আমার আর অপেক্ষা করিবার উপায় নাই। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর কৃপায় তোমার সহিত দেখা হইল, ইহা আমার ভাগ্য। কিন্তু ভগ্নি, এ সাক্ষাতে আমি অন্তরে সুখী হইলাম না। তুমি এ দেশ হইতে প্রস্থান করার পূর্ব্বে আর একদিন তোমার সহিত দেখা করিব। ভরসা করি, সে দিন তোমার চিত্তের অনুরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া সুখী হইতে পারিব। আপাততঃ আমি বিদায় হই।"

আয়েষা বলিলেন, "বিদায়ের পূর্ব্বে আর একদিন সাক্ষাৎ হইলে আমিও সুখী হইব। আমার চিত্তের পরিবর্ত্তন এ জীবনে দেখিবার আশা করিও না। প্রার্থনা করি, তুমি সর্ব্বসুখের অধিকারিণী হও। মহারাণী মাতাকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইও। এ দেশ হইতে প্রস্থানের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আর একদিন সাক্ষাৎ হইলে চরিতার্থ হইব।"

তিলোত্তমা বিষণ্ণভাবে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সহানুভূতি।

উড়িষ্যা-বিজয়ী মহারাজ মানসিংহ পাটনায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি আয়েষাকে এখনও সম্পূর্ণ মুক্তি প্রদান করেন নাই; কিন্তু তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন এবং অচিরে তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর আয়েষা পাটনাস্থিত আত্মীয়-স্বজনের সংবাদ লইয়াছেন।

তাজ খাঁর পরিবারবর্গ আসিয়া আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে আয়েষা জানিতে পারিয়াছেন যে, অভিরাম স্বামীর দৌত্য বিফল হইয়াছে। কানপুরে তস্করে তাঁহার হস্তন্যস্ত ধন-রত্ন, পত্র ও আবেদন সকলই হরণ করিয়াছে। তাঁহার তিন জন সঙ্গী পাটনায় ফিরিয়া আসিয়াছে এবং অভিরাম স্বামী দুই জন সঙ্গী সহ দিল্লী গমন করিয়াছেন। এই সংবাদ-প্রাপ্তির পর আয়েষা মুক্তি-লাভের নিমিত্ত ব্যাকুলা হইয়াছেন এবং অবিলম্বে স্বয়ং দিল্লী গমন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

মধ্যাহ্নকালে নবাবনন্দিনী একাকিনী বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছেন। এত দিন কোথায় কোন পত্র প্রেরণ বা কাহারও পত্র গ্রহণ করিতে তাঁহার অধিকার ছিল না। এক্ষণে তাঁহার এ স্বাধীনতা হইয়াছে। বহুক্ষণে পত্রিকা সমাপ্ত হইল। পত্র নবাব ওসমান খাঁর উদ্দেশে লিখিত। আয়েষা একবার পত্র পাঠ করিলেন।

"ভাই ওসমান,

আমি সংবাদ পাইয়াছি, অনেক যুদ্ধেই তোমার পরাজয় হইয়াছে। কিন্তু এ সংবাদে আমি বিশেষ বিচলিত হই নাই। কারণ, তোমার হৃদয়-বলের উপর আমার প্রভূত বিশ্বাস আছে। যুদ্ধে পরাজয় হইলেও তোমার হৃদয়কে পরাজিত করিতে পারে, এমন বীর এ জগতে কে আছে?

আমি তোমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া আসিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। তোমার স্নেহময় আশ্রয় ত্যাগ করিতে আমার কখন অধিকার ছিল না এবং সে ক্ষমতাও আমার এখনও নাই।

দূরে আসিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমার অপরাধ কত গুরুতর হইয়াছে। আমি মনে মনে সে জন্য অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি এবং আপনাকে আপনি শত তিরস্কার করিতেছি।

আমার এই স্বাধীনতায় বোধ হয় তোমার অন্তরে সাতিশয় ক্লেশ হইয়াছে এবং বোধ হয়, তুমি এ জন্য চিত্তের প্রসন্নতা-বিহীন হইয়াছে। তুমি চিরদিন আমার প্রতি একান্ত করুণাময়। আমার অপরাধ ক্ষমার অতীত, সন্দেহ নাই। তথাপি তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে বলিয়া ভরসা করিতেছি। আমার এই ভরসা কি বিফল হইবে?

যে প্রয়োজনে আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছি, তাহা তোমার জানিয়া কাজ নাই। তুমি আমার মাতার মুখে শুনিয়া থাকিবে, বিষয় সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিবার জন্য আমি তোমার করুণাময় আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছি। তুচ্ছ ধন-সম্পত্তির লোভে আয়েষা কখনই তোমার স্নেহের সান্নিধ্য হইতে দূরে আসিতে পারে না। তোমার দয়ার সহিত সংসারের সকল সম্পদেরই বিনিময় করা আয়েষার পক্ষে অসম্ভব নহে।

যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি তোমার ভবন হইতে

আসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম,সে কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। বোধ হয়,আর অল্পকাল পরেই সে কর্ত্তব্যের সমাপ্তি হইবে। আমি শীঘ্র তোমার নিকট গমন করিব। কবে, কি প্রকারে আমি যাত্রা করিব, তাহার সংবাদ তোমাকে লিখিব।

তোমার যে অসীম স্নেহ, কৃপা ও আদরে আমার মন-প্রাণ নিয়ত সিক্ত হইয়া আছে, আমার দারুণ অপরাধ-জনিত ক্রোধে তুমি কি তাহা শুষ্ক করিয়া ফেলিতে পারিয়াছ ? তাহা কি তুমি পারিবে ?

তোমার দশা-বিপর্য্যয় হেতু আমি বিশেষ চিন্তিত হই নাই। কারণ, আমি জানি, পার্থিব গৌরব চিরস্থায়ী হয় না ; তাহার আসিতে যাইতে অধিক সময় লাগে না। কিন্তু হৃদয়ের উচ্চতা এবং মহত্ব কেহই সহজে পায় না। যে তাহা লাভ করিয়াছে, মনুষ্যমধ্যে সে ই ধন্য হইয়াছে। আমি জানি, তোমার হৃদয় অসাধারণ সদ্‌গুণ সমূহের আলয় ; সুতরাং ঐহিক ঐশ্বর্য্যের হ্রাস-বৃদ্ধিতে তোমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি হইবে ?

জানি না, এই গুরুতর অবস্থান্তর-জনিত যাতনা তুমি কিরূপ ধীরতার সহিত বহন করিতে সক্ষম হইয়াছ। তোমার ধীরতা ও সহিষ্ণুতা অসাধারণ। বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু ক্লেশের তুলনায় অপরিসীম হৃদয়জ্বালা তুমি অত্যাশ্চর্য্য ধীরতার সহিত নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছ, ইহা আমি জানি। সুতরাং এ ক্ষুদ্র অবস্থান্তর কখনই তোমাকে অবসন্ন করিতে পারিবে না, ইহাই আমার একান্ত বিশ্বাস।

এই দুঃসময়ে তোমার নিকট উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, এই দশান্তরে তোমার হৃদয় অটল গিরির ন্যায় কিরূপ স্থির আছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত এবং আবশ্যক হইলে সাধ্যমতে তোমার সহায়তা বা তোমাকে বিনোদিত করিবার নিমিত্ত আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।

স্থানান্তরে আসিয়া আমাকে একটু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তুমি হয় তো তাহা শুনিয়া থাকিবে ; এ জন্য পত্রে তাহা লিখিলাম না। কিন্তু সে বিপদে আমার কোন ক্ষতি হয় নাই।

আর অধিক কথা বলিব না। যাহার শত অপরাধ চিরদিন ক্ষমা করিয়া আসিতেছ, সে আবার সবিনয়ে তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পত্রের পরিসমাপ্তি করিতেছে। ইতি

অভাগিনী

এই পত্রিকা যথাস্থানে প্রেরণ করিবার … শুকমত উপদেশ দিয়া আয়েষা ইহা তাজ … প্রেরণ করিলেন। অন্যান্য অনেক বিষয়ের অ… তিনি তাজ খাঁকে জানাইলেন। বিশ্বস্ত ও চতু… সকল বার্ত্তা ও পত্রিকা লইয়া তাজ খাঁর নি… করিল।

আয়েষা সেই স্থানে একাকিনী বসিয়া … করিতে লাগিলেন। ত্বরায় মুক্তিলাভ ক… প্রধান কামনা হইলেও তিনি সে জ… ভিক্ষা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতে… না।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

যে দিন মধ্যাহ্নে আয়েষা ওসমানকে প… সেই দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে মহারাণী উ… রাজ মানসিংহ তাঁহাকে রাজান্তঃপুরে আসি… করিলেন। হৃষ্টচিত্তে আয়েষা তাঁহাদের অ… করিতে সম্মত হইলেন।

আয়েষা রাজপুরীতে উপস্থিত হইলে উ… প্রাপ্তিমাত্র দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তঁ… সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাণীর … এক সুবিস্তৃত ও সুসজ্জিত কক্ষে উপস্থিত হই… কক্ষমধ্যে মহারাজ মানসিংহ এক রত্নাসনে উ…

আয়েষা গৃহাগত হইবামাত্র মহারাজ … করিয়া একটু অগ্রসর হইলেন এবং নবাব-না… বেশন করিবার নিমিত্ত একখানি আসন দেখা… আয়েষা উপবেশন না করিয়া মহারাণীর পা… দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন মহারাণী সাদরে … ধারণ করিয়া এক আসন-সমীপে গমন ক… আপনি তাহার একাংশে আসীন হইয়া অ… রাংশে উপবেশন করাইলেন।

মহারাজ আসন গ্রহণ করিয়া কহিলে… তোমাকে এত দিন অনর্থক কষ্ট দিয়া আমি…

নৈতিক প্রয়োজনে তোমাকে আমি কষ্ট দিয়াছি, তাহ র জন্য এরূপ উপায় অবলম্বন করা আমার ভ্রম হইয়াছে। তোমার স্বাধীনতার কথা আমি স্বয়ং তোমার নিকট গমন করিয়া ব্যক্ত করিব ইচ্ছা ছিল; কিন্তু মহারাণী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা প্রকাশ করায় তাঁহারই ইচ্ছায় তোমাকে কষ্ট করিয়া এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছি।"

আয়েষা বলিলেন, "মহারাণী মাতা আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। মুক্তিলাভের নিমিত্ত আমি মহারাজের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।"

মহারাজ জিজ্ঞাসিলেন, "অতঃপর তুমি কি করিবে স্থির করিয়াছ মা? কোথায় যাওয়া বা কোথায় থাকা তোমার এখন অভিপ্রায়?"

আয়েষা বলিলেন, "আমি আপাততঃ দিল্লী যাইব।"

"অতঃপর কি দিল্লীতেই থাকিবে মনে করিয়াছ?"

আয়েষা। কেন মহারাজ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

মান। আমি জানি, দিল্লীতে তুমি অনেকের নিকট পরিচিতা। বোধ হয়, বাদশাহও তোমার কথা জানেন। আর আমি যতদূর জানি, তাহাতে বোধ হয়, তুমি মোগলদিগের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে বদ্ধ।

আয়েষা। এই কারণেই কি অতঃপর আমার দিল্লীতে বাস করা শ্রেয়ঃ বলিয়া মহারাজের মনে হইতেছে?

মান। আরও মনে হয়, সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে পাঠানগণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে। উড়িষ্যার যে পাঠানগণের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহারা এক্ষণে নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং এক্ষণে তোমার সে সংস্রব ত্যাগ করাই বিধেয়।

আয়েষা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ যে যে কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমি বুঝিতেছি, এক্ষণে পাঠান-সংস্রব ত্যাগ না করাই আমার বিধেয়। যাহারা আমার আশ্রয়-দাতা, যাহারা আমার প্রতিপালক, আমার প্রতি যাহাদের স্নেহের ও করুণার শেষ নাই, যাহারা আমার সুখ-দুঃখে আন্তরিক ক্লিষ্ট বা হৃষ্ট হয়, তাহারা ঘটনা-চক্রে আজি হীন হইয়াছে বলিয়া আমি তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিব কেন? বরং পাঠানদিগের হীনতা হেতু অতঃপর তাহাদের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গিনী হইয়া থাকাই আমার আবশ্যক।"

এ কথায় মহারাজ একটু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি একটা সমুচিত উত্তর স্থির করিতে পারিলেন না। মহারাণী উর্ম্মিলা স্বামীর এই দুর্গতি উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, "তোমার কোথায়ও গিয়া কাজ নাই। তুমি আমাদের সামগ্রী, আমাদের কাছেই কেন থাক না?"

আয়েষা বলিলেন, "আমার প্রতি মহারাণী মাতার অনুগ্রহের সীমা নাই; কিন্তু আমার প্রাণের আকর্ষণ এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাকে ভিন্ন পথে চলিবার উপদেশ দিতেছে।"

মানসিংহ বলিলেন, "যদি তুমি উড়িষ্যায় গমন করাই শ্রেয়ঃ বুঝিয়া থাক, তবে এক্ষণে দিল্লী যাইতেছ কেন?"

আয়েষা বলিলেন, "কুমার জগৎসিংহের মুক্তির ব্যবস্থা করিতে।"

মান। সে জন্য পূর্ব্বে আবেদন প্রেরিত হইয়াছে শুনিয়াছি। তবে তুমি আবার যাইতেছ কেন?

আয়েষা। দুর্ভাগ্যক্রমে সে আবেদনাদি সমস্তই হারাইয়া গিয়াছে।

মান। আবার নূতন আবেদন স্বাক্ষরিত হইয়াছে কি?

আয়েষা। না। আমার বিশ্বাস আছে, আমি স্বয়ং দরবারে এ কথা উত্থাপন করিলে বিনা আবেদনেও অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

মানসিংহ বুঝিলেন, এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। বলিলেন, "রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির এরূপ সহায়তা করিয়া তুমি নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিতেছ। তুমি স্ত্রীলোক বলিয়া একবার তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি; কিন্তু বার বার এরূপ অপরাধ ক্ষমা করা অসম্ভব। তুমি এ প্রযত্ন ত্যাগ কর; নচেৎ আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিতে বাধ্য হইব।"

আয়েষা বলিলেন, "আমাকে দণ্ড প্রদান করিতে নিশ্চয়ই মহারাজের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আপনি কখনই তাহা করিবেন না।"

"কেন?"

আয়েষা। হিতকারীকে এ সংসারে কেহ কখন শাস্তি দেয় না।

মান। তুমি আমার শক্তির বিরোধিতা করিতেছ, তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তা করিতেছ। তবে তোমাকে হিতকারী বলিয়া বোধ করিব কেন?

আয়েষা। মহারাজ মুখে যাহা বলিতেছেন, সত্যই

কি আপনার মনেরও সেই ভাব? সত্যকথা বলিতে হইলে আপনি বলিবেন না কি, যুবরাজকে দণ্ডিত করা আপনার অসীম কূট-রাজনীতির অন্যতম কৌশল মাত্র? জগতের সমক্ষে, বিশেষতঃ বাদশাহ আকবরের সমক্ষে আপনার রাজ-ভক্তি, ন্যায়-নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিবার জন্যই সামান্য কারণে আপনি প্রিয়পুত্রকে বন্দী করেন নাই কি? এক্ষণে কত দিনে, কি উপায়ে যুবরাজ মুক্তিলাভ করিবেন, এ চিন্তায় আপনার হৃদয় নিরন্তর ব্যাকুল নাই কি? তবে মহারাজ সত্য করিয়া বলুন দেখি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে ব্যক্তি আপনার এ উপকার করিতে উদ্যত হইয়াছে, সে আপনার যথার্থ হিতকারী কি না?

মান। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য কি না, সে বিচারে এখন প্রয়োজন নাই। তুমি আমার ইষ্টানিষ্ট ভাবিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও নাই। তুমি স্বার্থের জন্য রাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তবে কেন না তুমি দণ্ড গ্রহণ করিবে?

আয়েষা। হইতে পারে, আমি স্বার্থের নিমিত্ত রাজপুত্রের মুক্তি চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার স্বার্থ ও মহারাজের স্বার্থ সমান। সুতরাং আমার চেষ্টা মহারাজেরও হিতকর হইতেছে। এরূপ স্থলে আমাকে দণ্ড দিলে, মহারাজের হৃদয় কখনই সন্তোষ লাভ করিবে না।

মানসিংহ কথায় পারিয়া উঠিলেন না; সুতরাং নীরব হইলেন। মহারাণী উর্ম্মিলা বলিলেন, "তোমার ন্যায় গুণবতী কন্যাকে আমি ছাড়িয়া দিব না। আমি তোমাকে পুত্রবধূ করিয়া সংসার করিব।"

আয়েষা লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। উর্ম্মিলা আবার বলিলেন, "তুমি যবন-কন্যা বলিয়া কোন আপত্তি হইবে না। মহারাজ পূর্ব্বেই মুসলমানের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছেন। আবার যদি তিনি সেই সম্পর্কের বৃদ্ধি করেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।"

আয়েষা অধোমুখ। উর্ম্মিলা আবার বলিলেন, "কথা কহিতেছ না কেন? তোমার রূপ, গুণ ও বুদ্ধি অতুলনীয়। তোমাকে যাহারা আপনার লোক জ্ঞান করে, তাহারাই সুখী। আমি সে সুখের আশা ত্যাগ করিতে পারিব না।"

আয়েষা বলিলেন, "আমার প্রতি আপনাদের দয়ার সীমা নাই। আমি আপনাদের দাসী। কিন্তু -"

আয়েষা নীরব। উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসিলেন, "কিন্তু

আয়েষা বলিলেন, "কিন্তু মা, আমি এরূপ যোগ্য নহি। আমার কর্ত্তব্য ও জীবনের ‍ হইতেই স্থির হইয়া আছে।"

মানসিংহ বলিলেন, "তুমি দিল্লী-যাত্রার পূ সিংহের সহিত দেখা করিতে চাহ না কি? আমি এখনই কারাগার-প্রবেশের অনুমতি দিতেছি।"

আয়েষা বলিলেন, "কোন প্রয়োজন দেখি আমাকে এক্ষণে আপনারা দয়া করিয়া বিদা কল্য প্রত্যূষেই আমি যাত্রা করিব; সুতরাং আম অনেক কাজ।"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "আজি তোমাকে এখানেই হইবে। আইস, তোমাকে বধূমাতার নিকট লই সেখানে তাঁহার নিকট তুমি আজি থাকিবে। সহিত সেখানেই আমি কথা কহিব, চল।"

সসম্ভ্রমে মহারাজকে অভিবাদন করিয়া আসন ত্যাগ করিলেন। মহারাণী তাঁহার বাম দক্ষিণ-হস্তে ধারণ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চ

মানসিংহ সেই গমনশীলা মহীয়সী নবাব- দেখিতে দেখিতে মনে করিলেন, কি আশ্চ বালার ন্যায় আকৃতি, কি সাহস, কি তীক্ষ্ণ নির্ভীকতা, অথচ কি কোমলতা, কি সরল মধুরতা, কি শালীনতা, কি লজ্জাশীলতা! এ কুলের বধূ হইবে, সে কুল ধন্য হইবে। আমার ভাগ্যোদয় হইবে?

দশম পরিচ্ছেদ।

লুণ্ঠোদ্ধার।

অভিরাম স্বামী পরদিন প্রাতে সহর-কোতো সৈনিকগণকে সঙ্গে লইয়া যমুনার পর-পারে নি মধ্যে উপস্থিত হইলেন। দস্যুগণ তখনও সে স্থা করে নাই। তাহারা সহজেই ধরা পড়িল। অস্ত্রশস্ত্র, ধন-রত্ন প্রভৃতি যাবতীয় সামগ্রী নিকট ছিল। সে সকল পদার্থ, অধিকন্তু অশ্ব, বস্ত্রাদি সকলই কোতোয়ালের হস্তগত হইল

প্রত্যাগত হইলেন। অভিরাম স্বামী ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয় কোতোয়ালের অনুসরণ করিয়া সহরে প্রবেশ করিলেন।

সকলই হইল বটে, কিন্তু অভিরাম স্বামীর ইষ্ট কিছুই হইল না। তিনি কোতোয়ালের নিকট সবিনয়ে দ্রব্য-সামগ্রী পুনঃ-প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। কোতোয়াল বুঝাইয়া দিলেন, বমাল-সমেত দস্যুদিগকে বিচারের নিমিত্ত কাজির নিকট পাঠাইতে হইবে। বিচারের পর যাহার এ সকল সামগ্রী, তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে বটে; কিন্তু সকলই যে তাঁহার সামগ্রী, এ সম্বন্ধে তাঁহাকে সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে হইবে; বোধ হয়, তাঁহাকে এ জন্য উপযুক্ত জামিনও দিতে হইবে। সুতরাং অভিরাম স্বামীকে বিশ হাত জলের নীচে পড়িতে হইল।

অভিরাম স্বামী কপর্দ্দক-মাত্র-বিহীন। কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ অনেক সময়েই মানুষের বিশেষ সহায়তা করে। তিনি ক্ষুৎপিপাসা-নিবারণের নিমিত্ত ভিক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। একজন উচ্চপদস্থ রাজপুত সৈনিক-পুরুষের নিকট তিনি উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত অবস্থা ও যাবতীয় ঘটনা তাঁহাকে জানাইয়া, আর্থিক সাহায্য এবং উপস্থিত বিপদে সৎপরামর্শ ভিক্ষা করিলেন। সৈনিক-পুরুষ সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অভিরাম স্বামীর হস্তে একটি রজতমুদ্রা প্রদান করিলেন এবং অপহৃত দ্রব্যাদির পুনঃ-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে যথাবিহিত উপায় করিতে সম্মত হইলেন।

নগরের বাহিরে যমুনা-তীরে এক বৃক্ষ-মূলে উপস্থিত হইয়া অভিরাম স্বামী ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয় কথঞ্চিৎরূপে জঠর-জ্বালা নিবারণ করিলেন। সেই স্থলই নির্দ্দিষ্ট আবাস স্বরূপে স্থির করিয়া এবং সঙ্গিদ্বয়কে তথায় থাকিবার উপদেশ দিয়া অভিরাম স্বামী আবার নগরে ফিরিয়া আসিলেন। নগরে ভদ্রলোক দেখিলেই তিনি আপনার বিষাদের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু বা মুসলমান বিচার না করিয়াই তিনি সর্ব্ব-সমক্ষে মানসিংহ-তনয় জগৎসিংহের অবরোধ, মুক্তির নিমিত্ত আবেদন, নবাব-নন্দিনী আয়েষার পত্র ও সহায়তা, ধন-রত্ন-প্রদান, কানপুরের অগ্নিকাণ্ড, সর্ব্বনাশ, অসম্ভাবিত উপায়ে দস্যু-দলের সন্ধান, কোতোয়াল কর্ত্তৃক তাহাদের বন্ধন এবং শেষে তাঁহার দ্রব্যাদি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে কোতোয়ালের অনিচ্ছা প্রকাশ ইত্যাদি সকল কথাই তিনি জানাইতে থাকিলেন। অচিরে তাঁহার এই সকল প্রসঙ্গ সহরে বিশেষ প্রচার হইয়া পড়িল। অতি অল্পকালমধ্যে পদস্থ রাজপুরুষেরাও ইহা জানিতে পারিলেন। যে সৈনিক-পুরুষ প্রথম দিন তাঁহাকে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত অভিরাম স্বামী প্রতিদিনই সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন তিনিও শীঘ্র অভীষ্ট-সিদ্ধি-সম্বন্ধে অভিরাম স্বামীকে ভরসা দিতে লাগিলেন।

প্রতিদিন দুইবার করিয়া স্বামীজী কোতোয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনিও শীঘ্র তাঁহার সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ভরসা দিতে লাগিলেন। তাঁহার চিন্তাকুল মস্তকের উপর ভরসা, সহানুভূতি প্রভৃতির যথেষ্ট ধারা বর্ষিত হইতে থাকিল; কিন্তু কার্য্য কিছুই হইল না। প্রায় তিন মাস কাটিয়া গেল। এইরূপ সময়ে অভিরাম স্বামী শুনিতে পাইলেন, নবাব-নন্দিনী আয়েষা আগ্রায় আসিয়াছেন। অভিরাম বুঝিলেন, এত দিনে তাঁহার মনোরথ সফল হইবার উপায় হইল।

অভিরাম স্বামী অনেক সন্ধান করিয়া আয়েষার অবস্থান-স্থানের অন্বেষণ করিলেন। স্থান ঠিক করিতে পারিলেন বটে; কিন্তু নবাব-নন্দিনীর সহিত সাক্ষাতের কোন সুযোগ হইল না। আয়েষা আগ্রায় আসিয়া একজন বিশিষ্ট ওমরাহের ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন। তথায় স্বামীজীর প্রবেশ করিবার কোন সুবিধা হইল না। বহু চেষ্টায় একজন পরিচারিকা তাঁহার সংবাদ নবাব-নন্দিনীর নিকট বহন করিতে সম্মত হইল। সে সংবাদ লইয়া প্রস্থান করিল; কিন্তু আর ফিরিয়া আসিল না; আয়েষার মন্তব্য ও ব্যবহার কথা অপর কেহই তাঁহাকে জানাইল না। অগত্যা অভিরাম স্বামী ক্ষুন্ন মনে প্রত্যাগত হইলেন।

আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেও অথবা তিনি কোন সংবাদ না পাঠাইলেও অভিরাম স্বামীর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল ঘটনা সহজেই উপস্থিত হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতে কোতোয়ালের নিকট সাক্ষাতের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া অভিরাম দেখিলেন, অন্যান্য দিনের অপেক্ষা সে দিন কোতোয়াল সাহেব তাঁহাকে একটু বেশী সমাদর করিলেন এবং বলিলেন, "দস্যুদিগের নিকট যে সকল কাগজ-পত্র ছিল, আম-দরবার হইতে হুকুম হওয়ায় তৎসমস্ত চালান দেওয়া হইয়াছে। ধন-রত্ন এখনও আমার নিকটেই আছে। সে সম্বন্ধে এখনও কোন হুকুম পাওয়া যায় নাই।"

অভিরাম ফিরিয়া আসিলেন; বুঝিলেন, এ সকল কাণ্ড আয়েষার প্রযত্নেই ঘটিতেছে। তিনি এত দিন দ্বারে দ্বারে

কাঁদিয়াও যাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, আজি সহসা তাহা ঘটিতেছে কেন? এত দিনে যুবরাজের আবেদন যথাস্থানে উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

পরদিন তিনি আবার কোতোয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে দিন শুনিয়া আসিলেন, স্বামীজীর আর আগ্রায় থাকিবার প্রয়োজন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে স্বদেশে চলিয়া যাইতে পারেন। যে উদ্দেশ্যে তিনি আগ্রায় আসিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে হুকুম যথাসময়ে প্রচার হইবে এবং সে হুকুম হরকরার দ্বারা যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

অভিরাম স্বামী স স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আবার আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত তিনি চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও ফল কিছুই হইল না; সাক্ষাৎ বা সংবাদ-প্রেরণের কোন সদুপায় না হওয়ায় বিফল-মনোরথ অভিরাম সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে আবার তিনি কোতোয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; শুনিলেন, তিনি তাঁহার সঙ্গী পাঁচ জনকে বিভাগ করিয়া দিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদের পাথেয়াদি ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কোতোয়াল স্বামীজীর হস্তে তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার আর কষ্ট করিয়া আগ্রায় থাকিবার কোনই প্রয়োজন নাই। দস্যুদিগের বিচারের সময় অভিরাম স্বামীর কোন সহায়তার প্রয়োজন হইবে না। আবশ্যক হইলে অভিরাম স্বামী অশ্ব ছয়টিও লইয়া যাইতে পারেন। তিনি সেগুলিকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশ গমন করিতে পারেন অথবা এখানেই বিক্রয় করিয়া যাইতে পারেন।

অভিরাম সে দিন স্থির করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। পরদিন আবার সেই কর্ম্মচারীর সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। বুঝিলেন, তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ধন-রত্ন সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করিবার তাঁহার অবসর নাই। তাঁহার সহিত এ বিষয়ের সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে।

যুবরাজের সম্বন্ধে কি আদেশ প্রচারিত হইবে, তাহার আভাষমাত্রও জানিতে পারিলে অভিরাম স্বামী পরম পরিতুষ্ট হইতে পারিতেন; কিন্তু কোন মতেই তাহার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহাও তিনি বুঝিলেন যে, নিশ্চয়ই তাঁহাদের উদ্দেশ্যের অনুকূল

কিসে কি হইল, তাহা অভিরাম স্বা
পারিলেন না। তাঁহার এত দিনের প্রাণপণ
কাহাকেও তাঁহার সম্বন্ধে একটুও আকৃষ্ট
পারেন নাই; কিন্তু আয়েষার আগ্রায় আ
সহসা তাঁহার বিষয়ে সকলেই মনোযোগী
এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক সুব্যবস্থা হইয়া গে
কি প্রণালীতে কাহাকে অবলম্বন করিয়া ক
ছেন, তাহা অভিরাম জানিতে পারিলেন
সকল অনুকূল ব্যবস্থা যে নবাব-নন্দি
হইল, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোনই সন্দেহ থাকি

আয়েষার সহিত বিদায়কালীন সাক্ষাতে
তিনি আর একবার ওমরাহ মহাশয়ের দ্বারে
লেন। সাক্ষাৎ হইল না, অধিকন্তু একটা হৃদয়
আসিল। অভিরাম স্বামীকে প্রণাম জানা
বলিয়া পাঠাইলেন, "বোধ হয়, এ জীবনে
সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। যুবরাজ জগৎসিং
সহ কুশলে থাকুন, ইহাই আমার কামনা
তাঁহার স্বজনবর্গের সহিত সাক্ষাতের বোধ হ
প্রয়োজন নাই। আমার সংবাদ লইবার
কেহই ব্যাকুল হইবেন না। বোধ হয়, অ
আপনারা আর পাইবেন না। আমাকে চি
বিদায় দিন।"

অভিরাম স্বামীর চক্ষুতে জল আসিল
নিরুপায়। পরদিন যথাসময়ে কোতোয়ালে
ও অশ্ব লইয়া সঙ্গীদ্বয় সহ তিনি আগ্রা হ
মনে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নদী-বক্ষে।

উড়িষ্যায় কটক নগর নানা কারণে
লাভ করিয়াছে। শিল্প ও কারুকার্য্যের প
নগর জনসমাজে সুপরিচিত; শোভা ও
এক সময়ে এ নগরের প্রতিপত্তি কম ছিল
নানা সময়ে নানা প্রকার ঐতিহাসিক

বিধ নিদর্শন অদ্যাপি এই নগরের বক্ষে বিরাজ
রিতেছে।

এই নগরের পার্শ্ব-প্রবাহিত মহানদী বিশালতায় পদ্মা
। মেঘনার সমতুল্য না হইলেও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বা তুচ্ছ-
লেবর নহে। মহানদীর সুনির্মল স্রোত ধীর ও মৃদুভাবে
নিয়ত বহিতেছে এবং তাহার মধুর কল্লোলধ্বনি
নিরত শ্রোতৃ-মন মুগ্ধ করিতেছে। তাহার বক্ষের উপর
দুরদিয়ে নানা দেশাগত নৌকা অপেক্ষা করিতেছে।
নৌকা হইতে বাহকেরা পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া
তীরে স্থাপন করিতেছে; কোন নৌকায় তাহারা অশেষ
প্রয়াসে বিবিধ সামগ্রী ন্যস্ত করিতেছে; কোন নৌকা
হইতে ব্যস্ততা সহ আরোহিগণ কূলে অবতরণ করিতেছে;
কোন নৌকায় বা স্থানান্তর-গমনাভিলাষী মনুষ্যগণ আরো-
হণ করিতেছে। কোন স্থানে সুদীর্ঘ অদর্শনের পর মিলন
হেতু পরমানন্দের অভিনয় চলিতেছে; কোথায় বা প্রিয়-
জন-বিদায়-কালীন অবশ্যম্ভাবী বিষণ্ণতার লীলা পরিদৃষ্ট
হইতেছে। কোন নৌকা কূল ত্যাগ করিয়া দূর-জলে গা
ভাসাইতেছে; কোন নৌকা বা বহুকাল নদী-বক্ষে নৃত্য
করিয়া এক্ষণে কূলে আসিয়া হাঁফ ছাড়িতেছে।

নগর হইতে অর্দ্ধ-ক্রোশাধিক দূরে নদী-তীরে নবাব
ওসমান খাঁ পাদ-চারণা করিতেছেন। দুই জন মাত্র সশস্ত্র
প্রহরী একটু দূরে অপেক্ষা করিতেছে। সে স্থান জন-
শূন্য। নবাবের মূর্তি বিষণ্ণ এবং পরাজয় ও হীনতা হেতু
যেন কালিমাগ্রস্ত। নবাব পরিক্রমণ করিতেছেন এবং এক
একবার এক স্থানে স্থির হইয়া নদীর দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত
দৃষ্টিপাত করিতেছেন। নবাবের পরিচ্ছদ অতি সামান্য।
তাহার দেহের নিম্নভাগে ঢিলা পায়জামা এবং উর্দ্ধভাগে
এক শিথিল পঞ্জাবী, মস্তকে একটি সামান্য টুপী, সকলই
শুভ্রবর্ণ ও সুপরিষ্কৃত। চরণে জরির জুতা। কটিদেশে
অসি ঝুলিতেছে না, পৃষ্ঠে ঢাল নাই, হস্তে বর্শা নাই।
নবাব ওসমান নিরস্ত্র ও সামান্য-বেশধর। যে ব্যক্তি
স্বভাবতঃ সুন্দর, তাহাকে সকল ভাবেই সুন্দর দেখায়।
ওসমানকে এই বেশে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে।

জ্যৈষ্ঠ মাস। অপরাহ্ন হইলেও এখনও সূর্য্যকিরণের
তেজ মন্দীভূত হয় নাই। ওসমান যে স্থানে পরিক্রমণ
করিতেছেন, তথায় নানা জাতীয় অনেক সমুন্নত বৃক্ষ ছিল।
তাহারই শীতল ছায়াতলে নবাব পরিভ্রমণ করিতে-
ছেন। নদী প্রবাহিত বায়ু-হিল্লোল তাঁহার দেহকে সুশী-
তল করিতেছিল। সহসা ওসমান স্থির হইয়া দাঁড়াই-
লেন। যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলিতে পারে, আগ্রহ-সহকারে
ততদূর পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। [illegible]
হইতে মুখ ফিরাইয়া, উৎকণ্ঠিত-ভাবে পাদ-চারণা করিতে
লাগিলেন।

সংবাদ আসিয়াছে, অদ্য আয়েষা বজরা-যোগে কটকে
আসিবেন। কোন ব্যাঘাত উপস্থিত না হইলে বজরা যে
সময়ে কটকে আসিয়া পৌঁছিবার সম্ভাবনা, তাহা অনুমান
করিয়া ওসমান নদী-তীরে সেই সময়ে উপস্থিত হইয়াছেন
এবং সেই হৃদয়-দেবীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।
আনুমানিক কাল অতীত হইল; কিন্তু এখনও তো বজরা
দেখা যাইতেছে না। ওসমান উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন।

সুদূরে নদী-বক্ষে অনেক নৌকা ভাসিয়া আসিতেছে
দেখা গেল। দূর হইতে সেই সকল নৌকা যেন জলে ভাস-
মান পক্ষিসমূহের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। ওসমান স্থির-
দৃষ্টিতে নৌকা-সকলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নৌকা
আরও নিকটস্থ হইতে লাগিল। ওসমান বুঝিতে পারি-
লেন, তিনখানি বজরা ও পাঁচখানি বৃহৎ নৌকা কাছা-
কাছি থাকিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ওসমান এক-দৃষ্টিতে
নৌকার অভিমুখে চাহিয়া রহিলেন। জলযান সমূহ
আরও নিকটস্থ হইল। ওসমান বুঝিতে পারিলেন, এক-
খানি বজরা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অতিশয় শোভাময়।
তিনি স্থির করিলেন, সেই বজরাতেই নবাব-নন্দিনী
আছেন। ওসমান মাথার টুপী খুলিয়া দুলাইতে
লাগিলেন। সেই বৃহৎ বজরার একটি জানালা খুলিয়া
গেল। সেই জানালার মধ্য দিয়া স্বর্ণ-সূত্র-বিগ্রথিত এক-
খানি ওড়না বাহির হইল এবং একখানি অঙ্গুলীর মধ্যস্থিত থাকিয়া তাহা ধীরে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

ওসমান আনন্দজনিত চঞ্চল-পদে তীরে তীরে নৌকার
অভিমুখে চলিতে লাগিলেন; দেখিলেন, সকল নৌকা
প্রহরী, শরীর-রক্ষক, দাস-দাসী ও দ্রব্য-সামগ্রী-পরিপূর্ণ।
যে বৃহৎ বজরায় আয়েষা আছেন, তাহাতে অন্য কোন
লোক আছে বলিয়া নবাবের বোধ হইল না।

জানালা দিয়া ওসমান সুস্পষ্টরূপে আয়েষার প্রফুল্ল
কমলসদৃশ মুখ-মণ্ডল দেখিতে পাইলেন। উভয়েই উভয়কে
অভিবাদন করিলেন। আনন্দ-জ্যোতিতে উভয়েরই বদন
প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বহুক্ষণ হইতেই আয়েষার আদেশে মাঝিরা প্রাণপণে
দাঁড় টানিতেছিল। নৌকা ও বজরা সকল বেগে অগ্রসর
হইতেছিল। সহসা যে বজরায় আয়েষা ছিলেন, তাহার
গতি মন্দ হইয়া আসিল। অন্যান্য নৌকা ও বজরা অগ্রগামী
হইল; আয়েষার বজরা পিছাইয়া পড়িল। সে বজরার

মাঝিরা আপনাদের অকর্ম্মণ্যতা হেতু লজ্জিত হইয়া সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিতে লাগিল। তথাপি বিশেষ ফল হইল না। কেন এরূপ ঘটিতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত তাহারা ব্যস্ত হইল।

মাঝিরা বজরার এই দুর্গতির কারণ নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে ওসমান দেখিলেন, বজরার যতটুকু জলের উপর জাগিয়া থাকা উচিত, ততটুকু জাগিয়া নাই। তিনি আরও দেখিলেন, বজরা ক্রমেই জলের মধ্যে বসিয়া যাইতেছে এবং তাহার যে অংশ জাগিয়া ছিল, তাহা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। মাঝিরাও তখন এ ব্যাপার বুঝিতে পারিল। তাহারা জানিত,বজরার তলভাগ একটু কম মজবুত ছিল; তাহারই একস্থান এখন ফাঁসিয়া গিয়াছে। তলভাগ সুদৃঢ় ছিল না বটে; কিন্তু সহসা তাহা ফাঁসিয়া যাইবে, এ আশঙ্কা তাহাদের কখনই ছিল না। নবাব-নন্দিনীর আদেশে সাতিশয় শক্তি-সহকারে বজরা চালিত করায় অত্যন্ত বেগ-জনিত জলের প্রতিঘাতে এবং অতিশয় বল-প্রয়োগ হেতু বিষম আন্দোলনে বজরার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

নবাব ওসমান খাঁ তখন ব্যাকুলভাবে জলমধ্যে নামিয়া পড়িয়াছেন। আয়েষা জানালা হইতে ওসমানের এই কার্য্য দেখিয়া উদ্বেগে ও বিস্ময়ে অবাক্ হইতেছিলেন, সহসা ওসমান চীৎকার করিয়া বলিলেন, "নবাব-নন্দিনি, শীঘ্র কামরা হইতে বাহিরে আইস, একটুও বিলম্ব করিও না। কামরায় আর কে আছ? এখনই নবাব-কন্যাকে কামরার বাহিরে লইয়া আইস।"

ওসমান তখন একগলা জলে দণ্ডায়মান। বজরার কামরায় আয়েষার একমাত্র সঙ্গিনী ছিল। কোন কারণ বুঝিতে না পারিলেও আয়েষা তৎক্ষণাৎ সঙ্গিনী-সহ কামরার বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার বজরা ডুবিতে আর বিলম্ব নাই। মাঝিরা বুঝিয়াছে, এ বজরা ডুবিলে নবাব তাহাদের জান রাখিবেন না; অথচ বজরা রক্ষা করারও কোন উপায় নাই; সুতরাং তাহারা তখন উদাসীন।

নবাবের দিকে চাহিয়া আয়েষা যুক্তকরে কহিলেন,"তুমি কি করিতেছ? জলে কেন নামিয়াছ? আমি কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছি, ওসমান, তুমি তীরে উঠ।"

ওসমান তখন সাঁতার দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বলিলেন, "তোমাকে লইয়া উঠিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই তীরে উঠিব—নতুবা তোমার সঙ্গে—"

কাঁদিয়া উঠিল, আয়েষা হাত নাড়িয়া ওসমান
যাইবার সঙ্কেত করিতে লাগিলেন, বজরা ডু
যেখানে বজরা ডুবিল, সেখানে ভয়ানক
স্থিত হইল। সেই ঘূর্ণায়মান বারিরাশির মধে
ব্যক্তি ডুবিয়া গেলেন। নবাব ওসমান আর
সন্তরণ-নিরত নহেন।

বজরার মাঝিরা সাঁতরাইয়া কূলে উঠি
করিতে লাগিল। অন্যান্য অগ্রগামী বজরা
ঘুরিয়া বিপদের স্থান-সন্নিধানে আসিল। আ
রার উপর হইতে কয়েক ব্যক্তি গায়ের জ
খুলিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল।

নবাব ওসমান ভাসিয়া উঠিলেন; কি
কাতর; জীবনান্ত-সময়ে মনুষ্য মুখ-গহ্বর যে
করিয়া নিশ্বাস ফেলে, ওসমান সেইরূপে
ত্যাগ ও গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কথা ক
নাই। কোন গুরুভার পদার্থ যেন তাঁহার
সংলগ্ন রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ একখানি বজরা
যের নিকটস্থ হইল। তখন জলের উপর ভা
ওসমানের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ডি
ডুবিতে ও একবার ভাসিতে থাকিলেন। ব
লোকেরা একখানি সুদীর্ঘ বস্ত্র ফেলিয়া দিল
এক হস্তে তাহা ধারণ করিলেন। বহুলো
সেই বস্ত্র টানিয়া তাঁহাকে বজরার নি
আসিল। তখন কয়েক ব্যক্তি অতিশয় নত
হাত ধরিল।

ওসমানের সংজ্ঞা-শূন্য-প্রায় দেহ বজরা
টানিয়া উপরে উঠাইতে গিয়া বুঝিল, নবাব
উঠেন নাই। তাঁহার কটিদেশে ওড়নার এক
অপর প্রান্তে আর এক গুরুভার পদার্থ সংলগ্ন
অল্পমাত্র তুলিয়াই তাহারা দেখিতে পাইল,
প্রান্তে আলুলায়িত-কেশা নবাব-নন্দিনীর
কলেবর। অতি সাবধানে লোকেরা উভয়ে
রার উপর উঠাইল।

ওসমান বলিলেন, "যে ব্যক্তি বাঁদীকে
পারিবে, সে অনেক পুরস্কার পাইবে।"

এক ব্যক্তি বলিল, "খোদাবন্দ, ঐ লিখা
লইয়া ভাসিয়াছে।"

সত্যই এক ব্যক্তি বাঁদীকে লইয়া ভা
তখনই অন্য এক নৌকার লোকেরা তাহাদি

আয়েষার বস্ত্রাদি কিছুই স্থান-ভ্রষ্ট হয় নাই। লোকেরা অতি সন্তর্পণে মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুসজ্জিত ও সুগঠিত প্রতিমার ন্যায় তাঁহার সেই অচেতন কলেবর বজরার উপর স্থাপন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

নবাব-নন্দিনীর অবস্থা বড় মন্দ। ওস্মানের পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়ে আয়েষা সলিল-সমাধি হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন বটে; কিন্তু সেই দুর্ঘটনার পরিণামস্বরূপ ভয়ানক জ্বররোগে তিনি আক্রান্ত হইয়াছেন। অনেক সুবিজ্ঞ হকিম ও আয়ুর্ব্বেদসম্মত চিকিৎসক অশেষ কৌশলে তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। নবাব-বাটীতে উদ্বেগের সীমা নাই। কতলু খাঁর অনেক মহিষী। আয়েষা সকলেরই পরম আদরের ধন; সুতরাং তাঁহারা সকলেই নিতান্ত ব্যাকুলিতা হইয়াছেন। কাশ্মীরী বেগম আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এবং নিয়ত আয়েষার শয্যা-পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া, প্রাণপণে পীড়িতার শুশ্রূষা করিতেছেন। আয়েষা নবাবপুরীর শোভা, সকলেরই লোচনানন্দদায়িনী ও সর্ব্বজন-প্রাসাদন-কারিণী। এ জন্য নবাব-ভবনের দাস-দাসী প্রভৃতি সকলেই নবাব-নন্দিনীর পীড়ার অবস্থা কঠিন হইয়াছে শুনিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

নবাব সোলেমান সতত বিলাস-সমুদ্রে ভাসমান এবং সাংসারিক অন্যান্য ব্যাপারে একান্ত উদাসীন হইলেও আয়েষার কঠিন পীড়ার সংবাদ তাঁহাকেও নিতান্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি সুরা-পাত্র ত্যাগ করিয়া এবং রূপসী সঙ্গিনীগণের সংসর্গ পরিহার করিয়া প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ স্বয়ং আসিয়া আয়েষার সংবাদ লইতেছেন।

আর নবাব ওস্মান খাঁ? তাঁহার কি অবস্থা? তাঁহার চিত্তের অবস্থা বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। তিনি পীড়িতার পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে অবিরত আসীন। কোথায় রাজ্য, কোথায় যুদ্ধ, কোথায় সন্ধি, কোথায় উৎসাহ, কোথায় বা দুরাকাঙ্ক্ষা! সংসারের সকল ব্যাপারই তিনি ভুলিয়াছেন। আপনার দেহে বা দৈহিক কোন প্রয়োজনেই তাঁহার মন নাই। হকিম ও বৈদ্যদিগের মুখে পীড়িতার অবস্থা মুহুর্মুহুঃ শুনিবার নিমিত্ত অধীরভাবে তিনি পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট।

দিন যাইতে লাগিল। বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। পীড়িতার অবস্থা ক্রমে ভাল বোধ হইতে লাগিল। চিকিৎসকেরা ভরসাযুক্ত হইলেন। সমস্ত নবাব-পুরী যেন প্রাণ পাইল। হকিম ও বৈদ্যগণ অনেকের নিকট প্রভূত শিরোপা পাইলেন। মসজীদে অনেক প্রকার ব্যয় হইল। অনেক দান, দরিদ্রভোজন ও পুণ্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। নবাব-পুরীর তাবতে অনেক আনন্দজনক কার্য্যে মত্ত হইলেন। ক্রমে পীড়িতা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পথ্যাদি সেবন করিয়া ক্রমে তাঁহার শরীরে শক্তি সঞ্চারিত হইতে লাগিল এবং রোগ-জনিত অপগত শ্রীর পুনরাবির্ভাব হইতে লাগিল।

ওস্মান আর সতত পীড়িতার পার্শ্বস্থ কক্ষে অপেক্ষা করেন না। প্রথম প্রথম প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ তিনি স্বয়ং আসিয়া রোগ-মুক্তা সুন্দরীর সংবাদ লইতে লাগিলেন; যতই তাঁহার স্বাস্থ্য পুনরাগত হইতে লাগিল, ততই ওস্মানের আগমন কমিয়া আসিতে থাকিল। শেষে দুই একদিন ব্যবধান দিয়া তিনি পীড়িতার কক্ষে দর্শন দিতে থাকিলেন।

আয়েষার মাতাও এখন আর অনন্যব্রত হইয়া নিয়ত কন্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকেন না। আয়েষা উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন; অনবরত তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবার এখন কোন প্রয়োজন নাই।

মধ্যাহ্নকালে আয়েষা একাকিনী পর্য্যঙ্কে আসীনা। নিকটে কোন দাসীও নাই। নবাব-নন্দিনী অনেক চিন্তায় মগ্ন। কেন এমন হইল? তিনিই কি পাঠানদিগের অবনতির একমাত্র কারণ? যত্ন করিলে, যাহা ঘটিয়াছে, এখন তাহার কি অন্যথা করা যায় না? আয়েষার অশেষ চিন্তা।

সহসা ওস্মান কক্ষদ্বার হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আয়েষা, কেমন আছ?"

আয়েষা উত্তর দিলেন, "ভাল আছি। তুমি ঘরের ভিতর আইস ওস্মান!"

ওস্মান একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"তুমি একলা বসিয়া আছ কেন আয়েষা? থাক্—এখন আর যাইব না। অন্য সময়ে আসিয়া তোমার সহিত দেখা করিব।"

আয়েষা বুঝিলেন, তিনি একাকিনী আছেন বলিয়াই ওস্মান কক্ষমধ্যে আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন।

আয়েষা দ্বার-সন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন, "ভিতরে আইস, তোমার সহিত অনেক কথা আছে।"

ওস্‌মান কোন প্রতিবাদ না করিয়া কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আয়েষা বলিলেন, "দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? এই স্থানে উপবেশন কর।"

সেই পর্য্যঙ্ক ভিন্ন তথায় আর বসিবার স্থান নাই। ওস্‌মান বলিলেন, "তুমি বইস, আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্ট বোধ করিব না।"

আয়েষা বলিলেন, "কুণ্ঠিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি বলিতেছি, তুমি নিঃসঙ্কোচে আসন গ্রহণ কর।"

ওস্‌মান সেই পর্য্যঙ্কের এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন এবং সবিস্ময়ে দেখিলেন, আয়েষা অন্য প্রান্তে উপবেশন করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কিছু কাল তোমার নিকট হইতে দূরে ছিলাম; ফিরিয়া আসিয়াও পীড়ার জন্য তোমার সহিত বিশেষ কোন কথা কহিতে সময় পাই নাই। আমি স্ত্রীলোক; তোমার শাসনাধীনে থাকাই আমার কর্ত্তব্য। তাহার অন্যথা করিয়া বিশেষ অপরাধ করিয়াছি। সে জন্য ক্ষমা চাহিতেছি ভাই।"

ওস্‌মান বলিলেন, "কেন ক্ষমা চাহিতেছ? আমি কি কোন দিন তোমার উপর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছি? তুমি কৃপা করিয়া আমার এ নবাব-পুরীতে আসাতে তোমার শুভাগমনে আমার মৃতদেহে জীবন আসিয়াছে। তোমার কোনও অপরাধ হইয়াছে বলিয়া আমি একদিনও মনে করি নাই। তবে কেন আয়েষা, তুমি ক্ষমা চাহিতেছ?"

আয়েষা বলিলেন, "আমার অনুপস্থিতিকালের মধ্যে আমাদের অনেক ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে জন্য তুমি কি অবসন্ন-হৃদয় হইয়াছ ভাই?"

ওস্‌মান বলিলেন, "বিষম ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, তাহাতে আমার হৃদয় একটুও অবসন্ন হয় নাই, এ কথা বলিতে পারি না। তুমি অপরাধের কথা বলিতেছিলে আয়েষা, আমার এই ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের জন্য সত্যই তুমি অপরাধী। তুমি ওস্‌মানের বাহুতে বল, হৃদয়ে সাহস, মনে বুদ্ধি, কর্ম্মে উৎসাহ। ওস্‌মানের এ সকলই হরণ করিয়া তুমি চলিয়া গিয়াছিলে। এরূপ অবস্থায় ভাগ্য-পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য।"

আয়েষা বলিলেন, "যাহা হইবার হইয়াছে; কিন্তু প্রতীকারের আর কোন উপায় নাই কি?"

ওস্‌মান বলিলেন, "যথেষ্ট উপায় আছে; কিন্তু সে উপায় তোমারই হস্তগত। তুমি এই নবাবপুরী ময়ী অধিষ্ঠাত্রী। তুমি যদি আমার মঙ্গল-চি[illegible] না হও, তাহা হইলে সকলই শুভ হ'বে।"

আয়েষা বলিলেন, "ওস্‌মান! এরূপ কথা [illegible] বলিতেছ ভাই? তোমার ইষ্টানিষ্টের সহিত আ[illegible] দুঃখ জড়িত, ইহা কি তুমি জান না?"

ওস্‌মান বলিলেন, "তাহা আমি জানি [illegible] জানি বলিয়াই অদ্যাপি আমি বাঁচিয়া [illegible] একটা কথা আজি জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয়ঃ। [illegible] হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াও, কেন আয়েষা, আমা[illegible] আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? আমা[illegible] দুর্দ্দশার দিনে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া [illegible] ছিলে আয়েষা?"

আয়েষা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন; [illegible] বলিলেন, "যাহার নিকট জীবনের কোন [illegible] নাই, তাহার নিকট এ কথাও প্রচ্ছন্ন রাখিব [illegible] হয় তো তোমার কষ্টকর হইবে; কিন্তু তুমি [illegible] করিলে আমি কখনই এ কথা তোমার নিকট ব[illegible] তাম না। আমি যুবরাজ জগৎসিংহকে কারা[illegible] বার অভিপ্রায়ে প্রথমে পাটনায়, প[illegible] গিয়াছিলাম।"

ওস্‌মান বলিলেন, "এ সংবাদ আমার অবি[illegible] ভাগ্যবান্ জগৎসিংহ তোমার হৃদয়-রাজ্যের রাজ[illegible] তুমি তো গোপন কর না। সুতরাং তাঁহাকে মু[illegible] তোমার বাসনা হওয়া অসঙ্গত নহে। প্রকার[illegible] এ কার্য্যে আমার ইষ্টই করিয়াছ।"

আয়েষা জিজ্ঞাসিলেন, "কিরূপে?"

ওস্‌মান বলিলেন "জগৎসিংহ আমার বধ্য। বধ করিবার জন্যই আমি জীবন রাখিয়াছি। [illegible] গারে থাকিলে আমি হয় তো সহজে তাহাকে[illegible] করিবার সুযোগ পাইতাম না। তুমি তাহাকে [illegible] বার চেষ্টা করায় আমার উপকার হইয়াছে।"

আয়েষা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চিন্তা করি[illegible] লেন। ওস্‌মান বলিলেন, "কথা কহিতেছ ন[illegible] আমার কথায় কি ক্লেশ পাইলে আয়েষা?"

আয়েষা বলিলেন, "না।"

ওস্‌মান জিজ্ঞাসিলেন, "তবে কি ভাবিতেছ[illegible]

আয়েষা বলিলেন, "ভাবিতেছি, আমার জ্ঞা[illegible] নীকে সৃষ্টি করিয়া স্রষ্টার কি লাভ হইল? আমি[illegible] রের কোন উপকারে আসিলাম না; কাহারও [illegible]

আমার দ্বারা সাধিত হইল না। আমার জন্য কেবল কলহ-বিদ্বেষের স্রোত অব্যাহতে বহিতে থাকিল; তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষকেও আমার নিমিত্ত নিরন্তর মনস্তাপানলে দগ্ধ হইতে হইল।"

ওস্মান বলিলেন, "অনন্ত জ্বালা ভোগ করিতেও ওস্মান পশ্চাৎপদ নহে। সকল জ্বালাই আমি বুক পাতিয়া সহিতে সক্ষম এবং নিরন্তর সহিয়া আসিতেছি। আয়েষা, বুঝি ভালবাসার এই জ্বালাতেও সুখের সীমা নাই। নহিলে এ জ্বালা জুড়াইবার কোন চেষ্টা করি না কেন? নহিলে যাহার জন্য এই জ্বালা, সেই তুমি নয়নান্তরালে গমন করিলে সংসার শূন্য বোধ করি কেন? নহিলে তোমাকে ভুলিবার নিমিত্ত দয়াময় ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেও মন হয় না কেন? নহিলে যে ভবনে আমার জ্বালার কারণ বিদ্যমান, সেই ভবনের এক প্রান্তে বাস করিতে পাইলেও সুখের পরাকাষ্ঠা অনুভব করি কেন? নহিলে তোমার হৃদয়ে আমার স্থান নাই জানিয়াও তোমার চিন্তায় আমার চিত্ত অহর্নিশ নিযুক্ত থাকে কেন? নহিলে সংসারে সকল বস্তুর অপেক্ষা এই জ্বালার বস্তুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি কেন?"

আয়েষা বলিলেন, "এখন বুঝিতেছি ওস্মান, এই জ্বালা-ভোগই তোমার নিয়তি। অভাগিনীই তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণাধার মহাত্মার চির-যন্ত্রণার হেতু। এ পিশাচীকে ওস্মান, কেন তুমি বার বার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতেছ?"

ওসমান বলিলেন, "আয়েষা, তুমি ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা বেশ জান। জগৎসিংহ কারাগারে, এ সংবাদে বিচলিত হইয়া এবং পিতৃ-ভবন ত্যাগ করিয়া কেন তুমি দেশান্তরে ধাবিত হইয়াছিলে? তুমি যাহাকে ভালবাস, তাহার সামান্য কারাবাসও যদি তোমার সহ্য না হয়, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু-সম্ভাবনায় আমি উন্মাদ না হইব কেন?"

আয়েষা বলিলেন, "আমি কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছি, ওস্মান, তুমি হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ কর। তুমি বীর, সাহসী, যোদ্ধা। রণক্ষেত্রে কীর্ত্তি-অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায়, সাম্রাজ্যলাভের আশায় তুমি মত্ত হও। যাহার এত সুখ ও সৌভাগ্যের দ্বার সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে, ক্ষুদ্র এক নারীর চিন্তায় এক অযোগ্য অভাগিনীর প্রেম-পিপাসায় সকল আকাঙ্ক্ষা শেষ করা কি তাহার কর্ত্তব্য?"

ওস্মান বলিলেন, "আমি হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিয়াছি—এত প্রকৃতিস্থ করিয়াছি যে, তুমি তাহা শুনিলে অবাক্ হইবে। আমার প্রাণ কখন তোমাকে পাইবে না জানিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে শিখিয়াছে; আমার হৃদয় এখন তোমাকে লাভ করিবে না বুঝিয়াও কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমার সহিত সমপ্রাণতা হইবে না বুঝিয়াও আমার অন্তর এখন জয়-পরাজয়ে সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্য কথা আর কি হইতে পারে আয়েষা? রণ-রঙ্গে প্রমত্ত হইতে বলিতেছ? আকাঙ্ক্ষার সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতে উপদেশ দিতেছ? এ অবস্থায় তাহাই তো আমার একমাত্র কর্ত্তব্য; সেই পথই তো এক্ষণে আমার প্রধান অবলম্বনীয়; কিন্তু আয়েষা, আমার এক নিবেদন আছে। হৃদয়কে আমি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিয়াছি সত্য, কিন্তু এক বিষয়ে আমার এখনও অতিশয় দুর্ব্বলতা রহিয়া গিয়াছে। তোমাকে না পাইলেও আর আমি কাতর নহি; তুমি যাহারই হও,সে চিন্তাতেও আর আমি ব্যাকুল নহি। আমি কেবল কখন কখন তোমাকে দূর হইতে দেখিবার বাসনা এখনও ত্যাগ করিতে পারি নাই; কখন কখন তোমার এক একটি বাক্য শ্রবণের অভিলাষ এখনও বিসর্জ্জন দিতে পারি নাই; যে ভবনে তুমি বাস কর,সে ভবনে অবস্থিতি-রূপ গৌরব আমি এখনও পরিত্যাগ করিতে পারি নাই; তোমার কুশলে সুখী ও অকুশলে উদ্বিগ্ন হইবার অধিকার আমি এখনও পরিহার করিতে পারি নাই। আয়েষা, এ দীনহীন অভাগা সকল সাধই বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহার এই ক্ষুদ্র বাসনাগুলিও কি তুমি অসঙ্গত বলিয়া মনে কর? ভিক্ষুকের রত্নস্বরূপ তাহার এই আদরের অভিলাষগুলি চূর্ণ করাই কি তোমার অভিপ্রায়?"

আয়েষা বলিলেন, "না ওস্মান, জীবনে ও মরণে আমি তোমার সঙ্গিনী। বিবাহরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধন আমাদের অদৃষ্টে নাই। কিন্তু এ দেহ যদি তোমার চরণে উৎসর্গ করিতে আমার সাধ্য না হয়; যদি বিধাতার বিড়ম্বনায় তোমার সেবায় আমি আত্মনিয়োজন করিতে অধিকারিণী না হই, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি তাই? কেন আমরা সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সমপ্রাণ না হইব? কেন আমরা একমনে, এক যন্ত্রণায়, এক-প্রাণে কার্য্য-সাগরে ভাসিয়া জীবনকে কর্ম্মময় না করিব? ওস্মান, অতঃপর আমি জীবনে ও মরণে তোমার অবিচ্ছিন্ন সঙ্গিনী হইয়াই রহিব; তোমার সন্তোষ-সাধনই অতঃপর আমার ব্রত হইবে।"

তখন ওস্মান বলিলেন, "আয়েষা, আজি তুমি এ অভাগার জীবনকে সুখময় ও আনন্দময় করিয়া দিলে।

তোমার অনুগ্রহ আমাকে দত্ত করিল। এ ভিক্ষুক আর কিছুরই প্রার্থী নহে। আয়েষা আমার অবিচলিত হিতৈষিণী, আয়েষা আমার উন্নতি-অবনতির জন্য চিন্তিতা, আয়েষার অঙ্গুলিচালিত হইয়া আমি কার্য্য-সম্পাদনে নিযুক্ত, ইহা আমার পরম গৌরব এবং অপরিসীম আনন্দ। ইহার অধিক আমার আর কোন প্রার্থনা নাই।"

আয়েষা বলিলেন, "এ কথায় আর প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কি উপায়ে আমাদের অপহৃত রাজ্য আমরা পুনরায় হস্তগত করিতে পারি, তাহার পরামর্শ করা আবশ্যক হইয়াছে।"

ওসমান বলিলেন, "সে জন্য আর কোন চিন্তা নাই; অতঃপর যুদ্ধে আমার বীরত্ব দেখিয়া মানব-সমাজ বিস্ময়াবিষ্ট হইবে এবং আমাকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে। আমার মঙ্গলময়ী আয়েষার প্রসন্নতায় সফলতা আমার কার্য্য-সূত্রের সহিত নিত্য সংবদ্ধ হইবে।"

আয়েষার মাতা দ্বার হইতে জিজ্ঞাসিলেন, "ঔষধ খাইবার সময় হইয়াছে মা।"

আয়েষা বলিলেন, "আইস মা, ভিতরে আইস; ঔষধ আর না খাইলেও ক্ষতি হইবে না বোধ হয়।"

আয়েষা ও ওসমান আসন হইতে উত্থিত হইলেন। বেগম সাহেবা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া যুবক-যুবতীর মুখে অপরিসীম প্রসন্নতার লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল। তাঁহাদের এ ভাব নিতান্ত শুভ-সূচনা বলিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

জগৎসিংহ সেই অন্ধকার কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইয়া অতি ক্লেশে কালপাত করিতেছেন। হায়! এ দারুণ দুঃখের দিন কি ফুরাইবে না? আর কি কখন স্বাধীন মনুষ্য-সমাজে মিশিয়া তিনি সুখ-দুঃখের কর্ম্মে জীবনকে নিয়োজিত করিতে পারিবেন না? তাঁহার সকল আশা, সকল আনন্দই কি এই কারাগৃহে দীর্ঘনিশ্বাসে পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে?

অভিরাম স্বামী স্বয়ং কারাগারে প্রবেশ করিয়া আবেদনে তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া গিয়াছেন। নবাব-নন্দিনী আয়েষা তাঁহার মুক্তির জন্য ব্যাকুলা তিনি আত্মীয়গণের সঙ্গ ত্যাগ করি আসিয়াছেন। এ সকল ব্যক্তির চেষ্টা কখনই পারে না। কিন্তু বহুদিন অতীত হইয়া গেল, শুভ-পরিবর্ত্তন ঘটিল না তো। তবে কি সক শেষ হইল?

জগৎসিংহ নিভৃত কারাগারে বসিয়া আয়ে কত চিন্তাই করিতেছেন। এমন হিতৈষিণী, এ সহায় যে লাভ করে, সে মানবের মধ্যে ধন্য। মানবী বলিয়া মনে করিলেও অন্যায় করা হয়। এরূপ দেবী নাই। কিন্তু হায়! এই মহীয় অপাত্রে অলৌকিক প্রণয় ন্যস্ত করিয়া চির- এই হতভাগ্যই সেই দেবীর যন্ত্রণার একমাত্র অভাগা তাঁহার নয়ন-পথবর্ত্তী না হইলে নিশ্চয় বালা সর্ব্বসুখের অধিকারিণী হইতে পারিতেন সেই অতুলনীয় রত্ন কোন প্রেমমুগ্ধ পুরুষশ্রে বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্ত সুখভোগ করিতেন। নি শোভাময় প্রসূন হতাদরে মলিন ও বিশুষ্ক হইত অকৃতজ্ঞ নরাধম সে দেবদুর্ল্লভ প্রণয়ের প্রতি তেও অশক্ত। এরূপ ব্যক্তির প্রতিও সেই দয়া। হায়! আর কি জীবনে জগৎসিংহ একবারও দেখিতে পাইবে না? আর কি তাঁহ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সুযোগও হইবে না?

অভিরাম স্বামী বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি ক্লেশে, নিতান্ত কাতরভাবে কাল কাটাইতেছেন। এই অপরিসীম যাতনা ভোগ করিয়া সেই কো সুর-সুন্দরী জীবিতা আছেন কি? আর কি সেই প্রেমময়ীকে সজীব অবস্থায় দেখিতে আর কি তিনি কখন তাঁহাকে বক্ষে ধারণ পাইবেন? আর কি কখন তাঁহার সহিত প্রা কহিবার সুযোগ হইবে?

কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহার স্নেহময় পিতৃদেব কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু পুত্রের স্মরণ করিয়া পিতার হৃদয় কি একটুও বিচলিত না? তাঁহার কোন কোন বিমাতা পাটনায় তাঁহারাও জগৎসিংহের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইবে কি? এত আত্মীয়-স্বজন থাকিতেও কি জগ চিরদিন এই ভাবেই কালপাত করিতে হইবে?

এ কষ্ট অসহনীয়। লৌহশৃঙ্খলে কষ্ট নাই,

ষ্ট নাই; বন্ধনে কষ্ট নাই। একবার—একবারমাত্র দূর হইতে প্রাণের পরম প্রিয় পদার্থকে দেখিতে পাইলেই এ কষ্ট ঘোর হয় সহনীয় হইতে পারে। দূর হইতে একবার-মাত্র তিলোত্তমাকে দেখিবার কোন উপায় হইতে পারে না কি?

জগৎসিংহের ইচ্ছা হইল, এই লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, লৌহ-দ্বার ভগ্ন করিয়া তিনি এখনই গড়মান্দারণের অভিমুখে ধাবিত হইবেন।

বিকট ঘর্ঘরশব্দে কারাগারের লৌহদ্বার খুলিয়া গেল। সেই মুক্ত-পথ দিয়া বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিয়া জগৎসিংহকে কথঞ্চিৎ বিনোদিত করিল। জগৎসিংহ দেখিলেন, দ্বার-মধ্য দিয়া কারারক্ষক ও আর একজন অনুচর কারাগারে প্রবেশ করিল। অনুচরের হস্তে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার।

কারারক্ষক সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতীব সম্মান সহকারে যুবরাজকে প্রণাম করিল।

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি সংবাদ?"

কারারক্ষক সবিনয়ে নিবেদন করিল, "যুবরাজ মুক্ত হইয়াছেন। এই রাজ-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া এখনই কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হউন।"

যুবরাজ বিশেষ ধীরতার সহিত এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিলেন;— বলিলেন, "তোমার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, এরূপ নিদর্শন কি আছে? হয় তো কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে আমাকে রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে।"

কারারক্ষক বলিল, "আমার নিকট বিশেষ কোন নিদর্শন নাই; আগ্রা হইতে খোদ সাহানশাহার নাম-মোহরযুক্ত পরওয়ানা মহারাজের উপর সিপাহী দ্বারা জারি হইয়াছে। মহারাজের খাস সিপাহীরা আমার উপর হুকুম জারি করিয়াছে। সে সিপাহীরা যুবরাজকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত এখন দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "আমি তোমার কোন কথা অবিশ্বাস করিতেছি না; কিন্তু তুমি কাজ ঠিক কর নাই। সিপাহীদিগের সহিত মহারাজার পাঞ্জা অথবা তাঁহার নাম-মোহর-যুক্ত হুকুমনামা থাকা উচিত ছিল। তাহা দেখাইয়া আমাকে মুক্তি দিতে আসিলে তোমার কর্ত্তব্য পালন করা হইত।"

কারারক্ষক একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "যুবরাজ উচিত আজ্ঞা করিয়াছেন। আনন্দে আমি সকল সাবধানতার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এক্ষণে যুবরাজের কি হুকুম?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "সিপাহীদিগের প্রধান ব্যক্তিকে তুমি বলিয়া আইস যে, মহারাজ বা বাদশাহের আদেশ না পাইলে যুবরাজ কারাগার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। প্রধান সিপাহীকে আম-কাছারী হইতে কোনরূপ কোন নিদর্শন আনিতে বলিয়া তুমি আমার নিকট ফিরিয়া আইস। যতক্ষণ সেরূপ কোন আদেশ না আইসে, ততক্ষণ আমার শৃঙ্খল-মোচন বা বেশ-পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন নাই।"

কারারক্ষক যুবরাজের সাবধানতা ও স্থির-বুদ্ধি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইল; আর কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস না করিয়া সে আজ্ঞা-পালনে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সে আর কারাগারের দ্বার নিরুদ্ধ করিল না; কারণ, এ আদেশের সত্যতা সম্বন্ধে তাহার কোনই সন্দেহ ছিল না।

অবিলম্বে কারারক্ষকের সহিত মথুরাসিংহ কারাগারে প্রবেশ করিল এবং সসম্মানে নিবেদন করিল, "যুবরাজ, যে পাঞ্জা দেখাইয়া এ অধীন রাজপুত্রকে গড়মান্দারণের নিকট মহারাজার আজ্ঞা জানাইয়াছিল, সেই পাঞ্জাই অদ্য তাহার নিকট রহিয়াছে। রাজপুত্রের মুক্তি-জন্য আনন্দে এ দাস তাহা দেখাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। গোলামের কসুর মাফ করিতে আজ্ঞা হয়।"

মথুরাসিংহ উষ্ণীষমধ্য হইতে পাঞ্জা বাহির করি যুবরাজের সম্মুখে ধারণ করিল। যুবরাজ পাঞ্জার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "কারারক্ষক, আমার শৃঙ্খল মোচন কর।"

তখন পরমানন্দে কারারক্ষক যুবরাজের হস্ত-পদ-বন্ধন মোচন করিল। অনুচরের হস্ত হইতে পরিচ্ছদাদি গ্রহণ করিয়া মথুরাসিংহ তাহাকে যুবরাজের হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালনার্থ জল আনিতে আদেশ করিলেন। জল আসিলে জগৎসিংহ হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া কারাবাসীর ঘৃণিত পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজপরিচ্ছদে দেহ সমাচ্ছন্ন করিলেন। মস্তকে হীরক-খচিত শিরপেঁচযুক্ত উষ্ণীষ, কর্ণে রত্নকুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তামালা শোভা পাইতে লাগিল। কটিদেশে অসি বিলম্বিত হইল। রত্ন-খচিত পাদুকা চরণ আবৃত করিল। বহুদিন অন্ধকার কারাবাস, দারুণ দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে জগৎসিংহের মূর্ত্তি মলিন হইয়াছিল; তথাপি তাঁহার স্বভাব-সুন্দর কান্তি উপযুক্ত পরিচ্ছদ-সমাবৃত হওয়ায় বড়ই শোভাময় হইল।

জগৎসিংহ সেই যন্ত্রণার নিকেতন-স্বরূপ কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নানাপ্রকার বিভীষিকাময়ী

দুশ্চিন্তায় প্রপীড়িত হইয়া তিনি যে স্থানে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে স্থানের সহিত তাঁহার আজি সম্বন্ধের শেষ হইল। প্রথমে মথুরাসিংহ, তৎপশ্চাৎ জগৎসিংহ, কারারক্ষক ও অনুচর নিক্রান্ত হইলেন। বাহিরের আলোক-রাজ্যে ও অব্যাহত বায়ু-সমুদ্রে আসিয়া জগৎসিংহ যেন নূতন জীবন লাভ করিলেন ও নূতন বিশ্বে আনীত হইলেন।

যে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী মথুরাসিংহের আজ্ঞাধীনতায় জগৎসিংহকে বন্দী করিতে গমন করিয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে কারাগার-সন্নিহিত প্রান্তরে অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষা করিতেছে। জগৎসিংহের সেই শ্বেত-অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া বহুদিন পরে প্রভুকে বহন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত রহিয়াছে। অশ্ব-সন্নিধানে ছত্রধর কারুকার্য্য-খচিত ও মুক্তা-ঝালর-সমন্বিত বিশাল ছত্রহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কারচোপে সমাচ্ছাদিত সুবৃহৎ ব্যজনী লইয়া অন্য ব্যক্তি ছত্রধরের পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছে।

যুবরাজকে দর্শনমাত্র সেই পঞ্চাশৎ সৈনিক অসি তুলিয়া প্রণাম করিল এবং সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "জয়, যুবরাজ জগৎসিংহের জয়!"

যুবরাজ জগৎসিংহ অসি দ্বারা তাহাদিগকে তদ্রূপ নমস্কার করিয়া বলিলেন, "জয়, বাদশাহ আক্‌বরের জয়! মুখে, মহারাজ মানসিংহের জয়!"

তঁ জগৎসিংহ অশ্বারোহণ করিলেন। বহুকাল পরে প্রভুর দর্শন পাইয়া অশ্ব আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কারারক্ষক সম্মান-সহকারে যুবরাজকে প্রণাম করিল। জগৎসিংহ বলিলেন, "তুমি আমার কারাবস্থানকালে সতত আমার সহিত সাতিশয় সদ্ব্যবহার করিয়াছ; তোমার ব্যবহারে আমি বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি অন্য কোন সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও; আমি তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিব।"

কারারক্ষক আবার যুবরাজকে প্রণাম করিল। পঞ্চবিংশ জন সৈনিক রাজপুত্রের অগ্রবর্ত্তী এবং পঞ্চবিংশ জন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। যুবরাজ সেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান পাইলেন। মথুরাসিংহ এবার যুবরাজের পার্শ্বে স্থান গ্রহণ না করিয়া সম্প্রদায়ের অগ্রবর্ত্তী হইলেন। ব্যজক ও ছত্রধর যুবরাজের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তখন প্রথমে মথুরাসিংহ উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "জয়, যুবরাজ জগৎসিংহের জয়!"

সম্মুখস্থ পঞ্চবিংশ অশ্বারোহী সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, "জয়,যুবরাজ জগৎসিংহের জয়!"

পশ্চাতের পঞ্চবিংশ সৈনিক তাহারই প্রত্যুত্তর-স্বরূপ বলিয়া উঠিল, "জয়, যুবরাজ জগৎসিংহের জয়!"

সেই স্বর ব্যোমপথে নাচিতে নাচিতে ... হইয়া পড়িল। ক্রমে সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ... নগরে প্রবেশ করিল। নগরের রাজপথ সমূহ ... ধ্বজা, পতাকা ও পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত। পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকার উপর, বারান্দায়, বাতায়নে, সর্ব্বত্র ... নর-নারী দণ্ডায়মান। সকল অট্টালিকাই ... পুষ্পমালিকা ও কেতনে পরিশোভিত; দীনের ... কুটীরেও যথাসম্ভব সজ্জার অভাব নাই। ... নের প্রবেশ-দ্বারে বারি-পূর্ণ কলস ও কদলীবৃক্ষ ...

সম্প্রদায় নগর-সীমায় প্রবেশ করিবামাত্র অ... শব্দ হইল, "জয়, জগৎসিংহের জয়!"

সেই শব্দ কণ্ঠ-পরম্পরায় শব্দিত হইতে হইতে পাটনা-নগরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সম্প্রদায় ধী... রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কুলক... গবাক্ষ হইতে জগৎসিংহের মস্তকে লাজ, ক... প্রসূন-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শঙ্খধ্বনি ও হু... দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। জগৎসিংহ অবনত-মস্তকে ...লের শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ক্রমে সম্প্রদায় মহারাজ মানসিংহের দরবা... সমীপদেশে উপনীত হইল। বিচারান্তে এই দরবা... কুমারের কারাদণ্ড হইয়াছিল। দরবার-তোরণে ... অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ... মোগল ও রাজপুত সেনাপতি এবং সভাসদ্... তাঁহাকে সমাদরে সঙ্গে লইয়া দরবারে প্রবেশ করি...

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নবীন সুবেদার।

যে সন্তান সর্ব্বসমক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া এবং ... কারাবাসীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া জগৎসিংহ ... হইয়াছিলেন, আজি বহু দিনের পর তিনি সেই সভা... সম্মানে ভূষিত হইয়া এবং রাজপরিচ্ছদাদি ধারণ ... পুনরায় প্রবেশ করিলেন। সেই উচ্চ মঞ্চের উপর ... রাজ মানসিংহ গম্ভীর-ভাবে বসিয়া আছেন; ...

[illegible]গণ তাঁহার উভয় পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নিম্ন [illegible] অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। সৈনিক, রাজ-[illegible]রী ও সাধারণ জনসমাগমে সভার যাবৎ স্থান পরি-[illegible]। এখনও জনসমাগম নিরুদ্ধ হয় নাই। যে সকল [illegible] পথ-পার্শ্বে জগৎসিংহের শুভাগমন দর্শনার্থ অপেক্ষা [illegible]তেছিল, তাহারা এক্ষণে দলে দলে আসিয়া সভা-[illegible] প্রবেশ করিতে লাগিল।

সভামধ্যে জগৎসিংহ প্রবেশ করিবামাত্র সেই অগ-[illegible]-প্রায় কণ্ঠ হইতে শব্দ হইল, "জয়, যুবরাজ জগৎ-[illegible]হের জয়!"

সঙ্গে সঙ্গে জগৎসিংহ বলিলেন, "জয়, বাদশাহ আক্-[illegible]র জয়! জয়, মহারাজ মানসিংহের জয়!"

জগৎসিংহ অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে মহারাজ মান-[illegible]হের সিংহাসন-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সিংহাসন [illegible]মঞ্চে সংস্থিত। জগৎসিংহ নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া, [illegible]নার উষ্ণীষ উন্মোচন করিলেন এবং তাহা মহারা-[illegible] চরণে স্থাপন করিয়া করযোড়ে কহিলেন, "অপরাধী [illegible] কাতরভাবে মহারাজের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে।"

মহারাজ গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "পুত্র! তোমার সকল [illegible]রাধের মার্জ্জনা হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং বাদশাহ বাহা-[illegible] কৃপা করিয়া তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন এবং [illegible]মাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।"

অগণ্য কণ্ঠে শব্দ হইল, "জয়, বাদশাহ আকবরের [illegible]!"

জগৎসিংহ বলিলেন, "বাদশাহের এ অনুগ্রহ আমার [illegible]রোধার্য্য। কিন্তু পিতঃ, যিনি এ জগতে আমার পরম [illegible], যিনি আমার ইহ-পরকালের দেবতা, সেই পিতৃ-[illegible]বর প্রসন্নতা লাভ করিতে না পারিলে আমার সকল [illegible] নাই বৃথা। পিতার মনের ভাব জানিবার নিমিত্ত [illegible]ম পুত্র কাতরভাবে অপেক্ষা করিতেছে।"

মানসিংহ বলিলেন, "পুত্র, আমি সরল মনে তোমার [illegible]ল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি। তুমি উষ্ণীষ উঠাইয়া [illegible]র ধারণ কর। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি কর্ত্তব্য-[illegible]য়ণ হইয়া যশস্বী হও।"

অগণ্য কণ্ঠে শব্দ হইল, "জয়, মহারাজ মানসিংহের [illegible]!"

জগৎসিংহ পিতৃচরণ হইতে উষ্ণীষ গ্রহণ করিয়া মস্তকে [illegible]ণ করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "আজি আমার [illegible]নধারণ সার্থক হইল। পিতার অসন্তোষের ভার [illegible]কে ধারণ করিয়া জীবিত থাকার অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। আমি এত দিন মৃতকল্প হইয়া জীবিত ছিলাম। করুণাময় পিতৃদেব, আমার অপরাধ অনেক; আমার কোন্ কোন্ অপরাধের ক্ষমা হইয়াছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে আমি অপরাধী আছি, ইহা জানিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে আমার কোন অধিকার আছে কি?"

মানসিংহ বলিলেন, "স্নেহভাজন কুমার, তোমার পারিবারিক ও রাজনৈতিক সকল অপরাধই ক্ষমা হই-য়াছে। আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমি নবাব-নন্দিনী আয়েষার হৃদয়ে প্রেমানল প্রজ্বালিত করিবার কোন প্রযত্ন কর নাই; সে জন্য কোন সহায়তাও তুমি কর নাই। এ কথা নবাব ওস্মান খাঁ আমার নিকট নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন; সুতরাং সে জন্য তোমাকে অপরাধী করা অসঙ্গত।"

জগৎসিংহ অবনত-মস্তকে বলিলেন, "আমার আরও অনেক অপরাধ আছে।"

মানসিংহ বলিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যার সহিত তোমার অপরাধ গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমি জ্ঞাত হইয়াছি, বীরেন্দ্র-নন্দিনী রূপে গুণে অতুলনীয়া। সেই তিলোত্তমা যথার্থ রাজলক্ষ্মীস্বরূপা। সুতরাং তাঁহার সহিত বিবাহ হেতু তোমার অপরাধও মার্জ্জনীয়।"

জগৎসিংহের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। মহারাজ মানসিংহ বলিলেন, "তোমার রাজনৈতিক অপ-রাধ দুনিয়ার মালিক স্বয়ং ক্ষমা করিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলে আমার গুরুতর অপরাধ হয়। তুমি সম্প্রতি বাদশাহের বিচারে এবং আমার বিচারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

সেই অগণ্য কণ্ঠে সমস্বরে শব্দ হইল, "জয়, যুবরাজ জগৎসিংহের জয়!"

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "আমার প্রতি এক্ষণে মহা-রাজের কি আদেশ? কোন্ কর্ত্তব্য-সাধন করিয়া আমি এক্ষণে মহারাজের প্রসন্নতা অর্জ্জনের প্রয়াসী হইব?"

মহারাজ একজন পারিষদ্‌কে ইঙ্গিত করিলে, তিনি জগৎসিংহের হস্তে একখানি সনন্দ প্রদান করিলেন। মানসিংহ বলিলেন, "যুবরাজ জগৎসিংহ, বাদশাহের কৃপায় তুমি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছ। তোমার যেরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, মনুষ্যের অদৃষ্টে সেরূপ সৌভাগ্য প্রায় ঘটিতে দেখা যায় না। আশী-

র্বাদ করি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সততা, সাহস ও সুবিচার হেতু তুমি চিরস্থায়ী কীর্ত্তি ও যশ অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে।"

সভাস্থ তাবৎ লোক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "জয়, বাদশাহ আকবরের জয়! জয়, মহারাজ মানসিংহের জয়! জয়, যুবরাজ জগৎসিংহের জয়!"

সভাস্থ তাবৎ সভাসদ্ ও পারিষদ্ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং সসম্ভ্রমে জগৎসিংহকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন একটু অগ্রসর হইয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "আমরা নবীন সুবেদারের নিকট আমাদের একান্ত বশ্যতা ও অধীনতা স্বীকার করিতেছি। আমরা অবিচলিত-চিত্তে তাঁহার আজ্ঞা পালনে সম্মত হইতেছি। আমরা অন্তরের সহিত তাঁহার শুভকামনা করিতেছি। আমরা তাঁহার এই পদোন্নতি হেতু হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে অবিচলিত সম্মান জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার জয় ঘোষণা করিতেছি।"

জগৎসিংহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কোথায় অন্ধকার কারাগারে লৌহশৃঙ্খলনিবদ্ধ দশা, আর কোথায় বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার-পদ-প্রাপ্তি। উভয়ের প্রভেদ কল্পনাতীত। উভয় অবস্থার পার্থক্য আলোচনা করিলে শিহরিতে হয়। এই পরিবর্ত্তন এত সহসা, এত অতর্কিত-ভাবে, এত অপ্রত্যাশিতরূপে উপস্থিত হইল যে, জগৎসিংহ যেন তাহার মর্ম্ম প্রণিধান করিতে অক্ষমতা হেতু কিয়ৎকাল মূঢ় হইয়া রহিলেন।

মহারাজ মানসিংহ কহিলেন, "কুমার জগৎসিংহ, তোমাকে অদ্যই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। কল্য হইতে আমি অবসর গ্রহণ করিব।"

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "কেন?"

মহারাজ বলিলেন, "ইহাই বাদশাহের আদেশ। তিনি আমাকে হুকুম-প্রাপ্তিমাত্র পাটনা ছাড়িয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজনে সম্প্রতি অবিলম্বে আগ্রায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে; সে স্থান হইতে আমাকে দিল্লী, পরে আজমীর যাইতে হইবে জানিতে পারিয়াছি। তাহার পর আর কোথায় কোন প্রয়োজনে যাইতে হইবে কি না, তাহা এখনও আমি জানিতে পারি নাই। আমার অনুপস্থিতি-কালে বাদশাহ তোমাকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সকলই দুনিয়ার মালিক বাদশাহ বাহাদুরের ব্যবস্থা। ইহার ম কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।"

এতক্ষণে জগৎসিংহ প্রকৃত অবস্থা ান তখন ভূতলে জানু সংলগ্ন করিয়া লেন শাহের আদেশ-পালনে এ সেবক চির-বাধ্য। আজ্ঞা-পালন এ দাসের পরম ধর্ম্ম। আমার অনুগ্রহ প্রদর্শন করায় আমি বাদশাহের সমীপে রাজের চরণে অবিচলিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি

তখন মানসিংহ আসন ত্যাগ করিয়া জ সমীপে আগমন করিলেন এবং তাঁহার হস্তধা বলিলেন, "তবে আইস বৎস, মসনদে উপবেশ আমি তোমার পিতা হইলেও অধুনা তোমার প্রজা মাত্র। যে মুহূর্ত্তে বাদশাহের সনন্দ তোমা হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তুমি বঙ্গ, বিহার ও সুবেদার হইয়াছ। তোমাকে সুবেদারের আস করা আমারই কর্ত্তব্য।"

জগৎসিংহ পিতার চরণে প্রণাম করিলেন এ চরণধূলা মস্তকে স্থাপন করিলেন। মানসিংহ পু ধারণ করিয়া সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইলেন এব স্বরে বলিলেন, "আমি সাহানশাহের আজ্ঞাক্র সমক্ষে এই সভামধ্যে যুবরাজ জগৎসিংহকে বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারের সিংহাসনে সমাসী তেছি। ভরসা করি, নবীন সুবেদারের শা অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে শান্তি বিরাজ করিবে; সর্ব্বপ্রকারে নিরুপদ্রব থাকিবে; যুদ্ধ-বিগ্রহ হেতু শোণিত-ক্ষয় হইবে না।"

নবীন সুবেদার কহিলেন, "আমি প্রাণপণে শাহের ইষ্ট-সাধনে নিযুক্ত থাকিব, শাসন-বিষয়ে পিতৃদেবের পরিগৃহীত পদ্ধতির অনুসরণ করি করিব এবং সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতি-পুঞ্জের ও অধীন বৃন্দের অনুরঞ্জন করিব।"

তখন মহারাজ মানসিংহ বলিলেন, "জয়, নবী দারের জয়!"

সভাসদ্ ও পারিষদ্গণ সেই বাক্যের অনুকরণ কহিলেন, "জয়, নবীন সুবেদারের জয়!"

সভাস্থ অগণ্যপ্রায় সৈনিক ও দর্শক সমস্বরে চী করিয়া উঠিল, "জয়, নবীন সুবেদারের জয়!"

সে দিন সভাভঙ্গ হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

...লা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার যুবরাজ জগৎ-...পিতার সহিত মিলিত হইয়া সভা হইতে প্রস্থান ...লেন। পিতা-পুত্রে এক সঙ্গে অন্তঃপুরে গমন করি-...। তথায় যুবরাজকে মাতৃকাগণের সহিত সাক্ষাৎ ...তে আদেশ করিয়া মহারাজ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। যুবরাজ প্রথমে উর্ম্মিলা দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করি-...। তথায় তাঁহার তিন বিমাতাই উপস্থিত ছিলেন। ...দিগের চরণে জগৎসিংহ ভক্তি-সহকারে প্রণাম করি-...। তাঁহারা যুবরাজকে বিবিধ শুভাশীর্ব্বাদ জানাইলেন ...তাঁহার বিগত ক্লেশ সমূহের উল্লেখ করিয়া আন্তরিক ...প্রকাশ করিলেন।

উর্ম্মিলা বলিলেন, "তুমি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর আছ; ...হয়, বিশ্রামেরও প্রয়োজন হইয়াছে। তোমার সহিত ...দুঃখের অনেক কথা আছে। সময়ান্তরে তাহার ...া হইবে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আইস।"

জগৎসিংহ নীরবে উর্ম্মিলা দেবীর অনুসরণ করিলেন। ...ন্তঃপুরে এক সুসজ্জিত কক্ষ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া ...লা দেবী কহিলেন, "এই কক্ষমধ্যে তুমি বিশ্রাম কর; ...। তোমার আহার্য্যের ব্যবস্থা করিতে যাই।"

জগৎসিংহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ...শ হইতে এক সাশ্রু-নয়না সুন্দরী বেগে আসিয়া ...র বক্ষের উপর নিপতিত হইলেন। সেই সুন্দরী ...াত্তমা।

যুবরাজ অবাক্! এ কি স্বপ্ন, না সত্য ঘটনা! অদ্য কি ...াবিষ্ট মানবের ন্যায় তাঁহার সকল কার্য্যেই ভ্রান্তি ...ত হইতেছে? সহসা উন্মাদরোগাক্রমণে বুদ্ধিভ্রংশ ...চছে বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইল। কিন্তু সত্যই তো ...সাশ্রু-নয়না সুন্দরী তাঁহার প্রাণের প্রাণ-স্বরূপা ...ত্তমা ভিন্ন আর কেহই নহেন। সত্যই তো সেই ...বিয়োগিনী তাঁহার বক্ষের উপর নীরবে অশ্রুবর্ষণ ...তেছেন। মানুষের সহসা একদিনে এরূপ ভাগ্য-পরি-... হইতে পারে কি? অশেষ যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তার হস্ত ... অব্যাহতি লাভ করিয়া সহসা এরূপ অচিন্তিত-পূর্ব্ব ...ঐশ্বর্য্যের সম্মিলন ঘটিতে পারে কি? অসম্ভব হইলেও এ ব্যাপার যে ঘটিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

তিলোত্তমার নয়নে জল, অধরে হাসি। বড়ই অদ্ভুত দৃশ্যের সমাবেশ! জগৎসিংহ সেই প্রেম-পুত্তলীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন;—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন, "তিলোত্তমা, তুমি যে এখানে?"

তিলোত্তমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমাকে তিলোত্তমা বলিয়া ডাকিলে তোমার অন্যায় কার্য্য হইবে। ভুবন-বিখ্যাত অম্বরেশ্বরের পুত্রবধূ, বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নবীন সুবেদারের পত্নীকে কেহই তো নাম ধরিয়া ডাকিতে সাহস করে না।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "এ কথা ঠিক। অপরাধের নিমিত্ত পরে সমুচিত শাস্তি গ্রহণ করিব। এক্ষণে কৃপা করিয়া বল, এখানে তুমি কিরূপে আসিলে?"

তিলোত্তমা আবার হাসি মিশাইয়া বলিলেন, "শ্বশুরের গৃহে, স্বামীর আশ্রয়ে আমি কিরূপে আসিলাম, এ কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি আপনি আসিয়া আমার স্থান অধিকার করিয়াছি।"

তখন জগৎসিংহ সেই সুশীলার বদন চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সত্য করিয়া বল, কিরূপে কি হইল?"

তিলোত্তমা হাসিতে হাসিতে জগৎসিংহকে উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়া বলিলেন, "তুমি অতিশয় পরিশ্রান্ত আছ, অগ্রে আহারাদি করিয়া, বিশ্রাম করিয়া স্থির হও, তাহার পর সকল কথা বলিব।"

যুবরাজ বলিলেন, "আজি এত অসম্ভব কাণ্ড ঘটিতে দেখিতেছি যে, তাহা স্মরণ করিয়া অবাক্ হইতেছি। এ সকলের মীমাংসা না হইলে আমি স্থির হইতে পারিব না।"

তিলোত্তমা ব্যজনী লইয়া যুবরাজের দেহে বায়ু-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। যুবরাজ তাঁহার হস্ত হইতে ব্যজনী লইয়া বলিলেন, "অম্বরেশ্বরের পুত্রবধূর নিশ্চয়ই অনেক দাসী আছে। তাহারাই পাখা করিবে। আমি বুঝিতেছি, সকল রহস্যই তোমার জানা আছে। কৃপা করিয়া অগ্রে আমার কৌতূহল নিবারণ করিয়া সুস্থির করিয়া দেও।"

জগৎসিংহ অতি আদরে তিলোত্তমাকে আকর্ষণ করিয়া আপনার অঙ্কে ধারণ করিলেন। অবরোধের পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার পর গড়মান্দারণে ছাদের উপর তিলোত্তমা যে ভাবে জগৎসিংহের বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়াছিলেন, আজি বহুদিন পরে আবার সেই সুখের উপাধানে সেইরূপে মস্তক বিন্যস্ত করিলেন। কিন্তু সে দিন আর এ

দিনে কি প্রভেদ! সে দিনের কি ভয়ানক আশঙ্কা, কি বিভীষিকাপূর্ণ বিষাদের ছায়া; এ দিনের কি অতুলনীয় আনন্দ, কি প্রত্যক্ষ স্থায়ী সুখ!

এইরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইয়া তিলোত্তমা একে একে সমস্ত কথাই যুবরাজের গোচর করিতে লাগিলেন। মহারাজ মানসিংহের শ্রীক্ষেত্রযাত্রা, তথায় বিমাতা বিমলার সহিত মহারাণী ঊর্ম্মিলার নিকট গমন, সেই করুণাময়ীর সহায়তা-লাভ, তাঁহারই কৃপায় মহারাজের সহিত পরিচয়, তিলোত্তমার সেবায় মহারাজের সন্তোষ, মহারাণীর কৌশলে মহারাজের ক্ষমা ও পুত্রবধূরূপে গ্রহণ ইত্যাদি সকল কথাই তিলোত্তমা ধীরে, সংক্ষেপে ও মধুর ভাষায় জগৎসিংহকে জানাইলেন।

সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া জগৎসিংহ বলিলেন, "বুঝিয়াছি তিলোত্তমা, তোমারই বুদ্ধিতে, তোমারই কৌশলে আমার এই সকল শুভ-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি তোমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, সে আর তোমাকে কেমন করিয়া মনের ভাব বুঝাইবে? কি বলিয়া সে আর তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে? আমার মুক্তি বোধ হয় তোমারই কৌশলে সাধিত হইয়াছে।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "তুমি প্রেমান্ধ, তাই প্রকৃত ব্যাপার দেখিতে পাইতেছ না। আমি চেষ্টা করিয়া নিজের স্থান অধিকার করিয়াছি, অবজ্ঞাত হীনভাবে জীবনপাত না করিয়া, আপনার ন্যায়সঙ্গত স্থান আমি গ্রহণ করিয়াছি মাত্র। ইহাতে গৌরবের কথা কিছুই নাই। তোমার মুক্তির নিমিত্ত আমি কিছুই করি নাই; করিতে আমার সাধ্য কি আছে? নবাব-নন্দিনী আয়েষা শক্তি, বুদ্ধি, কৌশল সকল বিষয়েই অদ্বিতীয়া। তিনিই আগ্রা গমন করিয়া তোমার মুক্তি ঘটাইয়াছেন। বোধ হয়, তোমার এই পদোন্নতি তাঁহারই চেষ্টার ফল। তুমি শুনিয়াছ কি না জানি না, বাদশাহের আদেশ আসিয়াছে, আমার নিমিত্ত লক্ষ মুদ্রা আয়ের জায়গীর প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা নিশ্চয়ই সেই নবাব-নন্দিনী ঘটাইয়াছেন। আমাদের এই যে সকল কল্পনাতীত সুখোদয় উপস্থিত হইয়াছে, এ সকলই আয়েষার অনুগ্রহের ফল। যদি এ সকলের নিমিত্ত কাহারও নিকট আমাদিগকে কৃতজ্ঞ হইতে হয়, তাহা হইলে আজীবন সেই শক্তিময়ী আয়েষার নিকট আমাদিগকে চির-বিক্রীত হইয়া থাকিতে হইবে।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। জানি না, কিরূপে সেই দেবীর ঋণ কথঞ্চিৎ পরি[illegible] করিতে পারিব।"

তিলোত্তমা তখন সাদরে জগৎসিংহের কণ্ঠ[illegible] করিয়া বলিলেন, "আমি জানি। তুমি এ দাসীর [illegible] শুনিবে বল?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "এরূপ কথা কেন জিজ্ঞাসা ক[illegible] তেছ তিলোত্তমা? তোমার বাক্য অন্যথা করিব, [illegible] কি সম্ভব? তোমার ন্যায়-সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিতে [illegible] যদি অসাধ্যসাধন করিতে হয়, তাহাতেও আমি [illegible] পশ্চাৎপদ হইব না।"

তখন তিলোত্তমা উভয় হস্তে জগৎসিংহের হস্ত [illegible] করিয়া বলিলেন, "তুমি আয়েষাকে পত্নীভাবে গ্রহণ ক[illegible]

যুবরাজ জিজ্ঞাসিলেন, "প্রাণেশ্বরি, এই প্রস্তাব শু[illegible] তোমার সরলতা, উদারতা ও সহৃদয়তার বার [illegible] প্রশংসা করিতেছি; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ কথায় তো[illegible] বুদ্ধির কোনই প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। যে ন[illegible] কেবল কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের নিমিত্ত, প্রাপ্ত উপকা[illegible] প্রতিশোধ-স্বরূপে, ঋণ-মুক্ত হইবার বাসনায় অন্য নারী[illegible] সপত্নীর আসন প্রদান করিতে পারে, তাহার হৃদয় অতি উচ্চ, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমি তো[illegible] হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রণিধান করিয়া সানন্দে বার বার তো[illegible] প্রশংসা করিতেছি।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "প্রশংসা কর বা না [illegible] আমার নিন্দা করিতেছ কি জন্য?"

জগৎসিংহ কহিলেন, "নিন্দা কিছুই করিতেছি ন[illegible] আয়েষাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করার সম্বন্ধে তুমি যে প্রস্ত[illegible] করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার বুদ্ধির কোনই প্রশং[illegible] করিতে পারিতেছি না।"

"কেন? মহারাজের, মহারাণীর এবং অপর সকলের এই বাসনা। আয়েষাকে মহারাজ ও মহারাণী এ জন্য পু[illegible] পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি সম্মত হন নাই; কি[illegible] আমাদের বিশ্বাস, তুমি মনে করিলেই তাঁহার মত-পরি[illegible] বর্ত্তন হইবে।"

"বড় ভুল বিশ্বাসকে তোমরা মনে স্থান দিয়াছ[illegible] তোমরা আয়েষার হৃদয়-সিন্ধুর একটি তরঙ্গও দেখিতে পাও নাই। মহারাজ জানেন, মহারাণী জানেন, বিবা[illegible] করিলেই স্ত্রী হয় এবং ভালবাসিলেই ভালবাসা হয়; কিন্তু প্রেমময়ী আয়েষা তাহা জানেন না। আয়েষা জানেন যেখানে হৃদয়ের বিনিময় নাই, সেখানে শত সহস্র পুরো[illegible] হিত বা যোদ্ধা একত্র হইয়া অশেষ মন্ত্র-পাঠের পা[illegible]

হ ঘটাইয়া দিলেও সে বিবাহ বিবাহ হয় না। যে বাসা আপনি জন্মিয়া,আপন মনে বৃদ্ধি পাইয়া প্রাণকে ইয়া না রাখে, সে ভালবাসা ভালবাসা নহে। আয়ে-সহিত বিবাহ হইতে পারে না ; কেন না, এ ক্ষেত্রে রর বিনিময় হইবার কোন ভরসা নাই। আয়েষা র নিমিত্ত হৃদয়ে অগাধ ভালবাসা পোষণ করিতে-জানি ; কিন্তু আমার হৃদয়ের বীণা সে ভালবাসায় বাজিতে জানে না। আমি আয়েষাকে যথেষ্ট ভাল-সত্য ; কিন্তু সে ভালবাসা আয়েষার ভালবাসার প নহে। সুতরাং আমি তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ তে পারি না ; তিনিও আমার পত্নী হইতে কখনই হইতে পারেন না।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "কেন তুমি আয়েষাকে হৃদয় পারিবে না ? কেন তুমি তাঁহাকে তাঁহার মত ভাল-তে পারিবে না ?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "বড় বালিকার ন্যায় প্রশ্ন! জিজ্ঞাসা করিতে পার, কেন দিনে রাত্রি হয় না,কেন তে দিন হয় না ? কেন জলে আগুন থাকে না, কেন নে জল থাকে না ? সরলে, যাহা হইবার, তাহাই যে জন্য যাহার সৃষ্টি, সে সেই কাজ করে।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "তাহা হইলেও যত্নে, চেষ্টায়, বাসনায় অনেক বিষয়ের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইতে যায়। তুমি চেষ্টা করিলে অবশ্যই আয়েষাকে হৃদয় পার, নিশ্চয়ই তাঁহার সুরে তুমি হৃদয়ের বীণা য়া লইতে পার।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "হৃদয় একটা, যখন ইচ্ছা, ই তাহা যাহাকে তাহাকেই দেওয়া যায় না। যে একমাত্র তোমারই পূর্ণ অধিকার, তাহাতে আর রও স্থান হইতে পারে না। এক আকাশে অগণ্য থাকিতে পারে, কিন্তু দুইটি সূর্য্য বা দুইটি চন্দ্রের হয় না। তোমার ভালবাসার সুরেই আমার হৃদয়-বাজিতে শিখিয়াছে ; আর কোন সুর ইহাতে যে কেন ? আয়েষা ক্ষুদ্র তারকার মত আকাশের পার্শ্বে জলিবার সমগ্রী নহেন। যে সুরে আয়েষার াসার গান বাজিতে পারে, আমার বীণায় সে সুর "

তিলোত্তমা অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন। ত্রের বাক্যের মর্ম্ম তিনি প্রণিধান করিলেন। দীর্ঘ-ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি কি করিতেছ, সেই শোভার ফুল আপনি শুকাইয়া যাইবে ? অপাত্র-ন্যস্ত প্রণয়ের তীব্র জ্বালা ভোগ করিতে করিতে সেই অতুল আলোক আপনি নিবিয়া হইবে ?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "জানি না, বিধাতার কি বাসনা; কিন্তু বোধ হয়, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই আয়েষার নিয়তি। আমি তাঁহাকে বড় ভালবাসি; তাঁহার গুণে আমি একান্ত মুগ্ধ; তাঁহার রূপ অতুলনীয় বলিয়াই আমার মনে হয় ; আমি তাঁহার নিকট অশেষ ঋণে বদ্ধ। তাঁহার প্রয়োজনে আমি অকাতরে প্রাণ দিতে পারি ; তথাপি তিনি যাহা পাইলে সুখী হইবেন, তাহা তাঁহাকে প্রদান করিতে আমার সাধ্য নাই ; কেন না, তাহা আমার নাই। যে ভালবাসায় নরককেও স্বর্গ হয়, যে ভালবাসায় সংসারের সকল দুঃখ-জ্বালা দূর হইয়া যায়, যে ভালবাসায় মনুষ্য অমরত্ব লাভ করে, সে ভালবাসা আমি আমার অঙ্কস্থিতা এই সুর-সুন্দরীকে নিঃশেষরূপে দিয়া ফেলি-য়াছি ; আয়েষা সেই ভালবাসার প্রার্থী। সে ভালবাসার সকলই এই দেবীর চরণে সমর্পিত হইয়াছে ; সুতরাং সে দেবীকে দিবার উপযুক্ত কোন সামগ্রী আমার নাই।"

তিলোত্তমা নীরব। বড়ই প্রগাঢ় প্রেমের কথা। আয়েষা পূর্ণ-হৃদয়ের পূর্ণপ্রেম ব্যতীত কখনই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। ক্ষুদ্রা নারীর ন্যায়, মহারাজ মানসিংহের অগণ্য মহিষীর ন্যায় প্রণয়াস্পদকে স্বামী বলি-বার অধিকারমাত্র লাভ করিলেই আয়েষা কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না ; সুতরাং তাঁহার এ ক্লেশ-নিবারণের বুঝি বা আর উপায় নাই।

জগৎসিংহ বলিলেন, "কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেছিলে ! আয়েষার নিকট কৃতজ্ঞতার জন্য চিন্তা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। যাঁহার হৃদয়ে আমাদের সম্বন্ধে অগাধ প্রেম, তিনি কি কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশায় অথবা বাধ্য-বাধ-কতা ঘটাইয়া প্রেম উদ্দীপন করিবার বাসনায় আমাদের বিবিধ উপকার করিতেছেন ? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তিনি একবারও আমার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করিতেন, অন্ততঃ একবারও আমার সহিত প্রণয়ের প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ করিতেন। সে দেবীর হৃদয় অগাধ সিন্ধুস্বরূপ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমরা তাহার তরঙ্গমালার একটিও দেখিতে পাও নাই।"

দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে মহারাণী উর্ম্মিলা বলিলেন, "কুমার !"

তিলোত্তমা অপর দ্বার দিয়া বেগে পলায়ন করিলেন। যুবরাজ বলিলেন, "আসুন মা।"

যুবরাজ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তৎক্ষণাৎ মহারাণী ঊর্ম্মিলা বিবিধ খাদ্য-সামগ্রী-পূর্ণ স্বর্ণ-পাত্র হস্তে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আশার শেষ।

মহারাজ মানসিংহ মহিষী ও আনুযাত্রিকগণসহ আগ্রায় গমন করিয়াছেন। যুবরাজ জগৎসিংহ স্বাধীনভাবে দক্ষতার সহিত শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। যাত্রা-কালে মহারাজ মানসিংহ পুত্রকে রাজকার্য্য সম্বন্ধে বিবিধ সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং আন্তরিক আশীর্ব্বাদ-রাশি তাঁহার প্রণত শিরের উপর বর্ষণ করিয়াছেন।

মহারাণী ঊর্ম্মিলা গমনকালে রাজলক্ষ্মী তিলোত্তমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং মহারাজও তিলোত্তমার অভাবে অনেক কষ্ট পাই-বেন বলিয়া কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্বশুর ও শ্বশ্রূদিগের সন্তোষ-সাধনার্থ মনের বাসনা অন্যরূপ হইলেও তিলোত্তমা তাঁহাদের সহিত গমন করিতেই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু যুবরাজ জগৎসিংহ একাকী থাকিলে নানাপ্রকারে কষ্ট পাইবেন বিবেচনায় মহারাজ ও মহারাণী আপাততঃ তিলোত্তমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া অবিধেয় বলিয়া মনে করিয়াছেন। যে দিন মহা-রাজা ও মহারাণীরা প্রস্থান করেন, সে দিনের সে বিদা-য়ের দৃশ্য আমরা এ স্থলে উপস্থিত করিব না। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রোরুদ্যমানা তিলোত্তমার প্রণামের পর আশীর্ব্বাদের সময় কঠোর-হৃদয় বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইয়াছিল এবং মহারাণী ঊর্ম্মিলা বধূমাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া যেরূপ রোদন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া অনেককেই সাতিশয় ব্যথিত হইতে হইয়াছিল।

একাকী জগৎসিংহের বিশেষ কষ্ট হইবে বিবেচনায় মহারাজা অন্যতম পুত্র কুমার মহাসিংহকে পাটনায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। মহাসিংহ একজন সুদক্ষ সেনাপতি, মহাবলী যোদ্ধা এবং যশস্বী সম্রাট্-কর্ম্মচারী। জগৎসিংহ অপেক্ষা মহাসিংহ বয়সে দুই বৎসরের কনিষ্ঠ।

যুবরাজ জগৎসিংহের অনেক আত্মীয় প্রস্থান করি-লেন। কিন্তু তিলোত্তমার প্রায় সকল আত্মীয় পাটনায় আগমন করিলেন। বিগত দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ঘটনার পর যুবরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিমলা বড়ই ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু সে সময় পাটনা ত্যাগ করিয়া গড় মান্দারণের দিকে গমন করা যুবরাজ জগৎসিংহের পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় অগত্যা কন্যা-জামাতাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে বিমলা পাটনায় আসিলেন; সুতরাং আসমানি আসিল; আর আসমানি আসিতেছে দেখিয়া লচমণি পেটারা গুছাইয়া সঙ্গে লইল। কাজেই এই সকলকে সঙ্গে লইয়া অভিরাম স্বামীকে পাটনায় আসিতে হইল। সুতরাং গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজও আবার পাটনায় আসি-বার লোভ ছাড়িতে পারিলেন না। এতদ্ব্যতীত অনেক দাস-দাসী লোক-জন তাঁহাদের সঙ্গে আসিল।

বিমলা জামাতৃ-ভবনে বাস করিবেন না; সুতরাং গঙ্গাতীরে এক মনোহর অট্টালিকায় তাঁহার আবাসস্থান নিরূপিত হইল। তাঁহার পুরুষ সঙ্গী সকলেই স্বতন্ত্র ভবনে অধিষ্ঠিত হইলেন। যুবরাজের অনুমতি লইয়া তিলোত্তমাও বিমাতার নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কাণ টানিলেই মাথা আইসে; যুবরাজ জগৎসিংহও স্বকীয় প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরস্থ এই আবাসে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বড়ই আনন্দে কাল কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক মাস অতীত হইয়া গেল।

প্রাতে সেই ভবনের এক কক্ষে অভিরাম স্বামী ও বিমলা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। বিমলা বলিতেছেন, "যাহা হইবার, সকলই হইয়া গিয়াছে। যে অসহনীয় দুঃখের জ্বালা এত দিন নীরবে সহিয়া আসি-তেছি, তাহা আর সহ্য করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। তিলোত্তমা সর্ব্বপ্রকারেই পূর্ণ সুখের অধিকারিণী হই-য়াছে। মহারাজ তাহাকে পুত্রের দাসী বলিয়া স্বীকার করিবেন, এরূপ সম্ভাবনাও ছিল না। আমাদের অদৃষ্ট-ক্রমে এক্ষণে তিনি তাহাকে পরম সমাদরে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার স্বামী ধনে, মানে ও পদে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছেন।"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "তোমার অবিবেচনায় যাব-তীয় দুর্ঘটনা ও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে বলিয়া একদিন তোমাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম। আজি আবার আমি তোমার বুদ্ধি ও সুবিবেচনার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি। মহারাণী ঊর্ম্মিলা তোমার প্রতি চিরদিন কৃপাময়ী। তাঁহারই

য় তুমি জীবনের বহুদিন পরম সুখে অতি- ; করিয়াছ; তাঁহারই কৃপায় তোমার মানসিংহের রোষাগ্নি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন যাঁহার মধ্যস্থতায় তুমি মনোমত ব্যক্তিকে পতিরূপে করিয়াছিলে। সেই মহারাণী পুরুষোত্তমে আসিয়া- নিয়া, তুমি যে তিলোত্তমাকে লইয়া তাঁহার শরণা- ইয়াছিলে, ইহাতে তোমার প্রভূত সদ্‌বুদ্ধির পরিচয় করা হইয়াছে। সেই করুণাময়ী মহারাণীর লে আজি তিলোত্তমার এই সম্ভবাতীত ভাগ্যোদয়।"

বিমলা বলিলেন, "মহারাণী উর্ম্মিলা দেবীর চরণে বার বার প্রণাম করিতেছি। ভগবান্ তাঁহাকে সুখের অধিকারিণী করুন। এক্ষণে মহারাণীর আমাদের বাঞ্ছনীয় সকল ফলই লাভ করা হইয়াছে। র পিতঃ, আমি আর সংসারে থাকি কেন?"

অভিরাম স্বামী জিজ্ঞাসিলেন, "কি করিবে মনস্থ ছ?"

বিমলা বলিলেন, "যাঁহার জন্য এ জীবন, তিনি যখন াতে আর নাই, তখন আমি আর এ জীবন রাখি ?"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "জীবন ত্যাগ করায় পাপ , ইষ্ট কিছুই নাই। বৎসে, আমার উপদেশ গ্রহণ -তুমি জীবন্মৃতা হও, তাহাতে সকলই শুভ ও আনন্দ- ইবে। সমস্ত বাসনা বর্জ্জন করিয়া তুমি অতঃপর নন্দের অধিকারিণী হইতে অভ্যাস কর, ইহাই আমার মর্শ।"

বিমলা বলিলেন, "আপনার উপদেশ আমার শিরো- । কিন্তু পিতঃ, এ বিষম হৃদয়-জ্বালার নিবৃত্তি আর তেই আছে কি?"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "আছে বই কি। সুখ-দুঃখে গান হইলেই সকল যন্ত্রণার শেষ হইবে।"

বিমলা বলিলেন, "সে জ্ঞান হয় কই? বুঝিতেছি, প বোধ হইলেই কষ্টের সমাপ্তি হইতে পারে বটে; সে জ্ঞানলাভের উপায় কোথায়?"

অভিরাম বলিলেন, "মা, তাহা উপদেশ ও সাধনা- ক্ষ। আমি যে যে কারণে এত দিন এখানে বদ্ধ ছিলাম, ার শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি তোমাকে অতঃপর সাধনা-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া বিদায়-গ্রহণ ব। বোধ হয়, আমাদের আর পাটনায় থাকিবার য়াজন নাই। প্রায় একমাসকাল কন্যা-জামাতা লইয়া আনন্দ করিয়াছ; বোধ হয়, এই সুদীর্ঘ লৌকিক আনন্দে তুমি বুঝিয়া থাকিবে যে, এরূপ আনন্দেও সুখ নাই। আর এ বৃথা নিরানন্দময় আনন্দে কাজ কি মা? এক্ষণে অক্ষয়, অনন্ত আনন্দের পথ আমি তোমাকে দেখা- ইয়া দিবার চেষ্টা করিব। অধুনা এ স্থান হইতে বিদায় হইবার ব্যবস্থা করিলে হয় না?"

বিমলা বলিলেন, "যে আজ্ঞা, অদ্যই তাহার ব্যবস্থা করিব। প্রথমে তিলোত্তমার নিকট, তাহার পর রাজ- পুত্রের নিকট এ কথা অদ্যই উত্থাপন করিব। রাজ- পুত্র এখনই এ বাটী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আশা নাই। ততক্ষণ তিলোত্তমার সহিত কথা শেষ করিয়া রাখিব।"

যখন বিমলা ও অভিরাম স্বামী ভবনমধ্যে এই সকল কথা কহিতেছিলেন, তখন ভবনের বাহিরে এক কৌতুকা- বহ দৃশ্যের অভিনয় হইতেছিল। গজপতি বিদ্যা- দিগ্‌গজ ভবনের তোরণ-পার্শ্বস্থিত এক বৃক্ষনিম্নে লচমণির পা ধরিয়া কাঁদিতেছিলেন। কেমন করিয়া কি হইল, বুঝা- ইবার জন্য একটু পূর্ব্বকথা কহিতে হইবে।

গজপতি বড়ই মর্ম্মপীড়া পাইয়াছেন। তিনি জানি- তেন, "যাহার গোড়ায় 'আ,' শেষে 'নি,' তিনিই আমার প্রণয়িনী।" ইহা জ্যোতিষের বচন এবং তাঁহার ললাট-লিপি;- সুতরাং এ কথা মিথ্যা হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অভিরাম স্বামীর নিকট বিমলার পত্র লইয়া গজপতি আর একবার পাট- নায় আসিয়াছিলেন, এ কথা পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে। সেই সময় মথুরাসিংহের দলভুক্ত পূর্ব্ব-পরিচিত সেই রহস্যপ্রিয় জ্যোতির্ব্বিদ্ সৈনিকের সহিত গজপতির দৈবাৎ সাক্ষাৎ হয়। গজপতি তাহাকে চিনিতে না পারিলেও সেই সৈনিক সহজেই গজপতিকে চিনিয়া ফেলে। বিশেষ আমোদ হইবে মনে করিয়া, সৈনিক আর একজন সৈন্যকে আপনার গুরু খাড়া করিয়া গজ- পতিকে তাহার নিকট লইয়া যায়। গুরুদেব গজপতির কপাল দেখিয়া বলেন যে, তথায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, "যার গোড়ায় 'আ,' শেষে 'নি,' সে-ই তোমার প্রাণয়িনী।" এরূপ ললাট-লিপি যখন নিঃসন্দেহ, তখন গজপতির বড়ই জোর বাড়িয়া গেল। কিন্তু হইলে কি হয়, ঘটনা বড়ই প্রতিকূল হইতে লাগিল।

অভিরাম স্বামী কথাচ্ছলে গজপতির সহিত রঙ্গরস উপলক্ষে বিমলাকে বিশেষ ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। আসমানিও তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। সেই ঘট- নার পর হইতে বিমলা ও আসমানি এ সম্বন্ধে বড়ই সাব-

ম্লান হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আসমানি আর গজপতির সম্মুখে আইসে না, আসিলেও কোন কথা কহে না; সাবধানে অন্তদিকে সরিয়া পড়ে। চন্দ্র-সূর্য্য যে শাস্ত্রের সাক্ষী, সে শাস্ত্রও কি তবে মিথ্যা?

গজপতি স্থির করিয়াছেন, আসমানির এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে তাঁহার অধিকার আছে। সমস্ত মুলুকের যিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা, সেই যুবরাজ জগৎসিংহের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে। সুতরাং তাঁহারই নিকট নালিশ করা আবশ্যক। জগৎসিংহ যে সময়ে গঙ্গাতীরস্থ ভবনে আগমন করেন, গজপতিও সে সময়ে আসিয়া তোরণ-পার্শ্বে অপেক্ষা করেন। যুবরাজের আগম ও নির্গম তিনি দেখিতে পান, কিন্তু কোন কথা বলিতে—রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেও তাঁহার সাহস হয় না। রাজপুত্রের সঙ্গে খোলা তলোয়ার লইয়া সম্মুখে ও পশ্চাতে যে সকল রক্ষী থাকে, তাহাদিগকে দেখিয়া গজপতির হাত-পা পেটের মধ্যে প্রবেশ করে; সুতরাং মাথা বাঁচাইবার ভাবনায় নালিশের ভাবনা উড়িয়া যায়।

এইরূপ সময়ে একদিন তিনি লচমণির চক্ষুতে পড়িয়া গেলেন। যুবরাজ আসিতেছেন দেখিয়া দিগ্‌গজ একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়াছিলেন। রাজপুত্র ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর দিগ্‌গজ প্রচ্ছন্ন স্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ অন্তদিক্ হইতে লচমণি আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। গজপতির সহিত এরূপ আমোদ যে অভিরাম স্বামীর বিরাগজনক, ইহা লচমণি জানিত না; সুতরাং এ সম্বন্ধে সাবধান হইবার কোন প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করে নাই। এক্ষণে সহসা গজপতির সাক্ষাৎ পাইয়া একটু আমোদ করিবার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না। মুখ ভার করিয়া একটু রাগের ভাব দেখাইয়া সে গজপতির হাত ধরিয়া ফেলিল।

দিগ্‌গজের আর পূর্ব্ব-বেশ নাই। এখন সে ধুতি পরিয়া গায়ের উপর নামাবলী দিয়াছে, গলায় তুলসীর মালা পরিয়াছে, ললাটে ও নাসাগ্রে তিলক-ধারণ করিয়াছে। এই বিশুদ্ধ-বেশবান্ নাগরের হাত ধরিয়া লচমণি বলিল, "তবে হে চোর! অনেক সন্ধানে তোমাকে আবার আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি।"

হঠাৎ লচমণির সাক্ষাৎ পাইয়াও গজপতি সুখী হইল। মনে করিল, "ধূমাৎ বহ্নিঃ;" যখন লচমণিরূপ মেঘ দেখা দিয়াছে, তখন আসমানি-রূপ বৃষ্টিও বরিষতে পারে। সেবারেও এইরূপ ঘটিয়াছিল। লচমণি তাহার ভ্রূক্ষার মেঘ—জল নহে; আগতপ্রায় গাড়ীর আওয়াজ—গাড়ী না; শ্রীরাধিকার শ্রীচরণের নূপুরধ্বনি—শ্রীরাধিকা নহে; বর্ত্তী সুরভি-কুসুমের গন্ধ—কুসুম নহে; মন নরপতির সমৃদ্ধি-জনিত ধূলা—নরপতি নহে; সুত লচমণিকে দেখিয়া পূর্ণানন্দ না হইলেও গজপতির অ ভরসা হইল, যথেষ্ট আনন্দ হইল। বলিল, "তুমি—লচ —তুমি! তা তোমার আসমানি কোথায়?"

লচমণি বলিল, "আসমানি কোথায়, তাহা আমি জানি? কেন, আমাকে তোমার কি মনে ধরে না? এমন করিয়া পায়ে ঠেলিবে মনে ছিল, তবে আমাকে ম ইলে কেন? আমি যে তোমার জন্য পাগল হই বেড়াইতেছি, এ কথা কি তোমার একবারও মনে হয় না"

দিগ্‌গজ বলিল, "খুব মনে হয়। আমিও তোমার প্রায় পাগল। তবে কথা কি জান, আসমানিকে আম একটু বিশেষ দরকার আছে। তাহার সহিত অনেক দিনে প্রণয়। তাহাকে হঠাৎ একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারা য না। তুমি একবার দয়া করিয়া তাহাকে ডাকিয়া দি পার?"

লচমণি বলিল, "আমার কি দায় পড়িয়াছে। আপন শত্রুকে কে কোথায় ডাকিয়া দুধের বাটী খাইতে দেয় আমি তাহাকে কখনই ডাকিব না। আমি তোমা এবার আর ছাড়িব না। তুমি এখন আমার হইয়া থাকি কি না বল?"

দিগ্‌গজ বলিল, "নিশ্চয় থাকিব। কিন্তু সুন্দরি আসমানির সহিত একেবারে ছাড়াছাড়ি করিয়া তোমা হইয়া থাকিবার আগে একবার তাহার নিকট শেষ বিদা লওয়া উচিত নয় কি? দোহাই তোমার! তুমি তাহা উপায় করিয়া দেও।"

লচমণি বলিল, "কখনই না। আমি তোমাকে আসমানির সহিত একটা কথা কহিতেও দিব না; দূরে দাঁড়াইয়া একবার তাহাকে দেখিতেও দিব না আসমানিকে কখন যদি তোমার কাছে দেখিতে পাই তাহা হইলে আমি দুজনকেই ঝাঁটা-পেটা করিব।"

বিষম সমস্যা। দিগ্‌গজ অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিল "তবে কি আসমানির সহিত এ জন্মে আমাকে আর একবারও সাক্ষাৎ করিতে দিবে না?"

লচমণি বলিল, "কখনই না।"

তখন গজপতি কাঁদিতে কাঁদিতে লচমণির চরণ-ধারণ করিয়া বলিল, "সুন্দরি! তাহা হইলে আমি মরিয়া যাইব। আমাকে মারিয়া ফেলিলে তোমার কি লাভ হইবে?"

চমণি অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া বলিল, "তুমি যাও, সেও ভাল ; তোমাকে যমের বাড়ী পাঠাইতে ', তবু আসমানির হইতে দিব না।"

খন দিগ্‌গজ কাতরভাবে লচমণির চরণতলে য়মান,তখন অভিরাম স্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন। ক দর্শনমাত্র লচমণি বেগে পলায়ন করিল। নের ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকিলেও দিগ্‌গজ পলা- পারিলেন না। তিনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভিরাম বলিলেন, "মূর্খ! এই স্ত্রীলোকেরা তোমাকে তামাসা করে,এ সামান্য কথাটা বুঝিবার মত বুদ্ধিও তামার নাই? আমি শুনিয়াছি, কোন ব্যক্তি াকে বুঝাইয়াছে, তোমার কপালে এই প্রণয়ের কথা ত আছে। মিথ্যা কথা! আমি জ্যোতিষের সকল ই রীতিমত আলোচনা করিয়াছি। তোমার ললাটে কোন কথাই লিখিত নাই ইহা আমি বিশেষ জানি। মামার অনুগ্রহ তোমার প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে পর এই সকল কুৎসিত ব্যবহার তোমাকে পরিত্যাগ ত হইবে। এক্ষণে আমার সঙ্গে আইস।"

নগত্যা গজপতি অধোমুখে গুরুর অনুসরণ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অশান্তি।

সিংহের শাসনকালের প্রারম্ভে এই সুবিশাল শে কোনই অশান্তি পরিদৃষ্ট হইল না। সর্ব্বত্র প্রকৃতি- নিরুপদ্রব ও নিশ্চিন্তভাবে কালপাত করিতে থাকিল। য় প্রদেশত্রয়ের কুত্রাপি অসন্তোষ রহিল না। কোথাও াহ-বহ্নি প্রধূমিত হইতেছে বলিয়া কোন সংবাদ য়া গেল না। স্বাধীনভাবে প্রেমময়ী পত্নীর সঙ্গসুখে বার্জ্জিত পদ-প্রতিষ্ঠার গৌরব ভোগ করিতে করিতে াজ জগৎসিংহ পরমানন্দে কাল কাটাইতে থাকিলেন। কিন্তু বোধ হয়, এ সংসারে চিরানন্দের ব্যবস্থা নাই। ানে আনন্দের কুসুম ফুটিয়া উঠে, সেখানেই দুষ্ট অলক্ষিতভাবে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে শোভা ও সৌন্দর্য্য বিকৃত ও বিরূপ করিয়া দেয়। । উড়িষ্যা হইতে রাজা রামচন্দ্র দেব সংবাদ পাঠাইলেন, নবাব ওস্‌মান খাঁ বহু সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন এবং যুদ্ধের অন্যান্য আয়োজনও যথেষ্ট চালা- ইতেছেন। বোধ হয়, শীঘ্রই উড়িষ্যায় বিষম অশান্তির উদয় হইবে।

এই সংবাদ নবীন সুবেদারকে নিতান্ত বিচলিত করিল। কুমার মহাসিংহের সহিত তিনি এতদ্বিষয়ক পরা- মর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধের নিমিত্ত সকল ব্যবস্থা স্থির রাখিয়া সতত প্রস্তুত থাকাই আবশ্যক বলিয়া উভয় ভ্রাতা মনে করিলেন। মোগল-পক্ষে প্রভূত আয়োজন আরম্ভ হইল।

অচিরে পুনরায় সংবাদ আসিল, উড়িষ্যার পাঠানগণ নবাব ওস্‌মান খাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে চালিত হইয়া বিষম ব্যাপার ঘটাইয়াছেন। পুরী পুনরাক্রান্ত ও পাঠানগণের অধিকৃত হইয়াছে। রাজা রামচন্দ্র দুর্গান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে যে, সে দুর্গও অবিলম্বে আক্রান্ত হইবে।

পাঠানদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে কুমার মহা- সিংহ প্রভূত আয়োজন সহকারে উড়িষ্যায় যাত্রা করিলেন। ভদ্রকের সন্নিহিত প্রদেশে বিপক্ষগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং তথায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাব ওস্‌মান স্বয়ং সৈন্য-চালনা করিলেন এবং উৎসাহ-সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে বিজয়-লক্ষ্মী ওস্‌মানকে আশ্রয় করিলেন। মোগলপক্ষের অতি লজ্জাজনক পরা- জয় হইল। মহাসিংহের বিস্তর সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইল ; যাহারা জীবিত থাকিল, তাহারাও প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিল। স্বয়ং মহাসিংহকেও শেষে রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিতে হইল।

বিজয়ী পাঠানগণ সমস্ত উড়িষ্যা অধিকার করিলেন। কিন্তু অদম্য উৎসাহশীল ও নববলে বলীয়ান্ ওস্‌মান কেবল উড়িষ্যায় আধিপত্য অর্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। বঙ্গদেশের অভিমুখেও তিনি সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহাসিংহ নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না।

যুবরাজ জগৎসিংহও সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। তখন পাঠানগণ বঙ্গদেশের ভূরিভাগ অধিকার করিয়াছেন। অতি অল্প কালের মধ্যে সমগ্র মেদিনীপুর, সমগ্র মল্লভূমি, সমগ্র কোলহাম এবং বীরভূম, বাকুড়া ও বর্দ্ধমানের বহু অংশ পাঠানগণের করতলগত হইল। প্রত্যেক যুদ্ধেই ওস্‌মানের জয় হইতে লাগিল। তাঁহার সাহস ও ক্ষমতা দেখিয়া শত্রুপক্ষীয়েরাও মুগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার বাহুতে

যেন অনৈসর্গিক শক্তি, তাঁহার হৃদয়ে যেন অনন্ত উদ্যম, বিজয়-শ্রী যেন তাঁহার নিত্য-সঙ্গিনী। সকলেই বুঝিল, উড়িষ্যার অধিকার মোগলদিগের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছে, বুঝি বা বাঙ্গলা-বিহারও অচিরে নবাব ওস্মানের অধীনতা-পাশে বদ্ধ হইবার নিমিত্ত অবনত-শিরে অপেক্ষা করিতেছে।

ওস্মানের এই জয়োল্লাসে আয়েষার আনন্দের সীমা রহিল না। সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলেও তিনি এই সমর-ব্যাপারের প্রধান নায়িকা ছিলেন। অনেক যুদ্ধে তিনি আপনার দাস-দাসী সঙ্গে লইয়া ওস্মানের অনুগমন করিতেন। অনেক যুদ্ধে রণ-বিরতি-কালে ওস্মান আয়েষার শিবিরে আসিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। আয়েষার মন্ত্রণা ও বুদ্ধি-কৌশলে অতি সহজেই ওস্মান জয়লাভ করিতে লাগিলেন। আয়েষার রোগ-মুক্তির পর ওস্মান তাঁহার নিকট ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ সফল হইল। ওস্মানের উৎসাহ অপরিসীম। জগৎসিংহ আসিয়াও ওস্মানের জয়-শ্রীর অণুমাত্র অপচয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে জগৎ-সিংহ সম্মুখ-যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কৌশলে ওস্মানকে বিনাশ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অচিরে সুযোগ উপস্থিত হইল।

ওস্মান বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, বর্দ্ধমান জয় করিতে পারিলেই বাঙ্গলার আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করতলগত হইবে। এই অভিপ্রায়ে তিনি প্রথমে গড়মান্দারণ আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। গড়মান্দা-রণ পাঠানদিগের হস্তগত হইলে এবং তথায় সৈন্যাদি সমা-বেশ করিতে পারিলে বর্দ্ধমান জয় করার কোনই অসু-বিধা থাকিবে না। এইরূপ অভিপ্রায় স্থির করিয়া নবাব ওস্মান একদল উৎকৃষ্ট যোদ্ধা গড়মান্দারণের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। জগৎসিংহ তখন বর্দ্ধমানে ছিলেন, এ সংবাদ ওস্মানের অবিদিত ছিল না। সে স্থান হইতে কখন একবার শ্বশুরালয়ে আগমন করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। এইরূপ অনুমান করিয়া নবাব সৈন্যদিগকে গড়মান্দারণ-সন্নিহিত অরণ্যাদি প্রচ্ছন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতে উপদেশ দিলেন। তাহারা সহসা কোন যুদ্ধাদি না করিয়া, জগৎসিংহ সে দিকে আইসেন কি না, লক্ষ্য রাখিবে। যদি সুযোগ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সজীব অবস্থায় বন্দী করিতে হইবে এবং তাহা সম্ভব না হইলে তাঁহাকে বধ করিতে হইবে। তাহার পর সমুচিত সময়ে ওস্মান স্বয়ং আসিয়া স্ব বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ আক্রমণ ও যুদ্ধের ব্যবস্থা করিবেন।

পাঠানসৈন্যগণ উপদেশ অনুসারে গড়মান্দারণ-স হিত প্রদেশে জগৎসিংহকে লুক্কায়িতভাবে আক্রমণ ক বার অভিপ্রায়ে অবস্থিতি করিতে লাগিল। জগৎ কিন্তু একবারও গড়মান্দারণের দিকে আসিলেন ন তিনি বর্দ্ধমান হইতে অল্পসংখ্যক নির্ব্বাচিত সৈন্য স লইয়া উড়িষ্যার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলে প্রকাশ্য রাজপথ তিনি অবলম্বন করিলেন না। অ স্বল্প-ব্যবহৃত পথ ধরিয়া সহসা ওস্মানকে আক্র করাই তাঁহার অভিপ্রায়। নবাব ওস্মানও সং জগৎসিংহকে আক্রমণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করি ছিলেন। উভয় যোদ্ধাই প্রায় সমান-বুদ্ধি-প্রণোদি হইয়া চলিতে লাগিলেন। উভয় বীরই প্রায় সমসম স্বল্পমাত্র নির্ব্বাচিত সৈন্য সঙ্গে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে যা করিলেন।

সুবর্ণরেখা-নদীতীরে জগৎসিংহ সংবাদ পাইলে ওস্মানের সম্প্রদায় অদূরে শিবির-স্থাপন করিয়া অবস্থি করিতেছে। ওস্মানকে আক্রমণ করিবার ইহাই সমুচি সুযোগ বলিয়া যুবরাজ মনে করিলেন। তদর্থে প্রস্তু হইয়া তিনি ধাবিত হইবেন, এমন সময় ওস্মান শত্রু অভিপ্রায় অনুভব করিতে পারিয়া, যুদ্ধ-বিরতি-সূচ পতাকা হস্তে দিয়া এক দূতকে জগৎসিংহের নিকট প্রে করিলেন।

যুবরাজের সম্মুখাগত হইয়া দূত সসম্মান নিবেদ করিল, "অদ্যকার যুদ্ধে বোধ হয়, উভয় পক্ষের এক লক্ষ্য। নবাবকে নিপাত করাই বোধ হয় যুবরাজে বাসনা এবং যুবরাজকে বিনাশ করাই বোধ হয় নবাবে অভিপ্রায়। এরূপ খণ্ড-যুদ্ধের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাক সম্ভব নহে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অকারণ সং ঙ্গে আর কতকগুলি নরহত্যা না ঘটাইয়া নবাব ও যুবরাজ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিলেই সহজে এক পক্ষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এ সম্বন্ধে যুবরাজের কি অভিপ্রায় ?"

যুবরাজ যুদ্ধোদ্যম নিরস্ত করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, "আমি এ প্রস্তাবে অসম্মত নহি। তুমি নবাবকে বলিবে, আমি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছি। নবাবের যদি বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে আমি সংবাদ-প্রাপ্তির প্রার্থনা করি।"

দূত অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল; জগৎসিংহ ও তাঁহার অনুচরগণ দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, ওস্মানের

ার দূত প্রবেশ করিল। অবিলম্বে শিবির হইতে ওস্মান নির্গত হইয়া জগৎসিংহের অভিমুখে অগ্রসর লাগিলেন। নিকটেই যুবরাজের অশ্ব সজ্জিত ; কিন্তু ওস্মান পদব্রজে আগমন করিতেছেন য়া জগৎসিংহ অশ্বারোহণ করিলেন না ; তিনিও সমুৎ- ওস্মানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

উভয় বীর নিকটস্থ হইলে জগৎসিংহ বলিলেন, নার সহিত সেই দেখা আর এই দেখা। ভরসা করি, সাক্ষাৎই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হইবে। কারণ, অদ্য ন হইতে একজনমাত্রই ফিরিবার সম্ভাবনা।"

ওস্মান কহিলেন, "আপনার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধেই আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এবারও আবার আমরা দ্বন্দ্ব- মিলিত হইয়াছি। আপনি আমার পরম শত্রু। স্বহস্তে শত্রু নিপাত করিবার বাসনায় দ্বন্দ্বযুদ্ধের াজন করিয়াছি। ভরসা করি, এবার আমার বাসনা হইবে।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "আমরা বৃথা বাক-ব্যয় করিবার ত্ত এ স্থানে মিলিত হই নাই। আপনি যুদ্ধার্থ প্রস্তত ।"

ওস্মান সগর্ব্বে বলিলেন, "আমি প্রস্তত ; আপনি নরক্ষার উপায় করুন।"

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দূরে থাকিয়া উভয়পক্ষীয় রা চিন্তাকুলভাবে এই ভয়ানক ব্যাপার প্রত্যক্ষ তে লাগিল। উভয়েরই নিপুণতা ও ক্ষিপ্রকারিতা য়া দর্শকগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিল। সহসা ানের অসি রাজপুত্রের অসিঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল। ান তৎক্ষণাৎ বর্শা লইয়া রাজপুত্রকে বিদ্ধ করিবার করিতে লাগিলেন। জগৎসিংহও অসি ত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন।

ওস্মানের পরিত্যক্ত বর্শা যুবরাজের গ্রীবাদেশের ৎ ত্বক্ ছিন্ন করিয়া দূরে চলিয়া গেল। আশ্চর্য্য শিক্ষা- শলে ওস্মান নক্ষত্রবেগে ঘুরিয়া গিয়া সেই বর্শা ইয়া লইলেন। রাজপুত্রের পরিত্যক্ত বর্শা ওস্মানের কে লাগিল। উষ্ণীষ উড়িয়া গেল, কিন্তু মস্তকে বিশেষ াত লাগিল না। বিচিত্র দক্ষতা সহকারে জগৎসিংহ ায়-বর্শা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা ত্যাগ বার পূর্ব্বেই ওস্মানের হস্তত্যক্ত বর্শা আসিয়া তাঁহার ল লাগিল। জগৎসিংহ সেই বর্শা ওস্মানকে পুনর্গ্রহণ বার সুযোগ দিলেন না। তিনি তাহা স্বয়ং গ্রহণ রলেন এবং ওস্মানের মস্তক লক্ষ্য করিয়া প্রচণ্ডবেগে তাহা পরিত্যাগ করিলেন। বর্শা ওস্মানের মস্তকে লাগিল। অস্থি ভিন্ন হইল না বটে, কিন্তু চর্ম্ম ছিন্ন হইল এবং মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত লাগিল। কিয়ৎকাল ওস্মান চতুর্দ্দিকে ধূম্রাকার দেখিতে লাগিলেন এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জগৎসিংহ এই সুযোগে একটু দূরে সরিয়া আসিলেন এবং ওস্মানের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া অতিশয় শক্তি সহকারে বর্শা প্রক্ষেপ করিলেন। ওস্মান তৎকালে কোনরূপ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে অশক্ত ; সুতরাং পার্শ্বস্থ দর্শকগণ বুঝিল, রাজপুত্র-পরিত্যক্ত বর্শাঘাতে এবার নিশ্চয়ই নবাবকে গতাসু হইতে হইবে। জগৎসিংহ বিপুল শক্তি সহকারে বর্শা প্রক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ যেন ভূপৃষ্ঠ বিদার করিয়া সেই ক্ষেত্রে এক সুন্দরীর আবির্ভাব হইল। সুন্দরী চিন্তার ন্যায় সূক্ষ্মগামিনী হইয়া যেন নিমিষমধ্যে সেই নিক্ষিপ্ত বর্শা ও ওস্মানের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। সকলের বদন হইতেই অজ্ঞাতসারে যন্ত্রণা ব্যঞ্জক 'উহ' শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। ওস্মানের ক্ষণিক অবসন্নতা তখন অপগত হইয়াছে। জগৎসিংহ শিহরিয়া উঠিলেন এবং আর্ত্তভাবে উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। তাঁহার হস্তত্যক্ত বর্শা তখন সুন্দরীর পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া দেহ বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ সেই সুন্দরী ওস্মানের বক্ষের উপর পড়িয়া মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "ওস্মান, গুণময় ভাই, আমি এ জীবনে তোমার অশেষ যন্ত্রণার হেতু হইয়াছি ; প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন আমাকে তোমার ক্লেশের কারণ না হইতে হয়।"

সেই সুন্দরী আয়েষা। তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ কাহারও মনে থাকিল না। ওস্মান সেই সুন্দরীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বর্শা নিষ্কাশন করিলেন। জগৎসিংহ কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হায়! আমার বর্শায় বিদ্ধ হইয়া আজি জগতের সাররত্ন—আমার পরম হিতৈষিণী দেবী মহাপ্রস্থান করিতেছেন। কেন নবাবের অস্ত্রাঘাতে পূর্ব্বেই আমার এ অকৃতজ্ঞ প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই ?"

আয়েষা বলিলেন, "রাজপুত্র, নিকটে আসুন। ওস্মান, প্রেমময় ভাই, আমার আর সময় নাই ; বলিবার বিশেষ কোন কথাও নাই। রাজপুত্র ইচ্ছা পূর্ব্বক আমার দেহে অস্ত্রাঘাত করেন নাই ; সুতরাং এ জন্য তাঁহাকে দোষী করিও না। অদৃষ্টের বশে আমি চিত্তের উপর প্রভুতা হারাইয়া নিজে আজীবন দুঃখ পাইলাম, তোমাকেও দুঃখের সাগরে ভাসাইলাম। অভিন্নহৃদয় ভ্রাতঃ, তুমি প্রেমময় ; তোমার প্রেমের কণিকা পাইলেও লোক ধন্য হয়।

বোধ করি, স্বর্গেও এমন প্রেম নাই। আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মান্তরে তোমার এই অলৌকিক প্রেম-ভোগের অধিকারে আমি বঞ্চিত না হই।"

শিবিরের হকিম তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আয়েষা বলিলেন, "হকিমের কোন প্রয়োজন নাই। এ আঘাতের কোন প্রতীকার নাই। রাজপুত্র, আমি আপনাকে বড় ভালবাসিয়াছিলাম; কোন প্রতিদানের আশা না করিয়াই আমার প্রাণের সকল ভালবাসা আপনার চরণে অর্পণ করিয়াছিলাম। যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া লইতে আমার সাধ্য ছিল না। আর এক দিকে আমার নিমিত্ত যে অগাধ ভালবাসার সমুদ্র পড়িয়াছিল, তাহা আমি দেখিয়াও দেখি নাই। সেই অবিবেচনায়, সেই অন্ধতায় আমি সংসারে অনেকের হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন করিয়া আজি চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছি। রাজপুত্র, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার সহিত জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না জানিতাম; কিন্তু আমার জীবনের জীবন ওস্মানের বক্ষে বর্শা বিদ্ধ হইবে আশঙ্কায় আজি আমাকে দেখা দিতে হইল। আয়েষা অভাগিনী। তাহার জীবন শীঘ্র যাইলেই পরম মঙ্গল।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "যাহার নিকট জীবন অসংখ্য উপকারে বদ্ধ, যাহার তুলনা এ সংসারে নাই, যাহার নিকট কৃতজ্ঞতা কখনই শেষ হইবার নহে, আজি আমার হস্তে সেই আয়েষার প্রাণান্ত হইতেছে, এ অসহনীয় দুঃখ অতঃপর আমার চিরদিনের সঙ্গী।"

আয়েষা বলিলেন, "যুবরাজ, ভুলিয়া যান, আয়েষার বিষাদময় জীবনের সকল কথা ভুলিয়া যান। প্রার্থনা করি, আপনি পরম সুখে জীবনপাত করুন। তিলোত্তমা ভগ্নীকে এ অভাগিনীর কথা আর বলিয়া কাজ নাই। আমাকে চিরদিনের নিমিত্ত বিদায় দেন।"

রাজপুত্র অধোমুখে রোদন করিতে লাগিলেন। আয়েষার ক্ষতমুখ হইতে প্রবলবেগে রুধিরপাত হইতে লাগিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর বড়ই সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। তিনি কষ্টে বলিতে লাগিলেন, "ওস্মান—প্রেমময়—তোমার মুখ আর ভাল দেখিতে পাইতেছি না। বুঝি, আর বিলম্ব নাই। জীবনে তোমাকে অশেষ কষ্ট দিয়াছি। এইবার তোমাকে চরম কষ্ট দিয়া প্রস্থান করিতেছি। ওস্মান, ভাই, এই অন্তিম সময়ে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে চিরবিদায় দেও।"

ওস্মানের চক্ষুতে জল নাই, মুখে শব্দ নাই, হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস নাই। সেই যোদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত বীর পাষাণ-পুত্তলীর ন্যায় নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট। তাঁহার ব সেই শোণিত-নিষিক্তা মরণ-কবলিতা ভুবনমোহিনী।

জগৎসিংহ কাতরভাবে বলিলেন, "নবাব সা নবাবনন্দিনী আপনার নিকট বিদায় চাহিতেছেন।"

ওস্মানের সংজ্ঞা হইল। তিনি বলিয়া "প্রাণেশ্বরি, তুমি বিদায় চাহিতেছ? যাহাকে একমুহূর্ত দেখিলে আমি বিশ্ব অন্ধকার দেখিতাম, যাহার প্রস লক্ষ্য করিয়া জীবনের সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিত তাহাকে বিদায়! জীবন-সঙ্গিনি, কিছু অগ্রে যাইতে বা করিয়াছ? যাও। তোমার ওস্মান শীঘ্রই তোমার অনুস করিবে।"

আয়েষা বলিলেন, "কথা কহিতে পারি না—কথা হইয়াছে। আমার মা—আমার দুঃখিনী মাকে শ করিও ওস্মান। তুমি আমার প্রতি চিরকরুণাময় জা তোমার কোলে মৃত্যু—বড় সুখ। ওস্মান! কি শোভ তোমাতে আমাতে—স্বর্ণরথে—বিমানে—ভাই ভগ্নী মধুর—আহা! যাই—ওস্মান—"

আর কথা আয়েষার মুখ হইতে বাহির হইল না। স লেই দেখিল, সেই সমুজ্জ্বল বর্ত্তিকা সহসা নিবিয়া গে সকলেই বুঝিল, সেই শোভার ফুল অকালে ঝরিয়া পড়ি

শেষ

অতি রমণীয় প্রদেশে এক নিভৃত স্থানে আয়ে বরবপু সমাধিস্থ করা হইল। অনেকে দেখিতে পাইত, এ বিষাদাচ্ছন্ন পুরুষ প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সে সমাধিসন্নিধানে আসিয়া এবং কবরের উপর মস্তক স্থাপ করিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। সেই পুরুষ ওস্মান।

এই দুর্ঘটনার পর উৎসাহ ও উদ্যম ওস্মানকে চি দিনের জন্য পরিত্যাগ করিল; যে বলে ওস্মান বলীয়া ছিলেন, তাহা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে; আর দুই একটি যুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু সকল যুদ্ধেই ওস্মা সহজে পরাজিত হইলেন। পাঠানদিগের সমস্ত অধিকার মোগলদিগের হস্তগত হইল। ওস্মান সে জন্য একটি দীর্ঘ নিশ্বাসও ত্যাগ করিলেন না। উড়িষ্যায় পাঠান-আধি পত্যের সমাপ্তি হইল। সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে পাঠান প্রাধান্য নির্ম্মূল হইয়া গেল।

ওস্মানের জীবনান্ত হইলে, তাঁহার বাসনানুসারে আয়ে ষার সমাধিপার্শ্বে তাঁহার নশ্বর কলেবর সংরক্ষিত হইল।

সমাপ্ত

মৃণ্ময়ী।

৺দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

গ্রন্থোপহার।

পরমার্চ্চনীয়

শ্রীযুক্ত লোহারাম শিরোরত্ন মাতুল মহাশয়ের শ্রীচরণে

তদীয় একান্ত স্নেহাস্পদ ও অনুগ্রহভাজন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ

অতীব ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সমর্পিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থ সাধারণ-সমীপে প্রচারিত হইবামাত্র গ্রন্থকারের মনে কিয়ৎপরিমাণে আনন্দ জন্মে; কিন্তু এই গ্রন্থকারের হৃদয় তৎপরিবর্ত্তে দারুণ ভয়ে অবসন্ন হইতেছে। গ্রন্থ-রচনা-পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ততাই ইহার কারণ। গ্রন্থ প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু কে জানে অদৃষ্টে কি আছে। হয় তো এই অবিমৃষ্যকারিতা-নিবন্ধন আমার ইহকালের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ম্মূল হইবে, হয় তো ইহা আমার দারুণ লজ্জা ও ক্ষোভের কারণ হইবে এবং হয় তো এই ঘটনায় আমার ভাবী উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে সে বিবেচনা বৃথা। মনুষ্যমাত্রকেই স্বীয় দুষ্কৃতির ফলভোগ করা কর্ত্তব্য। আমাকেও অবশ্যই এই দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতে হইবে।

আমি সাধ্যানুসারে গ্রন্থমধ্যে অস্বাভাবিকতা, অশ্লীলতা, রূঢ়তা, গ্রাম্যতা প্রভৃতি দোষ নিবিষ্ট করি নাই। আমার দৃষ্টিতে যদিও গ্রন্থ সে সমস্ত দোষবর্জ্জিত হইয়া থাকে, তথাপি ভিন্নদৃষ্টিতে হয় তো রাশি রাশি সেরূপ দোষ নির্ব্বাচিত হইবে; সুতরাং সে কথার উল্লেখ অনাবশ্যক।

আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক অপর গ্রন্থের কোন ভাব এই গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করি নাই। সকল গ্রন্থের সংবাদ কিছু আমার আয়ত্ত নহে; সুতরাং অজ্ঞাত গ্রন্থের কোন ভাব ইহার মধ্যে যদি আসিয়া থাকে, তজ্জন্য আমি দোষী নহি।

আমার এই সামান্য পুস্তকখানি প্রচারিত হওয়াতেই আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। অপিচ,বঙ্গীয় কাব্য-লেখক-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রসময়ী লেখনী-প্রসূত সুবিখ্যাত পুস্তক কপালকুণ্ডলাকে এতদ্দ্বারা হয় তো বিকৃত-দশাপন্ন করিলাম ভাবিয়া আমি আর সঙ্কুচিত হইতেছি। আমি এই অসমসাহসিকতার নিমি তাঁহার নিকট সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আমার এই গ্রন্থপাঠে সহৃদয় পাঠকের আনন্দ জন্মিবে আমি এমন ভরসা করি না; তবে যদি ইহার বিপরী ঘটে, তাহা হইলে আমি আশাতিরিক্ত ফল পাইব।

যে সকল মহাত্মা এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প করিয়া সন্তোষ সহকারে ইহা মুদ্রিত করিতে আদে দেন, তাঁহাদিগের নাম এ স্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজ নাই। আমার সহিত তাঁহারা গালি খাইয়া মরিবে কেন?

এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে আর একটি কথা নিতা আবশ্যকবোধে এ স্থলে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি মৃণ্ময়ী কপালকুণ্ডলার উপসংহারভাগ মাত্র। ইহা মুদ্রি করিতে হইলে কপালকুণ্ডলার গ্রন্থকার বিখ্যাতনাম শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বহরমপুর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু রামদা সেন মহাশয় সেই অনুমতি দেওয়াইবার জন্য সবিশে যত্ন করিয়াছেন।

এই আমার প্রথম উদ্যম। নিতান্ত নিরুৎসাহ ও সাধারণের বিরাগভাজন হইলে, ইহাই আমার শে উদ্যম হইবে। ইতি।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

গ্রন্থপ্রসঙ্গে।

"নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ॥" —মেঘদূতম্।

চৈত্র বায়ু-বিতাড়িত বিশাল গঙ্গা-তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া, এক খণ্ড তট-মৃত্তিকা তদুপরিস্থ কপালকুণ্ডলা সহ নদী-নীরমধ্যে নিপতিত হইল। সন্নিহিত নবকুমার পত্নীর এতাদৃশ অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদে কাতর হইয়া গঙ্গাপ্রবাহে ঝম্প প্রদান করিলেন। সেই ভাগীরথীর পবিত্র সলিলমধ্যে নিমজ্জিত যুবক-যুবতীর অদৃষ্টে অতঃপর কি ঘটিল, তাহা কপালকুণ্ডলার পাঠক-পাঠিকা জ্ঞাত নহেন। আমরা অনুসন্ধানে প্রমাণ পাইয়াছি যে, ভীষণ বামাচারী কাপালিক কিয়ৎকাল তাঁহাদের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া অবশেষে স্বয়ং গঙ্গাপ্রবাহে ঝম্প প্রদান করিল এবং অনতিকালমধ্যে নবকুমারের মৃতপ্রায় দেহ তীরে উঠাইয়া আনিল। বহুদ্রব্য-গুণজ্ঞ কাপালিকের যত্নে নবকুমারের দেহে পুনরায় জীবন সঞ্চারিত হইল; কিন্তু তৎকালে কপালকুণ্ডলার আর কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই শোকাবহ ঘটনাই বনবিহারিণী, সুখবোধবিহীনা, কপালিনীর জীবনের শেষ মনে করিয়া, সকলেই ক্ষুণ্নমনে ক্ষান্ত আছেন; কিন্তু আমরা তৎপরেও সবিশেষ অনুসন্ধানে কপালকুণ্ডলার বিষয়ে আরও অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। কৌতূহল-পরবশ পাঠকগণ এই গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।

স্বপ্নময়ী।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তটিনী-তটে।

বিনা সীতাদেব্যা কিমিব হি ন দুঃখং রঘুপতেঃ।
প্রিয়ানাশে কৃৎস্নং কিল জগদরণ্যং হি ভবতি ॥"
—ভবভূতি (উত্তর-রামচরিত)।

একাদশ শতাব্দীর প্রথমে সুবিখ্যাত নীতি-সম্রাট্ আক্‌বরের উত্তরাধিকারী বাদশাহ্ জাহা-[illegible]র রাজত্বকালে ফাল্গুন মাসে একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ [illegible] সপ্তগ্রাম-নিম্ন-প্রবাহিণী তটিনী-তটে একটি যুবক [illegible]পোল-সংলগ্ন হইয়া চিন্তিতাবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। [illegible]দব সমস্ত দিন দুঃসহ কর-প্রসারণে বিশ্ব-সংসারকে [illegible]র করিয়া এক্ষণে বিশ্রামলাভাশয়ে পশ্চিম-গৃহে [illegible] করিতেছেন। সায়ংকাল সমাগতপ্রায়। যে স্থানে [illegible] বসিয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন, সপ্তগ্রামের সে অংশ নিবিড় [illegible]ছন্ন; তথায় মনুষ্যের বড় যাতায়াত নাই। যুবক [illegible]নে একান্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহার দৃষ্টি সম্-[illegible] একদিকে নিপতিত রহিয়াছে। [illegible] সময়ে যুবক বসিয়া কি [illegible] স্থিত [illegible] [illegible]

করিতেছিলেন?—তাহাও নহে। নদী-নীর-নিপতিত ব্রততীসমূহ ব্রীড়া-বিপন্না নবোঢ়া বঙ্গাঙ্গনার স্বামি-সমা-গমে ক্ষণাগ্র ক্ষণপশ্চাৎ গতির ন্যায় গঙ্গা-প্রবাহে একবার দূরগত এবং পরক্ষণেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছে, তিনি কি তাহাই দেখিতেছেন?—তাহাও নহে। ভীতি-সমাকুল কচ্ছপাদি জল-জন্তু সকল সান্ধ্য-সমীর-সেবনাশয়ে ক্ষণে ক্ষণে জলোপরি ভাসমান হইয়া পরক্ষণেই ব্যগ্রতা সহকারে অতলজলে অদৃশ্য হই-তেছে, তিনি কি তদ্দর্শনে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন?—না, এ সকল কিছুই নহে। যুবক দারুণ চিন্তা-সাগরে ভাসিতেছেন। তাঁহার এত যে কিসের চিন্তা, তাহা তিনি ভিন্ন অন্যে বলিতে অক্ষম। যুবকের সুপ্রশস্ত ললাট দিয়া স্বেদ-বারি বিগলিত হইতেছে এবং উজ্জ্বল লোচন দিয়া অজ্ঞাতসারে দুই এক বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইতেছে। তিনি স্বভাবজাত তৃণাসনে সমভাবে উপবিষ্ট রহিয়া-ছেন। চক্ষুর নিমেষ নাই। তাঁহার বামহস্তে গণ্ডদেশ সংস্থাপিত, দক্ষিণহস্ত জানু-সংলগ্ন। সর্ব্বশরীর স্পন্দ-হীন। সময়ে সময়ে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার সজীব-ত্বের সমর্থন করিতেছে। তাঁহাকে তদবস্থায় দর্শন করিলে [illegible] হইত যেন, কোন সুগঠিত দেব-মূর্ত্তি নদীতটে [illegible] রহিয়াছে।

[illegible] হইতে একটি মোহিনী রমণীমূর্ত্তি [illegible]কের দিকে আগমন করিতে [illegible] সুন্দরী-[illegible] [illegible]বে-[illegible]

থাকিলেন। অনেকক্ষণ পরে যুবক কহিলেন, "পদ্মাবতি! এখানে কেন?"

যুবতী কহিলেন, "নবকুমার! দুর্ভাগিনী পত্নীকে আর কত কষ্ট দিবে?"

নবকুমার উত্তর করিলেন, "তুমি আমাকে বারংবার এ কথা বলিয়া বিরক্ত করিও না। আমি তোমাকে কি কষ্ট দিতেছি?"

পদ্মা। নাথ! তুমি আমাকে কষ্ট দিতেছ না? আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী—তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ; ইহা কি আমার কষ্টের সমূহ কারণ নহে?

নবকুমার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তাহা আমি জানি না। তুমি কেন এখানে আমার অনুসরণ করিলে?"

পদ্মা। তুমি প্রত্যহ এই স্থানে আসিয়া থাক, এই স্থানটি আমাদের কথাবার্ত্তার সম্পূর্ণ উপযোগী বিবেচনায় আমি অনেক অনুসন্ধানে ও অতি কষ্টে এখানে আসিয়াছি। আমাকে আর কষ্ট দিও না।

এই কথা বলিতে বলিতে যুবতীর নয়নোপান্তে অশ্রুবিন্দুর সমাবেশ হইল। যুবক তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি কহিলেন, "তুমি আমার বিবাহিতা পত্নী, এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তোমাকে আর আমি গ্রহণ করিতে পারি না। তুমি যবনী, তাহা কে না জানে?"

এই কথায় যুবতী বস্ত্রাঞ্চলে নয়নাবৃত করিলেন। তিনি কাঁদিলেন; নবকুমার তাহা বুঝিতে পারিলেন। যুবতী অনেকক্ষণ পরে নয়ন-বারি নিবারণ করিয়া উত্তর করিলেন, "প্রাণেশ্বর! আমি যবনী সত্য, কিন্তু আমি যবনী হই আর যাহাই হই, আমি তোমারই পত্নী, তোমারই দাসী। রমণীর স্বামীই গতি, স্বামীই মুক্তি, স্বামীই পালক এবং স্বামীই শিক্ষক। নাথ! স্বামী-সহবাস যে স্ত্রীর সকল সুখের মূল, এ হতভাগিনী তো সে শিক্ষা পায় নাই। তোমার নিকট হইতে সে সকল ধর্ম্মনীতি শিক্ষা লাভ করিবার পূর্ব্বেই হতবিধাতা আমাকে তোমার পবিত্র সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। আমার আর সে জ্ঞান লাভ হইল না। অজ্ঞান অবলার যত কিছু অপরাধ হওয়া সম্ভব, প্রাণেশ্বর! আমি সে সকল অপরাধেই অপরাধিনী। যদি সে সকল অজ্ঞান-কৃত পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত না থাকে, তবে আমি তোমার চরণ-তলে জীবন ত্যাগ করিয়া এ পাপ-পঙ্কিল দেহ বিসর্জ্জন দিব। আমি এক্ষণে স্বামীসুখ জানিয়াছি; আর তাহা ত্যাগ করিব না। অজ্ঞান-অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্তা হইয়া আমি নানাবিধ পাপ-মার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছি সত্য; কিন্তু হৃদা[illegible] সহসা আমার হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিয়[illegible] আমার চিত্ত অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে যদি আমাকে পুনরায় সরল অন্তঃকরণে পত্নীভাবে গ্রহণ[illegible] তাহা হইলে আমি কিয়ৎপরিমাণে চিত্ত-প্রসাদ[illegible] করিতে পারি। জীবিতেশ! তোমার চরণ ভিন্ন অ[illegible] আর গতি নাই। আমি তোমার চরণ বক্ষে ধারণ ক[illegible] এ কলুষিত দেহ পবিত্র করিব।"

পদ্মাবতী এই বলিয়া পুনরায় নয়নাবৃত করিলে[illegible] নবকুমার সমস্ত কথা শুনিলেন। তিনি বাক্‌রহিত হ[illegible] রহিলেন। পরে উচ্ছ্বসিত মনোবেগ অপেক্ষাকৃত স[illegible] করিয়া কহিলেন, "পদ্মাবতি! আমি নরাধম। [illegible] সংসারে যেরূপ পাপ করিয়াছি, কিছুতেই তাহার প্রায়[illegible] হইতে পারে না। আমি নিরপরাধা, সংসারবোধবিহী[illegible] সাধ্বী পত্নী মৃণ্ময়ীর অকাল-মৃত্যুর প্রধান কারণ। সে [illegible] আমার হৃদয় হইতে কখনই অপনীত হইবে না। অকিঞ্চিৎকর পাপ-জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেই নিদা[illegible] শোকের সহিত আমার সম্বন্ধ থাকিবে। আমি অন্য [illegible] প্রার্থনা করি না; মৃণ্ময়ীরূপ ধ্যান করিতে করিতে প্র[illegible] বায়ু এ নর-কুল-কলঙ্কের দেহাশ্রয় ত্যাগ করে, ইহ[illegible] আমার প্রার্থনা। মাতঃ গঙ্গে! তুমি ভবিষ্যৎ-জ্ঞান-বিহী[illegible] নিরপরাধা মৃণ্ময়ীকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছ; এ হ[illegible] ভাগ্যকে আর কেন যন্ত্রণা দাও? আমাকেও চরণে স্থ[illegible] দিয়া সংসার-যন্ত্রণা হইতে যুক্ত কর মা!"

এই কথা বলিতে বলিতে নবকুমারের চক্ষু দিয়া অ[illegible] র্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি প্রকৃতি[illegible] হইয়া বলিলেন, "পদ্মাবতি! সংসার আমার এক্ষ[illegible] বিষ-স্বরূপ হইয়াছে। আর আমার কিছুতে স্পৃহা না[illegible] একমাত্র মৃণ্ময়ী বিহনে আমার সংসার অন্ধকার ও আমা[illegible] কায়মন শূন্য হইয়াছে। পদ্মাবতি! তুমি আর অনর্থ[illegible] আমার জন্য কষ্টভোগ করিও না। তুমি যে অবস্থায় ছিলে[illegible] সেই অবস্থায় সুখে অবস্থান কর। কেন বৃথা আমার অনু[illegible] সরণ করিয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছ? তুমি যবনী বলিয়[illegible] আমার তাদৃশ আপত্তি নাই; কিন্তু আমি আর সংসারী[illegible] হইব না। আমি এইরূপেই জীবনপাত করিব স্থির করি[illegible] য়াছি। আমি আর কোন রমণীকে আমার স্বশিষ্ট জীব[illegible] নের সহচরী করিয়া কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। পদ্মাবতি! তুমি আমার সংসর্গে কেবল কষ্ট পাইবে, আমার আশা ত্যাগ কর।"

এই বাক্য শুনিতে শুনিতে পদ্মাবতীর মুখ বিবর্ণ

হইল। তিনি একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "নাথ! তুমি আমাকে অন্যায় প্রবোধ দিতেছ। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, তোমার সংসর্গে অসুখী হই, তাহাও স্বীকার, তথাপি আমি তোমারই, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলেও আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

নবকুমার এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি কিছু চিন্তিত হইয়া কহিলেন, "পদ্মাবতি, অন্ধকার হইয়াছে। গৃহে যাও। এ বিষয়ের বিবেচনা পরে হইবে।"

এই বলিয়া স্বয়ং দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে গাত্রোত্থান করিলেন। পদ্মা কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! অধীনীর একটি কথা রাখ। কল্য একবার আমার আবাসে পদার্পণ করিও।"

নব। সে জন্য আমি এক্ষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারি না।

এতক্ষণ উভয়ে বাহ্য-জ্ঞান-বিরহিত হইয়া কথা-বার্ত্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন; সুতরাং বনভূমি যে ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা দেখিতে পান নাই। সহসা উভয়ের চৈতন্য হইল।

পদ্মা কহিলেন, "নাথ! আমাকে ভুলিও না, এইমাত্র শ্রীচরণে প্রার্থনা।"

এই কথার পর উভয়েই আবাসোদ্দেশে অগ্রসর হইলেন এবং ক্ষণবিলম্বেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন বন-মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

—◆—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০০০০—

কুঞ্জনিশিতে।

——— ———————————"lucky joys
And golden times, and happy news of price".
Shakespeare.

পূর্ব্বোল্লিখিত অরণ্য অতিক্রম করিলেই একটি পুরাতন দ্বিতল গৃহ দৃষ্ট হয়। এইটি নবকুমারের বাসগৃহ। গৃহটি অরণ্য-সংলগ্ন। অন্তঃপুরের অঙ্গন অতি প্রশস্ত। তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ আম্রবৃক্ষ। বেলা দ্বিপ্রহর-সময়ে সেই বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিয়া দুইটি নারী কথোপকথন করিতেছেন। রমণীদ্বয়ের একটি রূপ-যৌবন-সম্পন্না বঙ্গাঙ্গনা। তাঁহার পরিচ্ছদ-প্রণালী দেশীয়া রমণীর ন্যায়। দ্বিতীয়ার পরিচ্ছদাদি দেখিয়া তাহাকে যবনী বলিয়া বোধ হয়। তাহার বয়স অপেক্ষাকৃত অধিক। যুবতী নবকুমারের ভগ্নী; তাঁহার নাম শ্যামাসুন্দরী। দ্বিতীয়ার নাম পেষমন্—পদ্মাবতীর পরিচারিকা। শ্যামা জিজ্ঞাসিলেন, "পেষমন্! তুমি সত্য বলিতেছ? পদ্মাবতী সত্যই এখানে আছেন? তাহা তো এত দিন আমরা জানি না।"

পেষমন্ কহিল, "দিদি ঠাকুরাণি! আমি তো সেই সংবাদ দিতেই আসিয়াছি। তিনি আজ সাত মাস এখানে আছেন।"

শ্যামা একটি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন, "আমায় তো আমাকে কেহই বলে নাই। আহা! তাঁহাকে কত দিন দেখি নাই! পেষমন্, তিনি এখন কি তেমনই আছেন? তা তুমিই বা জানিবে কেমন করিয়া? তাঁহার সঙ্গে দেখা হওয়ার কি কোন উপায় হয় না?"

পেষমন্ যে উদ্দেশে আসিয়াছিল, সহজেই তৎসিদ্ধির সূত্র দেখিল। সানন্দে কহিল, "আমি আপনাকে তাহাই জিজ্ঞাসিতে আসিয়াছি। তাঁহার বড় সাধ যে,আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ করেন। আপনি যদি আজ্ঞা করেন,তবে তিনি এখানে আইসেন। তিনি সর্ব্বদা আমার নিকট আপনার কথা বলেন আর কত দুঃখ করেন।"

শ্যামা আনন্দে সব ভুলিয়া গেলেন। পদ্মাবতী যে যবনী হইয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার গৃহাগমনে যে লোকাপবাদ হইতে পারে অথবা তাঁহার অগ্রজের বিরক্তি জন্মিতে পারে, তাহা তাঁহার মনে হইল না। তিনি আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "তিনি আসিবেন, ইহার আর আজ্ঞা কি পেষমন্? ইহা আবার জিজ্ঞাসা? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমি স্বয়ং যাইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু সে কার্য্য নিতান্ত অসম্ভব। তাঁহাকে বলিবে, তিনি যখন সুবিধা বুঝিবেন, যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে, তখনই যেন আইসেন।"

পেষমন্ "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

শ্যামাসুন্দরী গৃহপ্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় একটু স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মুখ-কান্তি গম্ভীর হইল; পরক্ষণেই তাহা বিমর্ষতাবাপন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার আয়ত ইন্দীবর-নয়নদ্বয় হইতে মুক্তা-ফল-স্থূল অশ্রুবিন্দু সকল অজ্ঞাতসারে নিপতিত হইয়া ধরা সিক্ত করিতে লাগিল। শ্যামা তাঁহার ভ্রাতৃজায়া মৃণ্ময়ীকে

বড়ই ভালবাসিতেন ; তিনি তাঁহাকে স্বীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করিতেন। তিনিই আদর করিয়া তাঁহার মৃণ্ময়ী নাম রাখেন ; সুতরাং সেই প্রাণাধিকা মৃণ্ময়ীর অকাল-মৃত্যুতে তিনি যৎপরোনাস্তি শোক-সন্তপ্তা আছেন। অদ্যকার ঘটনায় সকল কথা মনে পড়িল। এই ঘটনায় তাঁহার মৃণোর মুখ মনে পড়িল ; তাঁহার জীবনান্ত-ঘটনা মনে পড়িল। তিনি সেই সকল ভাবিতে ভাবিতে অনেক-ক্ষণ কাঁদিলেন। ক্রমে তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। এখন তাঁহার মুখ দেখ, এখন তথায় হর্ষের জ্যোতি প্রতিভাত হইতেছে! এ কি! যুবতী শ্যামা কি উন্মাদিনী ?—তাহা নহে। তাঁহার মানস-সরোবরে এখন আবার বিভিন্ন প্রকার ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত। এখন তাঁহার অগ্রজের প্রথমা স্ত্রীকে স্মরণ হইল। বিবাহের পর একবারমাত্র তিন মাসের জন্য পদ্মা শ্বশুরবাটী আসিয়াছিলেন ; তখন তাঁহার বয়ঃসন্ধি ; তখন বয়স দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। সে আজ কত দিনের কথা! তাহার পর তাঁহার জীবন কত পরিবর্ত্ত পরিগ্রহ করিয়াছে! পদ্মা এক্ষণে যৌবনের উদীচ্য-সীমায় অবতীর্ণা। পদ্মার পিতা রামগোবিন্দ ঘোষাল সপরিবারে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন ; সুতরাং পদ্মাও মুসলমানী হইয়াছেন। তদবধি আর পদ্মার সংবাদ লওয়া হয় নাই। পদ্মার সহিত সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। সে কত দিনের কথা! এত কালের পর আবার পদ্মা এই দেশে! তিনি যাহাই কেন হউন না—শ্যামাসুন্দরীর ভ্রাতৃজায়া, সুতরাং তাঁহার স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্রী। এত দিনের পর আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে,ইহা কি অতুল আনন্দের বিষয় নহে? শ্যামা এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিলেন, হৃদয়স্থিত আনন্দালোক তাঁহার বদনেও রশ্মি বিকীর্ণ করিল। তিনি টিপি টিপি হাসিতে লাগিলেন। আনন্দের কাজই এই। আনন্দ বৃদ্ধকে যুবক এবং নিরানন্দ যুবককে বৃদ্ধ করিয়া তুলে। যুবতী শ্যামাও এক্ষণে আনন্দভরে বালিকাভাবাপন্ন। তিনি আপন মনে গা দুলাইতেছেন, হাত নাড়িতেছেন ও হাসিতেছেন। যাঁহাদের হৃদয় সময়ে সময়ে এরূপ আনন্দোন্মত্ত হইয়া থাকে, তাঁহারা বুঝিবেন, শ্যামাসুন্দরী প্রকৃত বাতুলের কর্ম্ম করিতেছেন না।

যখন পদ্মা শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিলেন, তখন তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। তাঁহার মাতা তাঁহাকে শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনদিগের সহিত কথা কহিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। পদ্মাও সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ননন্দা শ্যাম কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। বাল-স পদ্মার হৃদয়-মধ্যে সম্বন্ধ-বন্ধন ব্যতীত একটি স্বতন্ত্র ব জন্মিয়াছিল ; সে বন্ধন প্রণয়। পার্থক্য, ধর্ম্মান্তর, নিরুদ্দে প্রভৃতি কারণে সে বন্ধনটি কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়া আসি ছিল। অদ্য সমস্ত কথা মনে হইল। দর্শন লালসায় রজ্জু আকৃষ্ট হইল। শিথিল বন্ধন দৃঢ়-সংলগ্ন হই সেল তিনি কতক্ষণে সাক্ষাৎ-সময় সমাগত হইবে, প্রীতিপ্রফু মনে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্যামা এইরূপ আনন্দরসে পরিপ্লুতা রহিয়াছেন, এম সময় তথায় নবকুমার প্রবেশ করিলেন। নবকুমারকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার আনন্দবেগ সংবর্দ্ধিত হইল। তি ভাবিলেন, দাদা পদ্মার এ দেশে আগমনবার্ত্তা কিছুই অব গত নহেন। তাঁহাকে এই সংবাদ দিই। আবার ভাবি লেন, না,—তাহা বলিয়া কাজ নাই। যদি দাদা আপত্তি করেন, তাহা হইলে আমাদের সাক্ষাতের ব্যাঘা জন্মিবে। আবার ভাবিলেন, ইহাতে দাদার কি ক্ষতি ভাল, বলিয়া দেখি। এই ভাবিয়া বলিলেন, "দাদা! আমাদের বড়বউ এখানে আছেন!"

নবকুমার এ কথায় বিস্মিত না হইয়া কহিলেন, "শ্যামা! এ ত নূতন নহে।"

শ্যামা। তুমি তবে জান। আমরা কিন্তু তা এত দিন জানিতে পারি নাই, আজ জানিলাম।

নব। কে বলিল?

শ্যা। তাঁহার দাসী।

নব। কেন?

শ্যা। তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। তাই জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে আসিতে বলিয়া দিয়াছি।

নবকুমার কিছু বলিলেন না। এ মৌন সম্মতির লক্ষণ নহে, ইহা বিরক্তি-ব্যঞ্জক। তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে গমন করিলেন।

নবকুমারের মনের ভাব শ্যামা বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং নবকুমারের মৌনভাব সম্মতিসূচক বিবেচনায় পরম আহ্লাদিত হইলেন। মৃণ্ময়ীর গঙ্গাজলে নিপাত-প্রাপ্তির পর হইতে নবকুমার কোন কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করেন না। শ্যামা এ ঘটনাতেও তাহাই মনে করিলেন। শ্যামার সিদ্ধান্ত কি অন্যায়?—কখন নহে। যাহাদের হৃদয়ে চাতুরী নাই, জগতে তাহারাই সুখী। শ্যামা মনের সুখে গৃহ-কর্ম্মে ব্যাপৃতা হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিগত-চিন্তনে।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে সকলই গরল ভেল॥
সখি রে! কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু অতল জলে।
লছিমি চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল, মাণিক হারানু হেলে॥
—জ্ঞানদাস।

সপ্তগ্রামের বাজারের প্রান্তভাগে সুপ্রশস্ত রাজমার্গ-পার্শ্বে একটি সুদৃশ্য দ্বিতল গৃহ দৃষ্ট হয়। তাহারই ঊর্দ্ধতন একটি প্রকোষ্ঠে দুইটি রমনী উপবিষ্টা। উভয়েরই যাবনিক পরিচ্ছদ। তাঁহাদের গৃহ-সজ্জাও যাবনিক রুচির পরিচয় দিতেছে। পাঠক মহাশয় উভয় রমণীকেই অবগত আছেন। গঙ্গাতীরে নবকুমারের সন্নিহিতা পদ্মাবতীকে দেখিয়াছেন—ঐ সুন্দরী সেই পদ্মাবতী। পদ্মা এক্ষণে তাঁহার অভ্যস্ত যাবনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার বদন দিয়া তেজোগর্ব্ব ফাটিয়া পড়িতেছে। রূপের সীমা নাই। তিনি এক্ষণে প্রসন্না। আনন্দ তাঁহার দেহের প্রত্যেক অংশে আধিপত্য করিতেছে। সে দিন যে মলিনা, কাতরা, ভূষণহীনা, রোরুদ্যমানা পদ্মাবতীকে দেখিয়াছেন, অদ্য তাঁহাকে দেখুন, চিনিতে পারিবেন না। যুবতী পদ্মার শরীরে অলঙ্কার বড় শোভা পায়; এ জন্য তিনি অদ্য শরীরের যেখানে যাহা সাজে, সেখানে তাহাই পরিয়াছেন। পদ্মা তাম্বুল. চর্ব্বণ করিতেছেন ও সময়ে সময়ে ঘর্ম্ম দুর করিবার নিমিত্ত একখানি রুমালে মুখ মুছিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে কিঙ্করী পেষমন্ উপবিষ্টা।

পদ্মা সপ্তগ্রামে আসিয়া ঐ বাটীতে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে আসার পর তাঁহার স্বামী নবকুমার অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া দুই এক দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন; কিন্তু তাহাতে পদ্মার মনোরথ অণুমাত্রও পূর্ণ হয় নাই। পতি-প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী পদ্মাবতীকে পাঠক মহাশয়েরা পতিপার্শ্ববর্ত্তিনী দেখিয়াছেন এবং সে মিলনে পদ্মাবতীর মনস্কামনা কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাও জ্ঞাত আছেন। পতির অপরিস্ফুট প্রণয়-রত্ন উদ্ধারার্থে পদ্মা বিবিধ যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অদ্য তিনি আবার সেই উদ্দেশ্যসাধনোদ্দেশে নূতন কল পাতিয়াছেন। এই কল কিরূপ ফলোপধায়ক হয়, তাহা ক্রমশঃ জানিতে পারা যাইবে। তাঁহার লক্ষ্য এবার অব্যর্থ হইবে, এই বিবেচনায় পদ্মা অদ্য এত হৃষ্টা।

পেষমন্ অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সপ্তগ্রামে আর কত দিন থাকিবে? আগ্রার কথা সকল মনে করিয়া দেখ; তুমি সেখানে কি সুখে ছিলে! এখানে কি সুখে আছ?"

পদ্মাবতী একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "পেষমন্! জীবনের অবশিষ্ট কাল সপ্তগ্রামেই অতিবাহিত করিব। এখানে আমি প্রতি মুহূর্ত্তে যে সুখসম্ভোগ করি, আগ্রার বাদশাহ-অন্তঃপুরে বিবিধ দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া, অগাধ সমৃদ্ধিমধ্যে তাহার এক কণিকাও লাভ করিতে পারি নাই। পেষমন্! ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের যতদূর চরিতার্থতা সম্ভবে, আমার তাহা কিছুই বাকী নাই। পাপ-সাগরে যতদূর অবগাহন করিলে তাহার তল স্পর্শ করা যায়, আমি ততদূরই করিয়াছি। আর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; এ পাপ হইতে আর নিস্তারের উপায় নাই। তুমি বুঝিতেছ না পেষমন্! আমার হৃদয়ে এককালে শত শত বৃশ্চিকে দংশন করিতেছে। অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। যাহা হইবার হইয়াছে, আমি এক্ষণে শান্তির কাঙ্গালিনী। অবিশ্রান্ত পাপে আমার মন, বুদ্ধি, দেহ, প্রাণ অসাড় হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। স্বামী কি পরম পদার্থ, তুমি জান না; আমিও এত দিন জানিতাম না। দরিদ্র পতির চরণ-সেবাও যে পৃথ্বীপতি বাদশাহের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-নিবৃত্তির উপকরণমাত্র হওয়ার অপেক্ষা কত ভাল, পেষমন, তাহা আমি এত দিনে বুঝিয়াছি। অবলা-কুল-ভূষণ সতীত্ব-রত্নকে পঙ্কিল হ্রদ-গর্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়া ভূ-লোক-দুর্লভ সম্পত্তি-সুখ-সম্ভোগ করার অপেক্ষা উক্ত রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া কাঙ্গালিনীবেশে কুটীরে বাস করাও যে কত শ্রেয়ঃ, তাহা আমি এখন জানিতে পারিয়াছি। হায়! এত দিন সে জ্ঞান হয় নাই। মেদিনীপুরে সেই চটী—মনে পড়ে পেষমন্? আহা, সেই দিন আমার জীবনের প্রধান দিন! মেদিনীপুরের সেই চটীতে সহসা এই পাপোন্মত্তার মনে জ্ঞানের রশ্মি ও পবিত্র সুখের রস প্রবেশ করিয়াছে। আর কি ইহা ছাড়া যায়? ইহার তুলনায় অন্য যাবতীয় সুখ অতীব হেয়! পেষমন্! তুমি কি না জান! আমি মনে করিলে সমগ্র ভারতবর্ষ আমার করতলস্থ করিতে পারি-

তাম। এই সুখের লোভে আমি তাহা অকাতরে ত্যাগ করিয়াছি। রূপ-যৌবন-সম্পন্ন জগদারাধ্য বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে আমি পদানত করিয়াছিলাম। এই সুখের আশায় আমি তাহা সন্তুষ্টচিত্তে ত্যাগ করিয়াছি। যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে, আর না, ও সকল কথা আর মনে করিও না। জীবন ত্যাগ করিব, তথাপি এ সুখের আশা ত্যাগ করিব না পেষমন্।"

পদ্মাবতী বিদুষী। বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করিয়াছিল। বাল্যাবস্থা হইতে কুসংসর্গ ও ইন্দ্রিয়-ভোগ-লালসা তাঁহার বিদ্যাজনিত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এত দিনের পর সেই জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়াছে। আর তাহাকে কে আবরণ করে? পেষমন্ সর্ব্বদা তাঁহার সহিত অবস্থান বশতঃ অনেক পুস্তকাদির আস্বাদ পাইয়াছিল সত্য; কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান কখনই তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। ভ্রম-কূপে পতিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকারে বাস করা যাহাদের স্বভাব, তাহারা এ সুখের আস্বাদ কি প্রকারে জানিবে? পেষমন্ আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। সহসা পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন পেষমন্! ঠাকুরঝির সহিত দেখা করিতে যাইবার সময় হয় নাই?"

পেষমন্ কহিল, "হইয়াছে—এখন যাওয়া যাউক।"

পদ্মা উঠিলেন। কি মনে হইল; একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "পেষমন্! একখানি গাড়ী আন।"

পেষমন্ আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। রূপসী পদ্মাবতী বিজাতীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালিনী সাজিলেন। পেষমনকে জিজ্ঞাসিলেন, "পেষমন্! দেখ দেখি, আমাকে কেমন দেখাচ্চে?"

পেষমন্ কহিল, "বাঙ্গালীর পোষাক কি ভাল দেখায়? ও ছাই দেখাচ্ছে।"

পদ্মা পেষমনের কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তিনি দর্পণসন্নিহিত হইয়া আপনার মুখ আপনিই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ-কান্তি গম্ভীর হইল। নিদারুণ চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্ক আশ্রয় করিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "চল, সন্ধ্যা হইয়াছে।"

উভয়ে উঠিলেন। পেষমন্ কহিল, "জুতা পায়ে দিলে না, চলিতে পারিবে কেন?"

পদ্মা হাসিয়া বলিলেন, "আর সেকাল নাই পেষমন্! এখন সব পারিব।"

উভয়ে তখন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাক্ষাতে।

"রোগ-শোক-পরীতাপ-বন্ধন-ব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধ-বৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনাম্।"
—হিতো

শ্যামা সন্ধ্যা-সময়ে ছাদের উপর বেড়াইতে বে
প্রীতিপ্রদ বাসন্তীয় বায়ু সেবন করিতেছেন, এম
দেখিতে পাইলেন, দুইটি রমণী তাঁহাদের বাটীতে
করিল। অমনই তাঁহার পদ্মাবতীর কথা মনে
অতি দ্রুত ছাদ হইতে নামিলেন। আসিয়া দে
সত্য সত্যই পদ্মাবতী উপস্থিত।

প্রথম দর্শনমাত্র উভয়েরই হৃদয় আনন্দ-রসে প
হইয়া উঠিল। আনন্দের আতিশয্য হেতু উভয়েই
কাহারও মুখে কথাটি নাই। নয়ন মনের অস্থিরতা
করিতেছে। উভয়েরই চক্ষু দিয়া অশ্রু নিপতিত
লাগিল।

রোদন শোকের চিহ্ন, এ কথা সকলেই বলেন;
রোদন তাহা নহে। এ রোদন আনন্দ-ব্যঞ্জক; এ রে
প্রত্যেক অশ্রু-বিন্দুর মধ্যে আনন্দের লহরী লীলা
হইতেছে; ইহার সর্ব্বত্রই আনন্দ বিরাজমান।

ক্রমে মনের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল।
উপবেশন করিলেন। শ্যামা মনোনিবেশ করিয়া দে
পদ্মাবতীর অতুল সৌন্দর্য্যের কণামাত্রেরও অপ
নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার দোহায়তন বর্দ্ধিত
মাত্র। দেহ সম্পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার অনুপম র
আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ক্রমশঃ আনন্দোল্লাস কমিয়া আসিল। তখন
ভাবান্তর জন্মিল। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে আন
অপনীত হইল। তিনি পুনরায় কাঁদিতে লাগি
রোদন আনন্দের রোদন নহে; ইহা হৃজ্জাত দুঃসহ
রোদন। পদ্মাবতী দীর্ঘকাল পরে তাঁহার স্বামিভব
রায় দেখিলেন। অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি বক্র না
এই স্বামি-ভবনে তিনি সমাদরে থাকিতেন।
গৌরবের সীমা থাকিত না। তাঁহার সহিত কথা
তাঁহার স্বামী, ননন্দা অথবা তৎসম্পর্কীয় অন্য
সঙ্কুচিত হইতেন না। স্বামিসেবায় ও স্বধর্মে থ

অগ্ন তাঁহার মনে পড়িল। সে সকল সুখের পরিবর্ত্তে তিনি যে সকল আপাত-মনোহর সুখসম্ভোগ করিয়াছেন, তাহাও মনে উদিত হইল। উভয়ের তারতম্য তিনি অনেক দিন বুঝিয়াছিলেন---অগ্ন এই উপলক্ষে আবার তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তখন তিনি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই যন্ত্রণা কিয়ৎপরিমাণে উপশমিত করিবার নিমিত্ত পদ্মাবতী বস্ত্রাঞ্চল বদনে দিয়া অবনতমুখে অনেকক্ষণ কাঁদিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। সে কত কথা, তাহার সংখ্যা নাই। শ্যামা পদ্মার নিরুদ্দেশের পর স্বকীয় অগ্রজের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। পদ্মাবতীও দুই একটি স্থান ব্যতীত তাঁহার জীবনের সমস্ত ইতিহাস বর্ণন করিলেন। শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে এত দিন আছ,সে সংবাদটিও কি আমাদের দিতে নাই?"

পদ্মাবতী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমার কি তোমাকে দেখিতে বা সংবাদ দিতে অনিচ্ছা, কিন্তু আমি কি আমার সে মুখ রাখিয়াছি? আমার মত দুর্ভাগা পৃথিবীতে দুটি নাই। পাছে আমার জন্য তোমরা লোকের কাছে গঞ্জনা খাও, এই ভয়ে এত দিন দেখা করি নাই; সংবাদও দিই নাই। কিন্তু এক স্থানে আর কত দিন এমন করিয়া থাকা যায়, তা বল? তাই ভাবিলাম, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, তোমাকে বলিয়া পাঠাই, তুমি যাহা ভাল বুঝ, তাহাই করিবে।"

শ্যামা একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পদ্মা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সংবাদ না দিবার আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল। যদি তোমাদের কাছে সংবাদ দিলে তোমরা আমাকে উপেক্ষা কর, যদি তোমাদের কাছে আসিলে কথা না কও, যদি তোমরা আমার আগমনে লজ্জা পাও, এই সকল ভয়েই এত দিন সংবাদ দিতে ক্ষান্ত ছিলাম। তার পর ভাবিলাম, আমার সংবাদ দেওয়ায় দোষ কি? যদি তাঁহারা ঘৃণা করেন, কথা না কন, তবে তো পাপীয়সীর সংখ্যাতীত পাপের সমুচিত শাস্তিই হইবে; আর ভাবিতাম কি জান, যদি তোমাদের কাছে গিয়া আগেকার মত আদর না পাইলাম,যদি স্বামিগৃহে স্বামীর সঙ্গে কথাটিও কহিতে না পাইলাম, যদি তথায় আমাকে অস্পৃশ্যারূপে থাকিতে হইল, তবে তথায় যাওয়ার ফল কি? এক্ষণে মনে মনে স্থির করিয়াছি, এ পাপ প্রাণ আর রাখিব না। জীবনের যে সুখ, তা সব দেখিলাম। স্বামীর চরণ-সেবা ভিন্ন রমণীর আর কোন সুখ নাই, ইহা আমি বিশেষরূপে বুঝিয়াছি। যখন আশায় ছাই পড়িয়াছে, তখন আর বাঁচিয়া থাকায় লাভ কি? ভাবিলাম, মরিবার আগে একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া মরিব। তোমাকে বড় ভালবাসি। তোমাকে একবার দেখিব বলিয়া বড় সাধ ছিল, আজ তাহা সফল হইল। এখন আমার মরিবার আর বাধা নাই। আমার একটি ইচ্ছা আছে—মরিবার পূর্ব্বে একবার স্বামীর চরণ বক্ষে ধারণ করিব। কিন্তু সে আশা দুরাশা—"

যাহা বলিতেন, তাহা বলিতে পারিলেন না। পদ্মার হৃদয়ভেদী কথা সকল শুনিতে শুনিতে শ্যামার নয়নপ্রান্তে অশ্রু দেখা দিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন, "যাহা হইবার হইয়াছে; অদৃষ্টে যাহা ছিল ঘটিয়াছে। বড়-বউ! সে জন্য আর অনুতাপ করিও না। মরিতেই বা যাইবে কেন? মরিলেই কি পাপমুক্ত হইবে? আত্মহত্যা তো আরও পাপের কার্য্য। বিধাতা তোমার যেমন মতি দিয়াছেন, তেমনই কার্য্য করিয়াছ। তাহাতে যে পাপ হইবার হইয়াছে। যাহা হইয়াছে, তাহা তো আর ঘুচিবে না তবে কেন জীবন ত্যাগ করিবে? যাহাতে জীবনের অবশিষ্ট কাল ভাল যায়, আর পাপস্পর্শ না হয়, তাহাই কর। আমার ইচ্ছা যে তুমি এক্ষণে যেমন সপ্তগ্রামে আছ, তেমনই থাক, আর আগ্রায় বা স্থানান্তরে যাইও না। ইহাতে আর কিছু হউক না হউক, এক একবার দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াও তো মন জুড়াইতে পারা যাইবে।"

পদ্মাবতী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ঠাকুরঝি! অগত্যা তাহাই করিব বই আর কি? ইহার অপেক্ষা ভাল আমার অদৃষ্টে আর কি হইতে পারে?"

ইত্যবসরে পেষমন্ নিবেদন করিল, "রাত্রি অনেক হইয়াছে।"

পদ্মা এই কথা শুনিয়া শ্যামার প্রতি নেত্রপাত করিলেন। শ্যামা কহিলেন, "রাত্রি অনেক হইয়াছে সত্য, কিন্তু তোমাকে যে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না।"

পদ্মা। তোমার পরামর্শই গ্রহণ করিলাম। সপ্তগ্রাম আর ছাড়িব না। এখন হইতে প্রত্যহই দেখা করিব। দেখিতে দেখিতে জীবন কাটাইব।

পদ্মা নয়ন-জলে ভাসিতে ভাসিতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শ্যামা অগত্যা সম্মত হইলেন।

পেষমন্ ভিন্ন পদ্মার সঙ্গে আর কোন পরিচারিকা আইসে নাই। এ জন্য শ্যামা তাঁহার একজন দাসীকে সঙ্গে যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

পদ্মা মনে করিলে দাস, দাসী, বাহক, যানাদি সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিতেন ; কিন্তু সে সকল বহ্বাড়ম্বরে আর তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। তিনি এক্ষণে আপনাকে সামান্য গৃহস্থ-পত্নী মনে করিয়া তদুপযোগী থাকিতে অভ্যাস করিতেছেন।

রাত্রি প্রায় দশটা—পূর্ণকৌমুদীময়ী। প্রকৃতি শান্ত ও নিস্তব্ধ। সর্ব্বত্র গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে। এইরূপ সময়ে পদ্মাবতী স্বামি-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ শ্যামা একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তিনি অদৃশ্যা হইলে শ্যামা কি ভাবিতে ভাবিতে গৃহ-প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তর্ক-বিতর্কে।

"je la palns, je la blame, et je su s son appui*"
—Voltaire.

সপ্তগ্রামের পদ্ম-দীর্ঘিকার অনতিদূরে একটি প্রশস্ত প্রান্তর দৃষ্ট হয়। প্রান্তর কেবলমাত্র শ্যামল তৃণাবৃত। মধ্যে মধ্যে এক একটি বৃহৎ তিন্তিড়ী, অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষ। এই প্রান্তরের এক সীমায় দুইটি যুবা পরিভ্রমণ করিতেছেন। যুবকদ্বয়ের একটি আমাদের পরিচিত—নবকুমার ; অপর নবকুমারের পরমাত্মীয়—উমাপতি চক্রবর্ত্তী। নবকুমার বিপদ্ সম্পদ্ সকল সময়েই উমাপতির পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন। উমাপতির সহিত তাঁহার প্রণয় দুশ্ছেদ্য। উভয়েরই স্বভাব একরূপ, উভয়েই একবিধ গুণের পক্ষপাতী, উভয়েই সরল, উভয়েই বিবিধ গুণ-সম্পন্ন ও বিদ্বান্ ; সুতরাং তাঁহাদের প্রণয় যে দৃঢ় হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? উমাপতির নিবাস সপ্তগ্রাম। শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার যে পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাহাতে সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতে বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। এই জন্য পিতার অভাবেও তাঁহার শিক্ষার ব্যাঘাত হয় নাই। উমাপতির বয়স অন্যূন পঞ্চবিংশ বর্ষ হইবে। এই অল্পবয়সে তিনি যথেষ্ট জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন। নবকুমারের সহিত পাঠদ্দশার মিত্রতা।

উমাপতি দেখিতে অতি সুপুরুষ। তাঁহার সূক্ষ্ম গুচ্ছ, সুন্দর বদন-শোভা, আয়ত লোচন, চম্পক সুললিত ও পরিণত দেহ মনোহর সৌন্দর্য্যের পরি

নবকুমারের সাগর-যাত্রীর নৌকা হইতে বা চরে অবস্থিতি—তথায় কাপালিক-সংমিলন— কুণ্ডলা কর্ত্তৃক জীবনোদ্ধার—কপালকুণ্ডলার সহি ও সস্ত্রীক দেশে আগমনসময়ে চটীতে অপরিচিত উন্নিসার সহিত সাক্ষাৎ লুৎফ-উন্নিসার সপ্তগ্রামে মন ও তাঁহার নবকুমারের সহিত আত্মসম্বন্ধ ও কাপালিকের আগমন ও তাঁহার প্ররোচনায় এব বতীর কৌশলে কপালকুণ্ডলার চরিত্রবিষয়ে নব সন্দেহ—সে সন্দেহভঞ্জন হইবামাত্র সহসা জাহ্ন পতিত হইয়া কপালকুণ্ডলার অকালমৃত্যু প্রভৃ কথাই উমাপতি জ্ঞাত ছিলেন। তিনি নবকুমারে চিন্তা করিয়া অতিশয় দুঃখিত ছিলেন। নবকুমারের বিকল চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত তিনি বিস্তর প্রবোধ দিতেন ; কিন্তু তাঁহার প্রবোধ সক হইত। নবকুমারের হৃদয় মৃণ্ময়ীর সহিত গঙ্গা-গ জ্জিত হইয়াছে, শূন্য দেহ অবশিষ্ট আছে মাত্র। উপদেশ-বীজ বপন করিলে অঙ্কুরের প্রত্যাশা বৃ কথা উমাপতি বুঝিতেন ; তথাপি দীর্ঘকাল প্রবো যদি উপকার সম্ভবে, এই বিবেচনায় তিনি কখনই দিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। পুনরায় বিবাহ করিয়া হইবার জন্য তিনি নবকুমারকে সবিশেষ অনুরোধ প্রদর্শন করিতেন ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার সকল বিফল হইয়াছে।

গঙ্গাতীরে পদ্মাবতীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ বিবরণ নবকুমার অদ্য উমাপতিকে বলিলেন। তাঁহাদের উভয়ের যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাঁহাকে যথাযথ জানাইলেন। পদ্মাবতীর আ তাঁহাদের সমস্ত কথোপকথন এবং পদ্মাবতীর সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রভৃতি যে সমস্ত কথা নবকুমারকে বিদিত করিয়াছিলেন, নবকুমার সে সকলও বি স্তকে জানাইলেন। উমাপতি অনেকক্ষণ চিন্ত কহিলেন, "ভাই নবকুমার! পদ্মাবতীর মনে বুঝিতেছ কি ? পদ্মাবতী পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অসতী থ তাঁহার মন যে এক্ষণে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, আর আমার সন্দেহ নাই।"

---

*I pity her, I blame her, and am her support.

নবকুমার বলিলেন, "আমার মনেও অবিকল ঐ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। পদ্মার এক্ষণে মনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, গত কার্য্য সকলের নিমিত্ত তাহার যথেষ্ট অনুতাপ জন্মিয়াছে। পূর্ব্বকৃত পাপকার্য্য সমূহের জঘন্যতা অনুভব করিয়াছে; পদ্মা সে সকলের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত। পদ্মা এক্ষণে ধর্ম্মের কাঙালিনী—পতিপদ-ভিখারিণী। এই জন্য সে আগ্রার রাজভোগ ত্যাগ করিয়াছে। তাহার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে দয়া হয় সত্য, কিন্তু একটি কারণে পদ্মা আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে। পদ্মাই তো মৃণ্ময়ীর অকালমৃত্যুর কারণ। সে ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া মৃণ্ময়ীর সতীত্বপক্ষে ভ্রমপূর্ণ সন্দেহ সমুৎপাদন করিয়া দিল। সে যদি সেরূপ না করিত, তাহা হইলে এ সকল দুর্ঘটনা কিছুই ঘটিত না। সেই তো কাপালিকের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এই অশুভ ঘটাইল! ভ্রাতঃ! তুমি তো সকলই জান। আমার হৃদয়ে সে ঘটনাটি শেলস্বরূপে বিদ্ধ রহিয়াছে।"

উমাপতি কহিলেন, "নবকুমার! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য। পদ্মাবতী সে বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে অপরাধিনী, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি—কাহার অপরাধ অধিক? তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হওয়াই সে দুর্ঘটনার প্রধানতম কারণ নয় কি? কাপালিক-প্রদত্ত তীব্র সুরা-সেবনে তুমি অজ্ঞানান্ধ হইলে; তোমার হিতাহিত বিবেচনা রহিত হইয়া গেল, কাপালিককে তুমি ইষ্টদেবতা জ্ঞান করিতে লাগিলে; তাহার কথা তোমার দেব-বাক্য বলিয়া বিশ্বাস হইল; সে তোমাকে যাহা বলিল, তুমি তাহাই শুনিলে। সে বলিল, 'মৃণ্ময়ী দুশ্চরিত্রা,—ঐ ব্রাহ্মণ তাহার প্রণয়ী।' তুমি তাহাই বিশ্বাস করিলে। সে বলিল, 'মৃণ্ময়ীকে আর তুমি গৃহে লইও না।' তুমি তাহাতেই সম্মত হইলে। ক্ষণেক বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, কাহার অপরাধ অধিক? কাপালিক ও ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতী, এতদুভয়ের অধিক দোষী কে? তুমি একটি কথাও মৃণ্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলে না। মৃণ্ময়ীর দোষ সত্য কি না, জানিলে না। যখন জিজ্ঞাসা করিলে ও যখন তোমার সন্দেহ তিরোহিত হইল, তখন বিধাতা মৃণ্ময়ীকে আজন্ম-ক্লেশ, দারুণ অপবাদ প্রভৃতি হইতে নিস্তার করিবার নিমিত্ত সাদরে স্বক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। মৃণ্ময়ী বিধি-বিপাকে গঙ্গাজলে নিপতিতা হইলেন। কাপালিক-প্রদত্ত সুরার তেজ তখন তোমাকে কিয়ৎপরিমাণে ত্যাগ করিয়াছিল; তোমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি 'হা মৃণ্ময়ী' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে। কিন্তু অকালে জাগরূক হওয়ায় যে ফলোদয় সম্ভাবিত, তোমার তাহাই হইল। তুমি আর মৃণ্ময়ীকে পাইলে না। স্রোতস্বিনীর গভীর গর্ভ-নিপতিতা অবলাকে উদ্ধার করা কি কখন সম্ভব? কাপালিক যত্ন করিয়া তোমাকে জল হইতে উত্তোলন করিল। তুমি তখন 'মৃণ্ময়ী! মৃণ্ময়ী! মৃণ্ময়ী!' শব্দে রোদন করিতে লাগিলে। সে রোদনের ফল কি? বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, মৃণ্ময়ীর শোচনীয় মৃত্যুসম্বন্ধে পদ্মাবতীর অপরাধ কত অল্প! পদ্মাবতী পুনরায় স্বামী লাভ করিবার পথ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল,—সে পথের প্রধান কণ্টক মৃণ্ময়ী। কোনরূপে মৃণ্ময়ীকে স্বামি-প্রেম-বঞ্চিতা করিতে পারিলে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এই সময়ে সে দেখিল, মৃণ্ময়ী আরও এক ব্যাধের লক্ষ্য। সে ব্যক্তি কাপালিক! পদ্মা তাহার সহিত যোগ দিল। পদ্মা ঘোরতর দুশ্চরিত্রা বটে, তথাপি তাহার মন অবলার মন। এককালে মৃণ্ময়ীর জীবনহানি করা তাহার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। মৃণ্ময়ীকে স্বামি-প্রেম-বিযুক্তা করাই তাহার উদ্দেশ্য, ইহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। কেমন, তোমার কি ইহা বোধ হয় না?"

নবকুমার সমস্ত কথা মনোযোগ দিয়া শুনিলেন। কথাগুলিতে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। ভ্রান্তি-মূলক সংস্কার অন্তর্হিত হইল। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "উমাপতি! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই বটে। এ বিষয়ে পদ্মার দোষ অতি অল্প; এমন কি, নাই বলিলেও হয়। আমি তাহার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়াছিলাম। আমিই পাপী—পদ্মা নহে। পদ্মা আপনার উদ্দেশ্যসাধনে চেষ্টা করিয়াছিল—সংসারে স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে কে না চেষ্টা করে? আমার পাপ অতি গুরুতর; কি করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে? আমার যে নরকেও স্থান হইবে না।"

উমাপতি দেখিলেন, নবকুমারের অত্যন্ত শোক উপস্থিত; এ জন্য তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা করিতে না দিয়া কহিলেন, "নবকুমার! পদ্মাবতী প্রকৃত অপরাধিনী নহে, তাহা তুমি বুঝিয়াছ। বিধাতা এক্ষণে তাহাকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিতেছেন। তাহার অন্তরে বিষধর ভুজঙ্গম সকল দংশন করিতেছে; যন্ত্রণার সীমা নাই। তাহার ইহজন্মে যে কিছু শান্তি, তুমিই তাহার একমাত্র উপায়। পতি-লাভ-লালসাই তাহার প্রধান আকাঙ্ক্ষা; অতএব তাহার অবস্থা একটু

বিবেচনা করা উচিত। যদি কোন উপায়ে তাহার বিপুল ক্লেশ-ভারের কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করিতে পার, তাহা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়?"

নবকুমার উত্তর করিলেন, "ভাই উমাপতি! আমি তাহা বুঝিতেছি; কিন্তু তৎপ্রতীকারের কোন উপায়ই দেখিতেছি না। আমি তাহার সমস্ত পাপ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি; তুমিও না হয় তাহার সে সকল কার্য্য বিস্মৃত হইলে; কিন্তু লোকে তাহাকে ক্ষমা করিবে কেন? সে যবনী, ম্লেচ্ছা, আচারভ্রষ্টা, দুশ্চরিত্রা, তাহাকে অন্যে ক্ষমা করিবে কেন? তুমি কাহার মুখে হাত দিবে? পদ্মাবতীর জন্য আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব এবং জাতীয় সমাজ ত্যাগ করা কি শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?"

উমাপতি কহিলেন, "তাহা বটে। কিন্তু শ্যামার পরামর্শ মন্দ নয়। তুমি পদ্মাবতীকে পত্নী বলিয়া শ্রদ্ধা করিলে এবং তোমাকে সময়ে সময়ে দেখিতে পাইলেই পদ্মাবতী চরিতার্থ হইবে। কেমন, এই কি তাহার চরম আশা বলিয়া বোধ হয় না? যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে শ্যামার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলে সকল দিক্ বজায় থাকিবে। পদ্মাবতী এখন যেমন স্বতন্ত্র বাটীতে রহিয়াছেন, তেমনই থাকুন।"

নবকুমার অনেকক্ষণ স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "বিবেচনা করিয়া যাহা ভাল হয়, তাহা করিলেই চলিবে। আপাততঃ বেলা অধিক হইল, চল গৃহাভিমুখে যাওয়া যাউক।"

এই বলিয়া উভয়ে ঐ সম্বন্ধে বিবিধ কথাবার্ত্তায় আন্দোলন করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মিলন সঙ্কল্পে।

"Live while ye may yet happy pair; Enjoy
Short pleasures for long woes are to succeed"
—Milton.

সম্মুখে যে সুন্দর সৌধটি দেখা যাইতেছে, পাঠক মহাশয়েরা অবগত আছেন, উহাই পদ্মাবতীর আবাস। ইহারই একতম প্রকোষ্ঠে এক্ষণে একটি যুবক একখানি পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; একটি সুন্দরী যুবতী যুবকের পদদ্বয়ে স্বীয় বদনকমল রক্ষা করিয়া নয় তাহা সিক্ত করিতেছেন। যুবক ও যুবতী নবকু পদ্মাবতী, ইহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার ন নাই।

নবকুমার পদ্মাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। পদ্মার রোদন তখনও থামে নাই। কর-পল্লবে বদন আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগি তাঁহার মৃণালবিনিন্দিত বাহুবল্লী বহিয়া মুক্তাফলে অশ্রুবিন্দু সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল। ন বলিলেন, "পদ্মা! বৃথা রোদনে প্রয়োজন কি? অতীত হইলে বিবেচনা অনর্থক। এক্ষণে উপা সদুপায় চিন্তা কর। যাহাতে পরিণাম সুখে অতি হয়, তাহার উপায় চেষ্টা কর।"

পদ্মা রোদন সংবরণ করিয়া কহিলেন, "নাথ! অনুপায় সমস্তই তোমার হাত। দাসীর জীবন তে পদ-তলে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইচ্ছা হয় রাখ, ম মার। তাহাতে আর আমার দুঃখ নাই। আশা ছি পাপ-জীবনে একদিন পতি-পদ চুম্বন করিয়া সুখী অদ্য তাহা সফল হইয়াছে। আর জীবনের মায়া আর মৃত্যুতে কাতরা নই। এখন মৃত্যু হইলে অপে সুখে মরিতে পারিব। যদি বল, তবে কাঁদিতেছ কে তাহার উত্তর এই;—নাথ, অদ্য তোমার চরণতলে পাইয়া আমি যে পরিমাণে সুখ লাভ করিলাম, জীবনমধ্যে একদিনও সেরূপ সুখ-সম্ভোগে হই নাই। আপাততঃ যাহা সর্ব্বসুখাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ হয়, আমি সেই সুখের অনুসরণে ক্রমেই ঘ তর পাপ-পঙ্কে পরিলিপ্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে দেখি পতি-পদে স্থানপ্রাপ্তা সতীর সুখের তুলনায় সে সুখ ঘৃণিত! কি অকিঞ্চিৎকর! জীবিতেশ! আমি ঘৃণিত সুখের লালসায় জীবনের প্রথম সময় অতি করিয়াছি। তাহাতে ইহলোক পরলোক উভয়েরই আশা তিরোহিত হইয়াছে। নাথ! আমি তাই ত কাঁদিতেছি। আমি এত দিন এ পাপ-জীবন কালে ত্যাগ করিতাম। যে আশায় এত দিন করি নাই, তাহা অদ্য সফল হইল। আমার অপর নাই। আমি অদ্য তোমার নিকট যে অনুগ্রহ করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট, ততোধিক অনুগ্রহ আ করি না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পদ্মা আর বলিতে পারিলেন আহ্লাদে, শোকে, ক্ষোভে, মনস্তাপে ও অনুতাপে

মনে এক অভিনব অসহনীয় ভাব-ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এক কালে এত বিভিন্ন ভাব তাঁহার মনে প্রভুত্ব করিতে লাগিল যে, তাহাদের প্রকোপ সহ্য করা নিতান্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরও অসাধ্য। সামান্য রমণী তাহা কি প্রকারে সহ্য করিবে? পদ্মাবতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি স্থির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার চৈতন্য তিরোহিত হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে পদ্মাবতীর চৈতন্য-হীন জড়দেহ নবকুমারের পদ-প্রান্তে নিপতিত হইল। নবকুমার পদ্মাবতীকে উত্তোলন করিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিলেন; দেখিলেন, পদ্মাবতী চেতনাশূন্য। সহসা এবংবিধ বিপৎসমাগম দর্শনে নবকুমার ব্যস্ত হইয়া দাসীদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ জল ও তালবৃন্তাদি আনয়ন করিয়া মূর্চ্ছিতার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। নবকুমার স্বয়ং যথাসাধ্য যত্নে পদ্মার মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও পদ্মার চৈতন্য-লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। নবকুমারের চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, ক্রমে গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে পদ্মাবতী একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নবকুমারের বদন প্রফুল্ল হইল। ক্রমে পদ্মার চৈতন্য হইতে লাগিল, তাঁহার শিরা সকলে রক্তের গতি দেখা গেল, গণ্ড আরক্ত হইল, ক্রমে চক্ষু উন্মীলন করিলেন। নবকুমার পদ্মাবতীকে পুনরায় চেতন দেখিয়া আনন্দে পূর্ব্বাপর বিস্মৃত হইলেন। পদ্মাবতীর উপর যে বিদ্বেষ ছিল, তাহা এই ঘটনায় তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "প্রাণেশ্বরি! তোমার সহস্র অপরাধ থাকিলেও আমি ক্ষমা করিলাম। প্রিয়ে! তুমি রমণীরত্ন! তোমাকে আমি বিস্তর ক্লেশ দিয়াছি। সংসার যায়, যাউক; লোকসমাজে অপমানিত হই, হইব; অদৃষ্টে যাহা থাকে, হউক; অদ্য প্রকাশ্যে বলিতেছি,—পদ্মাবতি! তুমি আমার পত্নী। তোমাকে আর কষ্ট দিব না।"

পদ্মাবতী তীরবেগে উঠিয়া দাসীগণকে অপসৃত হইতে আজ্ঞা করিলেন এবং স্বীয় সুগোল নবনীতনিভ ভুজযুগল দ্বারা নবকুমারের গলদেশ বেষ্টন করিয়া, তাঁহার বক্ষোমধ্যে মস্তক বিন্যস্ত করত কহিলেন, "নাথ! এ অভাগিনীর কপালে এত সুখ আছে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই! আমি স্বর্গে না সংসারে? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, মায়ার মোহিনী ক্ষমতা কি আমার চক্ষুকে আবরণ করিয়াছে?"

অপরাধ করিয়া অপরাধী যদি সরলতা সহকারে স্বীকার না করে এবং তজ্জন্য লজ্জিত হইয়া বিনীত ও ভদ্র ব্যবহার না করে, তাহা হইলে সংসারে তাহার দুর্দ্দশার ইয়ত্তা থাকে না। এক জনের দোষ দেখিলে, ক্ষতিবৃদ্ধি হউক বা না হউক, সকলেই তাহার উপর কুপিত ও বিরক্ত হয় সত্য, কিন্তু দোষী ব্যক্তি যদি ব্যক্তিসাধারণকৃত ঘৃণা ও অপমানাদি সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, যদি পুনরায় স্বীয় সততার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারে এবং যদি স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া বিনীতভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে কুপিত ও বিরক্ত ব্যক্তিরাও দয়া করে। লোকে আর তাহাকে ঘৃণা করে না। তাহার অপরাধ ক্রমে বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যায়। তাহার গুণে কলঙ্ক ঢাকা পড়ে।

পদ্মাবতীর ঘটনাই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল। পদ্মাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করাও নবকুমার দারুণ লজ্জার বিষয় মনে করিতেন। তিনি তাহাকে ঘৃণা করিতেন, কখন তাহার সহিত সম্পর্ক ছিল, ইহা মনে করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। কিন্তু পদ্মার একান্ত পতিপদচিন্তা, পূর্ব্বকৃত পাপসমূহের নিমিত্ত বিলক্ষণ অনুতাপ, সতীধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত সমস্ত ভোগসুখ ত্যাগ প্রভৃতি দর্শনে নবকুমারের চিত্ত ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইল; তাঁহার প্রতি দয়া জন্মিল। পদ্মাবতী যে নবকুমারকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রেমের বিনিময়ে প্রেম আবশ্যক। পদ্মাবতী যদি নবকুমারকে ভালবাসিতেন, তাহা হইলে নবকুমার অবশ্যই তাহার বিনিময় করিতেন। কৈ, তাহা ত তিনি করেন নাই!—অবশ্যই নবকুমার তাহার বিনিময় করিয়াছিলেন; কিন্তু সেটি প্রকারান্তরে; তাঁহার অন্তরে অন্তরে পদ্মার প্রতি যে ঘৃণা, দ্বেষ, অভিমান প্রভৃতি হইয়াছিল, তাহা প্রণয়েরই রূপান্তর মাত্র। প্রণয়ই উহার বীজ। তাহার সহিত মনুষ্যের কোন সংস্রব নাই, তাহার দোষ-গুণে কে আস্থা করে? নবকুমারের প্রণয় তাঁহার প্রাণেই ছিল, অন্যে জানিতে পারে নাই।

প্রণয়ী স্বয়ং সকল সময়ে প্রণয়াস্পদের প্রতি তাঁহার প্রণয়ের পরিমাণ বুঝিতে পারেন না। দিন দিন তিল তিল করিয়া প্রণয় বর্দ্ধিত হয়। প্রণয়ী প্রথমে এইমাত্র বুঝিতে পারেন যে, আমি তাঁহাকে ভালবাসি। কিন্তু সে ভালবাসার পরিমাণ কি, তাহা তিনি তখন জানিতে পারেন না। যদি সহসা প্রণয়াস্পদের সহিত বিরহ হয়, যদি সহসা তাঁহার কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, তখনই হৃদয় শোকাকুল হইয়া তাহার প্রতি প্রণয়ের পরিমাণ

প্রকাশ করিয়া দেয়। এই নিয়ম অনুসারে পদ্মাবতীকে নবকুমার কি পরিমাণে ভালবাসিতেন, পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারেন নাই। অদ্য পদ্মাবতীর পীড়ায় তাহা প্রকাশ করিয়া দিল।

যে নবকুমার কিছু দিন পূর্ব্বে পদ্মাবতীকে যতদূর সম্ভব ঘৃণা করিতেন, ক্রমে পরিবর্ত্ত-বিলাসী কাল তাঁহারই হৃদয় আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিল। তিনি ক্রমে ঘৃণা করুণায় এবং অশ্রদ্ধা শ্রদ্ধায় পরিণত করিলেন; ক্রমে তাঁহার অজ্ঞাতসারে হৃদয় তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। আবার —এখন সেই নবকুমার সেই পদ্মাবতীর জন্য কাঁদিতেছেন; তাহার জন্য আত্মীয়, সমাজ, জাতি, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব সমস্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন; তাঁহাকে সানন্দে আলিঙ্গন করিতেছেন। কাল, তুমিই ধন্য!

কপালকুণ্ডলা (মৃণ্ময়ি), এ সময় কোথায় তুমি? অতলজলে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছ,—দেখিতেছ না! এক দিন কাপালিকের ভয়ানক খড়্গ-মুখ হইতে যাহাকে রক্ষা করিয়াছিলে, সেই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি একবার তোমাকে মন দিয়া আবার কাড়িয়া লইয়া অপরকে অবাধে তাহা দান করিতেছে। সত্যই কি নবকুমার পদ্মাবতীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কপাল-কুণ্ডলাকে বিস্মৃত হইলেন?—না, তাহা নহে। পূর্ণ-চন্দ্র-বিরাজিত নভোমণ্ডলে সহসা একখানি মেঘ উদিত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্বসংসারকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সংসার কি তাই বলিয়া চিরকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে? তাহা থাকে না। যতক্ষণ মেঘ থাকে, সংসারে ততক্ষণ অন্ধকার থাকে। মেঘও সরিয়া যায়, আবার সংসারে দিব্য আলোকও প্রকাশ পায়; আবার চন্দ্র ও তারাগণ কিরণ বর্ষণ করে। যতক্ষণ মেঘ থাকে, ততক্ষণই কি চন্দ্র-তারার কার্য্য বন্ধ থাকে? তাহাও থাকে না। তাহারা অদৃশ্য থাকে মাত্র। নবকুমারের হৃদয়াকাশের অবস্থাও সেইরূপ। তথায় মৃণ্ময়ীর প্রণয়-চন্দ্রিকা পূর্ণ-দীপ্তি বিকীর্ণ করিতেছিল; সহসা পদ্মাবতীর প্রণয় মেঘস্বরূপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে আবরণ করিল। যতক্ষণ ইহা থাকিবে, ততক্ষণ তাহা আবরিত থাকিবে মাত্র, তাহার কার্য্য বন্ধ হইবে না। তাহা মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় অদৃশ্যভাবে স্বীয় কার্য্য সাধন করিবে।

নবকুমার ও পদ্মাবতী বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া ভাবসাগরে ভাসিতেছেন, এমন সময়ে একটি অভাবনীয় ঘটনা তাঁহাদের আনন্দের বাধা জন্মাইল। নবকুমার শুনিতে পাইলেন, প্রকোষ্ঠান্তর হইতে উমাপতি তাঁহাকে ডাকিতেছেন। কথা কর্ণে প্রবেশ করিবামা[ত্র] ব্যস্ততা সহকারে নবকুমারের গলদেশ হই[তে] করিলেন। এমন সময়ে পেষমন্ আসি[য়া] "বিশেষ প্রয়োজনের নিমিত্ত একটি লোক ডাকিতেছেন।"

নবকুমার অগত্যা ব্যস্ত হইয়া [উ]ঠো[...] এবং পদ্মাবতীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করি[...] বতী অন্য উপায়াভাবে অনিচ্ছায় বিদায় [...] কহিলেন, "নাথ! দাসীকে ভুলিও না। ইহ[...] প্রার্থনা।"

নবকুমার পদ্মাবতীকে বুঝাইয়া এবং অবি[...] নের কারণ জানাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া নিষ্ক্রা[ন্ত]

পদ্মাবতীর সুখ-সূর্য্য উদয় হইতে না হই[তে] জলদজালে আচ্ছন্ন হইল। তিনি অতি কষ্টে[...] করিয়া গলদেশে ধারণ করিবেন, এমন সম[য়] হইয়া গেল! তিনি বিপুল পরিশ্রমে যে[...] করিয়াছিলেন, তাহা কর্ম্মক্ষম হইবার সম[য়] বাধা সমুৎপন্ন হওয়ায় তাহার কার্য্য বন্ধ হইয়া[...]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নব-বিপদে।

——————"deep troubles to[...]
Loud sorrows howl, envenom'd pas[...]
Ravenous calamites our vitals seize,
And thrreatening fate wide opens t[...]

নবকুমার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তথা[...] নাই। জিজ্ঞাসায় জানিলেন, তিনি অগ্রসর[...] নবকুমার ব্যস্ত হইয়া বাটী আসিলেন। তথায়[...] দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে বিমর্ষভাবা[...] নবকুমার সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিলেন, "[...] হইয়াছে? আমাকে কেন ডাকিতে গিয়াছি[...] বিমর্ষ কেন?"

উমাপতি কহিলেন, "তোমাকে ডাকিয়[া] আনলেম বলিতেছি, চল।"

উভয়ে গৃহ-প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করি[...]

কহিলেন, "ক্ষণপূর্ব্বে নবদ্বীপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তোমার ভগ্নীপতি মথুরানাথ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহার লিখিত পত্র এই রহিয়াছে, দেখিলেই জানিতে পারিবে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণের নিমিত্ত তোমাকে ডাকিয়াছিলাম।

এই বলিয়া উমাপতি নবকুমারের হস্তে একখানি পত্র দিলেন। নবকুমার তাহা খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন—

"শ্রীচরণেষু—

প্রণামান্তে নিবেদনমেতৎ,

সম্প্রতি আমি সঙ্কটাপন্ন পীড়িত হইয়াছি। এ ব্যাধির সময়ে আপনাকে ও আপনার ভগ্নীকে দেখিতে ইচ্ছা করি; অতএব যদি বিশেষ অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে পত্র পাঠমাত্র আপনারা উভয়ে আসিয়া একবার দেখা দিয়া সন্তুষ্ট করিবেন। আর কি বলিব? অতি কষ্টে লিপি সমাধা করিলাম। ইতি তারিখ ২৭শে চৈত্র।"

পত্র পড়িয়া নবকুমারের চক্ষুতে জল থাকিল না। যখন পত্র অধীত হয়, তখন শ্যামা অন্তরাল হইতে সমস্ত শুনিলেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে কাঁদিতেছেন না। তাঁহার অন্তরের এমন যে অবস্থা, সে অবস্থায় রোদন আইসে না। যখন অসহ্য মানসিক ক্লেশ ঈষৎ শিথিল হয়, তখনই রোদনের সময়। শ্যামার হৃদয়ে এখন যে যন্ত্রণা হইতেছে, তাহা কাঁদাইবার নহে। ইতিপূর্ব্বে প্রথমে উমাপতির মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি একবার কাঁদিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার চক্ষু এক্ষণে প্রস্ফুটিত জবাকুসুমের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে।

উমাপতি কহিলেন, "ভাই, কাতর হইও না। স্থির হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণ কর।"

নবকুমার কহিলেন, "যাওয়া স্থির করিতে হইতেছে।"

উমা। আমি বলি, অদ্য আহারাদির পরই তোমরা নবদ্বীপ যাত্রা কর।

নব। হাঁ, সেই ভাল। এক্ষণে নৌকা স্থির করা আবশ্যক।

উমা। আমি নৌকা স্থির করিয়া আসিতেছি। তোমরা অবিলম্বে আহারাদি শেষ করিয়া লও।

উমাপতি প্রস্থান করিলেন। নবকুমার ও শ্যামা সত্বর প্রস্তুত হইলেন। অনতিবিলম্বে উমাপতি নৌকা স্থির করিয়া আসিলেন। নবকুমার ও শ্যামা যাত্রা করিলেন। উমাপতি নৌকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। উমাপতি কহিলেন, "নবকুমার! শীঘ্র সংবাদ পাই যেন!"

"ভাল পাইবে!" এই বলিয়া নবকুমার উমাপতির নিকটস্থ হইয়া তাঁহার কানে কানে কহিলেন, "যদি পার, তবে পদ্মাবতীকে এ সংবাদটি দিও।"

উমাপতি স্বীকার করিলেন। নবকুমার, শ্যামা, একজন চাকর, নবদ্বীপ হইতে আগত ব্যক্তি এবং একজন দাসী নৌকায় উঠিলেন; নৌকা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিল।

আমরা এই সময়ে পাঠক মহাশয়কে শ্যামাসুন্দরীর শ্বশুরালয়-সম্বন্ধীয় দুই একটি কথা বলিয়া রাখি। শ্যামার যখন নয় বৎসর বয়ঃক্রম, তখন নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মথুরানাথ তৎকালে চতুর্দ্দশ বর্ষবয়স্ক মাত্র। মথুরানাথের পিতা অত্যন্ত কুলাভিমানী। তিনি শ্যামার সহিত বিবাহের পর মথুরানাথের ক্রমান্বয়ে আবার দুইটি বিবাহ দিয়াছিলেন। শ্যামা সম্পন্ন লোকের দুহিতা, তাঁহার অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট হইবে না, এ কথা মথুরানাথের পিতা জানিতেন; সুতরাং তিনি শ্যামাকে স্বগৃহে আনেন নাই। মধ্যে মধ্যে মথুরানাথ সপ্তগ্রামে শ্বশুরগৃহে আসিতেন। মথুরানাথের অপর দুই পত্নী তাঁহার গৃহেই থাকিতেন। এই দুই রমণীর স্বভাব সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবাপন্ন ছিল; তাহাতে আবার সপত্নী সম্পর্ক; সুতরাং তাঁহারা যে সর্ব্বদা কলহ-বিদ্বেষে কালযাপন করিতেন, তাহা বলা বাহুল্য। প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, মথুরানাথের মধ্যমা স্ত্রী পরলোকগতা হইয়া সপত্নী-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছেন। মথুরানাথের তৃতীয়া স্ত্রীর নাম কুমুদিনী। কুমুদিনী দেখিতে অতি সুন্দরী। এক্ষণে তাঁহার বয়স ষোড়শ বর্ষ হইবে। তাঁহার অনেকগুলি গুণ ছিল। কিন্তু যে সকল গুণে শ্যামার অন্তর শোভিত ছিল, তাহাদের সহিত তুলনায় কুমুদিনীর গুণ সকল নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতীত হইবে। মথুরানাথ শ্যামার সৌন্দর্য্য কখন বিস্মৃত হন নাই। তিনি তাদৃশ ধনী ছিলেন না এবং পিতার অমতেও কখন কোন কর্ম্ম করিতেন না; এ জন্য তিনি সর্ব্বদা শ্যামাকে দেখিতে পাইতেন না। যে বৎসর তাঁহার মধ্যমা স্ত্রীর বিয়োগ হয়, সেই বৎসরেই তাঁহার পিতা গঙ্গালাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরই মথুরানাথের এমন কতকগুলি বিপৎপাত হয় যে, তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত শ্যামার দর্শনলাভে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি রুগ্ন-শয্যায় পতিত হইয়া তিনি শ্যামাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

এতদ্ভিন্ন মথুরানাথের সংসারে তাঁহার বিধবা মাতা ছিলেন। তিনি একমাত্র পুত্র অথবা পুত্রবধূ শ্যামাকে

দেখিয়াছিলেন ; তখন শ্যামা বালিকা। নবকুমার সময়ে সময়ে দুই একবার নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। মথুরানাথের মাতা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মথুরানাথ স্বয়ং অতি সুপুরুষ ছিলেন। তিনি বি আস্বাদ বিশেষরূপে জানিতেন। এতদ্ব্যতীত মিষ্টভাষী ও সুরসিক ছিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিজন বনে।

——————————————"হেরিনু সুন্দরী
বামাস্থে, মলিন-মুখী, শরতের শশী,
রাহুর তরাসে যেন! সে বিরলে বসি,
মৃদু কাঁদে সুবদনা ; ঝর ঝর ঝরি,
গলে অশ্রুবিন্দু, যেন মুক্তাফল খসি।"

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

যে সময়ের ঘটনা সকল এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইতেছে, সে সময়ে সপ্তগ্রামের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে গোপালপুর নামে একটি গ্রাম ছিল। গ্রামটিতে অত্যন্ত বন। তথায় লোকের বাস অতি অল্প। পথ-ঘাট ভাল নয়। গোপালপুরের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে একটি নিবিড় বন ছিল। সে বনে দিবসেও মনুষ্য প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইত। এই বনের পার্শ্ব দিয়া গ্রামে গমনাগমনের একটি পথ ছিল। সেই দস্যু, হিংস্র-জন্তু প্রভৃতি নানাবিধ ভয়সঙ্কুল পথে পান্থগণ সহজে পদার্পণ করিত না। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে অথবা অনেকে একত্র দল-বদ্ধ থাকিলে, সে পথ দিয়া যাতায়াত করিত।

বেলা নাই। সূর্য্যদেব পাটে বসিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন। পক্ষিগণ নানা দেশ হইতে উদর পূর্ণ করিয়া আসিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কুলায়ে আশ্রয় লইতেছে। হঠাৎ গ্রামমধ্যে কতকগুলি কুক্কুর এককালে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল। তাহাদের রব প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে অরণ্য পর্য্যন্ত আসিল। একজন নিশ্চিন্ত ও সানন্দ কৃষক স্বীয় গাভী গাটী লইয়া যাইতে যাইতে মনের সুখে রাধা-শ্যামের প্রেমাত্মক গীত গাইতেছে। তাহার সেই উচ্চরবে বন প্রমোদিত হইতেছে। বনের অনতিদূরে একটি ... গাভী শঙ্কিত-নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করি... ... হারাইয়াছে, সে অরণ্যের পথে অনেক দূর অ... "শুকি! শুকি!" বলিয়া চীৎকার করিল। ... নিঃসৃত পরিচিত স্বর শুকির কর্ণে প্রবেশ করিল ... রবে সেই দিকে ছুটিল, একটি ঝোপের পার্শ্বে এ... বসিয়া সোৎসুক-দৃষ্টিতে চারিদিক্ দেখিতেছে ... সময়ে মক্ষিকা ও মশার দংশন-নিবারণ জন্য ... তেছে, পদ দ্বারা গাত্র কণ্ডুয়ন করিতেছে অ... দ্বারা স্বীয় শরীরের স্থানবিশেষে দংশন করিতে... একটি নকুল ডাকিতে ডাকিতে পথের এক সী... অপর সীমায় গমন করিল। ফলতঃ এই সময়ে প্রকৃতি দর্শন করিলে মনে প্রীতি ও ভয় এই দুই বিরোধী ভাব এককালে সঞ্চারিত হয়।

এইরূপ সময়ে এই পথে একটি যুবক গমন ক... দেখা গেল। এমন সময়ে এই বিপদ্-সঙ্কুল পথে যুবক কেন যাইতেছেন? যে পথ মনুষ্য-সমাগ... প্রায়শঃ বনাধিকৃত হইয়াছে, সে পথে সন্ধ্যা-সময়ে মনুষ্য! যুবক সত্বর-পদ-বিক্ষেপে গ্রামাভিমুখে গ... তেছেন। কিছুতেই তাঁহার লক্ষ্য নাই। সহসা ... হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কর্ণে একটি শব্দ... করিয়াছিল; সেই শব্দ পুনরায় শ্রবণ ... নিমিত্ত তিনি উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। ... বিলম্বে ভীতি-সংবলিত রোদন-ধ্বনি তাঁহার ক... প্রবেশ করিল। শব্দ রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত বলিয়া বো... যুবক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই বিপজ্জনক, ঘোর বনে কোন অবলা বিপদ্‌গ্রস্ত হই... করিতেছে—কে তাহা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে... শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে ধাবমান হইলেন এ... নিকটস্থ হইতে লাগিলেন, ততই সেই অগোচরা...

হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ তাঁহার কানে প্রবেশ করিতে লাগিল। যুবক বেগে চলিতে লাগিলেন। লতিকায় তাঁহার চরণ বদ্ধ হইতে লাগিল, তিনি তাহা সবলে ছিন্ন করিতে লাগিলেন; কণ্টকে তাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ক্ষণ-বিলম্বে যুবক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় যে ভয়ানক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিনি দেখিলেন—এক ভীষণ-দর্শন মনুষ্য ভয়চকিতা ও রোরুদ্যমানা এক সুন্দরী যুবতীর করাকর্ষণ করিয়া বলপ্রয়োগ করিতেছে। তরুণী কাঁদিতে কাঁদিতে উক্ত পিশাচের পদতলে পতিত হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে উচ্চ-রোদনে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। পামর তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া যুবতীকে যেরূপ শব্দে সম্বোধন করিতেছে এবং যেরূপ জঘন্য প্রস্তাবে যুবতীর সম্মতি পাইবার নিমিত্ত বিবিধ লোভজনক কথা বলিতেছে, তাহা শুনিলে নিতান্ত স্নিগ্ধ শোণিতও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। রমণীর বিবিধ কাকুতিমিনতি কিছুই পাষণ্ডের হৃদয়ে স্থান পাইল না। নরাধম দেখিল, তরুণীর চীৎকারের পথ বন্ধ করিতে না পারিলে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হওয়া অসম্ভব। এই বিবেচনায় দুর্বৃত্ত সুন্দরীর মুখ বাঁধিতে চেষ্টা করিল। যুবক আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হস্তে এক যষ্টি ছিল। এই প্রহরণমাত্র সম্বলে তিনি নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং দুরাত্মা সতর্ক হইতে না হইতেই তাহার শির লক্ষ্য করিয়া যষ্টি দ্বারা ভীষণ প্রহার করিলেন। যষ্টি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। পামর অত্যন্ত আঘাত পাইল। সে বাক্‌রহিত হইয়া বসিয়া পড়িল। যুবক তাহাকে চিন্তা করিতে সময় না দিয়া, তাহার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়া, তাহাকে ভূতলে শায়িত করিলেন ও তাহার বক্ষে জানু দিয়া উপবেশন করিলেন। পামর স্বীয় রক্তবর্ণ চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া যুবকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে দৃষ্টির প্রত্যেক কণিকায় প্রবল বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা-কামনা প্রকাশিত হইতেছে। যুবক তাহাতে কাতর হইলেন না। ভীতা, সঙ্কুচিতা সুন্দরীকে বিপন্মুক্ত করা হইল, ইহাতেই তাঁহার অপার আনন্দ জন্মিল।

সুন্দরী তরুণী এখনও অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছেন। যুবক তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। যুবতী অমনই মস্তক অবনত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যুবক দেখিলেন, রমণী অসামান্যা সুন্দরী, যৌবনোন্মুখী বালিকা। যুবতীর অসামান্য সৌন্দর্য্য যুবক-হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি বলিলেন, "তোমার আর ভয় কি? এখনও কাঁপিতেছ কেন? যদি আপত্তি না থাকে, আমাকে তোমার পরিচয় দেও; আমি তোমাকে নিরাপদে গৃহে রাখিয়া আসিতেছি।"

এই সময় সুসময় বোধে যুবকের ভীষণ আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতিলাভের নিমিত্ত দুরাত্মা চেষ্টা করিতে লাগিল। যুবক বজ্র-গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "দুর্বৃত্ত, স্থির থাক্, নচেৎ এখনই তোর জঘন্য জীবন যমালয়ে পাঠাইয়া জগতের পাপভার লাঘব করিতে সঙ্কোচ করিব না।"

এই বলিয়া যুবক প্রথমে তাহার পদদ্বয় দৃঢ়-বদ্ধ করিলেন; পরে তাহার হস্তদ্বয় বাঁধিয়া নিকটস্থ একটি বৃক্ষ তাহার শরীর দ্বারা বেষ্টিত করিলেন এবং সেই বদ্ধ হস্ত-পদ এক স্থানে করিয়া কঠিনরূপে বন্ধন করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি তোর অপকৃষ্ট জীবন বধ করিয়া আমার আত্মাকে কলুষিত করিতে চাহি না, অন্য উপায়ে তোর ঘৃণিত প্রাণের শেষ হয়, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তোকে আমি যে অবস্থায় রাখিয়া চলিলাম, বিধাতা যদি তোর নিতান্ত অনুকূল হন, তবেই তুই নিস্তার পাইবি; নচেৎ এই তোর জীবনের শেষ মনে কর্।"

তরুণী এই সময়ে যুবকের মনোহর, সম্পূর্ণ ও সুগঠিত কান্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। উপকারকের ছায়া হৃদয়পটে সুন্দররূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্তই হউক, সেরূপ রূপ কখন নয়নগোচর করেন নাই বলিয়াই হউক অথবা উপকারকের প্রতি স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভক্তি জন্মে বলিয়াই হউক, সেই যুবতী নয়নানন্দমূর্ত্তি হইতে দৃষ্টি অপসৃত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এই সময় যুবক পাপিষ্ঠকে বন্ধন করিয়া নিশ্চিন্ত ও আনন্দিতমনে যুবতীর নিকট আগমন করিলেন। অমনই রমণী লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। আবার তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। আবার তিনি শিহরিতে লাগিলেন।

যুবক কহিলেন, "ভয়ের কারণ সম্পূর্ণরূপে গিয়াছে। আর ভয় কি?"

যুবতী উত্তর করিলেন না। যুবক পুনরপি যুবতীর পরিচয় ও এতদ্‌ঘটনার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন। যুবতী অতি সংক্ষেপে, ধীরে ধীরে, মধুর, কম্পিত ও ভয়-বিকম্পিত স্বরে এতদ্‌ঘটনার বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন।

যুবক শিহরিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "এক্ষণে কোথায় রাখিয়া আসিলে তুমি নির্ব্বিঘ্ন হইবে?"

যুবতী বলিলেন, "গোপালপুরে আমাদের বাটী।"

যুবক। গোপালপুরে! সেখানে তো আমি সর্ব্বদা আসিয়া থাকি। তোমার পিতার নাম শুনিতে পাই কি?

যুবতী। কালিদাস ভট্টাচার্য্য।

যুবক শিহরিয়া উঠিলেন এবং সবিস্ময়ে কহিলেন, "বিধাতাকে ধন্যবাদ! ভাগ্যে আমি সময়মত উপস্থিত হইয়াছিলাম; ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমি বিশেষ জ্ঞাত আছি। তুমি তাঁহার কন্যা? তোমাকে তো কখন দেখি নাই।"

আকাশমার্গ ভেদ করিয়া দ্বিজরাজ এক্ষণে স্বীয় হৈমরথ চালনা করিতেছেন। তারাগণ যেন পতি-বিরহে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া 'তুমি কোথা যাও'—'তুমি কোথা যাও' বলিয়া রথের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে। পৃথিবী হাস্যময়ী; সর্ব্বত্র আলোকময়। বিহঙ্গমগণ সময়ে সময়ে ঝঙ্কার দিতেছে। বোধ হয়, রজনীর এতাদৃশ শুভ্রতা দর্শনে তাহাদের দিবাভ্রম জন্মিতেছে, তদ্ধেতু সন্ধ্যা সহ উষা সমাগত বোধে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে।

যুবক কহিলেন, "আর বিলম্বে আবশ্যক নাই। ক্রমে অধিক রাত্রি হইতেছে। চল, তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে পৌঁছিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই।"

যুবতী এ প্রস্তাবে নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। যুবক অগ্রসর হইলেন। যুবতী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা নিবিড় বনে লুকাইয়া গেলেন।

এ যুবা কে, পাঠক মহাশয়েরা তাহা বুঝিয়াছেন কি? এ যুবা আমাদের পরিচিত উমাপতি। গোপালপুরে উমাপতির মাতুলালয়, এজন্য তিনি সর্ব্বদা তথায় যাইতেন। কোন বিশেষ কার্য্যে তাঁহার অদ্য এই অসময়ে এই অপথ দিয়া ব্যস্ত হইয়া যাইতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আলয়ে।

"আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা॥"
—চণ্ডিদাস।

গোপালপুর নিস্তব্ধ। মানবগণ নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে বিশ্রামলাভের চেষ্টা দেখিতেছে। সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। গ্রামের মধ্যস্থলে এব লোকসকল কেবল ঘুমায় নাই। গৃহটি দেখি সম্পন্ন লোকের আবাস বলিয়া অনুমিত হওয়া জীর্ণ আলয়, কিন্তু পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। ভবন মাত্র প্রকোষ্ঠ; সম্মুখে অঙ্গন। অঙ্গন নিতা নহে, তাহার অপর পার্শ্বে একখানি তৃণাচ্ছা ভবনের এক প্রকোষ্ঠে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে দীপালোকে বসিয়া দুই জন লোক কথা কাঁদিতেছে। ইহার এক জন পুরুষ, অপ পুরুষের বয়স অন্যূন পঞ্চাশদ্বর্ষ হইবে তাঁহারই স্ত্রী। তাঁহার বয়স চল্লিশ ব নহে।

পুরুষ কহিলেন, "আমি আর কি ক যথাসাধ্য সন্ধানের ক্রটি করিলাম না। এখন ইচ্ছা! একে রাত্রিকাল, তাহাতে দারুণ অন্ধ এখন যাই কোথায়? গিয়াই বা করিব কি? হইয়া থাকিই বা কেমন করিয়া? হরিহরের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। তাহাদের অপে কি অধিক সন্ধান করিতে পারিব? তা নিশ্চিন্ত থাকিতেও পারি না। ভগবান আম এত দুঃখ লিখিয়াছিলেন! যাই, আবা[illegible]ই

নারী কহিলেন, "না। তুমি গিয়া [illegible] আমি এখন ভাবিতেছি যে, যাহা অদৃ[illegible] হইল। এখন কা[illegible] সকালে লোকের [illegible] ইব কেমন করিয়া?"

পুরুষ কহিলেন, "ভগবন্! সকলই তো সমাজচ্যুত হইলাম, পৈতৃক স্থান-ভ্রষ্ট হইল কন্যাহীন হইলাম। সকল সহিয়া, একটি লইয়া এই স্থানে লুক্কায়িতভাবে বাস করি ভগবান্, তোমার প্রাণে সহিল না? এ কষ্ট দিতে তোমার এত আনন্দ? দেও, নাই। আমাকে কষ্ট দেও, আমি অনেক অনেক সহিতে পারি; কিন্তু বাছা আমার ক বার্ত্তা জানে না, তাহাকে এত ক্লেশ দেওয়া তোমার কি উচিত? তোমার কার্য্য তু আহা! সে না জানি কি বিপদেই পড়িয়াছে

এই সময় তাঁহাদের গৃহের পশ্চাতে মনুষ্যে হইল। উভয়ে সতৃষ্ণ-নয়নে অজস্রধারাপ্লুতমুখে করিলেন এবং রজনীর অন্ধকার ভেদ ক অস্পষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তি প্রবেশ করিতেছে দেখিলে

দ্রুতপদ-বিক্ষেপে সে দিকে ধাবিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কে ও! মুক্তকেশী?"

এ প্রশ্নের উত্তর বাক্যে হইল না। মুক্তকেশী মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাতৃ-গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া ইহার উত্তর সমাধা করিলেন। হারাকন্যা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়ায় যে অপার আনন্দ জন্মিল, তাহা বাক্যে বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহারা সকলে কতক্ষণ সেই স্থানে থাকিয়া পর্য্যায়ক্রমে শোকাশ্রু ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে মুক্তকেশী কহিলেন, "বাবা! ইনিই আজ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

এই বলিয়া উমাপতিকে দেখাইয়া দিলেন।

উমাপতিকে দেখিয়া কালিদাস ভট্টাচার্য্য সহজেই চিনিতে পারিলেন এবং সানন্দে কহিলেন, "কে ও, উমাপতি না?"

উমাপতি "আজ্ঞে হাঁ" বলিয়া উত্তর দিলেন।

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "উমাপতি! এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম, তোমাকে লক্ষ্যই করি নাই। তুমি কিছু মনে করিও না বাবা।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণীর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তুমি ইহাঁকে জান না। ইনি আমাদের পর নহেন। ইনি হরিহরের ভাগিনেয়।"

উমাপতি কহিলেন, "আমি এক্ষণে বিদায় হই। রাত্রি অধিক হইয়াছে। মাতুল মহাশয়ের নিকট বিশেষ আবশ্যক আছে।"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "উমাপতি, রাত্রি অনেক হইয়াছে, আজ এখানে থাকিলে ক্ষতি কি? আমাদের অদ্য যে আনন্দ জন্মিয়াছে, তুমিই তাহার কারণ। অতএব তোমার সহিত অধিকক্ষণ থাকিয়া এই বিষয়ের কথোপকথন করিলে এই আনন্দ আরও বাড়িবে।"

উমাপতি একটু চিন্তিত হইলেন; কিয়ৎকাল তূষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন। তিনি একটি বিশেষ প্রয়োজনে মাতুল-সমীপে আসিতেছিলেন—পথে এই বিপদ্। বিশেষ আবশ্যক না হইলে তিনি কখন একাকী অসময়ে সেই জনহীন পথে আসিতেন না; সুতরাং তাঁহার এখানে রাত্রিযাপন করিয়া কার্য্যে হানি করা অবিধেয়, ইহা উমাপতি বুঝিলেন। আবার ভাবিলেন, সুন্দরী মুক্তকেশীকে দর্শন অথবা তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া যতটুকু সময় অতিবাহিত হয়, সেটুকু পরম সুখময়। সে সুখের আশা ত্যাগ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না। উমাপতি এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে মুক্তকেশীর বদনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, মুক্তকেশী একদৃষ্টিতে তাঁহাকেই দেখিতেছেন। উমাপতির বোধ হইল যেন, সেই দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা, আনন্দ ও মায়া মাখা রহিয়াছে। উমাপতি সকল কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন এখন অতি সামান্য বোধ হইতে লাগিল। সে স্থানের পরিবর্ত্তে যদি কেহ তাঁহাকে তখন স্বর্গ-রাজ্যের অক্ষয় সিংহাসন দিতে প্রস্তুত হয়, তাহাও উমাপতি গ্রহণ করেন কি না সন্দেহ।

স্থিরনিশ্চয় করিয়া উমাপতি কহিলেন, "তাহাই হইবে। অদ্য এখানেই থাকিলাম।"

উমাপতি আবার মুক্তকেশীর নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন, তাহা আনন্দে হাসিতেছে। তাঁহার মনশ্চক্ষু কল্পনাবলে মুক্তকেশীর বদনের নানাবিধ ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ভ্রান্ত উমাপতি কল্পনাদৃষ্ট অবাস্তব ও অপ্রকৃত ঘটনা বাস্তব ও প্রকৃত মনে করিয়া সুখী হইলেন।

ভট্টাচার্য্য সানন্দে উমাপতির হস্ত ধারণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন। মুক্তকেশী ও তাঁহার মাতা অনুসরণ করিলেন। দীপালোকে সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপবেশন করিলেন। মুক্তা ও তাঁহার জননী একত্র উপবেশন করিলেন। বালিকা মাতৃ-স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন। এখনও সময়ে সময়ে মুক্তকেশী চমকিতা ও কম্পমানা হইতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা বস্ত্রাঞ্চলে দুহিতার নয়ন-মার্জ্জন করিয়া দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা তাঁহার কটি-বেষ্টন করিয়া বসিলেন।

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "আর ভয় কি মা? বল দেখি, কি হইয়াছিল?"

উমাপতি কহিলেন, "সে সমস্ত আমি সংক্ষেপে শুনিয়াছি, বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমারও কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

মুক্তকেশী উমাপতির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, অমনই তিনি অবনতমুখী হইয়া রোদন ও ভয়-বিকম্পিত-স্বরে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সে অনেক কথা। আমরা সংক্ষেপে তাহা পাঠক মহাশয়কে জ্ঞাত করাইব।

বৈকালে প্রত্যহ যেরূপ মুক্তকেশী গাত্র ধৌত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের আলয়সন্নিহিত সরোবরে গিয়া থাকেন, অদ্যও সেইরূপ গিয়াছিলেন। অন্য দিন তাঁহার মাতা সঙ্গে থাকেন; অদ্য বিশেষ কার্য্য হেতু তিনি যাইতে পারেন নাই। প্রতিবাসী কেহ না কেহ তথায় প্রায়ই

উপস্থিত থাকে; অন্য কেহই ছিল না। মুক্তকেশী একা ব্যস্ততা সহকারে গাত্র ধৌত করিতেছিলেন। অবিলম্বে কার্য্য সমাপ্ত করত সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া তীরে উঠিলেন। এমন সময় সহসা সন্নিহিত ক্ষুদ্র বন হইতে এক ব্যক্তি অলক্ষিতভাবে আসিয়া একেবারে মুক্তকেশীর হস্ত ধারণ করিল। বালিকা তাহাকে দেখিয়া অবাক্ হইলেন। তাহার কৃষ্ণকায়, পরুষভাব, রক্ত চক্ষু, তাম্রবর্ণ কেশ এবং বীভৎস আকৃতি দর্শনে মুক্তা প্রায় জ্ঞানহীনা হইলেন। পলায়ন করা অসাধ্য। তাহার বজ্রমুষ্টি হইতে হস্ত মুক্ত করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করা কথনই তাঁহার ন্যায় কোমলাঙ্গী বালিকার সাধ্য নহে। তিনি রোদন করিবেন কি চীৎকার করিবেন,তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে তজ্জন্য ব্যস্ত হইতেও হইল না; অবিলম্বে দুর্বৃত্ত তাঁহার মুখ বাঁধিয়া বাক্যকথনের শক্তি হরণ করিল; মুক্তকেশী অজ্ঞান হইলেন। পরে দুরাচার তাঁহাকে পূর্ব্বকথিত অরণ্যে বহন করিয়া লইয়া গেল। তথায় গিয়া মুক্তার বন্ধন মোচন করিল। তিনি তখনও অজ্ঞান। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া সে ব্যক্তি দূরে বসিয়াছিল। অধুনা তাঁহার জ্ঞানোদয় দেখিয়া হাসিতে লাগিল। মুক্তকেশী কাঁদিতে লাগিলেন, সে আরও হাসিতে লাগিল।

মুক্তকেশী বলিলেন, "আমার মা-বাপ আমাকে এতক্ষণ না দেখিয়া কত কাঁদিতেছেন, আমার জন্য তাঁহারা কত খুঁজিতেছেন। আমি তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছাড়িয়া দেও। আমাকে পথ দেখাইয়া দেও, আমি বাড়ী যাই; আমার বাপ-মার আর কেহ নাই।"

সে এ সকল কোন কথা কানে করিল না; বরং এ কথায় উপহাস করিতে লাগিল। সে কিছুই লক্ষ্য বা কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া মুক্তকেশীকে কত লোভ দেখাইতে লাগিল এবং কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া বলপ্রয়োগের উদ্যম করিল। মুক্তকেশী অনন্যোপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুষ্ট দেখিল, রোদনের পথ বন্ধ না করিলে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিঘ্ন জন্মিতে পারে। এই বিবেচনায় সে রোদন নিবারণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় মুক্তকেশীর মুখ বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় বিধাতা মুক্তকেশীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া এবং তাঁহার পবিত্র চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্তই যেন তথায় উমাপতিকে উপস্থিত করিলেন। অবশিষ্ট ঘটনা পাঠক মহাশয় জ্ঞাত আছেন।

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "জগদম্বে! তু করিতে পার! উমাপতি! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ কৃপায় তোমার কিছুরই অভাব নাই। এ তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন অদ্য তুমি আমার যে উপকার করিলে, ইহা শুধিবার নহে। আমি তোমার মাতুলের সুতরাং আমি তোমার পর নহি। তার প তুমি তাহা জ্ঞাত আছ—বল।"

উমাপতি মুক্তকেশী-কথিত ঘটনার অব জানিতেন, তৎসমস্ত বলিলেন।

এই সকল কথাবার্ত্তা সমাপ্ত হইলে সক আনন্দজনক বাক্যালাপ করিলেন এবং আহা করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুখ-স্বপ্নে।

"Among the many pretended arts nation, there is none which so uni amuses as that by dreams."

—Spe

উমাপতি দক্ষিণস্থ একটি প্রকোষ্ঠে শয়ন কা তাঁহার শয্যার অনতিদূরে একটি ক্ষীণালোক ছিল। নিদ্রাদেবী এখনও তাঁহার হৃদয়ে জয়-স্তম্ভ করেন নাই। উমাপতি নয়ন নিমীলিত করিয়া কিন্তু তাহা নিদ্রার আধিপত্যে নহে। তিনি নান চিন্তায় নিবিষ্টমনা ছিলেন। একটির পর একটি চিন্তা তাঁহার অন্তরালয়ে প্রবেশ করিতেছে এ অল্পক্ষণ তথায় অবস্থান করত আর একটির জন্য রাখিয়া স্বয়ং প্রস্থান করিতেছে। সৎকার্য্য করিলে মনে স্বভাবতঃ বিমল আনন্দ জন্মে। সুখের মূল। উমাপতি অদ্য যে সৎকার্য্য কা তৎপ্রভাবে তাঁহার হৃদয় এক্ষণে আনন্দে ভা আনন্দের প্রভাবে মনের স্থিরতা থাকে না। বি একটি চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়; কিন্তু আনন্দে সে না। আনন্দে তৎসংসৃষ্ট নানাবিধ সুখময়ী চিন্তা বদ্ধমূল হয়।

উমাপতি শয্যায় শয়ান হইয়া এইরূপ অসংলগ্ন যুগপৎ সমাগত চিন্তার তরঙ্গে ভাসিতেছেন। নানাবিষয়িণী চিন্তার সহিত একটি মুগ্ধকরী চিন্তা তাঁহার অন্তরালয়ে প্রগাঢ়রূপে সমাসীন হইল। সে চিন্তাকে অন্তর হইতে অন্তরিত করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি সেই চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহ, আনন্দ, আশা অসীম হইয়া উঠিল। একটি রমণীর চিন্তায়, তাহারই রূপধ্যানে, তাহারই মনোহর স্বভাব-সন্দর্শনে উমাপতির জ্ঞান, বিদ্যা, বিবেচনা, মানসম্ভ্রম প্রভৃতি প্রহরীপরিবেষ্টিত চিত্ত পরাভূত হইয়াছিল। সে রমণী মুক্তকেশী। উমাপতি মুক্তকেশীর রূপ-গুণাদির বিষয় যত আন্দোলন, যত আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তিনি অধিকতর আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মন প্রবল বেগে ক্রমশঃ সেই দিকে পরিধাবিত হইতে লাগিল। তাদৃশ ভূলোকদুর্লভ রমণীচরিত্রে যে নিদারুণ অনপনেয় কলঙ্ক-অঙ্ক সংলিপ্ত হইতেছিল, তিনিই তাহা মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিল না। সে জন্য তাঁহার নিরহঙ্কৃত মনে গর্ব্বের উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মুক্তকেশীর মন কি উন্নত! তিনি দয়াময়ী দেবী! যে নরাধম তাঁহার প্রতি তাদৃশ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার উপরও মুক্তকেশীর দয়া! মুক্তকেশী সংসারের সার। তাঁহার মন মূল্যবান্ রত্ন-খনি, তাঁহার দেহ সৌন্দর্য্যের নিকেতন। তিনি কামিনীকুল-কমলিনী। এত শোভা, একাধারে এত গুণ, এত পবিত্রতা—উমাপতি আর কখন দেখেন নাই। মুক্তকেশীর সমস্তই তিনি আশ্চর্য্য ভাবিতে লাগিলেন। যে মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া মুক্তকেশী-রত্নকে দর্শন করে নাই, তাহার জন্মই বৃথা। সে সংসারের কি দেখিয়াছে?—কিছুই না। সংসারে কি [illegible] নাই?—থাকিতে পারে; [illegible] রমণী আছে কি না, [illegible]

উমাপতি এই চিন্তায় [illegible] তিনি দেখিতে [illegible] ব্রীড়াবনত-বদনে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। তিনি যেন শুনিতে লাগিলেন, মুক্তকেশী তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া মধুর হাস্য সহকারে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। ইত্যাদি বিবিধ বিষয় ধ্যান করিতে করিতে উমাপতি নিদ্রার কোমল আশ্রয়ে স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

নিদ্রাগমে তিনি মুক্তকেশীর চিন্তা হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। উমাপতি নিদ্রিতাবস্থায় [illegible] সুখময় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। যেন তিনি [illegible] রমণীয় গিরি-কন্দরে উপবিষ্ট আছেন। তথায় সুখদ মলয়-মারুত প্রবাহিত হইতেছে। অদূরে নির্ঝরিণী সকল প্রপাতপরম্পরায় নিপতিত হইয়া ঘোর গম্ভীর শব্দ সমুৎপন্ন করিতে করিতে নিম্নাভিমুখে গমন করিতেছে এবং বায়ুকে বারি-কণিকা-সম্পৃক্ত করিয়া শীতলতা প্রদান করিতেছে। যথায় তিনি উপবেশন করিয়াছিলেন, সে স্থান শ্যামল, সমশীর্ষ, নবদূর্ব্বাদল-সমাচ্ছন্ন। সম্মুখে একটি গিরি-নিঃসৃতা সঙ্কীর্ণা প্রবাহিণী পন্নগ সদৃশ বক্র-গতিতে গমন করিতেছে। তাঁহার দক্ষিণদিকে গগনস্পর্শী নগরাজ অভ্রভেদী মস্তক উন্নত করিয়া বিশ্ব পরিদর্শন করিতেছে। তাঁহার অপর পার্শ্বে বিবিধ বৃক্ষ-লতাদি-সমাবৃত অরণ্য। অরণ্যের স্থানে স্থানে লতা-বল্লরী দ্বারা বদ্ধ বৃক্ষনিচয় পরস্পর সংযত হইয়া অপূর্ব্ব মণ্ডপ সকল সৃজন করিয়াছে। তথায় নানা বর্ণ-বিভূষিত কলনাদী বিহঙ্গমগণ সতত সুস্বর বর্ষণ করিতেছে। পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র অরণ্য। বহু যত্নে উদ্যানে রোপিত হইয়া যে সকল বৃক্ষ পুষ্প প্রসব করে না, তাহারাও তথায় অকাতরে বিবিধ রাগ-রঞ্জিত, গন্ধময় পুষ্প উৎপাদন করিতেছে। লক্ষ লক্ষ শিলীমুখ এই সকল পুষ্পজাত-মধু-পানাশয়ে গুঞ্জন সহকারে তথায় বিচরণ করিতেছে। সে স্থানটি অতি রমণীয়! উমাপতির বোধ হইল, সেটি স্বভাবের রমণীয়তার ভাণ্ডার। তিনি একান্তচিত্ত হইয়া স্বভাবের সেই পরম রমণীয় শোভা সন্দর্শনে বিপুল আনন্দ-পয়োধি-নীরে অভিষিক্ত হইয়াছেন এবং বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া স্রষ্টার নৈপুণ্য ও কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। এই সময়ে তাঁহার অলক্ষিতভাবে পশ্চাতের বন হইতে বনাধিষ্ঠাত্রী মোহিনী দেবী কুসুম-সজ্জায় সজ্জিতা হইয়া নিষ্ক্রান্তা হইলেন। তিনি মৃদু-মন্দ-পাদবিক্ষেপে উমাপতি-সন্নিধানে আসিয়া [illegible] দুই হস্তে উমাপতির দুই চক্ষু আবরণ করিলেন; উমাপতি রোমাঞ্চিত হইয়া বলিলেন, "কে তুমি?"

দেবী তাঁহার চক্ষু হইতে হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "ছি—তুমি আমায় চিনিতে পারিলে না?"

উমাপতি সানন্দে দেখিলেন, দেবী অন্য কেহ নহেন—মুক্তকেশী। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "মুক্তকেশী! তুমি যে এখানে?"

উমা। আমি এখানকার শোভা দেখিতে আসিয়াছি!

মুক্ত। তুমি এখানে আসিয়াছ, আমি তাহাই দেখিতে আসিয়াছি।

উমা। আমি এখানে আসিয়াছি,তোমাকে কে বলিল ?

মুক্ত। যে বলিবার, সেই বলিয়াছে।

এই বলিয়া সুন্দরী স্বীয় হৃদয় লক্ষ্য করত অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিলেন।

উমা। মুক্তকেশী ! তোমার এ বেশ কেন ?

মুক্ত। কোন্ বেশ ?

উমা। এই মনোহর পুষ্পবেশ।

মুক্ত। কেন—এ বেশ তুমি ভালবাস না ?

উমা। ভালবাসি না ? আমি এ বেশ বড় ভালবাসি।

মুক্ত। সত্য ?

উমা। আমি তোমার নিকট মিথ্যা কহিব, ইহাও কি সম্ভব ?

"তবে তুমি থাক। তোমারও এ বেশ হইবে—আমি তোমাকে সাজাইব।"

এই বলিয়া মুক্তকেশী আবার সেই পুষ্পবনে অন্তর্হিতা হইলেন। উমাপতি মুক্তকেশীর চমৎকার ভাব ও অসাধারণ সরলতা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় মুক্তকেশী বস্ত্রাঞ্চল বিবিধ মনোহর পুষ্পভারে পরিপূর্ণ করিয়া তথায় প্রত্যাগত হইলেন এবং দূর্ব্বোপরি পুষ্প সকল রক্ষা করত কয়েকটি দ্বারা একটি উষ্ণীষ প্রস্তুত করিলেন। সেই উষ্ণীষ উমাপতির মস্তকে দিয়া দেখিলেন যে, অতি সুন্দর হইয়াছে। মুক্তকেশী আহ্লাদে দ্বিগুণ উৎসাহান্বিতা হইয়া পুষ্প দ্বারা অবশিষ্ট সমস্ত ভূষণ প্রস্তুত করিলেন এবং একে একে সেইগুলি উমাপতিকে পরাইতে লাগিলেন। উমাপতি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদেবীর অনুগ্রহে স্বর্গসুখানুভব করিতে লাগিলেন। মুক্তকেশী উমাপতিকে সমস্ত পুষ্পাভরণ পরিধান করাইয়া কহিলেন, "দাঁড়াও দেখি—কেমন হইয়াছে, দেখি।"

উমাপতি দাঁড়াইলেন। মুক্তকেশী দেখিলেন, তাঁহার আর ফুল নাই ;—কহিলেন, "আর চারিটি রাঙ্গা ফুল আনিলে বেশ হইত। সাদা মালা দুগাছির মধ্যে একগাছি রাঙ্গা মালা দিলে খাসা দেখাইত।"

ক্ষণপরে আবার কহিলেন, "ও দুঃখ রাখিব না। সাধ মিটাইব।"

এই বলিয়া নিজকণ্ঠ হইতে একগাছি রাঙ্গা মালা উন্মোচন করিয়া তাহা উমাপতির গলদেশে অর্পণ করিলেন। উমাপতি তাঁহার এই ব্যবহারে চমৎকৃত হইলেন।

মুক্তকেশী কহিলেন, "ছি ! কি করিলাম ? তোমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই তোমার কণ্ঠে মালা দিলাম ? তুমি হয় তো আমাকে চঞ্চলা মনে করিতেছ।"

উমাপতি বাক্যে উত্তর না দিয়া একটি আলিঙ্গন দ্বারা ইহার উত্তর সমাধান করিবেন লেন। তিনি যেমন তদর্থে উঠিবেন, অমনই স্বপ্নেরও অবসান হইল।

উমাপতি যে প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছি দক্ষিণদিকের বাতায়ন সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। যে অংশে দিবারাত্রি উভয়ই সম... এক্ষণে সেই সময়। সূর্য্য আকাশে আবির্ভূত কিন্তু তিনি এক্ষণে যে স্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার তেজের প্রতিবিম্ব আসিয়া পূর্ব্বাকাশে রঞ্জিত করিতেছে। দুই একটি বায়স কুলায় প্রাচীর-মস্তকে বসিয়াছে এবং এদিক্ ওদিক্ তাকাইতে এক একবার ডাকিতেছে। পার্শ্বস্থ ভস্ম-স্তূপে একটি কুকুর নিদ্রিত ছিল উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফট্ ফট্ শব্দে স্বীয় কান ঝাড়ি দুই একটি পতঙ্গ তাহাকে বড় ত্যক্ত করি তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত বদ করিতে লাগিল ; একটি পেচক রন্ধনশালার ম বিষ্ট থাকিয়া ভীতমনে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ ক কি মনে হইল—সে আসন ত্যাগ করিয়া, স বৃক্ষের শিরে গিয়া ঝুপ্ করিয়া উপবিষ্ট হইল যে শাখায় সে উপবেশন করিল, সেটি ত দুলিতে লাগিল।

মুক্ত বাতায়ন-পথে ঝির্ ঝির্ করিয়া হইয়া উমাপতির দেহ শীতল করিতেছিল ; তৎ পতি ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিলেন ! এই অবস্থায় এই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বিস্ময় সহ উন্মীলন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁ আরও সংবর্দ্ধিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আশা-সুখে।

"হৃদয়ং ত্বেব জানাতি প্রতিযোগং পরস্পর
—উত্তররা

উমাপতি নিদ্রাভঙ্গ সহকারে নয়ন উন্মীল দেখিলেন, সুন্দরী মুক্তকেশী মুক্ত বাতায়নের দাঁড়াইয়া উমাপতিকে দেখিতেছেন। তিনি

বলিলেন, অমনই মুক্তকেশীর চারু বদন দেখিতে পাইলেন। তিনি সে দর্শনকে প্রকৃত বিবেচনা করিতে সাহস করিলেন না ; ভাবিলেন যে, এখনও তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। অবিলম্বে সন্দেহ তিরোহিত হইল। দর্শন অপ্রকৃত নয় স্থির করিলেন ; তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "মুক্তকেশী !"

এই বাক্যটি উমাপতির বদন-বিনির্গত হইবামাত্র মুক্তকেশী লজ্জা সহকারে অন্তর্হিতা হইলেন। মুক্তকেশী রজনীতে শয়ন করিয়া নিদ্রাগমের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা আসিল না। নিদ্রার পরিবর্ত্তে উমাপতির সহিত একত্র অবস্থান, তাঁহার সহিত সতত সদালাপ-কামনা তাঁহার মনকে বিচলিত করিল। যে শুভক্ষণে উমাপতি বিজন অরণ্যে উপস্থিত হইয়া বিপন্না মুক্তকেশীর লুপ্তপ্রায় সতীত্ব-রত্ন উদ্ধার করিয়া তাঁহার হস্তে পুনরায় অর্পণ করিয়াছেন, সেই ক্ষণ হইতে মুক্তকেশীর সরল মনে চিন্তার অঙ্ক পতিত হইয়াছে। তিনি সেই অবধি উমাপতি-গত-চিন্তা হইয়াছেন। সরলা বালিকা সেই অবধি উমাপতিকৃত উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ তাঁহাকে নিজ হৃদয় দান করিয়াছেন। মুক্তকেশী ইতিপূর্ব্বে অনেক যুবক—অনেক সুন্দর সুকান্তি যুবক দর্শন করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে তো কাহারও ছায়া নাই। তাহাদের দর্শন করিবার নিমিত্ত তো কখন ব্যাকুলা হন নাই। উমাপতির সৌন্দর্য্য অতীব রমণীয় বলিয়া কি তিনি তাহা ভুলিতে পারিতেছেন না ?—তাহা নহে। তদপেক্ষা অনেক সুন্দর বদন তাঁহার দৃষ্টিপথে কতবার পতিত হইয়া থাকিবে ; কিন্তু উমাপতির বদনমধ্যে যে একটি অত্যাশ্চর্য্য সরলতা, আহ্লাদ, উৎসাহ, সহৃদয়তা, সুধীরতা ও প্রেমব্যঞ্জক রমণীয়ভাব বিরাজিত আছে, তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ দুর্ল্লভ। কিশোরী তাহা আর কোথায় দেখেন নাই। এই কারণেই তিনি অযাচিত স্থলে জীবনের সার ধন হৃদয় দান করিয়াছেন।

জগতে সকলের হৃদয়ে প্রায় সমভাবে একটি নৈসর্গিক নিয়ম বর্ত্তমান আছে। তুমি যদি কাহারও উপকার কর, সে ব্যক্তি সেই স্বতঃসম্ভূত নিয়ম-প্রভাবে তোমাকে একটু না একটু ভালবাসিবে, তোমার নিকট অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও কৃতজ্ঞ থাকিবে। এ কারণেও তাঁহার মন উমাপতির প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে। এতদ্ভিন্ন মুক্তকেশীর সরল মনে সর্ব্বদা উমাপতির বদনেন্দু আবির্ভূত হওয়ার অন্য কোন কারণ ছিল কি না, তাহা যে বিধাতা মানসিক বৃত্তি সকলের স্রষ্টা, তিনিই বলিতে পারেন। ফলতঃ কতক্ষণে উমাপতির নিদ্রাভঙ্গ হইবে, কতক্ষণে তাঁহার মধুমাখা কথা শ্রবণে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবেন, কতক্ষণে তাঁহার দর্শনলাভে আত্মাকে চরিতার্থ করিবেন, এই সকল চিন্তা করিতে করিতে সে রাত্রিতে মুক্তকেশীর নিদ্রা আইসে নাই। অনেক রাত্রিতে ক্ষণকালের নিমিত্ত নিদ্রা তাঁহাকে অচেতন করিয়াছিল। যখন সে নিদ্রা শেষ হইল, তখন তিনি দেখিলেন, অধিক রাত্রি নাই। এক্ষণে নিদ্রা অনাবশ্যক ও অসম্ভব। শয়ন করিয়া না থাকিয়া মুক্তকেশী গৃহ-বহির্ভূতা হইলেন এবং অলিন্দে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে সীমাদ্বয়ের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহার পরই উমাপতির প্রকোষ্ঠের মুক্ত বাতায়ন। মুক্তকেশী মনে ভাবেন নাই যে, ভ্রমণের সীমা অতিক্রম করিয়া পদদ্বয় অগ্রসর হইলেই নির্ব্বিরোধে উমাপতির মোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন ; সুতরাং তিনি সে চেষ্টাও করেন নাই। অন্যমনস্ক হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একবার সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর গিয়া পড়িলেন। গমনকালে তিনি কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে তিনি মুক্তবাতায়নপথে দৃষ্টি করিলেন। সে পথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর তাঁহার সে স্থান হইতে নড়িতে ইচ্ছা হইল না ; তিনি নড়িলেনও না। ধীরে ধীরে বাতায়ন-সন্নিহিত হইয়া তাহার লৌহদণ্ড ধারণ করিয়া একচিত্তে উমাপতির কমনীয় কান্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে উমাপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং যে মধুমাখা স্বর শুনিতে মুক্তকেশী এত ব্যাকুলা ছিলেন, সেই মধুমাখা স্বর তাঁহারই নাম উচ্চারণ করিল। অমনই মুক্তকেশী অদৃশ্যা হইলেন। তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক সে সুখ ত্যাগ করিয়া কখনই সে স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইতেন না, কিন্তু তাঁহার সহচরী লজ্জা আসিয়া সজোরে তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। তিনি অগত্যা তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন।

উমাপতি মুক্তকেশীর অদর্শনের পর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সত্যই কি মুক্তকেশী এখানে আসিয়াছিলেন ? এমন সময়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া মুক্তকেশী কেন এখানে আসিয়াছিলেন ? তিনি স্থির হইয়া এখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার অধরপ্রান্তে আনন্দ ভাসিতেছিল। মুক্তকেশী তাঁহাকে দেখিতেছিলেন। কেন দেখিতেছিলেন ? তিনি যেমন সর্ব্বদা মুক্তাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, মুক্তাও কি সেইরূপ সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন ? তাহাই হইবে। পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ

করিয়া কহিলেন, "স্বপ্ন যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমি অন্ত কি সুখী!"

এই বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদায়ে।

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

উমাপতি ক্ষণপরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট বিদায়-গ্রহণ করিয়া মাতুলালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় তাঁহার একবার মুক্তকেশীকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন—তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে পাইলেই কি মুক্তার সহিত সর্ব্বসমক্ষে সরলভাবে কথা কহিতে পারিতেন? না, তাহা পারিতেন না। তাঁহার সহিত নির্দ্দোষ আলাপ করিবেন, তাহাতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ কি? কারণ যাহাই হউক, দুই তিন দিন পূর্ব্বে হইলে এরূপ হইত না। পূর্ব্বে যে উমাপতি ও মুক্তকেশী ছিলেন, তাঁহারা তো তাহাই রহিয়াছেন, তবে এরূপ হয় কেন? আমরা বলি, তাঁহারা তাহাই নাই। হৃদয় লইয়া মনুষ্য; বাহ্য আকারে মনুষ্য নহে। তাঁহাদের হৃদয় বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা এক্ষণে আর পূর্ব্বকার তাঁহারা নহেন।

যাহা হউক, মুক্তকেশীকে দেখিতে না পাইয়া উমাপতি ক্ষুণ্ণ-মনে প্রস্থান করিলেন। তিনি দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই দেখিলেন, মুক্তকেশী আসিতেছেন। উমাপতি সানন্দে কহিলেন, "মুক্তকেশী, কোথায় গিয়াছিলে?"

মুক্তা এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা হইল উত্তর দেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। তিনি একবার উমাপতির কমনীয় কান্তি দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। সে বাসনা সফল করিবার নিমিত্ত নয়ন উন্নত করিলেন, কিন্তু লজ্জা তাঁহার হাত ধরিয়া চক্ষু নত করিয়া দিল। উমাপতির বদনের কিয়দংশের ছায়া তাঁহার নয়ন-প্রান্তে নিপতিত হইয়াছিলমাত্র, এমন সময় তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গ হইল।

উমাপতি পুনরপি কহিলেন, "মুক্ত[illegible] এখন যাইতেছি।"

মুক্তকেশী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন[illegible] বেন?"

উমাপতি কহিলেন, "বোধ করি, [illegible] আসিব।"

"আসিবেন?"

"আসিব। তবে যাই।"

মুক্তকেশী কোন উত্তর দিলেন না। [illegible] বলিলেন, "মুক্তকেশী! তবে এখ[illegible]স।

এই বলিয়া এক পা এক পা করিয়া [illegible] লাগিলেন। মুক্তকেশী ধীরে ধীরে সেই দি[illegible]

উমাপতি একবার পশ্চাতে তাকাই[illegible] মুক্তকেশীর চক্ষু অবনত রহিল।

দেখিতে দেখিতে উমাপতি মুক্তার [illegible]ভূত হইলেন। মুক্তা অনেকক্ষণ সেই [illegible]ইয়া কি ভাবিলেন, পরে ক্ষুণ্ণ-মনে [illegible] করিলেন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মনোরথে।

————————"এত বড় আই[illegible]
বিবাহ না দিলে পরে লোকে কবে কি?

—গুণাকর [illegible]

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে[illegible] একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে একখানি পিঁড়ি[illegible] হইয়া আপন মনে একগুচ্ছ কেশরজ্জু [illegible] দুই একটি বিনন ঠিক হইতেছে, পরে [illegible] তুলিয়া যাইতেছেন, বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। [illegible] মনে কহিতে লাগিলেন, "দূর হউক, [illegible] হইবে না। বৈকাল তো হইল। তিনি আ[illegible] ছিলেন, এখনও আসিলেন না কেন? হয় [illegible] না। কেনই বা আসিবেন?"

সরলা মুক্তকেশী এইরূপে সময়ে সম[illegible] বিনাইতেছেন, সময়ে সময়ে তাহা ত্যাগ [illegible] মনে পাগলিনীর ন্যায় থাকিতেছেন। ব্রাহ্মণ[illegible]

ঘরের ভিতর বসিয়া কি কথাবার্তা কহিতেছেন, তাহারই কিয়দংশ পাঠক মহাশয়কে শুনিতে হইবে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, "আহা! খাসা ছেলে! ছেলে তো নয় যেন কার্তিক! কথাগুলিই বা কেমন মিষ্ট! আমার ইচ্ছা করে, উমাপতির সঙ্গে মুক্তকেশীর বিবাহ দিই।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "নির্দোষ, রূপবান, বিদ্বান, বেশ সঙ্গতি আছে; ফলতঃ যা কিছু দেখিয়া বিবাহ দেওয়া কর্তব্য, সে সমস্তই উমাপতিতে বিদ্যমান।"

"তুমি সে আশা ছাড়িয়া দেও। তেমন কপাল নয়। এত দিন দেখিলে তো, কিছু জানিতে পারিলে? আর তা ভাবিয়া বসিয়া কাজ হারাইলে কি হইবে? এ পাত্রটি হাতছাড়া করিও না। মুক্তকেশী অনেক দিন বিবাহের বয়স ছাড়াইয়াছে।"

মুক্তকেশী অপর প্রকোষ্ঠে বসিয়া আপন মনে আপন কার্য্য করিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার জনক-জননীর সমস্ত কথা শুনিতে পাইতেন, কিন্তু তাঁহার সে দিকে মন ছিল না। "মুক্তকেশী" এই কথাটি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পিতা-মাতা তাঁহারই কথা কহিতেছেন। তাঁহার সম্বন্ধে কি কথা হইতেছে, জানিতে তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। তিনি উৎকর্ণা হইয়া সকল কথা শুনিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য বলিতেছেন, "সে আশা তো ছাড়িয়া দিয়াছি। তাহার জন্য নয়। কথা কি জান, আমি সমাজ-ভ্রষ্ট হইয়া স্বস্থান ত্যাগ করিয়া এ বিদেশে বাস করিতেছি। এখানে আমার জ্ঞাতি, কুটুম্ব কেহ নাই। যে আমার কন্যা গ্রহণ করিবে, সে অবশ্যই আমার সম্বন্ধে সমস্ত সন্ধান করিবে; তবেই গোল। এক আত্মীয় হরি-হর। তাঁহার ভরসাতেই ও তাঁহার আশ্রয়েই এখানে বাস। তিনি সজ্জন। বিশেষতঃ তিনি ভালরূপে জ্ঞাত আছেন যে, আমি নির্দোষ; শত্রুচক্রে পতিত হইয়া এই-রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। যে সকল নানা কারণে অদ্যাপি মুক্তার বিবাহ দেওয়া হয় নাই, তাহা হরিহর জ্ঞাত আছেন এবং তাঁহার সম্মতি অনুসারেই এরূপ হইতেছে। মুক্তা বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছে, তাহা কি আমি জানিতেছি না? অন্য লোকের হইলে কত কথা হইত। কেবল হরিহরের ভয়ে আমার বিষয়ে কেহ কোন কথা কহে না। তাহা হইলে কি হয়? বয়স্থা কন্যা পাত্রস্থা না করিলে মহাপাপ হয়। কৌলীন্যের অনুরোধে দেশে মুক্তার অপেক্ষাও অধিক-বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা অনেক আছে। সেই কারণে আমি অদ্যাপি লোকের নিকট বিশেষ নিন্দাভাজন হইতেছি না। যাহা হউক, মুক্তার বিবাহ যতদূর সম্ভব শীঘ্র দেওয়াই আবশ্যক হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণী। তুমি যে কারণ বলিলে, সে কারণে হরি-হরও তো উমাপতির সহিত তোমার কন্যার বিবাহে অমত করিতে পারেন?

ব্রাহ্মণ। না, সে বিষয়ে আমার সাহস আছে। হরিহর অস্বীকৃত হইবেন না, আমি বেশ জানি। দুর্ভাগ্য বশতঃ এত দিন আমার মনে হয় নাই যে, হরিহরের এমন উপ-যুক্ত অবিবাহিত ভাগিনেয় আছে।

ব্রাহ্মণী। অবিবাহিত জানিলে কি প্রকারে?

ব্রাহ্মণ। তা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তাহার পরে বিবাহ হইলে কখনই আমার অজ্ঞাতসারে হইত না।

ব্রাহ্মণী। যাহা হউক, যাহাতে এই শুভ-সংঘটন হয়, তাহার যত্ন কর।

সে দিন ব্রাহ্মণ-দম্পতি কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া রাখিলেন। মুক্তকেশী সমস্ত কথা শুনিলেন। তাঁহার অধরপ্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল এবং চারুচন্দ্রাননে এককালে হর্ষ ও লজ্জার বিভা প্রক-টিত হইল। লজ্জা কেন? তাহা তিনিই জানেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, উমাপতির সহিত বিবাহ দেওয়া তাঁহার জনক-জননীর অভিপ্রায়। তাঁহারা এই পরামর্শই করিলেন। আবার ভাবিলেন, তাহা নহে; তাঁহারা আর কি বলিতেছেন, আমি তাহা শুনিতে পাই নাই, অথবা তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। না; তাঁহাদের সমস্ত কথা আমি পরিষ্কাররূপে শুনিয়াছি, তাহাতে তো সন্দেহ নাই। আবার বালিকা [illegible] হাসি-লেন। তাঁহার আনন্দ-তরঙ্গে পূর্ব্বজাত সন্দেহ-বালুকা কোথায় ভাসিয়া গেল। তাঁহার মন হইতে সমস্ত চিন্তা বিদায় গ্রহণ করিল। কেবল আনন্দ, সুখময় আশা ও ভবিষ্যৎ কল্পনা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিল। বালিকার দৃষ্টিতে তখন সংসার সুখের আলয় বলিয়া প্রতীত হইল। সংসার-বোধ-বিহীনা বালা সকল কার্য্যে ও সকল দিকে আনন্দ ও সরলতার রশ্মি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

মুক্তকেশী পুনরায় রজ্জু বিনাইতে মনঃসংযোগ করি-লেন, কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহার চিত্ত এখন যে অপূর্ব্ব চিন্তায় নিযুক্ত আছে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবংবিধ কার্য্যে সংলগ্ন করা কি তাঁহার ন্যায় অস্থির-প্রকৃতি বালিকার কর্ম্ম? তিনি সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে গৃহপ্রবেশ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সৌকুমার্য্যে।

"কবরী ভয়ে চামর গিরিকন্দরে মুখ ভয়ে চান্দ আকাশ।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর কোকিল, গতি ভয়ে গজ বনবাস॥"
—বিদ্যাপতি।

আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিকস্থলে মুক্তকেশীকে সুন্দরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। তিনি কিরূপ সুন্দরী, জানিতে সকলের মনে স্বতঃ কৌতূহল জন্মিতে পারে। সেই কৌতূহল যথাসাধ্য চরিতার্থ করাই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রকৃত পরিচয়-প্রদান নিতান্ত কঠিন কার্য্য। দেশভেদে, জাতিভেদে, মনুষ্যভেদে সৌন্দর্য্যের রুচি ভিন্নবিধ। জগতের বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতিসমূহে বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য্য-লক্ষণ প্রচলিত। কোন জাতি হয় তো তুষার-ধবলাঙ্গী, তাম্রকেশী, বিড়ালাক্ষীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হন। কোন জাতি হয় তো ক্ষুদ্র-পদশালিনী, নখর-কুলিশ-প্রহারিণী, সর্ষপ-সমলোচনা যোষার গৌরব করেন। অপর কোন জাতি হয় তো কৃষ্ণাঙ্গী, স্থূল-চর্ম্মা স্থূলাধর-সম্পন্না অঙ্গনার লাবণ্য অর্চ্চনা করেন। কোন জাতি বা স্বর্ণ-বর্ণা, স্থির-নয়না, কৃষ্ণ-কেশী রমণীর রূপে মুগ্ধ হন। কোন জাতি বা চঞ্চল-লোচনা,দ্রুত-সজোর-পাদ-বিক্ষেপিণী, শুক-পক্ষি-তুল্য-নাসাধারিণী কামিনীর দেহে সমধিক সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। ফলতঃ এ বিষয়ে কুত্রাপি মতের একতা দৃষ্ট হয় না। সৌন্দর্য্যবোধ সম্বন্ধে জগৎ দারুণ বৈষম্য পূর্ণ। সৌন্দর্য্যবিষয়ক রুচির ভিন্নতা সহ সৌন্দর্য্য-সাধক অলঙ্কারেরও ভিন্ন ভিন্ন রুচি দৃষ্ট হয়। কোন দেশে পুষ্প-বেষ্টিত ঝুঁটী নিতান্ত সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। কোথায় পক্ষি-পক্ষ চমৎকার ভূষণ বলিয়া গণ্য। কোথায় বা উল্কি দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। রুচি ভিন্ন বলিয়াই অলঙ্কারপদ্ধতিও ভিন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এত জাতি আছে, ইহারা সাংসারিক বিবিধ বিষয়ে একমত; কিন্তু এই সম্বন্ধে ইহাদের অধিক ঐক্য দৃষ্ট হয় না। দেশভেদের ও জাতিভেদের কথা দূরে থাকুক, দুই জন মনুষ্যের এ বিষয়ে প্রায়ই একমত দেখা যায় না। যে কারণে গ্রন্থকার মুক্তকেশীকে সুন্দরী মনে করিয়াছেন, হয় তো সেই কারণেই কোন পাঠক মহাশয় তাঁহাকে সামান্যা ও কুৎসিতা মনে করিবেন; সুতরাং মুক্তকেশীর দেহ সাধারণ-সমীপে উপস্থিত ক[illegible] দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। যদি সে স[illegible] কিছু না বলি,তাহা হইলেও হয় ত কোন পাঠক 'মুক্তকেশী বিশেষ সুন্দরী নহেন; সেই জন্য গ্রন্থ[illegible] চাপিয়া রাখিলেন।' কি বিপদ্! সহৃদয় পাঠক[illegible] গ্রন্থকারের বিপদ্ দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন, না[illegible] ছেন? যদি হাসিয়া থাকেন, তবে আর হাসি[illegible] সংসারে কেবল অদ্য এই সামান্য গ্রন্থকার [illegible] পন্ন হইয়াছেন, এমন নহে। পরের সন্তোষ-সমু[illegible] জন্য যাঁহারা যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, [illegible] তখন এরূপ বিপদে পড়িয়াছেন। ঈশ্বরানু[illegible] মহামহোপাধ্যায়, অসামান্য কবি সকলও এরূপ-[illegible] হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন নাই। '[illegible] কা কথা'—কবি-কুল-চূড়ামণি কালিদাস গে[illegible] বর্ণন-প্রসঙ্গে নানা কথা বলিয়া এবং বিবিধ সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াও তৃপ্ত হন নাই। [illegible] সকলেরই সন্তোষপ্রদ হইবে কি না হইবে, তৎপ[illegible] হান হইয়া উপসংহারকালে—

"সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন, যথাপ্রদেশং বিনিবেশি[illegible]
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষ[illegible]

এই কথা বলিয়া প্রসঙ্গের শেষ করিয়াছেন। ক্ষম বিবেচক পাঠকগণ স্থিরচিত্তে দেখিবেন, তখ[illegible] কবির মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল। এই ইংলণ্ডীয় কবি-চক্রবর্ত্তী সেক্সপীয়র লিখিয়াছেন,—

"Beauty is bought by judgment of the e[illegible]
Not utt red by base sale of chapmen's t[illegible]

যাহা হউক,আমরা এই বিপদ্ময় কার্য্যে প্রবৃত্ত কিন্তু প্রবৃত্ত হইয়া কি বলিব? কোন্ সর্ব্বজনদৃষ্ট সা[illegible] সহিত এ সুন্দরীর তুলনা করিব? এক জন বর্ত্তমান কবি কোন সুন্দরীকে পাঠকগণের গৃহিণীর ন্যায় পাঠিকাগণের দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় বলিয়া করিয়াছেন। এ অতি সহজ ও সুন্দর উপায়; আ[illegible] তাহা করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাতে এক বিষম জন্মিতেছে,—পাঠক-পাঠিকা ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। [illegible] পাঠকগণের বিবেচনায় তাঁহাদের গৃহিণীগণের পাঠিকাগণের বিবেচনায় তাঁহাদের তুল্য সুন্দরী [illegible] আর নাই। অধুনা বৎসর কয়েক মধ্যে দুই জন সুন্দরী প্রদর্শিত হইলে তাঁহাদের সেই চিরসঞ্চিত[illegible] রের অন্যথা করা হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের ক্ষোভ উ[illegible]

করা হয় এবং হয় তো অভিমানিনী পাঠিকাগণের বিশেষ বিরাগভাজন হইতে হয়। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই; অন্য উপায় অনুসন্ধান করি।

কৃষ্ণনগরের রাজসভা-উজ্জ্বলকারী ভারতচন্দ্র "রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী" বলিয়া বর্ণনার চরম করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা কখন লক্ষ্মী বা সরস্বতী, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পাঠক মহাশয়েরা কেহ কি দেখিয়াছেন? অসুর-নাশিনী, মহিষমর্দ্দিনী দশভুজার প্রতিমা-পার্শ্বে লক্ষ্মী-সরস্বতী-প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছি। যদি তাহাই লক্ষ্মী-সরস্বতী-প্রতিমূর্ত্তি হয়, তাহা হইলে—তাঁহাদের উদ্দেশে নমস্কার করি, কিন্তু তাঁহাদের সহিত সুন্দরীর তুলনা করিতে পারি না। অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

অন্য উপায়াভাবে আমরা এক্ষণে সোজা কথায় মুক্তকেশীর মূর্ত্তি পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিব।

মুক্তকেশীর বয়স অনুমান ষোড়শ বৎসর হইবে। যে বয়সে রমণীগণ বালিকাকালের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করত জগতের আনন্দবিধান করেন, মুক্তার এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত। তাঁহাকে এখনও সম্পূর্ণাবয়বা, সুঘটিতা, সংবর্দ্ধিত-দেহ-সম্পন্না বালিকা বলিলেও বলা যায়। তাঁহার সৌন্দর্য্য মুগ্ধকারী; প্রীতি ও আনন্দ পরিপূর্ণ। তাঁহাকে দেখিবামাত্র নয়ন, মন, প্রাণ,দেহ, সমস্তই তাঁহাকে দিতে ইচ্ছা করে; তথাপি এই সম্মোহন সৌন্দর্য্যমধ্যে এমন নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, স্বর্গীয় কমনীয়তা বিরাজ করিতেছে যে, তাহা দর্শন করিবামাত্র যাবতীয় দুষ্প্রবৃত্তি যেন কোথায় লয় পাইয়া যায়, তাঁহাকে স্নেহ করিতে ইচ্ছা করে এবং তাঁহার হিতার্থে কোন কার্য্যই দুরূহ বিবেচিত হয় না; তাঁহার সন্তোষসাধনার্থ জ্বলন্ত বহ্নিতে ঝাঁপ দিতে কষ্ট হয় না।

মুক্তার অবয়ব লজ্জায় মাখা; লজ্জা তাঁহার শরীরের সর্ব্বত্র দীপ্তিমতী রহিয়াছে। প্রীতি এবং পবিত্রতা সতত যেন তাঁহার বদনকমলে রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। আপনি তাঁহাকে দর্শন করুন, তাঁহাকে আদর ও যত্নের সামগ্রী ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিবেচনা করিতে সাহস করিবেন না। সর্ব্বদা তাঁহারই নিকটে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন এবং সতত তাঁহারই কার্য্যে জীবনপাত করিতে ইচ্ছা করিবেন। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, কখন আপনার মনে কোন ঘৃণিত অভিলাষের উদ্রেক হইবে না।

এমন সৌন্দর্য্য আছে, যাহা দর্শকের চিত্তকে একবারে আক্রমণ করে ও যন্ত্রণা দেয়; দর্শনমাত্র মন উন্মত্ত হইয়া উঠে ও অদর্শনে ব্যাকুল হয়। মুক্তকেশীর সৌন্দর্য্য সেরূপ নহে; এতদ্দর্শনে দর্শক অপার আনন্দ অনুভব করেন এবং এই সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়ে চিত্রিত হইয়া রহে। তিনি যেখানে থাকেন, যখন তাঁহার মনে ইহা সমুদিত হয়, তখনই তাঁহার আনন্দ জন্মে। ক্রমে ক্রমে সৌন্দর্য্যরাশি অজ্ঞাতসারে দর্শকের চিত্তে প্রবেশ করে, তথাপি তাঁহার কষ্ট হয় না; তিনি সুখে থাকেন। মুক্তকেশীকে দর্শন করিবামাত্র সকলেরই হৃদয়ে একটি আনন্দ জন্মে। সে আনন্দ কেন জন্মে অথবা তাঁহার শরীরের কোন্ স্থানের বিশেষ সৌন্দর্য্য দেখিয়া জন্মে, তাহা বলা দুঃসাধ্য। তাঁহার শরীরের সর্ব্বাংশই সুকুমার। প্রতিভা ও সরলতা যমল ভগ্নীদ্বয়ের ক্রীড়াভূমিস্বরূপ সুচারু ললাট, ঘনকৃষ্ণ-বর্ণ-বিভাসিত অংস-নিপতিত চিকুরদাম, কুপিতা হংসীসম সুচারু চমৎকার গ্রীবা তাঁহার অতীব শোভা সম্পাদন করিতেছে। অমল-ধবল লোচনে নিবিড় কৃষ্ণ-তারা শোভা পাইতেছে; যেন বিমল জলে নীল শতদল ভাসিতেছে। চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ ও সমুজ্জ্বল। তাহাতে মুক্তকেশীর পবিত্র ভাব প্রতিভাত হইতেছে।

মুক্তকেশীর ভ্রূযুগ আকর্ণ-বিস্তৃত, সুবক্র এবং কেশাপেক্ষাও সমধিক কৃষ্ণ। নাসিকা সরল ও বদনোপযোগী। ওষ্ঠাধর সদা পরস্পর সংমিলিত, হাস্যময়, আনন্দোদ্দীপক; যেন নির্ম্মল যুগল বিম্ব। যখন মধুমাখা হাস্য আসিয়া উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিত, তখন তন্মধ্য দিয়া কুন্দ-বিনিন্দিত, সমাগ্র ও নির্ম্মল দুই শ্রেণী দন্ত দেখা দিত। তাঁহার বাহুযুগল অতীব সুকুমার; যেন নবনীত-বিনির্ম্মিত। মনুষ্যশরীরে অস্থি থাকে, কিন্তু মুক্তকেশীর বাহু দেখিলে এমনই বোধ হইত যে, তাহা অস্থিবিহীন। যখন মুক্তকেশী গৃহকর্ম্ম-সম্পাদনার্থ হস্ত চালনা করিতেন, তখন তাহা ছিন্ন হইবে বলিয়া শঙ্কা জন্মিত, অথবা যদি তাঁহার হস্তে কোনরূপ একটু চাপ পড়িত, তাহা হইলে তাহা কাটিয়া বসিবে অথবা এককালে দলা হইয়া যাইবে, বোধ হইত। মুক্তকেশীর শরীরের আয়তন কিছু দীর্ঘ ছিল; কিন্তু সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি তদুপযোগী সংবর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহার দৈর্ঘ্য শোভারই কারণ হইয়াছিল। তাঁহার শরীর এরূপ পরিপুষ্ট, এরূপ প্রফুল্ল, বসন্তজাত নবলতিকার ন্যায় এরূপ সতেজ যে, মুক্তকেশী তৎপ্রভাবে এই বয়সেই পূর্ণ-যুবতী।

মুক্তার কণ্ঠস্বর অতীব সুমিষ্ট। তাহা একবার শুনিলে নিরন্তর তাহাই শুনিতে ইচ্ছা জন্মিত; তাহাতেই কর্ণকে আবদ্ধ রাখিতে বাসনা হইত। যখন নিদারুণ শোক-শেল হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া ভয়ানক যাতনা দেয়, যখন হিংস্র প্রতি-

বেণীর হিংসা নিবন্ধন মানব-মন নিতান্ত বিচলিত থাকে, যখন দুরাকাঙ্ক্ষা কখন রাজ-সিংহাসন, কখন কুবের-ভাণ্ডার দেখাইয়া মনুষ্যকে নিতান্ত অস্থির করে, যখন নানাবিধ পার্থিব যাতনা সমবেত হইয়া মনুষ্যকে আত্ম-হত্যারূপ মহাপাপাচরণে পরামর্শ দেয়, তখন এমন কোন স্বর আছে কি, যাহা শ্রবণে হৃদয়ের যাবতীয় গঞ্জনা অপনীত হইয়া যায়, এক মুহূর্ত্তে সংসার-সুখের আশা বলিয়া প্রতীত হয় আর সংসার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না, সেই স্বর পুনরায় শ্রবণের নিমিত্ত মন উদাস হয়? এমন স্বর আছে কি? যদি মনুষ্য-স্বরে সেরূপ ক্ষমতা থাকা সম্ভব হয়, তবে মুক্তকেশীর স্বর সেই অমানুষী-ক্ষমতা-সম্পন্ন। বিদুষী না হইয়াও মুক্তকেশীর মন অনেকাংশে সমুন্নত ছিল। তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভা ছিল, তৎপ্রভাবে তিনি সহজেই অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যূষে শয্যোত্থিত হইয়া এবং সন্ধ্যার অব্যবহিতপূর্ব্বে জীব, জন্তু, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ লতাদির পরিবর্ত্তন ও প্রকৃতির শোভা দর্শনে তাঁহার আনন্দ জন্মিত। তাঁহার হৃদয় অভিমানে পূর্ণ ছিল; কখন কেহ তাঁহার উপর একটু কুপিত দৃষ্টি অর্পণ করিলে অমনই তাঁহার লোচন বিস্ফারিত হইয়া জলধারাকুল হইত। এই জন্য মুক্তকেশী জীবনমধ্যে কখন কোন গর্হিত কর্ম্ম করেন নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাতায়নে।

"Two of the fairest stars in all the heaven,
Having some business do entreat her eye,
To twinkle in their spheres till they return."
—Shakespeare (Romeo & Juliet.)

উমাপতির মাতুল হরিহর রায় দেখিতে শ্যামবর্ণ ও দোহারা ছিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষের কিঞ্চিদধিক হইবে। তাঁহার মাথার চুলগুলি গোল করিয়া কাটা; বয়সধর্ম্মে অধিকাংশই সাদা, তন্মধ্য হইতে একটি সুদীর্ঘ শিখা বিনির্গত ছিল।

তিনি বড় সাদা প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাবের গুণে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। গ্রামে তাঁহার বিলক্ষণ প্রভুত্ব ছিল; কেহই তাঁহার অমতে অথবা তাঁহার অসন্তোষজনক কোন কার্য্য কা
হরিহর সঙ্গতিশালী ছিলেন।

তিনি নিঃসন্তান। তাঁহার সন্তান হয় নাই,এম
তাঁহার দুইটি পুত্রসন্তান ছিল। বড় সন্তানটি
দিয়াছিলেন। বিবাহের কিছু কাল পরে কোন ব
লক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিদেশ-গমন করেন
অবধি আর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।
পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত অনুসন্ধানের ত্রুটি করেন না
কুত্রাপি তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় নাই। ব্রাহ্মণ
চিহ্ন-স্বরূপ তাঁহার বড় পুত্রবধূ সংসারেই ছিলেন।
অগত্যা মনের বেগ সংবরণ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র
সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দু
তাঁহার সে সৌভাগ্যও সহ্য করিতে পারিল না;
হইয়া তাঁহার অবস্থিত পুত্রকে অকালে হরণ
ইহার পরে হরিহর সংসারত্যাগী বিরাগীপ্রা
ছিলেন। সকলে তাঁহাকে বড় ভালবাসিত ব
উমাপতির বিবিধ অনুরোধে তিনি আবার সংসা
হইয়াছিলেন। এক্ষণে উমাপতিই তাঁহার সর্ব্বস্ব
পতিকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারই মুখ
হরিহর সংসারে থাকিতেন; উমাপতিও শোকাতু
লকে অসাধারণ ভক্তি করিতেন। মাসের মধ্যে
মাতুলালয়ে এবং পনর দিন বাটীতে থাকিতেন
উভয় পরিবার একস্থানে করিবার নিমিত্ত প্রয়া
ছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তাহা অবিধেয় f
সম্পন্ন হয় নাই। সর্ব্বদা গোপালপুরে যাতা
উমাপতি তথায় উত্তমরূপে পরিচিত ও সাধার
ভাজন ছিলেন।

পাঁচ দিন অতীত হইল,উমাপতি মাতুলালয়ে
ছেন। অদ্য মধ্যাহ্নসময়ে মাতুল ও ভাগিনে
আহার করিতে বসিয়াছেন। আহার করিতে
নানাবিধ কথা হইতেছে। উমাপতি সে দিন যু
বিপন্মুক্তা করিয়া সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা
হইল। ভট্টাচার্য্য অতি নিরীহ ও ভদ্রলোক
হইল। এত দিন পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ না দেওয়
জিজ্ঞাসায় উমাপতির মাতুল কহিলেন, "তাহা
কারণ আছে। তাহা তুমি জানিতে পারিবে।"

উমাপতি নীরব রহিলেন। এইরূপ কথাবার্ত্তা
রাদি শেষ হইয়া গেল।

বৈকালে উমাপতি ভ্রমণে নির্গত হইয়া ভট্টাচ
গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, ভট্টাচা

ছু নাই। ব্রাহ্মণ-পত্নী তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া বসিতে দিলেন। তিনি বসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন স্থির হইল না।—কেন? তিনি যে উদ্দেশে যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সেই হৃদয়েশ্বরী কোথায়? তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তিনি যে প্রকোষ্ঠে সে দিন নিদ্রিত ছিলেন এবং নিদ্রাভঙ্গ সহকারে যে বাতায়নে মুক্তকেশীর চন্দ্রানন তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই দিকে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দৃষ্টবস্তু সমুদায়ের ছায়া হৃদয়ে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার বদন শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্লবেশ ধারণ করিল। তিনি অর্দ্ধোন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া দুইটি বিশাল সহাস্য নয়ন দেখিতে পাইলেন; সে নয়ন দর্শনে উমাপতি বুঝিলেন যে, তাহা মুক্তকেশীর সম্পত্তি। তিনি তন্ময় হইয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন; যত দেখেন, ততই দর্শনেচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। এই সময় উমাপতিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ব্রাহ্মণী একটু প্রয়োজন-সম্পাদনে গমন করিলেন। উমাপতি বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি বাতায়নের প্রতি স্থির হইয়া থাকিল। নিম্নে একটি কুক্কুর শয়ন করিয়া ছিল। সে এই সময় একবার ডাকিয়া উঠিল। উমাপতি তাহা দেখিতে একবার মুখ ফিরাইলেন। দ্রষ্টব্য দর্শন করিয়া আবার গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন;—দেখিলেন, বাতায়ন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্য দিয়া প্রফুল্ল হাস্যময়ী সুন্দরী মুক্তকেশীর সম্পূর্ণ বদন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। উমাপতি দেখিলেন, বদন উচ্ছ্বাসোন্মুখী প্রবাহিণীর ন্যায় হাস্যময়ী। উমাপতি একচিত্তে সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। বদন অবনত হইল; কিন্তু দ্বার রুদ্ধ হইল না।

এই সময় ব্রাহ্মণী উমাপতির নিমিত্ত জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি উমাপতিকে জলখাবার দিয়া মুক্তকেশীকে সম্বোধন করিয়া জল ও তাম্বুল আনিতে আদেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা মুক্তকেশী মাতৃ-আজ্ঞা-সম্পাদনে আগমন করিলেন। তিনি জল ও পান আনিয়া মাতার নিকটে দিলেন। তাঁহার মাতা কহিলেন, "আমি কি করিব? উমাপতিকে দেও।"

অবনতমুখী মুক্তকেশী উমাপতিকে দিবার নিমিত্ত জল ও পান লইলেন। দারুণ লজ্জাজনিত সঙ্কোচে জল-সহ তাম্বুলপাত্র তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পতিত হইয়া গেল। স্মিতবিকসিতাননা মুক্তকেশী সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার মাতা কহিলেন, "মা পাগ্‌লি! এত লজ্জা যৌবনে

তিনি স্বয়ং উঠিয়া পুনরায় জল ও পান আনিতে গমন করিলেন। উমাপতি মুক্তকেশীর সলজ্জ মধুর ভাবটি ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণী আসিলে উমাপতি জল খাইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলেন; পরে সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় দেখিয়া বাটী আসিলেন। আসিবার সময় তিনি পুনরায় মুক্তার পবিত্র মুখ দর্শন করিতে পাইলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-সম্বন্ধে।

"O, two such silver currents, when thy join
Do glorify the bnnks that bound them in".
—Shakespear. (KingJohn.)

কালিদাস ভট্টাচার্য্য পরামর্শের সপ্তাহদ্বয় পরে হরিহরের নিকট উমাপতি ও মুক্তকেশীর বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব করেন। উমাপতির মাতুল সাদরে সে প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহারা সেই দিন হইতে প্রত্যেকে অপরকে বৈবাহিক বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিবাহ-সংঘটনে কোন পক্ষেই কোন বাধা নাই। যে দিন প্রস্তাব হইয়াছিল, হরিহর সেই দিন সপ্তগ্রামে তাঁহার ভগ্নী, উমাপতির জননীর নিকট লোক দ্বারা সমস্ত সংবাদ পাঠাইয়া সম্মতি চাহিলেন। উমাপতির জননী অতি সৎস্বভাবা পুরন্ধ্রী। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার স্বামীর অবর্ত্তমানে তাঁহার সহোদরই উমাপতির অভিভাবক। প্রকৃতপক্ষেও হরিহর সর্ব্বাংশেই উমাপতির অভিভাবক ছিলেন। এমন স্থলে উমাপতির মাতা তাঁহার সোদর-প্রস্তাবিত সম্বন্ধে অসম্মতি দিবেন কেন? তিনি আনন্দে অনুমোদন করিয়াছেন। বিবাহ সম্বন্ধে ভাবী পুত্রবধূর স্বভাব ও সৌন্দর্য্য তাঁহার প্রধান কামনা। হরিহর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, 'যে কন্যার সহিত উমাপতির বিবাহ-সম্বন্ধ হইতেছে, বিবাহ হইলে দেখিতে পাইবে, সেটি দেবী কি মানবী নির্ণয় করা কঠিন।' পাত্রীর কিছু বয়স হইয়াছে, তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি সন্তুষ্টা ভিন্ন অসন্তুষ্টা হন নাই। কারণ, তাঁহার পুত্রের যেরূপ বয়স হইয়াছে, তাহাতে তদনুরূপ পুত্রবধূ হওয়াই আবশ্যক। আর তাঁহারও বার্দ্ধক্য উপস্থিত।

এ সময়ে উপযুক্ত পুত্রবধূ হইলে অনেকাংশে তিনি সংসার-চিন্তা হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন। এই সকল বিবেচনায় তিনি সে সম্বন্ধে অণুমাত্রও আপত্তি উত্থাপন করিলেন না।

বিবাহ স্থির হইয়া রহিল। কোন পক্ষেই কোন গোল থাকিল না। উমাপতি সকল কথা জানিতে পারিলেন। যে মুক্তকেশীকে তিনি আরাধ্যা দেবীর ন্যায় জ্ঞান করেন, যে মুক্তকেশীর মধুরতাপূর্ণ বাক্য-সুধা-পানার্থ তিনি পিপাসিত হইয়া আছেন,যে মুক্তকেশীর অনুপম সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয় পটে প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে, যে মুক্তকেশীর গুণ-মন্ত্রে তিনি মুগ্ধ হইয়া আছেন, সেই মুক্তকেশী —সেই যত্নলভ্যা চারুহাসিনী,পবিত্রা মুক্তকেশী অনায়াসেই তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গ সৃষ্টি করিবেন, ইহা কি তাঁহার অতুল আনন্দের কারণ নহে ? উমাপতির সুখের সীমা রহিল না। কবে সে শুভদিন সমাগত হইবে, যে দিন তিনি তাঁহার প্রাণেশ্বরী মুক্তাকে নির্ব্বিঘ্নে আপনার বলিয়া জীবন জুড়াইতে পারিবেন, উমাপতি সেই সর্ব্বসুখপ্রদ শুভদিন-সমাগমের নিমিত্ত জলদবিগলিত-জলধারাকাঙ্ক্ষী সতৃষ্ণ চাতকের ন্যায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভ্রান্ত লোকেরা চিন্তামাত্রকেই ক্লেশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ; সেটি নিতান্ত বুঝিবার ভুল। চিন্তা যে সময়ে সময়ে হিতকারিণী সখীর ন্যায় চিত্তবিনোদের প্রধান সাধন হয়, এই সময় একবার উমাপতির হৃদয়স্থিত চিন্তা পর্য্যালোচনা করিলে তাহা সবিশেষ বুঝিতে পারা যাইবে। উমাপতি নবদ্বীপে নবকুমারের নিকট সমস্ত কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। শ্যামাসুন্দরীকে সমস্ত কথা জানাইতে বলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শত্রু-হস্তে।

———"Revenge is now the cud
That I do chew—I'll challenge him."
—Beaumont and Fletcher.

একদিন উমাপতি সন্ধ্যার অত্যল্পকাল পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী হইতে ব্যস্ত হইয়া মাতুলালয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন। আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। সময়ে সময়ে চপলা বিদ্যুদ্দেবী পতির সহিত রঙ্গরস করিতে করিতে বিজলীর ছটা বাহির · দারুণ অন্ধকারে সম্মুখের মনুষ্যও লক্ষ্য ক· না। পথে জন-প্রাণী নাই ; যাহারা বাটী ছ· ছিল, তাহারাও অকালে জলদোদয় লক্ষ্য · প্রত্যাগত হইয়াছে। একে দারুণ অন্ধকা· আবার নৈদাঘ ঝটিকা। কাহার সাধ্য পথে চ· সময়ে বিদ্যুতালোক না থাকিলে উমাপতি · পন্থা-নির্ব্বাচনে সমর্থ হইতেন না। মেঘের · ভয়ানক যে, প্রতি শব্দেই বোধ হইতেছে · শিরে অশনি-সম্পাত হইল। ফলতঃ ভীষণত· সামগ্রী আছে, সকলই যেন সমবেত হইয়া · প্রকৃতিকে রণরঙ্গিণী-বেশে সাজাইয়াছে। প্র· তালোকে হাসিতেছেন, কিন্তু সে হাসিতে · গণের প্রাণ উড়িয়া যাইতেছে।

যখন উমাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহ ত· আইসেন, তখনও মেঘের এমন অবস্থা হয় না· দেখিতে মেঘের এই ভয়ানক বেশ হইল · দৌড়িতেছেন ; আর একটি পাক অতিক্রম ক· লেই তিনি গৃহে পৌঁছিতে পারেন। এই · ক্ষুদ্র বন ছিল। বনের পরেই একটি প্রকাণ্ড অ· তাহার পরেই তাঁহার মাতুলের আবাস।

উমাপতি অতিশয় দ্রুতপদবিক্ষেপে চ· অন্ধকারে তাঁহার গতিরোধ হইতে লাগিল· সাহায্যে এককালে অনেকখানি পথ দেখিয়া · ও আবার প্রাণপণে ছুটিতেছেন। এইটুকু · পারিলে তিনি আশ্রয় পান ও নিশ্চিন্ত হন। একটি ভয়ানক ঘটনা তাঁহার গতিরোধ করি· আপন মনে দৌড়িতেছেন, এমন সময় সম্মুখ· কহিল, "আর যাইতে হইবে না, দাঁড়াও!"

বক্তার স্বর অতি প্রচণ্ড ও কর্কশ। উমা· সে স্বর শ্রবণে শিহরিয়া উঠিলেন এবং সভয়ে · দাঁড়াইলেন ;—কহিলেন, "কে তুমি ?"

বক্তা পুনরায় পূর্ব্ববৎ ভীষণ-স্বরে ক· পরিচয় পরে হইবে, এক্ষণে কথা শুন।"

এই সময় একবার বিদ্যুৎ হইল। উমাপ· লেন, অরণ্যমধ্যে যে দুরাচারের হস্ত হইতে · কেশীকে রক্ষা করেন এবং যাহাকে একেবারে· মারিয়া একটি বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখেন—এ সেই· উমাপতি চমকিলেন। তিনি দেখিলেন, · · নহে ; তাহার সঙ্গে তাহারই ন্যায় আরও পাঁচ·

তিনি বিবেচনা করিলেন, তাঁহার উপর পাষণ্ড নিতান্ত ক্রোধ জন্মিয়াছিল; সুতরাং সে অধুনা প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। এক্ষণে পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। এই বিবেচনায় যেমন তিনি পলায়নে প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। উমাপতি তাহাকে সবলে দূর করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই সকলে আসিয়া উমাপতিকে বেষ্টন করিল। তিনি আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণে সময় পাইলেন না। দুরাচারেরা তাঁহার মুখ বদ্ধ করিল। তিনি বন্দী হইলেন। উমাপতি নিষ্কৃতির নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহা ঘটিল না। তাহারা তাঁহার হস্ত-পদাদি বদ্ধ করিল। উমাপতি সুতরাং নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন তাহারা তাঁহার দেহ স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান করিল।

সংসারের এই গতি। এখানে কখন্ কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? এই মুহূর্ত্তে যে দৃশ্য পরম প্রীতিপ্রদ ও সুন্দর দেখাইতেছে, পরক্ষণেই তাহা এমনই হইতে পারে যে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও ঘৃণা জন্মে। মনুষ্য এখনই আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইয়া আশা-হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে উন্নতি-স্রোত বহিয়া চলিতেছে, পরক্ষণেই হয় তো কোন অদৃশ্য বিপদাবর্ত্তে পতিত হইয়া সঙ্কটাপন্ন হইতেছে। সংসারের কিছুই নিত্য নহে। কল্য প্রভাতে রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন ভাবিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল রহিয়াছেন, সহসা প্রত্যূষে উঠিয়া জানিতে পারিলেন যে, রাজ্য-বিনিময়ে তাঁহার নিমিত্ত চতুর্দ্দশ বর্ষ বন-নির্ব্বাসন স্থির হইয়াছে। রাম রাজা না হইয়া বনবাসী হইলেন। পূর্ণগর্ভা জানকী স্বামীর নয়নানন্দদায়িনী হইয়া পরমানন্দে সময়পাত করিতেছেন, সহসা তাঁহার অদৃষ্টের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। রাম তাঁহাকে বনবাসে দিলেন। দিগন্তবিজয়ী ত্রিলোক-ত্রাস দশানন আপনাকে অমর জ্ঞান করত অপ্রতিহত-প্রভাবে যথেচ্ছাচরণ করিতেছেন, তাঁহার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি সবংশে রামের হস্তে বিনষ্ট হইলেন। বাসব-বিজয়ী মেঘনাদ প্রাণোপমা পত্নী প্রমীলার নিকট হইতে রামবিজয়ার্থ কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি জানিতেন, জগতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার সংস্কার বৃথা হইল। আর তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল না। বারণাবতস্থ অমোদ কৌশলসম্পন্ন জতুগৃহে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা দগ্ধ হইয়াছেন মনে করিয়া দুর্য্যোধনাদি কৌরবেরা মহানন্দে মগ্ন। রাজ্যলাভের নিমিত্ত তাঁহাদের এ সকল ষড়্‌যন্ত্র ব্যর্থ হইল। সেই পাণ্ডবদিগের হস্তেই তাঁহাদের জীবলীলার শেষ হইল। এইরূপ অনিশ্চিত অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা সংসারে কখনই বিরল নহে। পৌরাণিক বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া, ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, তাহাতেও এতদ্রূপ ঘটনার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হইবে। লাহোরপতি অনঙ্গপাল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইতে সাহায্য ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গজনিপতি দেবদ্বেষী মামুদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; যুদ্ধে তাঁহার জয় স্থির-নিশ্চিত হইল। অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন না। জয়ের পরিবর্ত্তে অনঙ্গপাল পরাজিত হইলেন। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত সমবেত করিয়া, দৃশদ্বতী নদী-তীরে পটমণ্ডপ সংস্থাপন করত সগর্ব্বে বিপরীতপারস্থিত শত্রু গোরপতি মহম্মদকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন; কিন্তু এ গর্ব্বের পরিণাম কি হইল? গোরপতি জয়লাভ করিলেন, দিল্লীশ্বর পরাজিত হইলেন। যৎকালে দুর্দ্দান্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলা বিপক্ষ ইংরেজপক্ষনায়ক সুচতুর ক্লাইবের সহিত স্বীয় সমর-নায়ক মোহনলালের অসামান্য যুদ্ধচাতুর্য্য দর্শনে পটমণ্ডপ হইতে ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিলেন এবং স্বীয় জয়ের সন্দেহ নাই দেখিয়া আনন্দ রাখিবার স্থান পাইতেছিলেন না, তখন সহসা নীচাশয়, নিস্তেজ মিরজাফরের প্ররোচনায় সেনাপতিকে রণে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন; অমনই বিপক্ষেরা সবলে প্রত্যাবৃত্তগণকে আক্রমণ করিল। বঙ্গের সৌভাগ্য-সূর্য্য সেই দিনাবধি সম্পর্কশূন্য সুদূরস্থিত ক্ষুদ্রদ্বীপবাসী ইংরেজজাতির আশ্রিত হইলেন। আর সিরাজউদ্দৌলা এত আশা-ভরসা করিয়াছিলেন, তাহা কি হইল? শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। ইতিহাসে এরূপ প্রমাণের অভাব নাই। কেহ কেহ বলেন যে, যে ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ বুঝিয়া চলিতে পারে, তাহার বিপদ্ হয় না। আমরা এ কথা স্বীকার করি না, সময়ে সময়ে এমনই দুর্জ্ঞেয় পথ অবলম্বন করিয়া বিপদ্ অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করে যে, তাহার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা মনুষ্য-সাধ্যের অতীত।

পার্থিব পদার্থ সম্বন্ধে ভবিষ্যতের উদর-কন্দরে কি ব্যবস্থা আছে, তাহা কে জানে? তাহা জানিবার উপায় নাই এবং তন্নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা নিতান্ত অসম্ভব। এইরূপ ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত হইবার পন্থা থাকিলে সংসারে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইত। সংসারবন্ধন শিথিল হইয়া যাবতীয় সুব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

য়ে।

"And yet a father ! think, I am your child !
Turn not your eyes away—look on me
kneeling, :
Now curse me if you can, now spurn me off."
—Congreve (Mourning Bride)

পদ্মাবতী যখন শুনিলেন যে, সহসা নবকুমার ও শ্যামা বিপদাপন্ন হইয়া নবদ্বীপ গমন করিয়াছেন, তখন তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন। ভাবিয়া দেখিলেন যে, নবকুমারের অবর্ত্তমানে এক্ষণে সপ্তগ্রামে অবস্থান বৃথা। নবকুমারের পুনরায় সপ্তগ্রামে প্রত্যাগমনমধ্যে তিনি আগ্রা হইতে ফিরিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন। এ জন্য সপ্তগ্রামের ভবনের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন।

আমরা আমাদের পুস্তকের এ অংশে পদ্মাবতীকে তাঁহার যাবনিক নাম—লুৎফ-উন্নিসা বলিয়াই ডাকিব। লুৎফ-উন্নিসা পুনরায় যবন-সংসর্গে চলিলেন। তখনকার লুৎফ-উন্নিসা ও এখনকার পদ্মাবতী এতদুভয়ে প্রভেদ বিস্তর। লুৎফ-উন্নিসা যে সকল বিদ্যাপ্রভাবে এককালে ভুবনমোহন জাহাঙ্গীরের হৃদয়ে আধিপত্য করিয়াছেন, এক্ষণে সে সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় চপলতা নাই। সে সকল ঘৃণিত মনোবৃত্তিকে তিনি স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে এক্ষণে দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন। তাঁহার মনের সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে নীতিজ্ঞানাভাবে তাঁহার হৃদয় প্রস্তরাপেক্ষাও নীরস ও শুষ্ক ছিল, এক্ষণে তাহা নীতি-সুধায় অভিষিক্ত হইয়াছে; যে সকল ঘৃণিত জঘন্য মনোবৃত্তি তাঁহাকে রমণীকুলের কলঙ্কস্বরূপ করিয়াছিল, সে সকলের পরিবর্ত্তে বিবিধ সদ্‌গুণ এক্ষণে তাঁহাকে পূজনীয়া দেবীস্বরূপা করিয়াছে। তিনি এত দিন অজ্ঞতা ও মোহের কারা… ছিলেন, এক্ষণে জ্ঞান ও বিবেকের রাজ্যে … করিয়াছেন। লুৎফ-উন্নিসা এত দিন ধর্ম্মবি… সুখে প্রমত্তা ছিলেন, এক্ষণে তিনি ধর্ম্ম-সুখের আস্বাদ পাইয়াছেন। তিনি এত দি… আপনি মোহিত হইতেন, এক্ষণে আপন… বিজাতীয় ঘৃণা করেন। তিনি এত দিন … বর্ষকে পদতলস্থ ও বাদশাহকে কিঙ্কর করি… ছিলেন, এক্ষণে দরিদ্র ব্রাহ্মণের চরণাশ্রিত কুটীরে বাসার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। এই … বলিতেছি,এখন আর সে লুৎফ-উন্নিসা নাই … সুখের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার আস্বা… এবং তাহা আয়ত্তীকৃত হইয়াছে। নবকু… পত্নীভাবে সম্ভাষণ করিয়াছেন, নবকু… জন্য কাঁদিয়াছেন, নবকুমার তাঁহার দুঃখে দু… ছেন। জগতে আর তাঁহার কি প্রার্থিত … কুমারের বিশুদ্ধ প্রণয়মাত্র তাঁহার প্রার্থনা। লাভ করিয়াছেন। সুতরাং লুৎফ-উন্নিসার … হইয়াছে। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া… আর কিছু চাহেন না। তবে লুৎফ-উন্নিসা … যাইতেছেন কেন? আর তথায় তাঁহার … ভোগ-সুখে তিনি তো জলাঞ্জলি দিয়াছেন। সংসারে স্নেহ-মমতা কে ত্যাগ করিতে পারে… পারে, তাহার অন্তঃকরণে কখনই প্রণয় … না। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় এক্ষণে প্রণয়-পরি… তাঁহার হৃদয় স্নেহ-মমতা প্রভৃতি কো… পূর্ণ। সেই কোমল বৃত্তি সকল তাঁহাকে … দিকে আকর্ষণ করিল।

লুৎফ-উন্নিসা আগ্রা গমন করিয়া প্র… পিতৃভবনে গমন করিলেন। সে স্থানে পদ… তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইল। লুৎফ-উন্নিস… অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময় তাঁহার চ… দূষিত হইয়া উঠে। এ জন্য তাঁহার পিতা বিরা… হইয়া তাঁহাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দেন। …

তখন [illegible] অসন্তুষ্ট হন নাই। অব্যাঘাতে ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণা নিবারণ করিতে সক্ষম হইব ভাবিয়া, তিনি তাহাতে আনন্দিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু মনুষ্যের মন চিরদিন সমান থাকে না। মন্দ ভাল হইতে অথবা ভাল মন্দ হইতে অধিক সময় লাগে না। লুৎফ-উন্নিসা এখন মন্দ হইতে ভাল হইয়াছেন। পুনরায় পিতা-মাতার সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে। তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কন্যা কখন্ কোথায় থাকেন, তিনি তাহার সন্ধান করিতেন। সম্প্রতি বৎসরেক লুৎফ-উন্নিসা কোথায় আছেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। পাঠক মহাশয়েরা অবগত আছেন, তিনি এত দিন সপ্তগ্রামে ছিলেন।

লুৎফ-উন্নিসা কাঁদিতে কাঁদিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন;—দেখিলেন, তথায় তাঁহার পিতা রামগোবিন্দ ঘোষাল মহাশয় বসিয়া স্ত্রীর সহিত কি কথা কহিতেছেন। বহুদিনের পর প্রিয়তমা দুহিতাকে পুনর্দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। স্নেহ লুক্কায়িত হইবার সামগ্রী নহে। স্নেহভাজন যদি দোষী হয়, তাহা হইলে তাহার উপর রাগ হয়, তাহার দোষ সংশোধনের জন্য উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিতে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু তাই বলিয়াই অন্তর হইতে স্নেহ লোপ পায় না। চিরদিনের স্নেহ কি একদিনে লোপ হয়? বিশেষতঃ অপত্য-স্নেহের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। দোষী সন্তানকে জনক-জননী বিবিধ শাস্তি দেন বটে, কিন্তু মনে মনে সততই তাহার কল্যাণ কামনা করেন। এই স্নেহধর্ম্মে ঘোষাল ও তাঁহার স্ত্রী পরিত্যক্তা দুহিতাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; কিন্তু কন্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে ভাবিয়া সে আনন্দ বিশেষরূপে প্রকাশ করিলেন না। লুৎফ-উন্নিসাও তাঁহাদের অন্য কথা কহিতে না দিয়া একেবারে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার চরণে পতিত হইলেন এবং তাঁহার পাদোপরি বদন রক্ষা করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা-মাতা চমৎকৃত হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা প্রায় আট নয় বৎসর পিত্রালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি একবারও পিতা-মাতার সহিত সাক্ষাৎ অথবা তাঁহাদের সহিত সম্মিলন-কামনা করেন নাই; অদ্য এত দিনের পর সেই কন্যার এতাদৃশ ভাবান্তর কেন হইল,তাহা জানিতে না পারিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। ঘোষাল হাত ধরিয়া লুৎফ-উন্নিসাকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা না উঠিয়া সেই অবস্থাতেই কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে রামগোবিন্দ ঘোষাল জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?"

লুৎফ-উন্নিসা উঠিয়া বসিলেন এবং ভূপৃষ্ঠে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া এই কালের মধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় অবিকল বিবরিত করিলেন। তাঁহার পিতা-মাতা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। সেই লুৎফ-উন্নিসার যে এরূপ মতি হইয়াছে, ইহাতে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন।

ঘোষাল কহিলেন, "লুৎফ-উন্নিসা! এক্ষণে স্নানাহার কর। আমি তোমার কথায় বড় সন্তুষ্ট হইলাম। অদ্য তুমি আমাকে যে পরিমাণে আনন্দিত করিলে, তাহা অনির্ব্বচনীয়। ঈশ্বর তোমাকে চিরায়ুষ্মতী করুন।"

লুৎফ-উন্নিসা তাহার পর মাতার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রামগোবিন্দ কিয়ৎকাল পরে বাহিরে গমন করিলেন।

দুই দিবস পরে ঘোষাল স্বীয় স্ত্রী ও দুহিতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "পদ্মা! তোমার যে এরূপ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে এবং তোমাকে যে তোমার স্বামী গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, ইহা আমাদের অতুল আনন্দের বিষয়। নবকুমারের অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। তোমার কখন সামান্য কষ্ট ভোগ করাও অভ্যাস নাই; তুমি অত্যন্ত কষ্ট পাইবে।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "পিতা, জীবন অশেষ রাজ-ভোগ-সম্ভোগে অতিবাহিত করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার অভাবে আর কোন ক্লেশ নাই। সেই সকল অজ্ঞানকৃত কার্য্য স্মরণে এক্ষণে দারুণ যন্ত্রণা পাই মাত্র। পাপের ভার সহ্য হয় না। এ জীবন তুষানলে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।"

কন্যার মনের অবস্থা অনুমান করিয়া ঘোষাল সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কহিলেন, "তবে এক্ষণে কি স্থির করিতেছ?"

পদ্মা। স্বামি-পদ-সেবায় জীবন ত্যাগ করিব।

ঘোষা। তুমি যবনী, তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন কেন?

পদ্মা। আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আপনার আশীর্ব্বাদে স্বামী অধুনা দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনাদের নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করি।

ঘোষা। নবকুমার আবার বিবাহ করিয়াছিলেন শুনিয়াছি। সে স্ত্রী কোথায়?

পদ্মা। তিনি জলমগ্না হইয়াছেন।

ঘোষা। ইচ্ছায় ?

পদ্মা। না; দৈবাৎ।

ঘোষা। নবকুমারের সংসারে আর কে আছেন ?

পদ্মা। কিছু দিন পূর্ব্বে আমার শাশুড়ীর পরলোক হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন না বোধ হয়। আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মাতার মৃত্যুর পর কাশীবাসিনী হইয়াছেন। এক্ষণে আমার স্বামী ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী মাত্র সংসারে আছেন।

ঘোষাল চিন্তিতের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। পদ্মা তাঁহার একমাত্র সন্তান। পদ্মা ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া বিদায় চাহিতেছে, ইহা জানিয়া তাঁহার কষ্ট হইল। তিনি অনেকক্ষণ অন্যমনস্কের ন্যায় থাকিয়া বলিলেন, "লুৎফ-উন্নিসা! ভাল, আপাততঃ তো কিছু দিন আমাদের নিকট থাক, তার পর যে হয় বিবেচনা হইবে।"

এই বলিয়া রামগোবিন্দ ঘোষাল অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা ও তাঁহার জননী বসিয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জগদালোকে।

"জে নাম এ নুরএ জাহাঁ বাদ্‌শাঃ বেগম জার,
বা হুকুমএ জাহাঁগীর সাঃ ইয়াফ্‌ৎ সাদ জওয়ার।"*

পরদিন প্রত্যূষে লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহের সহিত সাক্ষাতাভিপ্রায়ে বিনির্গতা হইলেন। অদ্য তিনি আবার যাবনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, কিন্তু বেশ-ভূষা করিলেন না। যে উদ্দেশে বেশ-ভূষার প্রয়োজন, সে উদ্দেশ্য তাঁহার মন হইতে এককালে তিরোহিত হইয়াছে।

লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহ-অন্তঃপুরে প্রবেশ [cut off] কেহই তাঁহাকে নিষেধ করিল না। বহুদিন প[cut off] পুনরাগত দেখিয়া দৌবারিকাদি সভয়ে সেল[cut off] করিতে পথ মুক্ত করিয়া দিল। তাহারা [cut off] ন্তর দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিল। [cut off] পূর্ব্বে সংসারজাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন সকলে ভূ[cut off] তেন এবং যিনি অত্যুৎকৃষ্ট উজ্জ্বল মূল্যবান্ বস্ত্র [cut off] ধান করিতেন, তাঁহার শরীরে এক্ষণে ভূষ[cut off] এবং তাঁহার পরিধেয়-বসনও সামান্য মাত্র। তাহ[cut off] য়ের আরও কারণ—পূর্ব্বে যে লুৎফ-উন্নিসা বাদ[cut off] ঙ্গীর বাহাদুরের সহিত সতত প্রীতি সহকারে [cut off] করিয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিতেন না, তি[cut off] ভৃত্যদিগের সহিত তাহাদের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় [cut off] কহিতেছেন এবং তাহাদের প্রদত্ত সম্মানের [cut off] জ্ঞাপন করিতেছেন।

লুৎফ-উন্নিসা শুনিয়াছিলেন যে, বর্দ্ধমানের [cut off] সের আফগানের পত্নী মেহের-উন্নিসা এক্ষণে [cut off] (জগজ্জ্যোতিঃ) নাম ধারণ করিয়া বাদশাহে[cut off] মহিষী হইয়াছেন।* এক্ষণে লুৎফ-উন্নিসা [cut off] পারিলেন যে, মেহের-উন্নিসা কেবল নুরজাহান [cut off] মহিষী, এই নামে সন্তুষ্টা হন নাই, তাঁহার সু[cut off] নিমিত্ত যে সকল নিয়ম হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে কোন [cut off] মহিষী সে সকলের অধিকারিণী হন নাই। তাঁ[cut off] সায় জগদ্ব্যাপ্ত হইয়াছে। তিনি অদ্বিতীয়া রূপবতী [cut off] লুৎফ-উন্নিসা এক্ষণে শুনিলেন, শুদ্ধ রূপে নয়, গু[cut off] জাহান অদ্বিতীয়া হইয়াছেন। তাঁহার প্রযত্নে [cut off] প্রাসাদে বিবিধ সুচারু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া[cut off] সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিত, এখন আর তাহ[cut off] সকল কার্য্য পরিষ্কার। শুদ্ধ ভবনমধ্যে নুরজাহানে[cut off] পত্য ছিল, এমত নহে; প্রাসাদের যে প্রকোষ্ঠে [cut off] করিতেন, তথা হইতে মোগলাধিকারের শেষসী[cut off] সমস্ত স্থানে তাঁহার অসীম ক্ষমতাশালী হস্ত প্রক[cut off] তেছে। জাহাঙ্গীর নামে বাদশাহ মাত্র; রাজ্যশ[cut off] এক প্রকার নুরজাহানের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে [cut off] হয়। এক্ষণে নুরজাহানের আজ্ঞা ও সম্মতি ব্যতী[cut off] বিধি-ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে না। ফলত[cut off] ক্ষমতা অসীম। সকলেই তাঁহার মহিমা স্বীকার[cut off]

---

* হিজরী ১০৩৪ অব্দে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আজ্ঞাক্রমে নুরজাহানের নাম-সংযুক্ত যে মুদ্রা প্রচারিত হয়, তাহার উপরে উহা খোদিত ছিল। নুরজাহানের আধিপত্য কতদূর প্রবল ছিল, তাহা উহা দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে; বঙ্গভাষায় উহার অর্থ এইরূপ;—"বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আজ্ঞায় বেগম নুরজাহানের নাম সংযোগে মুদ্রার শতগুণ মূল্য বর্দ্ধিত হইল।"

* ভারতের ইতিহাসে জাহাঙ্গীরের রাজত্ব বিব[cut off] করিলে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পা[cut off]

মুক্তকণ্ঠে তাহার গুণ-কীর্ত্তন করে। লুৎফ-উন্নিসা মেহের-উন্নিসাকে বাল্যাবস্থা হইতে জানিতেন, তাঁহার ভূলোক-দুর্লভ রূপও তিনি দেখিয়াছিলেন। সে অসাধারণ রূপ যুবরাজ সেলিমের (অধুনা,বাদশাহ জাহাঙ্গীরের) নয়নাকর্ষণ করিয়াছে,তাহাও তিনি জানিতেন। মেহের-উন্নিসা সর্ব্বথা বাদশাহ-পত্নী হইবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্রী,এ কথাও তিনি বুঝিতেন। এক্ষণে তাঁহার এবংবিধ অমানুষী গুণাদি শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, বিধাতা তাঁহাকে যেমন উচ্চ স্থানে সমাসীন করিবার উপযোগী রূপ প্রদান করিয়াছেন, তেমনই গোপনে তাঁহার হৃদয়ও তদুপযোগী মহৎ গুণসমূহে সুসজ্জিত করিয়াছেন। লুৎফ-উন্নিসা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি নুরজাহানের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এতদ্ভিন্ন লুৎফ-উন্নিসা আরও জ্ঞাত হইলেন যে, নুরজাহান স্বামীর উপর অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যে জাহাঙ্গীর প্রত্যহ বেলা এক প্রহরের পূর্ব্বে কখনই শয্যা ত্যাগ করিতেন না, নুরজাহানের অসামান্য শাসন-প্রভাবে তিনি এক্ষণে প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করেন। যে জাহাঙ্গীর দিবস-রজনী বিলাস-লালসায় ও ভোগ-সুখে রত থাকিতেন, তিনি এক্ষণে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়মাত্র আমোদে অতিবাহিত করেন, অবশিষ্ট কাল তাঁহাকে রাজ্য-চিন্তায় ব্যয় করিতে হয়। যে জাহাঙ্গীর দিবা-রাত্রি সুরা-পান-পাত্র-সংলগ্ন-বদন থাকিলে সুখী থাকিতেন, পত্নীর প্রখর শাসনে তিনি এককালে পান-দোষ ত্যাগ করিয়াছেন বলিলেই হয়। লুৎফ-উন্নিসা বিবেচনা করিতে লাগিলেন, জাহাঙ্গীরের এই সমস্ত দোষ যে কস্মিন্‌কালে, কাহারও ক্ষমতায় বা কোন উপায়ে অপনীত হইবে, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। যে রমণীর ক্ষমতায় সেই জাহাঙ্গীরের চরিত্র এবংবিধ উন্নত হইয়াছে, সে রমণী মানবী আকারে দেবী।

এতদ্ব্যতীত নুরজাহান নিতান্ত প্রিয়বাদিনী; তাঁহার অত্যন্ত অমায়িক ভাব। উচ্চ-পদ-জনিত মনে মনে স্বভাবতঃ যে একটি দুর্দ্দমনীয় রিপুর আবির্ভাব হয়, নুরজাহান এককালে সে দোষবর্জ্জিতা। সকলের সহিত তাঁহার সমান ভাব। সকলের সুখের প্রতি তিনি সমান দৃষ্টি দিয়া থাকেন। মোগল-সাম্রাজ্যে কেহ দীন, দরিদ্র, অসুখী বা মূর্খ থাকে, ইহা নুরজাহান ভালবাসেন না। তাঁহার এই সকল স্বর্গীয় গুণে প্রজাবর্গ সকলেই এক-মনে তাঁহার দীর্ঘজীবন ও কুশল কামনা করে এবং মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, তাঁহাকে দেখুক আর নাই দেখুক, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে।

লুৎফ-উন্নিসা এই সকল শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, বিধাতা মেহের-উন্নিসাকে যে সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিতা করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে তদুপযোগী পদ পাইয়াছেন। তাঁহার নুরজাহান নাম সার্থক হইয়াছে।

নিকটস্থ একজন দাসী তাঁহাকে একে একে এই সমস্ত সংবাদ দিতেছিল। লুৎফ-উন্নিসা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "এক্ষণে বাদশাহ কোথায়?"

দাসী উত্তরিল, "এক্ষণে আর সে নিয়ম নাই। এখন সূর্য্যোদয়ের পর হইতে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত সভা হয়। বাদশাহ এক্ষণে মস্‌নদে।"

লুৎফ-উন্নিসা দেখিলেন, সভাভঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিলে বাদশাহের দর্শন-প্রাপ্তি অসম্ভব। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "নুরজাহান কোথায়?" দাসী অঙ্গুলিভঙ্গি সহকারে নুরজাহানের প্রাতগৃহ দেখাইয়া দিল।

লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে দাসী দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। অবিলম্বে ভারত-সাম্রাজ্যাধীশ্বরী অদ্বিতীয়া রূপযৌবন-গুণাদি-সম্পন্না নুরজাহান স্বয়ং আসিয়া বাল-সহচরী লুৎফ-উন্নিসার হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিযোগিনী-পার্শ্বে।

"চন্দ্রেণ চারুচরিতেন বিকাসিতং সৎ,
সঙ্কোচিতং ভবতি কিং কুমুদং তমোভিঃ॥"
—বিদগ্ধমুখমণ্ডনম্‌।

লুৎফ-উন্নিসা উপবিষ্ট হইলে নুরজাহান উপবেশন করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা সময়ে বাদশাহের প্রধানা মহিষী হইবেন, এরূপ সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার সেই স্থান এক্ষণে নুরজাহান অধিকার করিয়াছেন। এককালে লুৎফ-উন্নিসা এমন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উন্নতিমুখে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বী রাখিবেন না। এককালে লুৎফ-উন্নিসা রাজ্যের গতি ফিরাইবার কল্পনা করিয়াছিলেন—তিনি

যুবরাজ সেলিমের পরিবর্ত্তে তদীয় রাজপুত-পত্নীর গর্ভজাত সন্তান খসরুকে মোগল-সাম্রাজ্যসিংহাসনে সমাসীন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। এককালে অনেকের বেগমেরা ভাবিয়াছিলেন যে, হয় তো তাঁহাদিগকে লুৎফ-উন্নিসার অধীন হইয়া কালযাপন করিতে হইবে। আর একণে? এক্ষণে লুৎফ-উন্নিসা সে সুখকে তৃণজ্ঞান করেন। আর সে সুখ একায়ত্ত করা দূরে থাকুক, তাহার সংস্পর্শেও তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। স্বেচ্ছায় তিনি তাঁহার কল্পিত ও আকাঙ্ক্ষিত স্থানে মেহের-উন্নিসাকে বসিতে দিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা তিনি মনেই বিলীন করিয়াছেন। রাজকীয় কার্য্য হইতে তিনি আনন্দে অপসৃত হইয়াছেন।

অদ্য লুৎফ-উন্নিসা ও মেহের-উন্নিসা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বসিলেন। অনেক দিনের পর আবার অদ্য সাক্ষাৎ। এই সময়ের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! সের আফগানের পত্নী মেহের-উন্নিসা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী নুরজাহান হইয়াছেন। আর যাঁহার নিমিত্ত সকলে সেই আসন স্থির করিয়াছিল, তিনি কি হইয়াছেন? তিনি সে সকল ত্যাগ করিয়া জীবনের অন্তবিধ গতি অন্বেষণ করিতেছেন।

লুৎফ-উন্নিসার বদনে আনন্দ দেখা যাইতেছে। সংসারের প্রকৃতি অনুসারে সকল ঘটনা দর্শন করিতে হইলে লুৎফ-উন্নিসার আনন্দ দেখিয়া বিস্ময় জন্মিতে পারে; কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহা হইবে না। তাঁহার মনের আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা প্রভৃতি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তি সকল এক্ষণে কোথায় লয়-প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিক কাল অসৎপথে বিচরণ করায় সৎপ্রবৃত্তি সকল সমূলে নির্ম্মূল হওয়াই সম্ভব। তাঁহারও প্রায় তাহাই হইয়াছিল; কিন্তু সহসা জ্ঞান-বারি গতপ্রায় সৎপ্রবৃত্তি সমূহের মূল সিক্ত করায় তাহারা পুনরঙ্কুরিত হইয়াছে। ধাতুকে অগ্নিদগ্ধ করিলে তাহা গলিত হইয়া পড়ে, তাহার অসার ও অকর্ম্মণ্য অংশ সমুদয় ভস্ম হইয়া উড়িয়া যায় এবং মূল্যবান্ ও প্রয়োজনীয় অংশ অবশিষ্ট থাকে। তদ্রূপ লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে অনুতাপানল প্রবেশ করিয়া তাহাকে দ্রবীভূত করিয়াছে এবং তাঁহার অপকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকলকে নিস্তেজ করিয়া সাধু ও শ্রেয়োবৃত্তি সকলকে সমুত্তেজিত করিয়াছে। তাঁহার প্রকৃতি যদি পূর্ব্বের ন্যায় থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার বাল-সখী মেহের-উন্নিসা ভারতবর্ষের সিংহাসনাধিকারিণী হইয়াছেন, ইহা তিনি প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু আর তাঁহার সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য নাই, আর তাঁহার জাহাঙ্গীরের প্রণয় [illegible] নাই, আর তাঁহার উচ্চপদের প্রতি দৃষ্টি নাই। [illegible] লক্ষ্য, যাহা চেষ্টা, যাহা আকাঙ্ক্ষা, তাহা তিনি পা[illegible] এখন তিনি মেহের-উন্নিসার অভ্যুদয়ে আনন্দি[illegible] ছেন। যে বিধাতার অনুগ্রহে এ সকল মোহ[illegible] সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে নিয়ন্তাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছে[illegible] মেহের-উন্নিসাকে পূর্ব্বে অবিশুদ্ধভাবে দর্শন [illegible] কিন্তু এক্ষণে তাঁহার দৃষ্টি পবিত্র। তাহাতে [illegible] মঙ্গলেচ্ছা ব্যক্ত হইতেছে। তিনি মেহের-উন্নি[illegible] ভগ্নী মনে করিতেছেন; মেহের-উন্নিসাকে তি[illegible] সুখ ও উন্নতির কারণ বিবেচনা করিতেছেন। য[illegible] উন্নিসার রূপ-যৌবন যুবরাজের নয়ন-পথে পতি[illegible] এবং যদি তদ্দর্শনে যুবরাজ মেহের-উন্নিসার প্রতি [illegible] হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার তদানীন্তন আশার [illegible] অতি সহজ হইত, সুতরাং তিনি ক্রমশঃ অধিক [illegible] জড়ীভূত হইতেন ও কদাচ সে সকল প্রলো[illegible] করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহার বিপ[illegible] তাঁহার সম্রাট্-অন্তঃপুররূপ সুখ-কারাগার পরি[illegible] সহজ হইয়াছে। অতএব মেহের-উন্নিসা তাঁহা[illegible] কারিণী; লুৎফ-উন্নিসা ইহা বুঝিতেছেন। তি[illegible] মেহের-উন্নিসার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি[illegible] বস্তুতঃ লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে আর কুটিলতার [illegible] নাই। তাঁহার হৃদয় সরলতায় ও পবিত্রতায় পূর্ণ[illegible] লুৎফ-উন্নিসার আনন্দিতা হইবার আরও এ[illegible] আছে। তিনি নুরজাহানের অসামান্য গুণাদি শ্র[illegible] হিত হইয়াছেন। তিনি বিবেচনা করিতেছেন, [illegible] ন্যায় গুণবতী রমণী বাদশাহের প্রধানা বেগম হ[illegible] যুক্ত পাত্রী। নুরজাহান ঐ স্থান প্রাপ্ত হওয়ায় [illegible] সংযুক্ত হইয়াছে। লুৎফ-উন্নিসা ভাবিলেন [illegible] উন্নিসার পরিবর্ত্তে তিনি যদি ঐ স্থান লাভ করি[illegible] হইলে কি ভাল হইত?—না। নুরজাহানের দ্বা[illegible] মহৎকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহা তিনি ক[illegible] পারিতেন না; সুতরাং মেহের-উন্নিসা প্রধ[illegible] হইয়া ভালই হইয়াছে।

নুরজাহান লুৎফ-উন্নিসার কায়িক, মানসিক [illegible] অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসিয়া [illegible] জ্ঞাত হইলেন। লুৎফ-উন্নিসাও বাল্যসহচরী মেহে[illegible] কত কথা জিজ্ঞাসিলেন। উভয়ে বহুক্ষণ এইর[illegible] কথায় সুখলাভ করিতে লাগিলেন,

লাগিল, বাদশাহ সন্ধ্যাত্তক করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। লুৎফ-উন্নিসা প্রিয়বয়স্যার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাদশাহ সহ সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সম্রাট্-সকাশে।

"ন হি প্রফুল্লং সহকারমেত্য,
বৃক্ষান্তরং কাঙ্ক্ষতি ষট্পদালী।"

—রঘুবংশম্।

লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহ জাহাঙ্গীর-সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্মানসহকারে অভিবাদন করিলেন। বাদশাহ বহুদিন পরে লুৎফ-উন্নিসাকে পুনর্দর্শন করিয়া নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং সানন্দে লুৎফ-উন্নিসার কুশল-সম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

তদুত্তরে লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "বাদাশহের অনুগ্রহে এক প্রকার সমস্ত মঙ্গল বটে। বাদশাহ বাহাদুরের অনুমত্যানুসারে হতভাগিনী পুনরায় বিবাহিতা হইয়াছে, সুতরাং সে এক্ষণে কুলস্ত্রী।"

বাদশাহ সবিস্ময়ে কহিলেন, "এ কি রহস্য লুৎফ-উন্নিসা ?"

লুৎ। রহস্য নহে ; সত্য। লুৎফ-উন্নিসা এক্ষণে বাদশাহের সহিত রহস্যের উপযুক্ত নহে।

বাদ। সত্য ? কাহার সহিত বিবাহ হইল ?

লুৎ। নূতন বিবাহ নহে। যে বিবাহ পূর্ব্বে হইয়াছিল, হতভাগিনীর দোষে এত দিন তাহা প্রচ্ছন্ন ছিল। এক্ষণে অনেক যত্নে সেই স্বামীই দাসীকে পুনরায় চরণে স্থান দিয়াছেন।

বাদশাহ প্রথমে হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন ; পরক্ষণেই গম্ভীরভাবে কহিলেম, "তবে লুৎফ-উন্নিসা, এত দিনের পর আমাকে একেবারে বিস্মৃত হইবে ?"

লুৎফ-উন্নিসা নীরব।

বাদ। তোমার স্বামীর আর পত্নী আছেন ?

লুৎ। ছিলেন, মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

বাদ। তোমার স্বামীর নাম কি ?

লুৎ। নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাদ। সপ্তগ্রামে তাঁহার নিবাস না ?

লুৎ। আজ্ঞা হাঁ।

বাদ। তোমার স্বামী দেখিতে কেমন ?

লুৎ। স্বামী কুরূপই হউন আর সুরূপই হউন, অধীনীর চক্ষে তিনি এখন অনুপম রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন পুরুষ-রত্ন।

বাদ। তোমার স্বামী ধনবান্ ?

লুৎ। জাঁহাপনা! আমার স্বামী ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ দরিদ্রজাতি। তিনি ধনবান্ নহেন ; তাঁহার অতি সামান্য অন্ন-বস্ত্রে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী বিষয় আছে।

বাদ। লুৎফ-উন্নিসা! তবে এত দিনের পর কি একেবারে আমাদের মায়া ত্যাগ করিলে ?

লুৎফ-উন্নিসা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন, "বিস্মৃত হওয়া সাধ্যাতীত।"

বাদ। তবে কি লুৎফ-উন্নিসা ? আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে, এত দিনের পরিচয়,এত দিনের প্রণয় সকলই তুমি ভুলিতেছ ? সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাকে ত্যাগ করিতেছ।

লুৎ। জাঁহাপনা! দুঃখিত হইবেন না। এ প্রকার গমন যদি আমার অপরাধ হয়, আপনার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার সুখের পথে আমাকে যাইতে দেন।

বাদ। তা হইবে না লুৎফ-উন্নিসা! প্রাণ থাকিতে তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

লুৎফ-উন্নিসা সজল-নয়নে কহিলেন, "বাদশাহ! মনকে দৃঢ় করুন। আমাকে লুৎফ-উন্নিসা বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। পূর্ব্বের কথা সমস্ত বিস্মৃত হউন। মনে করুন, কোন পরিচিত পুরুষের সহিত কথা কহিতেছেন। আপনি আমায় রক্ষা করুন। পাপের জলন্ত পাবকে আমার হৃদয় অহর্নিশ দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে আমি বাদশাহের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমায় রক্ষা করুন, আমায় জীবন দেন। বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হইয়া যদি পুনরায় পাপ-সাগরে পতিত হই, আপনার সাহায্য ব্যতীত তাহা হইতে নিস্তারের উপায় নাই। আপনার দুই কথায় আমি যাহা ছিলাম, তাহাই হইতে পারি। চিরকাল পাপে মগ্ন থাকায় পাপ আমার আত্মাকে কলুষিত করিয়াছে। আমি সহস্র উন্নত হইলেও কখন এরূপ উন্নত হইতে পারি নাই যে, সহজে এ সুখের লোভ ত্যাগ করিতে সক্ষম হইব। আপনি যদি আমাকে প্রলোভন দেখান, আমার কি সাধ্য আমি তাহা ছিন্ন করিতে পারি ? অতএব জাঁহাপনা! আমার

জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ আপনার হস্তেই রহিয়াছে। আমাকে চিরকাল ভালবাসেন, তাহা আমি বেশ জানি। সেই ভালবাসার সাহসেই বলিতেছি, এক্ষণে বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করুন। চিরপরিচিতা, আশ্রিতা অবলাকে রক্ষা করুন, তাহার সুখের পথে তাহাকে যাইতে দেন।"

বাদশাহ নীরব। এ কথায় তিনি কি উত্তর দিবেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার বদনে কিঞ্চিৎ ক্লেশের চিহ্ন ব্যক্ত হইল। লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহকে নীরব দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, "জাঁহাপনা! দাসীর কথায় আপনি ক্লেশ পাইতেছেন, তাহা আমি বুঝিতেছি। আপনাকে ক্লেশ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। আপনি ক্লেশের সামগ্রী নহেন। তবে লুৎফ-উন্নিসা এত কথা বলিতেছে কেন? সে বাদশাহের নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিতেছে। এক বৎসর পূর্ব্বে হইলে সে বাদশাহের প্রেমভিক্ষা করিত, কিন্তু এক্ষণে তাহার সে কামনা নাই। এক্ষণে সে বাদশাহের নিকট সজল-নয়নে প্রার্থনা করিতেছে যে, বাদশাহ যেন তাহার প্রতি পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইয়া তাহাকে বিদায় দেন।"

জাহাঙ্গীর কহিলেন, "লুৎফ-উন্নিসা! আমি সকল সহ্য করিতে পারি। আমি অতি কঠিন-প্রাণ। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ, তাহা আমি অবশ্যই সহ্য করিব, কারণ, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া অবনতি-মুখে পতিত হও নাই, তুমি ক্রমশঃ উন্নতি-শিরে আরোহণ করিতেছ। কিন্তু তুমি যে আমাকে ত্যাগ করিয়া কষ্টভোগ করিবে, তাহা আমি কোন্ প্রাণে সহ্য করিব? লুৎফ-উন্নিসা! মনে করিয়া দেখ—অপূর্ব্ব দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া তোমার নিদ্রা হয় নাই; তোমার পদতলে ধূলিরেণু স্পর্শ করিয়াছে—আমি স্বয়ং রুমাল দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি, তাহাও তোমার মনঃপূত হয় নাই; মহামূল্য রত্নালঙ্কার সকল বিভিন্ন দেশ হইতে তোমার নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে তুমি সন্তুষ্টা হও নাই; বিবিধ দেশ হইতে বিবিধ অত্যুৎকৃষ্ট আহার্য্য সমানীত হইয়াও তোমার রসনায় তৃপ্তিসাধন করিতে পারে নাই; নিদাঘে তুষারবৎ হিমগৃহে অবস্থান করিয়াও তুমি শান্তি লাভ করিতে পার নাই এবং দিল্লীর সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তোমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য ছিল, তুমি তাহাকেও উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা কর নাই। লুৎফ-উন্নিসা! অধুনা তুমি কদন্ন সেবন, জঘন্য স্থানে বাস, সামান্য বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি ভয়ানক ক্লেশ সহ্য করিবে। সে সকল মনে করিতে গাত্র রোমাঞ্চিত হয়; অন্যে যাহা হয় ভাবিতে

পারে; কিন্তু আমি তো তোমার এ সকল ক
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না।"

এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে জাহাঙ্গী
নয়নে অশ্রুবিন্দুর আবির্ভাব হইল। সম
লুৎফ-উন্নিসাকে প্রাণের ন্যায় ভালবাসিতেন।
এমন সময় ছিল, যখন তিনি লুৎফ-উন্নিসাকে
না দেখিলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। সেই লু
কষ্ট ভোগ করিবে, এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে
না ভেদ করিবে?

লুৎফ-উন্নিসা অনেকক্ষণ বাক্যহীনা পুত্ত
নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পরে কহি
শাহ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য
প্রতি আপনার অনুগ্রহ অসীম। আপনি
কাতর হইবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখু
যখন দিল্লীশ্বরের বেগম ছিল, তখন বিধাতা তা
যায়ী সুখের ইচ্ছা সকল সৃজন করিয়াছিলেন
অধীনা দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পত্নী, অবস্থানুযায়ী কা
সহিতে এক্ষণে কুণ্ঠিতা নহে।"

বাদশাহ সবিস্ময়ে কহিলেন, "লুৎফ-উ
কি সেই তুমি? কাল তোমাকে প্রশংসনীয়রূপে
করিয়াছে। তোমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি
হইতেছি। যাবতীয় সৃষ্ট জীবের মধ্যে রমণী যে
লুৎফ উন্নিসা, অদ্য তোমার কথা শুনিয়া
বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। আমি তোমাকে
করিতেছি; তুমি রমণী-কুলের কমলিনী।
লালসার সহিত মনের লৌহ-চুম্বক সম্বন্ধ।
তোমার মন তাহাতে এত বিমিশ্রিত হইয়াছিল
অদ্যকার কথা সকল স্বপ্ন বোধ হইতেছে।
নারীর এতাদৃশ মতপরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা
বিশ্বাস করিতে পারে? গত কথা সকল মনে
নারীজাতি-সুলভ চাপল্য ও চাতুর্য্যে তোমা
ছিল, কিন্তু তোমার অদ্যকার পবিত্র
বিমোহিত হইতেছি। আমি তোমাকে
কিন্তু অদ্য হইতে আমি তোমাকে স্বর্গীয়া
ভক্তি ও আরাধনা করিব। তোমাকে
পথ হইতে অতঃপর নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছা
যে পথে পদার্পণ করিয়াছ, তাহা সর্ব্ব
মঙ্গলময়। আমি সন্তুষ্ট ও সরলচিত্তে বলি
কালীন যে সকল দুশ্চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হই
জন্মিতে পারে, তাহা তুমি ত্যাগ কর, আ

করিতেছি। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমার চিত্ত উত্তরোত্তর উন্নত করুন। তোমাকে এরূপে ত্যাগ করিতে যথেষ্ট কষ্ট হইবে; তাহা আমি অকাতরে সহিব। তোমার অন্তরে যে বিমল সুখ জন্মিবে, তাহাতেই আমি আনন্দিত থাকিব।"

লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহের কথা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "বাদ্‌শাহ! আপনি অদ্য আমাকে সুখের সাগরে ভাসাইলেন। জাঁহাপনা! অধীনা দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তির প্রভাবে আপনার নিকট হইতে এরূপ বিচ্ছিন্ন হইতেছে। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় যে এ ঘটনায় কোনরূপ যাতনা পাইতেছে না, তাহা মনে করিবেন না। অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুখের আশায় আমি এ যাতনা উপেক্ষা করিতেছি।"

জাহাঙ্গীর কহিলেন, "লুৎফ-উন্নিসা! এককালে আমি তাহাই থাকিতাম। তোমাকে যখন প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম,তোমার কিঙ্কর ছিলাম,সেই অবধি আমি তোমারই ছিলাম, এখনও তাহাই রহিলাম। লুৎফ-উন্নিসা! তুমি অদ্য হইতে আমার সহিত ভিন্ন সম্বন্ধ পরিগ্রহ করিতে চলিলে; তোমাকে তাহা হইতে নিরস্ত করা অন্যায় ও অসম্ভব। তোমার সুখের পথে ব্যাঘাত জন্মাইব না। তোমাকে অবশ্যই বিদায় দিতে হইবে, সে জন্য আমার চিত্তের অবশ্যই সন্তাপ জন্মিবে। হৃদয় এত পাষাণ নহে যে, চিরকালের নিমিত্ত তোমার সহিত সম্বন্ধ-বিপর্য্যয় করিতে অশ্রুবারি ত্যাগ করিবে না। তোমাকে বিস্মৃত হওয়া আমার সাধ্যের অতীত। যত দিন জীবন থাকিবে, লুৎফ-উন্নিসা! তত দিন তাহার সহিত আমার মানসপটে তুমি চিত্রিত থাকিবে।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন,"জাঁহাপনা! দাসীই কি কখন আপনাকে ভুলিতে পারিবে? দাসী দীর্ঘকাল আপনার প্রসাদ ভোগ করিয়াছে এবং আপনার নিকটে কত অপরাধে অপরাধী হইয়াছে। বাদশাহ! অদ্য তাহার সে সকল অপরাধ ক্ষমা করুন।"

বাদশাহ কহিলেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করিব কি তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে? সে যাহা হউক্‌, লুৎফ-উন্নিসা, সময়ে সময়ে তোমার সংবাদ পাইব কি?"

লুৎ। দাসী সর্ব্বদা জাঁহাপনাকে পত্র লিখিবে। জাঁহাপনা তাহাকে [illegible]া, কুশল সংবাদ দিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ [illegible] হৃদয়ে [illegible]বে।

বা[illegible]হাপনা! কি?

[illegible] স্ত্রী নুরজাহানের [illegible] চাহিয়া কহিলেন, "অনেক বেলা হইয়াছে, আপনার কষ্ট হইতেছে; দাসীকে বিদায় দিতে আজ্ঞা হউক।"

বাদশাহ নীরব। লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহের মুখের প্রতি চাহিলেন; দেখিলেন, তাঁহার বিশাল নেত্রদ্বয় ছল্ ছল্ করিতেছে। লুৎফ-উন্নিসার কষ্টবোধ হইল।

জাহাঙ্গীর কহিলেন, "লুৎফ-উন্নিসা! তোমাকে কি বলিব? বাহ্যে তোমাকে না দেখিলেও অন্তরে তোমাকে সর্ব্বদা দেখিব। মন সর্ব্বদা তোমার সহিত থাকিবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তোমার সহিত পূর্ব্বে অন্যবিধ পরিচয় ছিল, তাহা যেন কদাচ উভয়ের মনে না হয়। আমাকে বন্ধু বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিবে। তোমার পরিচিত, হিতৈষী, উপকারক মিত্র ভিন্ন অন্য কিছু হইতে চাহি না। আমি তোমার পূর্ব্বে যেরূপ সুখেচ্ছু মিত্র ছিলাম, এখনও তাহাই থাকিব। যদি কখন তোমার কোন উপকার সাধিতে পারি, তাহা আমি সন্তুষ্টচিত্তে করিব। লুৎফ-উন্নিসা! অদ্য আমার জীবনের কি ভয়ানক দিন! অদ্য আমি তোমার প্রেমরূপ মহারত্নের স্বত্ব-শূন্য হইলাম। এখনও আমার একটি সুখের সামগ্রী থাকিল; তোমার হৃদয় হইতে যে এককালে তাড়িত হইব না, এই আশাই সেই সুখ। ভরসা করি, তুমি আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করিবে না। বিপদে হউক, সম্পদে হউক, কখন জাহাঙ্গীরকে বিস্মৃত হইও না। ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে সুখে রাখুন।"

লুৎফ-উন্নিসা দেখিলেন,বাদশাহের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। তিনি আর অপেক্ষা করা অবিধেয় বিবেচনা করিলেন। তিনি আরও অনুভব করিলেন, তাঁহার মনও হিল্লোলিত হইতেছে। তাহা একবার এদিক্ একবার ওদিক্ করিতেছে। তিনি বিবেচনা করিলেন, আর না। যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে। লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আর তাহাকে নিবৃত্ত করা যায় না। সমুদ্র-হৃদয়ে তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহা কূল-স্পর্শ করিবেই করিবে। জগতের এই নিয়ম। চিরদিন সমান নয়। তবে আর কেন? স্বভাবের গতি কে রুদ্ধ করিবে?

লুৎফ-উন্নিসা জাহাঙ্গীরকে বিনয় ও সম্মানের সহিত অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা! দাসী শ্রীচরণ হইতে বিদায় হইল। বোধ করি, এই সাক্ষাৎই শেষ।"

লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহের উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

জাহাঙ্গীর সে স্থানে মুহূর্তকাল দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তিনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "শেষ সাক্ষাৎ।"

এই বলিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ বদনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লেখ্য-লিখনে।

ভু"ল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা-অবসানে! এ চির-বিচ্ছেদে
এই সে ঔষধমাত্র, কহিনু তোমারে।"
—মাইকেল মধুসূদন দত্ত (বীরাঙ্গনা।

সেই দিবস দিবা দ্বিপ্রহরকালে লুৎফ উন্নিসা বিশ্রামার্থ পিতৃ-ভবনের একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তিনি স্থিরভাবে উপবেশন করিলেন। সে অবস্থায় বিরক্তি জন্মিল, অবস্থান্তর পরিগ্রহ করিলেন। তাহাতেও সন্তোষ সমুৎপন্ন হইল না, শয়ন করিলেন তাহাতেও তৃপ্তি জন্মিল না, একখানি পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পুস্তক পারসী ভাষায় লিখিত। পুস্তকের প্রথম পত্র উন্মোচন করিয়া একটু পাঠ করিলেন, ভাল লাগিল না। দ্বিতীয় পত্রের কিংদংশ পাঠ করিলেন। এইরূপে এখানে একটুক সেখানে একটুক পাঠ করিতে করিতে অবশেষে একটি কবিতা তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল।

লুৎফ-উন্নিসা কবিতাটি আর একবার পাঠ করিলেন। পুনরায় পাঠ করিলেন। পরিশেষে পুস্তকের সেই পৃষ্ঠায় একটি অঙ্গুলি রক্ষা করত পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া হাতে রাখিলেন ও কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা বিরক্তিজনক হইয়া উঠিল। তিনি পুস্তকখানি যথায় ছিল, তথায় রাখিয়া আসিলেন এবং লেখনী, মসী ও কাগজ আনিয়া একখানি পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কাহাকে পত্র? বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে। তিনি অনেকক্ষণ পত্র লিখিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার নয়ন অশ্রুজলে সিক্ত হইতে থাকিল এবং তাঁহার দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। তিনি অঞ্চল দ্বারা নয়ন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তিনি লেখনী স্থগিত করিতে লাগিলেন। অনেক পরে পত্রিকা সমাপ্ত হইল। তিনি তাহা মণ্ডিত করিলেন। আবার কি মনে হইল, তাহা খুলিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই;—

"জাঁহাপনা!

অধীনী শ্রীচরণ হইতে বিদায়গ্রহণসময়ে সম্পূর্ণ সম্মতি গ্রহণ করে নাই, তজ্জন্য সে এ প্রার্থনা করিতেছে।

বাদশাহ! একজনের হৃদয় অপরকে কোন উপায় আছে কি? তাহা হইলে লুৎফ উ য়ের কিরূপ অবস্থা, সে দেখাইত। তাহা হইত দেখিতেন, হতভাগিনীর অন্তরে কি দুর্ব্বিষহ জ্বলিতেছে। মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে এই সকল যাতনার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ কর হয় না। কিন্তু পাপ-প্রমত্তা লুৎফ-উন্নিসার কি? বোধ করি, বিধাতা পাপের সীমা দেখাইব তাহাকে অমর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষ আমি প্রিয় মিত্র জ্ঞান করিতেছি; মৃত্যু উপস্থি তাহাকে ভয় করা দূরে থাকুক, আমি তাহা আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি। জাঁহাপনা! জীবন আর একটুকুও রাখিতে ইচ্ছা নাই, যত হইতে লুৎফ-উন্নিসার নাম বিলুপ্ত হইয়া য মঙ্গল।

পাপানলে লুৎফ-উন্নিসার জীবন হু হু শব্দে জ লুৎফ-উন্নিসা জ্বলন্ত হৃদয়কে শীতল করিবার পাপ হইতে পাপান্তর আশ্রয় করিয়াছে। কোথায়? তাহাতে বহ্নি-তেজ হ্রাস হওয়ার দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের সমস্ত কথা মনে করিয়া দেখিতেছে;— সকল অসার, নীরস, বহ্নি-চর্ব্বিত মরুভূমির ন্যা পতিত রহিয়াছে।

একদিন—কেবল মাত্র একদিন জীবনের মধ্যে যে পরিমাণ শান্তি ও আত্ম করিয়াছে—আমূল সমস্ত কথা মনে করিয়া আর কোন দিনই তদ্রূপ হয় নাই। যে দিন স্বামীর চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া তাহা করিয়াছিল, জাঁহাপনা! হতভাগিনীর জীবনে সেই দিনই সুখের দিন।

বাদশাহ! যত পারেন, আমাকে বিশ লুৎফ-উন্নিসার পাপ নাম স্থান দিবেন উন্নিসা পাপীয়সী, দুশ্চরিত্রা —মোগল সমাসীন বাদশাহ জাহাঙ্গীরে পাই নহে। লুৎফ-উন্নিসাকে জাঁ উপস্থিত হইলে ছেন, সে কেবল ত্যাগ কর, আমি

শ্রীচরণে অনেক দোষে দোষী আছে; তাহার নামের সহিত সে সকলও মানসপট হইতে অপনীত করুন। দাসীর সহিত কখন আলাপ ছিল, তাহা মনেও করিবেন না। লুৎফ-উন্নিসা নামে জগতে কেহ আছে, তাহা মনে করিবেন না, তাহার সুখ-দুঃখ-চিন্তায় নিবিষ্ট হইবেন না।

আর কাহাকে মনে করিয়া নারীকুলালঙ্কার প্রিয়ভগ্নী নুরজাহানকে অযত্ন করিবেন না। নুরজাহান রমণীমণি, বাদশাহের ন্যায় পুরুষের উপযুক্ত পত্নী। তাঁহার রূপের সীমা নাই, তাঁহার গুণের সীমা নাই। দাসী নুরজাহানের রীতিনীতি দেখিয়া বড়ই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে। ভগ্নীকে একবার আমার নাম স্মরণ করাইয়া দিয়া, তাঁহার নিকট হইতে আমার শেষ বিদায় প্রর্থনা করিবেন।

জাঁহাপনা! আমি এক্ষণে পতিপদোদ্দেশে চলিলাম। আর যে কখন এ দেশে আসিব, তাহা বোধ হয় না। সুতরাং দাসীর সহিত আর দেখা হওয়া অসম্ভব। অদ্যকার দর্শনই শেষ দর্শন মনে করিবেন।

অধিক কথা লিখিয়া বাদশাহের বহুমূল্য সময় নষ্ট করা অনাবশ্যক।

আপনাকে সর্ব্বদা সংবাদাদি দিব বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, রমণী-হৃদয় দুর্দ্দমনীয়। বিশেষতঃ লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও নীরস, শুষ্ক ও কঠিন। সেই নীরস হৃদয়ে অল্পপরিমাণে ধর্ম্মরস প্রবেশ করিয়াছে। কঠিন প্রাণ কিয়ৎপরিমাণে কোমল হইয়াছে। জাঁহাপনা! বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাহাকে এই সময় অতিশয় সাবধান ও সতর্ক না রাখিলে তাহার আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে কতক্ষণ? এই সকল কারণে জাঁহাপনা, অতঃপর দাসীর সংবাদ পাবেন না। আর একবার আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা থাকিল। সে দর্শন কখন্ ঘটিবে? যখন্ লুৎফ-উন্নিসা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিবে, সেই সময় যদি একবার সে বাদশাহের দর্শন পায়, তাহা হইলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। সে আর কিছু চাহে না। তাহার বাদশাহচরণে ঐ একমাত্র ভিক্ষা থাকিল। লুৎফ-উন্নিসার জীবন দেহ ত্যাগ করিবার অনতিপূর্ব্বে বাদশাহচরণে সংবাদ আসিবে।

জাঁহাপনা! পুনরায় বলিতেছি, আমাকে ভুলুন। আমার সহিত পরিচয় [illegible] এবং আমার নাম ইত্যাদি সমস্ত স্মৃতি ভূগর্ভে প্রোথিত করুন। এ পাপীয়সীর নাম [illegible] আপনার মনে সমুদিত না হয়, ইহাই আমার জগদে[illegible]

এক[illegible]স্ত্রী নুরজাহানের সহবাসে, জাঁহাপনা, পরম সুখে অতুল সম্পদ ভোগ করিতে করিতে চিরজীবী হইয়া থাকুন, ইহাই দাসীর প্রার্থনা।"

লুৎফ-উন্নিসা পত্রিকা পাঠ করিয়া তাহা মণ্ডিত করিলেন। পরে তাহার উপর শিরোনাম লিখিয়া তাহা বাদশাহ বাহাদুরের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়া গম্ভীরভাবে উপবেশন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অভিজ্ঞান-দর্শনে।

"জই অনহথ গদং ভবে তদা
সচ্চং সো অনীয়ং ভবে।"

—শকুন্তলম্।

প্রায় দেড় মাস কাটিয়া গেল, লুৎফ-উন্নিসা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই বিবেচনায় লুৎফ-উন্নিসা পিতামাতার নিকট সপ্তগ্রামগমনের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা তাহাতে অমত করিলেন না।

প্রত্যুষে গমনোপযোগী সমস্ত আয়োজন স্থির হইল। বাহক-যানাদি লোকজন প্রস্তুত হইয়া থাকিল।

পরদিন লুৎফ-উন্নিসা পিতৃ-মাতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া শিবিকারোহণ করিলেন। বাহকেরা শিবিকা উঠাইল। লুৎফ-উন্নিসা আগ্রার মায়া ত্যাগ করিলেন। যে আগ্রায় তাঁহাকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চিনিত ও তাঁহার সহিত পরিচয় শ্লাঘার বিষয় মনে করিত, যে আগ্রায় তিনি যখন যাহাকে যাহা বলিতেন, সে তখনই তাহা আনন্দে সম্পন্ন করিয়া কৃতার্থ হইত, যে আগ্রাবাসী জনগণ তাঁহার দর্শনপ্রাপ্তি শুভদিনের লক্ষণ মনে করিত এবং যে আগ্রার ওমরাহ যুবকগণ তাঁহার ঘূর্ণিত ভ্রূভঙ্গ-দৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়া আছে, অদ্য লুৎফ-উন্নিসা প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই আগ্রা ত্যাগ করিলেন।

সময়! তুমি ধন্য! তোমার ক্ষমতা অসীম! তুমি নির্জীবকে সজীব করিতে পার এবং সজীবকে নির্জীব করিতে পার; তুমি কুসুমকে পাষাণ এবং পাষাণকে কুসুম করিতে পার; তুমি শুষ্ক তরুকে মুঞ্জরিত করিতে পার। তোমার মোহন মন্ত্র চমৎকার! তুমি যে মন্ত্রপ্রভাবে

পাষাণী পদ্মাবতীকে মানবী করিয়াছ, সে মন্ত্র অদ্ভুত। তোমারই অসামান্য মন্ত্রবলে শুষ্ক পদ্মাবতী-লতা প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

কয়েক দিবস পরে একদিন মধ্যাহ্নসময়ে লুৎফ-উন্নিসা পাটনায় উপনীত হইলেন। তাঁহার পরিচারকেরা তথায় তাঁহার অবস্থানোপযোগী একটা কক্ষ স্থির করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া দিল।

লুৎফ-উন্নিসা নিয়মিত আহারাদির পর একাকিনী সেই কক্ষমধ্যে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার দাস-দাসী প্রভৃতি বিভিন্ন কক্ষে থাকিল। দাসীর সেবায় লুৎফ-উন্নিসা ত্বরায় নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ সহকারে একটি গোলমাল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি শুনিলেন, একজন লোক অপরকে সম্বোধন করিয়া উদ্ধতস্বরে কহিতেছে, "তুই এ কোথায় পাইলি? এ মহামূল্য দ্রব্য। নিশ্চয়ই তুই কোথায় চুরি করিয়াছিস্।"

অপর কহিতেছে, "দোহাই ধর্ম্মের—আমি তোমার পায়ে হাত দিয়া দিব্য করিতেছি, চুরি করি নাই। যাঁহার দ্রব্য, তিনি ইহা আমাকে ভিক্ষা দিয়াছেন।"

ভর্ৎসনাকারী কহিতেছে, "এও কি কথা? এত বড় জিনিসটা তোকে অমনই ভিক্ষা দিল?"

ঘটনাটি জানিতে আমোদ-প্রিয়া লুৎফ-উন্নিসার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিল। যে দিকে গোল হইতেছিল, সেই দিকের গবাক্ষদ্বার মোচন করিয়া দেখিলেন, চটীরক্ষক হস্তে একটি অঙ্গুরীয় করিয়া সম্মুখস্থ এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করত পূর্ব্বোক্তরূপ বচসা করিতেছে; চতুর্দ্দিকে অনেক লোক সমবেত হইয়া তামাসা দেখিতেছে। বিষয়টা কি, জানিবার নিমিত্ত লুৎফ-উন্নিসা একজন দাসীকে আহ্বান করিয়া ঐ দুই ব্যক্তিকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। অবিলম্বে চটী-রক্ষক সম্ভাবিত চোরকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

লুৎফ-উন্নিসা বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

চটী-রক্ষক উত্তর করিল, "এই ব্যক্তি এই অঙ্গুরীয়টি বিক্রয়ার্থ আনিয়াছে। কিন্তু এটি যেরূপ মহামূল্য দ্রব্য, তাহাতে সহজে ইহা সামান্য ব্যক্তির হস্তগত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বোধ করি, ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় কথা আছে।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "অঙ্গুরীয় দেখি।"

চটী-রক্ষক তাঁহার হস্তে অঙ্গুরীয় দিল। অঙ্গুরীয় দেখিবামাত্র লুৎফ-উন্নিসা শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার বদন কালিমা প্রাপ্ত হইল এবং হর্ষ বিলুপ্ত হইল পূর্ব্বস্মৃতি-চিহ্ন বদনে আবির্ভূত হইল। তিনি বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এ অঙ্গুরীয় পাইলে?"

সে ব্যক্তি কহিল, "বিবি! আমি দরিদ্র ৺কাশীধামে থাকি; ভিক্ষা আমার উপজীবিকা সামান্য দরিদ্রের হস্তে এমন মহামূল্য দ্রব্য অসম্ভ ফলতঃ মা! আমি দরিদ্র বটি, কিন্তু চোর নহি। মাত্র দ্রব্যও আমার ভিক্ষার পাওয়া।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তোমাকে ইহা দিল?"

ভিক্ষুক কহিল, "কতিপয় মাস অতীত হ অঞ্চল হইতে একটি ধনবান্ ব্যক্তি সপরিবারে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা করিলে সকলেই আমাকে সন্তুষ্ট করিলেন। সহিত একটি অল্পবয়স্কা সুন্দরী ছিলেন; আ নিকট ভিক্ষা চাহিলে তিনি কহিলেন, 'আমার —তোমাকে কি দিব?' তাঁহার রূপ দর্শনে কিছুই নাই, এ কথা বিশ্বাস হইল না; এ জন্য শুনিয়া আমি পুনরায় ভিক্ষা কামনা করিলাম তিনি একটু চিন্তিত হইয়া তাঁহার কেশরাশির এই অঙ্গুরীয়টি বাহির করিয়া কহিলেন, 'আ কিছুই নাই, এইটি আছে, তা ইহাতে আমার বি শুক নাই। ইহা তুমিই লও।' তাঁহার সঙ্গীরা দূরে ছিল। আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করি বাটী আসিয়া দেখিলাম যে, ইহা অমূল্য সাম করিলাম যে, সাধ্যসত্ত্বে ইহা অপচয় করিব ন বিবাহের সময় এইটি তাহাকে দিব। কিন্তু আ কাজেই ইহা বিক্রয় করিতে হইতেছে। বি কপাল কোথায় যাইবে? এখানে বিক্রয়ার্থ অঙ্গু করায় ইনি আমাকে চোর বলিয়া অনুমান এক্ষণে আপনাদের ধর্ম্মে যাহা সঙ্গত [illegible], করুন

ব্রাহ্মণ নীরব হইল।

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তুমি বলিতে যাত্রীদের নিবাস কোথায়?"

দরিদ্র কহিল, "আজ্ঞা না, আমি জা জানিব?"

বিবি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "যিনি অলঙ্কার দিয়াছেন, তাঁহার সহিত সঙ্গীদের আছে কি না জান?"

"বিবি! আমাকে কথা কহিবেন। তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব ?"

লুৎ। আচ্ছা, তাহা না জান, তিনি দেখিতে কেমন, তাহা তো জ্ঞাত আছ ?

ব্রাহ্ম। তিনি দেখিতে পরমা সুন্দরী। তেমন রূপ আর দেখি নাই।

লুৎ। তাঁহার বয়স কত, অনুমান করিতে পার ?

ব্রাহ্ম। অনুমান ২২। ২৩ বৎসর হইবে।

লুৎফ-উন্নিসা একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন. "কত মূল্য পাইলে তুমি অঙ্গুরীয় বিক্রয় করিতে স্বীকৃত আছ ?"

ব্রাহ্ম। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আপনি যাহা অনুগ্রহ করিয়া দিবেন, তাহাই যথেষ্ট।

লুৎ। তোমাকে আমি আর একটি অঙ্গুরী দিতেছি। সেটি তুমি তোমার কন্যাকে দিও, তা ছাড়া তোমার সংসার-খরচের নিমিত্ত নগদ ২০০ টাকা, আর এই অঙ্গুরীয় পাওয়ায় আমার যে উপকার হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত পুরস্কারস্বরূপ ৫০ টাকা দিতেছি। কেমন, ইহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে ?

দরিদ্র ব্রাহ্মণ করে স্বর্গ পাইল; সানন্দে কহিল, "যথেষ্ট। আমি স্বপ্নেও এত আশা করি নাই। আপনি স্বয়ং কমলা।"

অতঃপর লুৎফ-উন্নিসা ব্রাহ্মণকে উক্তমত অর্থাদি দিয়া বিদায় করিলেন।

চটী-রক্ষক তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। সকলে প্রস্থান করিল। লুৎফ-উন্নিসা আবার একাকিনী হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সন্দেহে।

"If I should meet thee
After long years,
How shall I greet thee."
—Byron.

পূর্ব্বকথা।

ম। [illegible] হইল, সপ্তগ্রামের যে অংশে নিবিড় জঙ্গল [illegible] তিনি রাত্রিকালে ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ করিয়া এক [illegible] লোকে কহিয়াছিলেন, 'আমি তোমার সপত্নী। তোমাকে ধন দিতেছি, রত্ন দিতেছি, দাস-দাসী দিতেছি, অট্টালিকা দিতেছি, তুমি পতি ত্যাগ কর। তাহা হইলে পতি আমার হইবেন।' সরলা, বিকারশূন্যা, সংসার-বোধ-বিহীনা কপালকুণ্ডলা অনায়াসে কহিয়াছিলেন, 'তাহা হইলে তুমি সুখী হও? তাহাই হইবে। কল্য হইতে তোমার সুখের পথে কণ্টক থাকিবে না।' লুৎফ-উন্নিসা যুবতী রমণীর বদন হইতে এরূপ কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এখন মনে হইয়া তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিনি তখন ভাবিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা মানবী আকারে দেবী, অদ্য ভাবিলেন, কপালকুণ্ডলা পাপীয়সী। লুৎফ-উন্নিসা সেই সময় কপালকুণ্ডলার সুবিধার্থ ও স্মরণার্থ একটি অঙ্গুরী দিয়াছিলেন। দেখিলেন, এ অঙ্গুরী সেই অঙ্গুরী।

সেই বিরলে বসিয়া অনন্যকর্ম্মা লুৎফ-উন্নিসার মনে স্বতঃ কতকগুলি প্রশ্ন উদিত হইতে লাগিল। "এ ব্যক্তি অঙ্গুরী কোথায় পাইল? ইহা আমি কপালকুণ্ডলাকে দিয়াছিলাম। কপালকুণ্ডলা সেই রাত্রিতেই জলমগ্না হইয়াছেন। তবে এ অঙ্গুরী কেমন করিয়া পাইল? হয় তো কোন ধীবর ইহা জলে পাইয়া থাকিবে। দানকারিণী তাহার নিকট ক্রয় করিয়া থাকিবেন, তদ্ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কপালকুণ্ডলা জলমগ্ন হইয়াছেন, ইহা আমি বেশ জানি, আর এ কথা আমাকে কাপালিক বলিয়াছেন। তিনি কেন মিথ্যা বলিবেন? কপালকুণ্ডলা কি অন্য কোন অসম্ভাবিত উপায়ে জীবন লাভ করিয়াছেন? দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলিল, 'দানকারিণী পরমা সুন্দরী, তাঁহার বয়স ২২।২৩ বৎসর।' এ সকল তো কপালকুণ্ডলাতেই সম্ভবে। কিন্তু কপালকুণ্ডলা নাই। তবে দানকারিণী কে? কোথায় যাইলে তাঁহার দর্শন পাইতে পারি? সে প্রবাসী ধনী কে? তাঁহার কোথায় বা নিবাস? সে রমণী—সে রমণী কি পুনর্জ্জীবিতা কপালকুণ্ডলা?" অদ্য কপালকুণ্ডলার জীবন সম্বন্ধে লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে একটি আশার অঙ্কুর জন্মিল।

এই ভাবিতে ভাবিতে লুৎফ-উন্নিসার আনন্দোদয় হইল। তিনি তাঁহার আশার সফলতা কামনা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, যদি কপালকুণ্ডলা জীবিতা থাকেন, তাহা হইলে সংসারে পরম সুখের উদয় হয়। তাঁহার এ ভাব হইল কেন? একদিন তিনিই না কপালকুণ্ডলাকে বিদূরিত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন? এক্ষণে তিনিই সেই কপালকুণ্ডলার জীবন কেন প্রার্থিতেছেন? ইহার কারণ—লুৎফ-উন্নিসার স্বামিভক্তি—স্বামীর সুখ-কামনা।

বহুক্ষণ একস্থানে বসিয়া এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে লুৎফ-উন্নিসা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে গাত্রোত্থান করিলেন এবং অঙ্গুরীয়টি যথাস্থানে রাখিয়া একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বামি-সঙ্গে।

"ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহতপ্রসাদে,
শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলভাবকাশাঃ।"
—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

পাঠক মহাশয়! বহুদিন নবকুমার ও শ্যামার সংবাদ পাওয়া যায় নাই; অতএব চলুন, তাঁহাদের সংবাদ লওয়া যাউক।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়; পশ্চিমাকাশের রাঙ্গা রঙ—যেন কে হিঙ্গুল ঢালিয়া দিয়াছে। যে দিকে যখন ক্ষমতাশালী লোক সহায় থাকেন, তখন সেই দিক্ই প্রবল, উজ্জ্বল ও সতেজ হয়। তাঁহার বিহনে বিমর্ষ, মলিন ও অপদস্থ হয়। মানব-সমাজের এই নিয়ম। প্রকৃতিও কি এই নিয়মের অনুসারিণী? পূর্ব্বকালে রাজাদের একাধিক রাজ্ঞী থাকিতেন। যে রাণী যখন রাজার সুনয়নে পড়িয়া 'সুয়া' হইতেন, তখন তাঁহার সুখের সীমা থাকিত না। তিনি আনন্দে ভাসিতেন, আর যিনি বিষনয়নে পড়িয়া 'দুয়া' হইতেন, তাঁহার ক্লেশের সীমা থাকিত না। তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন। সূর্য্যদেব প্রাতঃকালে যখন পূর্ব্বদিক্-সতীর সহিত অবস্থান করেন, তখন তাঁহার শোভা দেখে কে? আর এখন তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত কৌতুক করিতেছেন,—ঐ দেখুন, সেই জন্য পূর্ব্বদিক্-সতী ক্রমেই মলিন হইতেছেন, তাঁহার মুখে কালিমা পড়িতেছে। আর সূর্য্যদেব তাঁহাকে ছাড়িয়া যাঁহার প্রতি সদয় হইয়াছেন, তাঁহার হাসি ধরে না। তিনি আনন্দে ঢলিয়া পড়িতেছেন।

এইরূপ সময়ে নবদ্বীপস্থ একটি দ্বিতল গৃহের ছাদে একটি যুবক ও একটি যুবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। ভাগীরথীর পবিত্র সলিল-সুস্নিগ্ধ মন্দানিল ধীরে আসিয়া যুবক-যুবতীর ললাট স্পর্শ করি তাঁহাদের বস্ত্রাদি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে ও যুবতীর নিপতিত চিকুরদাম নাচাইতেছে।

যুবতীকে সকলে চিনিয়াছেন বোধ হয়। তি কুমারের ভগ্নী শ্যামাসুন্দরী। তাঁহার পার্শ্বস্থিত তাঁহার স্বামী মথুরানাথ।

শ্যামা বলিলেন, "এখন আর কোন অসু তো?"

মথুরানাথ। আবার অসুখ! তুমি যদি না অ তাহা হইলে হয় তো আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইত তোমার ও সুন্দর মুখের শোভা দেখিলে আর বি থাকে?

শ্যা। থাকে না?

ম। না।

শ্যা। তবে তো আর ভাবনা নাই। এখন অ লোকের পীড়া হইবে, সকলকে আমার নিকট আনিও। আমি তাহাদিগকে মুখ দেখাইব, আর ভাল হইয়া যাইবে।

ম। সকলে দেখিলে হয় না। সে দেখার বিশেষ

শ্যা। কি বিশেষ?

ম। আমি তোমাকে যেরূপে দেখি, সেইরূ চাই।

শ্যা। তুমি আমাকে যেরূপে দেখ, তাহা তো অবিদিত নাই। তাহাতে যদি তোমার রোগ সা সকলের সারিবে।

ম। তবে আমি কি তোমাকে সাধারণের ন্যায়

শ্যা। প্রায় তাই বই কি?

ম। না শ্যামা! এ কথাটি তুমি অন্যায় বলি এত দিন তোমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া

সে কথা বলিতে পার বটে, কিন্তু শ্যামা, তুমি কি জান না —আমি স্বেচ্ছায় সেরূপ ব্যবহার করি নাই। আমার প্রাণ অন্বেষণ করিয়া দেখ, শ্যামা, তাহা হইলে বুঝিতে পরিবে— আমি তোমাকে কেমন ভালবাসি।

শ্যা। আমি কি তোমার কথায় ভুলিব?

তোমাদের—কথা যেমন, কাজে তেমন নয় কখনই।
তোমরা—মন ছলে, গাছে তুলে কেড়ে নেও মই॥

তোমরা কথার গুণেই জগৎ জেত।

ম। হৃদয় যদি দেখাইবার হইত শ্যামা! তাহা হইলে দেখাইতাম, আমি তোমাকে কত ভালবাসি। আমি যখন তোমার কাছে থাকি, তখনও তোমার থাকি, আর তোমার কাছে না থাকিলেও তোমারই থাকি। বলিলে বিশ্বাস কর বা না কর, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমি তোমাকে চিরদিন প্রাণের সহিত সমান ভালবাসি।

এই কথায় শ্যামা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কতক্ষণ হাসিয়া মথুরানাথের স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন। তখনও হাসিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "তুমি রাগ করিবে, তাহা আমি জানিতাম। আর একটি কথায় তোমাকে কাঁদাইতে পারি। তুমি আমাকে ভালবাস, তাহা কি আমি জানি না? তাহা বেশ জানি। এত দিন তোমার বিহনে যে কষ্ট ভোগ করিয়াছি, তাহার সীমা নাই। সেই দুঃখেই এত কথা বলিলাম; কিন্তু আমার সে কষ্ট এখন দূর হইয়াছে। আর আমি তাহা মনে করিব না। কষ্ট না হইলে কি সুখ হয়? অত কষ্ট পাইয়াছি বলিয়া এখন এত সুখ পাইতেছি। অতঃপর বল, তুমি আমাকে আর ছাড়িয়া থাকিবে না, আর আমার সঙ্গে পূর্ব্বকার মত প্রতারণা করিবে না? আমি আর সপ্তগ্রামে যাইব না।"

মথুরানাথ শ্যামাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। কতক্ষণ উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া রহিলেন, তাহা কেহই বুঝিলেন না। অনেকক্ষণ পরে মথুরানাথ কহিলেন, "শ্যামা! জগতে যাহার পত্নী তোমার মত, সেই সুখী। অবশিষ্টেরা নিতান্ত অসুখী।"

শ্যামা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি আমাকে ভালবাস বলিয়া আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মনে করিতেছ। জগতে সকলেই আপন আপন স্ত্রীকে ভালবাসে, সকলেই সুখী।"

ম। তার জন্য নয়। প্রকৃতই তোমার ন্যায় নারী জগতে দুর্লভ। আমি আজি ইহা নূতন দেখিতেছি না। এতদিন আমি নিজের অনিচ্ছায় মনের কথা মনেই গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। এত দিনে বিধাতা অনুকূল হইয়া আমার সুখ অব্যাহত করিয়া দিলেন। যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, তত দিন আর এ সুখ ছাড়িব না। শ্যামা! আর তোমাকে চক্ষুর অগোচর করিব না।

শ্যামা মথুরানাথের হস্তধারণ করিলেন। মথুরানাথ শ্যামার ললাট চুম্বন করিলেন।

এই সময় বহির্ব্বাটীতে নবকুমার ও আরও কয়েকজন কথাবার্ত্তা কহিতেছেন ও উচ্চকণ্ঠে হাস্য করিতেছেন, শুনিতে পাইয়া, মথুরানাথ শ্যামাকে পুনরায় চুম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

শ্যামা অনেকক্ষণ ছাদের উপর একাকিনী বসিয়া থাকিলেন। শ্যামার সুখ এক্ষণে সীমাতীত। তিনি প্রায় দেড় মাস কাল অতীত হইল নবদ্বীপে আসিয়াছেন। তখন মথুরানাথ মুমূর্ষু-অবস্থাপন্ন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, ইহা শ্যামার সুখের এক কারণ। যে স্বামীকে শ্যামা কদাচিৎ দেখিতে পাইতেন, সেই স্বামী এক্ষণে সর্ব্বদা তাঁহার নয়নে রহিয়াছেন, ইহাও তাঁহার সুখের প্রধান কারণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রেম-পত্রে।

"Why did you falsely call me your Lavinia,
And swear I was Horatio's better half
Since now you mourn unkindly by yourself?
And rob me of my partnership of sadness,"

—N. Rowe.

নবকুমার ও শ্যামা প্রায় দেড় মাস অতীত হইল নবদ্বীপ আসিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে মথুরানাথ নবকুমারের সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত জানিতেন না, তাহা ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা অথবা পদ্মাবতীর সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কিছুই তাঁহার অগোচর ছিল না। নবকুমারের মনের অবস্থাও তিনি সম্যক্‌প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সায়ংকালে ভ্রমণের সময়ে অথবা যে সময়ে তাঁহারা দুই জন একত্রে থাকিতেন, সেই সময়েই ঐ সকল বিষয়ে কথোপকথন করিতেন।

এই সময় একদিন নবকুমার পদ্মাবতীর নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন। পদ্মাবতী আগ্রা হই ত সপ্তগ্রামে প্রত্যাগত হইয়া নবকুমারকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন।

পত্রোন্মোচন করিয়া নবকুমার পাঠ করিলেন,—

"প্রাণেশ্বর!

বিধাতা আমাকে নিয়ত ক্লেশ-সাগরে ডুবাইয়া রাখিবেন স্থির করিয়াছেন। যে ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে আমি পরম সুখ লাভ করি, বিধাতা আমাকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত তাহাকেও এমনি বিপদে নিক্ষেপ করেন যে, সহসা তাহার দর্শন-প্রাপ্তি দুর্ঘট হইয়া উঠে। আমাকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত বিধাতা তোমাকে এই বিপদে ফেলিয়াছেন। আমি পাষাণী, আমার হৃদয়ে অনেক সহে; এ সকলও সহিতেছে।

শুনিতেছি, শ্যামার স্বামী আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। পাপীয়সীর প্রার্থনায় বিধাতা কর্ণপাত করেন না; তথাপি আমি অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছি, তিনি নীরোগ হইয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করুন।

তুমি তোমার হৃদয়-সখাকে দিয়া আমার নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিলে যে, অতি শীঘ্র নবদ্বীপ হইতে ফিরিবে। নাথ! ইহারই নাম কি শীঘ্র? আমি দিন গণনা করিয়াছি। এক মাস কুড়ি দিন হইল, তুমি নবদ্বীপ গিয়াছ। তোমার বিবেচনায় এই সময় অল্প হইলেও আমার বিবেচনায় ইহা নিতান্ত দীর্ঘ। তুমি কি আমাকে ত্যাগ করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া, এইরূপে আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিলে? আমি কোন প্রকারেই তোমার প্রেমাস্পদ হইবার উপযুক্ত নহি, তাহা আমি বেশ জানি। তুমি আমাকে যে অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহা তোমার উদার মনের পরিচয়। কিন্তু হৃদয়েশ! তাই বলিয়া কি আমাকে স্বর্গে তুলিয়া আবার নরকে নিক্ষেপ করা উচিত? তুমি যদি আমাকে এমন করিয়া ত্যাগ করিবে, তবে তখন এককালে আমাকে আশাতীত সুখসাগরে ভাসাইলে কেন? আমি দুঃখিনী, হতভাগিনী, পাপীয়সী —তোমার চরণ ধ্যান করিতে করিতে জীবন কাটাইতাম। সে অবস্থায় তাহাতেই আমার সুখ হইত। কিন্তু প্রাণেশ্বর! তুমিই এক্ষণে আমার সুখের ইচ্ছা বাড়াইয়া দিয়াছ; এখন তো আমার চিত্ত তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না। আমাকে সুখে ভাসাইয়া আবার দুঃখে ডুবাইলে আম এক তিলও বাঁচিব না। মৃত্যু ভিন্ন এ অবস্থায় কদাচ শান্তি জন্মিবে না। তোমার প্রবৃত্তির উপর আমি জোর করিতে ইচ্ছা করি না। তোমার যাহা সঙ্গত বিবেচিত হয়, তাহাই কর।

ঈশ্বর না করুন, যদি অন্য কিছু দুর্ঘট হইয়া থাকে, তাহা বল। পদ্মাবতী কি তে নহে? যাহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিব বলি করিয়াছ, তাহার নিকট কিছু গোপন রাখি মাই। তোমার বিপদ্ কি পদ্মাবতীর [illegible] মে ক্লেশ কি পদ্মাবতীর ক্লেশ নহে? তবে প্রিয় নিকট গোপন কেন? আমাকে তোমার ক্লেশে কি তেছ না কেন? আমি অবলা, তোমা তোমার ক্লেশের অংশ-গ্রহণে সমর্থ হইব না আশঙ্কা করিতেছ? সে আশঙ্কা নাই। ত সহিয়াছি, অনেক সহিতে পারি।

যে দিন অভাগিনী পদ্মাবতী তোমার পদ কাঁদিয়াছিল এবং যে দিন তুমি তাহার অজী সকল ক্ষমা করিয়া তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া জীবনে সেই দিনটিই দিন! সে দিন আর চিরাপরাধা পদ্মাবতী তাহার পর কি আব চরণে অপরাধিনী হইয়াছে? যদি তাহা তাহা হইলে তুমি যে মনে তাহার সেই দুষ্কর্ম্ম ক্ষমা করিয়াছ, সেই মনে তাহাও ক্ষমা

আর তোমাকে কি বলিব? কি বলিলে হৃদয়ের অবস্থা অনুমান করিতে পারিবে অবস্থা প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত আমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, যদি তুমি অ বাসিয়া থাক, তাহা হইলে আর কিছু তোমার অদর্শনে আমার হৃদয়ের যে অব তাহা সহজে বুঝিতে পারিবে।

এক্ষণে বল, তুমি আর কত দিন নবদ্বীপে আমি যেরূপ শুনিয়াছি, ঈশ্বর করুন, তাহাই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদি আরোগ্য লাভ ক তবে তথায় বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি?

শ্যামাকে আমার কথা মনে করাইয়া দি তাঁহাকে সুখে রাখুন।

তোমার বিহনে যদি অধীনীর মঙ্গল হয় তবে তাহার মঙ্গল। তুমি সর্ব্বপ্রকারে বিপদ হও, ইহাই দাসীর একমাত্র প্রার্থনা।"

নবকুমার পত্রখানি পাঠ করিলেন। পং পঙ্ক্তিতে যেন পদ্মাবতীর পবিত্র প্রণয় প্র তেছে বোধ হইল। তিনি আবার [illegible] সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে কতক্ষণ বসিয়া [illegible] পরক্ষণে পদ্মাবতীর প্রণয়-লিপির [illegible]

হইলেন। তিনি তাহাতে পদ্মাবতীর প্রত্যেক কথার তন্ন তন্ন করিয়া উত্তর লিখিয়া দিলেন। পদ্মাবতীকে যে তিনি বিস্মৃত হন নাই, কখন বিস্মৃত হইবেনও না, তাঁহার সুখের প্রতি তিনি যে বিশেষ মনোযোগী এবং মথুরানাথের অনুরোধে, অনিচ্ছায় অপেক্ষা করিতে হইতেছে, এ সকল কথাও লিখিয়া দিলেন।

নবকুমার এইরূপে পত্র সমাপ্ত করিয়া আবার ভাবনাক্রান্ত হইলেন। পদ্মাবতীর চিন্তা আবার তাঁহার চিত্তকে গ্রাস করিল। নবকুমারের মন এক্ষণে পদ্মাবতীর প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহার কারণ কি? পদ্মাবতী তাঁহাকে ভালবাসেন, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিয়াছিলেন। উপস্থিত লিপিতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বহন করিতেছে। সেই প্রণয়ই নবকুমারের হৃদয়ে প্রণয়বর্দ্ধনের কারণ। প্রণয়ের একটি অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে। তুমি এক জনকে ভালবাস, সেও তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না। তোমার সহস্র দোষ থাকিলেও সে তাহা গ্রহণ করিবে না; সে তোমার পক্ষপাতী হইবে। তোমার তিলপ্রমাণ গুণকে সে তাল করিয়া তুলিবে। মনুষ্য প্রণয়াবতার। মনুষ্যের সাংসারিক অধিকাংশ কার্য্যই প্রণয়, স্নেহ, লিপ্সা, লালসা, মায়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি সমভাবাপন্ন ধর্ম্মসকলে মাখা। সকল হৃদয়েই অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রণয় আছে। একটু প্রণয় হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করিলে তাহা অল্পে অল্পে বর্দ্ধিতাকার হইয়া উঠে। যেমন বনমধ্যে এক স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত অরণ্যে ব্যাপ্ত হইয়া ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করে, মাধুর্য্যময় প্রভাত-সূর্য্য-রশ্মি আকাশমণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়াই অনতিবিলম্ব উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করত দিগ্বলয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, নিদ্রা অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে আগমন করত নয়ন নিমীলিত করিয়াই অচিরে দেহ, [illegible] হরণ করে, সেইরূপ হৃদয়ক্ষেত্রে [illegible] মহীরুহের [illegible] পূর্ব্বেই [illegible] এক্ষণে যে [illegible] এইরূপ [illegible] নহে। [illegible] যথায় [illegible] আধিপত্য [illegible] তবে [illegible] যে ব্যক্তি [illegible] অপদ[illegible] সেই [illegible]

প্রণয়ে পূর্ণ। সেই পূর্ণ হৃদয়ে নবকুমার পদ্মাবতীকে ভালবাসিয়াছেন। সে ভালবাসা কেনই না বদ্ধমূল হইবে?

তবে কি নবকুমার এত দিনের পর কপালকুণ্ডলাকে ভুলিতে পারিয়াছেন? না, তিনি অদ্যাপি কপালকুণ্ডলাকে ভুলিতে পারেন নাই। জীবনমধ্যে যে কখন তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই। নবকুমারের কপালকুণ্ডলার প্রতি প্রণয় ও পদ্মাবতীর প্রতি প্রণয় এ দুই প্রণয়ে যথেষ্ট বিশেষ আছে। কপালকুণ্ডলার প্রণয় স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, উজ্জ্বল ও শান্ত; যেন হীরকনিঃসৃত মনোরম রশ্মি। পদ্মাবতীর প্রণয় উগ্র, সতেজ, উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত; যেন তেজঃপ্রতিফলিত দীপ্তিমান্ জ্যোতিঃ। উভয়ই আবশ্যক, কার্য্যকর এবং প্রিয়। কিন্তু অধুনা নবকুমারের হৃদয়ে পদ্মাবতীই প্রবল। কারণ, পদ্মাবতী উপস্থিত, কপালকুণ্ডলা অনুপস্থিত এবং আর যে কখন উপস্থিত হইবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই। কপালকুণ্ডলার প্রতি প্রণয় এক্ষণে চাপা পড়িয়া রহিয়াছে মাত্র। তাহা কখন বিলীন হইবে না। প্রণয় বিলীন হইবার সামগ্রী নহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অশুভ-সংবাদে।

"শোকো নাশয়তে ধৈর্য্যং————

—রামায়ণম্।

দিবসত্রয় পরে একদিন নবকুমার ও মথুরানাথ উভয়ে ভ্রমণে নির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে নবকুমারের অনু-[illegible] ব্রাহ্মণ আইসেন। ভৃত্য [illegible] চণ্ডীমণ্ডপে বসাই-[illegible] সময় নবকুমার ও [illegible] নবকুমারকে ব্রাহ্ম-[illegible] সংবাদপ্রাপ্তি-[illegible] যাহা দেখি-[illegible]

কপালকুণ্ডলাকে সম্প্রদান করিয়া নবকুমারকে অতুল সুখ-সাগরে ভাসাইয়াছিলেন,—নবকুমার দেখিলেন, অভ্যাগত পুরুষ হিজলীর ভবানীর সেই অধিকারী। নবকুমারের মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।' যখন অধিকারী জিজ্ঞাসিবেন, 'নবকুমার! কপালকুণ্ডলা কেমন আছে?' তখন তাঁহাকে কি বলিয়া উত্তর দিব, এই ভাবিয়া নবকুমার ব্যথিত হইলেন।

নবকুমার আসিয়া অধিকারীর চরণে নমস্কার করিলেন। তিনিও তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "নবকুমার! বিষণ্ণ কেন? সংবাদ মঙ্গল ত?"

এই কথায় নবকুমারের চক্ষু দিয়া দরদরিত-ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। অধিকারী তাঁহার এবংবিধ ভাব দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও ব্যাকুল হইলেন। নবকুমার অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "সমস্ত কথা বলিতেছি,শ্রবণ করুন।"

এই বলিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহিত অধিকারীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসার পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যেরূপে কপালকুণ্ডলার মৃত্যু হইয়াছে, সমস্ত বলিলেন। সেই সমস্ত শুনিয়া অধিকারী অবিরল অশ্রু-জল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে বড় ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। কাপালিকের অসদভিপ্রায় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহ দেন। আপাততঃ দেখিতে গেলে জগতে অধিকারী ভিন্ন কপালকুণ্ডলার আর কেহই ছিল না। অধিকারীরও যতদূর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার কেহই নাই। তিনি কপালকুণ্ডলাকে কন্যা-বাৎসল্যে লালন-পালন করিতেন। কপালকুণ্ডলার প্রতি তাঁহার অপত্যস্নেহ জন্মিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা জ্ঞানোদয়াবধি অধিকারী ভিন্ন অন্যকে জানিতেন না। অধিকারী পিতা, অধিকারী মাতা এবং অধিকারীই তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিলেন। এরূপ প্রিয় ব্যক্তি-দ্বয়ের মধ্যে একের অপমৃত্যু হইয়াছে শুনিলে অপরের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে সন্দেহ কি? অধিকারীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বহুক্ষণ রোদন করিলেন। নবকুমার ও মথুরানাথ তাঁহাকে বিস্তর প্রবোধ দিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া কহিলেন, "নবকুমার! কপালকুণ্ডলার অদৃষ্ট বড় মন্দ। ভবানী তাহাকে কখন সুখ দিলেন না। সে শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীনা; কোথায় পিতা, কোথায় মাতা, কোথায় নিবাস, বাছা তাহার কিছুই জানিত না। তোমার সহি[illegible] দিলাম। ভাবিলাম, একদিন না একদিন বা[illegible] মুখ দেখিতে পাইবে। অদৃষ্টে না থাকিলে [illegible] বল? সকলেই বিপরীত হইল।"

নবকুমার নীরবে রোদন করিতে লাগিলে[illegible] কারী কহিলেন,"নবকুমার! আর তাহা ভাবিয়া [illegible] তুমি সচ্চরিত্র ও শান্ত ব্যক্তি। বিধাতা তে[illegible] বেদনা দিতেছেন কেন? পুনরায় দারপরি[illegible] সংসারী হওয়া তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

নবকুমার নির্ব্বাক্। অধিকারী কহিলেন, [illegible] তাহার যেমন রূপ, তেমনই গুণ। তাহা[illegible] দেখিলে দেবী বলিয়া ভ্রম জন্মিত।"

নবকুমার কহিলেন, "কপালকুণ্ডলার [illegible] পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাঁহার [illegible] কেহই জানে না। কপালকুণ্ডলা স্বয়ং [illegible] জানিতেন না। আপনি তাঁহার বিষয় জানে[illegible]

অধিকারী দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহি[illegible] সকল যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া ভব[illegible] আমাকে জানাইয়াছেন। আমি সকলই জা[illegible]

নবকুমার কহিলেন, "সে সকল কথ[illegible] নিমিত্ত সময়ে সময়ে মন অত্যন্ত অস্থির হয়। [illegible] সে কথা আলোচনার আবশ্যক নাই। সময় [illegible] নার নিকটে সমস্ত শুনিব?

সে রাত্রি অধিকারী তথায় অবস্থান করি[illegible] উঠিয়া তিনি জন্মভূমি দেখিতে যাইবার [illegible] চাহিলেন। নবকুমার তাহাতে আপত্তি [illegible] লেন, "যে দুদিন আপনি এখানে আ[illegible] আমরা ভাল আছি। আপনি এক্ষণে গিয়া [illegible] তথায় কেই বা আছেন,—কাহাকে দেখিতে [illegible] বেন? আর চারি পাঁচ দিন পরে আমি স[illegible] আপনি সেই সময় বাটী যাইবেন। আমি [illegible] পরে আবার এখানে আসিব। আপনিও [illegible] মধ্যে ফিরিতে পারিবেন। আবার এখ[illegible] হইবে।"

অধিকারী তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অন্তিম-সময়ে।

"————————gone to pluto's reign,
There with sad ghosts to pine and shadows dun"
—Thomson's Castle of Indolence.

বৈকালে নবকুমার, মথুরানাথ ও অধিকারী ভ্রমণে নির্গত হইলেন। নবদ্বীপের দক্ষিণাংশে নিবিড় বন। তাঁহারা সেই দিকেই বেড়াইতে গেলেন। উভয়দিকে বন-মধ্য দিয়া গ্রামান্তর যাইবার নিমিত্ত এক পথ ছিল; তাঁহারা সেই পথ বহিয়া যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে পর সন্নিকটে একটি মনুষ্যের যন্ত্রণা-সূচক ধ্বনি এককালে তাঁহাদের তিন জনেরই কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহারা তিন জনেই চমকিয়া উঠিলেন; ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে তাকাইলেন—কিছুই দেখিতে পাইলেন না। যন্ত্রণা-ধ্বনি আরও প্রবল হইল। তাহা সন্নিহিত বনমধ্য হইতে নিঃসৃত হইতেছে বোধ হইল। তাঁহারা শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চলিলেন। দুই পা অগ্রসর হইয়া বৃক্ষ-লতার মধ্য দিয়া দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটি মনুষ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। তাঁহারা বৃক্ষ-লতার মধ্য দিয়া পথ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তথায় যাহা দেখিলেন, তাহাতে অধিকারী ও নবকুমার ত্রস্ত হইলেন। ভয়ানক দৃশ্য! তাঁহারা দেখিলেন, সাগর-তীরবাসী, কপালকুণ্ডলা-পালক, ভৈরবী-সেবক, জটাজূট-ধারী, দুরন্ত কাপালিক মৃত্যু-যন্ত্রণায় অধীর হইয়াছে। তাহার চরমকাল উপস্থিত। প্রাণবায়ু অনতিবিলম্বে সে দেহ-রাজ্য ত্যাগ করিবে। এতকাল ভৈরবী-আরাধনায় কি পুণ্য সঞ্চিত হইল, তাহা কাপালিক আর অল্পকাল পরেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। নবকুমার ও অধিকারী ভাবিলেন—কাপালিক এখানে কেন আসিল, সহসা উহার মৃত্যুই বা কেন হয়, এ সকল কথা এখন মীমাংসিত হইবার নহে। তাঁহারা কাপালিক-সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। কাপালিকের দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পড়িল। নবকুমারের শরীরে রোমাঞ্চ হইল; রক্তের বেগ বৃদ্ধি হইল; শিরা সকল কাঁপিতে লাগিল।

কাপালিকের মুখ প্রফুল্ল হইল। যন্ত্রণায় অধীর কাপালিক তাঁহাদিগকে দেখিয়া যেন কিঞ্চিৎপরিমাণে [illegible]র্ষিল। কাপালিক হস্ত দ্বারা তাঁহাদিগকে হইল। বসিতে ইঙ্গিত করিল। তাঁহারা বসিলেন। কাপালিক মুখব্যাদান করিল। তাঁহারা বুঝিলেন কাপালিক পানীয় চাহিতেছে। মথুরানাথ সত্বর জল আনিতে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে একটি মৃণ্ময় পাত্রে করিয়া এক পাত্র জল আনিয়া অধিকারীর হস্তে দিলেন। অধিকারী কাপালিকের মুখে অল্প অল্প জল দিতে লাগিলেন। জল পান করিয়া কাপালিকের কথা কহিবার ক্ষমতা হইল; অতি অস্পষ্ট কথা কহিতে লাগিল। কাপালিক নবকুমারের হস্তধারণ করিল এবং কহিল, "পাপ—ওঃ ঘোর—নরক—জ্বলন্ত। ভবানী ক্ষমা—অসম্ভব। ওঃ—নব—ক্ষমা। কষ্ট যাই—অনন্ত—ত্রাণ। আ—র—না। মা—সন্তান। ওঃ—ক্ষমা—তুমি—ক্ষমা। মরি—ই—ই—ই।"

এই বলিয়া কাপালিক নিস্তব্ধ হইল। পুনরায় মুখব্যাদান করিলে অধিকারী পানীয় দিলেন। কাপালিক আবার কহিল, "জীবন যায়। নরক। উপায়? ওঃ—মরি—যে। এবার না।"

কাপালিক নবকুমারের হস্ত হইতে হস্ত গ্রহণ করিল এবং দুই হস্ত একত্রিত করিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করত কহিতে লাগিল, "মা!—ক্ষমা—কর,—চরণ—দেও। মরি। নরকে—না। স—ন্তা—ন অবোধ আর—না। চ—র—ণ। পাপ—কথন—না—মা—আ—আঃ। ওঃ—যাই—যে! মাঃ জানি—তাম—না। এই—বার—ক্ষমা, আর—না। ওঃ!"

কাপালিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিল। ছট্‌ফট করিতে লাগিল। তাহার গভীর চক্ষুমধ্যে অশ্রুজল আবির্ভূত হইল। কাপালিকের কথা কহিবার ক্ষমতা ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। কাপালিক আবার মুখব্যাদান করিল। অধিকারী পুনরায় জল দিলেন। জল পান করিয়া নবকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, "তা—ই—নব। মরি—রাগ—মা—ক্ষমা।" এই বলিয়া নীরব হইল। কাপালিক অত্যন্ত দুরন্ত, দুর্মতি ও সে নবকুমারের মর্ম্মান্তিক ক্ষতি করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার মৃত্যুযন্ত্রণা ও নরকের বীভৎসমূর্ত্তি দর্শনে এবং তাহার অনুতাপ ও ক্লেশ দেখিয়া নবকুমারের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি উচ্চস্বরে কহিলেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। প্রার্থনা করি, ভবানীও তোমাকে ক্ষমা করিবেন।"

নবকুমার উচ্চ করিয়া বলিয়াছিলেন বলিয়া কাপালিক শুনিতে পাইল। সে আবার কহিল, "নব—ওঃ!

কপাল—কু—ণ্ড—লা—ল—ক্ষী—ই—ই—স—তী। ওঃ—মরি—যে। মা! আছে—যশি—পু—উ—উ। রা—ম। ওঃ—বা—ই—ব্রা—ণ। ধন—বা—ন। ভা—ল—আ—আ—আ। ভ—বা—নী—মা—আ—আ।"

নবকুমার ও অধিকারী উভয়েই এই কথাটি পরিষ্কার করিয়া শুনিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন। অধিকারী জিজ্ঞাসিলেন, "কপালকুণ্ডলার কথা কি বলিলেন?"

কাপালিক অতি কষ্টে আবার কহিল,—"আ—ছে—এ—এ। ও—ও—ওঃ। মাঃ—কপা—ল——লা——"

তাহার মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না। কপালকুণ্ডলার অর্দ্ধোচ্চারিত নাম তাহার জীবনের শেষ কথা হইয়া রহিল। অতি কষ্টে পাপী, অনুতাপী, নরক-ক্লেশভীত কাপালিক তনু-ত্যাগ করিল। তাহার গতি কি হইবে, তাহা সে পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়া গেল।

ধরণী-ধাম-বিচরণ-শীল কোন মানব সশরীরে কল্পিত সুখসন্তোষালয় স্বর্গে দেবগণমধ্যে নীত হইলে; ঐরাবত-সমারূঢ়, পারিজাত-স্রক্-শোভিত শচী সহ শচীনাথকে অথবা অন্য কোন দ্যুলোকবাসী দেবাত্মাকে সহসা সম্মুখে সমুপস্থিত দেখিলে; প্রাতঃসূর্য্য পশ্চিমগগনে সমুদিত হইলে অথবা নৈসর্গিক নিয়মের তদ্রূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে যেরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হওয়া সম্ভব—কাপালিকের প্রমুখাৎ কপালকুণ্ডলা-সম্বন্ধীয় কথাসকল শুনিয়া অধিকারী ও নবকুমারের তদ্রূপ বিস্ময় জন্মিল। কাপালিকের সমস্ত কথা নিতান্ত অস্পষ্ট ও জড়তাপূর্ণ হইলেও 'কপালকুণ্ডলা আছে', ইহা সে পরিষ্কাররূপে বলিয়াছে। উভয়ে ইহা লইয়া কতই আন্দোলন করিলেন। এ কথায় বিশ্বাসস্থাপনে এবং ইহার কোন নিগূঢ়ার্থ-নির্ব্বাচনে অক্ষম হইয়া সমুত্তর-প্রতীক্ষায় চিত্রপুত্তলীর ন্যায় উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে নবকুমার কহিলেন,"নিতান্ত অসম্ভব কথা। কিরূপে উহা বিশ্বাস করি? আমার বোধ হয়, কাপালিক মৃত্যুসময়ে প্রলাপ বলিল।"

অধিকারী বিষণ্ণভাবে কহিলেন, "তাহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?"

তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর অন্যরূপ বলিতে লাগিল। তাঁহাদের অন্তর ঐ কথাকে সত্য ও অভ্রান্ত ভাবিতে ইচ্ছা করিল। মুখে ও মনে ঐক্য হইল না।

অধিকারী কহিলেন, "কাপালিক মানবলীলা সংবরণ করিল। ও ব্যক্তির জীবন যত মন্দ হউক না কেন, আমি জানি, ও ব্রাহ্মণ; সুতরাং উহার যথা সম্ভব সংকারাদি করা কর্ত্তব্য।"

এ প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হ[illegible] এ কাপালিকের মৃতদেহ সুরধুনী-তীরে আনয়ন [illegible] সজ্জা করত দগ্ধ করিলেন। ঘোর তান্ত্রিক দেহ ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। পৃথিবী হইতে ও চিহ্ন চিরদিনের নিমিত্ত বিলুপ্ত হইল।

পরদিন নবকুমার সপ্তগ্রাম এবং অধি[illegible] যাত্রা করিলেন। কাপালিকের অন্তিমকালের বিস্মৃত হইলেন না। তাহা তাঁহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রেমিকা-পার্শ্বে।

"Oh woman ; lovely woman ; nature
To temper man ; we had been bruut

Angels are painted fair, to look like
There's in you all that we belive of h
Amazing brightness, purity and trutl
Eternal joy, and everlasting love."

পাঠক! বহুদিন পরে আবার নবকুমারের পার্শ্বে দর্শন করুন। অতঃপর পদ্মাবতী[illegible] বলিবার আবশ্যকতা নাই। সে নামের [illegible] চিরবিচ্ছেদ হইয়াছে।

পদ্মাবতী আপন গৃহে বসিয়া অধ্যয়ন [illegible] বেলা দ্বিপ্রহর। গৃহের সমস্ত দ্বারাদি রুদ্ধ। এ জন্য বড় অন্ধকার হয় নাই। পদ্মাবতী এ[illegible] ক্রোপরি উপাধানাবিলম্বনে বিশ্রাম করিতেছে[illegible] এক হস্তে পুস্তক, অপর হস্তে একখানি তাল[illegible] বতী একমনে পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছেন[illegible] সময়ে তালবৃন্ত ব্যজন করিয়া গ্রীষ্ম বিদূরিত [illegible] নিকটে একটি আধারে কতকগুলি স[illegible] রহিয়াছে; পদ্মাবতী ইচ্ছানুসারে এক[illegible] করিতেছেন।

ন সময় গৃহের একটি দ্বার উন্মোচন হইল। মুক্ত-
য়া নবকুমার প্রবেশ করিলেন। পদ্মাবতী সহসা
আগমন দৃষ্টে পুলকিতা হইলেন এবং সমস্ত কার্য্য
াগ করিয়া, বিদ্যুদ্বেগে তৎসন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে
পবিত্র আলিঙ্গন করিলেন ও সেই অবস্থাতে তাঁহাকে
বসাইয়া কতক্ষণ পার্থিব সমস্ত পদার্থ বিস্মৃত হইয়া
প আলিঙ্গনে বদ্ধা রহিলেন।

নেকক্ষণ পরে নবকুমার পদ্মাবতীর কুশল জিজ্ঞাসি-
পদ্মাবতী ক্রমে নবকুমারের বক্ষাসন হইতে
োত্তোলন করিয়া নবকুমার-কৃত প্রশ্নের উত্তর
নবকুমার দেখিলেন, পদ্মাবতীর নয়ন-নিঃসৃত
ীরে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গিয়াছে।

হুক্ষণ কথাবার্ত্তায় উভয়ে উভয়ের সমস্ত কথা জ্ঞাত
ন। পরে পদ্মাবতী কহিলেন, "শ্যামার সংবাদ

কুমার উত্তর করিলেন, "আমি যতদূর দেখিলাম,
ত আমার বোধ হইল, শ্যামা আপন অবস্থায় আপনি
আছে।"

দ্মা। শ্যামা আর কত দিন নবদ্বীপে থাকিবেন?

ব। আমি আর কিছু দিন থাকিলে একবারে
সঙ্গে লইয়া আসিতাম; কিন্তু তোমাকে দেখি-
মন ব্যাকুল হইল, এ জন্ত ব্যস্ত হইয়া চলিয়া
। কিছু দিন পরে গিয়া শ্যামাকে আনিব।

আবার কত দিন পরে যাইতে হইবে? এবারে
াইবে, তখন আমি তোমার সঙ্গে যাইব। তুমি
াইয়া [illegible] বিলম্ব করিবে, তাহা
।

এবার আমার নবদ্বীপে অধিক বিলম্ব হইবে
শ্যামাকে সঙ্গে লইয়া আসিব।

মাত্র হাসিলেন। মনে এই কথার উত্তর দিবার
উদিত হইল, তাহা না বলিয়া বলিলেন,
রও সেখানে ভাল থাকেন, তবে এত ব্যস্ত হইয়া
আনিবার প্রয়োজন কি?"

ত শ্যামা যদিও এইক্ষণ ভাল আছে, কিন্তু দীর্ঘকাল
সম্ভাবিত নহে। সপত্নী-সহবাসে কত দিন
কবে? আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, শ্যামা
থাকিলে আমার কত ক্লেশেরই সম্ভাবনা।

রের কথা শুনিয়া পদ্মাবতী একটু অন্যমনস্কা
তিনি যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার
হইল। তিনি কহিলেন, "নবকুমার!
দাসীর একটি কথা শুনিতে হইবে। দাসীর প্রতি
আশাতিরিক্ত অনুগ্রহ করিয়াছ। দাসীর আশার
নাই—তোমার নিকট আবার প্রার্থনা করিতে

নব। কি কথা, নিঃসঙ্কোচে বল।

পদ্মা। তোমাকে কিন্তু আমা[illegible] ও
হইবে।

নব। তুমি যাহা বলিবে, [illegible] বল।

পদ্মা। কথা এই—তো[illegible] বাহ করিতে
হইবে। আমার এই ক[illegible] রাখিতেই হইবে।
তুমি একটি বিবাহ ক[illegible] সুখের সীমা থাকিবে
না। মনের সকল [illegible] হইয়াছে; এখন এটি
সফল হইলেই আমি চা[illegible] হই। তুমি ইহা স্বীকার
কর। ইহাতে অসম্মত করিলে আমি বড় ক্লেশ পাইব।

নবকুমার ইহার কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে
পারিলেন না; অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া থাকিলেন;
পরে সবিস্ময়ে কহিলেন, "পদ্মাবতি! তোমার মনে সহসা
এ ভাব জন্মিল কেন?"

পদ্মা। এ ভাব সহসা জন্মে নাই; আর ইহা
অকারণও নহে। আমি তোমার চরণছায়ার ভিখারিণী
ছিলাম, তোমার নিকট সে ভিক্ষা লাভ করিয়াছি;
তাহারও অধিক লাভ করিয়াছি। এ অদৃষ্টে এত হইবে,
তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তোমার ক্লেশ-নিবারণ-চেষ্টাই
আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তোমার ক্লেশ আমি
কেমন্ চক্ষে দেখিব? তুমি একটি বিবাহ করিলে তোমার
সাংসারিক সমস্ত ক্লেশ অপনোদিত হয়, তাহা আমি
বুঝিতেছি। কোন্ প্রাণে তোমাকে সে জন্য অনুরোধ
না করিব?

নবকুমার পদ্মাবতীর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত
হইলেন। যে পদ্মা কিছু দিন পূর্ব্বে স্বামি-প্রেম একাকিত্ত
করিবার নিমিত্ত কি না করিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে অধুনা
এ কথা শুনিয়া কাহার না বিস্ময় জন্মিবে? নবকুমার
অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "পদ্মাবতি! আমি আর বিবাহ
করিব না। আর কাজ কি?"

পদ্মাবতী কহিলেন, "নাথ! বিবাহ করিলে আমি
অসুখী হইব বলিয়া তুমি কি আশঙ্কা করিতেছ?—আমি
তাহাতে অসুখী হইব না। বরং তাহাতে আমার সুখ
বিপুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। তুমি আমার চিন্তায় নিজ
সুখে কণ্টক দিলে, আমার সুখ না হইয়া দুঃখই বাড়িবে।
আমি কি দেখিতেছি না যে, নিঃসংসারী হওয়ায় তোমার
কত অনিষ্ট ঘটিতেছে? এমন স্থলে তাহাতে অসম্মত করা

কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে আমি সুখী হইব অথচ তোমারও মঙ্গল হইবে, সে কার্য্যে আপত্তি কি ?"

নবকুমার বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ;—ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! সেই পদ্মাবতী এইরূপ হইয়াছে। বিধাতা সকলই করিতে পারেন। সময়ে সবই হয়। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন;"পদ্মাবতি! তুমি নারী-কুলের অলঙ্কার। তুমি আমার নিতান্ত হিতৈষিণী। তোমার কথাসকল অমৃত-রসে সিঞ্চিত ; তোমার বাক্য-পীযূষ পান করিলে আমার মন এতই অভিভূত হইয়া উঠে যে, অন্য কিছু জ্ঞান থাকে না। এক্ষণে বিবেচনা বা চিন্তার সময় নহে। তোমার ও কথা আমি পরে মীমাংসা করিব।"

পদ্মা। অচ্ছা। সে যাহা হউক, নবকুমার! তুমি কপালকুণ্ডলা—

'কপালকুণ্ডলা' এই শব্দটি উচ্চারিত হইবামাত্র নবকুমার শিহরিয়া উঠিলেন। পদ্মাবতী তাহা লক্ষ্য করিলেন, তথাপি তিনি বলিতে লাগিলেন, "নবকুমার! তুমি কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে কখন কিছু শুনিতে পাও কি ?"

নবকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কপালকুণ্ডলার কথা আর কেমন করিয়া শুনিব ? তাহার অকালমৃত্যুর সহিত তাহার নামও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে সম্বন্ধে আর কে কি বলিবে ?"

পদ্মা। সে বিষয়ে কি তোমার মনে কখন কোন সন্দেহও হয় না ?

নব। কি আশ্চর্য্য কথা! পদ্মাবতি! কেমন করিয়া সন্দেহ হইবে ? আমার কথায় যদি তোমার অবিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে আমি বলিতেছি, কপালকুণ্ডলা আমার সাক্ষাতে—আমার চক্ষের উপর, আমার সহিত একত্রে নদীতীরস্থ এক খণ্ড মৃত্তিকার সহ অতল জলে নিপতিত হইয়াছে। আমি জলে ডুবিয়াও তাহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অশেষ যত্ন করি; কিন্তু আমার চেষ্টা বিফল হইল। কপালকুণ্ডলা স্রোতোবেগে কোথায় ভাসিয়া গেল, আমি তাহার সন্ধান করিতে পারিলাম না। অবশেষে আমার সংজ্ঞাও তিরোহিত হইয়া গেল।

এই কথা বলিতে বলিতে নবকুমারের মনে পূর্ব্বস্মৃতির উদয় হইল। মনে শোক উপস্থিত হইল। তিনি অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিলেন, "কেন ? পদ্মাবতি! আজ ও সকল কথা জিজ্ঞাসিতেছ কেন ?"

পদ্মাবতী কহিলেন, "এ সকল কথার আলোচনায় তোমার মনে যাতনা উপস্থিত হইবে, তাহা জানি, তথাপি না জিজ্ঞাসিলে নয়। আমি এ সকল কথা আজ কেন জিজ্ঞাসিতেছি, শুন।" এই বলিয়া পদ্মাবতী সমস্ত বৃত্তান্ত নবকুমারের নিকট যথাযথ বর্ণনা করিলেন। সকল কথা শুনিতে শুনিতে নবকুমারের অশ্রু আবির্ভূত হইল। পদ্মাবতী সমস্ত কহিলেন, "নাথ! ইহাতে তোমার কি বো

নব। বোধ কি হইবে ? ইহা আমার বু কপালকুণ্ডলা নাই এবং থাকাও নিতান্ত আমি বেশ জানি। তবে আমার দুরদৃ ক্লেশের এখনও শেষ হয় নাই। এই জন্য কপালকুণ্ডলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ছায়ার ন্যায় জুটিতেছে। ও সকল কিছুই নয়, কেবল স লিত হইবার এবং ক্লেশ ও যাতনা পাইবার

পদ্মা। কিন্তু তুমি যাই বল, আমার কপালকুণ্ডলা আছেন। বোধ করি, কোন মুক্তিলাভ করিয়া থাকিবেন।

নব। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) পদ্মাব কষ্ট-কল্পনা কেন করিতেছ ? আমি নিতা আমার কষ্টের সীমা নাই। অন্যের হই হইত, আমার অদৃষ্টে কখনই তাহা ঘটিবে ন আর কেন চিত্তকে বদ্ধ করিতেছ ? স্ব করিয়া কি হইবে ?

পদ্মা। যাহা হউক, এ জন্য অনুসন্ধান

নবকুমার শুষ্কভাবে কহিলেন, "কোথ করিব ?"

নবকুমার বলিলেন বটে, 'কোথায় অনু কিন্তু তখন তাঁহার চিত্তের অবস্থা এমনই ভ যে, কপালকুণ্ডলার পুনর্দ্দর্শনপ্রাপ্তির নিমি দুরূহ কার্য্যসাধনে তিনি অকাতরে মন নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি স কুণ্ডলাময় দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভাবনা তিরোহিত হইয়া গেল। কপালকুণ্ডল অধিকার করিলেন। নবকুমার হৃদ দেখিলেন, তথায় একটি মূর্ত্তি—এক মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। সে মূর্ত্তি নব কপালকুণ্ডলা তো অনেক দিন পরে তবে তাঁহার মূর্ত্তি অদ্যাপি নবকুমা রহিয়াছে কেন ? নবকুমার প্রতি সংসার ভুলিবেন, আপনাকে আ পার্থিব সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিবেন, কুণ্ডলাকে হৃদয় হইতে কখন অপনীত

মার সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই—আর কখনও যে ত হইবেন, তাহাও সম্ভাবিত নহে। যে ব্যক্তি জ সহচরগণের উপকারার্থ নিঃস্বার্থে কাষ্ঠ-ভার কে বহন করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি যে প্রাণদায়িনী স্বিনী সুন্দরীর মূর্ত্তি চিরদিনের নিমিত্ত সহর্ষচিত্তে য়ে ধারণ করিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? নবকুমারের য়ে কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালের ল শাসনে মূর্ত্তি স্থানে স্থানে বিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু না স্মৃতিরঙ্গ-সংযোগে বিকৃত অংশ সকল সংস্কৃত ও ত রঞ্জিত হইল। আবার নবকুমারের হৃদয়ে মোহিনী লকুণ্ডলা শোভা বিকাশ করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে কাপালিকের মরণকালীন কথাগুলি কপাল-লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নবকুমারের হৃদয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ ইয়া দিয়াছে। অদ্য পদ্মাবতীর প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা তাঁহার সে সন্দেহ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইল। তিনি ার প্রভাবে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিলেন। যদি সর্ব্বস্ব করিলে কেহ তাঁহাকে বলিয়া দেয়, কপালকুণ্ডলা ন,—তিনি অমুক স্থানে আছেন, নবকুমার তদ্দণ্ডে াকে তাহা সন্তুষ্টচিত্তে দিতে সম্মত। যদি আত্মজীবন রাখিলে একবারমাত্র কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে য়া যায়, নবকুমার অবাধে তাহাতেই স্বীকৃত। যদি বনের বিনিময়ে কপালকুণ্ডলার সংবাদ পাওয়া কুমার হৃষ্টচিত্তে তাহা করিতে প্রস্তুত।

কে মানুষের হৃদয় দেখে। যে ব্যক্তি দেখিতে সেই দেখে, অন্যে দেখিতে পায় না। সকলেরই আছে। চক্ষু দর্শনযন্ত্র। সকলেই সকলের হৃদয় তে পায় না কেন? তাহার উত্তর—তাহাতে কৌশল াহাতে অভিজ্ঞতা চাই। সে কৌশল উপদেশ দ্বারা া দেওয়া যায় না। কাল ও স্বভাব যাঁহাকে তাহা ইয়াছেন, তিনিই শিখিয়াছেন। চক্ষুর ক্ষমতা স্বচ্ছ ব্যতীত অন্য কিছু ভেদ করিতে পারে না। তবে ন মানুষের হৃদয় দেখে কি প্রকারে? দর্পণে যেমন চ্ছ পদার্থের ছায়া পড়ে, তেমনই এক প্রকাশ্য স্থানে য়েরও ছায়া পড়ে। সে স্থান বদন। তোমার রাগ , দ্বেষ হউক, আনন্দ হউক, মনস্তাপ হউক—যে িত জানে, সে তোমার বদন দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পদ্মাবতি! কি দেখিতেছ? তোমার হৃদয় হা তুমি বুঝিতেছ কি? নবকুমার বতীর মুখের প্রতি তাকাইয়া কথা বলিলেন, তাহা তাঁহার অন্তরের কথা কি না, নবকুমার যেন তাই জানিবার নিমিত্ত পদ্মার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন; নবকুমারের মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি দেখিলেন, পদ্মাবতীর দৃষ্টিতে পবিত্র সরলতা বিরাজ করিতেছে; যে কপটহৃদয়ী, তাহার সেরূপ দৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। পদ্মা যখন যাহা বলেন, তাহা তাঁহার অন্তর হইতেই বলেন। তিনি ভাবিলেন, "পদ্মাবতী রমণীরত্ন। সহস্র ক্ষতি হয় হউক, তথাপি পদ্মাবতীর সুখ-সাধনে যাহা প্রয়োজন, তাহা করিব।" এই জন্যই বলিতেছি, "পদ্মাবতি! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে থাক; তোমার ভয় কি? তোমার সুখ নবকুমারের প্রধান লক্ষ্য।"

নবকুমার অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "প্রিয়ে! বহুদিন উমাপতির সহিত সাক্ষাৎ নাই। একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবার আসিতেছি।"

এই বলিয়া নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন।

পদ্মাবতী বলিলেন, "তোমার সহিত এখনও অনেক বিশেষ কথা আছে।"

নবকুমার কহিলেন, "যদি সময়ান্তরে বলিতে ক্ষতি না হয়, তবে পরে বলিও।"

পদ্মাবতী বলিলেন, "তাহাই হইবে।"

নবকুমার প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অশনি-সম্পাতে।

"সন্তাবেক্তা আগমেনুং মহৎসবেসুং কসাবেক্তা।
ছিঅচ্ছিয়া বিঅবিহবা বিরহে মিত্তানং তুম্মনা অস্তে॥"

—মুদ্রারাক্ষস।

যে বিপদে নিষ্পেষিত হইয়া উমাপতি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, পাঠক মহাশয় তাহা জ্ঞাত আছেন। উমাপতির মাতুল প্রভৃতি কেন সহসা এরূপ হইল, জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলেন, কুত্রাপি তাঁহার সন্ধান পাইলেন না; কেহ কোন সংবাদও দিতে পারিল না। তখন হরিহর ভাবিলেন, 'নিশ্চয়ই উমাপতি সপ্তগ্রাম গিয়াছেন।' এ জন্য পরদিন প্রত্যূষে স্বয়ং সপ্তগ্রাম আসিলেন। তথায় উমাপতি আসেন নাই। উমাপতির মাতা সমস্ত শুনিলেন। হরিহর

তথায় বিলম্ব না করিয়া উমাপতির সন্ধানে গমন করিলেন। পরদিন বৈকালে নবকুমার উমাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে তথায় গমন করিলেন। উমাপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিলেন। তাঁহার শিরে যেন অশনি-সম্পাত হইল। তিনি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিলেন। বৃদ্ধার রোদন দেখিয়া নবকুমারের হৃদয় গলিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার সহিত উমাপতির অভিন্ন ভাব ছিল; সেই উমাপতির এতাদৃশ অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদ্ শ্রবণে নবকুমার একান্ত ব্যথিত হইলেন। বিশেষতঃ উমাপতির স্থবিরা জননীর কাতরতা দেখিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন,"মা! তুমি কাঁদিও না। ভয় কি? আমার বেশ বোধ হইতেছে যে, কোন দৈব বিপাকে পড়িয়া উমাপতি বদ্ধ আছেন। তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় নাই, ইহা আমার বেশ মনে লইতেছে। যাহা হউক, আমি কল্য প্রত্যূষে নির্গত হইব। পৃথিবী অনুসন্ধান করিব, প্রাণ দিব, যেমন করিয়া পারি, উমাপতিকে আনিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। কোন চিন্তা করিও না। ভয় কি?"

বৃদ্ধা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,"বাবা নবকুমার! তুমি চিরজীবী হও। দাদা অনুসন্ধানের ত্রুটি করিতেছেন না। আহা! তাঁহার বড় ভয়, বড় ভাবনা। একটি ছেলে নাকি এমনই করিয়া নিরুদ্দেশ হইল, আর পাওয়া গেল না, সেই জন্য আরও ভাবনা। কপাল মন্দ। নবকুমার! তুমি আর কোথায় যাইবে? তোমাতে উমাপতিতে প্রভেদ নাই। তোমার বিপদেও তো আমার চিন্তা।"

নবকুমার তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "মা! আপনি অন্যায় বলিতেছেন। আমি কোন্ প্রাণে নিশ্চিন্ত থাকিব? আপনি আমায় বাধা দিবেন না।"

এই বলিয়া নবকুমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, তাঁহার চরণে প্রণাম করত প্রস্থান করিলেন।

নবকুমার তথা হইতে একেবারে পদ্মাবতীর আলয়ে আগমন করিলেন। পদ্মাবতী পুনরায় নবকুমারকে সমাগত দেখিয়া পুলকিত হইলেন।

নবকুমার কহিলেন, "পদ্মাপতি! উমাপতির সংবাদ শুনিয়াছ?"

পদ্মা। না, তাহা তো কিছু শুনি নাই।

নবকুমার তখন সমস্ত ক।। পদ্মাবতীর গ চর করিয়া কহিলেন, "পদ্মাবতি! কল্য প্রত্যূষে আমি উমাপতির সন্ধানে যাত্রা করিব; কত দিনে ফিরিব, তাহার স্থিরতা নাই। তুমি যে সকল কথা বলিবে বলিয়াছিলে, যদি বিশেষ আবশ্যক হয়, তবে এই সময় বল।"

পদ্মাবতী দাঁড়াইয়া ছিলেন, সমস্ত কথা শুনিয়া ধীরে উপবেশন করিলেন। তাঁহার শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি আপন অদৃষ্টকে সহস্রবার ধিক্ দিয়া কহিলেন,"নবকুমার! আমি জানি,উমাপতি তোমার প্রাণাধিক প্রিয়। তাঁহার বিপদে তোমারও বিপদ্। এ সংবাদে তোমার কখন নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য [illegible] —কিন্তু তুমি কোথায় যাইবে? যদি স্থির-নিশ্চিত [illegible] যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলে তাঁহার [illegible] পাইবে এবং তাঁহার বিপদ্ মোচন করিতে পারিবে, [illegible] হইলে এই মুহূর্ত্তেই গমন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যখন কিছুই নিশ্চিত নাই, তখন তুমি কি করিবে? [illegible] তোমাকে তোমার এই কর্ত্তব্যকার্য্য হইতে নিরস্ত [illegible]তেছি না, কিন্তু তোমাকে ইহার পরিণাম [illegible] করিতে বলিতেছি।"

নবকুমার বলিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, [illegible] যথার্থ; কিন্তু আমি কি বলিয়া স্থির থাকি? উমা[illegible] বৃদ্ধা জননীর কাতরতা যদি দেখিতে, তাহা [illegible] আমার ন্যায় তুমিও সমস্ত ভবিষ্যৎজ্ঞানহীন হ[illegible] কি করি, অন্য কোন উপায় নাই, কল্য [illegible] গোপালপুরে উমাপতির মাতুলের নিকট যাইব। [illegible] যাইয়া কোন বিহিতবিধান করিতে পারি [illegible] অগত্যা আবার প্রত্যাগমন করিব। ইহা অপেক্ষা [illegible] সদুপায় কিছু থাকে, বল।"

পদ্মাবতী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন; পরে ক[illegible] "তোমার উদ্দেশ্যে বাধা দিব না। তুমি যাও—[illegible] তোমার মানস সফল করুন। এরূপ অবস্থায় [illegible] থাকিলে মিত্রতার কার্য্য হয় না। সোদরাধিক [illegible] মিত্রের নিমিত্ত সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত [illegible] কর্ত্তব্য। যাও—কিন্তু এক কথা, আমি সংবাদ [illegible] যেন।"

নবকুমার আবার ভাবিলেন, পদ্মাবতী রমণীরত্ন [illegible] একবার তিনি ঐ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এ[illegible] সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। তিনি [illegible] ক্ষণ পদ্মাবতীর বদন পদ্ম নিরীক্ষণ করিতে লাগি[illegible] দেখিতে দেখিতে তাঁহার দৃষ্টি পদ্মাবতীর [illegible] করিল। নবকুমার দেখিলেন, [illegible] নবকুমা[illegible] ক্রীড়া করিতেছে। [illegible] নবকুমার তাহার সহিত [illegible] দিবেন, [illegible] কখন অপনীত [illegible]

পদ্মার হৃদয়ে কলঙ্ককণাও দর্শন করিলেন না। ইহা প্রণয়ের ধর্ম—নূতন নহে।

গ্রীশীয়েরা প্রণয়-দেব কিউপিদ্‌কে অন্ধ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। অপর সম্প্রদায়ী কেহ কেহ কহেন, প্রণয়-দর্শন সলোমান্ অভিহিত সুপ্রসিদ্ধ চসমা-বিক্রেতাদিগের দর্শনযন্ত্র-জাত দৃষ্টি অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ। এই দুই সর্ব্বথা বিভিন্ন মতই সত্য এবং প্রশংসনীয়। প্রণয় এক পক্ষে নিতান্ত অন্ধ, অপর পক্ষে তাহার দিব্য দর্শন। প্রণয়ী প্রণয়ীর পর্ব্বত-প্রমাণ দোষও সহজে লক্ষ্য করিতে পারেন না, কিন্তু তিলপ্রমাণ গুণকে তাল করিয়া দেখেন।

নবকুমার সোৎকণ্ঠায় কহিলেন, "পদ্মাবতি! আমাকে কি বলিবে বলিয়াছিলে—বল।"

পদ্মাবতী কহিলেন, "বলিতেছি।"

এই বলিয়া নিকটস্থ পেটকমধ্য হইতে একখানি অঙ্কুরোচিত লিপি বাহির করিলেন। লিপি নবকুমারের নামে শিরোনামাঙ্কিত। পদ্মাবতী লিপি নবকুমারের হস্তে দিয়া কহিলেন, "অল্প দিন হইল, বাদশাহ জাহাঙ্গীর এই পত্র পাঠাইয়াছেন।" নবকুমার ব্যগ্রতা সহকারে লিপিপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিশাবসানে।

"রাজমার্গো হি শূন্যোঽয়ং রক্ষিণঃ সঞ্চরন্তি চ।
——————বহুদোষা হি শর্ব্বরী॥"

—মৃচ্ছকটিকনাটকম্।

রাত্রি অনেক। দ্বিপ্রহরের ন্যূন নহে। গ্রাম প্রায় নিঃশব্দ। কেবল সময়ে সময়ে দুই একটা কুক্কুর দূরস্থ পত্রমাত্র অথবা অন্য কিছুর স্পন্দন লক্ষ্য করিয়া ঘোর চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল বিদারিত করিতেছে, অথবা কদাচিৎ দুই একটি পক্ষী সহসা কুলায়ভ্রষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল স্বীয় রবে প্রকৃতির শান্তি নষ্ট করিতে করিতে পুনরায় নীড়াশ্রয় লইতেছে; ক্ষণে ক্ষণে দুই একটা পেচকাদি জীব স্ব স্ব বীভৎস রব বিস্তার করত মাতৃ-ক্রোড়ে বালিকার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারিত করিতেছে [illegible] স্থানীয় শান্তিরক্ষক প্রহরী উচ্চরবে [illegible] জ্ঞাপন করিয়া গ্রামের সতর্কতা-বিধান করিতেছে। একবিধ ঝিল্লিগণের দিগন্তব্যাপী চীৎকার এবং রজনীসম্ভূত একটি অনির্ব্বচনীয়, যুগপৎ ভীতি ও প্রীতিজনক শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ লভিতেছে। রাত্রি চম্-চম্ করিতেছে। মানবগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এক্ষণ নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছে এবং নানাবিধ সুখ-দুঃখ পূর্ণ স্বপ্নের মোহে অভিভূত হইতেছে। কোন অন্ন-বস্ত্র-বিহীন দরিদ্র হয় ত স্বপ্ন-দেবীর মোহময়ে মুগ্ধ হইয়া ক্ষণিক রাজসুখসম্ভোগ করিতেছে এবং হয় ত কোন কোন অতুল্য রত্নরাজি-পরিবেষ্টিত নরপতি ছিন্ন-কন্থাবিলম্বিত স্কন্ধ লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষালব্ধ অন্নে উদর-পোষণের ক্লেশানুভব করিতেছে। এইরূপে স্বপ্ন হয় ত কোন পাপী দুরাত্মাকে অননুভূতপূর্ব্ব সুখসংবেষ্টিত স্বর্গে তুলিতেছেন এবং কোন পুণ্যাত্মাকে কুম্ভীপাক-নরকস্থ পূতি-পরিপূর্ণ কুণ্ডগর্ভে নিক্ষেপিতেছেন। স্বপ্ন! তোমার মহিমা অসীম! তুমি সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ, জ্ঞানীকে মূর্খ এবং মূর্খকে জ্ঞানী, ধনীকে দরিদ্র এবং দরিদ্রকে ধনী, যুবককে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধকে যুবক করিতেছ! তোমার ক্ষমতা জ্ঞানের অতীত। রজনি! তুমি তোমার চিরসহচরী নিদ্রা এবং তাহার কন্যা স্বপ্ন, তোমরা তিন জনে মিলিত হইয়া সংসারে কি রঙ্গই না দেখাইতেছ! রজনীর তমসাবরণে আবরিতকায় হইয়া কত কঠিনহৃদয় দস্যু নির্দ্দয়তা সহকারে অপরের জীবন সংহার ও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে; কত দুরাচার উপযুক্ত সময় পাইয়া হীনপ্রাণা, সহায়হীনা, পতিব্রতা সতীর সতীত্ব নষ্ট করিতেছে; ভয়ানক ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণ উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত এই সময়ে কত শত জীবের জীবন নাশ করিতেছে। রজনি! তোমার আগমনে অনেকে বিমল শান্তি লাভ করে বটে, কিন্তু অনেকের এতাদৃশ পাপ-প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় কেন? —সংসারে এত অনিষ্ট হয় কেন?

নবকুমার সুখময় শয়নে শায়িত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা আইসে নাই। উমাপতির নিমিত্ত চিন্তা, কিরূপে কোথায় তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইবে, সেই ভাবনায় তাঁহার মন অস্থির। সে অবস্থায় কি ঘুম আইসে? নবকুমার মানস-নেত্রে উমাপতিকে দেখিতে লাগিলেন, ভয়ানক বিপদ্ হইতে যেন তাঁহাকে মুক্ত করিতে লাগিলেন এবং পুনর্মিলনে যেন সাক্ষাতে তাঁহার সহিত কত কথা কহিতে লাগিলেন।

প্রত্যূষে উমাপতির সন্ধানে যাইতে হইবে বলিয়া তিনি প্রস্তুত হইয়া শয়ন করিয়াছেন; কিন্তু নিদ্রা না

আসায় শয্যা বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। কি মনে হইল,— শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। দীপালোক-সন্নিহিত হইয়া পদ্মাবতী-প্রদত্ত লিপি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে পত্রের সংক্ষেপ মর্ম্ম আমরা পাঠকগণকে জ্ঞাত করাইতেছি।—

"মান্যবরেষু—

সসম্মান-নিবেদনম্—

বাদশাহ জাহাঙ্গীর বাহাদুরের আদেশক্রমে আপনাকে লিখিত হইতেছে যে, যদিও কখন বাদশাহ বাহাদুরের সহিত মহাশয়ের সাক্ষাৎ নাই, তথাপি তিনি অতঃপর আপনাকে একজন প্রধান মিত্র বলিয়া গণ্য করিবেন। সে বিষয়ে যে কারণ আছে, তাহা মহাশয় জানিতে ইচ্ছা করিলে পরে জানিতে পারিবেন।

সম্প্রতি এই প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ বাদশাহ বাহাদুর মহাশয়কে একটি নিষ্কর জায়গীর প্রদানে অভিলাষ করেন। ঐ জায়গীর মহাশয়কে অন্ততঃ লক্ষ মুদ্রা আয় দিবে। আপনি অকুণ্ঠিত-চিত্তে গ্রহণে স্বীকার করিলে তিনি আপ্যায়িত হইবেন।

জাঁহাপনা সর্ব্বদা মহাশয়ের সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করেন, এ জন্য মহাশয় তাঁহাকে পত্র লিখিবেন। ঈশ্বরেচ্ছায় বাদশাহ বাহাদুরের সমস্ত মঙ্গল। তিনি অবিলম্বে মহাশয়কে স্বয়ং পত্র লিখিবেন। নিবেদন ইতি। তারিখ ২৯শে রমজান।

অনুগত শ্রীগাহয়স উদ্দীন।"*

নবকুমার যতবার এই লিপি পাঠ করিলেন, ততবারই তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নবকুমার সামান্য ব্যক্তি—জাহাঙ্গীর ভারত-সিংহাসন-সমারূঢ় বাদশাহ; উভয় পক্ষে এত প্রভেদ। এরূপ ধর্ম্মগত, জাতিগত, আচারগত, মানসম্ভ্রমগত, সম্পত্তিগত, ক্ষমতাগ[ত] ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে মিত্রতা! নবকুমারকে ধনী ক[রিবার] এবং তাঁহার সহিত মৈত্রী-সংস্থাপনের এত চেষ্টা. নবকুমার বহুক্ষণ এই বিষয়ের আলোচনা ক[রিলেন]। তিনি পদ্মাবতীর জীবন-বৃত্তান্ত অনেক জানিয়া[ছিলেন]; বাদশাহের সহিত পদ্মাবতীর পূর্ব্ব-সম্বন্ধই ইহার [কারণ] বিবেচনা করিলেন। সে সিদ্ধান্তে তাঁহার চি[ত্ত] উপস্থিত কি না, তাহা বলিতে পারি না। [অ]পরে নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন এবং পত্রখানি [উপাধান]তলে রাখিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন।

শয্যা যেন চিন্তার নিকেতন। যাঁহারা কখনও [চিন্তার] হস্তে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, রাক্ষ[সী] যে সময় নিদ্রা প্রতীক্ষায় মানবগণ নিশীথে শ[য়ন] হয়, সেই সময়েই সমধিক দৌরাত্ম্য করে। এক[্ষণে উ]চিত সময় উপস্থিত হওয়ায় নিশাচরী দুর্ভাবনা নবকুমারকে আক্রমণ করিল। তিনি শয়ন [করিয়া] আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রোধ, হিংসা, শোক প্রভৃতির স্বভাব এই যে, যখ[ন] এক কারণে ইহাদের একটি উদ্দীপ্ত হয়, তখ[ন] তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য যত তাহার উত্তরসাধক একাল পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, স[কলই] মনে উপস্থিত হয়। নবকুমারের পক্ষেও [তাহাই] হইল। দুর্ভাবনাজনক যত বিষয়, সবগুলি মনে [আসিতে] লাগিল।

নবকুমার যখন এইরূপ চিন্তা-সাগরে মগ্ন, তখন কে যেন তাঁহাকে বাহির হইতে ডাকিল, নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি পুলকি[ত হই]লেন; ব্যস্ততা সহকারে উঠিয়া বসিলেন। সেই স্বরে আবার তাঁহার নাম উচ্চারিত হইল। নবকুমারের পরিচিত। আহ্বানকারী কে, তাহ[া] বুঝিলেন। লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন এব[ং পরি]চিত ব্যক্তির উদ্দেশে ধাবমান হইলেন।

---

* ভারতেতিহাস-পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন যে, গাহয়স জাহাঙ্গীর বাদশাহের প্রধান উজীর ছিলেন। এই ব্যক্তি বিখ্যাতনাম্নী নুরজাহানের পিতা।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কারাগারে।

"জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ,
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ং,
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা॥"
—মহানাটকম্।

পাঠক! উমাপতি কোথায়? তাঁহার অদৃষ্টে কি হইল?—এ সকল কথা জানিবার জন্য কি আপনার অণুমাত্রও ইচ্ছা জন্মে নাই? যদি জন্মিয়া থাকে, অগ্রসর হউন।

দুরাচারেরা উমাপতিকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কতক্ষণ তাহারা তাঁহাকে এইরূপে লইয়া চলিল অথবা তাহারা তাঁহাকে লইয়া কোথায় চলিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার সেই সময়ের মানসিক অবস্থা বর্ণনাতীত। পরিত্রাণের আশা দুরাশা, সুতরাং তিনি চেষ্টা-শূন্য। মন নিতান্ত অস্থির। বিবিধ চিন্তায় হৃদয় আচ্ছন্ন।

সময়ে সময়ে উমাপতির গাত্রে বৃক্ষ-লতাদি স্পৃষ্ট হইতে লাগিল; তজ্জন্য তিনি অনুমান করিলেন, তাঁহাকে কোন বন-মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছে। এইরূপে প্রায় সমস্ত রাত্রি উমাপতিকে বহন করিয়া দুরাত্মারা নিশাবশেষে একটি স্থানে উপনীত হইল এবং তথায় তাঁহাকে স্কন্ধ হইতে নামাইল। এই সময়ে সেই কর্কশভাষী পূর্ব্বপরিচিত বক্তা কহিল, "শুন, আজ একে সেই ঘরে রাখ। সকালে এর যা হয় করা যাবে। এখন রাত্রি নাই। তোমরা সকলে ঘুমাও। আর দেখ, এখন ওর মুখ বাঁধিয়া রাখার দরকার নাই। যদি চেঁচাইয়া গোল করে, তবে তখনই কাটিয়া ফেলিলেই চুকিয়া যাইবে।"

কথা-বার্ত্তা শ্রবণে উমাপতি অনুমান করিলেন, সেই ব্যক্তি দলপতি। তাহারা আবার উমাপতিকে আকর্ষণ করিল এবং সন্নিহিত একটি ঘরের চাবি খুলিয়া উমাপতিকে তথায় লইয়া গেল। এক্ষণে তাঁহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। অতিকষ্টে উমাপতির নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছিল, তিনি তজ্জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। তিনি সজোরে শ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতা তিরোহিত হইয়া আসিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তিনি সে ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। এই সময় বাহকেরা তাঁহাকে সেই স্থানে রাখিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল। উমাপতি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই স্থানের নাম কি?"

দুরাত্মাদের একজন কঠিন স্বরে কহিল, "তাহাতে তোমার দরকার কি?"

উমাপতি পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন, "আমাকে এরূপে বন্ধন করার কারণ কি?

উত্তর—যাঁর হুকুমে হইয়াছে, তাঁর কাছে জানিও।

উমা। তিনি কে?

উত্তর—আমাদের রাজা।

উমা। তাঁহার নাম কি?

উত্তর—কেন, তাঁকে তুমি জান না? তাঁর নাম কে না জানে? তোমার বাড়ী কোথায়?

উমা। সপ্তগ্রাম।

"সপ্তগ্রামে আমাদের প্রভুর নাম না জানে, এমন লোক আছে?"

উমা। তাঁহার নাম কি, বলিলে জানি কি না বুঝিতে পারিব।

"বুঝিতে পার বা না পার, তুমি যখন জান না, তখন তোমায় বলায় দোষ কি?"

অপরাপর সকলে কহিল, "তা দোষ কি?"

পূর্ব্ববক্তা তখন সমুৎসাহে কহিল, "তাঁহার নাম রহীম। এ নাম যে জানে না, সে এখনও মায়ের পেটে আছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র উমাপতি মাথায় হাত দিলেন। জীবনের আশা তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তিনি মনে

করিলেন, "আর নিস্তার নাই। দুরাত্মা রহীম। ওঃ! কি ভয়ানক! আমি তাহার নিকট বন্দী হইয়াছি?"

এই কালে দেশ-মধ্যে দস্যুভয় অত্যন্ত প্রবল ছিল। দস্যুগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে এই রহীমের দল বিশেষ দুর্দ্ধর্ষ। রহীমের নাম জানিত না, এমন লোকও তখন ছিল না। মাতৃক্রোড়স্থ শিশু হইতে পলিতকেশ স্থবির পর্য্যন্ত সকলেই রহীমের নাম-শ্রবণে কম্পিত ও শঙ্কিত হইত। তখন এমন স্থান ছিল না, যথায় রহীম দৌরাত্ম্য করে নাই। মানবজীবন নাশ, লোকের সর্ব্বস্বাপহরণ প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম রহীম-সম্প্রদায়ের লোকেরা সতত অকাতরে করিত। তাহাদের উপদ্রব-শান্তির নিমিত্ত রাজ-শাসন কম ছিল না। শাসনকর্ত্তার এমন আজ্ঞা ছিল—যে ব্যক্তি রহীমের মস্তক দেখাইতে পারিবে, সে তদ্দণ্ডে দশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইবে। এই অর্থলোভে বিস্তর লোক রহীমকে ধরিবার নিমিত্ত চেষ্টিত ছিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাহার কারণ রহীম-সম্প্রদায় অধিক কাল একস্থানে থাকিত না; সুতরাং কেহই তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিত না।

উমাপতি দুরাত্মা রহীমের নাম-শ্রবণে শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি সেই প্রসিদ্ধ দুরাত্মা রহীমের কর-কবলিত হইয়াছেন, সুতরাং রক্ষা কোথায়? উমাপতি দস্যুদিগকে আরও দুই একটি কথা জিজ্ঞাসিবেন মনে করিয়া মস্তকোত্তোলন করিলেন, কিন্তু বুঝিলেন, তাহারা ইত্যবসরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

কারাগারের অবস্থা দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন। কিন্তু দারুণ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বুঝিলেন, তথায় বায়ু-গমনাগমনের একটি ভিন্ন অপর পথ নাই। সে পথও দস্যুরা সতর্কতা সহকারে রুদ্ধ করিয়াছে। ঘর্ম্মে তাঁহার শরীর প্লাবিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ মুখ বদ্ধ থাকার ক্লেশ, অপিচ বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবজনিত যাতনায় তিনি জীবন্মৃত হইয়া উঠিলেন। বিধাতার নাম স্মরণ করিতে করিতে উমাপতি ভূতলশায়ী হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দস্যু-সমক্ষে।

"He is the rock;—the oak, not to be
dshaken.

—shakespeare (Corio'a

অরণ্যস্থল উষা-সমাগমে কি মনোহর শোভা
করিল। বহুশ্রমকাতর কলাধর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ
বিশ্রাম লভিতে চলিলেন। পূর্ব্বাকাশের নিম্নভাগে
জ্জ্বল-সহস্রকরধারী কমলিনী-হৃদয়েশ স্বর্ণবর্ণ ধারণ
সমাগত হইলেন। নিশার শিশির-সিক্ত পত্রপুঞ্জে
আভা প্রদীপ্ত হইয়া গভীর জলধিতলস্থ শুক্তি
সম্ভূত উজ্জ্বল মুক্তান্তরের শোভাকে লজ্জা দিতে ল
সরসী-শোভিনী সরোজিনী স্মিত-বিকসিতাননে এ
প্রভাকরকে দেখিতে লাগিলেন। মন্দ মন্দ সুস্নিগ
হিল্লোলে বৃক্ষ-প্রশাখা, বনবিভূষিণী লতিকা, বৃন্তস
লিনী, সকলেই বিকম্পিতা হইতে লাগিল। বি
কুলায়াশ্রয় ত্যাগ করিয়া সপ্তস্বরনিনাদী কূজন
করিতে ব্যোমপথে উড্ডীন হইল। সর্ব্বত্রই তেজ,
রমণীয়তা বিরাজমান। উষাসময়ের স্বভাব-শো
দর্শন করে নাই, তাহার চক্ষু বৃথা, তাহার জন্ম
প্রকৃতির প্রকাণ্ড পুস্তকের প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি
রমণীয়তায় পূর্ণ। বিশেষতঃ তাহার এই পরিচ্ছেদ
আশ্চর্য্য।

ক্রমে বনভূমি প্রদীপ্ত হইল। দস্যুরা এ
সুপ্তোত্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে রৌদ্র উঠিল।
একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া অনুচরগণকে
তাহারা সকলে আসিয়া রহীমকে বেষ্টন করিল।
দের সংখ্যা বিংশতির ন্যূন নহে। রহীম তখন
সম্বোধন করিয়া কহিল, "ভাই সব, এখানে 'আ
করিলে আমাদের বিপদ্ হইতে পারে। আ
আজই আড্ডা উঠান যাক্। তোমরা কি বল?

সকলে একবাক্যে কহিল, "সেই ভাল, আ

তখন রহীম আবার কহিল, "একটা কাজ
কালি রাত্রে যাকে ধ'রে আনা হয়েছে, সে
সকলকে বলেছি, সে আমার কত অপমান করেছে
কাট্‌তে হবে। সে কাজ এখনই শেষ করা যাউক
ফিরে এস।"

সকলেই ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল; তিন ব্যক্তি বিনা বাক্যব্যয়ে উমাপতিকে আনিতে চলিল। কেবল একজন এ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইল না। সে ব্যক্তি নির্ব্বাক্ রহিল। রহীম তাহা লক্ষ্য করিল—তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিল, "দেলবর! তুমি কি বল? তোমার যেন আলাহিদা মত বোঝা যাচ্ছে।"

দেলবর কহিল, "সে কি কথা? আপনার মতের উপর কি আমার মত?"

রহীম কহিল, "কেন দেলবর, আজ এ কথা কেন? তুমি দলে এসে অবধি চিরকাল তোমার কথা একদিকে, আর সকলের কথা একদিকে।"

দেলবর সবিনয়ে কহিল, "আমার প্রতি আপনার দয়া অসীম।"

রহীম। তোমার মুখ দে'খে বোঝা যাচ্ছে যেন, তুমি আর কি ঠাহরিয়াছ; তা কি বল?

দস্যু-সম্প্রদায়-মধ্যে দেলবর বিশেষ বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত; সুতরাং রহীম সকল সময়েই তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিত। এই জন্যই অদ্য দেলবরের সহিত বিশেষ পরামর্শ করিল।

অনতিবিলম্বে দস্যুরা উমাপতিকে তথায় উপস্থিত করিল। উমাপতির মূর্ত্তি গম্ভীর, শান্ত, অকাতর, মনোযোগ-শূন্য। তাঁহার বিপদের পরিমাণ বিবেচনায় তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি যেন এ সকল কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না, কিছুতেই যেন তাঁহার লক্ষ্য নাই। তাঁহার বদনে যেন বিরক্তি ব্যক্ত হইতেছে। এরূপ বিপদে কাতর না হইয়া তিনি বিরক্ত হইতেছেন, ইহা আশ্চর্য্য। সাহস তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই, কিন্তু তিনি যে কি ভরসায় সাহসকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

অবরুদ্ধ উমাপতি আসিবামাত্র সকলের দৃষ্টি তৎপ্রতি সঞ্চালিত হইল। তাঁহার কমনীয় নির্ভীক কান্তি দর্শনে দস্যুগণ চমৎকৃত হইল। উমাপতির ভয়হীন দৃষ্টি একে একে সকল দস্যুর উপর নিপাতিত হইল। ক্রমে তাঁহার দৃষ্টি দেলবরের প্রতি নিপতিত হইল। তিনি অনেকক্ষণ পরিচিতের ন্যায় তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। দেলবর তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না, এ জন্য উমাপতির প্রতি পশ্চাৎ ফিরিয়া একটি বৃক্ষপত্র ছিন্ন করিতে লাগিল।

এই সময় রহীম তীব্র-স্বরে কহিল, "কাফের! কি ভাবিতেছ, দুর্গানাম জপ করিয়া লও। আর দেরি নাই।"

নির্ভীক উমাপতি অবিকৃত-ভাবে উত্তর দিলেন, "দেরি নাই, তাহা আমি [illegible] তোমাদের নিকট আমি দয়া প্রার্থনা [illegible] তোমাদের দয়ায় যাহার জীবন, তাহার জীবনে কি?"

রহীম কুপিত-স্বরে কহিল, "তুমি ত দয়া প্রার্থনা কর না, কিন্তু তোমাকে দয়া করে কে?"

উমা। তোমরা আমাকে মারিবে, তাহা আমি জানি। আমি নিঃসহায়, দুর্ব্বল, সুতরাং পরিত্রাণের আশা নাই; কিন্তু তোমারও পরিত্রাণ নাই। রহীম, তুমি আমাকে মারিয়া জগতে পার পাইবে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে এ অপরাধ ঢাকা থাকিবে না, তখন তো রক্ষা থাকিবে না।

এ কথায় রহীম 'হা হা' শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "হিঁদুর আবার ঈশ্বর কি? তোমরা পাথর কাটিয়া পূজা কর; আমরা তাহার মাথায় দাঁড়াইয়া পা ধুই।"

উমাপতি বিরক্তির সহিত কহিলেন, "তুমি মূর্খ। তোমার সহিত এ বিষয়ের তর্ক করা বৃথা। আমাদের ধর্ম্মই যদি মিথ্যা হয়, তোমাদেরও তো ধর্ম্ম আছে; তাহাতেও তো পাপ-পুণ্যের বিচার আছে।"

রহীম আবার হাসিয়া কহিল, "কাফের! তোমাকে মারায় আমাদের পাপ নাই। আমাদের ধর্ম্ম বলে, বিধর্ম্মী যত মারা যায়, তত পুণ্য হয়,—ততই স্বর্গে সুখ বাড়ে।"

উমাপতি কহিলেন, "তবে যে কার্য্যে সুখ স্বর্গ দুই লাভই হইবে, তাহাতে দেরি কেন?"

রহীম অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "দেখ, কোন কারণে আজ তোমার প্রাণ থাকিল। কালি নিশ্চয় তোমার জীবন ফুরাইবে। তোমার অদৃষ্টে আর একদিন পৃথিবীতে বাস আছে। এই সময়ে তুমি ইষ্টমন্ত্র জপ কর।"

এই বলিয়া রহীম চরদিগকে পুনরায় উমাপতিকে সেই গৃহে রাখিয়া আসিতে আজ্ঞা করিল এবং এবার সাবধানতা সহকারে তাঁহার হস্ত-পদ বাঁধিতে বলিয়া দিল। চরেরা উমাপতিকে লইয়া গেল। রহীম ও দেলবর অনেকক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া ফুস্ ফুস্ শব্দে অনেক কথা কহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভগ্ন-গৃহে।

"He is truly valiant that can wisely suffer
The worst that man can breathe."
—Shakespeare (Timon of Athens.)

দস্যুরা উমাপতিকে পুনরায় গৃহমধ্যে রাখিয়া আসিল। তাঁহার হস্ত-পদ শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিল এবং অতিশয় সতর্কতা সহকারে দ্বার রুদ্ধ করিল। উমাপতি এক্ষণে দেখিলেন যে, তাঁহার কারাগার একটি জীর্ণ দেবমন্দির। মন্দিরমধ্যে একটি অত্যুন্নত লিঙ্গমূর্ত্তি শিব সংস্থাপিত। একটি দ্বার ভিন্ন তথায় আলোক অথবা অন্য কিছু যাইবার পথ নাই, সে দ্বারটিও দস্যুরা অতি সতর্কতা সহকারে রুদ্ধ করিয়াছে। মন্দির দারুণ অন্ধকার, নিতান্ত জীর্ণ এবং তথায় সর্ব্বদা জল উঠিতেছে বলিলেই হয়। উমাপতি দেবচরণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং ভক্তিভাবে কহিলেন, "ভগবন্! আপনার অদৃষ্টে এত কষ্ট! দিনান্তে একটি বিল্বদলও আপনার পূজার্থ প্রদত্ত হয় না,— ভোগাদি তো দূরের কথা। দুরন্ত ম্লেচ্ছ-ধর্ম্মাবলম্বী যবনেরা সর্ব্বদা আপনার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পবিত্রতা ধ্বংস করিতেছে, দেব! আপনি অকাতরে তাহা সহ্য করিতেছেন। এ সকলই কালমাহাত্ম্য, আপনার দোষ নহে। ঘোর কলির শাসনে দেবদেবী অবনী ত্যাগ করিয়া দিব্যালোকে বিশ্রাম করিতেছেন। এই লিঙ্গমূর্ত্তি প্রস্তরখণ্ডের সহিত আপনার আর অণুমাত্রও সম্পর্ক নাই। আপনি অনেক কাল ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু দেবাদিদেব! আপনিও সামান্য শঙ্কায় শঙ্কিত,ইহা অত্যন্ত শোচনীয় বিষয় সন্দেহ নাই। বসুন্ধরা পাপময়ী এবং পুণ্যভূমি যবনাকীর্ণা হইলেন দেখিয়া, আপনারা সংসারের রক্ষণাবেক্ষণে ক্ষান্ত হইলেন। তবে প্রভো! আমাদের উপায় কি হইবে? আপনারা আমাদের ত্যাগ করিলে আমরা কাহার আশ্রয় লইব? ভগবন্! আমাদের তো নিস্তার নাই।"

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "আপনার উদ্দেশে এ সকল বাক্যবর্ষণ করায় ইষ্টসম্ভাবনা অতি বিরল। অদৃষ্টে যাহা হইবে, তাহা তো পূর্ব্ব হইতে স্থিরনিশ্চিত রহিয়াছে;—এক্ষণে সহস্র ক্রন্দনেও আপনারা তাহার পরিবর্ত্তন করিবেন না।

'বিধাতৃ-বিহিতং মার্গং ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে।'

তবে আর কেন? অনর্থক দিবারাত্র রো[illegible] পরিণাম পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই! ক[illegible] মনুষ্যের মুক্তির নিমিত্ত যে উপায় বিহিত হইয়াছে, [illegible] হইবে; তদধিক কোনক্রমেই ঘটিবে না; সুতরাং [illegible] থাকাই শ্রেয়ঃ।"

ক্রমে মধ্যাহ্নকাল সমুপস্থিত। প্রচণ্ড [illegible] বাহিরে যে কি কাণ্ড হইতেছে, উমাপতি তাহা জ[illegible] পারিতেছেন না। সময়ে সময়ে কোন দস্যুর [illegible] অথবা হাস্যধ্বনি তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করি[illegible] সহকার-শাখা-মধ্যস্থ ছায়াসেবনকারী দাঁড়কাক [illegible] সময়ে গম্ভীর ও অনুচ্চস্বরে এক একবার ডাকি[illegible] সে স্বরও উমাপতির কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। ম[illegible] ভিত্তি-গাত্রে দুইটি টিকটিকী পরস্পর সম্মুখীন হইয়া[illegible] একটি অপরের প্রতি ধাবমান হইল; উভয়ে [illegible] লাগিল। উভয়ে নিকটবর্ত্তী হইলে আক্রমণকারী [illegible] দ্বন্দ্বীর প্রতি মুখ ফিরাইয়া পুচ্ছ বক্র করত এক [illegible] টক্ করিয়া শব্দ করিল। শব্দ উমাপতির শ্রবণে [illegible] করিল; কিন্তু এ সকল কিছুই হৃদয়ে প্রবেশ করি[illegible] কেন? উমাপতি এত অন্যমনস্ক কেন? ইহার উত্তর—নিদারুণ চিন্তা। মৃত্যুর ভীষণ ব্যাদিত [illegible] মস্তকোপরি সন্দর্শন করিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে [illegible] আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব এবং স্বদেশবর্জ্জিত হইয়া এই পাপাচারী দস্যুগণের হস্তে অজ্ঞাত অরণ্যে মৃত্যু[illegible] তাহা হইতে নিস্তারাশা দুরাশা, ইহা মনে হইলে হৃদয় না শুষ্ক হয়? কে চিন্তাহীন হইয়া থাকিতে[illegible]

উমাপতি সেই নির্জ্জন কারাবাসে বসিয়া স্বী[illegible] চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কল্য প্রত্যূষে মৃত্যু[illegible] তাহা ভাবিতে লাগিলেন। সে সময়ের কত বিলম্ব[illegible] তিনি চিন্তিত হইলেন। উন্মনা হইয়া সেই স[illegible] গমের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, [illegible] কেন? মৃত্যুর কঠিন আক্রমণ হইতে যখন কোন নিস্তার নাই, তখন আর বিলম্বে কাজ কি? যত [illegible] ততই ভাল। এ অবস্থা নিতান্ত ক্লেশকর, ইহা [illegible] মৃত্যু অবশ্য শ্রেয়ঃ।" এইরূপ চিন্তা করিতে[illegible] তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। স্থবিরা, স্নেহময়ী, রো[illegible] জননীর মূর্ত্তি তাঁহার স্মৃতি-পটে সমাগত হইল। হৃদয় দারুণ ব্যথিত হইল। তিনি নিতান্ত অস্থির [illegible] উমাপতি স্বীয় জীবনের নিমিত্ত তাদৃশ কুণ্ঠিত [illegible] তাহা হইলে যৎকালে দুরাত্মা রহীম মৃত্যু-আজ্ঞা[illegible]

করিয়াছে. সেই সময় হইতে অচেতন থাকিতেন। তিনি এতক্ষণ অপ্রতিবিধেয় মৃত্যুর নিমিত্ত কাতর হন নাই। যাহা হইবেই হইবে, কিছুতেই যাহার পরিবর্ত্তন হইবে না, তজ্জন্য অনর্থক কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। অধুনা জননীর কথা মনে হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কাতর হইলেন। তাঁহার জননীর তিনি ভিন্ন আর সন্তানাদি নাই, আবার তাহাতে তাঁহার বার্দ্ধক্যাবস্থা। এরূপ সময়ে সেই একমাত্র তনয়চ্যুত হইলে তাঁহার যে ভয়ানক ক্লেশ জন্মিবে, উমাপতি তাই ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে জননীর কি ভয়ানক অবস্থা ঘটিবে, উমাপতি কল্পনা-চক্ষে তাহা পরিস্ফুটরূপে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় জ্বলিতে লাগিল ; চক্ষু দিয়া দরবিগলিতধারায় অশ্রু নিঃসৃত হইতে লাগিল। কতক্ষণ পরে উমাপতি, "বিধাতঃ! সকলই তোমার ইচ্ছা" বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভাবনার প্রকৃতি এই যে, তাহার বিরাম থাকে না। একটি গুরুতর ভাবনার কারণ হইলে সেই সঙ্গে তেমনই আর একশতটি আসিয়া জুটে। অলক্ষ্যভাবে উমাপতির হৃদয়কন্দরে মুক্তকেশীর মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। এই মূর্ত্তি স্মৃতিরাজ্যে সমুদিত হইবামাত্র উমাপতি বিকলিত-চিত্ত হইয়া উঠিলেন। প্রণয়-রত্ন অমূল্য। যাঁহারা প্রণয়ী, তাঁহারা জানেন—প্রণয় পার্থিব পদার্থ নহে, ইহা স্বর্গীয় সামগ্রী। এ রত্নের কত মূল্য, তাঁহারাই বলিতে সক্ষম। উমাপতির মস্তকোপরি ঊর্ণাতন্তুতে তীক্ষ্ণধার তরবারি ঝুলিতেছে ; অদ্যকার নিশাবসানে তাঁহার শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিবে ;—তথাপি এ অবস্থায় মুক্তকেশীর চিন্তায় তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইল। মুক্তকেশী-সম্বন্ধীয় কত চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে মুক্তার মুখকমল তাঁহাকে আনন্দরসে ভাসাইত, অদ্য সেই মুক্তার মুখ মনে পড়িয়া তাঁহাকে যাতনা দিতে লাগিল। উমাপতি মুক্তার প্রেমের পরিমাণ কল্পনা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, তাহা অসীম। যে মুক্তার প্রণয় এত পবিত্র, এত অধিক, চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার সহিত বিরহ হইলে সেই মুক্তার কি ভয়ানক কষ্ট হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি আরও ব্যাকুল হইলেন। কল্য স্বীয় জীবিত দেহ মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে, ইহা ভাবিয়া তিনি যে পরিমাণ কাতর হইয়াছিলেন—তাঁহার বিরহে মুক্তার কত কষ্ট হইবে, এ চিন্তায় তদপেক্ষা বিস্তর ক্লিষ্ট হইলেন। এই সময় ভাবনা-প্রবাহ অবলম্বন করিয়া প্রিয়-বয়স্য নবকুমার উমাপতির চিত্ত-সাগরে প্রবেশ করিলেন। যদি যথাসর্ব্বস্ব দিলে একবার,—জন্মের শোধ একবার নবকুমারের সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা থাকে, উমাপতি তাহাতেও প্রস্তুত। কিন্তু তিনি তাঁহার মাতা বা মুক্তকেশী কাহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক নহেন। কারণ, তাঁহারা অবলা। তাঁহাদের হৃদয় সহস্র সমুন্নত হইলেও তাহা কখনই তাঁহার অথবা নবকুমারের হৃদয়ের সমান নহে। বিপদ্‌সমাগম-সম্ভাবনায় যে সকল রমণী শোকবিহ্বলা হয়, এতাদৃশ দুরপনেয় বিপদ্ সমুপস্থিত সন্দর্শনে তাহাদের অন্তঃকরণে কি তীব্র যাতনাই জন্মিতে পারে!

ক্রমে রজনী বিশ্বসংসারকে আবরণ করিল। উমাপতি তাহা জানিতে পারিলেন না ; তাঁহার সে সকল দিকে লক্ষ্য নাই ; লক্ষ্য থাকিলেও তিনি যে গৃহে বদ্ধ আছেন, তথায় দিবা-রাত্রি সমান। বিশেষতঃ তিনি চিন্তায় মগ্ন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইল। উমাপতি চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, এ আসন্ন-মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তারের কোন উপায় নাই, অতএব যতক্ষণ জীবিত থাকা যাইবে, ততক্ষণ অবিশ্রান্ত চিন্তানল হৃদয়কে দহন করিবে। তাহা অসহ্য ; সুতরাং যত শীঘ্র মৃত্যু হয়, তাহাই মঙ্গল। এই বিবেচনায় উমাপতি মৃত্যুকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে লাগিলেন। বাতুল! মৃত্যু কি তোমার আজ্ঞাধীন? তুমি যখন তাহাকে আহ্বান করিবে, যখন তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইবে এবং যখন তাহাকে নিষেধ করিবে, তখন প্রত্যাবর্ত্তন করিবে? উমাপতি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; চিন্তা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। মৃত্যু আসিল না দেখিয়া হতাশ্বাস হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া অবিরত উষা-সমাগম প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অদ্য সকলই তাঁহার বিপক্ষ। দুঃখের দিন স্বভাবতঃ কিছু বড় বোধ হয়। উমাপতি উষার নিমিত্ত এত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তথাপি উষা আসিল না। তাঁহার পক্ষে সে রাত্রি যেন অনন্ত বোধ হইতে লাগিল। ফলতঃ রাত্রি অদ্যও যাহা, কল্যও তাহা ;—উমাপতিকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত সে রাত্রি কখনই সংবর্দ্ধিতা হয় নাই। তাঁহার হৃদয় দুঃখ-দণ্ডে মথিত হইতেছে, এই জন্য যেন সে রাত্রির শেষ নাই বোধ হইতেছে। আবার একজন সুখ-সাগর-সন্তরণকারীর নিকট সেই রাত্রিই হয় তো ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সংসারের এই গতি। যখন যে যে অবস্থায় থাকে, সমস্ত পার্থিব পদার্থ—কি ভৌতিক, কি মানুষী,

সকলেই একবাক্য হইয়া তাহার সেই অবস্থার প্রতিপোষণ করে। উমাপতির পক্ষেও তাহাই ঘটিতেছে।

এই সময় ধীরে ধীরে মন্দিরের দ্বার উন্মোচিত হইল। উমাপতি ব্যস্ত হইয়া সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন;—দেখিলেন, মুক্তপথ দিয়া একটি মনুষ্য মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি তাহাকে সোৎসুকে কহিলেন, "কি, ভোর হইয়াছে? আঃ! আমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছ? ধরিতে হইবে না। চল, আপনিই যাইতেছি।"

প্রবেশকারী উমাপতির সন্নিহিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "চুপ কর। ভয় নাই। আমি তোমাকে ধরিতে আসি নাই। তুমি আমার সঙ্গে এস।"

উমাপতি ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "কোথায় যাইব?"

আগন্তুক কহিল, "যেখানে আমি বলি, তাহাতে তোমার অনিষ্ট হইবে না।"

উমা। আমার যে অনিষ্ট হইতেছে, তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট অসম্ভব। আমি সে শঙ্কায় শঙ্কিত নহি।

প্রবে। ভাল। আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে মুক্ত করিব।

উমাপতি বিস্মিত হইলেন;—ভাবিলেন, ইহা চাতুরী। আবার ভাবিলেন, আমি উহাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীন—আমার সহিত চাতুরীর প্রয়োজন? তবে এ ব্যক্তির সহিত যাওয়ায় হানি কি? আর কিছু হউক না হউক, আপাততঃ এই বায়ুবিহীন মন্দির হইতে তো বাহির হইব। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "চল।"

প্রবেশকারী অগ্রসর হইল। উমাপতি তাহার অনুসরণ করিলেন। এ ব্যক্তি দেলবর। সে উমাপতির জীবনরক্ষা করিবে সঙ্কল্প করিয়াছিল, এ জন্যই রহীমের কানে কানে যাহাতে বন্দীর কল্য মৃত্যু হয়, তদ্বিষয়ক মন্ত্রণা দিয়াছিল। বন্দীকে মুক্ত করায় তাহার কি ইষ্ট, তাহা আমরা এক্ষণে বলিতে পারি না।

উমাপতি ও দেলবর অবিশ্রান্তভাবে বনভূমি অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চলিয়া শ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। বিশ্রামলাভের নিমিত্ত এক স্থানে উপবেশন করিলেন। এই সময় প্রাতঃসূর্য্য পূর্ব্বাকাশে দর্শন দিলেন। দেলবর কহিল,—

"চল, তোমাকে বনের পথ ছাড়াইয়া দিয়া আসি।"

উভয়ে আবার চলিলেন। বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় তাঁহারা বন অতিক্রম করিয়া একটি প্রান্তরে পতিত হইলেন। প্রান্তরের অপর পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম দৃষ্ট হইল। উমাপতি আহ্লাদে কহিলেন, "সম্মুখের গোপালপুর। ঐ স্থানে আমার মাতুলালয়। অ

দেলবর নিশ্চিন্তভাবে কহিল, "হাঁ, ঐ গ্রাম পুর বটে। এক্ষণে তুমি যাইতে পারিবে। আ হই।"

উমাপতি সকৃতজ্ঞস্বরে কহিলেন, "[illegible] আঁ কোথায় যাইবেন?"

দেল। আমি পুনরায় দলে যাইব।

উমা। আপনার ন্যায় সৎমনুষ্য দস্যুদলে সেই ভাল হয়।

দেলবর ইষৎ হাসির সহিত কহিল, "তা তুমি সন্তুষ্ট হও?"

উমা। অতিশয় সন্তুষ্ট হই।

দেল। আচ্ছা, তাহাই হইবে; আমি আর যাইব না।

উমা। তবে এখন কোথায় যাইবেন?

দেল। অন্য স্থানে—প্রয়োজন আছে।

উমা। দুই দিন পরে গেলে হয় না?

দেল। কেন?

উমা। সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রাণরক্ষককে সকলে দেখাইতাম।

দেল। সে আশা পূর্ণ হইবে।

উমা। কিরূপে?

দেল। আবার দেখা হইবে।

উমা। কোথায়?

দেল। তোমার বাড়ীতে।

উমা। আমার বাটী আপনি জানেন?

দেল। জানি।

উমা। কবে দেখা হইবে?

দেল। অতি শীঘ্র।

উমাপতির মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি ক "আপাততঃ আমার জীবনরক্ষকের নামটিও কি বঞ্চিত থাকিব?"

"আমার নাম? আমার নাম শুনিবে? অব শুনিতে পাইবে। কেন পাইবে না? আমার না বর।"

এই বলিয়া দেলবর আর উত্তরের অপেক্ষা না কহিলেন, "তুমি নির্ভয়ে যাও। ঈশ্বর তোমা করুন। শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে।" এই কথা বলিতে দেলবর অরণ্যান্তরে অদৃশ্য হইলেন। উমাপতি কত

দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকিলেন ; আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। অগত্যা দ্রুতপদে গোপালপুরের উদ্দেশে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়িনী-সমক্ষে।

"অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী ?
আর কি পাইব তারে, সদা প্রাণ চাহে যারে,
পতিহারা রতি কি লো পাবে রতিপতি ?"
—মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ব্রজাঙ্গনা কাব্য।)

হরিহর পুনরায় উমাপতিকে পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হইলেন, তাহা বর্ণনাতীত। উমাপতি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত করিলেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া অদ্যই উমাপতিকে বাটী যাইতে আজ্ঞা দিলেন ; যাইবার সময় একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে বলিলেন। মাতুলভাগিনেয় একত্র বসিয়া আহার করিলেন। আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর উমাপতি মাতুলচরণে প্রণত হইয়া বিদায় হইলেন।

পাঠক ! উমাপতি যাইবার পূর্ব্বে, চলুন, আমরা একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর অবস্থা দেখিয়া আসি। বেলা পড়িয়াছে। গৃহিণী অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছেন। উমাপতি সেই দিন প্রাতে আসিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। বড়ই চিন্তিত। উমাপতির নিরুদ্দেশ তাঁহার চিন্তার কারণ।

মুক্তকেশী কোথায় ? ঐ প্রকোষ্ঠে মলিনা, শুষ্কমুখী, বিষণ্ণা মুক্তকেশী বসিয়া কি ভাবিতেছেন ? যৌবনোন্মুখী বালিকা-হৃদয়-সম্ভূত প্রণয় কি আশ্চর্য্য সামগ্রী ! যে দিনে, যে দণ্ডে বালিকা প্রণয়কে হৃদয়ে স্থান দান করেন, সেই দিন, সেই দণ্ড হইতেই সংসার তাঁহার চক্ষে নূতনরূপে চিত্রিত হয়। তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভাসে। সমস্ত পদার্থেই তিনি নূতন নূতন আমোদ লক্ষ্য করিতে থাকেন। বালিকার চক্ষে সেই দিন হইতে সংসার অবিশ্রান্ত আমোদের স্থল বলিয়া বোধ হয়। মুক্তকেশী সেই প্রণয়-সাগরে পড়িয়াছেন। তিনি মনে মনে উমাপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। লজ্জাশীলা বালিকা মনের এই দুর্দ্দমনীয় ভাব গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভাবিতেন, হয় তো আশা ফলবতী হইবে না। কিন্তু বিধাতা তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া তাকাইলেন। উমাপতির সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে স্থির হইল। মুক্তার সুখের সীমা রহিল না। তাঁহার দেহের লাবণ্য আরও বর্দ্ধিত হইল। সুখ-সৌধের যতদূর উপরে উঠা যায়, তিনি ততদূর উপরে উঠিলেন। কিন্তু বিধাতা আবার তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেন। তাঁহার হৃদয় যখন আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া রহিয়াছে, তখন সহসা উমাপতির নিরুদ্দেশ-সংবাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সুখ-সৌধ ভঙ্গ হইয়া গেল। সুখ-সমুদ্র-বিহারিণী বালিকা সহসা বিষাদ-সাগরে নিপতিত হইলেন। আশা, ভরসা সকলই শিথিলমূল হইল। আবার শুনিলেন যে, উমাপতি সপ্তগ্রামেও যান নাই, তখন তিনি পাগলিনীপ্রায় হইয়া উঠিলেন। মনোবেগ যতদূর পারেন গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন। লোকে তাঁহার তদ্বিধ ভাব দেখিলে কি মনে করিবেন, এই আশঙ্কায় মুক্তকেশী মনের ক্লেশ যথাসাধ্য চাপিয়া রাখিতেন, লোকের সমক্ষে তাঁহার হৃদয়ে যেন কোন চিন্তাই নাই, এইরূপ ভাণ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি একান্তে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সঙ্কুচিত সময় পাইয়া চিন্তা তাঁহাকে অব্যাঘাতে গ্রাস করিয়াছে। সেই জন্য এক্ষণে মুক্তকেশী এত বিমর্ষ। ভাবনায় যেন তাঁহার মুখখানি ছোট দেখাইতেছে।

এইরূপ সময়ে উমাপতি সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। অবনত-মুখে মুক্তকেশী চিন্তায় মগ্ন—তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "প্রাণেশ্বর উমাপতি ! তুমি কোথায় ! তুমি যেখানে থাক, সুখে থাক, নিরাপদে থাক। দাসীর অদৃষ্টে বিধাতা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইবে।" এই বলিয়া মুক্তকেশী বদনোত্তোলন করিলেন। যেমন বদনোত্তোলন করিলেন, অমনই তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল ; তথায় আহ্লাদের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল। তিনি দেখিলেন, সম্মুখে তাঁহার হৃদয়েশ উমাপতি দণ্ডায়মান। তৃষিত চাতকিনী বারিধারা পাইল। মুক্তকেশীর নির্জ্জীব দেহে জীবনের সঞ্চার হইল। উমাপতি বলিলেন, "মুক্তকেশি ! তোমার কথা আমি শুনিয়াছি। আমি এতদিন অন্ধকারে ছিলাম। ভাবিতাম,হয় তো তুমি আমাকে ভালবাস না। অদ্য সে সন্দেহ তিরোহিত হইল। মুক্তকেশি ! আমি কি সুখী ! তুমি যাহার সুখদুঃখের নিমিত্ত চিন্তিত, তাহারই সার্থক জন্ম। তুমি আর চিন্তা করিও না, আমি তোমারই।"

স্মিতবিকসিতাননা মুক্তকেশী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এত দিন কোথায় ছিলে ?"

উমাপতি অতি সংক্ষেপে উত্তর জ্ঞাপন করিলেন।

মুক্ত। মার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে?

উমা। হইয়াছে।

মুক্ত। তিনি আমাদের উভয়কে একস্থানে জানিয়া কি মনে করিতেছেন?

উমা। প্রিয়ে! দুই দিন যাহার সহিত কথা না কহিলে লোকে দুষিবে, দুই দিন পূর্ব্বে তাহার সহিত বাক্যালাপে দোষ কি? সে যাহা হউক, আমি অদ্য বাটী যাইতেছি; তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আবার শীঘ্র আসিব।

এই বলিয়া উমাপতি বাহিরে গেলেন এবং ব্রাহ্মণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ব্যস্ততা সহ প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরিচয়ে।

"দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।"

—কাশীরাম দাস (মহাভারত)

পরদিন বৈকালে নবকুমার ও উমাপতি বাটীর মধ্যে বসিয়া উমাপতির মাতার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। পাঠক মহাশয় জ্ঞাত আছেন, পূর্ব্বখণ্ডের উপসংহারকালে নবকুমারকে কে আহ্বান করিয়াছিল। সে আহ্বানকারী উমাপতি। উমাপতি রাত্রে বাটী আসিয়া মাতার নিকট জ্ঞাত হইয়াছেন যে, অদ্য নিশাবসানে নবকুমার তাঁহার সন্ধানে যাইবেন; এ জন্য উমাপতি তৎক্ষণাৎ নবকুমারকে সংবাদ দিতে গমন করেন। অধুনা তাঁহারা একত্রে বসিয়া কত কথা কহিতেছেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, কোন ব্যক্তি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। উভয়ে বাহিরে আসিলেন। উমাপতি দেখিলেন, সম্মুখে দেলবর। তিনি তাঁহাকে দেখিবামাত্র সানন্দে প্রকৃত্যনুসারে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "নবকুমার! ইনিই আমার প্রাণরক্ষক; ইঁহার নাম দেলবর!"

নবকুমার দেলবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয় যে আমাদের কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা আপনার নাম চিরদিন ঈশ্বরের ন্যায় ধ্যান করিব।"

দেলবর কহিল, "সে কথা বলিবেন না। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা উপকার বলিয়া গণ্য হইতে না। রক্তমাংসের শরীর ধরিয়া কে তাহা না ক থাকিতে পারে?"

উমাপতি নবকুমারকে দেখিয়া দেলবরকে কহি "মহাশয়! ইঁহাকে জানেন না। ইনি আমার [illegible] শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। ইঁহার নাম নবকুমার ব[illegible]াধ্য

দেলবর অনেকক্ষণ চিন্তিতের ন্যায় থাকিয়া কহি "মহাশয় কখন মেদিনীপুরে গিয়াছিলেন কি?"

নব। অনেক দিন হইল হিজলী হইতে বাটী বার পথে এক রাত্রি মেদিনীপুর চটীতে ছিলাম। বলুন দেখি?

দেল। তখন আপনার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক ছি বোধ হয়, তিনি আপনার স্ত্রী হইবেন।

নব। হাঁ। সে সব আপনি জানিলেন কিরূপে?

দেল। সে অনেক কথা; বলিতেছি, শুনুন। শয় অতি ভদ্র ব্যক্তি। আপনার স্ত্রীর চরিত্র প্রশংসনীয়। সেই দিন সন্ধ্যার সময় একখানি যায়; তাহাতে আপনার স্ত্রী ছিলেন, কেমন? সদলে সেইখানে ছিলাম। দস্যুরা সদলে সেই মারিবার উপক্রম করিল আমি বলিলাম,'তোমর এ পাল্কী মারিবে? দেখিতে পাইতেছ না, উহার সঙ্গে নাই। বিনালাভে মারিয়া কি হইবে?' দস্যুরা উপর রাগ করিল। তাহারা কহিল, "তুমি পেগম্বর উহার নিকট কিছু নাই জানিতে পারিলে!" এই সকলে পাল্কী মারিতে উঠিবে, এমন সময়ে আর এ বেশ জাঁকজমকের পাল্কী আসিল। এ পাল্কীতেও স্ত্রীলোক কবাট মুক্ত করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদাদি দেখিয়া দস্যুরা স্থির থাকিতে পারি কাহারই বা সাধ্য তখন নিষেধ করে? তাহার বাক্যব্যয়ে সে পাল্কী আক্রমণ করিল এবং পাল্কীতে কিছু ছিল, তাহা গ্রহণ করিল। রমণীকে মারিল না দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিল।

নব। (আশ্চর্য্যভাবে) ঠিক কথা। তাহারই আমি তথায় উপস্থিত হই।

দেল। আজ্ঞা হাঁ। আমি আপনার কণ্ঠস্ব চিনিতেছি। আপনার স্ত্রীর নাম বুঝি কপালকুণ্ডল

নব। হাঁ।

উমা। সে কি রহীমের দল?

দেল। রহীমের দল নয় তো কি? রহীমের দ ব্যাপী। আজকাল তাহাদের বিরুদ্ধে যেরূপ কঠিন

প্রচারিত হইয়াছে, তখন এত ছিল না। যাহা হউক, আরও শুনুন। তার পরদিন প্রাতে পথে আবার কপালকুণ্ডলার পাল্কী দেখা গেল। তখন আপনারা বাটী আসিতেছিলেন। রহীম হুকুম দিল,"পাল্কী মার।" তখন আপনার স্ত্রীর হাতে দুই একখানি অলঙ্কার ছিল। আমি বলিলাম, "যাহা কিছু আছে, তাহা যদি আনিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে মারিবার প্রয়োজন কি ?" তাহারা বলিল, "তাহা যদি পার, তবে মারিব না।" এই কথা শুনিয়া, আমি অতি দরিদ্র ভিক্ষুক সাজিলাম এবং পাল্কীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহার নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিলাম। তিনি কহিলেন, "আমার তো কিছুই নাই।" আমি তাঁহার হাতের গহনা দেখাইলাম। উমাপতি, শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে, একটি হাতীর দাঁতের বাক্সে বহুমূল্য নানাবিধ জড়াও গহনা ছিল; সেগুলি সমস্ত এবং হাতের বালা দুগাছি পর্য্যন্ত খুলিয়া সানন্দে আমাকে দান করিলেন। আমি অবাক্ হইলাম। পরে এক দৌড়ে পলাইয়া আসিলাম। দস্যুরা আমার উপর বড় খুসী হইল। রহীম কহিল, "এ সকল অলঙ্কার দেলবর পাইবে।" কেহ তাহাতে আপত্তি করিল না। সেই দিন হইতে দলে আমার বড় মান বাড়িল। রহীম আমাকে বরাবর ভালবাসিত—সেই দিন হইতে আমার মন্ত্রণা না লইয়া কোন কাজ করিত না। দস্যুরা বলিত, 'দেলবর কি জানে।' সে যাহা হউক, মহাশয়ের স্ত্রী এখন এ সব কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন। তিনি ভাল আছেন ত ?

নবকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তাঁহার পরলোক হইয়াছে।"

দেলবর মনস্তাপব্যঞ্জক স্বরে কহিল, "তাঁহার পরলোক হইয়াছে ? যদি কখন পুনরায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাই, তবে সে গহনাগুলি প্রত্যর্পণ করিব বলিয়া আমি সযত্নে রাখিয়াছিলাম।"

উমাপতি অনেকক্ষণ অবধি এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে দেলবরের মুখের প্রতি তাকাইয়া ছিলেন। দেলবর তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কি দেখিতেছ ?"

উমা। আমার বোধ হইতেছে যেন,ইতিপুর্ব্বে মহাশয়ের সহিত পরিচয় ছিল। দাড়ী প্রভৃতিতে আপনি বেশান্তর করিয়াছেন,তথাপি যেন বোধ হইতেছে, আপনাকে জানি।

দেলবর একটু হাস্য করিলেন। নবকুমার কহিলেন, "মহাশয়ের নিকট আমরা অনেক ঋণে বদ্ধ। যাহা হউক, আপনি এরূপ উদার ও সাধুপ্রকৃতির মনুষ্য হইয়া কিরূপে দস্যুদলে মিশিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া উঠা ভার।"

উমা। আমার বোধ হয়, উনি কখন দস্যু নহেন।

দেল। (হাসিয়া) তবে কি ?

উমা। আপনি ভদ্র ব্যক্তি। কি উদ্দেশ্যে দস্যুদলে আছেন, তাহা বলিতে পারি না।

নব। মহাশয় জাতিতে কি মুসলমান ? আপনার কথার প্রণালীতে ত তাহা বোধ হয় না।

দেল। আজ্ঞা, আমি মুসলমান নহি। আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ।

নব। ব্রাহ্মণ! মুসলমান দস্যুসঙ্গে অবস্থান ?

উমা। মহাশয়, তবে আপনার নাম দেলবর নহে, আপনার প্রকৃত নাম কি,বলিতে হইবে। আমি আপনাকে চিনিয়াছি বোধ হইতেছে। কণ্ঠস্বর আমার বেশ পরিচিত। নাম না বলিলেও আমি—

দেলবর সাশ্রুনয়নে উমাপতির কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "উমাপতি, যদি বুঝিয়া থাক, তবে আর গোপন করিবার চেষ্টা করিব না। কিন্তু সাবধান! যেন কদাপি এ কথা প্রকাশ না হয়। মহাশয়! আমার নাম গোপালকৃষ্ণ রায়। আমি উমাপতির ভ্রাতা। এ কথা এত শীঘ্র প্রকাশ করিতাম না; কিন্তু যখন উমাপতির মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন সমস্ত কথা বলিয়া সাবধান না করিলে বিশেষ বিপদ্ সম্ভাবিত।"

উমাপতির চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। গোপাল তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিলেন এবং পরক্ষণেই হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "ভাই! আর কখন যে এমন দিন হইবে, তাহা ভাবি নাই। কিন্তু ভাই, এখন স্থির হও। আমি এখন নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারি নাই। চক্ষুর জল মুছ। কেহ কিছু বুঝিতে বা জানিতে না পারে। তাহা হইলে আমাকে আর পাইবে না।"

উমাপতি তাড়াতাড়ি চক্ষু পরিষ্কার করিলেন। তখন গোপাল আবার কহিলেন, "শুন, আমি আমূল সমস্ত বিবরণ বলিতেছি। শুনিলে জানিবে, কেন এত সাবধান হইতে বলিতেছি। দেখ, কেহ কোন দিকে নাই তো ? মহাশয়, শুনুন। আমি যে সময়ে নিরুদ্দেশ হই, তাহা জানেন; কিন্তু কিরূপে হই, তাহা জানেন না। আমি সেই স্থান হইতে বলিতেছি। আমি বিশেষ প্রয়োজনে গ্রামান্তর যাইতেছিলাম। নৌকার পথ। একটি গ্রামের নিকট রাত্রে নৌকা ছিল; আমি প্রাতঃকৃত্য-সমাপনার্থ তীরে উঠিলাম। তীরে বড় বন। বন এত গায় গায় যে, তাহার অভ্যন্তরে কি আছে, জানিবার উপায় নাই। আমি যখন বনের পার্শ্বে, তখন বনের মধ্য হইতে মনুষ্যের অস্ফুট ধ্বনি আমার কর্ণে আসিল। এই নিবিড় বনে এ সময়ে কে কেন

করিয়া আসিল এবং কি কথা কহিতেছে, জানিতে আমার বড় কৌতূহল হইল। আমি অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার জ্ঞান-চৈতন্য লোপ হইল। সে অনেক কথা; তাহার মর্ম্ম এই যে, কল্য রজনীতে দস্যুরা নিকটস্থ কোন ধনীর সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে ও তাঁহার অপোগণ্ড সন্তানকে ভূমিতে আঘাত করিয়া হত করিয়াছে। এই সম্বন্ধে স্ব স্ব বীরত্ব ও পৌরুষের কথা ব্যক্ত করিয়া আহ্লাদ-আমোদ করিতেছে। আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; বুঝিলাম, ইহারা দুরন্ত দস্যুসম্প্রদায়। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তথায় বসিয়া ভাবিতেছি ও অবশিষ্ট কথা শুনিতেছি, এমন সময় একজন ভীমাকৃতি দস্যু আসিয়া আমাকে সহসা আক্রমণ করিল এবং কহিল, 'তুমি আমাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছ? সত্য বল।' আমি বলিলাম, 'হাঁ।' দ্বিতীয় কথা না কহিয়া সে ব্যক্তি আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। আমিও অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার সহিত চলিলাম। বুঝিলাম, তাহার হস্তস্থিত ছোরায় আঘাত দেওয়া অতি সহজ। দলের মধ্যে আমাকে লইয়া আসিল। একজন জিজ্ঞাসিল, 'এ কি?' সেই ব্যক্তি রহীম। যে আমাকে আনিয়াছিল, সে সমস্ত বলিল। রহীম বলিল, 'উহাকে বধ কর।' এককালে দুই তিন জনের তরবারি আমার মস্তকোপরি উঠিল। আমি সেই সময়ে কাঁদিয়া বলিলাম, 'আমার একটি কথা শুন, তার পর যা হয় কর।' রহীম বলিল, 'বল্।' তখন আমি বলিলাম, 'আমি তোমাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছি সত্য; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহা কখন প্রকাশ করিব না।' রহীম বলিল, 'তাহাতে বিশ্বাস করি না।' আমি বলিলাম, 'আমি আর কখন লোকালয়ে যাইব না। তোমরা যা বলিবে, তাই করিব, তোমাদের হইয়া থাকিব।' রহীম অনেকক্ষণ পরে কহিল, 'তোমাকে আমাদের সঙ্গে থাকিতে হইবে, আমাদের তল্পী তাগাদা বহিতে হইবে, আমরা যখন যেখানে যাইব, সেখানে যাইতে হইবে আর আমাদের মত বেশ-ভূষা করিতে হইবে, ইহাতে যদি স্বীকার কর, তবে তোমার জীবন থাকে।' আমি অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলাম। সেই অবধি আমি দস্যু হইলাম। মনে একটি আশা থাকিল যে, শীঘ্র কোন উপায়ে ইহাদের প্রকাশ করিয়া দিতে পারিলেই আমি নিষ্কৃতি পাইব। প্রথম প্রথম তাহারা আমাকে বড় কষ্ট দিত। সমস্ত বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাইত, তাহাদের ভাত খাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিত এবং সকলেই আমাকে ঘৃণা করিত। কিন্তু ... দিন পরে, বিশেষতঃ যে দিন কপালকুণ্ডলার জিনিস সহজে আনিলাম, সে দিন হইতে আমার যাতনা অ... কমিয়া গেল। তাহাদের কাহারও বুদ্ধি প্রখর ছিল ... আমার পরামর্শে তাহারা সহজে অনেক কার্য্য ... ক... পারিত, এজন্য কালে দস্যুদলে আমার বেশ প্রভুত্ব হ... আমি এই সময়মধ্যে অনায়াসে পলাইয়া বাটী আ... পারিতাম; কিন্তু তাহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। ব... দস্যুরা জোর করিয়া আমার পরিচয় লইয়াছিল। পলাইয়া আসিলে আমার নিস্তার নাই, পরন্তু আম... সম্বন্ধীয় কেহই বাঁচিত না। সুতরাং আমি সে চেষ্টাও ... নাই। ক্রমে দস্যুদের রীতি-নীতি সমস্ত বেশ জা... পারিলাম। তাহাদের ভাবগতিক সব বুঝিলাম। ভা... ছিলাম, এই সময় পলাইয়া গিয়া একবারে বিচার... সংবাদ দিব; তাহাতেও যদি দুই এক দিন বিলম্ব ... তাহা হইলেও বিপদ্ সম্ভাবনা; এজন্য তাহাও ক... পারিলাম না। এই সময়ে মুক্তির নিমিত্ত আর এক ... অবলম্বন করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে দস্যুদের বুঝাইলা... আমার নিবাস সপ্তগ্রাম-সন্নিহিত গোপালপুর নহে, ... ভূমে এক গোপালপুর আছে, সেই গোপালপুর ... নিবাস। ক্রমে এই কথাতেই তাহাদের দৃঢ়-বিশ্বাস হ... আমাকে সকলেই মান্য করিতে লাগিল। এমন ... উমাপতিকে লইয়া এই গোল। আমি তোমাকে ... চিনিলাম। পাছে তুমি আমাকে চিনিতে পার বলি... ভয় হইল। তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না। ... লাম, পলাইবার এই ঠিক সময়। তোমাকে মুক্ত ... পলাইলাম বটে, কিন্তু যত দিন তাহাদের ধরাইয়া না... পারি, তত দিন আমরা নিরাপদ্ নহি। সাবধান, ... যেন কিছু জানিতে না পারে। দুই এক দিনের ... প্রকাশ করিতে পারিব, এমন সাহস আছে। যে ... প্রকাশ না হয়, সে কয়দিন আমরা নিশ্চিন্ত নহি।"

নবকুমার সবিস্ময়ে কহিলেন, "প্রকাশ ... বিলম্ব হইতেছে কেন?"

গোপা। আমরা পলাইয়া আসার পরদিনই ত... কোথায় সরিয়াছে, ঠিক নাই। আমি খোঁজ করি... তাহারা তথায় নাই। যেখানে থাকুক, আমি শীঘ্র জানিতে পারিব। আমি এখন এত কথা বলিতা... কিন্তু আপনারা যখন আমাকে চিনিতে পারিলেন, সমস্ত কথা বলিয়া সাবধান করিয়া না দেওয়ায় মন্দ বলিয়া এত বলিলাম। যাহা বলিলাম, তাহা

সংক্ষিপ্ত। ইহার পর যদি বিধাতা দিন দেন, তবে এক এক দিনের কথা বলিব, শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন। উমাপতি! আমি আপাততঃ বিদায় হই। মনে কিছুই চিন্তা করিও না। ভয় কি ভাই! শীঘ্র আবার আসিতেছি। কাহাকে কিছু বলিও না। মহাশয়! আমি নমস্কার করি। এক্ষণে আমি চলিলাম। উমাপতি; বাটীর সব মঙ্গল?"

উমাপতি বলিলেন, "প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল বটে, কিন্তু আপনার অদর্শনে সকলেই মৃতপ্রায়।"

গোপা। "দৈব কাহার আয়ত্ত ভাই? বিধাতা দুঃখ দিলে কে খণ্ডিতে পারে? আর না। আমি চলিলাম। পরে সমস্ত কথা বলিব। চিন্তা নাই। অনেক দেরি হইয়াছে।" এই বলিয়া গোপাল উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন। উমাপতি তাঁহাকে কত কথা জিজ্ঞাসিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা হইল না। তাঁহারা উভয়ে চিত্রার্পিত-পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রুগ্না-সমীপে।

"Causa latet visest notisima."*

—ovid,

নবকুমার, উমাপতি, পদ্মাবতী প্রভৃতি সকলেই সুখে সময়পাত করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মের পর বর্ষা গেল, বর্ষার পর শরৎও গেল, শরতের পর হেমন্তও যায়, তাঁহারা সকলেই আনন্দে কাটাইতে লাগিলেন; যদি সংসারে সুখ থাকে, তবে তাঁহারা সুখেই কাটাইতে লাগিলেন বটে; কিন্তু বিশ্বমধ্যে যাহা সুখ বলিয়া পরিচিত, সে সুখ কতক্ষণ স্থায়ী? কে বলিতে পারেন যে, তিনি চির-সুখী? যিনি বলিতে পারেন, আমি কখন দুঃখ কাহাকে বলে জানি না, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি কখন সুখের মুখও দেখেন নাই; সুখ কাহাকে বলে, তাহাও তিনি জানেন না। সুখে তাঁহার সুখ নাই, তিনি দারুণ অসুখী। যে ব্যক্তি জীবনমধ্যে পলান্ন অথবা তদ্বৎ কোন উপাদেয় দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু আহার করেন নাই, তাঁহার রসনা সে আহারে অতঃপর তৃপ্ত হয় না; তিনি আর তাহার উপাদেয়ত্ব বুঝিতে পারেন না। শাকান্নভোজী ব্যক্তি কখন একদিন যদি তাহা আহার করিতে পারেন, তবে তিনি তাহার উপাদেয়ত্ব অনুমানে সমর্থ। জগতে সকল কার্য্যেই সুখ আছে, সকল কার্য্যেই সুখ নাই। অদ্য যে কার্য্য পরম সুখময় বলিয়া প্রতীত হইতেছে, উপর্য্যুপরি দশ দিন সেই কার্য্য করিতে হইলে তাহা বিরক্তিজনক ও অসুখের লক্ষণ স্থির করা অথবা কিসে সুখ হয়, তাহা নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। জগতে সুখ আছে কি না, তাহাও আমরা বলিতে অক্ষম। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, যাহাকে লোকে সুখ বলিয়া গণ্য করেন, তাহা এই আছে এই নাই। মনুষ্য আশা-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ সুখের চেষ্টায় ছুটিতেছে, কিন্তু তাহা হস্তগত হয় হয় হয়—হইতেছে না। মায়াময় মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় সুখ দেখা দেয়, কিন্তু কাছে আইসে না। সুখের এই প্রকৃতি। এই নিদারুণ যন্ত্রণাপূর্ণ সংসারে মনুষ্য সময়ে সময়ে অন্যান্য সমস্ত ক্লেশকর বিষয় বিস্মৃত হইয়া আনন্দে থাকেন। যদি কিছু সুখ থাকে, তবে আমরা বলি—সেই আনন্দই সুখ; কিন্তু সেই সুখই বা কতক্ষণ স্থায়ী? জগতে কে সদানন্দ, কাহার হৃদয় জগতে একদিনও দুঃখদণ্ডে মথিত হয় নাই? সংসারবিরাগী, পুণ্যাশ্রমী যতি-তপস্বীরাও সংসারে যন্ত্রণা পাইয়াছেন। মাতৃগর্ভচ্যুত হইয়াই কেহ কখন সন্ন্যাসী হয় না। সাংসারিক বিবিধ অসহনীয় ক্লেশদর্শনে তাঁহারা সুখাশায় সংসার ত্যাগ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব সংসারে কেহ

---

* The cause is secret, but the effect is known.

চিরানন্দ নহেন। রোগ, শোক, অভাব, মান, যশ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে মনুষ্য সততই নিরানন্দ। এই সকলের মধ্যে যদি কোনরূপে কখন আনন্দ জন্মে, তাহা ক্ষণিক মাত্র। নবকুমার প্রভৃতি সকলে সেই ক্ষণিক আনন্দে আনন্দিত ছিলেন; কিন্তু আনন্দ চিরস্থায়ী হইবার নহে। তাঁহাদের আনন্দে বিঘ্ন জন্মিল; পদ্মাবতী পীড়িতা হইলেন। চলুন পাঠক, আমরা পদ্মাবতীর কি হইয়াছে, দেখিয়া আসি।

পদ্মাবতী পীড়িতা। চারি দিন অতীত হইল, পদ্মাবতী পীড়াক্রান্ত হইয়াছেন। পীড়া সহজ নহে। জ্বর—কিন্তু শক্ত জ্বর। কি কারণে পদ্মাবতীর সহসা এরূপ কঠিন জ্বর উপস্থিত হইল, তাহা অন্যে জানে না; কোন্ সময়ে কি কারণে পীড়া হয়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। অবশ্যই কোন শারীরিক নিয়মের উল্লঙ্ঘন হইয়া থাকিবে, নচেৎ এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? নবকুমার পদ্মাবতীকে জ্বরের কারণ জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর পান নাই। চিকিৎসক আসিয়া রোগিণীকে দেখিয়া মুখ বিকৃত করিয়াছেন। তিনি যাইবার সময় নবকুমারকে কানে কানে বলিয়া গিয়াছেন, "রোগের গতিক ভাল নহে।" নবকুমার সেই অবধি অত্যন্ত ভাবনাগ্রস্ত ও শুষ্ক হইয়াছেন।

বেলা সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহর, পদ্মাবতীর জ্বরত্যাগ হইতেছে। পদ্মাবতী ছট্‌ফট্ করিতেছেন এবং যন্ত্রণা-সূচক ধ্বনি ব্যক্ত করিতেছেন। চারি জন পরিচারিকা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। রৌদ্রের তেজ বিদূরিত করিবার নিমিত্ত গৃহের সমস্ত দ্বারাদি রুদ্ধ। সহসা একটি দ্বার উন্মোচিত হইল। তন্মধ্য দিয়া নবকুমার প্রবেশ করিলেন। সকলের দৃষ্টি তৎপ্রতি ধাবিত হইল। পদ্মাবতীও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন। নবকুমারের চক্ষুর সহিত পদ্মার চক্ষু সংমিলিত হইল, অমনই তাঁহার ওষ্ঠাধরে মধুর হাসি আসিল। তাঁহার মুখের ভাবান্তর হইল। এত যে যন্ত্রণা, এত যে ক্লেশ, তাহা যেন তৎক্ষণাৎ লয় পাইল। নবকুমার ধীরে ধীরে আসিয়া রুগ্নার শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তিনি দেখিলেন, পদ্মাবতী এই চারি দিনেই ভয়ানক কৃশা হইয়াছেন, তাঁহার বর্ণ পাণ্ডুত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইন্দীবর-নয়ন দুটি ডব ডব করিয়া মুখের উপর ভাসিতেছে। পদ্মাবতী নবকুমারের গাত্রে একখানি হস্ত প্রক্ষেপ করিলেন। নবকুমার এক হস্ত দ্বারা পদ্মার প্রক্ষিপ্ত হস্ত ধারণ করিলেন, অপর হস্ত পদ্মার ললাটে অর্পণ করিয়া কহিলেন,

"পদ্মা! তুমি ঘামিতেছ, এক্ষণে তোমার জ্বর হইতেছে বোধ হয়।"

পদ্মা বলিলেন, "হইবে, কিন্তু বড় কষ্ট হই[illegible]

নবকুমার বলিলেন, "আর দুই এক [illegible]মাত্র সহ্য করিতে হইবে। কি করিবে বল? তৎ[illegible] আরোগ্য লাভ করিবে।"

পদ্মা আবার নবকুমারের মুখের দিকে চ[illegible] একটু হাসিলেন;—কহিলেন, "আরোগ্য লাভ ক[illegible] তোমায় কে বলিল?"

নবকুমার কহিলেন, "কেন পদ্মা, এ তো স[illegible] পীড়া, ইহাতে ভয় কি?"

পদ্মা কহিলেন, "ভয় নাই নবকুমার! ভয় কি[illegible] মৃত্যুকে ভয়? তাহা আমার নাই। তবে নিজের[illegible]রের অবস্থা নিজে যত বুঝিতে পারা যায়, পরে সহস্র হইলেও তত পারে না। নবকুমার! আমার কঠিন নহে এবং আমি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিব, আশাকে যদি হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, তবে তাহা কর।"

নবকুমার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পদ্মাবতী কহিলেন, "তুমি দুঃখিত হইতেছ? তো আমি জানি না। আমি ভাবিলাম, তুমি মানুষ,তোমাদের সহিষ্ণুতা-গুণ আমাদের অপেক্ষা [illegible] অধিক। সেই সাহসেই আমি এমন কথা বলি[illegible] তুমি দুঃখিত হইবে জানিলে কখন বলিতাম না। হইবার, তাহা হইবে, তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হও কেন?" প[illegible] নবকুমারের মনের ভাব বুঝিলেন এবং এই মুহূর্ত্ত অতঃপর রোগ-যাতনা যথাসাধ্য গোপন করিতে করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতী নবকুমারের বদনের দৃষ্টি করিলেন;—দেখিলেন, তাহা বিশুষ্ক ও [illegible] বাক্যের স্রোত পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত ক[illegible] "স্বামিন্! আমার একটি প্রার্থনা আছে।" ন[illegible] সোৎসুকে কহিলেন, "কি বল, নিঃসঙ্কোচে বল।"

পদ্মাবতী কহিলেন, "আমি জানিনা, জা[illegible] আমি যাহা বলিব, তাহা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য। যাহা বলিতেছি, তাহা তোমার বিবেচনা-সাপেক্ষ। তাহা কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহা কর, নচেৎ প্র[illegible] নাই।"

নবকুমার কহিলেন, "ভাল, তাহাই হইবে। কি?"

পদ্মাবতী কহিলেন, "বাদশাহ জাহাঙ্গীরের

আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, জীবনমধ্যে আর একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অধুনা সেই ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে। যদি তাহাতে তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে বাদশাহের নিকট সংবাদ প্রেরণ কর।" নবকুমার কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। যুগপৎ অনেকগুলি চিন্তা-তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়-জলধিকে আচ্ছন্ন করিল। তিনি ভাবিলেন, "পদ্মাবতীর এ ইচ্ছা অসঙ্গত নহে। যাহাকে একদিন পদ্মা মন দিয়াছিল, তাহার নিকট হইতে একদিনেই বিভিন্ন হওয়া অসম্ভব। পদ্মাবতীর চিত্ত তো আমি জানি। তাহা যদিও এক্ষণে দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল, তথাপি পূর্ব্বস্মৃতি কোথায় যাইবে? স্মৃতি-প্রাবল্যে পদ্মার এ ইচ্ছা অন্যায় নহে। আর এ দর্শনে ক্ষতিই বা কি? পদ্মার চিত্তে মালিন্য জন্মান অসম্ভব। তবে কেন তাহার বাসনায় ব্যাঘাত দিব?" এই ভাবিয়া কহিলেন, "পদ্মা! এই কথা! এ তো উত্তম কথা! অবশ্যই সংবাদ লইয়া লোক যাইবে। কিন্তু তিনি আসিবেন কি না সন্দেহ।"

পদ্মা। আসিবেন। যাহাতে আসিবেন, আমি তাহা বলিতেছি। তুমি যদি পত্র লেখ, তবে তাহাতে লিখিয়া দিও, পদ্মাবতী পীড়িতা হইয়াছে। রুগ্নশয্যায় নিপতিতা হইয়া তাহার একবার বাদশাহের সহিত সাক্ষাতের বাসনা জন্মিয়াছে। কিন্তু সে গমনাগমনে অশক্ত। সুতরাং বাদশাহ বাহাদুরের অনুগ্রহ ভিন্ন তাহার বাসনা চরিতার্থ হইবার অন্য উপায় নাই।

নবকুমার বলিলেন, "তাহাই হইবে। ঐ সকল কথাই লিখিব।"

পদ্মা। নাথ! কার্য্যমাত্রই যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই ভাল। আমি বলি, যদি এ কার্য্য তোমার অভিপ্রেত হইল, তবে আর বিলম্ব না করাই ভাল।

নবকুমার কহিলেন, "আমি পত্র লিখিতে চলিলাম। এখনই ইহা শেষ করিতেছি।"

এই বলিয়া নবকুমার পদ্মার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাকুলিতান্তরে।

"মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং,
বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ।
ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্,
যদি জন্তুর্ননু লাভবানসৌ॥
অবগচ্ছতি মূঢ়চেতসঃ,
প্রিয়নাশং হৃদি শল্যমিবার্পিতম্।
স্থিরধীস্তু তদেব মন্যতে,
কুশলদ্বারতয়া সমুদ্ধৃতম্॥

কয়েক দিন অতীত হইল, পদ্মাবতী রুগ্নশয্যায় পতিতা আছেন। তাঁহার পীড়ার অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ লক্ষিত হইতেছে। অদ্য সায়ংকালে পূর্ব্বোল্লিখিত চিকিৎসক পদ্মাবতীকে দর্শন করিয়া গেলেন। অনতিবিলম্বে নবকুমার রুগ্নার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। যে প্রকোষ্ঠ পদ্মাবতীর সুস্থ এবং সবল অবস্থায় আনন্দের রশ্মিতে সমুজ্জ্বলিত ছিল, যে প্রকোষ্ঠ পদ্মার অধ্যয়ন, রচনা, চিত্র-কার্য্য প্রভৃতি কার্য্যের প্রিয়তম স্থান ছিল, যথায় পদ্মা স্বীয় প্রকৃত-পরিচয়-জ্ঞানহীন স্বামীর হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিবিধ বিনয়-বাক্যে তোষামোদ করিয়া, অবশেষে তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিয়াছিলেন এবং তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া সগর্ব্ববিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়াইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, যে স্থানে বহুকষ্টে পদ্মা স্বামীর প্রেমহীন বিশুষ্ক হৃদয়কে প্রেমময় ও সরস করিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করত আনন্দাশ্রুতে তাঁহার হৃদয় ভাসাইয়াছিলেন, যে প্রকোষ্ঠে পদ্মা আরাধ্য নবকুমারের সঙ্গ-সুখে কতদিন স্বর্গ-সুখ অনুভব করিয়াছেন, অদ্য সেই প্রকোষ্ঠে—সেই আমোদময় প্রকোষ্ঠে নবকুমার বিষণ্ণ-বদনে প্রবেশ করিলেন। সে প্রকোষ্ঠের আর সে জ্যোতিঃ নাই। একের হীনতেজে সকলই যেন তেজোহীন হইয়াছে। রুগ্না পালঙ্কে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। পার্শ্বে কাষ্ঠ-চৌপায়ায় একটি সামাদান জ্বলিতেছে; কিন্তু সকলই যেন অন্ধকার। নবকুমার যাইয়া আলোকের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তাঁহার পদশব্দ রুগ্নার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন। উভয়ের চক্ষু সম্মিলিত

হইল। পদ্মাবতীর বদনে একটু হাসি দেখা দিল; কিন্তু সে হাসি তাঁহার স্বাভাবিক হাসি নয়। পদ্মাবতী নবকুমারের তৃপ্তিসাধনের জন্য এ অবস্থাতেও জোর করিয়া হাসিলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসিলেন, "পদ্মাবতি! এখন কেমন আছ?" অতি ক্ষীণস্বরে পদ্মাবতী উত্তর করিলেন, "ভাল আছি।"

এ স্থলেও পদ্মাবতী প্রকৃত কথা গোপন করিলেন। পাছে নবকুমারের হৃদয়ে ব্যথা জন্মে, এ জন্য রোগ তাঁহার শরীরকে কিরূপ চর্ব্বিত করিতেছে, তাহা পদ্মা ব্যক্ত করিলেন না। নবকুমার সকলই বুঝিলেন। চিকিৎসক যখন পদ্মাবতীকে দর্শন করিয়া গমন করেন, তখন নবকুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি নবকুমারকে বলিয়াছেন, "কুমার অবস্থা বড়ই মন্দ। কল্য সপ্তাহ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ভয়ের দিন গিয়াছে। কিন্তু এই সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ করিতে না পারিলে পুনরায় বিপদ্ সম্ভাবিত। শক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি। কিন্তু কিছুই ভাল বুঝিতেছি না।"

নবকুমার পদ্মার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পদ্মা যেন কোন অস্বাভাবিক শক্তিবলে উঠিয়া বসিলেন। নবকুমার তাঁহাকে ধরিলেন। পদ্মা হেলিয়া নবকুমারের বক্ষে মস্তক রক্ষা করিলেন। তাঁহার একচক্ষু আবরণে পড়িল, অপর চক্ষুর দ্বারা তিনি নবকুমারের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। উভয়ে নীরব। উভয়ের হৃদয়েই দারুণ শোকের ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল। কি কথা কহিবেন? মনে কি তখন কথার স্থির আছে? নবকুমার শোকবিকলিত-নেত্রে দেখিতে লাগিলেন, এই সম্মোহিনী মূর্ত্তি যাহা আমার হৃদয়-মনকে প্রেম-রজ্জু দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইবে। তিনি আরও দেখিলেন, পদ্মার সুগোল নবনীত-বিনিন্দিত কোমল গণ্ডদ্বয়ের সে শোভা অপগত হইয়াছে। তাহাতে গায় গায় অনেক দাগ পড়িয়াছে এবং তাহা গম্ভীর হইয়াছে। তাঁহার চক্ষুতলে কালিমা পড়িয়াছে। অধরোষ্ঠ গোলাবী বর্ণের বিপর্য্যয়ে শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। তাঁহার নারীচরিত্রসুলভ গর্ব্বপূর্ণ সমুজ্জ্বল দেহ-শোভা —যাহাতে তাঁহার আত্মার অমানুষী বুদ্ধির জ্যোতিঃ দীপ্যমান ছিল, এক্ষণে আর তাহা সেরূপ নাই।

নবকুমারের দেহে সমধিক বেগে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অতি ব্যগ্রতা সহকারে তিনি পদ্মাবতীকে ধারণ করিয়া তাঁহার বদনে ভূয়োভূয়ঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। ক্লেশ-সংরক্ষিত মনোবেগ শিথিল হইল, সুতরাং নবকু[illegible] দিয়া দরদরিত-ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগি[illegible]

পদ্মাবতী নবকুমারের ব্যগ্রতা দর্শনে কিছু ব্যা[illegible] স্বরে কহিলেন, "কাঁদিও না। শঙ্কিত হইতেছ [illegible] পরিণামে কি হইবে, তাহার স্থির কি? তোমার স[illegible] আমার সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হইয়াছে, আমি পবি[illegible] ভোগ করিতেছি। তুমি এক্ষণে শোক ত্যাগ কর।"

এই কথা বলিতে বলিতে পদ্মার নয়ননির্গত [illegible] বিন্দু অশ্রু নবকুমারের বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। ন[illegible] উন্মত্তের ন্যায় পদ্মার মুখের প্রতি চাহিলেন এবং স[illegible] দেখিলেন, পদ্মা এখনও হাসিবার নিমিত্ত চেষ্টা ক[illegible] ছেন। পদ্মা নবকুমারের হৃদয় হইতে মস্তকো[illegible] করিয়া একটি তাকিয়ায় সংস্থাপিত করিলেন। ম[illegible] প্রচণ্ড শোকাগ্নিকে নিবাইতে চেষ্টা করিলেন। কি সহজ? সময়ে সময়ে সুদীর্ঘ নিশ্বাস এবং অ[illegible] হৃদয়ের প্রচণ্ড শোক-প্রবাহের পরিচয় প্রদান লাগিল।

অনেক নিস্তব্ধতার পর নবকুমার কহিলেন, মনুষ্যের এই গতি! অদৃষ্টের এই শেষ! এ ঘটনা[illegible] রণ, সর্ব্বব্যাপী এবং অপ্রতিবিধেয়। যাহা হইবেই কাহার সাধ্য তাহার রোধ করে? তোমার পীড়া কঠিন হয় নাই। মনের ব্যাকুলতায় এবং অস্থিরতা যেরূপ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছি, এখনও তাহার চিহ্নও প্রকাশিত হয় নাই। ঈশ্বর করুন, আর বাড়ে। তাহা হইলেই তুমি অবশ্য মুক্তি লাভ তোমার এ সহজ পীড়া, ভয় কি?"

নবকুমার মনের কথা বলিলেন না। [illegible] বুঝিয়াছিলেন, পদ্মাকে সাহস দিবার জন্য তাহা করিলেন।

পদ্মা কহিলেন, "ভয় কি? কিছুই না। পী[illegible] হউক বা কঠিন হউক, তাহাতে ভয় করিলে[illegible] কেন? মৃত্যুকে ভয় করিলেই কি মনুষ্য তাহার [illegible] অব্যাহতি লাভ করিবে? কখনই না। তবে কে[illegible]

পদ্মাবতীর মুখে এইরূপ সাহসের কথা শু[illegible] কুমারের এতাদৃশ চঞ্চল হৃদয়ও একটু সাহস[illegible] প্রিয়জনের ক্লেশ দেখিলে অন্তরে দারুণ বেদনা জ[illegible] যদি সে প্রিয়জন কোন অপ্রতিবিধেয় বিপদে প[illegible] কাতর না হয় এবং ধৈর্য্য সহকারে স্থির থা[illegible] হইলে তজ্জন্য চিন্তা অবশ্যই কিয়ৎপরিমাণে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ বিধাতৃবিহিত একটি শু[illegible]

সতত সংসারে বিরাজ করিতেছে ;—মনুষ্য যতই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়, ততই যেন মৃত্যুর ক্রমনিম্ন পথ আরও পরিষ্কার ও মসৃণ হইয়া তাহার গতির সুবিধা করিয়া দেয় এবং প্রত্যহ দেহ নশ্বর বলিয়া যতই প্রতীতি জন্মে, ততই যেন কৃতান্তের করাল ভীষণ মূর্ত্তি কমনীয়তা ধারণ করে; অবশেষে যেরূপ শ্রান্তশিশু জননীর অঙ্কে নিদ্রা যায়, তদ্রূপ মানব অকাতরে শমন-সদনে শরণ গ্রহণ করে। এই চিরপ্রতিষ্ঠিত নিয়মপ্রভাবে পদ্মাবতীর মুখ হইতে তাদৃশ সাহসসূচক কথা বিনির্গত হইয়াছে। নবকুমার পদ্মাবতীর কথা সকল স্থির-মনে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "অনেক লোকজন সমভিব্যাহারে বাদশাহ আসিয়াছেন!" নবকুমার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "আসিয়াছেন?"

পদ্মাবতী কহিলেন, "তুমি যাও।"

নবকুমার ব্যস্ততা সহকারে পদ্মার প্রকোষ্ঠ হইতে নির্গত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উদ্দীপ্ত-প্রণয়-পাবকে।

"I loved, I love you, for this love have lost
State, station, heaven mankind's my own esteem,
And yet cannot regret what it hath cost,
So dear is still the memory of that dream."
—Byron.

বাদশাহ জাহাঙ্গীর পত্রপাঠমাত্র বুঝিয়াছিলেন যে, পদ্মাবতীর সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে সন্দেহ নাই। পদ্মাবতী বলিয়াছিলেন, অন্তিম-সময়ে তিনি পুনরায় বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। অন্তিম-সময় উপস্থিত না হইলে সে কথা তাঁহার মনে পড়িবে কেন? এ জন্য বাদশাহ আসিবার সময় অধীনস্থ কয়েক জন প্রসিদ্ধ হাকিম সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়াই নবকুমার কর্ত্তৃক নিযুক্ত চিকিৎসকের নিকট রোগের সমস্ত ব্যবস্থা জ্ঞাত হইয়া একমতে পদ্মার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু রোগের কিছুই করিতে পারিলেন না। অদ্য দশ দিন অতীত হইল। এ দশ দিনে পীড়া অণুমাত্রও উপশমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। চিকিৎসকেরা পদ্মার জীবনে প্রায় হতাশ হইয়াছেন। এই নিদারুণ কথা প্রিয়জনবর্গের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। সকলেই ম্রিয়মাণ, শঙ্কিত ও বিশুষ্ক। নবকুমার, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি সকলেই সর্ব্বদা রোগিণীর অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারাও ক্রমশঃ নিরাশ হইতেছেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাদশাহ জাহাঙ্গীর বাহাদুর রুগ্নার পালঙ্ক-সন্নিহিত একখানি চৌপায়ায় উপবেশন করিলেন। পদ্মা নিতান্ত দুর্ব্বল ও কৃশ। সম্প্রতি চারি দিন হইতে যে জ্বর আসিয়াছে, তাহা কমিতেছে না, বাড়িতেছে না, সমভাবেই রহিয়াছে। চিকিৎসকেরা সন্দেহ করিতেছেন, সেই জ্বর যখন বিরাম হইবে, তখনই পদ্মার মৃত্যু হইবে। বাদশাহ ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পদ্মা বাদশাহের মুখের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। বাদশাহ ব্যথিত হইলেন। এক সময়ে যাঁহার দৃষ্টিতে বাদশাহের হৃদয় নৃত্য করিত, অদ্য তাঁহার দৃষ্টি ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক হইল। শোকে তাঁহার হৃদয় মথিত হইতে লাগিল। অতি কষ্টে তিনি মনের ভাব গোপন করিলেন। উভয়েই নিস্তব্ধ—নীরব—চিত্রার্পিত পুত্তলীপ্রায়। অনেকক্ষণ পরে পদ্মাবতী দীর্ঘ-নিশ্বাস সহকারে কহিলেন, "বাদশাহ! আমি চলিলাম,—এ জীবনের মত চলিলাম। পাপীয়সী পদ্মাবতীর পাপজীবন নিশ্চয়ই অচিরে অন্ধকারে ডুবিবে। তাহা প্রতিবিধানের চেষ্টা বৃথা। আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছি; জীবনে আমার কোন প্রয়োজনও নাই। সুতরাং আমি আগতপ্রায় মৃত্যুর নিমিত্ত শঙ্কিত নহি। আমার আর ক্ষোভ নাই। মনুষ্য-জীবনে যে সকল বাহ্য সুখ-সৌভাগ্য ঈপ্সিত, বাদশাহের অনুকম্পায় আমি সে সকল যথেষ্ট সম্ভোগ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে যত দিন নবানুরাগ থাকে, তত দিন সুখবোধ হয়; তত দিন সে সকল আমোদের সামগ্রী থাকে। অনুরাগ কয় দিন থাকে? অনুরাগও কমে, সুখও যায়। আপনাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি —সে সকলে বিন্দুমাত্রও সুখ নাই; তাহা হইলে আমার সুখের সীমা থাকিত না। যাহাতে প্রকৃত সুখ আছে, হতভাগিনী তাহা সে সময় জানিতে পারে নাই। যখন জানিতে পারিল ও তাহা হস্তগত হইল, তখন পঙ্কজার্য্য সকলের নিমিত্ত নিদারুণ অনুতাপে তাহার হৃদয় মথিত হইতে লাগিল। সুতরাং জগতে অভাগিনী

সুখের মুখ দেখিতে পাইল না। সুখের নিমিত্ত আমি কি না করিয়াছি? কোন্ পাপ আমি বাকি রাখিয়াছি? যাহা করিয়াছি, তাহা সকলই সুখের চেষ্টায়, অসীম ভোগতৃষা নিবৃত্তি করিবার চেষ্টায়। কিন্তু বাদশাহ, আপনাকে বলিতে কি, পাপে পাপে আমার দেহ, মন, প্রাণ জর্জ্জরিত হইয়াছে মাত্র, সুখী কখনই হই নাই। এখনই কি আমি সুখী? না বাদশাহ, আমার বড় যাতনা! কেন পূর্ব্ব হইতে এই পথে থাকি নাই, এই অনুশোচনায় আমার হৃদয় এখন সতত জ্বলিতে থাকে! সে জ্বালা নিবারিত হইবার নহে; তাহা হইলে নিবারিত হইত। তাহাতেই বলিতেছি, অভাগিনীর জীবনে কোন প্রয়োজন নাই, তাহার মরণই মঙ্গল। সেই মঙ্গল নিকটবর্ত্তী, তাহার জন্য অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না, ইহাই সৌভাগ্য। আর পাপীয়সী পদ্মাবতীর পাপ প্রাণ পৃথিবীতে অধিক দিন থাকিবে না।"

এই পর্য্যন্ত কথা যদিও পদ্মাবতী অতিশয় ধীরে ধীরে ও অতিশয় অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিলেন, তথাপি ইহাতেই তাঁহার অত্যন্ত শ্রম হইল। তিনি নিস্তব্ধ হইলেন এবং সজোরে শ্বাসাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাদশাহ বাহাদুর সমস্ত কথা শুনিলেন,—তাঁহার সাবধানতা বিফল হইল। চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। বিকৃত-স্বরে কহিলেন, "পদ্মাবতি! তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ যে এত ভয়ানক হইবে, তাহা মনেও স্থান দিতে সাহস করি নাই। তুমি যাহা বলিলে, তাহা ঘটুক বা নাই ঘটুক, মনে স্থান দিতেও সর্ব্বাঙ্গ শিহরে। আমার দেহ, মন, প্রাণ যে এক সময়ে কেবলমাত্র তোমারই ছিল, তাহা তুমি জান না কি? অতি ক্লেশে হৃদয়কে পাষাণবৎ কঠিন করিয়া তোমাকে তোমার সুখের পথে বিচরণ করিতে দিয়াছিলাম। কিন্তু বল দেখি পদ্মাবতি! কোন্ প্রাণে আমি সুস্থির হইব? পদ্মাবতি! তুমি সহস্র যোজন অন্তরে থাকিলেও আমার অন্তরেই আছ। আমি তোমারই। তোমার চিত্তের অন্য ভাব হইলেও আমি তোমাকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারি নাই।"

মনস্তাপে, পূর্ব্বস্মৃতিতে বাদশাহের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর বদ্ধ হইল। চক্ষু দিয়া টসটস করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অতি ব্যস্তে বাদশাহ পদ্মাবতীর হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহার নয়নজলে পদ্মার ক্ষীণ হস্ত সিক্ত হইতে লাগিল। পদ্মা ব্যাধি-বিকলিত-কণ্ঠে কহিলেন, "বাদশাহ! আপনার কথায় পূর্ব্বকালের সমস্ত কথা মনে পড়িল। যেন সে সকল প্রত্যক্ষ বোধ হইতেছে। বাদশাহ! আমার হৃদয় নিতান্ত পাষাণ;—প অপেক্ষাও কঠিন। অন্তিম-সময়ে আমি আপনাকে দ কথা বলি, শুনুন। এ সময়ে আর আমার ভয় কি? সংসার অচিরে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতে কাহার ভয় করিব? আপনি শুনিয়া কি ভাবিবেন, বা পারি না। যাহা ভাবুন, এই অন্তিম-কালে মৃত্যু-শ আমি আজি মুক্তকণ্ঠে আমার পাপ স্বীকার করিব। শাহ! আপনি আমাকে যতদূর প্রেম করিতেন, আমার অবিদিত নাই। কিন্তু বাদশাহ! মিথ্যা মনে বেন না, আমি পাষাণী, তখন আপনার সেই প্রেমের কণিকাও প্রতিদান করিতাম না। আপনি কি হইতেছেন? জগতে আমার ন্যায় অসতী, কুলটা, স্বৈরিণীদের এই নিয়ম,—তাহাদের এই কার্য্য, এই হার। প্রতারণা তাহাদের ব্যবসায়। আপনি সন্তোষার্থে কি না করিয়াছেন? কিন্তু আমি পা আপনার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছি? আমি স্বয়ং পাপ করিয়াছি, আবার তাহার সহিত প্রতারণা করিয়াছি এবং আপনাকে, আরও কত জনকে প্রতারণা-জালে বদ্ধ করিয়া পাপে ডুবাইয়াছি। বা ভাবিয়া দেখুন দেখি, আমার পাপের কি পরিমাণ আমার অদৃষ্টের গতি কি হইবে, তাহা বুঝিতেছেন

এই বলিয়া পদ্মা আবার নীরব হইলেন। অ বিশ্রাম করিয়া পদ্মা বাদশাহের মুখের প্রতি চা পদ্মার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। একটি দীর্ঘ ত্যাগ করিয়া পদ্মা কহিলেন, "বাদশাহ! আ যাহা বলিব, তাহা আপনি বিশ্বাস ক না; আমার কথায় কেন বিশ্বাস করিবেন? না করিলেও আমি তাহা বলিব। কারণ, বিশ্বাসাবিশ্বাসে আমার আর কোন ইষ্টানিষ্টের নাই। যে শীঘ্র চিরকালের নিমিত্ত ত্যাগ করিবে, মনুষ্যের সন্তোষ ও বিশ্বাসে তাহার কি? শুনুন বাদশাহ! সদিচ্ছারূপে অমলস্পর্শে পা গলে। দাসীর অন্তরে অনেক দিন সদিচ্ছা প্রবে য়াছে। পাষাণীর হৃদয় সেই সময় হইতে একটু মানবীর ন্যায় হইয়াছে। আমি তখন বুঝিয়াছি— সহিত পূর্ব্বে কত অসদ্ব্যবহার করিয়াছি; বু য়াছি—আমি পাপীর পাপী; আমার তখনকা অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু তখন আ দূর আসিয়াছি, আর প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব এবং অ কারণে হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। এত

আমাকে নিস্তার করিতে না আসিলে এ কথা কখন ব্যক্ত করিতাম না। যাহা হৃদয়ে জন্মিয়াছিল, তাহা হৃদয়েই লয় পাইত। অদ্য এ কথা প্রকাশ করায় আর ক্ষতি নাই বলিয়াই করিলাম। যে দিন হইতে হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে মানবীর ন্যায় হইল, সেই দিন হইতে তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকা আমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন কার্য্য হইয়া উঠিল। স্বামী আমার আরাধ্য দেবতা, তাঁহার চরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে জীবন ত্যাগ করিব, ইহাই আমার প্রার্থনা। তাঁহাকে আমি স্বেচ্ছায় মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। সেই শুভদিনাবধি আমি স্বামীর চরণ অন্তরের সহিত ধ্যান করিয়াছি, তাঁহাকে পুণ্যের সোপান মনে করিয়াছি এবং পাপীয়সী পদ্মাবতীর হৃদয়ে যতদূর প্রণয় উদ্দীপ্ত হওয়া সম্ভব, ততদূর প্রণয় করিয়াছি; কিন্তু বাদশাহ! তোমাকেও তো ভুলিতে পারি নাই। ইহাতে যদি আমার অধর্ম্ম হইয়া থাকে, কি করিব, আমি তাহাতে দুঃখিত নহি। সুখের বিষয় যে, পাষাণীর মৃত্যু-সময়ে এ কথা প্রকাশ হইল। আরও সুখের বিষয় এই যে, একদিনও তোমার সহিত অবস্থান করিতে অথবা তোমার নিকটস্থ হইতে প্রবৃত্তি হয় নাই। জানিতাম, তাহাতে যন্ত্রণা ভিন্ন সুখ নাই। অদ্য সমস্ত কথা প্রকাশ করিলাম; অদ্য তুমি সম্মুখে উপস্থিত; অদ্য চিত্ত বড় দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অদ্য ভাবিতেছি,তোমাকে ছাড়িলাম কিরূপে?"

পদ্মাবতী বিশ্রামার্থে নিস্তব্ধ হইলেন। তিনি সাধ্যাতীত উচ্চৈঃস্বরে ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন,এ জন্য বিশেষ শ্রমবোধ হইল। অনেকক্ষণ বাদশাহের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে থাকিয়া আবার কহিলেন, "বাদশাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এ পাপীয়সী তোমার নিকট বিস্তর দোষে দোষী। সে সকল দোষ সংখ্যাতীত। তাহার কোন্‌টি বলিব? আমার কিই বা বলিব? পাপে হৃদয় লৌহবৎ কঠিন হইয়াছে বলিয়াই তোমার সহিত কথা কহিতে আমার লজ্জা জন্মিতেছে না। হৃদয় কথায় পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু আর কিছু বলিব না; আর বলিতেও পারিতেছি না। এক কথা, বাদশাহ। দাসীর অপরাধ সকল ক্ষমা কর।"

এই বলিয়া পদ্মাবতী জাহাঙ্গীরের হস্ত ধারণ করিলেন; জাহাঙ্গীর বাক্যহীন পুত্তলীপ্রায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। পদ্মাও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। উভয়েই বাহ্যজ্ঞানরহিত—সংজ্ঞাশূন্য। তাঁহাদের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন সেই প্রকোষ্ঠে নবকুমার প্রবেশ করিলেন। পদ্মাবতী অথবা জাহাঙ্গীর তাহা জানিতে পারিলেন না। নবকুমার তাঁহাদের ভাব লক্ষ্য করিলেন। তিনি রুগ্নার প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া বাহিরে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সৌহৃদ্য-সংস্থাপনে।

"I may be your friend, and that perhaps,
when you least expect it,"

—Vicar of Wakefield.

যে আসন্ন বিপদ্‌ বদন ব্যাদান করিয়া নবকুমারকে বিভীষিকা দেখাইতেছে, তাহা অতি ভয়ানক সন্দেহ কি? নবকুমার যে শঙ্কায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। পদ্মাবতীর জীবনের কোন ভরসা নাই, তাহা তিনি বুঝিয়াছেন, সুতরাং এই আগতপ্রায় অশুভ ঘটনার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। পদ্মার সহবাসে নবকুমার আপাততঃ শান্তি অনুভব করিতেছিলেন। তিনি সকল বিপদ্‌ ও সকল ক্লেশকে দলিত করিয়া এই সুখে উন্মত্ত ছিলেন; পদ্মার অপরাধাদির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেই পদ্মা, তাঁহার হৃদয় এতাদৃশ অধিকার করিয়া, তাঁহাকে মোহিত করিয়া, বিরক্তির কারণ হইতে আনন্দের মূলরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া, এত অল্পদিনের মধ্যে অবনীধাম হইতে একেবারে প্রস্থান করিবেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

নবকুমার পদ্মাবতী ও বাদশাহকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া অন্য এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং নিতান্ত উদাসচিত্তের ন্যায় প্রকোষ্ঠমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। তথাপি নবকুমার বাতায়ন-সন্নিহিত হইয়া ব্যস্ততা সহকারে তাহার দ্বার মোচন করিলেন। শীত-রজনী-তমসাবৃত তিমিরাচ্ছন্ন প্রশস্ত রাজপথ সম্মুখীন হইল। তদ্দূরে কয়েকখানি ক্ষুদ্র গৃহ অন্ধকারমধ্যে স্তূপ স্তূপ দেখাইতে লাগিল। তৎপরেই প্রকাণ্ড প্রান্তর। তন্মধ্যস্থ বৃক্ষসকল ও পথপার্শ্বস্থ গৃহসকল শীত-নিশান্ধকার হেতু একবিধ পদার্থ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বাতায়নের অতি নিকটে একখানি পালঙ্ক ছিল। নবকুমার বাতায়নের প্রতি মুখ করিয়া তদুপরি উপবেশন

করিলেন। গাত্রে যে সমস্ত বস্ত্র ছিল, একে একে সে সমস্ত উন্মোচন করিলেন। তাহাতেও দেহ শীতল হইল না। এ জন্য বাতায়নদ্বারে বক্ষ রক্ষা করিলেন। বাতায়নদ্বার দিয়া শীতল বায়ু ঝির্ ঝির্ করিয়া তাঁহার বক্ষে লাগিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই শীতলতা পাইলেন না। ভ্রান্ত! কি করিতেছ? এ কি সহজে শীতল হইবে? এ যে উত্তাপ, তাহাতে জল দেও, তুষার দেও অথবা জগতে যাহা কিছু শীতল আছে, সে সমস্ত দেও, তথাপি একটুও কমিবে না। নবকুমারের সেই সময়ের চিত্তের অবস্থা ভয়ানক। তিনি অনিত্য জগতের অনিত্যতা আলোচনা করিতেছেন। বাতায়নমধ্য দিয়া এই ঘোরান্ধকার ভেদ করিয়া যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর যেন রোগ, শোক, মরণ ইত্যাদি নানাবিধ আকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, দেখিতে পাইতেছেন। যখন নবকুমার এইরূপে স্বীয় চিত্তের উপর প্রভুত্ব হারাইয়াছেন, তখন সেই প্রকোষ্ঠে অপর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন; নবকুমার তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। আগন্তুক ধীরে ধীরে নবকুমারের সন্নিহিত হইয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। নবকুমার চমকিলেন। তিনি ব্যগ্রতা সহকারে আগন্তুকের মুখের প্রতি চাহিলেন এবং দেখিলেন—উমাপতি। আগন্তুক উমাপতি কহিলেন, "ভ্রাতঃ! কি ভাবিতেছ? অপ্রতিবিধেয় ভাবী ঘটনার নিমিত্ত চিন্তা করা মূঢ়ের কার্য্য।"

নব। না ভাই, আমি তাদৃশ মূঢ় নহি। আমি আর এক চিন্তায় নিবিষ্ট ছিলাম। এই সংসার অনিত্য। এখানে কে চিরকাল থাকিবে? আশ্চর্য্য এই, মানুষ এমনই মায়ায় আচ্ছন্ন যে, প্রত্যহ শরীরের নশ্বরতা এবং জগতের অনিশ্চিততা সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রমাণ দেখিতেছে, তথাপি তাহাদের হৃদ্বোধ জন্মে না। এই আমি—আমার মনে কতবার ঘটনাক্রমে এই কথা উদিত হইয়াছে, কিন্তু কখনই দুই দিবসের অধিক মনে থাকে নাই।

উমা। ঈশ্বরের ইহা একটি কৌশল; মানবগণ এরূপ মায়ায় আচ্ছন্ন না হইলে জগতের কি ভয়ানক অবস্থা ঘটিত, তাহা স্থির করা যায় না। সে যাহা হউক, পদ্মাবতী এক্ষণে কেমন আছেন?

নবকুমার বিষণ্নস্বরে কহিলেন, "আমি এক্ষণে তাঁহাকে দেখি নাই। আর কি বা দেখিব ভাই? পদ্মাবতীর জীবনাশা সকলেই ত্যাগ করিয়াছেন।" এই বলিয়া নবকুমার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে তৃতীয় এক ব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উভয়ের দৃষ্টি তৎপ্রতি সঞ্চালিত হইল। উভয়েই দণ্ডায়মান হইয়া আগন্তুককে অতীব সহকারে অভিবাদন করিলেন। আগন্তুক স্বয়ং বাদ জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর নিকটস্থ হইয়া পালঙ্কে উপ করিলেন এবং নবকুমার ও উমাপতিকে সেই অ উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা সঙ্কুচিতভাবে এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

জাহাঙ্গীর নবকুমারকে লক্ষ্য করিয়া কহি "মহাশয়! আপনার সহিত অদ্য কয়েকটি কথা ক ইচ্ছা করি। ভরসা করি, আপনি আমার কথায় দোষ লইবেন না। লুৎ—পদ্মাবতীর এক্ষণে যে অ তাহা মহাশয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই আগ ঘটনায় আপনার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইবে সন্দেহ কিন্তু মনে করিবেন না যে, এ ঘটনায় আমি কোন পাইব না। আপনি বিজ্ঞ এবং বিবেচক। সরল আমার কথা শুনিবেন। লুৎফ-উন্নিসা,—আধুনিক বতীর সহিত পূর্ব্বে আমার কিরূপ পরিচয় ছিল, মহাশয় অবশ্যই কিছু না কিছু জানিয়া থাকিবেন। অবস্থায় সে সকল মনে হইলে মহাশয়ের মনে পদ্ম উপর ঘৃণা জন্মিতে পারে। আপনি উন্নতচিত্ত ব তাহার উল্লেখ করিতে সাহস—"

এই সময়ে নবকুমার বাদশাহের কথায় বাধ কহিলেন, "আপনি অলীক আশঙ্কা করিতে পদ্মাবতীর উপর ঘৃণা, যাহা হইবার, তাহা এক সময় গিয়াছে। এখন আর কিছুতেই পদ্মাবতীর সম্বন্ধে মনোমালিন্য জন্মিবে না, ইহা নিঃসন্দেহ। পদ্ম সহিত আপনার পূর্ব্বে যে ভাব ছিল, তাহা আমি তাহার পরে পদ্মাবতীর সহিত আমার মিলন হয় সকল জানিয়াও যখন আমি পদ্মাবতীর উপ ত্যাগ করিয়াছি, তখন আবার সেই কথায় নূতন অসন্তোষ জন্মিবে কেন?"

বাদশাহ সন্তোষ সহকারে কহিলেন, "উন্ন মার এরূপ সংস্কারে আমি আনন্দিত হইলাম। বলিতে বাধা নাই,—এককালে এ হৃদয় স পদ্মাবতীর অধীনে ছিল। কিন্তু কালে সবই হয় পাপ-কলুষিত মনেও কালে ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রবেশ পদ্মা তখন স্বামিসঙ্গরূপ পবিত্র সুখের অভিলাষি আমি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পা কিন্তু নানা কারণে আমি তাহার অভিলাষে ব্যাঘা নাই। পদ্মা যে দিন আমার নিকট হইতে বি

কল্প, সে দিন কি ভয়ানক! তাহার কথা এক্ষণে কি বলিব? যাহা হউক, অতি কষ্টে পদ্মাকে বিদায় দিলাম বটে, কিন্তু মনকে তো বিদায় দিতে পারিলাম না। যাহার সহিত কিছু দিন মাত্র পূর্ব্বে আমার এতাদৃশ সম্বন্ধ ছিল, তাহার বিয়োগে যে আমি নিতান্ত কাতর হইব, তাহা বলা বাহুল্য।"

নব। তাহা বলার অপেক্ষা কি? তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতেছি।

বাদ। যাহা হইবে, তাহা এক্ষণে কাহার সাধ্য নিবারণ করে? মন যতই কেন ধীর ও সহিষ্ণু হউক না, এরূপ অবস্থায় কাতর হইবেই হইবে। এই দারুণ বিপদ্ ও শোকের মধ্যে এক লাভ এই যে, মহাশয়ের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় হইল। মহাশয়ের সহিত বিশেষ আলাপ থাকে, এটি আমার সমূহ ইচ্ছা। ভাবিয়া দেখুন, এ ইচ্ছা অকারন নয়। আমরা উভয়েই এক পদ্মাবতীর প্রণয়-লতিকায় সংবদ্ধ। আমাদের উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ সবিশেষ নৈকট্য থাকা প্রার্থনীয় ও সুখের নয় কি? আরও দেখুন, পদ্মাবতী সংসার হইতে যায়। তাহার ইতিহাস আমাদের দুই জনের যত মনে থাকিবে, এত আর কাহারও থাকিবে না। আমরা দুই জন আত্মীয়ভাবে থাকিলে অনেক শান্তি জন্মিবে। আমি মহাশয়কে এক পত্র লিখি। বোধ করি, আপনি তাহা পাইয়া থাকিবেন।

নবকুমার বিনীতভাবে কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ। নানাবিধ কারণে, বিশেষতঃ কি বলিয়া তাহার উত্তর দিব, এই ভাবিয়া এ পর্য্যন্ত তাহার উত্তর দিতে পারি নাই। সে জন্য আমি অপরাধী আছি।"

বাদ। পত্রের কার্য্য এক্ষণে মুখেই চলিবে। পত্রে মহাশয়কে একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গীর দিবার কথা ছিল। মহাশয় তাহাতে স্বীকৃত হইবেন কি না, তাহা না জানিয়া এ প্রস্তাব করা অন্যায়; কিন্তু ইহাতে স্বীকৃত হইলে আমি পরম সুখী হই।

নবকুমার নিতান্ত সঙ্কুচিত-স্বরে কহিলেন, "আমি এ বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি। ইহাতে অস্বীকার করিবার কোনই কারণ নাই। এ অধীন এরূপ সম্মান পাইবার উপযুক্ত নয়। আপনার অনুগ্রহ অপাত্রে ন্যস্ত হইতেছে। যাহা হউক, সম্রাট্‌দত্ত উপহার, অস্বীকার করিতে আমার কি সাধ্য?"

বাদ। বড় সুখী হইলাম। ভরসা করি, আমাদের আত্মীয়তা উত্তরোত্তর বিশেষ বর্দ্ধিত হইবে। চলুন, এক্ষণে মনেরও স্থিরতা নাই, শরীরও ক্লান্ত আছে—বিশ্রাম আবশ্যক।

এই বলিয়া বাদশাহ গাত্রোত্থান করিলেন। নবকুমার ও উমাপতি তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্তিমিত-প্রদীপে।

"পতিরঙ্কনিষণ্ণয়া তয়া,
করণাপায়বিভিন্নবর্ণয়া।
সমলক্ষ্যত বিভ্রদাবিলাং,
মৃগলেখামুষসীব চন্দ্রমাঃ॥

—রঘুবংশম্।

কৃতান্ত ক্রমশঃ পদ্মার জীবন-বিনাশার্থ যে সকল উপায়াবলম্বন করিতেছে, তাহার বিস্তারিত বর্ণন নিতান্ত ক্লেশকর। আমরা তাহার উল্লেখ করিব না। এমন দিন নাই, যে দিন নবকুমার দিনমানের অধিকাংশ রুগ্নার শয্যাপার্শ্বে অতিবাহিত না করিতেছেন; কিন্তু কোন দিন অধিকতর নিরাশা ভিন্ন আশার অঙ্কুরও হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না।

দেখিতে দেখিতে সপ্তদশ দিন অতীত হইল। পদ্মার অন্যকার অবস্থা বড় ভয়ানক। চিকিৎসকেরা অদ্যই পদ্মার জীবনের শেষ দিন স্থির করিয়াছেন। বৈকালে যখন নবকুমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, তখন পদ্মা নিদ্রিতা। নবকুমার ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় একজন হাকিমের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নবকুমার তাঁহাকে কহিলেন, "রোগিণী নিদ্রিতা। এই সময় একবার দেখিয়া আসিলে হয় না?"

হাকিম আজ্ঞা-পালনে গমন করিলেন এবং অনতি-বিলম্বে প্রত্যাগত হইলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসিলেন, "কি দেখিলেন?"

হাকিম। যেরূপ নাড়ীর গতি, তাহাতে বোধ হয়, রাত্রি এক প্রহর ছয় দণ্ডের মধ্যে বিবির জীবলীলা ফুরাইবে।

নবকুমার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তৎসহ তাঁহার লোচন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু বিসৃষ্ট হইল। হাকিম চলিয়া গেলেন। নবকুমার একান্তে বসিয়া স্বীয় অদৃষ্ট আলোচনা করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতীর ও স্বীয়

অদৃষ্ট আলোচনা করিতে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল; তথাপি তাহা হইতে চিত্তকে বিরত করা অসাধ্য। অনেকক্ষণ পরে একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, "পদ্মাবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। নিদ্রাভঙ্গ সহকারে তাঁহার পীড়াও বাড়িয়াছে।"

নবকুমার তাহাকে বলিলেন, "তুমি হাকিমের নিকট সংবাদ দেও। আমি চলিলাম।"

নবকুমার সত্বর রুগ্নার গৃহে গমন করিলেন। গমনসময়ে তাঁহার পদ কম্পিত হইতে লাগিল। বক্ষোবেপন দ্রুত হইল। দারুণ ভীতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।

পদ্মা প্রণয় ও স্নেহপরিপূরিত হাস্যে নবকুমারের মুখের প্রতি চাহিলেন। নবকুমার নিকটস্থ হইয়া উপবেশন করিলেন। পদ্মা ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "প্রাণেশ্বর"—এই বলিয়া নবকুমারের হস্ত ধারণ করিলেন। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "প্রাণেশ্বর! তোমাকে কত কথা বলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তো কিছুই মনে পড়িতেছে না। তুমি আমার প্রতি অসীম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ। আমি ততদূর অনুগ্রহের পাত্রী নহি। তথাপি তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছ তজ্জন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ অসম্ভব। তাহার প্রয়োজনও নাই। তুমি আমাকে অনুগ্রহ না করিলে কে করিবে? তোমার কর্তব্যকর্ম তুমি করিয়াছ। কিন্তু আমি অভাগী জীবনে তোমার সন্তোষজনক কি কার্য্য করিয়াছি? আমি কবে তোমার সুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি? তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছ—আমার জলন্ত হৃদয়কে শীতল করিয়াছ। তোমার গুণের সীমা নাই। কিন্তু আমি তো চলিলাম। তোমার অনুগ্রহের কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিদান করাও আমার সাধ্যাতীত। এ পাপীয়সীর তুমি যে কিছু হিত করিয়াছ, তাহা প্রতিদান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় কর নাই—আমার তাহা সাধ্যও নহে। কিন্তু আমি পারি বা নাই পারি, ভগবান্ অবশ্যই তোমার গুণের প্রতিদান করিবেন, তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গল করিবেন।"

বলিতে বলিতে কয়েক বিন্দু অশ্রু পদ্মার নয়ন হইতে নিপতিত হইল। নবকুমার দারুণ মানসিক যাতনা-প্রভাবে অবনত-মস্তকে সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন, হঠাৎ মস্তকোত্তোলন করিলেন। উভয়ের চক্ষু সংযত হইল। নবকুমার অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় নয়নোপরি পদ্মাবতীর হস্ত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই সময় চারিজন হাকিম তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা রুগ্নার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। কিঞ্চিৎকাল সকলে পরামর্শ করিয়া একজন পার্শ্ব হইতে একটি লইয়া তাহাতে একটু তরল ঔষধ দিয়া, নবকুমারের কাণে কহিলেন, "শীঘ্র বিবির মোহ হইবার স আছে। সেই সময় বিবিকে এই ঔষধ সেবন আমরা নিকটেই থাকিলাম। যদি তাহা উপক হয়, সংবাদ দিবেন।"

হাকিমেরা প্রস্থান করিলেন। নবকুমার প্রায় রু কহিলেন, "প্রিয়ে পদ্মাবতি! আমার অদৃষ্ট বড়ই আমি তোমাকে—"

পদ্মাবতী সে কথা না শুনিয়া অতি ক্লেশে ক "নবকুমার, আমার বড় অসুখ হইতেছে। আর ক্ষণ আমাকে ইহলোকে থাকিতে হইবে না হইতেছে। আমার হাত-পা ঝিন্ ঝিন্ করিতেছে।"

নবকুমার চমকিত হইয়া পদ্মাবতীকে বিশেষ দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পদ্মার ভ্রূযুগ হইতেছে। লোচনতারা ঊর্দ্ধে উঠিতেছে এবং স্পন্দিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে পদ্মা চেত হইয়া নবকুমারের দিকে ঢলিয়া পড়িলেন। ন অতি ব্যস্ততা সহকারে এক হস্তে পদ্মার মস্তক ধার লেন এবং অপর হস্তে সেই ঔষধ গ্রহণ করিয়া অল্পে পদ্মার মুখে দিতে লাগিলেন। অতি কষ্টে, যত্নে ও অতি বিলম্বে কিঞ্চিৎ ঔষধ উদরস্থ হইল। ক্রমে পদ্মার একটু চেতনা হইতে লাগিল। অনতি পদ্মার লোচনাদি পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল। এই বাহিরে কতকগুলি পদধ্বনি শ্রুত হইল। ত বাদশাহ, উমাপতি ও হাকিমেরা তথায় করিলেন।

চিকিৎসকেরা রুগ্নাকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অগ্রসর হইলেন। বিশেষ করিয়া দেখিয়া একটু গিয়া বাদশাহের কানে কানে কহিলেন, "আর এক ঘণ্টা পরে বিবির আর একবার মোহ সে মোহ ভাঙ্গিবে না। তাহাতেই বোধ করি, জীবনান্ত হইবে।"

জাহাঙ্গীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিকটস্থ হইলেন। পদ্মাবতী কিয়ৎকাল তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু ছল ছল লাগিল। তিনি কহিলেন, "বাদশাহ! অতি আপনাকে আর কি বলিব? আমার জী যায়। আমি চিরদিনের নিমিত্ত আপনাদের নিক লইতেছি। আর আমাকে মনে করিবেন না।

মরিব, তাহাতে আমি স্বয়ং দুঃখিত নহি, আপনারা দুঃখিত হইবেন কেন? পাপিষ্ঠাকে মনে করিয়া কি সুখ?"

বাদশাহ শোকসন্তপ্ত-স্বরে কহিলেন, "পদ্মাবতি!" আর কথা বাদশাহের মুখ হইতে বাহির হইল না।

পদ্মা। বাদশাহ! আমি কে? আমি জগতের পাপ-স্রোত বৃদ্ধি করিতে জন্মিয়াছিলাম, যতদূর সম্ভব, তাহা করিয়াছি। আমি পাপিষ্ঠা। পাপিষ্ঠাকে কেন মনে স্থান দিবেন? আমার নাম সংসার হইতে বিলুপ্ত হওয়াই উচিত। কাহার হৃদয়ে তাহার চিহ্ন না থাকে, ইহাই আমার ইচ্ছা।

বাদশাহ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। সকলেই নীরব। কে কি বলিবেন? অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পদ্মা আবার বলিলেন, "আমার অসুখ ক্রমেই বাড়িতেছে। কথা কহিতে বড় কষ্ট হইতেছে। কত কথা ছিল, তাহা এক্ষণে বলিয়া উঠা অসম্ভব। আমার বোধ হইতেছে, মৃত্যু যেন এবার আমাকে গ্রাস করিয়াছে। যাহা হয় করুক। জীবিতেশ নবকুমার! (নিস্তব্ধতার পর) তোমাকে অনেক কথা বলিব। (নিস্তব্ধ) এক্ষণে আর বলিয়া উঠিতে পারি বোধ হয় না। এক কথা বলি—এটি আমার অনুরোধ-স্বরূপ জানিবে। তুমি বল যে, ইহার পর কপালকুণ্ডলার নিমিত্ত যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিবে। (নিস্তব্ধ) যদি স্বীকৃত হও, তাহা হইলে আমার তো মৃত্যু উপস্থিত, আমি এ অবস্থাতেও কিয়ৎপরিমাণে শান্তি ও সুখ পাই। আর কিছু বলাও অসাধ্য।"

পদ্মাবতী নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার নিতান্ত ক্লেশ বোধ হইল। তিনি নিতান্ত কাতর হইলেন। নবকুমার সজল-নয়নে কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমার সুখের নিমিত্ত আমি বিষপানে প্রস্তুত, এ তো সামান্য কথা।"

এই সময়ে সকলেই লক্ষ্য করিলেন, পদ্মার পূর্ব্বের ন্যায় মোহের লক্ষণ উপস্থিত। পদ্মা অতি কষ্টে বলিলেন, "আর বিলম্ব নাই। নবকুমার! স্বামিন্! আমাকে বিদায় দেও। ফুরাইল। আমি জন্মের মত—"

পদ্মার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ব্যথিত-হৃদয় নবকুমার ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "ভয় কি?" এই বলিয়া পদ্মার মস্তক ধারণ করিয়া স্বীয় উরুতে রক্ষা করিলেন। পদ্মার তখন সংজ্ঞা-লোপ হইতেছে। তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি তিনি সজোরে নবকুমারের বদনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই তাঁহার বাসনা পরাজিত হইল;—নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিল—চরম-সময়ও উপস্থিত হইল। এই সময় পদ্মা একবার কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন।

"ন—ব" বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না। জীবনের শেষ লক্ষণসকল উপস্থিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকবার অঙ্গুলি-স্পন্দন করিলেন। তাহার অর্থ কে বলিবে? তিনবার মাত্র তিনি নিশ্বাসের নিমিত্ত বদন ব্যাদান করিলেন। প্রাণ-পক্ষী দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিল। অবিকৃত পবিত্র ভাবে পদ্মাবতীর জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইল। বহু-যত্নপ্রাপ্ত আদরের ধন, নবকুমারের নাম তাঁহার জীবনের শেষ কথা হইয়া রহিল। জীবনবিহীন মস্তক সুখময় আধান হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন, বসুন্ধরার আলোক নিবিল। তৎসহ পদ্মাবতীর জীবনপ্রদীপও নির্ব্বাপিত হইল। জীবনে তাঁহার সুখ ছিল না। সুখের আশায় তিনি কি না করিয়াছেন? বৎসরেক হইতে তিনি কথঞ্চিৎ সুখে ছিলেন। সে সুখের দিন অদ্য ফুরাইল—সকলই ফুরাইল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মোহে।

"He turned to the left—is he sure of sight,
There sat a lady youthful and bright".

—*Byron.*

পদ্মাবতীর মৃত্যুর প্রায় দেড়মাস কাল পরে কালনার গঞ্জের প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গা-বক্ষে একখানি নৌকা উজান যাইতেছে দেখা গেল। পৌষ মাস—রাত্রিকাল—দারুণ শীত—দারুণ অন্ধকার। নৌকাবাহকেরা শীতে বড় কাতর হইল, এ জন্য তীরে নৌকা লাগাইল, প্রাতে নৌকামধ্য হইতে দুই ব্যক্তি নিষ্ক্রান্ত হইলেন। একজন নবকুমার, অপর উমাপতি।

উমাপতি কহিলেন, "কল্য অন্ধকারে কোথায় নৌকা লাগাইয়াছিল, স্থির করিতে পারা যায় নাই। এখন দেখিতেছ, উপরে একখানি বেশ গ্রাম আছে!"

এই কথার পর উভয়ে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং এক প' এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে

লাগিলেন। এই সময় একজন স্নাত ব্রাহ্মণকে উমাপতি জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়, এ কোন্ গ্রাম ?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "যশিপুর।"

"যশিপুর" শুনিবামাত্র নবকুমার কিছু চঞ্চল হইলেন। সে ভাব অধিকক্ষণ থাকিল না; তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভুলিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা একটি পথে উপস্থিত হইলেন। এটি গ্রামে প্রবেশ করিবার পথ। পথ পর্যান্ত আসায় তাঁহাদের গ্রামের মধ্যদেশ দেখিতেও ইচ্ছা হইল। বিবিধ কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক হইয়া উভয়ে বহুদূর গমন করিলেন। সম্মুখস্থ একটি ভবন তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণ করিল। এতাদৃশ সামান্য গ্রামের পক্ষে এ ভবনটি গর্ব্বস্বরূপ। তাঁহারা উভয়ে এই আলয়টি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের দৃষ্টি সৌধের ছাদের উপর সঞ্চালিত হইল। উমাপতির দৃষ্টি সে সময় অন্যদিকে ছিল। নবকুমার দেখিলেন, আলুলায়িতকুন্তলা একটি পরমা সুন্দরী যুবতী রমণী একমনে পার্শ্বস্থ বন-শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। তাঁহার বদনের এক পার্শ্বমাত্র নবকুমারের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সহসা রমণীর মনের কি ভাবান্তর জন্মিল; তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন। গমনসময়ে তাঁহার সুচারু বদন সম্পূর্ণরূপে নবকুমারের নয়নগোচর হইল। আর ভ্রম রহিল না। হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিল। সে অগ্নিতেজ সহ্য করে, মনুষ্যের কি ক্ষমতা! চেতনা-শূন্য নবকুমারের দেহ ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। সহসা তাঁহার এবংবিধ ভাব দর্শনে উমাপতি নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। কি কারণে তাঁহার সহসা এরূপ হইল, তাহা তাঁহার চেতনা না হইলে জানিবার উপায় নাই, অথচ তাহার প্রতীক্ষায় এরূপ অবস্থায় থাকাও বিহিত নহে বিবেচনায় সত্বর এক ব্যক্তির সাহায্যে বাহকযানাদি সংগ্রহ করিয়া, নবকুমারের অচৈতন্য দেহ লইয়া নৌকায় গেলেন।

সেই দিবস সায়ংকালে নবকুমারের অচৈতন্য দেহ সহিত নৌকা নবদ্বীপের নিম্নে পৌঁছিল। ইতিমধ্যে নবকুমারের একবারও চৈতন্য নাই, এমন নহে; ক্ষণে ক্ষণে চেতনা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেতনা ক্ষণস্থায়ী। ইতিমধ্যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, উমাপতি তাহারও মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হন নাই। নবকুমারের দেহ মথুরানাথের ভবনে নীত হইল। তথায় নানাবিধ চেষ্টায় সেই দিন রাত্রিশেষে নবকুমারের জ্ঞান হইল। তখন তিনি বলিলেন, "কপালকুণ্ডলা আছেন, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি; সে বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নাই। বিলম্বে আবশ্যক নাই। তোমরা চল; অদ্যই আমি তথায় যাইব। অ এখানে কেন আনিলে ?"

উমাপতি, মথুরানাথ, অধিকারী প্রভৃতি এতচ্ছ্রবণে অবাক্ হইলেন; অথচ এ কথাকে উ করিতেও সাহস করিলেন না। নবকুমার পুনরায় যাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু তাঁহার নিতান্ত দুর্ব্বল থাকায় আর চারি পাঁচ দিন পরে হইবে স্থির হইল।

অধিকারী প্রায় এক মাস পূর্ব্বে নবদ্বীপ ... নবকুমার আজি আসিবেন, কালি আসিবেন করি বিলম্ব করিলেন, অধিকারী অগত্যা অপেক্ষায় থাকি তাঁহার ভবানী-সেবার নিমিত্ত তিনি নিতান্ত উদ্বিগ ছিলেন। এক্ষণে যে শীঘ্র যাইতে পারিবেন, ত সম্ভাবনা নাই। নবকুমারের শরীর সুস্থ না হইবে কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে যে কথা উঠিয়াছে, তাহা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব হইলেও তাহার শেষ না তাঁহার যাওয়া হয় না। সুতরাং তিনিও এ কয় নিমিত্ত থাকিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রহস্যোদ্ভেদে।

"yet heavens are just, and time suppr
wrong
—Shakes

দুই দিবস পরে নবকুমার ও উমাপতি মথুর আলয়পার্শ্বস্থ পথে দাঁড়াইয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা মনস্ক রহিয়াছেন। পথ বহিয়া নানাবিধ লো করিতেছে। সহসা উমাপতি বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য দেখিতেছি। উনি কোথা হইতে আসিলেন ?"

নবকুমার বলিলেন, "কে উনি ?"

উমা। মুক্তকেশীর পিতা।

ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের নিকটস্থ হইলেন। উমা নবকুমার তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বিস্মিতে উমাপতি জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি এখানে ? মঙ্গল

ভট্টা। সমস্ত মঙ্গল। একটু প্রয়োজন বে এ প্রদেশে আসিয়াছিলাম। সে কার্য্যের শেষ হ এক্ষণে বাটী ফিরিতেছি। তুমি এখানে কেন আসি

উমাপতি নবকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন, "ইনি আমার বিশেষ আত্মীয়। আমাদের এক গ্রামেই বাটী। এখানে ইঁহার ভগ্নীপতির আবাস। তিনিও আমার পরিচিত। দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসা হইয়াছিল। আমরা কল্যই বাটী ফিরিব,ভাল হইল, একসঙ্গে যাওয়া ঘটিবে।"

ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলেন। সকলে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ভট্টাচার্য্য ও অধিকারী নিকটস্থ হইলে তাঁহারা উভয়ে ক্ষণেক উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। প্রত্যেকে অপরকে পরিচিত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সন্দেহ দূর হইয়া প্রতীতি জন্মিল। অধিকারী উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া ভট্টাচার্য্যের পদতলে পড়িয়া বলিলেন,"দাদা! আপনি কেমন আছেন? আপনার সহিত যে আর সাক্ষাৎ হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য গলদশ্রু-লোচনে কহিলেন, "হরিচরণ!" এই কথা বলিয়া অধিকারীকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহাদের চক্ষু দিয়া অবিরত আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বাক্যে তাঁহাদের মনের ভাব বহন করিতে পারিল না। ক্রমে যত অন্তরের শান্তি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। নবকুমার ও উমাপতি বিস্ময়াবিষ্ট এবং হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদের দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাক্যালাপের মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন। অধিকারী কহিলেন, "তোমরা আশ্চর্য্য হইতেছ,—হইতে পার। আমি তোমাদের সমস্ত কথা বলিব। শুনিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। নবকুমার! আমি একদিন কপালকুণ্ডলার পরিচয় দিব বলিয়া তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। বিধাতার অনুগ্রহে অদ্য সে দিন উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়া তোমরাও অবাক্ হইবে,—দাদাও অবাক্ হইবেন। দাদা! একটু বিশ্রাম করুন,পরে সে কথা বলিব।"

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য কৌতূহলপরবশ হইয়া তখনই তাঁহাকে তাহা বলিতে অনুরোধ করিলেন। সকলেই এ প্রস্তাবে যোগ দিলেন।

অধিকারী বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দাদা! আপনার কন্যাকে আমি জীবিত৷ পাইয়াছিলাম এবং লালন-পালন করিয়া বিবাহ দিয়াছিলাম। অদৃষ্টদোষে সকলই মন্দ হইল। নবকুমার! এই যাঁহাকে দেখিতেছ, ইনি কপালকুণ্ডলার পিতা, আমি উহাঁর খুল্লতাতপুত্র; সুতরাং আমরা উভয়েই তোমার শ্বশুর।"

নবকুমার ও ভট্টাচার্য্য হতবুদ্ধির ন্যায় সমস্ত কথা শুনিতে লাগিলেন। অধিকারী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমার সহিত তোমার এত নিকট সম্পর্ক, তাহা এত দিন ব্যক্ত করি নাই, তাহার অনেক কারণ ছিল; সমস্ত শুনিলে বুঝিতে পারিবে। দাদার যখন প্রথম কন্যা হয়, তখন আমি বাটী ছিলাম। সেই কন্যার নাম পূর্ণকেশী। তাহার যখন দুই বৎসর বয়স, তখন আমি পলাশী ত্যাগ করিয়া হিজলী আসি। হিজলীর ভবানীচরণে কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম। আমি ইহা কাহাকেও বলি নাই।

আমি হিজলীর ভবানীর সেবা করি এবং তথায় থাকি, এমন সময় একদিন সেই জটাজুটধারী কাপালিক একটি বালিকার হস্ত ধরিয়া আমার নিকট লইয়া আসিলেন। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম যে, বালিকা অন্য কেহ নহে, আমারই ভ্রাতুষ্পুত্রী। কাপালিক কহিলেন, 'আমি ইহাকে সমুদ্র-তীরে কুড়াইয়া পাইয়াছি; তুমি ইহাকে যত্ন করিয়া রাখ। ইহা দ্বারা পরিণামে আমার বিস্তর কার্য্য-সিদ্ধি হইবে। আমি কখন্ কোথায় থাকি, কি করি, স্থির নাই; বিশেষতঃ সংসারীর ন্যায় সন্তান লালন-পালন-কার্য্যে আমি নিতান্ত অশক্ত। এ জন্য বলিতেছি,এ বালিকা তোমার নিকট থাকুক। তুমি ইহাতে কি বল?'

আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, বালিকা আমার আপনার। আমি ইহার রক্ষণাবেক্ষণে অস্বীকৃত হইলে কাপালিক ইহাকে সমুদ্র-তীরস্থ বনে লইয়া যাইবে। তথায় ইহার জীবনরক্ষা হওয়া সঙ্কট। আমি যদিও সংসারের প্রতি মমতাশূন্য, তথাপি স্নেহ কোথায় যাইবে? আবার কাপালিক যদি জানিতে পারে যে, এ বালিকার সহিত আমার এত নিকট সম্পর্ক, তাহা হইলে কখন তাহাকে আমার নিকট রাখিবে না। আমার নিকট না থাকিলে তাহার বাঁচিবারও আশা থাকিবে না। এই সকল কারণে সমস্ত কথা গোপন করিয়া কহিলাম, 'আপনার ইচ্ছানুসারেই কার্য্য হইবে। বালিকাকে আমিই রাখিব।' কাপালিক তাহাকে আমার নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিল; কিন্তু প্রত্যহ আসিয়া বালিকাকে দর্শন ও তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিত। এই সময় কাপালিক বালিকার কপালকুণ্ডলা এই নাম রক্ষা করিল। কপালকুণ্ডলা আমার যত্নে পালিত ও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কপালকুণ্ডলা সেই বিজন বনে কি প্রকারে আসিল, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে প্রথম দর্শনাবধি মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল; কিন্তু কি করি, সে কথা আমাকে সেখানে কে জানাইবে? কপালকুণ্ডলা বালিকা, তাহাকে

জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমি স্বয়ং যে তদ্বিষয়ে সন্ধান জানিবার জন্য গৃহাগমন করিব,তাহাও দুর্ঘট ; কারণ,অপোগণ্ড বালিকার জীবন আমার হস্তে ন্যস্ত। ক্রমে কপালকুণ্ডলা কথঞ্চিৎ স্বাধীন হইল। এই সময় যদি আমি কিছু দিনের নিমিত্ত স্থানান্তরে যাই, তাহা হইলে কপালকুণ্ডলার বিশেষ হানি সম্ভাবিত নহে। এ জন্য কাপালিক আসিলে তাঁহাকে বলিলাম, 'ভগবন্! আমি দীর্ঘকাল বাটী যাই নাই। যদিও আমার বাটীতে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার কেহ নাই সত্য, তথাপি জন্মভূমি সময়ে সময়ে দেখিবার নিমিত্ত সকলেরই অত্যন্ত ইচ্ছা জন্মে। এই কারণে আমি কল্য বাটী যাইব স্থির করিতেছি। আমি শীঘ্র আসিব। যত দিন না আসি, তত দিন কপালকুণ্ডলাকে রক্ষা করিবেন।' কাপালিক অগত্যা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ভবানীগৃহে অপর এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার উপর সমস্ত কর্ম্মের ভার দিয়া আমি যাত্রা করিলাম।

কত কি ভাবিতে ভাবিতে যে বাটী আসিলাম, তাহা এক্ষণে সবিস্তারে বলিবার আবশ্যক নাই। বাটী আসিয়া দেখিলাম,—চমৎকার! দাদার শূন্য ভবন পতিত রহিয়াছে, তথায় কেহ নাই! প্রতিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কহিল, 'তোমার দাদার জাতি গিয়াছে। তিনি সমাজচ্যুত হইয়া এ স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। অধুনা কোথায় আছেন,আমরা জানি না।' আমি পুনরায় জিজ্ঞাসিলাম, 'দাদা অতি নিরীহ মানুষ; তিনি এমন কর্ম্ম করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়?' তদুত্তরে তাহারা কহিল, 'তাঁহার গৃহে ফিরিঙ্গী প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন। ফিরিঙ্গীরা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে লইয়া পলাইয়াছে।' আমার মনের অন্ধকার অনেক দূর হইল। জিজ্ঞাসিলাম, 'তাল, তিনি ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলেন কি প্রকারে?' তাহাতে তাহারা বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, 'তাহা আমরা জানি না। যাহা জানি, তাহা বলি, শুন। অনেক দিন হইল, একদল ফিরিঙ্গী জাহাজে করিয়া যাইতেছিল। তাহারা আমাদের গ্রামের নীচে নোঙর করিয়া উপরে উঠিল। বিধাতার নির্ব্বন্ধক্রমে দস্যুরা তোমার দাদার গৃহেই প্রবেশ করিল এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে জ্যেষ্ঠা কন্যাটিকে লইয়া জাহাজে উঠিল অবিলম্বে জাহাজ ছাড়িল। গ্রামে জনরব উঠিল, ফিরিঙ্গীরা তোমার দাদাকে খ্রীষ্টান করিয়া গিয়াছে। এ কথা সত্য মিথ্যা, ভগবান্ জানেন। ফলতঃ যাহাই হউক, তোমার দাদা এই কারণে সমাজচ্যুত হইলেন। সকলে তাঁহাকে লইয়া আমোদ করিতে আরম্ভ করিল। এরূপ ·
তিনি অনেক দিন এখানে ছিলেন ; কিন্তু ত
এখানে থাকা বিড়ম্বনা বিবেচনায় গ্রাম ত্যা
গিয়াছেন। অধুনা তিনি কোথায় আছেন বা
হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না।' আমি অবি
হইলাম। জানিতাম, দাদা অতি ধীর
বহুকাল হইতে নবাব-সরকারে কর্ম্ম করিতে
কার্য্যদ্বারা গ্রামস্থ লোকের হিতসাধন করিয়া প্র
করা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল। এজন্য
তাঁহার উপর নিতান্ত বিরক্ত ছিল। তাহারা
তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত অপদস্থ করিতে পারে নাই
একমত হইয়া এই উপায়ে তাঁহার উপর নির্য্যা
য়াছে। সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে দাদার স
নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। এজন্য বহু
স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিলাম ; কিন্তু কিছু
কার্য্য হইলাম না। আমি যে হিজলীতে আছি,
জানিতেন না ; জগতে কেহই জানিত না। জানি
অবশ্য আমাকে সংবাদ দিতেন। যাহা হউক,
হতাশ হইয়া ভবানীগৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

আমার আসিতে অনেক দিন বিলম্ব হই
রাগত হইয়া দেখিলাম, কাপালিক কপালকুণ্ডলা
তীরস্থ বনে লইয়া গিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা এক্ষ
যোগিনী-বেশ ধারণ করিয়াছে। সেখানে অন্তবি
বা ভূষণ দুষ্প্রাপ্য। তখন তাহার বয়স সাতব
সৌন্দর্য্য-সংবর্দ্ধনে যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, কপা
দেহে তৎসমস্তই ছিল। এই যোগিনীসজ্জায়
হইয়া তাহার যে কত শোভা হইয়াছিল, তাহা ব
করা যায় না। বনে বনে বনাধিষ্ঠাত্রী দেবীর
করা তাহার স্বভাব হইয়া উঠিল। সন্নিহিত
কোন স্থানই তাহার অগোচর রহিল না। আমা
প্রতিদিন যে কোন সময়ে হউক একবার
আমি তাহাকে দেখিলে কষ্টে মনোবেগ সংবরণ ক
তাহার জন্য আমার ভয়ানক ভাবনা হইত। তন্ত্র
দুরন্ত কাপালিক তাহাকে যে অভিপ্রায়ে সম
পালন করিতেছেন, তাহা আমার অবিদিত
সুতরাং কপালকুণ্ডলাকে তাঁহার হস্ত হইতে
চেষ্টায় আমি বড় ব্যাকুল হইলাম।

পিতা কে, মাতা কে, আমি কে, কাপালি
কোথায় বাড়ী, এখানে কেন আসিল, এ সকল
কপালকুণ্ডলার অণুমাত্র জ্ঞান ছিল না ; সুত

তৎসম্বন্ধে আমাকে কখনই কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত না। পাছে কপালকুণ্ডলার মনে তন্নিমিত্ত চঞ্চলতা জন্মে, এই জন্য আমি যথাসাধ্য সে সকল প্রসঙ্গ গোপন রাখিয়াছিলাম। সেও রহস্য-উদ্ঘাটনে সমর্থ হয় নাই। তাহার জ্ঞানে সেই বনই সংসার। বিশ্বসংসার সেই সামান্য স্থানটুকুতে আবদ্ধ। সেই সমুদ্রতীরস্থ বন, সেই বেলাভূমি, সেই সকল হিংস্র জন্তু, সেই কাপালিক ইত্যাদি লইয়া পৃথিবী। ইহারই সাধারণ নাম সংসার। সরলা বালিকা আর কিছু জানিত না; সুতরাং সে কখনও চিন্তিত হইত না। কাপালিক মধ্যে মধ্যে দুই এক বিপন্ন ব্যক্তিকে ধরিয়া বলি দিতেন। কপালকুণ্ডলা তাহা জানিতে পারিল এবং তৎসম্বন্ধে স্বয়ংই মীমাংসা করিল যে, আমরা ছাড়া জগতে আরও কতকগুলি মনুষ্য আছে। তাহারা কাপালিকের যথার্থ সৃষ্ট হইয়া কোন স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। কাপালিক প্রয়োজনানুসারে তাহাদিগের এক একটিকে লইয়া আইসে ও বলি দেয়। একদিন প্রসঙ্গক্রমে কপালকুণ্ডলা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাপালিকের বলি দিবার মনুষ্যেরা কোথায় থাকে?' তাহার কথায় আমার হাসি আসিল। আমি তাহাকে সংসারের কিছু কিছু সংবাদ যথাসম্ভব বুঝাইলাম; কাপালিক কেন তাহাকে এত যত্নে প্রতিপালন করিতেছে, তাহা যত দূর তাহার বুদ্ধিতে প্রবেশ করিতে পারে, তত দূর বলিলাম। কপালকুণ্ডলা সমস্ত শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও ভীত হইল। সতীত্ব-রত্ন যে নারীজাতির প্রধান অলঙ্কার, আমি তাহাকে তাহা জানাইয়াছিলাম। সে নিজের অবস্থার নিমিত্ত চিন্তিত হইল; সোৎকণ্ঠায় কহিল, 'কি হইবে? কিরূপে মুক্ত হইব?' আমি কহিলাম, 'এ স্থান হইতে পলায়ন ব্যতীত নিষ্কৃতি লাভ করা সুকঠিন। তাহাতে অনেক বাধা আছে। তুমি ভবানীর আশ্রিতা, চিন্তিত হইও না, ভবানী অবশ্যই তোমাকে রক্ষা করিবেন।'

এই সময় কপালকুণ্ডলার পলাইবার সুযোগ হইয়াছিল। উত্তর অঞ্চল হইতে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমার একটি শিষ্য আসিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা তাঁহার সহিত পলায়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিল; কিন্তু আমার তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। পরপুরুষের সহিত পাঠাইতে আমার মন সরিল না। ভবানীর যাহা ইচ্ছা, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে, কাহার সাধ্য তাহার অন্যথা করে? আমি সে সঙ্গে কপালকুণ্ডলাকে পাঠাইলাম না। তখন কপালকুণ্ডলার বয়স বারো বৎসর। ক্রমে সে যৌবনে পদার্পণ করিল। বনমধ্যে বনকুসুমের ন্যায় তাহার অতুল্য শোভা আপন মনে বিকসিত হইতে লাগিল। সে আমার বড় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিল। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে প্রতিনিয়ত কপালকুণ্ডলার কল্যাণকামনা ভিন্ন অন্য কিছুই আমার মনে হইত না। আমি তাহাকে লইয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া উঠিলাম। 'পরিণামে কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টে কি হইবে' ইহা ভাবিলে আমার গায়ে জ্বর আসিত—আমার শোণিত শুষ্ক হইত।

নারীর মন স্বভাবতই পরের দুঃখ দেখিলে দ্রব হয়। কাপালিক যে সময়ে সময়ে বিপন্ন পথিক ধরিয়া বলি দিত, তাহাতে কপালকুণ্ডলা বড়ই ক্লেশ পাইত। কিছু দিন পরে এই নবকুমার ঘটনাক্রমে কাপালিকের চক্রে পড়িয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা সেই সময় ইহাঁকে অনেক যত্নে রক্ষা করিয়া আমার নিকট পলাইয়া আইসে। আমি দেখিলাম, এ ঘটনায় কাপালিক কপালকুণ্ডলার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইবে এবং তাহাতে কপালকুণ্ডলার বিলক্ষণ বিপদ্ সম্ভাবিত। ভাবিলাম, কপালকুণ্ডলা যাঁহার প্রাণরক্ষা করিল, তিনি অবশ্যই ইহাকেও রক্ষা করিবেন। পরিচয়ে জানিলাম, নবকুমার সদ্ব্রাহ্মণ ও কুলীন। প্রসঙ্গক্রমে বিবাহের কথা উত্থাপন করায় ইনি কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। আমি মহানন্দে যথাসম্ভব শাস্ত্রানুসারে দেবীর আলয়ে এই নবকুমারকে কপালকুণ্ডলা সম্প্রদান করিলাম। দাদা! এই নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার জামাতা।"

ভট্টাচার্য্য এতক্ষণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া অধিকারীর কথা শুনিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি রোরুদ্যমান হইয়া নবকুমারকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন। অধিকারী তাঁহাকে সুস্থির করিয়া আবার কহিতে লাগিলেন, "পরদিন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া চলিয়া আসিলেন। এ সময়ে কপালকুণ্ডলার বয়স সপ্তদশ বৎসর। আমি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিয়াছিলাম, একদিন না একদিন কপালকুণ্ডলা সুখ কাহাকে বলে, জানিতে পারিবে। সকলই বিপরীত হইল। মনে যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল না।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অপেক্ষাকৃত শান্তি লাভ করিয়া অধিকারী আবার কহিলেন, "প্রায় ছয় মাস হইল, ভবানীর আলয় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আসিবার প্রায় বৎসরেক পূর্ব্ব হইতে আমি স্বপ্ন দেখিতাম যে, ভবানী মহেশমোহিনী সিংহবাহিনীরূপে আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া কহিতেন, 'বৎস!

তোমার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইল কেন ? তোমার কপালকুণ্ডলা সংসারে কত কষ্ট পাইতেছে, তুমি তাহা দেখিতেছ না কেন ?' এইমাত্র বলিয়া দেবতা অন্তর্হিত হইতেন। আমার নিদ্রাভঙ্গ হইত। আমি থর থর করিয়া কাঁপিতাম। কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় শীঘ্র ভবানীর ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিলাম না। কার্য্য হইতে অবকাশপ্রাপ্তিমাত্র আমি কপালকুণ্ডলার তত্ত্বে আসিলাম। সপ্তগ্রামে পৌঁছিলাম ; তথায় নবকুমার নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি সপরিবার নবদ্বীপে তাঁহার ভগ্নীপতি মথুরানাথের বাটী গিয়াছেন। আমি নবদ্বীপ আসিলাম। এখানে নবকুমারের মুখে শুনিলাম, অভাগিনী কপালকুণ্ডলা জলমগ্না হইয়াছেন।"

ভট্টাচার্য্যের মনে নিজ কন্যা সম্বন্ধে একটু নূতনবিধ আশার সঞ্চার হইয়াছিল. অধিকারীর সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি শোক সমুপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "সে নাই বলিয়া তো আমি অনেক দিন জানিয়াছি। মনে এমন ভরসাও করি নাই যে, কখন তাহাকে পাইব ; কিন্তু বাছা যে এত দিন জীবিত ছিল এবং সজ্জনের সহিত বিবাহিত হইয়া আমার এত নিকটে আসিয়াছিল, অথচ আমি তাহাকে আর একটিবারও দেখিতে পাইলাম না,ইহা বড়ই দুঃখের কথা ; কিন্তু সহস্র দুঃখ হইলেও অদ্য আমার আনন্দের দিন। যেহেতু, অদ্য আমি অসম্ভাবিত উপায়ে ভ্রাতা ও জামাতা লাভ করিলাম। বাপু নবকুমার ! আমার কন্যা তোমার গৃহিণী হইয়াছিল। তাহার অদৃষ্টে এতদূর ঘটিয়াছিল, ইহাই বিস্ময়ের কারণ। আমি অদ্য তোমাকে পাইয়া বিস্তর আনন্দ লাভ করিলাম।"

অধুনা যে প্রকারে ও যে ভাবে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে খোঁযাছেন, তাহা অধিকারী ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জানাইলেন। তদ্বিষয়ে অন্যের সহস্র সন্দেহ থাকিলেও নবকুমারের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্য্য ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "যাহার জীবনে এক বিন্দু সুখ ছিল না, সেই অভাগী যে জলে ডুবিয়া আবার অসম্ভাবিত উপায়ে এবং ঈশ্বরানুগ্রহে পুনর্জীবন লাভ করিবে, ইহা নিতান্ত দুরাশা। তবে ঐ পথ দিয়া বাটী যাইতে হইবে, তোমার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে, একবার দেখিতে হয় দেখিও।" এই বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে অধিকারী জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয় ত্যাগ করার পর অবধি আপনি কোন্ স্থানে বি আছেন, জানিতে বড় ইচ্ছা জন্মিয়াছে।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তুমি যাহা শুনিয়াছ, বটে। আমাকে সেই বিপদের উপর গ্রামের (সমাজচ্যুত করিল। আর আমাকে লইয়া যে ক করিতে লাগিল, তাহা তোমাকে কি বলি এ কারণে আমার মনে বড় ঘৃণা জন্মিল। সে স্থানে ত তিলও থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু কি করি, যাই, কাহার নিকট আশ্রয় লইয়া এ সকল যন্ত্রণা মুক্তি লাভ করি ? সপ্তগ্রাম-সন্নিহিত গোপালপুর আমার এক পরমাত্মীয় আছেন। তিনি আমার রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন এবং ক্রমশঃ স্বীয় অসাধারণ প্রভাবে অতি উন্নত পদে আরূঢ় হন। তাঁহা হরিহর। তিনি এই উমাপতির মাতুল। যদিও হরিহরের অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ নহি এবং আমি তাঁহার বিশেষ কোন উপকার করি নাই, হরিহর স্বীয় সৌজন্য ও মহত্ত্বহেতু আমাকে গুরু ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। নিজ গ্রামমধ্যে অদ্বিতীয় ধনী. বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্, এ জন্য গ্রামের লোক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। আমি নিকট যাইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে ইচ্ছুক হইলাম। রই পরামর্শক্রমে আমি গোপালপুরে লুক্কায়িতভাবে করিতে লাগিলাম। হরিহরের যত্নে এখানে আমাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। পলাশীর কোন সহসা আমি কোথায় গেলাম অথবা আমার কি তাহা জানিতে পারিল না।

আমার উপার্জ্জিত যে অর্থ ছিল, তাহা ফি লুঠিয়া লইয়াছিল, সুতরাং নিঃস্ব হইলাম। একটু সম্পত্তি ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পা তাহার কিয়দংশ দ্বারা গোপালপুরে বাসোপযোগী সামান্য বাটী হইল। অপর অংশ হরিহর কারবারে ইতে লাগিলেন। তাহার উপস্বত্বে আমাদের লাগিল। আমার অনুরোধে হরিহর আমার অপহৃত নিমিত্ত নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলেন ; আমিও যথ অনুসন্ধানের ত্রুটি করিলাম না ; কিন্তু কিছুই হইল দেশ ত্যাগ করার কিছুদিন পরে আমার আর কন্যা হইয়াছিল, তাহার নাম মুক্তকেশী।

ক্রমে মুক্তকেশীর বিবাহের সময় হইল। তাহার বিবাহের পক্ষে বড় বিঘ্ন হইল। আমার সবিশেষ জ্ঞাত না হইয়া কে আমার কন্যাকে গ্রহণ ক

বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইলে পলাশীর লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে। তাহারা কখনই ভাল বলিবে না। এই কারণে হরিহরের সম্মতি ও পরামর্শানুসারে বিবাহের বিশেষ বিলম্ব হইল। সম্প্রতি বিধাতার অনুকম্পায় ও মুক্তকেশীর শুভাদৃষ্টক্রমে এই উমাপতির সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। মাঘ মাসে বিবাহ দিব সঙ্কল্প করিয়াছি। এ প্রদেশে আমাদের দুই এক জন জ্ঞাতি-কুটুম্ব আছেন, তাহা তুমি জান। পাছে গ্রামে সমাজচ্যুত হইয়াছি শুনিয়া তাঁহারা আমাকে ঘৃণা করেন, এই ভয়ে আমি এত দিন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎও করি নাই, সংবাদাদিও দিই নাই। এক্ষণে আমার আর সে ভাবনা নাই। কন্যার বিবাহ লইয়া ভাবনা ছিল, সে ভাবনার প্রতিবিধান হইয়াছে, আর আমার ভয় কি? তাঁহাদের সমস্ত বলিয়া বাটী যাইতেছি। বিধাতার ইচ্ছায় পথে এই তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ। মনে যাহা ভাবি নাই, যাহা কখন আশা করি নাই, তাহা অদ্য ঘটিল। অদৃষ্টে যত দুঃখ ছিল,তাহা ঘটিয়াছে,আর ভগবানের মনে কি আছে, কি জানি। নবকুমারের মনে যে সন্দেহ হইয়াছে, তাহা যদিও অসম্ভব ও অঘটনীয়, তথাপি বাটী যাইবার ঐ পথ। কল্য তোমরা বাটী যাইবে, সে সন্দেহও ভঞ্জন করিও।"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় যুগপৎ আনন্দে ও শোকে সে দিন কাটিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুসংবাদে।

"ক ঈপ্সিতার্থং স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ।"

—কুমারসম্ভবম্।

পরদিন প্রত্যুষে সকলে যাত্রা করিয়া সমুচিত সময়ে মশিপুর পৌঁছিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা জমীদার রামদাস রায়ের ভবনোদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় গিয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে সকলেই হতাশ হইলেন। শুনিলেন, রামদাস সপরিবারে তীর্থভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন; তাঁহার বাটীতে কেহ নাই। তাঁহার বৈষয়িক কার্য্যনির্ব্বাহার্থ তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ তথায় অবস্থান করিতেছেন। এ সংবাদে অন্যের যত মনঃপীড়া হউক না হউক, নবকুমার নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। অন্যেরা যাহা বিশ্বাস করে নাই অথবা যাহা আশা করে নাই, তাহা না হওয়ায় তাহাদের তাদৃশ মনঃপীড়া জন্মিল না। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের সুখের পরিণাম সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়, তদন্যথায় তাহার নিতান্ত ক্লেশ হইবে সন্দেহ কি? নবকুমার এ সংবাদে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলেন। কপালকুণ্ডলা আছেন এবং তাঁহাকে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে, এ আশা কেহই হৃদয়ে স্থান দেন নাই, কেহই ইহা বিশ্বাস করেন নাই; সুতরাং তাঁহাদের বিশেষ নূতন কোন ক্লেশ হইল না; কিন্তু নবকুমার নিশ্চয় জানিয়াছিলেন যে, কপালকুণ্ডলা আছেন। যদি মনুষ্য স্বকীয় দর্শনকে অপ্রত্যয় না করে, নবকুমার তাহা হইলে, কপালকুণ্ডলা আছেন, তাহাতে স্থিরনিশ্চয় না হইবেন কেন? সুতরাং এ সংবাদে নবকুমারের ক্লেশ অধিক হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

আর তথায় অনর্থক অপেক্ষা করিয়া কি হইবে বিবেচনায় সকলেই প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। নবকুমার এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন না। সকলে তাঁহাকে অনর্থক কালক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন। নবকুমার কহিলেন, "আমি এ বিষয়ে সবিশেষ সন্ধান না লইয়া যাইব না। আপনাদের প্রয়োজন থাকে, যাইতে পারেন। আমি যাইব না।"

তাঁহারা অতঃপর নবকুমারের কথায় প্রতিবাদ করা অবিধেয় বোধ করিয়া কহিলেন, "তবে এক্ষণে কি করিবে, কর।"

নবকুমার তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া রামদাসের কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট গেলেন। কর্ম্মাধ্যক্ষ জাতিতে কায়স্থ, প্রাচীন, বুদ্ধিমান্ এবং বিজ্ঞ। ব্রাহ্মণ-দর্শনে কর্ম্মাধ্যক্ষ গাত্রোত্থান করিলেন এবং ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের বসিতে বলিলেন। সকলে উপবেশন করিলে কর্ম্মাধ্যক্ষ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

নবকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়ের নাম?"

কর্ম্ম। আমার নাম শ্রীমধুসূদন বসু।

নব। আপনি এ সংসারে কর্ম্ম করেন?

মধু। পিতৃপিতামহক্রমে আমরা এই অন্নে পালিত। সম্প্রতি মহাশয়দের কি অভিপ্রায়ে শুভাগমন হইয়াছে?

নব। ক্রমে জানাইতেছি। আপাততঃ গৃহস্বামী কোথায়?

মধু। কর্ত্তা মহাশয় দুই দিন অতীত হইল, সস্ত্রীক তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছেন। সন্তানাদি অভাবে তিনি

বিষয়কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগী নহেন। প্রায়ই এরূপ গিয়া থাকেন।

নব। তিনি সস্ত্রীক গিয়াছেন, আর কেহ সঙ্গে যায় নাই?

মধু। আর একটি ব্রাহ্মণকন্যা সঙ্গে আছেন। তিনি কর্ত্তা ও কর্ত্রী উভয়ের অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। তাঁহারা ইঁহাকে এক মুহূর্ত্ত চক্ষুর অগোচর হইতে দেন না। অন্য সন্তানাদি অভাবে ইনি তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ। বাস্তবিক তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকা অসম্ভব।

নব। তাঁহার বয়স কত - তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ?

মধু। তাঁহার বয়স অনুমান দ্বাবিংশ বর্ষ হইবে। প্রকৃতির কথা কি বলিব? তেমন ধীর, শান্ত, নির্ম্মলস্বভাব জগতে আর আছে কি না সন্দেহ; কিন্তু তাঁহার অন্তরে সুখ নাই। তিনি সতত যেরূপ বিমর্ষভাবে থাকেন, তাহা দেখিলে দুঃখ হয়। খলতা-কপটতা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানেন না। গৃহিণী আদর করিয়া তাঁহাকে উন্মাদিনী বলিয়া ডাকেন। তিনি এখানে ঐ নামেই পরিচিতা।

নব। তাঁহাকে আপনারা কোথায় পাইলেন?

মধু। কর্ত্তা তাঁহাকে আনিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, কর্ত্তা কোন ঘটনাক্রমে নৌকাযোগে আসিতেছিলেন। অতি প্রত্যূষে ত্রিবেণীতে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিবার নিমিত্ত নৌকা হইতে অবতরণ করেন। তথায় গঙ্গার চড়ায় উন্মাদিনীর মৃতপ্রায় দেহ পতিত দেখিতে পান। তিনি বিস্ময়সহকারে মৃতার অসামান্য সৌন্দর্য্য ও জীবিতের ন্যায় অবিকৃতভাব দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার বোধ হইল, বাস্তবিকই রমণী এখনও জীবিত আছেন। তিনি সত্বর লোকজন ডাকিয়া বহু শুশ্রূষায় তাঁহাকে জীবিত করিলেন এবং গৃহে আনিয়া কন্যার ন্যায় যত্নে ও স্নেহে পালন করিতে লাগিলেন।

নব। তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচয় কিছু জ্ঞাত আছেন?

মধু। কর্ত্তা, গৃহিণী এবং আমি উন্মাদিনীর পূর্ব্ব-পরিচয় জ্ঞাত আছি। অন্যে কিছু জানে না। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে, আমরা সে কথা প্রকাশ করিব না বলিয়া বিশেষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি। যাহা বলিয়াছি, এত দূর ব্যক্ত করাও উন্মাদিনীর অভিপ্রেত নহে। তথাপি আপনারা ব্রাহ্মণ, বিদেশ হইতে আসিয়াছেন বলিয়া এত দূর বলিলাম। অতঃপর আর কিছু বলিতে পারিব না।

নবকুমার কম্পিতস্বরে কহিলেন, "আমি আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে চাহি না। আপনি যাহা বলিবেন না, তাহা আমি বলিতেছি। আপনারা যাহাকে উন্মাদিনী বলেন, তাঁহার পূর্ব্বনাম কপালকুণ্ডলা; এ নাম বা[illegible] বালরক্ষক কাপালিক-প্রদত্ত। সপ্তগ্রাম-নিবাসী দুর্ভা[illegible] নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার স্বামী—"

এই সময় বসুজ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহি[illegible] "মহাশয়ের নাম কি?"

নবকুমার বিকলিত-কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "[illegible] নাম কেন জিজ্ঞাসিতেছেন? আমার নাম জগতে [illegible] অপ্রকাশিত থাকে, ততই মঙ্গল। আমিই সেই ঘোর [illegible] নবকুমার। আমি ভদ্রের সহিত একাসনে বসিবার [illegible] যুক্ত পাত্র নহি। কপালকুণ্ডলা আছেন, নিশ্চয় [illegible] এক্ষণে আর বিলম্ব সহে না। বসুজ, কোথায় [illegible] কুণ্ডলা বলুন,—আমি তাঁহার সমক্ষে [illegible] প্রাণ[illegible] করিব।"

কেহই রোদন সংবরণ করিতে পারিলেন না। [illegible] আশা সফলপ্রায় হইল। হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া [illegible] কাহার সাধ্য নয়নজল নিবারণ করে?

বসুজ নবকুমারকে কহিলেন, "মহাশয় ব্যস্ত[illegible] বেন না। কপালকুণ্ডলা আছেন নিশ্চয়। আজ[illegible] দশ দিন পরে আপনি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন।"

নবকুমার কহিলেন, "মহাশয়! এত দিন [illegible] কুণ্ডলা নাই বলিয়া জানিতাম, তাহাও প্রাণে সহি[illegible] কিন্তু এক্ষণে এক মুহূর্ত্তও সহ্য হইতেছে না। [illegible] বলুন, তাঁহারা প্রথমে কোন্ তীর্থে গমন করিবেন [illegible] এখনই তাঁহাদের অনুসরণ করিব।"

মধু। তাঁহারা প্রথমে কালীমাতাকে দেখিবা[illegible] কালীঘাট যাইবেন, সঙ্কল্প আছে।

নব। আমি চলিলাম। যেমন করিয়া হউক, [illegible] কুণ্ডলার সহিত পুনঃসাক্ষাৎ না করিয়া আমি [illegible] গ্রহণ করিব না। আপনি বসুন। আমি বিদায় [illegible]

সকলেই এই প্রস্তাবে একমত হইলেন এবং [illegible] গাত্রোত্থান করিলেন।

মধু। মহাশয়েরা শ্রান্ত আছেন; একটু [illegible] করিয়া বিশ্রাম করিলে ভাল হয়।

অধিকারী কহিলেন, "মহাশয়কে আমরা ক[illegible] বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আপনার নিকটে [illegible] চিরকাল বদ্ধ রহিলাম। যদি বিধাতা দিন দেন, [illegible] সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ হইবে; এক্ষণে বাধা দিে[illegible]

মধুসূদন সকলকে প্রণাম করিলেন। সকলে[illegible] বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

গত-চিন্তনে।

"Thou art too good, and I indeed unworthy,
Unworthy of so much virtue."
—Ottway.

পৌষ-সংক্রান্তি—ত্রিবেণী জনাকীর্ণ। অদ্য গঙ্গা-র মুক্তিলাভাশয়ে নানাদেশ হইতে ব্যক্তিবর্গ সমাগত হইয়া এই স্থান কলরবে পূর্ণ করিয়াছে। সমাগত জনগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সঙ্কুলনের নিমিত্ত সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বিপণি বসিয়াছে এবং তাহাদের আশ্রয়স্থানের নিমিত্ত বহুসংখ্য তৃণাচ্ছাদিত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। গঙ্গার তট ও বক্ষ নৌকায় আবৃত। কত নৌকা আসিতেছে, তাহার নির্ণয় কে করে? এই সময়ে নবকুমার প্রভৃতি যে নৌকায় ছিলেন, তাহা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা কল্য যখন মণিপুর হইতে যাত্রা করেন, তাহা পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন। কল্য তাঁহাদের আহার হয় নাই; এ জন্য তাঁহারা অদ্য এই স্থানে নামিয়া গঙ্গাস্নান ও আহার করিতে মনস্থ করিলেন। বাজারের প্রান্তদেশে তাঁহারা বাসোপযোগী দুইখানি ঘর স্থির করিলেন। তাহার পার্শ্বে আরও অধিকৃত ও অনধিকৃত অনেক ঘর ছিল। মধ্যে পথ। পথের উভয় পার্শ্বে এইরূপ গৃহসমূহ। তাঁহাদের পার্শ্বস্থ কয়েকখানি গৃহ একজন অধিকার করিয়াছে, বোধ হইল।

নবকুমারের মনের অবস্থা বড় ভয়ানক। আশা, ভীতি, আশঙ্কা, লজ্জা ও আনন্দ তাঁহার হৃদয়ে পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইয়া কিরূপে পর্য্যবসিত হইতেছে, তাহার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সংসার আশার মায়ায় আচ্ছন্ন। মানবহৃদয়মাত্রই আশারাশি-পরিপ্লুত। অতি দুঃখের সময়ও আশা আসিয়া সুখের বার্ত্তা কহে ও সুখ অনায়াসলভ্য বলিয়া বোধ জন্মায়। মনুষ্য দুর্দ্দমনীয় বেগে তৎপ্রতি ধাবিত হয়। কুহকিনী আশা নবকুমারের কর্ণেও মন্ত্র চালিত করিল। আশার দিগন্তব্যাপক ক্ষিপ্র পক্ষে আরোহণ করিয়া কখন তাঁহার মন কপালকুণ্ডলার নিষ্কলঙ্ক হাস্যময় বদনে চুম্বন করিতে লাগিল, কখন বা তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল, কখন বা আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া বিগত দুঃখের কথা আলোচনা করিতে লাগিল। পরক্ষণেই আশার কুহক ত্যাগ করিল; অমনই পাছে কপালকুণ্ডলাকে না পাই বলিয়া আশঙ্কায় তাঁহার

হৃদয় ব্যথিত হইল। [illegible] বলিয়া কথা কহিবেন এবং কিরূপেই বা স্বীয় মলিন দৃষ্টি তদীয় দয়াময় পবিত্র দৃষ্টির সহিত সংমিলিত করিবেন, এ চিন্তা তাঁহাকে দারুণ ম্রিয়মাণ ও লজ্জিত করিতে লাগিল। কখন বা কপালকুণ্ডলা জীবিত আছেন, অদ্য হউক বা দশ দিন পরে হউক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবেই হইবে। এই অপার আনন্দ তাঁহার মনকে নাচাইতে লাগিল। এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে করিতে কপালকুণ্ডলা-সম্বন্ধীয় আমূল কথা তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। সেই নব-জলধর-নিভ নীলসমুদ্রতটস্থ বনমধ্যে যে আগুলফলম্বিত কেশরাশি-সংবৃতা রমণীরত্ন দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্রিত পুত্তলী অথবা দেবী বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। 'পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?' বীণা-বিনিন্দিত সুমধুর স্বরে কপালকুণ্ডলা প্রথম সাক্ষাতে নবকুমারকে এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল। কর্ণের মধ্যে এখন যেন সেই স্বর, সেই কথা আবার বাজিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে যেন সেই ধ্বনির দ্বিগুণতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে আর কত কথা মনে হইল, তাহার সংখ্যা নাই। প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্তের কথা মনে পড়িতে লাগিল। দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে অস্ফুটস্বরে নবকুমার কহিলেন, "হায়! কপালকুণ্ডলা এক্ষণে কোথায়? আমি কি নরাধম! এতাদৃশী হিতকারিণীর সুখসংবর্দ্ধন করা দূরে থাকুক, আমি তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়াছি। কপালকুণ্ডলার জীবন যায় নাই!"

জীবন যায় নাই মনে হইবামাত্র তাঁহার সাক্ষাতে কত কথা বলিতে হইবে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অমনই নিজ অসদ্ব্যবহারজনিত সঙ্কোচ জন্মিল;—ভাবিলেন,—কপালকুণ্ডলার চরিত্র সরলতায় পূর্ণ; রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি কোন হীনবৃত্তি তাঁহার অন্তরে স্থান পায় না। আমি তাঁহার নিকট বিস্তর দোষে দোষী সত্য, তথাপি কপালকুণ্ডলা আমাকে ক্ষমা করিবেন। না করেন—আমি তাঁহার চরণ ধারণ করিব; কিন্তু সে সন্দেহ নিষ্প্রয়োজন। কপালকুণ্ডলা আমাকে ক্ষমা করিবেন না, ইহা অসম্ভব। তাঁহার স্বভাব আমার ন্যায় নীচ নহে। তিনি আমার ন্যায় দুরাচার নহেন। রমণীর হৃদয় দয়ায় পূর্ণ; বিশেষতঃ কপালকুণ্ডলার হৃদয়। আমাতে ও কপালকুণ্ডলাতে লক্ষ যোজন অন্তর। প্রণয় দূরে থাকুক, আমি তাঁহার সহিত কথা কহিবারও উপযুক্ত পাত্র নহি। কপালকুণ্ডলা স্বর্গীয়া দেবী, আমি ঘোর নারকী। আমি কোন্ মুখে তাঁহার

সমক্ষে দাঁড়াইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব ? কিই বা বলিব ? আমার অপরাধের বাকি আছে কি ? আমি কপালকুণ্ডলার চরণ ধরিয়া অকপটে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিব। তাঁহার চরণ নয়ন-জলে সিক্ত করিব। তিনি ক্ষমা না করিলে এ জীবন রাখিব না। কপালকুণ্ডলাকে ধ্যান করিতে করিতে জ্বলন্ত বহ্নিতে জীবন ত্যাগ করিব। কপালকুণ্ডলার ক্ষমা লাভ না করিয়া জীবনধারণের ফল কি ?" নবকুমার একান্তে বসিয়া এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, কপালকুণ্ডলাকে বলিবেন বলিয়া কত কথাই মনে করিতেছেন, কত ভাবই মনে জন্মিতেছে। অদ্য তিনি অধিকক্ষণ একস্থানে থাকিতে পারিতেছেন না। অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী ব্যাপারেও তিনি চিত্তকে বদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। মনের এই প্রকৃতি। মন একেবারে দুই বিষয়ে নিবিষ্ট হইতে পারে না।

দশম পরিচ্ছেদ।

মিলনে।

"উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণীযোগম্।"

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

যে স্থানে বসিয়া নবকুমার তদ্বিধ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, সে স্থানে আর অধিকক্ষণ থাকিতে ভাল লাগিল না। উমাপতিকে আহ্বান করিলেন। উভয়ে গৃহের বিপরীত দ্বার দিয়া পশ্চাদ্ভাগস্থ আম্রবৃক্ষের ছায়ায় গমন করিলেন। সেখানে আর মনুষ্য নাই। সে স্থানটিকে ঐ গৃহের প্রাঙ্গণ বলিলে বলা যায়। প্রাঙ্গণের তিন দিকে বেড়া দ্বারা অবরুদ্ধ; এক দিকে একখানি অপর লোকের গৃহ। এই পতিত ভূমিখণ্ডের দিকে তাহার পশ্চাৎ। পশ্চাতে একটি বাতায়ন বা ক্ষুদ্র গবাক্ষ। নবকুমার ও উমাপতি সেই গৃহের সন্নিহিত বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। নবকুমার কহিলেন, "দেখিলে ভাই! আমি অলীক আশাকে হৃদয়ে স্থান দিই নাই। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই ও বিষয়ে এতাদৃশ দৃঢ় হইয়াছিলাম।"

উমা। যাহা হইবার নহে, তাহা যে হইবে, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব ? তুমি দেখিয়াছিলে সত্য, কিন্তু সে কথা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে ভাবিয়াছিলাম, সেটি তোমার মনের ভ্রান্তি। তাহা এক্ষণে সত্যে পরিণত হইল।

নব। যাহা হউক ভাই, অবিলম্বে ক[illegible] সাক্ষাৎ পাইব সত্য, কিন্তু আমার মন [illegible] হইতেছে না। কত প্রকার চিন্তা যে ম[illegible] তেছে, তাহা তোমাকে কি বলিব ? কপালকুণ্ডলা যত কষ্ট পাইয়াছেন, সে সমস্তের মূল আমি। তি[illegible] শৈশবে অরণ্যে ছিলেন, তখন কষ্ট কাহাকে বলে, [illegible]তেন না। বনে বনে আপন মনে সদানন্দে বেড়া[illegible] আমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সংসারে আনিয়া সাগরে ভাসাইলাম। তখন হইতে তাঁহার কষ্টে[illegible] পাত হইল, আর একদিনও সুখ কাহাকে বলে, [illegible] পারিলেন না। অবশেষে আমার জন্য তাঁহার [illegible] পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল। তবে তিনি নাকি নিতান্ত [illegible] পরায়ণা, এজন্য ভবানী অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে জীবন দান করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ভাবিতেছি হয় তো কপালকুণ্ডলা আপাততঃ একরূপ সুখ[illegible] আছেন, পুনরায় আমার সহিত সম্মিলনে তাঁহার [illegible] ক্লেশ ঘটিবে, আমার কপালগুণে তিনি আবার [illegible] পাইবেন।

উমা। কপালকুণ্ডলা যে মনের সুখে নাই, তা[illegible] তুমি মধুসূদনের কথায় বুঝ নাই ?

নবকুমার আপন মনে কহিলেন, "হায়! কবে [illegible] আসিবে, যে দিন আমি পুনরায় কপালকুণ্ডলার [illegible] পাইব!"

উমা। নবকুমার! তুমি দুই দিনাবধি প্রায় [illegible] কর নাই বলিলেই হয়। তোমার জন্য আমি কিছু [illegible] আনিব ?

নবকুমার কোন উত্তর দিলেন না। উমাপতি [illegible] গেলেন। নবকুমার দেখিলেন, আম্রবৃক্ষের শাখায় [illegible] শালিক বসিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ একটি শালিক [illegible] নীচে আসিল, অমনই অপরটি সঙ্গে সঙ্গে নীচে আ[illegible] একটি আহারান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল; অপরটিও [illegible] তাহাই করিতে লাগিল। একটি চঞ্চু ব্যাদান করিয়[illegible] করিল; প্রতিধ্বনির ন্যায় অপরটিও শব্দ করিল। উড়িয়া বৃক্ষশাখায় উঠিল; অপরটি সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়[illegible] স্থানে বসিল। এতদ্দর্শনে নবকুমার একটি দীর্ঘ[illegible] ত্যাগ করিলেন। এবংবিধ বিহঙ্গম-চরিত্র দর্শনে [illegible] বিষাদের উদয় হইল, তাহা তিনিই জানেন।

শুভদৃষ্টির প্রকৃতি অনুসারে নবকুমার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের ক্ষুদ্র বাতায়নের প্রতি নিপতিত হইল। দেখিলেন, তথায় একটি প্রস্ফুটিত কমল রহিয়াছে। পরক্ষণেই তিনি চমকিত হইয়া দেখিলেন, তাহা রমণীর বদন-কমল। সে পদ্মমুখীকে তিনি চিনিলেন। আর দৃষ্টি ফিরিল না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। সংজ্ঞালোপ হইল।

"কপাল-কুণ্ডলা"

এই নামটি সজোরে উচ্চারিত করিয়া নবকুমার মূর্চ্ছিত হইলেন। অমনই রমণীর বদন গবাক্ষ হইতে অপসৃত হইল। পরক্ষণেই সুন্দরী যথায় নবকুমারের সংজ্ঞাশূন্য দেহ ধরণীতলে নিপতিত রহিয়াছে, দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া নবকুমারের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোচন দিয়া অশ্রু নিপতিত হইয়া হতচেতনের বদন আর্দ্র করিতে লাগিল। যেমন ঘোরকৃষ্ণ জলদজাল-মধ্যে স্বর্গীয় অগ্নি ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আলুলায়িত আগুল্ফলম্বিত নিবিড় কৃষ্ণ চিকুরজালোপরি রমণী স্থির-সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা নবকুমারকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নবকুমারের মুখে চৈতন্যের লক্ষণ দৃষ্ট হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। তখনও সুন্দরীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। নবকুমার উন্মত্তের ন্যয় গাত্রোত্থান করিয়া সুন্দরীর চরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন, "বল প্রিয়ে কপালকুণ্ডলে! বল, আমাকে ক্ষমা করিলে? আমি তোমার নিকট নিতান্ত অপরাধী সত্য; তথাপি আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আমি ঘোর নারকী; আমি তোমাকে অশেষ কষ্ট দিয়াছি। আমার স্পর্শে তোমার পবিত্র দেহ কলুষিত হইতেছে। মৃণ্ময়ি! তুমি আমাকে ক্ষমা না করিলে আমি এ পাপ-জীবন রাখিব না।"

নবকুমার রোদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "স্বামিন্! তোমার অপরাধ কি? তুমি কাঁদ কেন? ভবানীর মনে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। আমার অদৃষ্টে দুঃখ ছিল, তুমি তাহা কি [illegible]রিবে? বিধাতার ইচ্ছায় আমরা আবার পুনরায় মিলিত [illegible]য়াম। এখন [illegible]

এই বাক্য নবকুমারের কর্ণকে মোহিত করিল। [illegible] শুনিলেন, সেই স্বর! সেই স্বর যেন আজ মধুময় [illegible] তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি দেখিলেন [illegible] কপালকুণ্ডলা! নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে [illegible] করিয়া রহিলেন। কতক্ষণ তাঁহারা তদবস্থায় থাকি[illegible] তাহা কেহই জানিলেন না।

ইত্যবসরে উমাপতি তথায় আসিলেন, কেহই [illegible] দেখিতে পাইলেন না। উমাপতি কপালকুণ্ডলাকে [illegible]লেন; প্রথমে তাঁহার স্বপ্ন বোধ হইল। তিনি [illegible]চার্য্য, অধিকারী ও মথুরানাথকে এই সুখময় [illegible] দিলেন। সকলে দৌড়িয়া আসিলেন। আনন্দের [illegible] রহিল না। অধিকারী ভূয়োভূয়ঃ কপালকুণ্ডলার [illegible] আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। সকলেরই চক্ষু দিয়া আন[illegible] নিপতিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য কপালকু[illegible] দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও রোদন করিতে লাগিলেন। [illegible]কারী তাঁহাকে চিনাইয়া দিলেন এবং নিজের [illegible] কপালকুণ্ডলার কি সম্পর্ক, তাহাও প্রকাশ করি[illegible] আনন্দাশ্রু-বিগলিত কাপালকুণ্ডলা পিতা ও খুল্লতাত-প্রণতা হইলেন। ক্রমে অধিকারী তাঁহাকে অন্তর্ভূত [illegible] ব্যাপার জানাইলেন। অনতিবিলম্বে রামদাস রায় [illegible] পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এক[illegible] সমূল ঘটনা জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, "এই কন্যার ন্যা[illegible] লক্ষ্মী ভূমণ্ডলে আর নাই। ইনি আমার দুহিতা[illegible] উন্মাদিনি! তুমি পর হইতে আপন হইয়াছিলে, [illegible] প্রতি আমার যথেষ্ট মমতা হইয়াছিল। এখন [illegible] আমার অপেক্ষাও আত্মীয় ব্যক্তিগণের নিকটস্থ হই[illegible] ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি সুখ-স্বচ্ছন্দে থাক, চিরায়ুষ্মতী [illegible] আমি তোমার সুখ দেখিলে সুখী হইব। [illegible] মা! আমিও তোমার সঙ্গে তোমার শ্বশুরালয় যাইব[illegible]

সকলই আনন্দময় হইল। বিশ্বসংসারে আর [illegible]কাথাও নিরানন্দ নাই। মহানন্দে সকলে সপ্তগ্রাম [illegible] করিলেন।

চিরদুঃখিনী কপালকুণ্ডলা এত দিনের পর, এত [illegible] পর পতি, পিতা, মাতা, সোদরা প্রভৃতির সহিত স[illegible] হইলেন। শৈশবে পিতা-মাতার পূর্ণকেশী, অর[illegible] পালক কাপালিকের কপালকুণ্ডলা, স্বামীর মৃণ্ময়ী [illegible] রক্ষক রামদাসের উন্মাদিনী পুনরায় আনন্দম[illegible] হইলেন। গ্রন্থকারও কপালকুণ্ডলার এই [illegible]না এ[illegible] হাস-খণ্ড পাঠক মহাশয়দিগকে উপহ[illegible]

উপসংহার।

এই সামান্য গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি নিকা-পতনের পূর্ব্বে গ্রন্থ-সম্ভূত অপরাপর পাত্রগত দুই টি কথা না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা গ্রন্থকারের পক্ষে ান্ত অবিধেয়।

বলা বাহুল্য যে, অনতিবিলম্বে উমাপতি ও মুক্তকেশী হিত হইলেন। শ্যামাকে এই সকল সুসংবাদ দিয়া ালয় হইতে আনয়ন করা হইল। মুক্তকেশীর বিবা- পূর্ব্ব হইতে অনেক দিন পর পর্য্যন্ত মৃণ্ময়ী পিতৃ- ন থাকিলেন।

ই

এই সকল ঘটনার কিছু পূর্ব্বে দেলবর অথ কৃষ্ণ দস্যুদলকে প্রকাশ করত বাটী আসিয়া প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন। রাজাজ্ঞায় দস্যুগণের শিরশ্ছেদ হইল। গোপালকৃষ্ণ কা পাইলেন ও রাজপ্রসাদে অত্যুন্নত পদ লাভ ক

অধিকারী অনেক দিন সপ্তগ্রামে থাকি সম্ভোগ করত পুনরায় হিজলী গমন করিলেন

শ্যামা প্রভৃতি সকলেই সর্ব্বপ্রকার অভী যায় অপার আনন্দ লাভ করিলেন।

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখ
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ

সমাপ্ত।

সোনার কমল

৺দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

উৎসর্গপত্র

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নামে

[illegible] সাদরে উৎসর্গীকৃত হইল।

সোনার কমল।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[illegible]শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গ্রাম্য স্কুল হইতে [illegible] পাস করিয়া শ্রীমান্ বিনোদবিহারী রায় প্রেসি-[illegible] কলেজে পড়িবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় আসিলেন। তিনি ধনীর সন্তান, সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত কোন সুব্যব-[illegible]র অভাব হইল না। সিমুলিয়া ভদ্র-পল্লীর মধ্যে একটি [illegible]র বাসায় তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাঁহার [illegible] একজন শিক্ষক ও অভিভাবক, পাচক, ভৃত্য ও [illegible]রবান্ নিযুক্ত হইল। বুদ্ধিমান্ ও অনুরাগী বালক [illegible] প্রশংসার সহিত ফার্ষ্ট আর্টস্ ও বি এ পরীক্ষায় [illegible]ইলেন। যখন বিনোদ ফিপ্থ ইয়ার্ ক্লাসে অধ্যয়ন [illegible] তখন দৈবাৎ এক অচিন্তিত-পূর্ব্ব অপ্রত্যাশিত [illegible]া উপস্থিত হইল। সেই ঘটনা তাঁহার নয়ন-সমক্ষে [illegible] ও আনন্দময় নন্দনকাননের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া এবং ক্রমশঃ তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিয়া [illegible] কার্য্যক্ষেত্রে অবতারিত করিল।

একদিন মধ্যাহ্নকালে এক সহাধ্যায়ীর বাটী হইতে [illegible]রিবার সময় বিনোদ একটি সরু গলির মধ্য দিয়া [illegible]সিতেছিলেন। সেই গলিতে একটি ক্ষুদ্র ভবনের দ্বারে [illegible]দালতের কয়েক জন পেয়াদা ও একজন ফিরিঙ্গী [illegible]কত্র হইয়া বড়ই গোলযোগ করিতেছিল। বিনোদ [illegible]খিলেন, তাহারা বাটীর মধ্য হইতে কতকগুলি জিনিস-[illegible]ত্র আনিয়া বাহিরে ফেলিয়াছে এবং বাটীর মধ্যস্থিতা [illegible]ক [illegible] ভদ্র-মহিলাকে উচ্চৈঃস্বরে তিরস্কার করি-[illegible]ছে; মহিলা ক্ষুদ্র অঙ্গনের এক পার্শ্বে অধোমুখে [illegible]ইয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন। অবগুণ্ঠনে [illegible]নের স্ফুরিতাগ আচ্ছন্ন।

আমরা [illegible] করিয়া বিনোদ সেই মহিলার নিকটস্থ [illegible]স্বরে বলিলেন, "[illegible]

পুত্র। কি হইয়াছে, বলুন। আমি সাধ্যমত প্রতী[illegible] চেষ্টা করি।

সংক্ষেপে ও ধীরভাবে সেই বিধবা নারী ব্যা[illegible] বুঝাইয়া দিলেন। বিনোদ বুঝিলেন, আর্থিক অপ্র[illegible] হেতু কয়েকখানি অলঙ্কার বন্ধক দিয়া এই বিধব[illegible] কিছু টাকা ধার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অ[illegible] বিক্রয় করিয়াও মহাজনের টাকা শোধ না হওয়া[illegible] বাকী টাকার নিমিত্ত এই মহিলার অজ্ঞাতসারে [illegible] নামে নালিশ করিয়া ডিক্রী করে। অদ্য সেই ডিক্রী[illegible] করিয়া আদালতের লোকের দ্বারা তাহার প্রাপ্য [illegible] অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যের সামগ্রী লইয়া যাইতে[illegible] তাহাতেও মহিলার বিশেষ কাতরতার কারণ ছিল[illegible] কিন্তু তন্মধ্যে তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর কয়েকটি [illegible] ছিল। পবিত্র স্মৃতির নিদর্শন-রূপে মহিলা সেই [illegible]গুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি সেই [illegible]কটি দ্রব্য রাখিবার নিমিত্ত সবিনয়ে প্রার্থনা করিতে[illegible] কিন্তু ডিক্রীদার ও আদালতের লোকেরা জিনি[illegible] ফিরাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে [illegible] করিতেছে।

বিনোদ সমস্ত কথা শুনিয়া বেলিফকে জি[illegible] করিলেন, "তোমার ডিক্রী কত টাকার?"

বেলিফ উত্তর দিল, "পঁচিশ টাকা বারো আনা।"

তাহার পর মহিলার নিকটস্থ হইয়া বিনোদ জি[illegible]সিলেন, "আপনাদের ঘরে দোয়াত কলম আছে কি মা[illegible]

তিনি উত্তর দিলেন, "আছে।"

বিনোদ বলিলেন, "একবার তাহা চাহি।"

অদূরে মহিলার দাসী দাঁড়াইয়া ছিল, ইঙ্গিত-অনুস[illegible] সে উপর হইতে দোয়াত ও কলম লইয়া আসিল। বিনো[illegible] তৎসমস্ত লইয়া বেলিফের নিকটে গিয়া বলিলে[illegible] "ওয়ারাণ্টের পৃষ্ঠে সমস্ত টাকার রসিদ লিখিয়া দে[illegible] আমি টাকা দিতেছি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিজলীর সহিত বিনোদ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তারাসুন্দরী বসিয়া আছেন। বিনোদ নিকটস্থ হইলে তিনি বলিলেন, "দুই দিন আমার সামান্য জ্বর হইয়াছিল। কালি বৈকাল হইতে আমি বেশ আছি। অকারণ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া, আমার কোন কথা না শুনিয়াই বিজু তোমাকে পত্র লিখিয়া ফেলিয়াছে। বাটীতে ছুটীর সময় স্বচ্ছন্দে ছিলে, বোধ হয়, বড় বিরক্ত হইয়াই আসিতে হইয়াছে। বাটীর লোকেরাও বোধ হয় অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। না বুঝিয়া ছেলেমানুষ বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন, "বিজু বড়ই ভাল কাজ করিয়াছেন। ঈশ্বর-কৃপায় আপনি আজ ভাল আছেন; কিন্তু যদি আপনার পীড়া বাড়িয়া উঠিত, তাহা হইলে তো বিজলীকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইত। কোন সঙ্কোচ না করিয়া আত্মীয়জ্ঞানে বিজু যে আমাকে যথাসময়ে সংবাদ দিয়াছেন, ইহাতে আমি বড় সুখী হইয়াছি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তুমি দেবকুমার; তোমার দেব-প্রকৃতি। বোধ হয়, তুমি এখনও বাসায় যাও নাই। শরীরের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। বিজলি, ঘরে কি আছে, দেখিয়া শুনিয়া বিনোদকে একটু জল খাইতে দেও মা।"

বিজলী সেই ঘরের এক প্রান্তে অধোমুখে দাঁড়াইয়াছিলেন; এক্ষণে মাতার আদেশ-পালনে প্রস্থান করিলেন। তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে একটা গুরুতর কথা বলিব বলিয়া বহুদিন হইতেই মনে করিতেছি, কিন্তু সে কথা শুনিয়া পাছে তুমি আমাদের উপর বিরক্ত হও, এই ভয়ে সাহস করিয়া এত দিন বলিতে পারি নাই। আজিও যে তাহা বলিয়া উঠিতে পারিব, এমন বোধ করি না। অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আর একদিন তোমাকে সে কথা জানাইব।"

বিনোদের হৃদয়ে রক্তপ্রবাহ অতি দ্রুতবেগে বহিতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে হৃদয়-বেগ সংযত করিয়া বলিলেন, "আপনি যতদূর বলিয়াছেন, তাহার পর যদি আর কিছু না বলেন, তাহা হইলে নানাবিধ আশঙ্কায় ও সন্দেহে আমি অতিশয় কষ্ট পাইব। আমি আপনার স্নেহের পাত্র; আমি এরূপ কষ্ট পাইলে আপনি কখনই সুখী হইবেন না। যাহা বলিতে হয়, কৃপা করিয়া এখনই বলুন।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "যদি আমাদিগের এরূপ দশা না হইত, যদি আমাদিগকে এরূপ ঘৃণিত ও দী[illegible] না থাকিতে হইত, তাহা হইলে সহজেই তোমার মনের কথা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতাম। অ[illegible] এখন তাহা বলা দূরে থাকুক, মনে ভাবিতেও লজ্জা[illegible] তুমি বড় আগ্রহযুক্ত হইয়াছ, না বলিলে হয় ত[illegible] হইবে; কাজেই বলিতেছি।"

বিনোদ হৃদয়কে পরমপ্রীতিপ্রদ সংবাদ[illegible] নিমিত্ত প্রস্তুত করিতে লাগিলেন; নিতান্ত উ[illegible] ব্যাকুল হৃদয়কে যত্নে স্থির করিয়া রাখিলেন। তার[illegible] বলিতে লাগিলেন, "এ জগতে এক্ষণে তুমিই আ[illegible] একমাত্র আত্মীয় ও পরম হিতৈষী। তোমার সহি[illegible] আত্মীয়তার বন্ধন আরও সুদৃঢ় ও প্রগাঢ় করিবার[illegible] অনেক সময়ে একটা ভয়ানক দুরাশা আমার মনে[illegible] দেয়। যদি তুমি রাজ-রাজেশ্বর না হইতে, যদি [illegible] রূপ, গুণ, পাণ্ডিত্য সকলই অতুলনীয় না হইত, আ[illegible] আমরা এত দরিদ্র, এত দুঃখী, এত দুরবস্থাগ্রস্ত না[illegible] তাহা হইলে আমার দুরাশা বোধ হয় নিতান্ত [illegible] হইত না।"

এই সময় বিজলী একখানি রেকাবে করিয়া[illegible] খাদ্যদ্রব্য ও এক গ্লাস জল লইয়া উপস্থিত হ[illegible] তারাসুন্দরী বলিলেন, "তুমি একটু জল খাও বাবা[illegible] সকল কথাই বলিতেছি।"

বিনোদের হৃদয়ে তখন অনন্ত কল্পনা; তারা[illegible] বাক্যের সমাপ্তি শুনিবার নিমিত্ত তখন তিনি [illegible] ক্ষুধাতৃষ্ণা তখন তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। ব[illegible] "আপনার কথার শেষ না শুনিলে অন্য কিছু[illegible] করিব না।"

তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "আমি নানা[illegible] জানিতে পারিয়াছি, বিজলী তোমাকে বড়ই ভালব[illegible]

বিজলীর মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। মস্তক আরও অবনত হওয়াতে চিবুক হৃদয় স্পর্শ[illegible] সে স্থান হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার[illegible] জন্মিল; কিন্তু হস্তপদাদি শক্তি-শূন্য! অগত্যা [illegible] পাষাণপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহি[illegible]

তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "বোধ হয়, এই দুঃখিনী কন্যাকে তুমিও ভালবাসিয়া থাক।"

বিনোদ বলিলেন, "আর কি বলিবেন, বলুন।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "আমরা কুলীন[illegible] পর্য্যায়েও তোমাদের সমান। অন্যান্য ঘটনা এক[illegible]

হইলে আমি তোমার হস্তে বিজলীকে সমর্পণ করি-র আশা করিতে পারিতাম।"

বিনোদ বলিলেন, "বলুন মা, আমি কি করিলে জলীলাভের যোগ্য হইতে পারি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "বিজলী-লাভের যোগ্যতা তামার যথেষ্ট আছে। আমি জানি, বিজলী তোমার সী হইবার অযোগ্য; তথাপি তুমি তাহাকে দয়া রিয়া দাসীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহা আমাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফল। কিন্তু তোমার মা আছেন, দাদা আছেন; তাঁহারা কেবল এই অভাগিনীর আশীর্ব্বাদমাত্র গ্রহণ করিয়া বিজলীকে লইতে সম্মত হই-বেন কেন?"

বিনোদ বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আপনি কোনই ভয় করিবেন না। কিঞ্চিৎ ধনের জন্য তাঁহারা কখনই আমার ইচ্ছার বিরোধিতা করিবেন না। অবস্থা-বৈষম্যের কথা মুখেও আনিবেন না। আপনার কন্যাকে দেখিবা-মাত্র তাঁহারা যে পরম স্নেহে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবেন, সে বিষয়ে আমার কিছুই সন্দেহ নাই।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "আমাদের পূর্ব্বপরিচয় তুমি এখনও জান না। সে বিষয় জানা তোমার নিজেরও আবশ্যক; তোমার মা দাদাকেও তাহা জানান আবশ্যক। একদিন তাহা তোমাকে জানাইতেই হইবে—আজই বলি না কেন? পরিচয়ের কোন স্থলেই কোন দোষ নাই; দোষ কেবলই আমাদের পোড়া কপালের।"

তাহার পর বিজলীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বাক্স হইতে সে কাগজপত্রগুলি বাহির করিয়া আন তো মা!"

বিজলী চলিয়া গেলেন। তারাসুন্দরী বলিতে লাগি-লেন, "বড়ই দুঃখের কথা—বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়, তথাপি বলিতেই হইবে। এক পল্লীগ্রামে আমাদের বাস ছিল। আমার স্বামীর অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না; কিন্তু সংসারে কোন অভাব-অপ্রতুলও ছিল না। আমার স্বামীর এক অভিন্নহৃদয় অকপট বন্ধু ছিলেন। তিনি রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী এবং সর্ব্বসদ্গুণের আশ্রয়। আমার স্বামী ও তাঁহার সেই বন্ধু একদিন এক সঙ্গে বেড়াইতে যান। তদবধি তাঁহারা আর কেহই বাটীতে ফিরেন নাই। একদিন পরে একটা মৃতদেহ পুষ্করিণীতে ভাসিতে দেখিয়া লোকে তাহা আমার স্বামীর দেহ বলিয়া চিনে। এ সম্বন্ধে লোকে যাহা বলে, পুলিস যাহা বলে, এবং অনেকেই যাহা বিশ্বাস করে, আমি স্বয়ং সে স্থানে উপস্থিত থাকিয়া চক্ষুতে দেখিলেও বিশ্বাস করিতাম না; এখনও করি না।"

বিনোদের বুকের ভিতর কেমন একটা যন্ত্রণার ছুটিতে লাগিল। সুদূর অতীতের কেমন এক বিভী-ষিকাময়ী ছায়া তাঁহার নয়ন-সমক্ষে উপস্থিত হইল। সভয়ে ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন, "লোকে কি বলে?"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "লোকে বলে, তাঁহা-র প্রাণের বন্ধু একটা ঘৃণিত কারণে আপনার চি-র বন্ধুকে খুন করিয়াছেন।"

বিনোদ চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষু অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। পৃথিবী তাঁহার সম্মুখে দুলিতে ও নাচিতে থাকিল। তারাসুন্দরী বলিলেন, "আর কিছু আমার বলিতে হইবে না। এই কাগজপত্র দেখিলেই অন্যান্য কথা তুমি বুঝিতে পারিবে।"

বিনোদ সভয়ে ও কম্পিতহস্তে বিজলীর নিকট হইতে কাগজগুলি গ্রহণ করিলেন; ভাঁজ খুলিয়া ফেলিলেন— অন্ধকার! চাদর দিয়া চক্ষু দুইটি একবার মার্জ্জনা করি-লেন। কাগজে লিখিত বৃত্তান্তের কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া সর্পদষ্ট জীবের ন্যায় তিনি সেই স্থানে বসিয়া গেলেন; আর্ত্তস্বরে অতিকষ্টে বলিলেন, "বিজলি, তোমার সহিত মিলনের আশা আজি শেষ হইল। তোমার সেই পিতৃহন্তা যদুপতি মিত্রের একমাত্র পুত্র। মা, আপনার পতিহন্তার পুত্র কখনই আপনার কন্যার যোগ্য নহে। বিজলি, তোমার পিতৃহন্তার শোণিত আমার সর্ব্বশরীরে বহিতেছে; এরূপ কলঙ্কিত ব্যক্তি কখনও তোমার দেবদুর্ল্লভ প্রণয়ের অধিকারী নহে। বিদায় হই। যদি কখন আমার ললাট হইতে পিতৃ-পুত্ররূপ নিদারুণ কলঙ্ক অপগত হয়, যদি আমার পিতৃ-চরিত্র হইতে বন্ধুহননরূপ কল্পনাতীত দুষ্কৃতির কালিমা প্রক্ষালিত হয়, তবেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে; নচেৎ আমার এই বিদায় জন্মের মত বিদায় জানিও।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিতান্ত উত্তেজিত হৃদয় লইয়া বিচলিতভাবে বিনোদ আপনার বাসায় আসিলেন। তাঁহার বিশ্বাসী অনুরাগী ভৃত্য রঘু প্রভুকে এরূপ অসময়

দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। ছুটীর এখনও প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন বাকী। বিজলী-ঘটিত বৃত্তান্ত রঘুর অবিদিত ছিল না। অনেক সময়েই তাহাকে নানা-প্রয়োজনানুরোধে তারাসুন্দরীর ভবনে যাইতে হইত। এক্ষণে বাবুর অপ্রত্যাশিত পুনরাগমন সম্ভবতঃ বিজলীর সহিত বিজড়িত বলিয়া সে মীমাংসা করিল। অত কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সে বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিল, "এত শীঘ্র ফিরিবার কথা ছিল না তো? সংবাদ ভাল তো?"

বিনোদ উত্তর দিলেন, "হাঁ। তুমি একবার শ্রীরামকে ডাকিয়া আন।"

রঘু ভৃত্য হইলেও বিনোদকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসে। আজি বিনোদের মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ—যেন এখনই তিনি রোদন করিয়াছেন। দেহ ঈষৎ বিকম্পিত। কণ্ঠস্বর একটু বিকৃত। সে উৎকণ্ঠিতভাবেই আজ্ঞা-পালনে গমন করিল।

বিনোদের কলিকাতায় আগমনের পর হইতে যোড়াসাঁকোর একটি প্রধান মুদীখানার দোকান তাঁহার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সরবরাহ করিতেছে। শ্রীরাম দাস নামক এক কৈবর্ত্ত সেই দোকানের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। শ্রীরাম মাসে মাসে হিসাবের ফর্দ্দ লইয়া টাকা লইবার নিমিত্ত বিনোদের নিকট আসিত। শ্রীরাম সুচতুর, বুদ্ধিমান্, বিনয়ী, বাক্‌পটু ও বিশ্বাসী। ক্রমশঃ এই সকল গুণের পরিচয় পাইয়া বিনোদ তাহাকে ভালবাসিতে থাকেন। পরিচয়ে তিনি জানিতে পারেন, শ্রীরামের নিবাস স্বর্ণগ্রাম। এই পরিচয়ের পর হইতে বিনোদ অনেক সময়েই তাহার সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিতেন। শ্রীরামের সহিত কথোপকথনের সময় প্রায়ই তাঁহাকে বিমনা ও বিচলিত বলিয়া বোধ হইত। আজি সেই শ্রীরামকে ডাক পড়িল জানিয়া রঘু বুঝিল, একটা কি গুরুতর কাণ্ডই ঘটিতেছে।

রঘু প্রস্থান করিলে বিনোদ কাগজ-কলম ঠিক করিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন; সংক্ষেপে দুইখানি পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। রঘুর সহিত শ্রীরাম আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিনোদ বলিলেন, "সময় ঠিক হইয়াছে। পরশ্ব যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি। খুড়া-মহাশয়কে এখনই কাগজ-কলম লইয়া পত্র লিখিয়া দাও। তুমি প্রস্তুত হও।"

সবিনয়ে শ্রীরাম বলিল, "একেবারে কাজ ছাড়িয়া দিব কি? হিসাব-নিকাশ শোধ করিতে হইবে।"

বিনোদ বলিলেন, "চাকরীর সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই। হিসাব বুঝাইয়া দিয়া বিদায় লইয়া আসিবে এখনই পত্র লেখ।"

শ্রীরাম 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পত্র লিখিতে বসিল।

বিনোদ রঘুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার সহিত তোমায় বিদেশে যাইতে হইবে। ফিরিতে কত বিলম্ব হইবে, বলা যায় না। তোমার আমার আবশ্যকমত জিনিস-পত্র গুছাইয়া লও। কিন্তু সাবধান, মোট যেন বেশী না হয়। যে সকল জিনিস না লইলে নিতান্তই চলিবে না, কেবল তাহাই লইবে মাত্র।"

রঘু বলিল, "হুজুরের যে সকল জিনিসে নিতান্ত দরকার, কেবল তাহাই লইতে হইলে একগাড়ী মোট হইবে।"

বিনোদ বলিলেন, "কিছু না। একটি ব্যাগ ও একটি মোট এই দুইটিতেই যাহা ধরে, তাহাই তুমি লইতে পাইবে।"

রঘু অবাক্ হইল। বিনোদ মুখে জল দিয়া আসিলেন, মাথাটা একটু পরিষ্কার করিলেন; বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিলেন। শ্রীরামের পত্র লেখা সমাপ্ত হইল। তিনখানি পত্রে টিকিট আঁটিয়া ডাকে দিবার নিমিত্ত রঘুর হস্তে প্রদান করা হইল। আসিবার সময় একখানি ভাল সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী ডাকিয়া আনিবার জন্য আদেশ হইল। শ্রীরাম ও রঘু প্রস্থান করিলে নিতান্ত অস্থিরভাবে বিনোদ বারংবার বারাণ্ডায় পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী আসিলে বিনোদ তাহাতে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সন্ধ্যার অনেক পরে তিনি বাসায় ফিরিলেন। কল্য প্রাতে সাতটার সময় পুনরায় গাড়ী আনিবার আদেশ দিয়া তিনি উপরে উঠিলেন।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময়ে তারাসুন্দরীর ঝি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, "আপনি কেমন আছেন, কোথায় আছেন, জানিবার নিমিত্ত মা-ঠাকুরাণী আমাকে পাঠাইয়াছেন। বৈকালে একবার আসিয়াছিলাম; আপনার দেখা পাই নাই।"

বিনোদ বলিলেন, "আমি এখানেই আছি; ভালও থাকিব। পরশ্ব আমি বিদেশ-যাত্রা করিব। কোথায় থাকিব, কত স্থানে যাইব, তাহা এখন বলিতে পারি না। তোমারা খুব সাবধান থাকিবে।"

ঝি বলিল, "কি হইয়াছে দাদা-বাবু? দিদিমণি আজ সারাদিন মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন। মা-ঠাকুরাণী

একবারও উঠেন নাই। রান্না-বাড়া খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয় নাই। শুনিয়াছি, ও বেলা আপনি গিয়াছিলেন। আমি তখন বাজারে গিয়াছিলাম। আপনি চলিয়া আসিবার পর হইতেই না কি গোল হইয়াছে! তা কি হইয়াছে বাবু?"

বিনোদ বলিলেন, "রাজাদের একটা সুখের ঘর ছিল। দুরন্ত দস্যু ঢুকিয়া সেই ঘরে আগুন দিয়া আপনি পুড়িয়া মরিয়াছে আর অনেককে পোড়াইয়াছে। তুমি এখন যাও।"

আর কোন কথা বলিতে সাহস না করিয়া ঝি চলিয়া গেল। বিনোদ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পালঙ্কের উপর পড়িয়া রহিলেন। প্রাণের বিজলীকে এখন আর একবার চ'খের দেখা দেখিতেও তাঁহার অধিকার নাই। বিজলীর জননী অসীম দয়াবতী। পতিহন্তার কাতর পুত্রের সংবাদগ্রহণে এখনও তাঁহার প্রবৃত্তি। তাঁহাদিগের ...কণালাভে বিনোদের আর কোন অধিকার নাই। ...নিদ্রায় ও বহুবিধ দুশ্চিন্তায় বিনোদ রজনী ...হিত করিলেন।

প্রাতে গাড়ী আসিল। বিনোদ মনের আবেগে ...ভাবে বাহির হইলেন। মধ্যাহ্নকালে তিনি প্রত্যাগত হইলেন। স্নানাহার সমাপ্ত হইলে শ্রীরাম আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। শ্রীরাম বলিয়া গেল, 'সে প্রস্তুত হইয়া আছে।'

তারাসুন্দরীর ঝি আবার আসিয়া সংবাদ লইয়া গেল। বৈকালে বিনোদ আবার গৃহত্যাগ করিলেন। সন্ধ্যার পর ফিরিয়া বাসার দ্রব্যসামগ্রী যেখানে যাহা রাখার আবশ্যক, রঘুকে তাহার উপদেশ দিলেন। দ্বারবানকে সাবধান থাকিতে আজ্ঞা করিলেন। পাচক ব্রাহ্মণ ...র অনুপস্থিতিকালে যাহাতে বাসায় থাকে, তাহার ...বস্থা করিলেন। রাত্রি পূর্ব্ববৎ অশেষ যন্ত্রণায় অতি-...হিত হইল।

পরদিন প্রাতে বিনোদ, শ্রীরাম ও রঘু বিদেশযাত্রা ...লেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

...জেলার অন্তর্গত স্বর্ণগ্রাম অতি সামান্য পল্লী-... গ্রামে পথ-ঘাট ভাল নহে; বিশেষ সঙ্গতিশালী ...ন্ত লোকের বাস নাই। কয়েক ঘর কৈবর্ত্ত ও গোয়ালা, এক ঘর ব্রাহ্মণ আর কয়েক ঘর কায়স্থ ল... প্রধানতঃ এই গ্রাম গঠিত। দুই ঘর কায়স্থ সর্ব্ব... গ্রামের শ্রেষ্ঠব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন। ...খের বি... তাঁহারা এক্ষণে নাই। তাহার মধ্যে একঘরের ক... নাম জগদ্বন্ধু বসু। তিনি যাট টাকা বেতনে কলিকা... গবর্ণমেণ্টের কোন আপিসে কর্ম্ম করিতেন। আয় সা... হইলেও গ্রামে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ... বাসীরা বিপদে ও সম্পদে পরমাত্মীয়-জ্ঞানে তাঁ... শরণাগত হইত। দ্বিতীয় ঘরের কর্ত্তা যদু... মিত্র বিশেষ সঙ্গতিশালী লোক ছিলেন। তাঁহার দারী বা কৃষিকার্য্য ছিল না; কিন্তু শুনিতে পাওয়া... তাঁহার ঘরে প্রভূত নগদ টাকা ছিল। তাঁহার বাস... রাজ-প্রাসাদের ন্যায় শোভাময় এবং গৃহসজ্জা ... ঐশ্বর্য্যশালীর অপেক্ষা মূল্যবান্ ও বিপুল। য... নিরতিশয় নিরহঙ্কার, শান্তস্বভাব ও পর-হিত-... ছিলেন। গ্রামে তাঁহার অবিসংবাদিত প্রভুতা... সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক সম্মান করিত।

জগদ্বন্ধু ও যদুপতি প্রায় সমবয়স্ক; যদুপতি একটু বেশী। উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম আত্মীয়তা... উভয়েরই চরিত্র সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক বলিয়া লোকে... করিত। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে কোন প্রয়োজনা... এই দুই অকপট বন্ধু সন্নিহিত দুর্গাপুর নামক গ্রামে... করেন। একদিন পরে তত্রত্য এক সরোবরে এব... দেহ ভাসিতে দেখা যায়। সকলেই তাহা জগদ্ব... বলিয়া অনুমান করেন। সদর পুলিস যদুপতিকে... বলিয়া নির্ণয় করেন এবং তদনুরূপ রিপোর্ট সদরে... করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি করেন... ধনশালী ব্যক্তির পক্ষে অকারণ অভিন্নহৃদয় বান্ধবে... সাধন নিতান্ত অসঙ্গত হইলেও পুলিস অপরিসীম... বলে এক সুসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিয়া... দিগের সূক্ষ্মদর্শিতা ও অসীম অনুসন্ধান-কৌশ... করিতে ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা দুর্গাপুরে এক... বিগলিত-যৌবনা ধীবরনন্দিনীকে বন্ধুদ্বয়ের প্রণ... প্রতিপন্ন করিয়া, প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই... একমাত্র মূলকারণরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। স্বয়ং জবানবন্দীতে এবং আনুষঙ্গিক আরও ... সাক্ষীর বাক্যে এ কথার সমর্থন হইয়াছে। পাওয়া যায়, আরও অনেক অনুকূল প্রমাণ পুলি... গত হইয়াছে, সুতরাং যদুপতি নিশ্চয়ই হৃদয়হী... রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

প্রায় দশ বৎসর হইল, এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে; ন্তু এতাবৎকাল যদুপতির আর কোন সন্ধান পাওয়া য় নাই। তিনি জীবিত আছেন কি কাল গ্রাসে পতিত ইয়াছেন, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যদুপতির ধর্ম্মিণী এক পুত্র প্রসব করিয়াই সূতিকাগারে প্রাণ-্যাগ করিয়াছিলেন। যদুপতি আর দারপরিগ্রহ করেন ই। সেই মাতৃহীন সন্তান বেতনভোগী দাস-দাসী রাই প্রতিপালিত হইত। এই দুর্ঘটনার সময়ে তাহার য়স প্রায় দশ বৎসর। হরিপুরের হরিদাস রায়ের হিত যদুপতির অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল। যদুপতির ন্তর্দ্ধানের কয়েক দিন পরে সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া রিদাস স্বয়ং স্বর্ণগ্রামে আগমন করেন এবং অন্যান্য বয়ের আবশ্যকমত ব্যবস্থা করিয়া যদুপতির পুত্র বিনোদবিহারীকে নিজালয়ে লইয়া যান। বিনোদ তথায় পত্য-নির্ব্বিশেষে হরিদাস রায়ের পুত্ররূপেই পরিচিত ইয়া জীবনযাপন করিতেছেন। পিতৃমাতৃহীন বালক রূপ যত্নে ও আদরে তথায় বাস করিতেছেন, তাহা াঠকগণের অবিদিত নাই।

পরলোকগত জগদ্বন্ধু বসুর সংসারে পত্নী তারাসুন্দরী পাঁচ বছরের মেয়ে বিজলী ছাড়া কেহই ছিল না। ল্লিখিত দুর্ঘটনার কয়েক দিবস পরে এক আত্মীয় ব্যক্তি াহাদিগকে কলিকাতায় লইয়া যান। তাঁহারা এক্ষণে ভাবে কোথায় বাস করিতেছেন, স্বর্ণ-গ্রামস্থ কোন ্যক্তি তাহার সন্ধান জানে না। সেই আত্মীয় ব্যক্তি ত আট বৎসর তারাসুন্দরীকে নানাপ্রকার সাহায্য রিয়া আসিয়াছেন। গত দুই বৎসর তাঁহার আর কানই সন্ধান নাই। তাঁহার সাহায্যে বঞ্চিত হওয়ার র হইতে তারাসুন্দরীর দুর্দ্দশার ইয়ত্তা নাই। নিজের বিজলীর যে দুই চারিখানি সামান্য অলঙ্কার ছিল, ীবনরক্ষার নিমিত্ত তাহা নষ্ট করিতে হইয়াছে। ঘরের ব্যসামগ্রীও অনেক ধ্বংস হইয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে কাথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন, পাঠকগণের াহাও অবিদিত নাই।

স্বর্ণগ্রামের প্রায় তিন ক্রোশ দূরে জয়নগর নামে কটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। সেখানে জমীদার রাসবিহারী াগের বাস। তিনি সুবর্ণবণিকৃজাতীয়। তাঁহার আয় ার্ষিক বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা; ক্ষমতা ও প্রতাপ ্রভূত। রাসবিহারীর তাদৃশ লেখা-পড়া-বোধ ছিল না; ত্রও কোনরূপেই ভদ্রজনোচিত ছিল না। কারণে তিনি সন্নিহিত জনপদবাসী লোক-দিগকে নিগৃহীত ও উৎপীড়িত করিতেন। এই জন্য চতুর্দ্দিকে পাঁচ সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থানে তাঁহার নাম সভয়ে উচ্চারিত হইত এবং তাঁহার অত্যাচার-কাহিনী অস্ফুটরূপে আলোচিত হইত। যে সময়ের কথা এই গ্রন্থে বিবৃত হইতেছে, তখন রাসবিহারীর বয়স বত্রিশ বৎসর।

অন্তর্দ্ধানের বৎসর দুই পূর্ব্ব হইতে যদুপতির সহিত রাসবিহারীর বড়ই মনান্তর ঘটিয়াছিল। দুর্গাপুরের এক ব্রাহ্মণ এক সময়ে নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া রাসবিহারীর নিকট কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন। রাসবিহারীর টাকা ধার করিলে কেহই শোধ করিতে পারত না; কেন না, সুদে আসলে সে টাকা রাসবিহারীর খাতায় ক্রমেই ফাঁপিয়া উঠিত। টাকার যতই উশুল দেওয়া হউক না কেন, আসল দূরে থাকুক, সুদই শোধ হইত না। অধমর্ণ ব্রাহ্মণের ঋণ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল; এ দিকে রাসবিহারীও তাঁহার উপর নিতান্ত নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। সেই ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ বিঘা আমন-ধানের জমী ছিল। সুদে আসলে টাকা ও সেই পঞ্চাশ বিঘা জমী না পাইলে রাসবিহারী তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে অস্বীকৃত হইলেন। এই জমীটুকু থাকায় ব্রাহ্মণ একটু শ্রীমান্ লোকের অবস্থায় দিন-পাত করিতেন। তাহা ত্যাগ করিতে হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে, ইহা তিনি বুঝিতেন। ব্রাহ্মণ রাসবিহারী দ্বারা তিরস্কৃত, অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইলেন। এইরূপ সময়ে স্বর্ণগ্রামের যদুপতি মিত্র করুণা সহকারে ব্রাহ্মণের উপকারার্থ অগ্রসর হইলেন। যত টাকা পাইলে রাসবিহারী ব্রাহ্মণের উপর দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত আছেন, তত টাকাই যদুপতি প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ অব্যাহতি পাইলেন; কিন্তু যদুপতির উপর রাসবিহারীর বড়ই আক্রোশ জন্মিয়া থাকিল। যদুপতি প্রভূত ধনশালী ও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। রাসবিহারী প্রকাশ্যভাবে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না; কিন্তু একটা জাল এক-তরফা মোকদ্দমা করিয়া যদুপতির বিরুদ্ধে প্রায় দুই হাজার টাকার এক ডিক্রী করিয়া রাখিলেন। এ সংবাদ যদুপতির গোচরে আসিবার পূর্ব্বে জগদ্বন্ধুর হত্যাকাণ্ড সাধিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে যদুপতি অন্তর্হিত হইলেন।

যদুপতির অন্তর্দ্ধানের কয়েক দিবস পরে রাসবিহারী সেই ডিক্রী জারি করাইয়া তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করাইলেন; কিন্তু নীলামের দিন সদরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার লোকেরা দেখিল, ডিক্রীর সমস্ত টাকা আদালতে জমা দেওয়া হইয়াছে। কে টাকা

১৭৮ দামোদর-গ্রন্থাবলী।

দিয়াছে, জানিতে না পারিয়া, যদুপতির অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র বিনোদবিহারীর উপর রাসবিহারীর ভয়ানক ক্রোধ হইল এবং সুযোগ পাইলেই তাহাকে বিলক্ষণরূপ শিক্ষা দিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প হইল।

যদুপতি ও জগবন্ধুর বৃত্তান্ত একরূপ কথিত হইল। এই দুই ব্যক্তির তিরোধানের পর হইতে স্বর্ণগ্রাম শ্রীভ্রষ্ট হইল। জগবন্ধুর বাস-ভবন অধুনা পতনোন্মুখ হইয়াছে। যদুপতির প্রাসাদের তাদৃশ দুর্গতি না হইলেও তাহার শোভা ও সৌন্দর্য্য অপগত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক বৃক্ষ-লতাদি জন্মিয়া অট্টালিকাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তথায় সর্ব্বত্র পশু-পক্ষীর আবাসস্থান হইয়াছে। বাটীতে জন-প্রাণী নাই। সেই বিপুল গৃহ-সামগ্রীও কিছুই নাই। সদর-দরজায় একটা মরিচা-ধরা তালা লাগান আছে মাত্র।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বর্ণগ্রামে একঘর ব্রাহ্মণের বাস আছে। সেই ব্রাহ্মণ রামজীবন চক্রবর্ত্তী অধ্যাপকও নহেন, যাজকও নহেন। যৎসামান্য তেজারতি ও কিঞ্চিৎ কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তিনি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তিনি যদুপতি মিত্রের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই অনুগৃহীত। যদুপতিই তাঁহার স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। রামজীবনের বয়স চল্লিশ বৎসর; দেহ কৃশ অথচ সুদীর্ঘ; বদনে শ্মশ্রু বা গুম্ফ কিছুই নাই। তিনি শ্যামবর্ণ।

অপরাহ্নকালে রামজীবন আপনার চণ্ডীমণ্ডপে একটি মাদুরের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছেন। তাঁহার সম্মুখে একটি বাক্স। তাহার উপর একখানি বালির কাগজের লম্বা খাতা। বাক্সের পাশে একখানা বড় মাটীর খুরীতে একটি দোয়াত ও চারিটি বালী; মাদুর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটা চকমকির বাক্স; তাহার একটি ঘরে অনেকখানি দা-কাটা তামাক; আর এক ঘরে কতক কয়লা; অন্য ঘরে একখানা পাথর, ইস্পাত ও একখানি সোলা। গৃহের অন্যান্য আসবাবের মধ্যে দুইটা মাদুর; আর দুইটা হুঁকা। রামজীবন ঘোর ব্যাকুল। কলিকার তামাক নিঃশেষিত হইলে হুঁকা রাখিয়া তিনি বলিলেন, "সময় তো হইয়াছে, তবে এত বিলম্ব হইতেছে কেন?"

একবার উঠিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। তাঁহার আসিবার পথের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া দেখি- ... আবার চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে আসিয়া আঁকাল করিয়া তামাক সাজিতে বসিলেন। তামা সাজা শেষ হইলে তিনি মাদুরের উপর না উঠিয়া মাটী বসিয়াই তামাক টানিতে লাগিলেন।

এইরূপ সময়ে ভুবনদাস নামে এক কৈবর্ত্ত একখা ষ্ট্যাম্প-কাগজ হাতে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। র জীবন তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "তুমি এখন আসি ভুবন? এখন খৎই বা লিখিবে কে, টাকাই বা দে হইবে কিরূপে?"

ভুবন বলিল, "আমি তিনু দাদাকে বলিয়া আ য়াছি; তিনিই আসিয়া খৎ লিখিয়া দিবেন এখন; সাক্ষীর জন্য পাড়ার দুই চারি জন লোক ডা আনিলেই চলিবে।"

রামজীবন বলিলেন, "তাহা বুঝিতেছি; কিন্তু আজি সমস্ত দিন বড়ই ব্যস্ত থাকিব। আজি যে তে কাজ হইয়া উঠে, এমন বোধ হয় না।"

ভুবন বলিল, "আমার তো আজি টাকা না হই চলিবে না, দাদা-ঠাকুর! আপনি জানেন তো, আমা ভয়ানক দরকার।"

রামজীবন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, ষ্ট্যাম্প-কাগজখানি আমার নিকট রাখিয়া যাও। আপাততঃ দশটি টাকা দিতেছি; ইহাতেই আজি চালাও। আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি; অধিকক্ষণ তেও পারিব না; কোন কথাবার্ত্তাও এখন হইবে না

ভুবন বলিল, "তা—যে আজ্ঞা।"

ভুবন ষ্ট্যাম্প-কাগজখানি রামজীবনের বাক্সের ফেলিয়া দিল। রামজীবন বাক্স খুলিয়া এক টাকার নোট বাহির করিলেন এবং তাহা ভুবনের দিয়া বলিলেন, "তুমি এখন যাও। কালি করিয়াই হউক, তোমার কার্য্য শেষ করিয়া দিব।"

ভুবন অগত্যা নোট লইয়া এবং একটি করিয়া প্রস্থান করিল।

বাস্তবিকই রামজীবন আজি বড় ব্যস্ত। পরোপকারী, বুদ্ধিমান্ অথচ সৎস্বভাব, বিষয়কর্ম্মে চতুর ও অতিশয় সাবধান। কোনরূপ দলিল না এবং পাঁচ জন সাক্ষী না রাখিয়া কাহাকেও টা দিবার লোক তিনি নহেন। আজি বাস্তবিক একটু ব্যাকুল আছেন, এই জন্যই এত সহজে তিনি বিদায় করিলেন। গ্রামের আর তাঁহার নিকটে আইসে, ইহা তাঁহার তিনি আবার উঠিয়া বাহিরে আসিলেন।

পথের যত দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, তত দূর দেখিতে থাকিলেন। পথ পূর্ব্ববৎ জন-শূন্য। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অচিরে একটা গাড়ু হাতে লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। গাড়ুর জলে হাত ধুইয়া, গামছায় হাত-মুখ মুছিয়া, গাড়ুর উপর গামছাখানি স্থাপন করিলেন। আবার একবার বাহিরে যাইয়া পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর আপন মনে বলিলেন, "তাই বোধ হয় ঠিক; নিশ্চয়ই কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। কি জানি, বড়ই চিন্তার বিষয়।"

আবার চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া তামাক সাজিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সহসা পার্শ্বস্থ পথে মনুষ্যের পদশব্দ শুনিয়া, তিনি কলিকা-তামাক ফেলিয়া বাহিরে আসিলেন। তৎক্ষণাৎ তিন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। একজন পরম-রূপলাবণ্য-সম্পন্ন, পরিচ্ছন্ন-বেশধারী, নবীন যুবক। আর একজন একটা প্রকাণ্ড কার্পেটের ব্যাগ ও একটা মোট হস্তে ভৃত্য। তৃতীয় ব্যক্তি স্বর্ণগ্রাম-নিবাসী অথচ কলিকাতা-প্রবাসী কৈবর্ত্ত শ্রীরাম দাস। তরুণ-বয়স্ক যুবক আমাদিগের সুপরিচিত বিনোদবিহারী রায়। সঙ্গে তাঁহার সুচতুর ও প্রিয় ভৃত্য রঘু।

বিনোদবিহারী ভক্তি-সহকারে রামজীবনের চরণে প্রণত হইলেন। রামজীবন সস্নেহে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তখন ব্রাহ্মণের দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। সকলেই চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্তঃপুরে একখানি খড়ের ঘরের মধ্যে তিন ব্যক্তি উপবিষ্ট—বিনোদবিহারী, রামজীবন ও শ্রীরাম। পিতলের একটি পিলসুজের উপর মিট্ মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। ঘরে বিশেষ কোন আসবাব নাই; সামান্য একখানি তক্তাপোষের উপর একখানি কম্বল পাতা রহিয়াছে; বিনোদ ও রামজীবন তাহাতেই উপবিষ্ট। মাটীর উপর একখানি মাদুর বিছাইয়া শ্রীরাম বসিয়া আছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হাতে একটি ডাবা হুঁকা, আর বিনোদের সম্মুখে কতকগুলি কাগজ-পত্র রহিয়াছে।

নানা কথার পর বিনোদ বলিলেন, "এ কা[illegible] কেবল দারোগা-ইন্‌স্পেক্টরের রিপোর্ট এবং তাহাদের গৃহীত কয়েকটি সাক্ষীর জবানবন্দী আছে। মাত্র আপনারা সে সমস্ত কথা অবগত আছেন মনে করিয়া আমি এক্ষণে তাহা পাঠ করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। কিন্তু এ সকল বৃত্তান্ত ব্যতীত এতদ্বিষয়ে অন্যান্য আনুষঙ্গিক এমন অনেক ঘটনা থাকিতে পারে, যাহা জানিলে অনুসন্ধানের বিশেষ সুবিধা হওয়া সম্ভব। আপনি আমাকে সম্প্রতি কোন্ পথ অবলম্বন করিতে বলেন? আমি প্রথমে হুগলীতে পুলিসের সদর আফিসে অনুসন্ধান করিব—না এই স্থানে থাকিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যে কিছু বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা দেখিব?"

রামজীবন বলিলেন, "আমি তোমাকে এই দুই রকমের কিছুই করিতে বলি না বাবা! তুমি ছেলেমানুষ। তোমার এই সুখের শরীর। তোমাকে কোনরূপ কষ্ট করিতেই আমি বলিতে পারি না। তুমি মিত্র-দাদার একমাত্র সন্তান। তুমি বাঁচিয়া আছ, সুখ-স্বচ্ছন্দে আছ, এই আমাদের পরম সৌভাগ্য। তুমি বাঁচিয়া থাকিলে আবার সব হইবে বাবা। যাহা হইবার হইয়াছে। যদি কোন অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া স্থির কর, তাহা হইলে যেরূপ করা তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা আমাদিগকে বল। শ্রীরাম ও আমি উভয়েই এজন্য কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইব না। তোমার কোন কষ্ট স্বীকার করিয়াই কাজ নাই।"

বিনোদ বলিলেন, "আপনি স্নেহের প্রাবল্যে আমার প্রতি বড়ই অন্যায় আদেশ করিতেছেন। আমি পুত্র। বয়স অল্প হইলেও আইন-মতে আমি এখন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছি। নিরুদ্দেশ পিতার সন্ধান করা অতঃপর আমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়াই উচিত। যদি তাঁহার পরলোক-গমনের কোন বিশ্বাসজনক সংবাদ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে নিরস্ত থাকিলে চলিত। বসু মহাশয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিতান্ত শোকজনক হইলেও তাঁহাকে বাঁচাইয়া আনিবার আর কোন আশা নাই; কিন্তু আপনারাও বুঝিতেছেন,—আমিও বিশ্বাস করি, এমন কি, বসু মহাশয়ের বিধবা পত্নী তারাসুন্দরীও জানেন যে, আমার পিতার দ্বারা এরূপ কাণ্ড সংঘটিত হওয়া কখনই সম্ভব নহে। আমার পিতৃদেব এই নিদারুণ কলঙ্কের ভার মাথায় লইয়া নিরুদ্দেশ রহিলেন। আমি তাঁহার পুত্র, এ সম্বন্ধে

শ্চেষ্ট হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম, ইহাও কখনও মনুষ্যোচিত ব্যবস্থা ?"

শ্রীরাম দাস বলিল, "আমি একটা নিবেদন করি। বাবু যাহা বলিতেছেন, তাহার উপর আর কথা নাই। বালক হওয়ার পর প্রথমেই এই বিষয়ের সন্ধান করা বাবুর প্রধান কাজ হওয়াই উচিত। একটা চূড়ান্ত রকম চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা বড়ই দোষের কথা।"

রামজীবন বলিলেন, "ধর্ম্মমতে, শাস্ত্র-মতে এবং লোকাচার-মতে এ কাজ যে পুত্রের প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা আমি বুঝি। কিন্তু শ্রীরাম! তুমি বাবাজীকে এখন কি করিতে বল? স্থানীয় সন্ধান তৎকালে অনেক করা হইয়াছে। সে সকল কথা আমাদিগের বেশ মনে আছে। নূতন সন্ধান এ স্থানে আর কি হইবে, তাহা তো আমি বুঝিতেছি না।"

বিনোদ বলিলেন, "তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। অনুসন্ধান-কালে এরূপ বিষয়ের কিরূপে কোন্ প্রমাণ সহসা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা বলা যায় না। আমি ইংরাজীতে অনেক পুস্তক ও খবরের কাগজে এরূপ ব্যাপারের বিবরণ বহু দিন হইতে যত্ন-সহকারে পাঠ করিয়া আসিতেছি। কলিকাতায় আমার এক পরম বন্ধুর পিতা গোয়েন্দা-পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। তিনি আমাকে বড়ই ভালবাসেন। তাঁহার সহিত আমি এ বিষয়ের অনেক পরামর্শ করিয়াছি এবং তাঁহার নিকট আমি বিস্তর সদুপদেশ পাইয়াছি। বুঝিয়াছি, এরূপ ব্যাপারে বড় বড় ঘটনা ধরিয়া অনুসন্ধান করিলে বিশেষ ফল হয় না। পুলিস বা অন্যান্য লোক সাধারণতঃ মোটা বিষয়গুলির উপরেই দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করেন; কিন্তু সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি প্রায়ই এড়াইয়া যায়। অথচ হয় তো সেইরূপ একটি ক্ষুদ্র ঘটনা ধরিয়া অনুসন্ধান চালাইলে মূল বিষয়ের অনেক ব্যাপারই বুঝিতে পারা যায়।"

রামজীবন বলিলেন, "এ কথা অসম্ভব নহে; কিন্তু এ বিষয়ে পুলিস সে সময়ে অনুসন্ধানের কোনই ত্রুটি করে নাই। কোন ক্ষুদ্র ঘটনাও তাহারা ছাড়িয়া দিয়াছে, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি তো এ বিষয়ে কোন জায়গায় ফাঁক দেখিতেছি না বাবা।"

বিনোদ বলিলেন, "পুলিসের অনুসন্ধান কিছুই নহে। তাহারা সরকারের বেতনভোগী লোক। যাহা হয় একটা মীমাংসা করিয়া দিতে পারিলেই তাহাদের ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যায়। সুতরাং তাহাদের রিপোর্টের উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের উচিত নহে। আমরা এ ব্যাপার নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র চক্ষে দেখিব। প্রাণের মমতা, হৃদয়ের ভালবাসা, রক্তের টান, এই সকলের উত্তেজনায় আমরা কাজ করিব; সুতরাং আমাদের চেষ্টা যে অন্যরূপ হইবে, তাহার কোনই ভুল নাই।"

রামজীবন বলিলেন, "বড় কথাই তুমি বলিতেছ বাবা! আমরা এক প্রকার মূর্খ লোক; এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি আমাদের নাই। তোমার কথা শুনিয়া আমার বড়ই আশা হইতেছে যে, হয় তো এত দিনে এই ব্যাপারের একটা কিনারা হইবে। আমাদিগকে যাহা করিতে বলিবে, তাহাতেই আমরা রাজি আছি। কিন্তু কথাটা এই—এখানে রাসবিহারী নাগ চিরদিনই মিত্র-দাদার বড়ই শত্রু। শুনিয়াছি, তোমার উপরেও তাহার ভয়ানক রাগ। সে লোকটা বড়ই দুর্দ্দান্ত। সেই জন্যই আমি বলিতেছি, তুমি যেখানে আছ, সেখানেই সুখস্বচ্ছন্দে থাক। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পায়ে যেন কাঁটার আঁচড়ও না লাগে। যাহা যাহা করিতে হইবে, আমাদিগকে তাহা বলিয়া দিয়া তুমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাও।"

শ্রীরাম বলিল, "এ কথা ঠিক। সোনার বেণে যে না পারে, এমন কাজ কিছুই নাই। সে যে রাগিয়া আছে এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু বাবু না লাগিয়া থাকি আমাদের বুদ্ধিতে সকল বিষয়ের যে সুবিধামত অনুসন্ধান হইবে, ইহা আমার বোধ হয় না। আমি বলিতেছি, বাড়ীতেই হউক বা অন্য জায়গায় হউক, বাবু লুকাইয়া থাকুন। আমরা বাবুর পরামর্শমত কাজ করিতে থাকি।"

বিনোদ বলিলেন, "তাহাতে বিশেষ ফল হইবে তোমাদের সাহায্য আমার বিশেষ আবশ্যক হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি স্বয়ং অনুসন্ধান না করিলে ফল কি হইবে না এবং আমার মনেরও তৃপ্তি জন্মিবে না। ও অনিষ্টের আশঙ্কা ত্যাগ করিয়া সকল ঘটনাই স্বয়ং আলোচনা করিব। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। ও ভয়ে আমি কোন কর্ম্মেই ক্ষান্ত হইব না। আপনারা পটভাবে আমার সাহায্য করিবেন ভরসা আছে; কেবল তাহাই চাই।"

রামজীবন বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, ঈশ্বর অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। এক্ষণে তুমি কি স্থির করিলে বল?"

বিনোদ বলিলেন, "আপনারা মোটা ... সবই জানেন। তথাপি ঘটনার যে যে ... আপনাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার, তাহা আমি ...তেছি। ... পর কি করা কর্ত্তব্য, তাহা হয় আপনারা স...

রিতে পারিবেন। প্রথমে দেখুন, দুর্গাপুরের পুকুরে
স ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার দেহের অনেক স্থান
বিক্ষত। ডাক্তার সাহেব বলিতেছেন, ক্ষুদ্র ছুরি দ্বারা
া ক্ষত হইতে পারে না; বড় তরবারি বা নেপালের
ালিয়া দ্বারা সেরূপ আঘাত হওয়া সম্ভব। বুঝিয়া
ন, আমার পিতা ও বসু মহাশয় একসঙ্গে বাটী হইতে
হির হইয়াছিলেন; সেরূপ একখানা প্রকাণ্ড অস্ত্র কাপ-
র মধ্যে বা জামার পকেটে লুকাইয়া লওয়া কথনই
ব নহে। পথে বহুলোকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ
ইয়াছিল; কেহই এরূপ অস্ত্র তাঁহাদের নিকট দেখে
াই। তাহার পর দেখুন, লাসের গায়ে যে জামা ছিল,
তাহার কোন স্থানে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই। যে বধ করি-
য়াছে, সে কি হত ব্যক্তির জামা খুলিয়া মারিয়া ফেলার
পর তাহার গায়ে পুনরায় জামা পরাইয়া জলে ডুবাইয়া
দিয়াছে? আরও দেখুন, লাস দেখিয়া যে যে ব্যক্তি সনাক্ত
করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনে... নাই। ... চিনিতে
পারেন নাই বলিয়াছেন। প্রথ... ...র দেহ নিশ্চিতরূপে চিনিতে পারি-
লাস অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছি... তাঁহার স্ত্রী হয় তো সে অব-
তাহার নাক ও কান ... তাঁহাকে সনাক্ত করিতে লইয়া যায়
প্রাণীতে ... তাহা যে জগদ্বন্ধুর দেহ, তাহা মীমাংসা
সুতরাং ...হা ... কারণ আছে। সে কারণ ঐ জামা। এ
... জগদ্বন্ধুর, তাহা অনেকেই বলিয়াছে এবং তিনি
ঐ জামা গায়ে দিয়াই সে দিন বাহির হইয়াছিলেন,
অনেকে দেখিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।
বিশেষতঃ, সেই জামার পকেটে দুইখানি পত্র ছিল; সে
পত্র দুইখানি জগদ্বন্ধুর নামে লিখিত; ডাকযোগে সেই
দিন প্রাতে তিনি তাহা পাইয়াছিলেন। আর দেখুন, একটা
ইতর-স্ত্রীলোক-ঘটিত বিরোধ এই ব্যাপারের কারণ বলিয়া
পুলিস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কথাটা সম্পূর্ণই অবিশ্বাস্য।
কেন না, সকল সাক্ষীই আমার পিতা ও বসু মহাশয়কে
সম্পূর্ণ সচ্চরিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। আমার পিতা
পত্নী-হীনা যুবাপুরুষ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন চরিত্র-
হীনা স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি নিতান্ত অসম্ভব না হইতে
পারে; কিন্তু তিনি প্রভূত ধনশালী ব্যক্তি; ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির
মিত্ত একটা অতি কুৎসিতা নিতান্ত ইতরজাতীয়া স্ত্রীলো-

কের প্রতি আসক্তি তাঁহার পক্ষে সম্ভব বলিয়া আমার
বোধ হয় না। এ জন্য দুই ক্রোশ দূরে এক দরিদ্রা নারীর
পতনোন্মুখ পর্ণকুটীরে যাতায়াত করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত
বলিয়া আমি বোধ করি না। যদিই সে হতভাগিনী
কোন উপায়ে আমার পিতৃদেবের চিত্তাকর্ষণ করিতে
সক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন, আমার
পিতৃদেব স্বাধীন ব্যক্তি ছিলেন; এ জন্য গৃহে বিবাদ করি-
বারও কোন লোক ছিল না; তিনি অনায়াসে তাহাকে
স্বকীয় ভবনে আনিয়া রাখিতে পারিতেন। যদি মনে
করা যায়, তিনি বড় লোকপ্রিয় ছিলেন, সমাজরঞ্জনার্থ
এরূপ অনুষ্ঠান করেন নাই, তাহা হইলেও দেখিতে হইবে
তিনি দানে বা পরোপকারে বা অন্য কোন কার্য্যেই ব্যয়-
কুণ্ঠ ছিলেন না; এরূপ ব্যক্তি বাটীতে স্থান না দিলেও
স্বতন্ত্র স্থানেও যে আপনার প্রণয়িনীর উপযুক্ত বসস্থান
বা বসন-ভূষণাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন না, এরূপ কথ-
নই সম্ভব নহে। তাহার পর দেখিতে হইবে যে, পুলিসের
মীমাংসামতে আমার পিতার অধঃপতনের কিছুই বাকী
... তিনি বেশ্যাসক্ত, সুরাপায়ী, নরহন্তা—যে ...
আপনার চিরদিনের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদকে ...
সে ... অধঃপতন যাহার হইয়াছে, ...
... জন্য পলাতক হইয়া থাকে?
নির্দ্দোষিতা সপ্রমা... আপনার
এবং সম্ভবতঃ রাজবিচারে ... জন্য যথাসাধ্য ... করিত
এরূপ অনেক ঘটনা সতত ঘটিয়া থাকে। ... হত্যেই নিক্ তিলাঞ্জ
খুন করিবার সময় কেহই কাহাকে দেখে নাই। আ
সাক্ষী রাসবিহারী নাগ বলিতেছেন, তিনি ...
সন্ধ্যার পর আমার পিতাকে দুর্গাপুরের মা...
দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন; কিন্তু জিজ্ঞা...
—তিনি ধনবান্ ও প্রবল-প্রতাপ লোক—তিনি তখ...
মাঠে কি করিতে গিয়াছিলেন? অন্ধকারে তিনি ...
আমার পিতাকে স্পষ্টরূপে চিনিলেন কিসে? যদি চিনি...
থাকেন, তাহা হইলে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন
কেন? মোটামুটী দেখিতে গেলে আইনের চক্ষুতে
আমার পিতার খুন করা অপরাধ একপ্রকার সপ্রমাণ হই-
য়াছে বটে; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে—আমার ন্যায় দৃষ্টিতে বিচ...
করিলে ইহার অনেক স্থানেই গলদ দেখা যায়। আ...
যাহা যাহা বলিলাম, সেই সকল কথার যখন সুমীমাংসা
হইয়া যাইবে, তখন আমার পিতাকে নরহন্তা বলিয়া
আমি কেন, সকলেই বিশ্বাস করিবে। আপাততঃ আমার ...রে

কৃষক ...
হইতে যদুপতি মিত্রকে পলাইতে ...
বিনোদ সে স্থান দেখিয়া লইলেন এবং তখন যদুপ...
যেখানে ছিলেন বলিয়া রাসবিহারী জবানবন্দী দিয়াছে,
তাহাও তিনি জানিয়া লইলেন। উভয় স্থানের দূরত্ব তিনি

... হইল, সে
গিয়াছে?"
শ্রীরাম বলিল, "তাহা ঠিক বলিতে পারি ...

বিশ্বাস, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ ভুল আছে।"

রামজীবন বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া আমারও সম্পূর্ণরূপে তাহাই বিশ্বাস হইতেছে। এ ব্যাপার যে মিথ্যা, তাহা আমরা ঠিক জানি; কিন্তু পুলিসের দ্বারা যে প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যে সম্পূর্ণরূপ বিরুদ্ধ, ইহাই আমরা স্থির বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, পুলিসের সে মীমাংসা আগাগোড়াই ভুল।"

শ্রীরাম বলিল, "আমি বেশ বুঝিতেছি, বাবুর কথামত সন্ধান চালাইলে নিশ্চয়ই সকল মীমাংসা উল্টাইয়া যাইবে। আমি এ জন্য শরীরপাত করিতে প্রস্তুত আছি।"

বিনোদ বলিলেন, "আমি মনে করিতেছি, কল্য আপনাদের দুই জনকে সঙ্গে লইয়া আমি একবার দুর্গাপুর যাইব। ঘটনার স্থানটা আমি স্বচক্ষে একবার দেখিব, আর আবশ্যক বুঝিলে দুর্গাপুরের দুই একটি লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিব। তাহার পর এ সম্বন্ধে কোন্ পথে চলা আবশ্যক, তাহা স্থির হইবে। অতি বাল্যকালে আমি এ দেশ ত্যাগ করিয়াছি; পথ-ঘাট ভুলিয়া গিয়াছি; লোকেও আমাকে চিনিবে না; আমিও অনেককে চিনিব না। এই জন্যই আপনাদিগকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছি, নতুবা আমি একাই যাইতাম। তাহার পরে যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহার ভার আপনারাই গ্রহণ করিবেন।"

[illegible] লেন, "যত বিপদই হউক, আর [illegible] এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইবে। [illegible] কথাই ঠিক থাকিল। কল্য প্রত্যুষে দুর্গাপুর [illegible] যাইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

[illegible] বৎসরের পূর্ব্বে যে জলাশয়-সমীপে ঘোরতর [illegible] সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, যে স্থানে বিনোদের [illegible] পিতা স্বহস্তে খরধার অসির তীক্ষ্ণ আঘাতে [illegible] দেহের অসংখ্য স্থান ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছেন, সেই স্থানে অদ্য বিনো[দ] উপস্থিত হইলেন। সেই দুর্ঘটনার স্মৃ[তি] হৃদয় হইতে প্রায় অপগত হইয়াছে। সাধন-ক্ষম হস্ত দ্বারা সেই হৃদয়-বিদ্ধ চিহ্ন বিধৌত করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আজ তাহা নবীভূতরূপে জাগরূক হইল। সায়ংকালে সেই বিজাতীয় ব্যাপার স[ত্য] বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। [illegible] বক্ষোবেপন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; হৃৎপি[ণ্ড] শূন্য হইয়া পড়িল। শ্রীরাম ও রামজীবন তাঁ[illegible]

অনেকক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া বিনোদ বলি[লেন,] মহাশয়! এই স্থানেই আমার পিতার শেষ পা[illegible] তিত হইয়াছিল। এই স্থানই তাঁহার অমূলক ক[illegible] মার শেষ নিদর্শন। এই স্থান অন্যের পক্ষে পা[illegible] হইলেও আমার চক্ষুতে ইহা পবিত্র পুণ্য-তীর্থ [illegible] নারা অনুমতি করুন, আমি এই স্থানে আমার জনকের উদ্দেশে প্রণাম করি।"

রামজীবনের চক্ষুতে জল আসিল। বিনো[দ] মৃত্তিকায় ললাট স্পৃষ্ট করিয়া প্রণত হইলেন। গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাঁহার নয়নে জল "খুড়ামহাশয়! আমি পিতার আদেশ শ্রবণ [illegible] আমার পি[illegible] নির্ম্মূল করিতে পারিব।" [illegible] হইবে

রামজীবন বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ; কা[illegible] আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার সঙ্কল্প সফল হউক।"

বিনোদ ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণ-ধূলি [illegible] স্থাপন করিলেন; তাহার পর জিজ্ঞাসা করি[লেন,] "কোন্ স্থানে লাস ভাসিয়া উঠিয়াছিল?"

রামজীবন বলিলেন, "কোন্ স্থানে লাস ভ[াসিয়া] উঠিয়াছিল, তাহা আমি দেখি নাই। আমাকে যখন স[ংবাদ] করিবার নিমিত্ত চৌকিদার ডাকিয়া আনিয়াছিল, লাস জমীর উপর তোলা হইয়াছিল। সে স্থানটি পূর্ব্বদি[ন] আমি যেন এখনও সেই লাস দেখিতেছি।"

শ্রীরাম বলিল, "যেখানে লাস ভাসিয়া উঠিয়া[ছিল] আমি তাহা জানি। যখন মড়া ভাসিয়া উঠিয়াছে ব[লিয়া] প্রচার হইল, তখনই আমি দেখিতে আসিয়াছিলা[ম।] দারোগা আসার পর লাস ডাঙ্গায় তোলা হইয়াছি[ল।] তখন আমার বয়স এই বাবুর মত। সকল [illegible]াই আ[illegible]

বেশ মনে আছে। আসুন আমার সঙ্গে, আমি সে স্থান দেখাইয়া দিতেছি।"

শ্রীরাম অগ্রগামী হইল, বিনোদ ও রামজীবন তাহার অনুসরণ করিলেন। পুষ্করিণীর পূর্ব্বতীরে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাম একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এই স্থানে লাস ফেলিয়া রাখিয়াছিল।" আর একটা ঢিল জলের উপর ছুঁড়িয়া বলিল, "ঠিক ঐ স্থানে লাস ভাসিতেছিল।"

বিনোদ উভয় স্থানই দর্শন করিলেন। বিজলীর পিতা নিদারুণ যন্ত্রণায় বিগতজীব হইয়া যে স্থানে ভাসিয়াছিলেন এবং যে স্থানে তাঁহার সেই পূতিগন্ধপূর্ণ বিকৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল,উভয়ই তিনি দর্শন করিলেন। কিন্তু সেই হৃদয়-বিদারক অতীত কাণ্ডের কোন চিহ্নই অধুনা বর্ত্তমান নাই। তাহার পর বিনোদ পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক্ ঘুরিয়া দেখিলেন। এক স্থানে জলে তিনটি বক চরিতেছিল; বিনোদ নিকটস্থ হইলে তাহারা উড়িয়া গেল। জলমধ্যে মৎস্য আস্ফালন করিল; জলে তজ্জন্য তরঙ্গ উঠিল. তীরের নিকট কল্মীলতা ভাসিতেছিল, সেই তরঙ্গ লাগায় একটু দুলিয়া উঠিল। পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে একটু বনারণ্য ছিল; বিনোদ সে দিকেও গমন করিলেন। একটা গোসাপ গ্রীবা বক্র করিয়া কিয়ৎকাল তাঁহাদিগকে দর্শন করিল, তাহার পর পলাইয়া গেল। বিনোদ বলিলেন, "এই পুষ্করিণীর নিকটেই যদি খুন হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বনের নিকটই সে কাজ শেষ হওয়া সম্ভব। যদিও এ পুষ্করিণীর নিকটে লোকের বাস নাই, তথাপি দেখা যাইতেছে, ইহার উত্তরদিক্ দিয়া চলাচলের রাস্তা রহিয়াছে। সুতরাং লুকাইয়া খুন করার পক্ষে এই বনের পার্শ্ব ব্যতীত আর কোথাও সুবিধা দেখা যাইতেছে না। এ স্থানটি দেখা হইল; চলুন, এখন একবার আমরা গ্রামের মধ্যে যাই।"

তাঁহারা যখন পথে উঠিলেন, সেই সময় দুই জন কৃষক মাঠে যাইতেছিল। তাহারা রামজীবনকে প্রণাম করিল। একজন বলিল, "চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, সকালবেলা কোথায় চলেছ?"

রামজীবন বলিলেন, "তোদেরই গাঁয়ে যাচ্ছি।"

কৃষকদ্বয় চলিয়া গেল। রাসবিহারী নাগ যে স্থান হইতে যদুপতি মিত্রকে পলাইতে দেখিয়াছিল, গমনকালে বিনোদ সে স্থান দেখিয়া লইলেন এবং তখন যদুপতি যেখানে ছিলেন বলিয়া রাসবিহারী জবানবন্দী দিয়াছে, তাহাও তিনি জানিয়া লইলেন। উভয় স্থানের দূরত্ব তিনি অনুমান করিয়া লইলেন। তাহার পর [illegible]
দুর্গাপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন, "খুড়া মহাশ[illegible]
রাসবিহারীর কোন প্রবল শত্রু আছে, [illegible]

রামজীবন বলিলেন, "কোন্ গ্রা[illegible]
ক্রোশের মধ্যে সকল গ্রামে সকল লো[illegible]
পরম শত্রু। কিন্তু কেহই তো তাহা সাহ[illegible]
করিবে না।"

শ্রীরামকে বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন, [illegible]
লোককে রাসবিহারী প্রাণের সহিত [illegible]
সংবাদ তুমি রাখ কি?"

শ্রীরাম বলিল, "রাসবিহারী শত শ[illegible]
পর্য্যন্ত ভালবাসিয়া আসিতেছে; কিন্তু [illegible]
তাহার ভালবাসা দুই চারি মাস—বড় জো[illegible]
অধিক থাকিতে দেখা যায় না। [illegible]
মনের মত স্ত্রীলোক দেখিলে পাগল [illegible]
জন্য খুন-খারাপি করিতেও ভয় [illegible]
পরে আর একটা স্ত্রীলোক [illegible]
সাবেকটাকে দূর [illegible]
[illegible]
তুমি কিছুই [illegible]"

[illegible] জিজ্ঞাসিলেন, "এমন স্ত্রীলোক [illegible]
আছে?"

শ্রীরাম উত্তর দিল, "অনেক থাকাই স[illegible]
একটার কথা আমি বিশেষ বলিতে পারি। [illegible]
মেয়ে; কিন্তু তেমন সুন্দরী আমি তো আ[illegible]
দেখি নাই। তাহার স্বামী চাষ করিত। [illegible]
পশ্চিম ধারে তাহার ক্ষেত ছিল। রাসবিহ[illegible]
কাণ্ড করিয়া চাঁড়াল-বউকে হস্তগত করে[illegible]
স্ত্রীকে বড় ভালবাসিত। দুর্দ্দান্ত লোকের [illegible]
যখন কোনই বিবাদ করিতে পারিল না, [illegible]
প্রতীকারও যখন তাহা দ্বারা কিছু হইল না,
বেচারা এ গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।"

বিনোদ উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসিলেন, [illegible]
কোথায় গেল?"

শ্রীরাম বলিল, "তাহা কেহ বলিতে পারে [illegible]
যায়, কোন দূরদেশে গিয়া সে চাষ-আবাদ করি[illegible]

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন, "কত দিন হইল, সে[illegible]
গিয়াছে?"

শ্রীরাম বলিল, "তাহা ঠিক বলিতে পারি [illegible]

... সামান্য লোক। কবে কোন্ সময়ে সে কি করিয়াছে, তাহা মনে করিয়া রাখা বা তাহার বিশেষ সন্ধান করা যায় না। তবে যে সময়ে এই খুন হইয়াছে, সেই সময়ে চাঁড়াল-বউয়ের সঙ্গে রাসবিহারীর খুব ঢলাঢলি। বোধ হয়, এই ঘটনার কিছু আগে বা কিছু পরে সে ...নের দুঃখে দেশ ছাড়িয়াছে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন, "তাহার পর তাহার স্ত্রীর কি হইল?"

শ্রীরাম বলিল, "কিছু দিন পরে একটা মুসলমানের মেয়ের জন্য রাসবিহারী উন্মাদ হইয়া উঠিল। আহা! সেই মেয়েটির ভাইকে রাসবিহারী যেরূপ কষ্ট দিয়াছিল, তাহা মনে হইলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন, "তাহার ভাইকে এরূপ কষ্ট দিয়াছিল কেন?"

শ্রীরাম বলিল, "তাহার ভাই বলিয়াছিল, 'আমার জান্ থাকিতে আমার বহিনকে কখনই রাসবিহারী-বাবু ছুঁইতে পাইবে না।' রাসবিহারী রাগে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া নিজের কাছারী-বাড়ীতে তিন দিন গাছে পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার হাত-পায়ের নখের মধ্যে কাঁটা ফুটাইয়া দিয়াছিল। তাহার নাক আর একটা কান কাটিয়া দিয়াছিল। তাহার পর তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার সম্মুখেই তাহার ভগিনীর সর্বনাশ করিয়াছিল।"

বিনোদ চমকিত হইলেন; মনে মনে ভাবিলেন, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য মানুষ এমন বিগর্হিত ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে পারে, ইহা স্মরণ করিলেও হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে মুসলমান এখন কোথায় আছে?"

শ্রীরাম বলিল, "এই কাণ্ডের পর তাহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে আর খাটিয়া খাইতে পারে না। কলিকাতায় এক মস্‌জিদের কাছে বসিয়া ভিক্ষা করে। বোধ হয়, এখনও কলিকাতায় আছে।"

বিনোদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর—সে চাঁড়ালের স্ত্রীর কি হইল?"

শ্রীরাম বলিল, "রাসবিহারী তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ছাড়িয়া দিল। তাহার রূপ-যৌবন যথেষ্ট ছিল। ধর্ম্ম হারাইয়া সে তখন সাধারণ বেশ্যা হইয়া উঠিল। বোধ হয়, সে এখন হুগলীতে কোন ধনবান্ লোকের আশ্রয়ে ... আছে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সেই মু... ভগিনী—সে কোথায় গেল?"

শ্রীরাম বলিল, "কিছু দিন পরেই রাসবিহারী ... ছাড়িয়া দিল। সে নিকটেই আর এক গ্রামে ... মানের সহিত নিকা করিয়া গৃহস্থভাবেই আছে।

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুড়া মহা... জেলেনীর বাড়ী কোথায়? আমাকে একবার ... টাও দেখাইয়া দেন।"

রামজীবন বলিলেন, "সে বড় বেশী তফ... আইস।"

একটু অগ্রসর হইয়াই রামজীবন একখ... সামান্য খড়ের ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "... বাড়ী।"

সেই সময় এক মলিনবসনা বৃদ্ধা এককুড়ি ... বাহিরে আসিল। রামজীবন বলিলেন, "... জেলেনী।"

বিনোদ বিশেষরূপে তাহাকে চিনিয়া ... তাহার পর বলিলেন, "এ গ্রামে আমার যাহা ... ছিল, তাহা একরূপ শেষ হইল। চলুন, এক... বাটী ফিরি। আজ মধ্যাহ্নকালে আমি হুগ... করিব। শ্রীরামকে আমার সহিত যাইতে হইবে ... ততঃ রাসবিহারী কোন্ কোন্ বিষয়ে কিরূপ ... করিতেছে, আপনি তাহার সন্ধান রাখিবেন ... কোন সংবাদ পাইবামাত্র হুগলীতে আমার ন... মাষ্টারের নিকট পৌঁছে' এই ঠিকানা দিয়া ... পাঠাইবেন। আমাকে সম্ভবতঃ আরও ... এখানে আসিতে হইবে। সমস্ত সংবাদ আ... আপনি শুনিতে পাইবেন। কোন গুরুতর কা... হইলে আমি আপনাকে পত্র লিখিয়া জানাইব...

রামজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন ... বুঝিতে পারিলে কি বাবা?"

বিনোদ উত্তর দিলেন, "অনেক কথা বু...ঝাছি খুড়া মহাশয়। কিন্তু আর একটু পা... বুঝিলে আপনাকে তাহা জানাইতে পারিব ...

দূরে ঘোড়ায় চড়িয়া একটি লোক ... ঘোড়া বিশেষ বলশালী ও সতেজ হইলেও ... ইচ্ছানুসারে ধীরে ধীরে চলিতেছিল। তাহার ... জন ও পশ্চাতে দুই জন লাঠিয়াল। রামজীব... লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কি সর্বনাশ! ... নাগ আসিতেছে। একণে বাবাজীকে কো...

বিনোদ বলিলেন, "লুকাইবার আবশ্যক নাই। যদি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলিবেন, আপনার বিশেষ আত্মীয়ের পুত্র। এ দেশে একবার বেড়াইতে আসিয়াছেন।"

বড়ই উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই সম্প্রদায় নিকটস্থ হইলে রামজীবনের দল পথের একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন; রাসবিহারীর দল মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। পাশাপাশি হইলে রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঠাকুর, কোথায় গিয়াছিলে?"

রামজীবন সসম্মানে উত্তর দিলেন, "এই দুর্গাপুরেই একটু দরকার ছিল।"

রাসবিহারী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গে এ বাবুটি কে?"

রামজীবন বলিলেন, "আমার একটি আত্মীয়ের ছেলে, একবার এ দেশে বেড়াইতে আসিয়াছেন।"

রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় নিবাস?"

"কলিকাতা।"

রাসবিহারী বলিলেন, "কলিকাতার লোক বন দেখিতে পায় না। এখানে তাই দেখিতে আসিয়াছ বাবু? ঠাকুর, আমার বাটীতে তোমার আত্মীয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে; এ দেশের রাজাই আমি; যদি কিছু দেখিতে শুনিতে হয়, তাহা হইলে আমার বাটীতে যাওয়াই আবশ্যক।"

বিনোদ বলিলেন, "আপনার বাটীতে গিয়া আপনার সহিত দেখা করিবার আমার বিশেষ প্রয়োজনও আছে; কিন্তু এ যাত্রায় ঘটিবে না। আর এক যাত্রায় আসিয়া আপনার সহিত নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

রাসবিহারী চলিয়া গেলে রামজীবন বলিলেন, "রাম! রাম! আমার বড় ভয় হইয়াছিল।"

বিনোদ বলিলেন, "বড়ই ভাল হইয়াছে। ঐ লোকটাকে বিশেষ করিয়া চিনিয়া রাখা আমার বড়ই আবশ্যক।"

তাঁহারা রামজীবনের বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তাড়াতাড়ি সে স্থানে আহারাদি শেষ করিয়া সেই দিনই বিনোদ, শ্রীরাম ও রঘু হুগলী যাত্রা করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিপুরে রায়দিগের বিশাল ভবনের অন্তঃপুরস্থিত একটি প্রকোষ্ঠে একটি বাতায়ন খুলিয়া অপরাজিতা অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে [illegible] পুর-সংলগ্ন উদ্যান। তথায় কত রকমের কতই ফুল [illegible]য়াছে। রঙ্গনিপুণ বায়ু তাহাদিগকে লইয়া বড়ই কৌ[illegible] করিতেছে। একটা ফুলকে ধাক্কা দিয়া আর এক[illegible] ফুলের গায়ে ফেলিয়া দিতেছে; সে ফুলটা যেন "ছি[illegible] কর কি?" বলিয়া পিছাইয়া যাইতেছে। কোথাও [illegible] নাচিতেছে ও দুলিতেছে; কোথাও বা ফুলে ফুলে আ[illegible]ঙ্গন করিতেছে; কোথাও নির্লজ্জ ভ্রমর ফুলের [illegible] বসিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু শকুন্তলার ন্যায় [illegible] হইয়া ফুল কেবলই মাথা নাড়িতেছে ও গা দুলাইতেছে। অপরাজিতা বাতায়ন-সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই সকল ব্যাপা[illegible] দেখিতেছিলেন কি?—না, তিনি ভাবিতেছেন, বিনো[illegible] তিন দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া গিয়া[illegible] ছয় দিন হইয়া গেল; তাঁহার কোন সংবাদ পা[illegible] গেল না, তিনি ফিরিয়াও আসিলেন না। [illegible] হইল?

নিঃশব্দে পশ্চাতের দ্বার দিয়া ব্রজেশ্বরী সেই প্রকো[illegible] প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, "এখন হইতে তোমা[illegible] ভাইয়েরা তোমার অপেক্ষায় ফুলবাগানে বসিয়া থাকিবেন, ঠিক হইয়াছে কি?"

অপরাজিতা চিন্তার ভাব ত্যাগ করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "আমার ভাইয়েরা চোর নহেন।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "সে কথা তো আমি জানি; তাঁহাদিগকে তোমার জন্য লুকাইয়া থাকিতে হয় না। সদরে যাঁহারা প্রাণের সুভদ্রাকে লইয়া সুখে থাকিতে পারেন, তাঁহাদের লুকোচুরির প্রয়োজন কি?"

অপরাজিতা বলিলেন, "ভাইয়ের ভালবাসা হৃদয়ে ভোগ করিবারই জিনিস। আমার বোধ হয়, এ জগতে ভাইয়ের অপেক্ষা মিষ্ট সামগ্রী আর কিছুই নাই। স্বামী নারীজাতির দেবতা—পরম পদার্থ; তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া পূজা করা ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার মনোরঞ্জন করা নারীর ধর্ম। ভাইয়ের প্রতি ভালবাসায় সে ধর্মপালনের কোনই ব্যাঘাত হইতে পারে না। আমরা ভালবাসা কথাটাকে বড় বিকৃত করিয়া বুঝি। ভালবাসা বলিলে একটা দৈহিক সুখের সম্বন্ধ আমরা জড়াইয়া ফেলি। তাই

ম প্রণয়ের পদার্থ ভাইকেও 'ভালবাসি' বলিতে আমরা কুণ্ঠিত হই।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "অত কথা আমরা বুঝি না; তোমার মত পণ্ডিতও আমি নহি, অধ্যাপক-ঠাকরুণও নহি। মোটের উপর বুঝিলাম, তুমি নিজমুখে স্বীকার করিয়াছ,ভাই তোমার বড় প্রাণের সামগ্রী। তা বেশ তো ভাই, তার জন্য এত বক্তৃতাতেই বা কাজ কি আর লম্বা চওড়া কথাতেই বা দরকার কি? এখন হইতে তোমাকে আর ঠাকুর-ঝি না বলিয়া সতীন বলিয়াই ডাকিব। বোধ হয়, তাহা হইলে তুমি আমাকে সন্দেশ খাওয়াইবে।"

অপরাজিতা বলিলেন, "সন্দেশ খাওয়াইব কি কিল খাওয়াইব, তাহার ব্যবস্থা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিব। সপত্নী কথাটা হইতেই সতীন কথা জন্মিয়াছে। ভগিনী লোকতঃ ধর্ম্মতঃ চিরদিন ভাইয়ের ভগিনীই থাকিবে, পত্নী কথনই হইবে না। মনুষ্য-সমাজের ব্যবস্থা যাহাই হউক, আমার বিবেচনায় ভগিনীর সম্বন্ধ বড়ই মধুর, বড়ই পবিত্র এবং বড়ই কোমল। পত্নীর সহিত পতির সম্বন্ধ লৌকিক, পতি-পত্নীর মিলন একটা ঘটনামাত্র এবং একটা দৈহিক সম্বন্ধের উপর তাহার ভিত্তি; কিন্তু ভাই-ভগিনীর সম্বন্ধ আজন্ম, পূর্ব্বাগত এবং অবিচ্ছেদ্য। পতির সহিত পত্নীর মনের একতা না হইলে, একের প্রতি অন্যের অনুরাগ না জন্মিলে এবং একে অপরের তৃপ্তি না হইলে ...র সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অশেষ অনর্থের উদ্ভব ...-ক্ষেত্রে পাপের স্রোত বহিতে থাকে এবং সুখের ... পিশাচ নৃত্য করে। কিন্তু ভাই ও ভগিনীর ...সেরূপ নহে। স্নেহে বা বিদ্বেষে, অনুরাগে বা ...ক্ষায়, আদরে বা অনাদরে সকল অবস্থাতেই ভাই-ভগিনী ভাই-ভগিনীই থাকিবেন। লোকে স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে। বাস্তবিক একটা ধরিয়া আনা জিনিসের পক্ষে অর্দ্ধাঙ্গ হইলেই যথেষ্ট গৌরব হইল; কিন্তু ভাই-ভগিনী সমাঙ্গ; কারণ, এক উপাদানে উভয়েরই দেহ গঠিত; সমান স্নেহে উভয়েই লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত; এক আনন্দময় আশ্রয়ে উভয়েরই বাল্যজীবন অতিবাহিত এবং এক সুখময় ভোগদ্রব্য-সেবনে উভয়েই পরিপুষ্ট। আমার বোধ হয়, ভাই-ভগিনীর মত সম্বন্ধ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই বউ-দিদি, আমি ভাইকে ভালবাসি বলিয়া তুমি চিরদিন আমাকে বিদ্রূপ করিও, তোমার রসিকতার ভাণ্ডারে যত কথা সঞ্চিত আছে, সে সমস্ত ব্যবহার করিয়া আমাকে লাঞ্ছিত করিও; বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আমি তাহাতে গৌরব অনুভব করিব। তবে সপত্নী বলিয়া যদি আমাকে বিদ্রূপ কর, ত... শতবার আপত্তি করিব। কেন না, স্ত্রী... সেবিকা, ভোগ্যা, লালসা-তৃপ্তির ক্ষেত্র; ভ্রাতার মন্ত্রী, সুখ-সৌভাগ্যের অনুরাগিণী ... অভিন্নহৃদয়া হিতৈষিণী।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "সকল কথাই ... যদি এতই হইয়া থাকে, তাহা হইলে সপ... কেন? তাহাতে মধুর সম্বন্ধ আরও মধুর হই...

অপরাজিতা বলিলেন, "তাহা হইবার ... দের ধরিয়া আনিতে হইত না।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "ভাল, এক ভাই... এখনও ধরিয়া আনা হয় নাই। সেই থা... তুমি জুড়িয়া বইস না কেন? বড়ই মানাই... বিদ্বানে মিলিবে বেশ; আর রূপে ঠাকু... অতুলনীয়, তুমিও তেমনই ভুবনমোহিনী। ... এই মাসেই তাহা ঘটাইয়া দিতে পারি।"

অপরাজিতা বলিলেন, "যদি তোমার ... অর্থ থাকিত, তাহা হইলে আমি জবাব দিত... দের ন্যায় ভাই পাইয়া বাস্তবিকই আমি আ... বতী জ্ঞান করি। তাঁহার জন্য তোমা... সন্তান প্রসব করিবার লোকের দরকার ... হাজার হাজার লোক ধন-সম্পত্তি লইয়া তাঁ... করিতেছে। তাহার মধ্য হইতে দেখিয়া, ... বিচার করিয়া, একটা -ইচ্ছা হইলে দশ... আনিলেই হইবে। কিন্তু আমি তাঁহার ভগি... সর্ব্বস্ব দান করিয়াও তুমি তাঁহার আর ... আনিয়া দিতে পারিবে কি?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "ঠাকুর-ঝি, তো... সকল মধুর কথা শুনিয়া আর তামাসার ... লজ্জা হয়। এ সংসারে ভাইয়ের মর্য্যাদা তু... তোমার ন্যায় ভগিনী যাহাদের আছে, সে ... বিকই ধন্য। তোমাকে ঠাকুর-ঝি পাইয়া ... য়ের দাসীরা নিশ্চয়ই সকল যন্ত্রণা, সকল ... করিয়া পরমানন্দে জীবন কাটাইবে।"

অপরাজিতা ব্রজেশ্বরীকে আলিঙ্গন ক... "বাস্তবিকই তোমরা তামাসা করিয়া ... কেন, ভাই বড় আদরের বস্তু। ভাই যাহা... তৃপ্ত হন, ভাই যাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়... করেন, ভগিনীর চক্ষুতে তিনিও বড়ই আ... বলিয়াছি তোমাকে, ভাই-ভগিনী সমাজ। ...

প্রাণের ভালবাসা মিশাইয়া চুম্বন করি। প্রার্থনা করি,তুমি দেবতার ন্যায় সন্তান প্রসব করিয়া আমার পিতৃবংশ উজ্জ্বল কর।"

অপরাজিতা অনেকক্ষণ ব্রজেশ্বরীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাঁহার বুকের উপর পড়িয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, "বিনোদের নিমিত্ত আমার বড়ই ভাবনা হইয়াছে বউ-দিদি। আত্মীয়ের কঠিন পীড়া বলিয়া বিনোদ কলিকাতায় গিয়াছেন; দুই তিন দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন কথা ছিল। তিনি ফিরিয়াও আসিলেন না, তাঁহার কোন সংবাদও পাওয়া গেল না।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "চিন্তারই বিষয় বটে। তোমার দাদাও এ জন্য ভাবিতেছেন। মা কতবারই এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হয় তো সে আত্মীয়ের পীড়া-বৃদ্ধি হইয়াছে।"

অপরাজিতা বলিলেন, "অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহা হইলেও বিনোদ তো একটা সংবাদ দিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের কোন পীড়া হওয়াও বিচিত্র নহে।"

একজন ঝি আসিয়া অপরাজিতার হাতে একখানি ডাকের চিঠি দিল এবং বলিল, "ছোট-বাবুর পত্র, বড়-বাবু তোমার কাছে দিতে বলিলেন। তাঁহার নামেও একখানি আসিয়াছে।"

অপরাজিতা তাড়াতাড়ি পত্র খুলিয়া ফেলিলেন। পত্রে লিখিত ছিল,—

"স্নেহের অপি!

তোমার নিকট বলিয়া আসিয়াছিলাম, আমি তিন দিনের মধ্যে বাটী ফিরিব; কিন্তু কোন অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্যানুরোধে আমাকে কিছু কাল ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। কত দিনে ফিরিতে পারিব, ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। কোথায় থাকি, তাহার বিশেষ স্থিরতা নাই। যেখানেই থাকি, সময় ও সুযোগ পাইলেই তোমাকে সংবাদ দিব। তুমি চিন্তা করিও না। আমি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছি, তাহার বৃত্তান্ত তোমাকে নিজ মুখে বলিব; পত্রে তাহা লিখিবার সময় নাই। আমাদের দুষ্ট বউ-দিদিটিকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইবে। দাদাকে স্বতন্ত্র পত্র লিখিলাম। ইতি।

তোমার ভাগ্যবান্ অগ্রজ

বিনোদ।"

অপরাজিতা বলিলেন, "বড়ই চিন্তার কথা! সহসা বিনোদের কি প্রয়োজন উপস্থিত হইল? নানা স্থানে ঘুরিতে হইবে, কত দিনে কার্য্য শেষ হইবে, তাহারও স্থিরতা নাই। নিশ্চয়ই ব্যাপার গুরুতর—বিপজ্জনক হইতে পারে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "কিছুই বুঝা যাইতেছে না। জানি না, ঠাকুরপো কি কাণ্ড ঘটাইয়াছেন।"

অপরাজিতা বলিলেন, "তুমি যাও বউ-দিদি, দাদার পত্রখানি দেখিয়া আইস। যদি তাহাতে কোন গোপনীয় কথা না থাকে, তাহা হইলে সেখানি চাহিয়া লইয়া আইস। আমার পত্র তো তুমি দেখিয়াই চলিলে।"

ব্রজেশ্বরী প্রস্থান করিলেন। যতীন্দ্র-বাবুর নিকট যে পত্র আসিয়াছিল, তাহাতে লিখিত ছিল,—

"শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,

বড়ই ভয়ানক প্রয়োজনে আমাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে। কোথায় কখন থাকিব এবং কি করিব, তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। যে প্রয়োজনে যাইতেছি, তাহাতে হয় তো অনেক টাকা খরচ হইলেও হইতে পারে। আমার হাতে বড় বেশী টাকা নাই। একটা স্থানে স্থির হইয়া বসিতে পারিলেই আপনার নিকট টাকা চাহিয়া পাঠাইব। আশঙ্কার বিশেষ কোন কারণ নাই। আমি অতি সাবধানে থাকিব ও সতর্কতার সহিত কাজ-কর্ম্ম করিব। সঙ্গে বিশ্বাসী ও পুরাতন ভৃত্য রঘু থাকিবে। আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন আমি অভীষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারি। শ্রীমতী মাতৃদেবীকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইবেন। অপরাজিতাকে স্বতন্ত্র পত্র লিখিলাম। ইতি।

সেবক শ্রীবিনোদবিহারী রায়।'

ব্রজেশ্বরীর হস্তে এই পত্র দিয়া যতীন্দ্র বলিলেন, "ভয়ানক ভাবনার বিষয়। আমি পত্র পাঠ করিয়া বুঝিতেছি, বিনোদ নিশ্চয়ই কোন বিপজ্জনক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন। তুমি অপিকে এ পত্র দেখাইতে পার। মনে করিতেছি, সংসারের একটা সুব্যবস্থা করিয়া, আর কিছু টাকা লইয়া, আমি হয় তো কালই কলিকাতায় যাইব।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "তুমি কলিকাতায় গিয়া কি করিবে? ঠাকুরপো তো কলিকাতা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় আছেন, জানিতে পারিলে তোমাকে এখনই সেখানে যাইতে বলিতাম। ঠাকুর-ঝি সকল বিষয়ই বুঝেন ভাল; তুমি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা হয়, স্থির কর।"

ব্রজেশ্বরীর হস্ত হইতে পত্র লইয়া যতীন্দ্র স্বয়ং অপরাজিতার নিকট চলিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা সাড়ে সাতটার সময় হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিস-সাহেবের দ্বারে বিনোদ দণ্ডায়মান। তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ সাহেবের নিকট হইতে পুলিস সাহেবের উপর এক পরিচায়ক পত্র লইয়া আসিয়াছেন। বিনোদ কালেজের একজন অতি সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান্ ও প্রতিষ্ঠাভাজন ছাত্র। অধ্যক্ষ তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। পুলিস-সাহেব ও কালেজের অধ্যক্ষ সাহেব নিতান্ত বিভিন্ন-কর্ম্মাবলম্বী হইলেও অতি নিকট কুটুম্বিতা-সূত্রে উভয়েই ঘনিষ্ঠরূপে সংবদ্ধ। বিনোদ দ্বারবান্ দ্বারা সেই পত্র সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়া দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।

শীঘ্রই দ্বারবান্ ফিরিয়া আসিল এবং সাহেবের সেলাম জানাইল। বিনোদ সাহেবের কুঠীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেলাম ও শিষ্টাচার সমাপ্ত হইলে সাহেব তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আমার দ্বারা আপনার কোন্ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে ?"

বিনোদ সবিনয়ে বলিলেন, "আমি একটা পুরাতন চাপা-পড়া কথা লইয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। দশ বৎসর পূর্ব্বে ১১ই কার্ত্তিক তারিখে এই থানার অধীনে দুর্গাপুর গ্রামে একটা খুন হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে আপনি সে সময় এ জেলার পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন; আবার নানা জেলা ঘুরিয়া সম্প্রতি এইখানেই আসিয়াছেন।"

সাহেব একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যদুপতি মিত্র কর্ত্তৃক জগদ্বন্ধু মিত্রের হত্যাকাণ্ডের কথা আপনি বলিতেছেন কি ? বড়ই দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি সে খুনের কোন কিনারা হয় নাই। আসামী আজিও পলাতক।"

বিনোদ বলিলেন, "তাহা আমি জানি। আমি একণে সবিনয়ে আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি, যদুপতি মিত্রকেই হত্যাকারী বলিয়া মীমাংসা করিবার কি কি কারণ আছে ?"

সাহেব বলিলেন, "সকল কথা আমি এখন ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। কেন না, অনেক দিনের ঘটনা; সকল কথা মনে থাকা সম্ভব নহে। আপনি যে মহাত্মার পত্র লইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া সকল কথা জানাইতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ বিষয়ের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ ? কেন আপনি এই পুলিস-কাহিনীর উদ্ধার করিতে উৎসুক হইয়াছেন

বিনোদ বলিলেন, "আপনি যেরূপ সরলতার আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ কর[illegible] তাহাতে অকপটভাবে আপনাকে সকল কথা জান[illegible] আমি বাধ্য।" কিয়ৎকাল নিস্তব্ধতার পর সাশ্রুন[illegible] বিকৃতস্বরে বিনোদ বলিলেন, "সেই যদুপতি মি[illegible] শয় আমার পিতা।"

সাহেব গম্ভীর-মুখে সমবেদনা-ব্যঞ্জক স্বরে ব[illegible] "বড়ই দুঃখের বিষয়। আপনার মনের ভাব [illegible] পারিয়া আমি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি কথার পূর্ব্বে এ স্থলে একটি প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞা[illegible] আবশ্যক। প্রিন্সিপাল্ সাহেবের পত্রে দেখিতেছি, [illegible]নার নাম বিনোদবিহারী রায়, আর যদুপতির ছিল মিত্র। আপনি কেমন করিয়া তাঁহার পুত্র [illegible] পারেন ?"

বিনোদ বলিলেন, "এই দুর্ঘটনার পর হ[illegible] ৺হরিদাস রায় মহাশয় আমাকে নিজের বাটীতে [illegible] যান এবং ঔরস-পুত্রের ন্যায় যত্নে আমার লালন করিতে থাকেন। তখন আমার বয়স ১১।১২ [illegible] আমি তদবধি তাঁহারই পুত্ররূপে পরিচিত হইয়া [illegible]তেছি এবং আমার নামের সহিত তাঁহারই উপা[illegible] হইয়াছে।"

সাহেব বলিলেন, "সকল গোল[illegible] [illegible]য়াছে। আপনি এ ভয়ানক কাণ্ডে[illegible] লোকতঃ সকল সম্পর্কই ত্যাগ করি[illegible] উপাধি, তাঁহার বাসভবন, তাঁহার পরিচয় [illegible] ছাড়িয়াছেন—ভালই করিয়াছেন। কিন্তু এত [illegible] এ সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল কেন জন্মিল ? কেন ইচ্ছা পূর্ব্বক ঘটনার যবনিকা ভেদ করিয়া অ[illegible] জানিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন ?"

বিনোদ বলিলেন, "সহসা কোন কৌতূ[illegible] আমি এ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই নাই; [illegible] এ সম্বন্ধে আমার মনে প্রবল বাসনা আছে। পিতার সন্ধান করিব, ইহাই আমার চিরদিনের কিন্তু আমি এত দিন নাবালক ছিলাম। আম[illegible] ইহার পূর্ব্বে কোথাও গ্রহণীয় হইত না। অনেকে বালকের কথা বলিয়া হাসিয়া উড়াইত; [illegible] আমার কথা শ্রবণযোগ্য হইত না। এই জন্যই প্রবল বাসনা থাকিলেও আমি এই কর্ত্তব্য-পালন

হইতে পারি নাই ; এখন আমার বয়স হইয়াছে। আইনের চক্ষুতে ও লোকের বিচারে আমি আর এখন বালক নহি। এই জন্যই আমি সম্প্রতি এ কার্য্যের ভার মাথায় লইয়া এ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি।"

সাহেব বলিলেন, "বুঝিলাম, আপনি পিতার সম্বন্ধে পুত্রের অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য-সাধনের অভিপ্রায়ে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি, আপনার এ কার্য্য ভাল হইতেছে না। আপনার পিতা ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াও স্বকীয় ক্ষমতা বা বুদ্ধিবলে রাজকর্ম্মচারীদিগের অলক্ষিত-ভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া জীবনপাত করিতেছেন। আপনার অত্যধিক আগ্রহ এবং অনাবশ্যক পিতৃভক্তি হয় তো তাঁহার সর্ব্বনাশের হেতুভূত হইবে। হয় তো সরকারী কর্ম্মচারী আপনার পিতার যে সন্ধান এত দিন করিয়া উঠিতে পারে নাই, আপনি তাহা সহজেই করিয়া উঠিতে পারিবেন। সরকারী কর্ম্মচারী অনুসন্ধানার্থ আসিতেছে শুনিয়া আপনার পিতা হয় তো স্বকীয় প্রচ্ছন্ন অবস্থানস্থান অধিকতর প্রচ্ছন্ন করিতেছেন ; কিন্তু আপনি আসিতেছেন সংবাদ পাইলে তাঁহার সে সাবধানতা বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ তাঁহাকে হয় তো সহজেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রবৃত্ত করিবে। তাহা হইলেই এত দিন পরে তিনি হয় তো সহজে ধরা পড়িবেন। অতএব আপনার এই পিতৃভক্তি বর্ত্তমানস্থলে পিতৃশত্রুতায় পরিণত হইবে।"

বিনোদ বলিলেন, "আপনার এই সদ্যুক্তিপূর্ণ সদুপদেশহেতু আমি আপনাকে বার বার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার হৃদয় লইয়া আপনি এ ঘটনার আলোচনা করিতে পারিতেছেন না ; আমার প্রণালীর অনুসরণ-ক্রমে আপনি সমস্ত ব্যাপারের বিচার করিতেছেন না এবং আমার চক্ষু লইয়া আপনি আদ্যোপান্ত বিষয়সমূহ দেখিতেছেন না। আমার বিশ্বাস —আমার পিতৃদেব এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক ; তাঁহার চরিত্র চিরদিনই সর্ব্বত্র সমাদৃত ; তাঁহার শিক্ষা ও সংসর্গ সকলই এ কার্য্যের বিরোধী। আমার এই অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি সামান্য কৌতূহল-সম্ভূত নহে। আমি আমার পূজনীয় পিতৃদেবকে লোকের চক্ষুতে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্কভাবে উপস্থিত করিব, তাঁহার সম্বন্ধে যত কিছু কলঙ্কের কথা বা কুকীর্ত্তির প্রসঙ্গ জন-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমস্ত ধৌত করিব এবং রাজদ্বারে বা রাজকর্ম্মচারীদিগের সমক্ষে তিনি যে অপরাধে অপরাধী হইয়া আছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে নির্ম্মুক্ত করি জগদীশ্বর কৃপা করিলে আমার এ সঙ্কল্প নিশ্চয়ই সং হইবে। পিতার চরিত্র সম্বন্ধে যদি আমার একটুও অ খাস থাকিত, এই দারুণ দুষ্ক্রিয়া-সাধনে তিনি স অক্ষম, ইহা যদি আমার স্থির-বিশ্বাস না হইত এ নিশ্চয়ই কোন কল্পনাতীত ব্যাপার অচিন্তনীয় উপা তাঁহাকে অন্যায় অপরাধী করিয়া রাখিয়াছে, ইহা য আমার ধ্রুব-সিদ্ধান্ত না হইত, তাহা হইলে আমি কখ এ সন্ধানে হস্তক্ষেপ করিতাম না।"

সাহেব বলিলেন, "আমি আপনার পিতৃভক্তি বার বার প্রশংসা করিতেছি। আপনাকে সর্ব্বপ্রকা সাহায্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখুন, পিতৃভক্তির প্রাবল্যে এবং কর্ত্তব্যপালন-প্রবৃত্তির আতিশয্যে আপনি ঘটন গুলিকে উপযুক্তরূপ আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছে কি না।—বহুদিনের কথা, সকল ঘটনা আমার ঠিক ম নাই ; কিন্তু ইহা আমার বেশ মনে আছে যে, তৎকালে যেরূপ প্রমাণাদি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আপনা পিতার অপরাধ একরূপ অবধারিত হইয়াছিল আপনি সমস্ত বিষয়টা কিরূপ শুনিয়াছেন ও কিরূ বুঝিয়াছেন, তাহা একবার আমার নিকট বলু দেখি।"

পুলিসের রিপোর্ট পাঠ করিয়া, সাক্ষীর জবানবন্দী দেখিয়া ও সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া বিনোদ যাহা বুঝিয়া ছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিলেন। রামজীবন চক্রবর্ত্তী নিকট যেরূপভাবে তিনি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া ছিলেন, সাহেবের নিকটও তাহাই করিলেন। সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সাহেব বলিলেন, "আমি এখন আপনাকে কোন কথা বলিতে পারিলাম না। এ সম্বন্ধে পুলিসের তদন্ত তখনই শেষ হয় নাই। পরেও পুলিস-তদন্ত চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে। আপনি সে সকল কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই। আজি আপনি প্রস্থান করুন। আমি অদ্য আফিসে গিয়া এ বিষয়ের সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়া রাখিব এবং আর যাহা যাহা জানা আবশ্যক, সমস্ত জানিয়া আসিব। কল্য প্রাতে আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তখন আপনার সমস্ত কথার আমি উত্তর দিব। এ বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিতও আমি পরামর্শ করিব। আবশ্যক হইলে আপনি যাহাতে তাঁহারও সাহায্য পাইতে পারেন, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিব।"

বিনোদ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "আপনাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া আমি এক্ষণে বিদায় হইতেছি।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদ বাসায় ফিরিলেন। শ্রীরাম গত রাত্রিতে ১০টার সময় বাহিরে গিয়াছে—এখনও ফিরে নাই। ব্যস্ততা-সহকারে বিনোদ স্নানাদি সম্পন্ন করিলেন।

তখন একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী বিনোদের বাসার দ্বারে লাগিল। গাড়ী হইতে বাহির হইল—শ্রীরাম দাস। কাহার সাধ্য তাহাকে আর শ্রীরাম দাস বলে? সে একটা প্রকাণ্ড বিলাসী বাবু। তাহার গায়ে সিল্কের গেঞ্জি। তাহার উপর অতি উত্তম আদ্ধির পাঞ্জাবী, বুকের উপর সোনার চেন, কাঁধের উপর ফরাসডাঙ্গার সুন্দর উড়ানী, পরিধান সিমলার কালাপেড়ে ধুতি, পায়ে ডসনের জুতা; মাথার মাঝখান দিয়া এলবার্ট-কাটা ছিল, এখন কেশগুলা সুবিন্যস্ত নাই; একটু আলুথালু। তথাপি গত রাত্রিতে যে তাহার মধ্যস্থান সযত্নে চিরিয়া দেওয়া ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। তাহার গায়ে আতরের গন্ধ ভুর্ ভুর্ করিতেছে। সে গাড়ীর বাহিরে আসিয়া পকেট হইতে এক টাকা বাহির করিয়া বলিল, "আজি বোধ হয় আর দরকার হইবে না। দরকার হইলে খবর পাঠাইব।" কোচ্‌মান্ টাকাটি গ্রহণ করিল এবং অতীব সম্মান সহকারে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

শ্রীরামের চক্ষু একটু রক্তবর্ণ; মুখেও একটু দুর্গন্ধ। সে বাসায় প্রবেশ করিয়া বিনোদের নিকট গেল না। নীচে তাহার থাকিবার স্থান। সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া, যেমন কৈবর্ত্ত সে চিরদিন ছিল, সেইরূপই হইয়া পড়িল; তাহার পর রঘুর নিকট বাবুর খোঁজ করিল; তাহার পর স্নানাদি শেষ করিল।

বিনোদ আহারাদি শেষ করিয়া শয্যার উপর বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরাম সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে ভূলগ্ন-মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং বলিল, "একটু বলিবার মত সংবাদ আছে।"

বিনোদ বলিলেন, "বল।"

শ্রীরাম বলিল, "লাস যে দিন পুকুরে ভাসিয়া উঠে, নিধে চাঁড়াল তাহার একদিন পূর্ব্বে হইতে [illegible] নাই।"

"সে এখন কোথায় আছে, তাহা তা[illegible] কি?"

"আজ্ঞে না। নিধে তাহার [illegible]কে বড় [illegible] রাসবিহারী বলপূর্ব্বক তাহার স্ত্রীর ধর্ম্ম [illegible] নিধে স্ত্রীকে ত্যাগ করে নাই। সে তাহা[illegible] কন্না করিত এবং কি উপায়ে দুর্গাপুর হইতে দেশান্তরে বাস করিতে পারে, স্বামী-স্ত্রীতে [illegible] চিন্তা করিত।"

"রাসবিহারী কি নিধের বাটীতে আসিত[illegible]

"না। নিধের স্ত্রীকে রাসবিহারীর লো[illegible] যাইত।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন, "নিধের সম্মু[illegible] ঘটিত? নিধে তাহার প্রতীকার করিতে প[illegible]

"আজ্ঞে না। তাহাকে চুপ্ করিয়াই থা[illegible] তাহার বউ প্রথম প্রথম কাঁদা-কাটা ক[illegible] নারাজ হইত। কিন্তু লোকেরা জোর ক[illegible] যাইত। শেষে সে আর কথা কহিত না—[illegible] লেই সঙ্গে যাইত। নিধে পাড়া-প্রতিবাসীর [illegible] কাটা করিয়া সাহায্য চাহিয়াছিল; কিন্তু [illegible] ভয়ে কোন কথাই কেহ বলে নাই।"

বিনোদ বলিলেন, "এরূপ অত্যাচার [illegible] বিহারী চাঁড়াল-বউকে কোন পুরস্কার দিয়া[illegible]

শ্রীরাম বলিল, "আজ্ঞে না। সে পাত্র [illegible] নহে। পূজার সময় সে চাঁড়াল-বউকে একখ[illegible] কাপড় কিনিয়া দিয়াছিল। চাঁড়াল-বউ তাহ[illegible] ব্যবহার করে নাই।"

"কেন নিধে দেশত্যাগী হইল, তাহার [illegible] চাঁড়াল-বউ অনুমান করিতে পারে?"

শ্রীরাম বলিল, "নিরুদ্দেশ হওয়ার দু[illegible] আগে রাসবিহারীর সহিত নিধের খুব বচসা [illegible]

"কোথায়?"

"গ্রামের মাঝেই। রাসবিহারী তাহাকে [illegible] চলিয়া যাইতে বলে। সে তাহাতে রাসবিহা[illegible] কথা শুনাইয়া দেয়। রাসবিহারী রাগের [illegible] চাবুক মারে। নিধেও তাহাকে পাঁচনবাড়ি [illegible] দুই চারি ঘা দেয়। সে মাঠে লোক ছি[illegible] বিহারীও ঘোড়ার উপর একা ছিল; কা[illegible] খাইয়া পলাইয়া যায়। এ কথা নিধে আ[illegible]

স্ত্রীর নিকট বলিলে সে স্বামীকে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে বলে। তাহার পর দূরে গ্রামান্তরে জায়গা ঠিক করিয়া একদিন রাত্রিতে আসিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পরামর্শ দেয়। কথাটা দু'জনেই ভাল বলিয়া মনে করে। দুর্গাপুর থাকিলে রাসবিহারী নিশ্চয়ই যে নিধেকে প্রাণে মারিবে, তাহাদের দু'জনেরই খুব বিশ্বাস হয়। এই পরামর্শমত কার্য্য করিবার জন্য নিধে সেই দিনই পলায়ন করে; এ পর্য্যন্ত আর ফিরিয়া আইসে নাই।"

বিনোদ বলিলেন, "তাহার কোথায় যাওয়া সম্ভব বা কোথায় থাকা সম্ভব, এ সম্বন্ধে তাহার স্ত্রী কোন অনুমান করিতে পারে?"

"আজ্ঞে না। যে যে জায়গায় যাওয়া বা থাকা সম্ভব বলিয়া তাহার মনে হয়, সে সকল স্থানেই তাহার স্ত্রী সাধ্যমত সন্ধান করিয়াছে; কোনই ফল হয় নাই। তাহার পর রাসবিহারী তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে হুগলীতে পলাইয়া আসিয়াছে এবং অধর্ম্মের পথে দিন কাটাইতেছে।"

বিনোদ বলিলেন, "তাহার স্বামীর সম্বন্ধে সে আর কোন কথাই বলিতে পারে না?"

শ্রীরাম বলিল, "আজ্ঞে না। সে মনে করে, তাহার স্বামী আর নাই। বাঁচিয়া থাকিলে সে নিশ্চয়ই স্ত্রীর সন্ধান করিত এবং ব্যভিচারিণী হইলেও সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিত না।"

বিনোদ বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এখন বিশ্রাম কর। বোধ হয়, তোমাকে কল্য স্থানান্তরে যাইতে হইবে। আমাদের অতঃপর কোথায় যাওয়া হইবে এবং কি করিতে হইবে, কালি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিব। তাহার পর যাহা হয়, ব্যবস্থা করিব। আমার হাতে টাকা-কড়ি কমিয়া আসিয়াছে। বাটী হইতে বোধ হয়, টাকা আনার দরকার হইবে।"

শ্রীরাম পুনরায় প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। বিনোদ পত্র লিখিতে বসিলেন। প্রথম পত্র লিখিলেন—রামজীবন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে। তাহাতে স্বকীয় কুশল-সংবাদাদি লিখিয়া সাবধানে দুইটি বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া সত্বর উত্তর লিখিতে অনুরোধ করিলেন। ১ম বিষয়—"রাসবিহারী এখন কোন্ স্ত্রীলোকে আসক্ত? সে নারীর নিবাস কোন্ গ্রামে? সে কোন্ জাতীয়?" দ্বিতীয় বিষয়—"রাসবিহারী সম্প্রতি কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করিয়াছে কি না?" তাহার পর আর দুইখানি পত্র লিখিলেন। একখানি দাদাকে, একখানি অপরাজিতাকে। উভয় পত্রেই আপনার নিরাপদ কুশল-সংবাদ লিখিলেন এবং কোন চিন্তার কারণ নাই বলিয়া আশ্বাস দিলেন। যতীন্দ্রের পত্রে জানাইলেন যে, টাকা আনিবার নিমিত্ত হয় তো শীঘ্রই লোক যাইবে। মা ও বউদিদির কথা লিখিতে ভুল হইল না। কোন পত্রেই বর্ত্তমান ঠিকানা লেখা হইল না।

পত্রগুলি ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়া বিনোদ উকীল গুরুপ্রসাদ-বাবুর বাটীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন যথাসময়ে বিনোদ পুলিস-সাহেবের কুঠীতে উপস্থিত হইলেন;—দেখিলেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ম্যাজিষ্ট্রেট—দুই জনেই তথায় উপস্থিত। নিয়মিত শিষ্টাচারাদির পর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বিনোদকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহার পর পুলিস-সাহেব বলিলেন, "আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের গোচরে আনিয়াছি। ইনি সমস্ত বিষয় বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং আপনার সম্বন্ধে অতিশয় আগ্রহযুক্ত হইয়াছেন। আমাদের দ্বারা আপনার কোন সহায়তা হইলে বড়ই আনন্দলাভ করিব; কিন্তু আমরা যত দূর বুঝিতেছি, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাহা আপনার অভীষ্টসিদ্ধির নিতান্ত প্রতিকূল। আপনি যে যে কথা জানেন, তাহা ছাড়া আপনার পিতার বিরুদ্ধে আরও ভয়ানক প্রমাণ পুলিসের হস্তে আছে। আপনাকে ক্রমশঃ তাহা বুঝাইয়া দিতেছি।"

বিনোদ বলিলেন, "আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে ঘটিবে; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি যে আপনাদের ন্যায় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা আপাততঃ আমার পরম সৌভাগ্য।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদিগের সহানুভূতি আপনার কোনই উপকারে লাগিবে না। আমরা আইনের দাস। আইনের চক্ষুতে আপনার পিতার অপরাধ সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন, "আমি বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে, রাজকর্ম্মচারী বা আইন-ব্যবসায়ী না হইলেও

[illegible] আইনের মান। আইনের নিয়মের অবমা-[illegible] করিতে আমার কখনই প্রবৃত্তি নাই। আমার পিতা যদি আইনের চক্ষুতে প্রকৃত প্রস্তাবে অপরাধী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার নিষ্কৃতির কামনা আমি করি না, বরং যাহাতে তিনি যথোপযুক্ত দণ্ড ভোগ করেন এবং আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, তাহাই আমার লক্ষ্য। আপনারা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে ভ্রম না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি এই সময়েই এ অনুসন্ধান কেন ত্যাগ করুন না।"

বিনোদ বলিলেন, "যদি আমার মনে পিতার অপরাধ-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিত, ভ্রমেও যদি এই ঘটনা সত্যের নিকটস্থ বলিয়া আমার মনে হইত, তাহা হইলে আপনি বলিবার পূর্ব্বেই পিতার অদৃষ্টে যাহা থাকে হউক মনে করিয়া এ আলোচনা আমি ত্যাগ করিতাম।"

পুলিস-সাহেব বলিলেন, "বোধ হয়, আজি আমাদিগের কথা শুনিলে আপনার সেইরূপ ইচ্ছাই জন্মিবে। আপনি মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনুন। দুর্গাপুরের পুকুরে জগবন্ধুর মৃতদেহ ভাসিয়া উঠার দুই একদিন পূর্ব্বে হত্যাকার্য্য সাধিত হইয়াছে, ইহা বোধ হয়, আপনি স্বীকার করিবেন। লাস ভাসিয়া উঠার একদিন পূর্ব্বে রাত্রি বারোটার ট্রেণে যদুপতি একটা অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া পশ্চিমে পলায়ন করিয়াছেন, ইহা একরূপ স্থির হইয়াছে। যদুপতির হাতে একখানি উত্তম তরবারি ছিল। স্ত্রীলোক ও তরবারি দেখিয়া রেলওয়ে-পুলিস তাঁহার উপর সন্দিহান হয়। জিজ্ঞাসা করিলে, সে আপনাকে স্বর্ণগ্রামের যদুপতি মিত্রের ভৃত্য রামদীন বলিয়া পরিচয় দেয়। যদুপতির আকৃতির যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এ ব্যক্তির আকারও তদ্রূপ। এ ব্যক্তির গায়ের জামা, পায়ের জুতা, মাথার চুল, পরিধানবস্ত্র, সকলই বাঙ্গালীর মত। সে ঠিক বাঙ্গালীর মত কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। অথচ সে আপনাকে হিন্দুস্থানী বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে। কথাটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার নিকট কোনও লাইসেন্স ছিল না। যদুপতি মিত্র অস্ত্র-আইনের বিধানমতে লাইসেন্স রাখিতে বাধ্য ছিলেন না। তাই বলিয়া তাঁহার একজন ভৃত্য বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র লইয়া যাইতে পারে না। এই বিবেচনায় রেলওয়ে-পুলিস তাহার নিকট হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া কয়েক দিন পরে তাহা জেলা পুলিসের হস্তে পাঠাইয়া দিয়াছে। সেই তরবারি যে আপনার পি[illegible] অস্বীকার করিবার কোনই কারণ নাই। অ[illegible] দেখুন, ইহার মুটের নিকট পরিষ্কাররূপে আপ[illegible] নামের আদ্য অক্ষর জে এম (J M) ইংরা[illegible] রহিয়াছে।"

পুলিস-সাহেব আলমারি হইতে একখা[illegible] বাহির করিয়া বিনোদের হস্তে প্রদান করিলে[illegible]

বিনোদ তরবারি হাতে লইয়া কিয়দং[illegible] বাটের নিকট ইংরাজি জে এম এই দুই অ[illegible] পাইলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনি[illegible] বলিয়া যান। আমার যে উত্তর আছে, তা[illegible] কথা-সমাপ্তির পর বলিব।"

পুলিস-সাহেব বলিতে লাগিলেন, "জগ[illegible] যে সকল আঘাত চিহ্ন দেখা গিয়াছিল, ত[illegible] সাহেবের মতে এবং পুলিসের অন্যান্য ক[illegible] মতে এইরূপ তরবারি দ্বারাই হইতে পারে। য[illegible] পুলিসের নিকট হইতে এই তরবারি প্রাপ্ত[illegible] তখন পনর দিন অতীত হইয়াছে। সুতর[illegible] রামদীনকে ধরিতে পারা যায় নাই। রামদীন[illegible] একই ব্যক্তি স্থির করিয়া নানা স্থানে হুলি[illegible] এ পর্য্যন্ত তাহার কোনই সন্ধান করিয়া উঠিতে[illegible] নাই। কিন্তু চারি পাঁচ দিন অতীত হইল, সং[illegible] য়াছে, রামদীন সম্প্রতি ভাগলপুরে ধরা পড়িয়া[illegible] সঙ্গের সে স্ত্রীলোকটা ওলাউঠা রোগে মরিয়[illegible] অতএব আপনি দেখিতে পাইতেছেন, এত[illegible] যদুপতি এইবার গ্রেপ্তার হইয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন, "আপনাদিগের এই[illegible] শুনিয়া আমি বিশেষ চিন্তাকুল হইতেছি না[illegible] কাণ্ড হয়, আমার তখন নিতান্ত বাল্যকাল। বেশ মনে করিয়া বলিতে পারি যে, রামদীন[illegible] দিগের বাটীতে একটা চাকর ছিল। আমি ত[illegible] চড়িয়া অনেক সময় বেড়াইয়াছি। আমার[illegible] পড়ে যে, আমার পিতা তাহার উপর [illegible] তাহাকে জবাব দিয়াছিলেন। প্রস্থানকা[illegible] ভিক্ষাস্বরূপে চাহিয়াই হউক বা চুরি করি[illegible] একখানি তরবারি আনিয়া থাকিতে পারে। যে রামদীনকে যদুপতি বলিয়া সন্দেহ করিতে[illegible] সে তাহা হয়, তাহা হইলে গোলের মীমাংসা[illegible] নতুবা ভাগলপুর হইতে রামদীনকে ধরিয়া[illegible] এ হত্যাকাণ্ডের কোনই কিনারা হইল না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, ঠিক সেই দিন পশ্চিমে পলায়ন; যেরূপ অস্ত্র দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ অস্ত্র লইয়া প্রস্থান; আকার-প্রকারের সমতা ইত্যাদি ঘটনা অন্যান্য ব্যাপারের সহিত মিলাইয়া দেখিলে সন্দেহের কোনই কারণ থাকে না। সেই দিন সন্ধ্যার সময় রাসবিহারী নাগ নামে একজন ভদ্রলোক যদুপতিকে মাঠের মধ্য দিয়া দ্রুতভাবে পলাইতে দেখিয়াছেন। আপনি এই স্থলে আপত্তি করিয়াছেন যে, রাসবিহারী পলাতকের সহিত একটিও কথা কহেন নাই; কেন—কোথায় যাইতেছেন, কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই; ইহা অসঙ্গত। কিন্তু এরূপ স্থলে কথা না কহার সহস্র কারণ থাকিতে পারে। রাসবিহারী ব্যস্ত ছিলেন; রাসবিহারীর কথা কহিতে ইচ্ছা হয় নাই; যদুপতি সম্ভ্রান্ত লোক; তিনি কেন অসময়ে কোথায় যাইতেছেন, জিজ্ঞাসা করা অশিষ্টতা; ইত্যাদি অনেক কারণে রাসবিহারী কথা না কহিতে পারেন। তাহার পর শুনিয়াছি, আপনি বলিয়াছেন, জগদ্বন্ধু ও যদুপতি যখন বেড়াইতে বাহির হন, তখন তাঁহাদের সহিত তরবারি ছিল না, অন্য লোকও ছিল না। এরূপ বৃহৎ তরবারি দ্বারা খুন করিতে হইলে তাহা জগদ্বন্ধুর অগোচরে সঙ্গে লওয়া যদুপতির পক্ষে সম্ভবপর নহে। ঠিক কথা। কিন্তু যে পুকুরের ধারে খুন হইয়াছে, তাহার দক্ষিণদিকে একটা ঘন বন আছে। যে ব্যক্তি খুন করিবে স্থির করিয়াছে, সে কি অন্য কোন সময়ে সেই তরবারি লুকাইয়া রাখিয়া যাইতে পারে না? আমি আরও শুনিয়াছি যে, স্ত্রীলোকের প্রতি প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই হত্যাকাণ্ডের কারণ। আপনি বলিয়াছেন, সেই স্ত্রীলোক অতিশয় কুৎসিত, অধিকবয়স্কা এবং সর্ব্বথা যদুপতির ন্যায় ধনবান্ ব্যক্তির অযোগ্যা। এ কথার উত্তর দিতে আমার হাসি আইসে বাবু। আপনি লেখাপড়া শিখিয়াছেন, অনেক কাব্য-নাটক আলোচনা করিয়াছেন; ওথেলোর প্রতি যদি ডেস্‌ডিমনার আসক্তি হইতে পারে, তাহা হইলে এই জেলেনীর প্রতি যদুপতির আসক্তি না হইবে কেন? প্রণয় ব্যাপারটা বড়ই ভয়ানক। কিসে কি হয়, তাহা বলা বড়ই সুকঠিন।"

পুলিস-সাহেব বলিলেন, "আপনার একটা কথা বিশেষ বিচার্য্য। আমরাও এ মোকদ্দমার প্রথম হইতে সেই কথাটার কোন ভাল মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। জগদ্বন্ধুর দেহে প্রকাণ্ড অস্ত্রের দাগ, শরীরের নানা স্থান ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু তাঁহার জামায় কোথাও একটিও চিহ্ন নাই। এ কথাটা বিশেষ [illegible] বটে। বাস্তবিকই ইহার কোন মীমাংসা দেখা [illegible] না। তবে যদি মনে করা যায়, দুই বন্ধু অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া বড়ই ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত শরীরে পুকুরের ধারে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিলেন এবং জগদ্বন্ধু অপেক্ষাকৃত স্থূলতাহেতু দেহে উত্তমরূপে বায়ু লাগাইবার অভিপ্রায়ে জামা খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই সময়ে যদুপতি পুষ্করিণীর অপর পারের বনমধ্য হইতে সঙ্গোপনে তরবারি আনয়ন করিয়া তাঁহাকে বধ করেন এবং লাসকে চিনিতে লোকের অসুবিধা ঘটাইবার অভিপ্রায়ে পরে জামা পরাইয়া জলে ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে নিতান্ত অসঙ্গত কল্পনা হয় না। ফলতঃ, আমরা এ ব্যাপারে আপনার অনুকূলে কোন প্রমাণই দেখিতে পাইতেছি না।"

বিনোদ বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি কোন তর্ক-বিতর্ক করিয়া আপনাদিগের বিরাগভাজন হইতে ইচ্ছা করি না। সবিনয়ে এইমাত্র বলিতেছি যে, এ সকল যুক্তি কেবল কল্পনামূলক। আমার বিশ্বাস, যদি কখনও আমার পিতা উপস্থিত হন, তাহা হইলে এ সকল যুক্তির বলে তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ হইবে না। তখন ঘটনা-চক্র নিশ্চয়ই অন্যরূপ ধারণ করিবে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আমাদিগের বিরাগ উৎপাদনের নিমিত্ত আপনি যে আশঙ্কা করিতেছেন, তাহার কোন ভিত্তি নাই। আপনি যে মহাত্মার পত্র লইয়া এবং তাঁহার আন্তরিক প্রশংসায় ভূষিত হইয়া আমাদের নিকট পরিচিত হইতে আসিয়াছেন, তিনি আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি। আপনার ন্যায়-সঙ্গত কথায় বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আপনি কোন অন্যায় কথা বলিলেও আমরা বিরক্ত হইব না। দেখিতেছি, আপনি বুদ্ধিমান্, অধ্যবসায়ী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও পিতৃভক্ত। এ সকল সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তা করাই বিধেয়। আমাদিগের দ্বারা সাধ্যমতে তাহার ত্রুটি হইবে না।"

বিনোদ বলিলেন, "আমি আপনাদিগের সৌজন্য ও সদাশয়তায় চির-বাধিত হইতেছি। কেন আমি আপনাদিগের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া দুষ্কর। কিন্তু ইহা আপনারা স্থির জানিবেন যে, আজই হউক বা বহুকাল পরেই হউক, আমি পিতার এ কলঙ্ক প্রক্ষালিত করিবই করিব। আপনারা তখন দেখিবেন, এ সকল যুক্তি নিতান্ত মূল্যহীন। আমার পিতা জীবিত আছেন কি না, জানি

না। যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে বড়ই আনন্দের সহিত আমার সেই নিষ্কলঙ্ক-স্বভাব পিতৃদেবকে সঙ্গে লইয়া আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব। যদি তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও সমস্ত প্রমাণ পদ-বিদলিত করিয়া আমি আপনাদের মুখ হইতেই আমার পিতৃচরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন সাধুতা-সূচক সমর্থন শ্রবণ করিব। আপনারা যে সকল প্রমাণের বলে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তৎসমস্তই আকস্মিক ও অনুমেয় প্রমাণ। আমি জানি, আর আপনারা তো জানেনই, এইরূপ অলীক প্রমাণের বলে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কত নিরপরাধ ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অসম্ভব না হইতে পারে। আকস্মিক ও অনুমেয় প্রমাণ যে সকল সময়ে ঠিক হয় না, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য; কিন্তু যতক্ষণ অন্যরূপ কোন প্রমাণ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ আমরা যে মীমাংসা করিয়াছি, তাহাই স্থির রাখা ভিন্ন আর উপায় কি? আপনি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছেন। জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি এ সম্বন্ধে কি মীমাংসা করিয়াছেন?"

বিনোদ বলিলেন, "আপনারা যে রাসবিহারী নাগের নাম ভদ্রলোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে একটা মহাপাপী ও দুর্দ্দান্ত লোক।"

পুলিস-সাহেব বলিলেন, "আমরা শুনিয়াছি, সে লোকটা অত্যাচারী জমাদার।"

বিনোদ বলিলেন, "তবে আপনারা কিছুই শুনেন নাই। সে ব্যক্তি নরাধম। সে যে কত নারীর ধর্ম্মনাশ করিয়াছে, কত লোককে খুন করিয়াছে, কত নিরীহ ব্যক্তিকে অত্যাচারে উৎপীড়িত করিয়াছে, কত লোকের কত সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। আমার পিতার উপর বহুকালাবধি তাহার ক্রোধ ছিল। যে দিন পুকুরে লাস ভাসিয়া উঠে, তাহার দুই দিন পূর্ব্বে এক দরিদ্র চণ্ডাল রাসবিহারীর ভয়ানক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। পুলিস তাহার কোন খবর জানে না। আমি এখনও সকল ঘটনা মিলাইতে পারি নাই; কিন্তু আমার বড়ই সন্দেহ হয়, রাসবিহারীর সহিত এ ব্যাপারের নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ আছে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "রাসবিহারী এরূপ অত্যাচারী লোক, তাহা আমরা জানি না। এত অত্যাচার সে চাপিয়া চলিতেছে কিরূপে?"

বিনোদ বলিলেন, "তাহার অর্থ-বল আছে। পুলিসের নিম্ন-কর্ম্মচারীরা অর্থের দাস। তাহার প্রবল করিবার শক্তি ও সুযোগ আছে। তাহার বি কহে, এমন সাধ্য কাহারও নাই।"

পুলিস-সাহেব বলিলেন, "আপনি রাসবিহার বিশেষ কোন ঘটনা জানেন?"

বিনোদ বলিলেন, "দুই একটি ঘটনা জানি।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আপনি এইরূপ কোন ব্যক্তি দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশ দিতে পারেন?"

বিনোদ। বোধ হয় পারি; আমি চেষ্ট আপনাদিগকে কিন্তু রাজার প্রাণরক্ষার ভ হইবে। রাসবিহারী বলপূর্ব্বক একটি মুসলমানে যুবতী ভগিনীর ধর্ম্ম নষ্ট করিতে চাহে। মুসলমা আপত্তি ও বিরোধ উপস্থিত করে। রাসবিহ হতভাগ্য ও তাহার ভগিনীকে আপনার কাছারি ধরিয়া আনে। তাহার পর সেই পুরুষের উপর অত্যাচার করিয়া তাহার নাক-কান কাটি তদনন্তর তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার তাহার ভাগিনীর ধর্ম্মনাশ করে। সেই অত্যাচা মুসলমান অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। শুনিয়াছি, সে এ কাতায় এক মস্‌জিদের নিকট বসিয়া ভিক্ষা করে

ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস-সাহেবের মুখের দিকে বলিলেন, "এরূপ কাণ্ড নিতান্ত অরাজকতার পা

পুলিস-সাহেব বলিলেন, "ইহা বৃটিশশাসনে আপনি সেই মুসলমানকে আনিতে পারিবেন কি

বিনোদ বলিলেন, "চেষ্টা করিব; কিন্তু বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে কে?"

পুলিস-সাহেব বলিলেন, "তাহার বিধো করিব। আপাততঃ এইরূপ একটি নালিশ র তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজত দেওয়া যাইতে তখন লোকের সাক্ষী দিতে সাহস হইবে।"

বিনোদ বলিলেন, "তাহার বিরুদ্ধে আর মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে; কিন্তু আর কিছুই বলিব না। আমি যত দূর অগ্রসর তাহাতে আমারই প্রাণ লইয়া টানাটানি। তো এই বিষয়ের জন্য বার বার স্বর্ণগ্রাম যাই আমার উপরেও যে রাসবিহারী অনেক করিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আপনি পুলিসে পাইবেন; আমরা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব

যেখানে যে অবস্থায় পুলিসের সহায়তা চাহিবেন, সেখানেই তাহা পাইবেন, এরূপ আদেশ অদ্যই দেওয়া যাইবে। কিন্তু মূল বিষয়ের কথা শেষ হইল না। আপনি সে সম্বন্ধে কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশদরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।"

বিনোদ বলিলেন, "দুইটি ঘটনা সম্ভব বলিয়া আমার মনে হয়। রাসবিহারী স্বয়ং জগদ্বন্ধুকে খুন করিয়াছে। খুনটা রাসবিহারীর কৃত, এ মীমাংসা করিবার আমার আরও একটা হেতু আছে। পুকুরে যে লাস পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাক-কান কাটা ছিল। যে মুসলমানের উপর রাসবিহারী উৎপীড়ন করিয়াছিল বলিয়াছি, তাহারও নাক-কান কাটিয়া দিয়াছিল। নাক-কান কাটিয়া বিকৃত করা রাসবিহারীর একটা অভ্যাস। দ্বিতীয় অনুমান—যে দেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহা জগদ্বন্ধুর নহে, অন্য কোন ব্যক্তির।"

ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসিলেন, "তাহা হইলে আমার জিজ্ঞাস্য—যদি রাসবিহারী কর্তৃক জগদ্বন্ধু হত হইয়া থাকেন, তবে যদুপতি নিরুদ্দেশ কেন? আর যদি যদুপতি ও জগদ্বন্ধু, কেহই না মারা গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা উভয়েই নিরুদ্দেশ কেন?"

বিনোদ বলিলেন, "আমি এ বিষয়ের এখনও কোন সুসঙ্গত মীমাংসা করিতে পারি নাই; যত দিন আমি স্বয়ং ইহার সুসঙ্গত মীমাংসা করিতে না পারিতেছি এবং যত দিন এ সম্বন্ধে কোন অবিসংবাদিত প্রমাণ আমার হস্তগত না হইতেছে, তত দিন আমি আপনাদিগের ন্যায় রাজপুরুষের সমক্ষে কোন কথা সমর্থন করিতে পারিতেছি না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনার বুদ্ধি ভয়ানক তীক্ষ্ণ। আশা করি, আপনার প্রযত্ন সফল হইবে। আপাততঃ আপনি কি করিবেন স্থির করিতেছেন?"

বিনোদ বলিলেন, "পুলিসে যদুপতির সম্বন্ধে যে রিপোর্ট আসিয়াছে, আপনাদের অনুগ্রহে তাহা সংগ্রহ করিয়া, আমি অদ্যই ভাগলপুর যাইব। সেখানে যেরূপ ফলাফল হয়, তাহা আপনাদিগকে জানাইব। সন্দেহজনকই হউক, অবিশ্বাস্যই হউক, আমার পিতার সন্ধান হইয়াছে বলিয়া যখন সংবাদ আসিয়াছে, তাহা শুনিবামাত্র তখনই আনন্দে আমার প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছে। যদি যদুপতি ও রামদীন একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ভাগলপুরেই আমার অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি হইয়া যাইবে; তাহা না হইলে কি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আমি এখনও কিছু স্থির করিতে পারি নাই।"

পুলিস-সাহেব বলিলেন, "তাহা হইলে আপাততঃ কিছু দিনের নিমিত্ত আপনার সহিত আমাদিগের দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হইতেছে। প্রার্থনা করি, আপনি নূতন কোন সংবাদ পাইলে আমাদিগের গোচর করিবেন। আর সেই মুসলমানের সন্ধান করিয়া রাসবিহারীর বিরুদ্ধে নালিসের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "অদ্য পুলিস-আফিসে গিয়া আপনার প্রয়োজনমত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লইবেন। আপনার নিকট রীতিমত মোহরাঙ্কিত একখানি পরওয়ানা থাকিবে। তাহা দেখিলে সর্ব্বত্রই পুলিস আপনাকে সাহায্য করিবে।"

বিনোদ গাত্রোত্থান করিয়া অতীব বিনীতভাবে উভয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদ বাসায় আসিয়া ব্যস্ততা সহকারে আনাহার সমাপন করিয়া লইলেন। শ্রীরাম অদ্য বাসাতেই ছিল। বিনোদ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি অদ্য ভাগলপুর যাইব। কবে ফিরিব, বলিতে পারি না। তোমাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতেছি; এই পত্র লইয়া হরিপুর যাইতে হইবে। ইহা দেখাইয়া আমার দাদা শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা লইয়া তুমি কলিকাতায় যাইবে। আমি ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিব। ফিরিবার সময় হুগলী দিয়া আসাও অসম্ভব নহে। যত শীঘ্র পারি, ফিরিবার চেষ্টা করিব। তোমাকে আমাদের বাটীতে পাইয়া অনেকে হয় তো অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। আমার এক বুদ্ধিমতী ভগিনী আছেন। আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসার সীমা নাই। তিনি হয় তো অনেক কথা জানিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। আমি কি করিতেছি, কোথায় আছি, কোথা হইতে কোথায় যাইতেছি, ইত্যাদি সংবাদ তাঁহারা এক্ষণে জানিতে না পারেন, ইহাই আমার বাসনা; অতএব তুমি সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া কথাবার্তা কহিবে। যাহা নিতান্ত না বলিলে নহে, তাহাই বলিবে। কলিকাতায় গিয়া তুমি সেই নাক-কান-কাটা মুসলমানের সন্ধান করিবে। তুমি তাহাকে চেন এবং সে

কোথায় থাকে, তাহার সন্ধান জান ; সুতরাং তাহাকে সন্ধান করিতে বোধ হয়, তোমার অসুবিধা হইবে না। তাঁহাকে আমার বিশেষ দরকার আছে। আমি কলিকাতায় আসিয়া যেন তাহাকে পাই।"

শ্রীরাম বলিল, "বাবুর যদি কোন কারণে বিলম্ব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আমরা সংবাদ পাইব কিরূপে?"

বিনোদ বলিলেন, "বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা বুঝিলে আমি সংবাদ পাঠাইব।"

বিনোদ তাহার পর হুগলীর পোষ্ট-মাষ্টারকে এক পত্র লিখিয়া নিবেদন করিলেন যে, "বিনোদবিহারী রায়ের নামে যদি কোন পত্র আইসে, তাহা যত দিন অন্য সংবাদ দেওয়া না হয়, তত দিন পোষ্ট-আফিসে জমা থাকিবে।" এই পত্র ডাকঘরে লইয়া গিয়া পোষ্ট-মাষ্টার-বাবুর হাতে দিয়া রসিদ আনিবার নিমিত্ত শ্রীরামকে আদেশ করিলেন। শ্রীযুক্ত রামজীবন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার এক পত্র আসিবার সম্ভাবনা। সে পত্র নিতান্ত গোপনীয় ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেই জন্যই এই সাবধানতার আবশ্যক।

শ্রীরাম পত্র লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর বিনোদ হরিপুরের পত্র লিখিতে ব[সি]লেন। বড়ই ভাবনার কথা—কি লিখিবেন? তিনি তো জীবনে ভক্তিভাজন জ্যেষ্ঠের সহিত, আদরিণী ভগিনীর সহিত, স্নেহময়ী মাতার সহিত, রঙ্গময়ী ভ্রাতৃজায়ার সহিত কখনই কোন প্রতারণা ক[রে]ন নাই। আজি তিনি আপনার উদ্দেশ্যে, অভিপ্রায় অবলম্বিত কার্য্যে, গন্তব্য স্থানাদির বিবরণ সকলই সাবধানে সঙ্গোপনে রাখিয়া, স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে চলিতেছেন। বড়ই অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যবহার! না জানি, তাঁহারা বিনোদের চিন্তায় কতই ব্যাকুল হইতেছেন, কতই ইষ্টানিষ্ট কল্পনা করিয়া তাঁহারা হয় তো উদ্বেগে অস্থির হইতেছেন। তাঁহাদিগকে এরূপ কষ্ট দেওয়া নিতান্ত অকৃতজ্ঞতা, একান্ত হৃদয়-হীনতা। কিন্তু সর্ব্বহৃদয়ের ভাবজ্ঞ ভগবান্ জানেন, বিনোদের প্রাণ তাঁহাদিগের প্রতি কত অনুরাগী, তাঁহাদিগের সুখ-সন্তোষ ও প্রীতি-সাধনে কতই আগ্রহান্বিত। বর্ত্তমান ব্যাপারের বিবরণ বিনোদ তাঁহাদিগকে জানাইতে অশক্ত। কেন না, তাঁহারা সম্ভবতঃ এ সকল কথা শুনিয়া বা এ চেষ্টায় বিনোদকে নিযুক্ত দেখিয়া পাছে তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধের শেষ হয়, পাছে তিনি পর হইয়া যান, এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন এবং হয় তো বিনোদের অবলম্বিত ব্রতের বিরোধিতাও করিবেন। বিনোদ জানেন, তাঁহাদিগের সহিত

সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য—জীবনে ও মরণে তাঁহারা
আপন হইতেও আপন। বিনোদ কখন মা দেখে
মাতৃস্নেহ কিরূপ উপাদেয় সামগ্রী, তাহা বাল্যকা
তেন না। হরিদাস রায় মহাশয়ের সংসারে
হইয়া এবং তথায় অলৌকিক মধুময় মাতৃস্নে
করিয়া তাঁহার প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। তাঁ
ভগিনী ছিল না। তিনি যতীন্দ্রের ন্যায় গুণময়,
প্রেমময়, একান্ত স্নেহময় জ্যেষ্ঠ পাইয়া চরিতা
ছেন। আর অপরাজিতা—স্বর্গের দেবী—
সুপবিত্র—অলৌকিক—স্বভাব—দেববালা
নিঃসৃত সুশীতল সুধার অপেক্ষা মধুরতর
সাগরে তাঁহাকে ভাসাইয়া রাখিয়াছেন। তাহার
তুলনা সম্ভব? দেবতারাও এরূপ ভগিনী পাইলে
হন। এরূপ ভগিনীর স্নেহ যে ভোগ করিতে
সংসারে সেই সুখী। ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহা
সম্পদ্ ঘটাইয়াছেন। যাহা তাঁহার ছিল না, তা
বিপুল পরিমাণে পাইয়াছেন। এ সংসারে বি
হইয়াছেন!

বিনোদ ভাবিতে লাগিলেন, কর্ত্তব্য-পাল
পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য—অসীম, অনন্ত,
আমি কর্ত্তব্যপালনরূপ পরম ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া
ইহা যখন জানিতে পারিবে, তখন মা, দাদা,
অপরাজিতা, তোমরা আমার উপর রাগ করি
আমাকে ত্যাগ করিবে কি? আমাকে ঘৃণা ক
কখনই না। তোমরা দেবতা। কর্ত্তব্য-পালনে
অনুগ্রহ ভিন্ন নিগ্রহ কখনই হইতে পারে না।
বিনোদ চিরদিনই তোমাদের আছে,
থাকিবে।

বিজলী—সাধের—সোনার—আদরের—
একদিন তোমাকে না দেখিলে থাকিতে পারি
সংসার অন্ধকার দেখিতাম। আজি দশ বারো দি
তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই; আর কি জীবনে
হইবে না?—অবশ্য হইবে। কিন্তু পিতৃহন্তার
আমি তোমার সম্মুখে কখনই দাঁড়াইব না।
পিতার কলঙ্কের চিহ্নও থাকিবে না, যে দিন
নিরপরাধ পিতৃচরিত্রের নির্ম্মলতা সর্ব্বত্র ঘোষি
সেই দিন বিজলি। তোমার এই প্রেম-মুগ্ধ,
অযোগ্য প্রেমিক তোমার স্বর্গীয় প্রণয়-সুধাংশুর
উজ্জ্বল কিরণ-তলে শান্তিলাভার্থ উপস্থিত হইবে।
এই পর্য্যন্ত। এ পাপমুখ আর তুমি দেখিতে পা

পিতৃহন্তার পুত্রের ছায়াও তোমাকে স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করিবে না।

পিতঃ! কোথায় তুমি? জানি তুমি দেবতা। বাল্যকালে তোমার যে অমৃত-নিষিক্ত স্নেহ উপভোগ করিয়াছি, তাহার স্মৃতি এখনও এ অধমকে উন্মত্ত করে। কোন্ পাপে তোমার দেব-চরিত্রে এই অচিন্তনীয় কলঙ্ক? কিন্তু ইহাও কি কখন সম্ভব? সাহেবেরা এ সকল বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ; তাঁহারা বলেন, ইহা সম্ভব। সাধারণ লোকে বলে, ইহা সম্ভব, জনরব শতমুখে বলে, ইহা সম্ভব। যুক্তি বলিতেছে, মানবচরিত্র দুর্জ্ঞেয়—মানবের পক্ষে সকলই সম্ভব। বিচার বলিতেছে, ঘটনা সকলই প্রতিকূল—এ কার্য্য সম্ভব। তাই কি ঠিক?—কখনই না। আমার প্রাণ বলিতেছে, ইহা অসম্ভব। আমার যুক্তি, তর্ক, বিচার সকলই বলিতেছে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পিতঃ! কোথায় তুমি? তুমি আমার ধর্ম্ম, তুমি আমার স্বর্গ, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ সাধনা। বলিয়া দেও, পিতৃদেব! বলিয়া দেও, কি করিলে আমি তোমার দর্শন পাই? উপদেশ দেও, কোন্ পথে কার্য্য করিলে আমার মনোরথ সফল হইবে? আমি তোমার চরণে বার বার প্রণাম করিতেছি। তোমারই আশীর্ব্বাদে আমি তোমাকে দর্শন করিয়া এবং পুনর্ব্বার তোমারই চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া জীবন সফল করিব।

বিনোদ পিতৃচরণোদ্দেশে সাশ্রুনয়নে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; তাঁহার হৃদয়ের ভার যেন বহুগুণে লঘু হইয়া গেল; তিনি যেন আশ্বস্ত হইলেন। রঘুকে থাকিতে বলিয়া বিনোদ বাসা হইতে বাহির হইলেন।

পুলিস-আফিস্ হইতে কাগজ-পত্র লইয়া ও অন্যান্য সংবাদ গ্রহণ করিয়া বিনোদ বাসায় ফিরিলেন। শ্রীরামকে আবশ্যকমত খরচ দিয়া, অন্যান্য বিষয়ের উচিত ব্যবস্থা করিয়া, রঘুর সহিত বিনোদ গাড়ীতে উঠিলেন। ষ্টেশনে আসিয়া বিনোদ দেখিলেন, গাড়ীর আর বিলম্ব নাই। যথাসময়ে রেলগাড়ীতে উঠিয়া তাঁহারা ভাগলপুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পথে চিন্তার সীমা নাই। কোন দৃশ্য বা কোন নূতন কাণ্ড ক্ষণকালও তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। রামদীন ও বহুপতি কি একই ব্যক্তি? দুষ্কর্ম্ম প্রচ্ছন্ন করিবার জন্য তাঁহার পিতাই কি রামদীন নাম গ্রহণ করিয়াছেন? এ কথা কি সম্ভব? দুষ্কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু অন্য বহুকারণেও তো তাঁহার প্রচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজন ঘটিতে পারে। কে জানে, তাঁহার জীবনে কি রহস্য আছে। বিনোদ মনে করিতে লাগিলেন, সাধু উদ্দেশ্যে ও সৎকর্ম্মসাধনের নিমিত্তও মহাত্মারা অনেক সময়ে ছদ্মবেশ ধারণ করেন। সেরূপ কোন ঘটনায় বাধ্য হইয়া তাঁহার পিতা এ অসঙ্গত রূপান্তর ধারণ করিয়াছেন কি না, কে বলিতে পারে? মনে বড়ই আশার সঞ্চার হইল। এইবার বোধ হয়, নিরুদ্দেশ পিতার সন্ধান হইল ভাবিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অদ্য প্রাতে যতীন্দ্র-বাবু হুগলী গমন করিয়াছেন। ডাক-যোগে বিনোদ-বাবুর যে পত্র আসিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার কোন ঠিকানা বা অবস্থান-স্থানের উল্লেখ না থাকিলেও ভারতবর্ষে কর্ম্মঠ ও সুদক্ষ ডাক-বিভাগ আপনার কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ডাকঘর পত্রের উপর যথাস্থানে উত্তমরূপে হুগলীর ছাপ মারিয়া দিতে ভুল করে নাই। সেই ডাকের ষ্ট্যাম্প দেখিয়া বিনোদের সন্ধানার্থ হুগলী যাওয়াই আত্মীয়গণ সৎপরামর্শ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যতীন্দ্র-বাবু সঙ্গে এক হাজার টাকা লইয়াছেন। বিনোদ পত্রে টাকার অপ্রতুলতার কথা লিখিয়াছিলেন। যদি লোক দ্বারা টাকা পাঠাইলে পাইতে অসুবিধা হয়, যদি মনিঅর্ডার বা রেজিষ্টরি পত্র-যোগে টাকা পাঠাইলে পাইতে বিলম্ব হয়, এইরূপ নানাপ্রকার আশঙ্কা করিয়া যতীন্দ্র স্বয়ং টাকা সহ প্রস্থান করিয়াছেন, যতীন্দ্র ও অপরাজিতা তন্ন তন্ন করিয়া বিনোদের পত্রের প্রত্যেক কথা আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, নিশ্চয়ই বিনোদ কোন ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বৈকালে ব্রজেশ্বরী আপনার ঘরের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছেন। হাতে গৃহস্থালীর অনেক কাজ আছে; কিন্তু তাহার কিছুই তিনি করিতেছেন না। ধীরে ধীরে অতি চিন্তাকুলভাবে অপরাজিতা তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "আহা! ঠাকুরঝির মুখখানি আজ শুকাইয়া গিয়াছে! দুই ভাই-ই বাড়ীছাড়া।"

অপরাজিতা বলিলেন, "ভাইয়েরা কাছে থাকা বড়ই

সুখের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা পুরুষমানুষ। নানা কাজে তাঁহাদিগকে নানা স্থানে যাইতে হয়; সুতরাং নিয়ত বাড়ীতে বসিয়া থাকা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। কার্য্যসূত্রে তাঁহাদিগকে বাড়ী ছাড়িয়া যদি বিদেশে যাইতে হয়, তাহা হইলেই তাঁহাদের আত্মীয়গণের মুখ শুকাইয়া যাওয়া ভাল কথা নহে। কিন্তু যদি মনে হয়, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে নাই, তাঁহাদের বিপদ্ ঘটিয়াছে অথবা তাঁহাদিগকে ক্লেশ পাইতে হইতেছে, তাহা হইলে যাঁহারা তাঁহাদিগকে ভালবাসেন, তাঁহাদের মুখ শুকাইবে, এটা কি একটা আশ্চর্য্য কথা বউ-দিদি? বাস্তবিক বিনোদের নিমিত্ত বড়ই চিন্তা হইতেছে। আমার যেন মনে হইতেছে, বিনোদ নিশ্চয়ই কোন বিশেষ বিপদে পড়িয়াছেন।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "বালাই, বিপদ্ কেন হইবে? যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তো সখের বিপদ্ হইয়াছে। আমি যে কথা বলিতেছি, তাহা যে তোমরা ভাই-ভগিনী কেহই কানেও ঠাই দিতেছ না। ঠাকুরপোর বয়স হইয়াছে; রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে; ধনবান্ বলিয়া চারিদিকেই প্রচার আছে। কলিকাতায় অনেক রকম উপসর্গ ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন উপসর্গ যে তাঁহার ঘাড়ে চাপে নাই, এ কথা কে বলিতে পারে?"

অপরাজিতা বলিলেন, "তাহা না ঘটিতে পারে, এমন নহে। কেন না, পুরুষমানুষ আত্মসংযমে বড়ই অপটু। তাহাদের লাম্পট্য, আদরমাখা বিদ্রূপের কথা—হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয়। তাহাদের হাতে কলম; তাহাদের হাতেই শাসন; তাহারাই কর্ত্তা। এই জন্যই তাহাদের মুখে স্ত্রী-চরিত্রের নিন্দা কথায় কথায়; কিন্তু ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এ সম্বন্ধে নারী-জাতির সাধুতা পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী! যাহারা স্ত্রী থাকিতেও অনায়াসে পর-নারীতে আসক্ত হয়, আর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তিন দিন পরেই আবার নূতন স্ত্রী সংগ্রহ করে, তাহারা ইন্দ্রিয়-সংযমে একান্ত অক্ষম, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বিচারের এ সময় নহে এবং আমাদের তাহাতে প্রয়োজনও নাই। যদি বিনোদের ন্যায় সুশিক্ষিত ও সুপরীক্ষিত ব্যক্তির কথা না হইত, তাহা হইলে তুমি বার বার যাহা বলিতেছ, তাহাই আমাদের প্রথমেই মনে হইত। আমার বিবেচনায় বিনোদের সম্বন্ধে সেরূপ সন্দেহ করাও পাপ।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "এ বিষয়ে পুরুষ-মানুষের ভাল মন্দ বড়ই কম দেখিতে পাওয়া যায়; বাস্তবিক এ সম্বন্ধে তাহারা বড়ই শিথিল। ধর্ম্ম-শাস্ত্র তাহাদে[...] সমাজ তাহাদের সহায়, আর সংস্কার তাহাদে[...] এই জন্যই এ বিষয়ে তাহারা ধর্ম্ম-জ্ঞান-শূ[...] চারী।"

অপরাজিতা বলিলেন, "কিন্তু বউ-[...] এই চরিত্রহীনতার অনুকূল যুক্তি [...] যদিও সে যুক্তি উপেক্ষা করিয়া, চরিত্র রক্ষিতে পারিলেই পুরুষের গৌরব বর্দ্ধিত[...] যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা ও সংসর্গের [...] প্রমত্ত হয়, তাহারা আমাদের দয়ার পাত্র; ক্ষমা করিতে পারিলেই করুণারূপিণী নারী[...] প্রকাশিত হয়। এই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, চরি[...] পুরুষগণের যুক্তি ও চেষ্টার বিষয় আলোচনা পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নারী যে ধর্ম্ম শি[...] ধর্ম্ম অনায়াসে পালন করিয়া আসিতেছে [...] মধুর শাসন তাহাদের অস্থি-মজ্জায় মি[...] তাহা তুলনা-রহিত, তাহা স্বর্গপ্রদ, তাহা [...] এবং তাহা নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, অমূল্য ভূষ[...] সহচর। যে নারী সে ধর্ম্ম হারাইয়াছে, [...] পিশাচী হইয়াছে। স্বামী নারীর দেবতা। সাধুতা নারী-জীবনের সার ধর্ম্ম। স্বাম[...] নীতির অনুসরণ করেন, স্ত্রীর জাতি যেন কানেও ঠাঁই না দেয়। বিনোদের জ্ঞান ও উচ্চ এবং তাঁহার হৃদয় যেরূপ বলবান্, তা[...] সাধারণ পুরুষের ন্যায় নীতি-জ্ঞান-বিহী[...] করিতে কখনই ইচ্ছা হয় না।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "ঠাকুরপো খুব নি[...] লেখা-পড়া, জ্ঞান-বুদ্ধিতে খুব টন্‌টনে মানুষ বলিয়া এরূপ ব্যাপারে তাঁহার যে পা সর[...] পারে, এমন কথা কখনই বলা যায় না[...] ইন্দ্র-চন্দ্র পর্য্যন্ত অধঃপাতে গিয়াছেন, সে দে[...] আর কথা কি?"

বিজলীর কথা সকল সময়েই অপর[...] আছে। সে কথা এখন ব্রজেশ্বরীর নিকট তৎসম্বন্ধে তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতে [...] ইচ্ছা হইল। কিন্তু বিনোদ বলিয়াছেন, তি[...] যেন সে কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করা না[...] বিনোদের বাসনানুসারে অপরাজিতাকে সে[...] রাখিতে হইল। কিন্তু তিনি স্থির করিয়াছে[...] বিজলীর সহিত বিনোদের এই গুপ্ত ব্যা[...]

সম্বন্ধ আছে। এ সম্বন্ধে তিনি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছেন; বিজলীর পত্রের প্রত্যেক অক্ষর তিনি আলোচনা করিয়াছেন। বুঝিয়াছেন, বিজলী ধর্ম্মশীলা, দুঃখিনী গৃহস্থ-কন্যা। সেই বিজলী যদি বিনোদের নয়ন মনকে ঝলসাইয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ আপত্তির কথা অপরাজিতার একবারও মনে হয় নাই। অনেকক্ষণ নীরবে নানা কথা চিন্তা করিয়া অপরাজিতা বলিলেন, "বউ-দিদি! আমরা বিনোদের সম্বন্ধে সঙ্গত অসঙ্গত নানারূপ কল্পনা করিতেছি; কিন্তু মা যাহা বলিতেছেন, তাহা তো একবারও ভাবিয়া দেখিতেছি না। মা বলিতেছেন,—বিনোদ আমার পেটের ছেলে নহে—পালিত পুত্র। এ কথাটা সকলেই জানে। বিনোদও না জানেন, এমন নহে। বাল্যকালে সে মা-হারা হয়; তাহার পিতা ছিলেন। এখন তিনি আছেন কি না সন্দেহ। বিনোদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন সে পিতার সন্ধানেও নিযুক্ত হইতে পারে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "তোমার দাদা বলেন, পিতার সন্ধান করিবার ইচ্ছা মনে উদিত হওয়া বিনোদের পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কাজ বিনোদ লুকাইয়া করিবেন কেন? সে বিষয়ের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য—পবিত্র কর্ম্ম। আমরাও সে কার্য্যে প্রাণপণে বিনোদের সহায়তা করিব। তবে তিনি লুকান কেন? ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য কোন রহস্য আছে।"

অপরাজিতা বলিলেন, "দাদা হয় তো কালিই ফিরিবেন; না হয় নিশ্চয়ই একটা সংবাদ দিবেন। আমার প্রাণ যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাতে ঘরের কোণে বসিয়া, ভাবিতে ভাবিতে আর কাল কাটাইতে পারিতেছি না। হয় তো বিনোদ বিপদে পড়িয়াছেন, আর আমরা নানাপ্রকার কল্পনা করিতে করিতে স্বচ্ছন্দে বসিয়া আছি।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "তুমি স্ত্রীলোক—তুমি কি করিবে?"

অপরাজিতা বিরক্তির সহিত বলিলেন, "স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোক! স্ত্রীলোক মনে করিলে পুরুষের কোন্ সাহায্য না করিতে পারে? তাহারা একরাশি করিয়া ভাত খায়, হাসিয়া বাড়ী ফাটায়, কাঁদিয়া দেশ ভাসাইয়া দেয়, ঘুমাইয়া কুম্ভকর্ণকে হারি মানায়, কোন্দলে দেশ তোলপাড় করে। আর যেখানে একটু গোলের কথা, সেখানেই স্ত্রীলোক—অবলা—আহা! তাহারা কি করিবে?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "তুমি কোথায় যাইবে? কি বা করিবে? যেখানে গিয়া এই ভুবন-ভুলান রূপের বাঁধন খুলিয়া দিবে, সেখানেই দেশ উৎসন্ন হইবে; সৃষ্টি রসাতল যাইবে। ভাইয়ের বিপদ্ উদ্ধার করিতে গিয়া, শেষে ভগিনী হয় তো এমন বিপদে পড়িবেন যে, রাম-লক্ষ্মণ দুই জনেই সীতাহারা পাগল হইয়া তখন পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবেন।"

অপরাজিতা বলিলেন, "রূপ—পোড়া রূপের জন্য বিপদ্ হওয়া অসম্ভব নহে। কেন না, এ দেশের পুরুষ-জাতি বড়ই চরিত্রহীন। কিন্তু এ রূপের আগুনে যদি কেহ পুড়িয়া মরে, তাহা হইলে তাহারা আপনারাই পুড়িয়া মরিবে। তাহাতে আমার ক্ষতি কি—অপরাধই বা কি? দীপ দেখিয়া অনেক পতঙ্গ তাহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উন্মত্ত হয়; কিন্তু ফল কি দাঁড়ায়—কেবল পুড়িয়া মরা। দীপ কাহাকেও ডাকে না, কাহাকেও মরিতেও বলে না। তুমি ঠিক জানিবে, বউ-দিদি! যে নারী ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি পদ-বিদলিত করিতে শিখিয়াছে, মৌখিক না হইয়া সতীত্ব যাহার অন্তরের ধন হইয়াছে, বসুন্ধরার সম্রাট্ সমস্ত বলপ্রয়োগ করিয়াও তাহার ধর্ম্মের এক তিলও নষ্ট করিতে পারেন না। মনে করিয়া দেখ, রাবণের ন্যায় প্রতাপশালী কে ছিল? সীতাকে এক বৎসর হাতে পাইয়াও সেই রাবণ তাঁহার ধর্ম্মনাশ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মের বক্তৃতা ও ধর্ম্মের বড়াই এক কথা, আর ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান আর এক কথা। যথার্থ ধর্ম্মশীলা নারীর বিপদ্ কখনই হইতে পারে না। কেন না, দেবতারা তাহার সহায়; ধর্ম্ম তাহার রক্ষক।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "ঠাকুরঝি, যখনই তোমার যে কথা শুনি, তাহাই আমাকে মাতাইয়া তুলে। তোমার অমৃতময় কথা শুনিলে বোধ হয়, শাস্ত্র-কথা শ্রবণ, ধর্ম্মোপদেশ-গ্রহণ কিছুরই আর প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু ভাই, ধর্ম্মনাশের কোন ভয় না থাকিলেও দুর্ব্বল নারী বিপদে পুরুষের কি সাহায্য করিতে পারে? হয় তো সে নিজে এত কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়ে যে, পুরুষকে তখন তাহার জন্য আরও বিপদাপন্ন হইতে হয়।"

অপরাজিতা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, ধর্ম্মশীলা নারী কখনই দৈহিক শক্তির অপ্রতুলতা হেতু কষ্ট পায় না। সংসারে ধর্ম্মবল অন্যান্য সকল বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহার ধর্ম্ম-বল আছে, তাহার পক্ষে দুষ্কর বা অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। সাবিত্রী আপনার ধর্ম্ম-বলে যমকে পর্য্যন্ত জয় করিয়া মরা স্বামী বাঁচাইয়া আনিয়াছিলেন। দময়ন্তী ধর্ম্ম-প্রভাবে হেলায় ভয়ানক বিপদ্-সমূহ অতিক্রম করিয়াছিলেন। যাহার ধর্ম্ম আছে,

তাহার সকলই আছে। আমার তো একবারও মনে হয় না বউ-দিদি। যে, আমি অবলা বলিয়া বিপদে আত্মরক্ষা করিতে পারিব না অথবা বিপদাপন্ন ভ্রাতার সাহায্য করিতে সমর্থ হইব না। মনে কর, দুষ্ট শত্রু আমার ভাইকে মারিয়া ফেলিবার জন্য ধরিয়াছে। আমি তখন আর কিছু সাহায্য করিতে না পারিলেও যদি দূর হইতে প্রাণ-পণে চীৎকার করি, তাহা হইলে হয় তো সেই শব্দ শুনিয়া অন্য লোক সাহায্য করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে পারে এবং অনেক লোক দেখিয়া শত্রু হয় তো আমার ভাইকে ছাড়িয়া পলাইতে পারে। ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালও বৃহৎ ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারে। তবে কেন যে স্ত্রীলোক কিছু করে না বা করিতে পারে না, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে আমার সাধ্য নাই। যাহারা সুখের বেলায় হাসিতে হাসিতে বেশ ভাগ লইতে পারে, বিপদের সময় কেন তাহারা ঘরের মধ্যে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চুপ করিয়া থাকে, তাহা আমি বলিতে পারি না। যাহাই হউক, আ.র যখন বুঝিতেছি, আমার ভাই হয় তো বিপদে পড়িয়াছেন, তখন আমি রূপ, যৌবন বা দুর্বলতার ওজরে কখনই চুপ করিয়া থাকিব না। নিশ্চয়ই আমি বিনোদের সন্ধানে যাত্রা করিব। যদি তিনি বিপদে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন অসুবিধাই আমাকে বিচালিত করিতে পারিবে না। আমি তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত স্বচ্ছন্দে সকল বিপদেরই সম্মুখীন হইব।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "ঠাকুরঝি, তুমি কখনই মানুষ নহ—তুমি দেবতা। দেবকার্য্যে দোষ হয় না; ভয়েও দেবতাকে বাসনা নিবৃত্ত করিতে হয় না। তুমি যাহা কর, যাহা বল, যাহা বুঝাও, সকলই ভাল। আমি তোমার মধু-মাখা কথা শুনিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করি।"

অপরাজিতা বলিলেন, "বেশ কর। এখন আইস, আমরা মার কাছে যাই।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "চল, তুমি ভাই খুঁজিতে যাই-তেছ, তোমাকে সব গুছাইয়া দিতে হইবে। সাজসজ্জা বেশ-ভূষা অনাবশ্যক। কেন না, ভগবান তোমাকে যে রূপের সাগর করিয়া গড়িয়াছেন, বেশ ভূষার কলসী তাহাতে ঢাল বা না ঢাল, তাহা অমনিই থাকিবে। কিন্তু ভাই, ব্যবস্থাটা কিছু উল্টা হইতেছে না কি? সুভদ্রা কি কখন কৃষ্ণ-বলরামের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিলেন? তুমি না কি খুব পণ্ডিতা; তাই তোমাকে পুরাণের এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

ব্রজেশ্বরীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া অপরাজিতা ব "তোমার এই দুষ্ট জিব্-খানা আমি কাটিয়া দিব নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ পুরুষ। তাঁহার নামে না বুঝিয় কলঙ্ক আরোপ করে, তাহারা সকলেই মিথ্যাবা আইস তুমি।"

তাহার পর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ... লইয়া অপরাজিতা সেই প্রকোষ্ঠ হইতে ...ন ব

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অপরাজিতা ও ব্রজেশ্বরী যখন বারান্দায় আসিবে হাসিতে হাসিতে একটি যুবতী দাসী তথায় উপস্থি সে অনবরত হাসিতে হাসিতে বলিল, "দিদি, এ তো কখনো দেখি নাই!"

দাসী মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। বলিলেন, "আরে গেল! অত হাসিস্ কেন? যে কাহার কথা বলিতেছিস্?"

দাসী বলিল, "হাসিব না? সে যে মজা তাহার রকম-সকম দেখিলে না হাসিয়া থাকা বাপ্ রে, পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া গেল!"

অপরাজিতা বলিলেন, "কে সে লোক? কি সে? বল্ না, আমরাও তোর সঙ্গে একটু হাসি

দাসী বলিল, "তাহার রকম দেখিলেই তোমর অস্থির হইবে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "কে সে?"

দাসী বলিল, "কে সে, তা কি করিয়া জানি কথাতেও সে একটা কথা কয় না।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "বোবা বুঝি?"

দাসী বলিল, "উঁহু—তাহার কথায় ট এক কথায় সে দশটা জবাব দেয়।"

অপরাজিতা বলিলেন, "তবে যে বলিতে কথাতেও সে কথা কহে না?"

দাসী বলিল, "ঐ তো মজা! যখন তার কথা হয়, তখন তার নাক, মুখ, চোক দিয়া কথ ছুটিতে থাকে; সে তখন খুব চালাক; এক ম পালাটা শেষ করিয়া ছাড়ে। আর যখন আমা যত কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ... বোবা হাবা বোকার একশেষ, একেবারে ৫

সে। কাহার সাধ্য তখন তাহার পেট হইতে একটা কথা বাহির করে?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "আশ্চর্য্য লোকই বটে! থায় আছে সে?"

দাসী বলিল, "দপ্তর-খানায় জাম্বুবানের মত গা হাইতে তুলাইতে বসিয়া আছে।"

অপরাজিতা বলিলেন, "কোথা হইতে আসিয়াছে?"

দাসী বলিল, "বলিতেছে, ছোট-বাবুর কাছ থেকে আসিয়াছে।"

অপরাজিতা বলিলেন, "ছোট-বাবুর কাছ থেকে লাক আসিয়াছে, এ কথা এতক্ষণ বলিস্ নাই কেন? ক জন্য আসিয়াছে? কতক্ষণ আসিয়াছে? কি কথা লিতেছে? কি খবর সে আনিয়াছে?"

দাসী বলিল, "বাপ্ রে বাপ্! সে দিকে মিনষে মারিয়া ফেলিলেও যেমন কাজের কথায় চুপ, এ দিকে ঠাকুরুণ্রাও তেমনই কথার হাউই। তাহার কথা ছাইও বুঝা যায় না। নায়েব মহাশয় তাহাকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কোন কথারই জবাব পান নাই। কিছুই ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া শেষে তিনি আপনাদিগকে জানাইবার জন্য আমাকে ভার দিয়াছেন।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "সে কি খবর আনিয়াছে, তা তুই জানিতে পারিয়াছিস্ কি?"

দাসী বলিল, "মাথামুণ্ড তবে আর বলিতেছি কি? খবর কি ছাই তাহার কাছে পাইবার যো আছে? সে মিনষে যেন কথক-ঠাকুরের মত বেদিতে বসিয়া হাত, মুখ, গোঁফ, চোখ নাড়িতে নাড়িতে কতই বকাবকি করিতেছে; কিন্তু খবর কিছুই বলে না। যাও বলে, তা শুনিয়া কিছুই বুঝা যায় না। আমার বোধ হয়, সে একটা পাগল। হয় তো ছোট-বাবুর নাম করিয়া এখান হইতে কিছু ভিক্ষা লইতে আসিয়াছে।"

অপরাজিতা বলিলেন, "সে যে ছোট-বাবুর কাছ থেকে আসিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ আছে?"

দাসী বলিল, "আছে। সে বলিয়াছে, তাহার কাছে ছোট-বাবুর হাতের চিঠি আছে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "ছোট-বাবুর পত্র লইয়া আসিয়াছে, এ কথা তুই এতক্ষণ বলিস্ নাই কেন? আইস ঠাকুরঝি, আমরা নীচে যাই। ইহার নিকট শুনিয়া কোন কথাই বুঝা যাইতেছে না।"

ভ্রাতৃজায়া ও ননন্দা ব্যস্ততা সহ নামিয়া আসিলেন। সেখানে আসিয়া অপরাজিতা একটি বুদ্ধিমতী ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনিতেছি, ছোট-বাবুর নিকট হইতে একটি লোক আসিয়াছে। সে এখন বাহিরের কাছারীতে বসিয়া আছে। সে কেন আসিয়াছে, কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, শীঘ্র জানিয়া আইস।"

ঝি প্রস্থান করিল। অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল, "সে বড়-বাবুর নামে ছোট-বাবুর এক পত্র লইয়া আসিয়াছে। বড়-বাবু বাড়ী নাই; কাজেই সে পত্র লইয়া ফিরিয়া যাইতেছে।"

অপরাজিতা বলিলেন, "তুমি তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বারণ করিয়া আইস। তাহার পর যাহা করিতে হইবে, তাহা তোমাকে পরে বলিতেছি।"

ঝি পুনরায় প্রস্থান করিল। তখন ব্রজেশ্বরী ও অপরাজিতা অল্প কথায় একটা পরামর্শ স্থির করিলেন। ঝি প্রত্যাগত হইলে অপরাজিতা বলিলেন, "তুমি নায়েব মহাশয় ও সেই লোকটিকে সঙ্গে করিয়া পাশের ঘরে লইয়া আইস। আমরা তাহার কথা শুনিব।"

ঝি আবার প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "তাঁহারা আসিয়াছেন।"

তখন অপরাজিতার আদেশে ঝি বলিল, "এখানে বউ-ঠাকুরুণ আর দিদি ঠাকুরুণ আছেন। যে লোক ছোট-বাবুর নিকট হইতে আসিয়াছেন, তিনি কি জন্য আসিয়াছেন, বলুন।"

যিনি আসিয়াছেন, তিনি আর কেহ নহেন—আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত শ্রীরাম দাস। শ্রীরাম বড়ই বিপদে পড়িল। সে ছোট-বাবুর নিকট শুনিয়া আসিয়াছে, তাঁহার ভগিনী বড়ই বুদ্ধিমতী। কোন রহস্যই যেন প্রকাশ না হয়, কিছুই যেন কেহ জানিতে না পারেন, ইহাই তাহার প্রতি ছোট-বাবুর উপদেশ। অথচ সে জানে, টাকা লইতেই তাহার আসা—বাবুর হাতে টাকার টানাটানি। বড়-বাবু বাটীতে নাই; সুতরাং সেই বুদ্ধিমতী দিদি-ঠাকুরাণীর জেরায় তাহাকে পড়িতে হইল। অতি অল্প কথায়, প্রকারান্তরে যাহা না বলিলে নহে, তাহাই বলিয়া কাজ সারিতে তাহার প্রতি উপদেশ ছিল। সেই কথা স্মরণ রাখিয়া সে বলিল, "আমি ঠাকুরাণীদিগকে প্রণাম করিতেছি। ছোট-বাবুর নিকট হইতে বড়-বাবুর নামে এক পত্র লইয়া আমি আসিয়াছিলাম।"

অপরাজিতার উপদেশমত মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ঝি কথা কহিতে লাগিল। ঝি জিজ্ঞাসিল, "পত্র কোথায়?"

শ্রীরাম বলিল, "আমার কাছে আছে।"

ঝি বলিল, "দেও।"

শ্রীরাম বড়ই মুস্কিলে পড়িল ;—বলিল, "পত্র—তা—আজ্ঞে—আমার—কাছে—পত্র—ছিল—আজ্ঞে—আছে। পত্র তো আর কাহাকেও দিতে আজ্ঞা পাই নাই।"

ঝি বলিল, "পত্র আর কাহাকেও দিতে হইবে না, এরূপ আজ্ঞা পাইয়াছ কি ?"

শ্রীরাম বলিল, "ঠিক সেরূপ আজ্ঞাও পাই নাই। তবে বাবুর যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি, তাহাতে পত্র আর কাহারও হাতে না দেওয়াই উচিত।"

ঝি বলিল, "ঠাকুরাণীরা বুঝিতেছেন, যে ব্যক্তি মনিবের অভিপ্রায় বুঝিয়া কাজ করিতে পারে, সে বড় বুদ্ধিমান, চতুর ও বিশ্বাসী লোক। তুমি বুঝিতেছ না কি, এই পত্র না দিলে হয় তো বাবুর বিশেষ ক্ষতি হইতেও পারে ?"

শ্রীরাম বলিল, "বিশেষ ক্ষতি কেন হইবে ? একটু অসুবিধা হইতে পারে।"

ঝি বলিল, "তবে পত্র দেও।"

শ্রীরাম আর আপত্তি করিতে সাহস করিল না। ইতস্ততঃ না করিয়া সে পত্রখানি ঝির হস্তে প্রদান করিল।

অপরাজিতা ও ব্রজেশ্বরী পত্র পাঠ করিলেন। তাহাতে কোন সংবাদই নাই ; কেবল পত্রবাহক দ্বারা পাঁচ শত টাকা পাঠাইবার কথা আছে। ঝি বলিল, "এ পত্রে কি কথা আছে, তাহা তুমি জান কি ?"

শ্রীরাম বলিল, "পাঁচ শত টাকা লইয়া যাইবার কথা আছে জানি। আর কোন কথা আছে না আছে, আমি তাহা জানি না।"

ঝি জিজ্ঞাসিল, "ছোট-বাবু এখন কোথায় আছেন ?"

"ঠিক জানি না।"

"তিনি কলিকাতায় আছেন কি ?"

"বোধ হয় না।"

"তিনি কি হুগলীতে আছেন ?

"না।"

"তাঁহার কোথায় থাকা সম্ভব বলিয়া তুমি মনে কর ?"

"আমি কেমন করিয়া কি মনে করিব ?"

"কেন ? তুমি সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাক ; তিনি কোথায় গিয়াছেন, তাহা বলিতে পার না ?"

শ্রীরাম একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "বোধ হয় পশ্চিমে।"

ঝি জিজ্ঞাসিল, "পশ্চিম তো অনেক জায়গা। তাহার মধ্যে কোথায় তিনি আছেন বলিয়া তোমার মনে হয় ?"

শ্রীরাম বলিল, "কিছু মনে হয় না।"

"বাবু পশ্চিমে আছেন বলিয়া তোমার বোধ কিন্তু কোথায় তিনি আছেন, সে সম্বন্ধে কিছুই মনে হয় না। তুমি তাঁহার কিরূপ অনুগত লোক !

শ্রীরাম বলিল, "আমি অতি সামান্য লোক।"

ঝি বলিল, "সামান্য লোক হইলেও বাবু কোথায় আছেন, ইহা না জানা তোমার পক্ষে বড় কথা।"

শ্রীরাম বলিল, "আমার বোধ হয়, বৰ্দ্ধমান ছ কোন স্থানে তিনি থাকিলেও থাকিতে পারেন।"

"তুমি এখন টাকা লইয়া কি করিবে ?"

"বোধ হয় কিছুই করিব না"

"তবে টাকা লইতে আসিয়াছ কেন ?"

"সঙ্গে রাখিব বলিয়া।"

"এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া তুমি কোথায়

শ্রীরাম বলিল, "তা কি ঠিক বলা যায় ? কোথায় যাইবার দরকার হয়, কে বলিতে পারে

ঝি জিজ্ঞাসিল, "প্রথমে তুমি কোন্ দিকে য

"রেলের ষ্টেশনের দিকে।"

"সেখানে তুমি কোথাকার টিকিট কিনিবে ?

"বোধ হয় কলিকাতার।"

"তাহা হইলে ছোট-বাবুর কাজ মিটিবে তিনি আছেন পশ্চিমে, আর তুমি টাকা লইয়া কলিকাতায়। এ কি প্রকার ব্যবস্থা ?"

"দরকার পড়িলে তিনি আমার নিকট টাকা লইবেন।"

"তাহা হইলে তিনি শীঘ্র কলিকাতায় বোধ হয় ?"

"ইচ্ছা তাঁর।"

"তুমি আপাততঃ কোথা হইতে আসিতেছ

"এই রেল-ষ্টেশন হইতে।"

"তাহার পূর্ব্বে তুমি কোথায় ছিলে ?"

"অনেক স্থান ঘুরিয়াছি। কত নাম করিব ?'

"ছোট-বাবুর সহিত তোমার কোথায় হইয়াছে ?"

"সে একটা বাসায়।"

"কোথায় সে বাসা ?"

"হুগলীতে।"

"ছোট-বাবু কি কাজে হুগলী গিয়াছেন ?"

"অনেক কাজ। সব কি আমরা জানি ?"

"সব জানিয়া কাজ নাই। কি কাজ তুমি জ

"বোধ হয়, সাহেব-সুবার সহিত দেখা করা একটা কাজ।"

"আর ?"

"ঠিক বলিতে পারি না। ঐ কাজই তো দেখিয়াছি। সাহেব-সুবার কাছে যাওয়া আসার কথা আমরা জানি।"

ঝি জিজ্ঞাসিল, "তিনি হঠাৎ পশ্চিমে যাইলেন কেন, বলিতে পার ?"

শ্রীরাম বলিল, "তা আমরা কেমন করিয়া বলিব ? তিনি বড় লোক। যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন।"

"তিনি পশ্চিমে, তুমি টাকা লইয়া যাইতেছ কলিকাতায়। তাঁহার হাতে টাকা নাই লিখিয়াছেন। তবে বোধ হয়, তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিবেন।"

"আশ্চর্য্য কি ? তিনি বড় লোক। ইচ্ছা হইলে সবই করিতে পারেন।"

"তিনি কোন বিপদে পড়েন নাই তো ?"

শ্রীরাম বিশেষ উৎসাহের সহিত এ প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "রাধাকৃষ্ণ! বিপদ্ কিসের ?"

"তাঁহার শরীর ভাল আছে ?"

"তাঁহার শরীর খুবই ভাল আছে। তাঁহার জন্য আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না।"

ঝি বলিল, "তোমার সহিত এতক্ষণ কথা কহিয়াও বিশেষ খবর কিছুই পাওয়া গেল না। এ জন্য ঠাকুরাণীরা বড়ই দুঃখিত হইতেছেন। বোধ হয়, ছোটবাবু তোমাকে এইরূপে অল্প কথায় সকল বিষয় চাপিয়া রাখিয়া কথা কহিতেই বলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তোমার কোন দোষ নাই। তুমি উপদেশ-মত কার্য্য করিয়া ভালই করিয়াছ। ঠাকুরাণীরা ছোট-বাবুর সংবাদের জন্য বড়ই চিন্তিত রহিয়াছেন; বিশেষ খবর কিছু জানিতে পারিলে তাঁহারা বড়ই সুখী হইতেন।"

শ্রীরাম বলিল, "বাবুর জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। তিনি বেশ সুস্থ আছেন। কোন প্রকার ভয়-ভাবনা নাই; কোন বিপদেও তিনি পড়েন নাই।

ঝি বলিল, "আপাততঃ তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার বেশী আর কোন সংবাদ তুমি বলিবে না; সুতরাং আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই। বড়-বাবু এখানে না থাকিলেও টাকা পাওয়ার কোনই ব্যাঘাত হইবে না। তুমি কখন্ যাইবে মনে করিয়াছ ?"

শ্রীরাম বলিল, "টাকা লইয়া রাত্রিকালে যাওয়া ভাল নয়। আজি রাত্রিতে না ফিরিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। কালি প্রাতেই আমি যাইব।"

ঝি বলিল, "নায়েব মহাশয়! দিদি-ঠাকুরাণী হুকুম দিতেছেন, এই লোক যখন চাহিবেন, তখনই যেন ইহাঁকে পাঁচ শত টাকা দেওয়া হয়। আর ইহাঁর রাহা-খরচ ইত্যাদিও যেন দিতে ভুল না হয়।"

নায়েব মহাশয় "যে আজ্ঞা" বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীরামকে লক্ষ্য করিয়া ঝি বলিল, "তুমি যখন যাইবে, তখনই নায়েব মহাশয়ের নিকট টাকা পাইবে। আপাততঃ তুমি জল খাও, বিশ্রাম কর।"

শ্রীরাম ঠাকুরাণীদের উদ্দেশে পুনরায় প্রণাম করিয়া নায়েব মহাশয়ের সহিত বাহিরে আসিল এবং তথায় হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নকালে কলিকাতার সেই ক্ষুদ্র বাসায় তারা-সুন্দরী ও বিজলী বসিয়া আছেন। উভয়েই নিতান্ত বিষণ্ণ ও মলিন। বিনোদবাবু সেই চলিয়া গিয়াছেন; সে আজি প্রায় পনর দিন হইল; এ পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সংবাদ নাই। আপনাদের অদৃষ্টে যাহা থাকে হউক, কিন্তু সেই একান্তহিতৈষী যুবকের কি হইল, অধুনা ইহাই তাঁহাদের চিন্তার প্রধান কারণ হইয়া পড়িয়াছে। বহুক্ষণ মাতা ও কন্যা নীরবে বসিয়া রহিয়াছেন। উভয়ের মনে সমান চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কাহারও কথা কহিতে সাহস হইতেছে না। কথা কহিতে হইলেই হয় তো কাঁদিয়া ফেলিতে হইবে। অনেকক্ষণ পরে তারা-সুন্দরী বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্, তোমার মনে আরও কি আছে, জানি না। কিন্তু মানুষের দুর্গতি ইহার অপেক্ষাও বেশী হইতে পারে কি ? যে এক অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ীর মুখ চাহিয়া ছিলাম, তিনিও আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন।"

বিজলী বলিলেন, "মা, তোমার কি বোধ হয়, তিনি আমাদের উপর রাগ করিয়াছেন ? আমরা কি অপরাধ করিয়াছি ?"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "না, রাগ করিয়া যান নাই। তাঁহার দয়ার শরীর। তিনি কি আমাদের মত দুঃখিনীদের উপর রাগ করিতে পারেন ?"

বিজলী সজল-নয়নে বলিলেন, "তবে এত নিগ্রহ

কেন? কোন সংবাদ দিতেছেন না বা লইতেছেন না কেন? সেই ভয়ানক দিনের পরও এখানে দুই দিন ছিলেন; ঝি তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিল; কিন্তু তখনও তিনি কোন দয়ার কথা বলিলেন না কেন? আমরা তো জ্ঞানতঃ কোন অপরাধ করি নাই।"

বিজলী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারাসুন্দরী অতি কষ্টে আপনার নয়নের জল পড়িতে না দিয়া কন্যার নিকটস্থ হইলেন এবং সস্নেহে বিজলীর মুখ মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "সেই অতীত যন্ত্রণার আলোচনা আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। অদৃষ্টে যাহা ছিল, ঘটিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ভগবান্ আমাদের আশাতিরিক্ত সুখ-সৌভাগ্যের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। কপালদোষে সে সাধের ঘর এক কথায় ভাঙ্গিয়া গেল।"

বিজলী বলিলেন, "কিন্তু মা, লোকে বলিলেও তুমি তো কখনই বিশ্বাস কর না যে, যদুপতি মিত্র মহাশয় আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছেন।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "কখন না। মিত্র মহাশয় দেবচরিত্রের লোক ছিলেন। তোমার পিতা তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। এরূপ স্থলে একের দ্বারা অপরের হত্যাকার্য্য কখনই সম্ভব নহে। পুলিস ও অন্যান্য লোকে এই দুর্ঘটনার যে সকল কারণ দেখাইয়া স্থির করিয়াছে যে, ইহা সম্ভব ও সত্য, সে সকল যুক্তি ও কারণ যে নিতান্ত ঘৃণাজনক ও অবিশ্বাস্য, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।"

বিজলী আবার বলিলেন, "আমরা যখন সে কথা বিশ্বাস করি না, সে সম্বন্ধে একটু সন্দেহও করি না, তখন তিনি আমাদের উপর রাগ করিলেন কেন?"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তিনি রাগ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। পিতার এই কলঙ্ক দূর করাই বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রায়। এই অপবাদ দূর করিতে না পারিলে আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে স্বভাবতঃ তাঁহার নিজের লজ্জা হইতে পারে। আরও দেখ, তিনি সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য সন্তান। পিতার সুনাম বজায় করিবার চেষ্টা না করা তাঁহার পক্ষে নিন্দার কথা। এ চেষ্টা ত্যাগ করিলে তাঁহার নিজের হৃদয় ও জীবন কখনই শান্তিলাভ করিতে পারিবে না। এই সকল কারণেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের ন্যায় নিঃসহায় লোকের উপর তিনি রাগ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না।"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু মা, তিনি যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া তুমি মনে করিতেছ, তাহাতে কখন তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, এরূপ তোমার বোধ হয় কি? সেই অতীত কাণ্ডের অন্ধক করিয়া সত্যের আলোক তিনি প্রকাশ করিতে বলিয়া তোমার মনে হয় কি?"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "বড়ই কঠিন কথা, বড় বিষয়। ভরসার মধ্যে তিনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বলবান্; কিন্তু আমার চিরদিনই সন্দেহ হয়, ব্যাপারের মধ্যে একটা দুর্দ্দান্ত লোকের চক্রান্ত আমি সে কথা কখনও কাহাকেও বলি নাই। টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। কোন প্রকার দু পশ্চাৎপদ নহে। যদি আমার সন্দেহ সত্য হয় হইলে বিনোদের নিমিত্ত আমাদিগকে চিন্তিত হইবে। আমার সন্দেহ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হই ভয়ের কারণ নাই। কৃতকার্য্য হউন বা না হউ কোন বিপদ্ না ঘটিলেই আমি পরম করিব।"

বিজলী বলিলেন, "কিন্তু মা, যদি তোমার সত্য হয়, তাহা হইলে কি হইবে?"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তাহা হইলে কি হই তাহার কল্পনা করিতে আমার সাহসে কুলায় না যাহা ঘটাইবেন, তাহাই হইবে।"

আবার মা ও মেয়ে নীরব। কিয়ৎকাল পা বলিলেন, "মা, আমার বড় মাথা ঘুরিতেছে, প পড়িয়া যাই।"

সঙ্গে-সঙ্গে তারাসুন্দরী কন্যাকে চাপিয়া বিজলার মস্তক হেলিয়া পড়িল, নয়ন মুকুলিত হই হস্তাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবসন্নভাবে ঝুলিয়া রহি সন্তর্পণে তারাসুন্দরী কন্যার মস্তক আপন উরু করিয়া তাঁহাকে সেই ভূশয্যায় শয়ন করাই উচ্চৈঃস্বরে ঝিকে ডাকিতে লাগিলেন। ঝি নী করিতেছিল; তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হই সুন্দরী তাহাকে পাখা ও শীতল জল দিতে তারাসুন্দরী ও ঝি উভয়ে সেই সুন্দরী-শিরোমণি নানাপ্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে চৈতন্য সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইয়া গেল। নিকটে ঝি শয্যারচনা করিল। উভয়ে বিজলীর কম্র কলেবর অতি সাবধানে সেই শয্যায় স্থা লেন। তারাসুন্দরী ঝিকে ডাক্তার ডাকিয়া ফিরিয়া আসিতে পাঠাইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষ করিতে পীড়িতা কন্যার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

যথাসময়ে ঝি ফিরিয়া আসিল এবং ডাক্ত

দিনে দুই লক্ষাধিক লোক ভোজন করিল ও বস্ত্র পাইল। স্বয়ং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এক জন ইন্‌স্পেক্টার, দুই জন সব-ইন্‌স্পেক্টার, দশ জন জমাদার ও পঞ্চাশ জন কন্‌ষ্টেবল শান্তিরক্ষার নিমিত্ত সেই ক্ষেত্রে তিন দিন উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শাসনবিভাগের এই সকল সুব্যবস্থার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। কেন না, মহারাণী ও তাঁহার দেওয়ান জীবনকৃষ্ণ এই কাণ্ড সুনির্ব্বাহিত করিবার নিমিত্ত এতই সাবধানতা অবলম্বন করিতেন এবং এরূপ লোকবল প্রয়োগ করিতেন যে, ইহাতে কখনই কোন দুর্ঘটনা ঘটিত না বা কোন ভোজনার্থীকেই অণুমাত্র ক্লেশ বা অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না।

এই ব্যাপারের দ্বিতীয় দিবসে সমস্ত দিনের ভয়ানক পরিশ্রমের পর, রাত্রি আটটার সময়, নিতান্ত ক্লান্তশরীরে দেওয়ান জীবনকৃষ্ণ আপনার তাম্বুতে একখানি খাটিয়ার উপর পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একটি লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করিতেছে। জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটির কি উদ্দেশ্য ?"

ভৃত্য উত্তর দিল, "তাহা সে বলে নাই ; তাহার বক্তব্য অনেক ও প্রয়োজনীয়। সে তাহা স্বয়ং মহারাণীর নিকট ব্যক্ত করিতে চাহে। মহারাণী মার সহিত আজি দেখা হওয়ার কোন উপায় নাই বুঝিয়া সে আপনার সহিত দেখা করিবার প্রার্থনা করিতেছে।"

জীবনকৃষ্ণ একটু চিন্তার পর বলিলেন, "তাহাকে লইয়া আইস।"

ভৃত্য প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে মাথায় চাদরবাঁধা, পাতলা মলমলের পাঞ্জাবী জামায় আবৃতদেহ, সূক্ষ্মবস্ত্রধারী, এক পুরুষকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। জীবনকৃষ্ণ তাহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার প্রয়োজন কি প্রকাশ করুন। আমরা আজি নিতান্ত ক্লান্ত আছি।"

আগন্তুক আর একখানি খাটিয়ার উপর উপবেশন করিয়া বলিল,—আমার নাম হরিচরণ দাস। আমি পূর্ব্বে শ্যামলাল-বাবুর, পরে বিধুমুখীর দেওয়ান ছিলাম।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন, "খবরের কাগজ পড়িয়া আমরা আপনার সহিত রাজা উমাশঙ্করের মোকদ্দমা এবং শ্যামলাল ও বিধুমুখীর বৃত্তান্ত অনেক জানিয়াছি। পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎপরিচয়ে আপনাকে জানিতাম। আপনাকে রাজ-কারাভোগ করিতে হইয়াছিল না ?"

হরিচরণ বলিল, "আজ্ঞা হাঁ। অন্যায় বিচারে আমার তিন বৎসর জেল হইয়াছিল। আমি দুই সপ্তাহ হইল খালাস হইয়াছি।"

জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলেন, "আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন ?"

হরিচরণ বলিল, "উমাশঙ্করের সহিত আপনাদের মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। সেই মোকদ্দমায় যাহাতে আপনারা জয়ী হন, আমি তাহার উপায় করিয়া দিতে পারি।"

"কিরূপে ?"

"বিধুমুখী যদি আপনাদের পক্ষে যোগ দেয়, তাহা হইলে মোকদ্দমায় কেহই আপনাদের হারাইতে পারিবে না।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন, "বিধুমুখী আমাদের পক্ষে যোগ দিবে কেন ?"

হরিচরণ বলিল, "আমি মনে করিলে তাহাকে যোগ দেওয়াইতে পারি।"

"তবে আপনার মোকদ্দমার সময় সে আপনার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল কেন ?"

হরিচরণ বলিল, "তখন যে অবস্থা ছিল, এখন সে অবস্থা নাই।"

"এখন কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে ?"

"এখন বিধুমুখী আমার হাতে। আমি তাহার দ্বারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলাইতে পারি।"

জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কোথায় থাকেন ?"

হরিচরণ বলিল, "আমি সম্প্রতি বালুচরে আছি।"

"বিধুমুখী কোথায় আছেন ?"

"সেও বালুচরেই আছে।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন, "আপনার প্রস্তাবের কোন উত্তরই আমি এখন দিতে পারি না। মহারাণী মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কল্য এই সময়ে আপনার কথার উত্তর দিতে পারি। আপাততঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের এরূপ সাহায্য করায় আপনার লাভ কি ?"

হরিচরণ বলিল, "আমার লাভ অনেক, অনেক লাভের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন, "যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা, তাহা হয় আমাদের হইবে, না হয় রাজা উমাশঙ্করের হইবে। বিধুমুখীর সাহায্যে যদি তাহা আমরা পাই, তাহা

হইলে আপনার বা বিধুমুখীর কি লাভ হইবে, তাহা তো আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।"

হরিচরণ বলিল, "প্রথম লাভ, উমাশঙ্করের ক্ষতি হইবে; দ্বিতীয় লাভ, হরকুমারের দর্প চূর্ণ হইবে। সে যাহা ধরে আর যাহা করে, তাহাতেই জিতিয়া ফিরে ও বাহবা পায়, ইহা আমার অসহ্য। তৃতীয় লাভ, আপনারা পরমধার্ম্মিক, আপনারা কি এত বড় বিষয়টা হাত-ছাড়া না হওয়ার দরুণ আমাকে কিছু দিবেন না?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন, "আপনার অভিপ্রায় কতকটা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু মহারাণী মা যে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন, তাহা আমার কিছুতেই মনে হয় না; সুতরাং আপনাকে আমি এখনই জবাব দিতে পারি। কিন্তু যদি আপনি মহারাণী মার অভিপ্রায় জানিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে আপনাকে কল্য একবার ঠিক এইরূপ সময়ে আসিতে হইবে।"

হরিচরণ বলিল, "তাহাই হইবে। মহারাণীর অভিপ্রায় জানাই আমার আবশ্যক। মহারাণী এ কথা শুনিলে ঠিক বুঝিতে পারিবেন। আপনি মনে করিতেছেন, ইহার মধ্যে কোন অধর্ম্ম আছে। এত বড় ষ্টেটের আপনি দেওয়ান, আমরাও প্রায় এইরূপ ষ্টেটের দেওয়ানী করিয়াছি। দেওয়ানী করিতে হইলে অনেক করিতে হয়। যাহার বিষয়, সে ঠিক বুঝিবে বাকর গোল কমাইতে পারিলেই নি... হউক, আমি আজ যাই; কালি ঠিক ... সময়ে আপনি মহারাণীর অভিপ্রায় জানিয়া রাখিবে হইলে আমার সহিত একবার তাঁহার সাক্ষাৎ দিবেন।"

হরিচরণ প্রস্থান করিল। অনতিকালমধ্যে কৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিয়া মহারাণীর বস্ত্রাবাসে প্র লেন এবং হরিচরণের সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিক দন করিলেন। করুণাময়ী অতিশয় মনোযোগে সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "হরিচর তোমার নিকট না আসিতেও পারে। যদি সে তাহা হইলে কল্য তাহাকে আমার নিক আসিবে। সে কোথায় থাকে, জানিতে পারা আম প্রয়োজন। অতএব কল্য প্রাতে এই বিষ করিবার নিমিত্ত একজন উপযুক্ত লোককে ভা

অন্যান্য নানা কথার পর জীবনকৃষ্ণ ভক্তি মহারাণীকে প্রণাম করিয়া সে স্থান হইতে বি করিলেন।

চতুর্থ খণ্ড—মহাপুরুষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মরণাপন্ন।

হরকুমারের অবস্থা বড়ই মন্দ। তাঁহার দেহের নানা স্থান ছুরির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত এবং লাঠির আঘাতে বিচূর্ণ। তিনি মরণাপন্ন।

বিধুমুখীর সেই শূন্য ভবন এখন জনপূর্ণ; ভবসুন্দরীর সেই ক্ষুদ্র ভবন সপরিবার রামচন্দ্রের আগমনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; এখন তথায় পা বাড়াইবারও স্থান নাই বলিলে হয়। রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর ভবসুন্দরীর প্রেরিত লোকমুখে রায় বাহাদুর সম্বন্ধে এই দুঃসংবাদ শুনিবামাত্র পরদিন প্রাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁ রাণী অন্নপূর্ণা, রাজভগ্নী সুহাসিনীও আসিয়াছেন খোকারাজাকেও আসিতে হইয়াছে। আর ছেন, দুই জন বিচক্ষণ ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার এ সংখ্যক দাসদাসী, শরীররক্ষক ও অনুযাত্রিক লো

রায় হরকুমার বাহাদুরের দেহ বিধুমুখীর ভব যাওয়া হইয়াছে। ঘরটি প্রশস্ত ও শুষ্ক এবং পা জন্য সেই স্থানই রোগীর জন্য প্রশস্ত বলিয়া বিবেচি য়াছে। অন্নপূর্ণা ও সুহাসিনী পীড়িতের উভয় পা স্থূর বসিয়া আছেন এবং রাজা তাঁহার শয্যা নি ভূতলে উপবিষ্ট।

ডাক্তারেরা বার বার রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষ তেছেন; যখন যে ঔষধের প্রয়োজন, তখনই তাঁ

হইয়া আসিতেছে; ক্ষতসমূহ যথাসময়ে পরিষ্কৃত করিয়া ঔষধাদি সহ বাঁধিয়া দেওয়া হইতেছে; রাণী ও সুহাসিনী রোগীকে যথারীতি পথ্য ও ঔষধ সন্তর্পণে সেবন করাইতেছেন। রাণী ও রাজভগ্নী লোকসমক্ষে অন্তরালে গমনের প্রয়োজন ভুলিয়া গিয়াছেন; লজ্জাজনিত স্বভাবসিদ্ধ সঙ্কোচ তাঁহাদিগকে এখন ত্যাগ করিয়াছে। সকলেরই লোচন জলভারাকুল; সকলেরই বদন নিদারুণ চিন্তায় অবসন্ন।

খোকারাজাকে রাণী আর বড় দেখিতে পান না; তাহার পিসীমাও তাহাকে আর কোলে লইয়া আদর করিবার সময় পান না; রাজাও তাহাকে প্রিয়সম্ভাষণ করিবার অবসর খুঁজিয়া পান না। সকলেই সম্মুখস্থ মৃতকল্প সুহৃদের যথাসাধ্য শুশ্রূষা ব্যতীত আর কোন বিষয়েই মনঃসংযোগ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

বিধুমুখীর বাটীতে গভীর রাত্রিতে ডাকাইত পড়িয়াছিল, ইহাই চারিদিকে প্রচার। কিন্তু ডাকাইত তো মানুষ লইয়া পলায় না; এ ডাকাইতরা বিধুমুখীকে লইয়া গেল কেন? স্বয়ং পুলিস-সাহেব রাজার পত্র পাইয়া এই বিষয়ে অনুসন্ধানে আসিয়াছিলেন। দারোগা জমাদার অনেকে আসিয়াছিলেন। বিধুমুখীর কি হইল, তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল কি কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে, পুলিস সবিশেষ যত্নে তাহার সন্ধান করিতেছেন এবং এই ঘোর অত্যাচারের কর্তৃগণকে ধরিবার নিমিত্ত অপরিসীম আয়াস স্বীকার করিতেছেন।

কিরূপে কি হইল, তাহার সংবাদও ভাল করিয়া পাওয়া গেল না। বিশুর মার জবানবন্দী পুলিস লিখিয়া লইয়াছে। তাহারই কথায় মোটামুটী একটা বুঝা যায় মাত্র। তাহার কথায় প্রকাশ পায় যে, ঘটনার রাত্রিতে প্রায় দশটা পর্য্যন্ত রায় বাহাদুর দাদা তাহার সহিত ও তাহার মা ঠাকুরাণী অর্থাৎ বিধুমুখীর সহিত নানা বিষয়ের নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহেন। তাহার পর তিনি চলিয়া গেলে, সদর-দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সে ও বিধুমুখী শয়নের উদ্যোগ করে। বড় গ্রীষ্ম, এ জন্য তাহারা ঘরের মধ্যে না শুইয়া বারান্দাতেই শয়ন করিয়াছিল। তাহার ঘুম আসিয়াছিল; তাহার মা ঠাকুরাণীও কথা কহিতে কহিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার মা ঠাকুরাণীর একটা কাতর চীৎকার-শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে চক্ষু মেলিবামাত্র কয়েকজন বিকট পুরুষ তাহার মুখ চাপিয়া ধরে ও তাহার মুখে কাপড় গুঁজিয়া দেয়। তাহার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং সে কষ্টে অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহার চক্ষু খোলা ছিল। সে দেখিতে পায়, দশ জন ভয়ানক আকারের লোক বারান্দার উপরে আছে; তিন জন তাহার নিকট তাহাকে ধরিয়া আছে; দুই জন দুইটা জলন্ত মশাল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; আর বাকী কয়জন মা ঠাকুরাণীর কাছে উপস্থিত। তাহাদের সঙ্গে জামা গায়ে দেওয়া, জুতা পায়ে দেওয়া, বাবু-মত একটা লোক ছিল। সে লোকটা একটা শিশি হাতে করিয়া বিধুমুখীর নাকের কাছে ধরিয়াছিল। বিধুমুখী ধনুষ্টঙ্কার-রোগীর মত চাড়া দিয়া উঠিতেছিলেন আর যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এইরূপ সময়ে বাহির হইতে রায় বাহাদুর দাদার আওয়াজ সে শুনিতে পায়। রায় বাহাদুর বলিতেছেন, "বিশুর মা, এত আলো কেন? কি হইয়াছে?" কিন্তু তাঁহাকে উত্তর দেয় কে? বিশুর মা সেই কথা শুনিয়া একবার উঠিবার চেষ্টা করে, তাহাতে ডাকাইতেরা তাহাকে ভয়ানক প্রহার করে। তাহার পর সেই বাবুটার হুকুমে চারিজন লোক দরজা খুলিয়া ফেলে। সেখানে রায় বাহাদুরের সহিত তাহাদের খুব মারামারি হইতেছে, লাঠির শব্দে তাহার এইরূপ মনে হয়। তাহার পর সে চারি জন লোক ফিরিয়া আসিয়া বলে, 'যাহাকে জব্দ করা তোমার দরকার, তাহাকে একবারে নিকাশ করিয়া দিয়াছি।' বাবুটা বলে, "বেশ করিয়াছ। এখনই এই মেয়েমানুষটাকে জুৎ করিয়া লইয়া চল।" ঘরের মধ্য হইতে একখানি কম্বল আনিয়া তাহাতেই বিধুমুখীকে জড়াইয়া লয় এবং তাঁহাকে চারিজনে হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যায়। যাইবার সময় বাকী লোকগুলা বিশুর মার পা ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রাচীরের নিকট ফুলগাছ-তলায় ফেলিয়া রাখিয়া যায়।

এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া পুলিস-সাহেব অনুমান করিয়াছেন, সেই বাবুটা হরিচরণ হওয়াই সম্ভব। সে নিশ্চয়ই ক্লোরোফর্ম্ম দিয়া বিধুমুখীকে অজ্ঞান করিয়াছে। তাহারা বিধুমুখীকে লইয়া নিশ্চয়ই নৌকাপথে চলিয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারের সহজেই কিনারা হইবে এবং বিধুমুখী যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। কেন না, হরিচরণ কখনই লুকাইয়া থাকিতে পারিবে না। সে যে যে স্থানে ঘুরিবে ফিরিবে, পুলিস তাহার সন্ধান রাখিতে বাধ্য।

পুলিসের লোকেরা কর্ত্তব্য-সম্পাদনের চেষ্টায় ফিরিতেছে। তাহাদের প্রদত্ত রিপোর্ট মতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ইচ্ছানুসারে সদর হইতে ডাক্তার সাহেব বরকুমার

বাহাদুরকে চতুর্থ দিবসে দেখিতে আসিলেন। তিনি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া ও যে দুই ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহাদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া স্থির করিলেন, রোগীর জীবনের কোনই আশা নাই। তিনি সদরে ফিরিয়া গিয়া সেই মর্ম্মে রিপোর্ট করিলে, পরদিন প্রাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আহত রায় বাহাদুরের মরণ-কালীন জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চিকিৎসকেরা আজি হরকুমার বাহাদুরের জীবনের আশা এককালেই ত্যাগ করিয়াছেন। এ পাঁচ দিন তাঁহা-দের মনে একটু একটু আশা ছিল; কিন্তু আজি প্রাতঃ-কালে তাঁহাদের আর কোনই আশা নাই এবং আজিই অপরাহ্নে এই মহদ্ব্যক্তির জীবলীলা চিরদিনের নিমিত্ত সাঙ্গ হইবে, ইহা তাঁহারা নিশ্চয়রূপে অবধারণ করিয়া-ছেন। ভিতরের ভাব যাহাই হউক, রোগীর বাহিরের ভাব আজি অনেক ভাল। তিনি এ কয়দিন সংজ্ঞাশূন্য ও নির্ব্বাক্ ছিলেন। গত শেষরাত্রি হইতেই তাঁহার সংজ্ঞা হইয়াছে এবং তিনি ধীরে ধীরে কথা কহিতেছেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া সুহাসিনী ও অন্নপূর্ণা মনে মনে প্রসন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহার আরোগ্য সম্বন্ধে অনেক আশা করিতেছেন। ডাক্তারেরা এ সকল লক্ষণ শুভ বলিয়া মনে করিতেছেন না এবং যতই বেলা বাড়ি-তেছে, ততই রোগীর শেষকাল নিকটস্থ হইতেছে বলিয়া স্থির করিতেছেন।

বেলা ৮॥ টার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট রোগীর জবানবন্দী স্বহস্তে লিখিয়া লইলেন। রায় বাহাদুরের সে উক্তি হইতে সে রাত্রির অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘটনা আলোকিত করিবার কোনই সূত্র পাওয়া গেল না। নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ ধ্বনি শুনিয়া তিনি ভবন চণ্ডীমণ্ডপ হইতে একাকী লাঠি-হস্তে বিধুমুখীর দ্বারে উপস্থিত হন। দেখিতে পান, বাটীর ভিতরে অনেক আলো জ্বলিতেছে। সদর-দরজা বন্ধ, এ জন্য ভিতরে যাইতে না পাইয়া তিনি বাহির হইতে চীৎকার করিতে থাকেন। কিয়ৎকাল পরে কয়েকজন বিকটকায় লোক দরজা খুলিয়া বাহির হয় এবং কোন প্রকার কথাবার্ত্তার পূর্ব্বেই তাঁহার মস্তকে প্রচণ্ড লাঠির আঘাত করে। সেই আঘাতেই তিনি প্রায় অজ্ঞান হন; তথাপি নিজের হস্তস্থিত লাঠির দ্বারা দুই এক ঘা মারি-বার চেষ্টা করেন; কিন্তু অনেক লাঠি ও ছুরির আঘাতে অবসন্ন হইয়া তিনি ধরাশায়ী হন ও তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া যায়। লোকগুলার কাহাকেও তিনি চিনিতে

পারেন নাই, কাহারও নাম তিনি জা
পর কি হইল, তাহাও তিনি বলিতে

রায় বাহাদুরের যখন এই অবস্
সাহেব যখন তাঁহার শেষ জবানবন্দী f
সেই সময়ে ভবসুন্দরীর বাটীর মধ্যে
একটি পুরুষ ও নারী কথোপকথন কি
আমাদের পরিচিত। পুরুষ রামচন্দ্র
নারী তাঁহারই পত্নী।

রামচন্দ্র বলিলেন, "ভাগ্যে হাজা
দিনই লওয়া হইয়াছিল, তাই ত রক্ষা
তো লোকটা মরিতে বসিয়াছে, আমাদে
দিত ?"

গৃহিণী বলিলেন, "কিন্তু আসল ব
করিয়া লইতে পার নাই ভেড়াকান্ত!
টাকা দিবে বলিয়াছিল, সেটা যদি সে
করিয়া লইতে পারিতে, তবেই তো কা

রামচন্দ্র বলিলেন, "তা আমি f
রাত্রিতেই লোকটার এত দুর্গতি হই
তখনই যাহা হয় করিয়া লইতাম।"

গৃহিণী বলিলেন, "তুমি নিতান্ত ব
কথা বলিতেছ। মানুষের শরীর, কখ
কে বলিতে পারে? কোন্ বুদ্ধিতে যে তু
তাহা আমি বলিতে পারি না। শুভ কা
করিতে হয়। এখন দেখ দেখি তোমার
কাজটাই নষ্ট হইয়া গেল।"

অনেককেই এরূপ ক্ষেত্রে যাহা করি
মোক্তার রামচন্দ্রকেও তাহাই করিতে
তিনি প্রাণপণে মাথা চুলকাইতে লাগি
যতই কৃতিত্ব থাকুক না কেন, পত্নীর নি
বোকা বনিয়া যাইতে হয় এবং হারি মানি
ইতে হয়। নিতান্ত অধোবদনে নিরুত্তর না
চন্দ্র বলিলেন, "তা পাকা করিয়া লইলেই
আমি যদি কর্ম্মে অপারগ হই বা মরিয়া যা
মাসে কুড়ি টাকা হিসাবে দিবে বলিয়াছিল
এখন কর্ম্মে অক্ষম হই নাই; আর এখনই
এমন সম্ভাবনাও কিছু দেখিতেছি না।"

গৃহিণী বলিলেন, "কে বলিতে পারে,
মরিয়া যাইবে না, এমন কথা ঠিক করিয়া
পারে না। তখন আমাদের ভাঁড় হা
করিতে হইবে। আর তোমার কাজ করা-

আগুন। সমস্ত মাস হাঁটাহাঁটি করিয়াও কুড়ি টাকা ঘরে আনিতে পার না। আমি যেই মেয়ে, তাই তোমার সংসার চলে,—দু-বেলা দু-মুঠা ভাত খাইয়া সকলে বাঁচিয়া আছে।"

রামচন্দ্রের সকল কৃতিত্ব এক কথায় উড়িয়া গেল। অনেক সবজজ, অনেক উকীল, অনেক রাজার ন্যায় উপার্জনক্ষম ব্যবসাদার, অনেক দেশবিজয়ী গ্রন্থকার প্রভৃতি অনেকেরই কৃতিত্ব এইরূপ স্থানে এইরূপ এক কথায় উড়িয়া গিয়া থাকে। ক্ষুদ্র রামচন্দ্রের উড়িয়া যাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? রামচন্দ্র বলিলেন, "তা তুমি যে লক্ষ্মী, তা কি আমি জানি না? এখন মতলব কি বল? লোকটা তো মরে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার শেষ জবানবন্দী লিখিয়া লইতেছেন। বোধ হয়, আর বড় দেরী নাই। এখন তুমি কি করিতে বল?"

গৃহিণী বলিলেন, "এখন তোমার সেই গুলীখোর ভাইকে গিয়া ধর। এই কথাটা হরকুমারের মুখ হইতে রাজার সম্মুখে যদি কোন উপায়ে সে বাহির করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে কতকটা উপায় হয়।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "চণ্ডী তো ভোর হইতে কেমন পাগলের মত হইয়া বসিয়া আছে। তাহাকে বলিয়া কোন কাজ হইবে, এরূপ বোধ হয় না। তথাপি তাহাকে বলিয়া দেখিতেছি।"

গৃহিণী বলিলেন, "একটু ভাল করিয়া বলিও। নিজে না পার, আমার নিকট তাহাকে ডাকিয়া আন। যাও, আর দেরী করিও না। যদি লোকটা এখনই মরিয়া যায়। এক তিলও যেন দেরী না হয়।"

রামচন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরলোকাগত।

জবানবন্দী লওয়া শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রস্থান করিলেন। ডাক্তারেরা আবার রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া রাজাকে একটু অন্তরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "রায় বাহাদুর মহাশয়ের জীবন যে আর অধিকক্ষণ থাকিবে, এরূপ আশা নাই। অনুমান অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সকলই ফুরাইবে।"

রাজা বলিলেন, "উত্তম। ইহসংসারে খুড়ামহাশয় আমার পরম আত্মীয়। উঁহার তিরোধানের পর যে কয়দিন আমাকে সংসারে থাকিতে হইবে, সে কয়দিন আমার অনেক অসুবিধা হইবে; কিন্তু সুবিধা অসুবিধা উভয়ই তুল্য কথা। আর আমিই বা কত দিন? অনন্ত কালের তুলনায় দীর্ঘায়ু ব্যক্তির জীবনও ক্ষণিক বলিয়াই মনে হয়। সে কথা যাউক, আপনাদের বিদ্যায় ও শাস্ত্রে এরূপ রোগের প্রতীকারার্থ যত ব্যবস্থা আছে, তাহার কোনই ত্রুটি হয় নাই তো?"

ডাক্তার বলিলেন, "কিছু না। অর্থ দ্বারা, বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা প্রতীকারের যত চেষ্টা করা যাইতে পারে, সকলই করা হইয়াছে।"

রাজা বলিলেন, "বেশ কথা। আমরা কর্ত্তব্যের দাস। ফলাফল চিন্তা না করিয়া কর্ত্তব্যসাধন করাই আমাদের ধর্ম্ম।"

এই সময়ে হরকুমার ডাকিলেন, "রাজা কোথায়?"

রাজা ব্যস্ততা সহ পীড়িতের শয্যা-সমীপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হরকুমার বলিলেন, "আমি এতক্ষণে বুঝিয়াছি, আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। একটা অননুভূতপূর্ব্ব ব্যাপার আমি অনুভব করিতেছি। বোধ হইতেছে, তাহাই মৃত্যু। তুমি আমার অপেক্ষাও জ্ঞানী ও ধর্ম্মজ্ঞ। তোমাকে আমার আর বলিবার ও শিখাইবার কিছুই নাই। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখে থাক। মা সুহাস, মা অন্নপূর্ণা, আমাকে বিদায় দেও।"

বাক্য শেষ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা ও সুহাসিনী মুখে কাপড় দিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন, রায় হরকুমার বাহাদুরের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায়। তবও রোদনধ্বনিতে যোগ দিয়া কোলাহল বাড়াইয়া ফেলিল; বিশুর মাও কসুর করিল না। আর একটা স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিয়া রোগীর পদতলে আছড়াইয়া পড়িয়া "বাবা গো" শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। সেই নারী দাসী।

তবর চণ্ডীমণ্ডপে তক্তপোষের উপর নিতান্ত উৎকণ্ঠিত-চিত্তে চণ্ডীচরণ একাকী বসিয়াছিলেন। আজি তাঁহার হাতে হুঁকা নাই; মুখেও গুড়গুড়ার শব্দ নাই; প্রাতে তিনি যে এক তোলা আফিম খাইয়া থাকেন, তাহাও আজি খাওয়া হয় নাই। উক্ত ঘটনার ঘোর তাঁহার মর্ম্মে প্রবেশ করিবার কিছু পূর্ব্বে রামচন্দ্র তাঁহার নিকটস্থ

হইলেন এবং বলিলেন, "ভায়া, যেরূপ শুনা যাইতেছে, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, রায় বাহাদুর শীঘ্রই মারা পড়িবেন।"

চণ্ডী কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে সেই হৃদয়-বিদারক সংবাদ শ্রবণ করিলেন। রামচন্দ্র আবার বলিলেন, "তাই বলিতেছিলাম কি, আমার বিষয়টা এই সময়ে তুমি যদি একটু পাকা করিয়া লইতে—"

চণ্ডী তাঁহার কথা শুনিতেছেন না দেখিয়া রামচন্দ্র আবার বলিলেন, "ভায়া, তোমাকে বড় অন্যমনস্ক দেখিতেছি। আমার বড় দরকারী কথাটা তুমি একটু মনোযোগ দিয়া শুনিলে ভাল হয়।"

তথাপি চণ্ডীচরণ নিরুত্তর। এই সময়ে বিধুমুখীর ঘর হইতে উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি আসিয়া চণ্ডীচরণের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি প্রথমে বাণবিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। তাহার পর সহসা চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "দাদা, রাজবাটীর খাজাঞ্চির নিকট আড়াইশ টাকা জমা আছে; তাহা লইয়া আপনার ছেলেদের দিবেন। আর রাজবাটীতে যে ঘরে আমার বাসা তাহাতে একটা ট্রাঙ্কে শাল, গরদ প্রভৃতি কয়েকখানি কাপড় আছে; তাহা আপনি লইয়া ব্যবহার করিবেন। আপনার অভাগা ভাই জন্মের মত আপনাকে শেষ প্রণাম করিতেছে। বউদিদিকে আমার প্রণাম জানাইবেন, ছেলে-মেয়েদের আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি।"

চণ্ডী প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, "তুমি যাও কোথা?"

চণ্ডী বলিল, "যাই কোথা? এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ দাদা? হরকুমার দাদার মৃত্যুর পর আমি কি আর মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি দাদা?"

রামচন্দ্র উঠিয়া চণ্ডীচরণকে উভয় বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। তিনি মনে করিলেন, হতভাগা চণ্ডীচরণ মরিয়া গেলে বিশেষ ক্ষতি নাই; বরং আপাততঃ আড়াইশ টাকা ও কিছু শালরুমাল হাত হয়; কিন্তু সে বিষয়ের তো কোনই সাক্ষী নাই। চণ্ডীচরণ যে আমাকে সব দিয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণ কোথায়? এ কথাটা লিখাইয়া লইতে হইবে। বোধ হয়, চণ্ডীচরণ বাঁচিয়া থাকায় লাভ বেশী।

রাজার আদেশক্রমে ডাক্তারেরা পুনর্ব্বার পীড়িতের নিকটস্থ হইলেন এবং পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়াছে।"

সুহাসিনী ও অন্নপূর্ণাকে সে স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে রাজা দুই জন পরি
আহ্বান করিলেন, তাহারা আসিয়া উভ[illegible]
বসাইল। সহসা সেই প্রকোষ্ঠ—যেন দিব্য[illegible]
হইয়া পড়িল। পার্শ্বস্থ দ্বারবিশেষের [illegible]দিয়া
এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। সকলের সম্মুখে পীড়ি
সন্নিধানে দীর্ঘকায় জ্যোতির্ম্ময় এক মহাপুরুষ
তাহার মস্তকে বিশাল জটাভার, পৃষ্ঠে এক প্র
চর্ম্ম, বাহুমূলে এক ক্ষুদ্র ঝোলা, হস্তে এক
লোহার চিম্‌টা, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, পরিধান
বহির্ব্বাস।

রাজা উমাশঙ্কর কিয়ৎকালমাত্র সেই তেজ
সীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার চরণ-সমী
হইয়া বলিলেন, "বাবা, এত দিন পরে এ অধ
আপনার মনে পড়িয়াছে? আজি আমাদে
শুভানুধ্যায়ী খুড়া মহাশয়ের সহিত পার্থি
হইয়াছে। বড় অসময়েই আপনি আমাদিগকে
চরিতার্থ করিয়াছেন।"

এই সন্ন্যাসী উমাশঙ্করের গুরু, আশ্রয়দা
পালক, মহাপুরুষ ঘনানন্দ। ঘনানন্দের অন্য
দৃষ্টি নাই; অন্য কোন বাক্য তাঁহার কর্ণগো
কি না সন্দেহ। তিনি অন্যমনে সেই মৃত ব্যা
প্রতি চাহিয়া আছেন। কিয়ৎকাল পরে সেই
মহাপুরুষ কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ বারি লইয়া
সর্ব্বশরীরে সিঞ্চন করিলেন এবং ঝোলা হ
শ্বেতবর্ণ চূর্ণপদার্থ বাহির করিলেন এবং তা
মৃতের মুখগহ্বরে সাবধানে প্রবেশ করাই
তাহার পর সেই চূর্ণ কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়প্র
করিলেন; তাহার পর আর একটু চূর্ণ লইয়া
ললাটে, চরণতলে ও করপল্লবে প্রলিপ্ত করিে
ও দীর্ঘনিশ্বাস স্তব্ধ হইল। সকলেই এই ম
মহাপুরুষের ক্রিয়া-কলাপ দেখিবার নিমিত্ত
অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

ঘনানন্দ সঙ্কেতে সকলকে নির্ব্বাক্‌ থাকি
স্বয়ং নিঃশব্দে রোগীর পার্শ্বে পৃষ্ঠস্থিত ব্যা
করিলেন এবং তাহার উপর পদ্মাসনে উপ
ধ্যানে মগ্ন হইলেন; তাঁহার লোহার চিম্‌টা
মৃতের বক্ষে ও অপর প্রান্ত স্বকীয় চরণে
দিলেন। অতি অল্পক্ষণেই তাঁহার ক
জ্যোতিষ্মান্‌ হইয়া উঠিল যে, তাহা হইে
নিঃসৃত হইবে বলিয়া বোধ হইতে লা

একাগ্রচিত্তে ও নির্ব্বাক্‌ভাবে এই দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

রায় বাহাদুরের মৃতদেহের নিরুদ্ধ শ্বাসযন্ত্র আবার স্পন্দিত হইতে লাগিল। সকলেই দেখিতে পাইলেন, রায় বাহাদুরের বক্ষস্থিত ঘনানন্দ স্বামীর দেহসংলগ্ন সেই লোহার চিম্‌টা নত ও উন্নত হইয়াছে। কিয়ৎকাল পরে হরকুমারের বাম-হস্ত স্পন্দিত হইতে লাগিল এবং তিনি ধীরে ধীরে সেই হস্ত দ্বারা সেই লোহার চিম্‌টা ধারণ করিলেন; কিন্তু চিম্‌টা তুলিতে বা নড়াইতে পারিলেন না। তাঁহার নিমীলিত নয়ন সহসা খুলিয়া গেল; তিনি মস্তক ফিরাইয়া উভয় পার্শ্ব দেখিতে লাগিলেন। রাজা, সুহাসিনী, অন্নপূর্ণা, দাসী ভব প্রভৃতি সকলকেই তিনি দেখিতে পাইলেন। তাহার পর সেই দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন ঘনানন্দ স্বামীর মূর্ত্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। তিনি উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘনানন্দ তখনও ধ্যানমগ্ন। হরকুমার একবার চেষ্টা করিলেন—কৃতকার্য্য হইলেন না। রাজা বা অপর কেহ তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না। কেন না, ঘনানন্দ স্বামীর আদেশ না পাইলে এ অসাধ্য কর্ম্মে ও অলৌকিক কার্য্যের মধ্যে কোনরূপ কর্তৃত্ব প্রকাশ করিতে তাঁহাদের সাহসে কুলায় না। হরকুমার আবার চেষ্টা করিলেন। সেবার তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল। চিম্‌টা তাঁহার দেহ হইতে সরিয়া পড়িল। হরকুমার উঠিয়া বসিলেন; বসিয়াই তিনি ঘনানন্দের চরণ উভয় হস্তে ধারণ করিলেন এবং বলিলেন, "এত দিন পরে—এই অসম্ভাবিত স্থানে মরণের পর আপনাকে দেখিতে পাইলাম।"

সন্ন্যাসী নিরুত্তর। ধীরে ধীরে তাঁহার দেহ যে অত্যধিক জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছিল, তাহা অবগত হইতে লাগিল। তাঁহার স্বাভাবিক জ্যোতি তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকিল। তখন তিনি স্বকীয় বাহুদ্বয় একবার ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন, একবার স্বকীয় দেহ সম্মুখে ও পশ্চাতে নত করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে বহুক্ষণ ধরিয়া নিশ্বাসবায়ু নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাহার পর তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "জয় সচ্চিদানন্দ হরি!"

রাজা উমাশঙ্কর ও অন্যান্য সকলে "জয় সচ্চিদানন্দ হরি" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই রব অমৃতধারা বর্ষণ করিতে [illegible] বহু দূরে প্রধাবিত হইল।

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়, কুশলে আছেন?"

হরকুমার বলিলেন, "যখন প্রভু সম্মুখে, তখন নিশ্চয়ই আমাদের পরম কুশল। কিন্তু এ স্থানে প্রভুর আগমন হইল কি প্রকারে?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "যোগেশ্বরী দেবীর অনুরোধে তাঁহার পুত্র পুত্রবধূ প্রভৃতি সকলকে দেখিবার নিমিত্ত আমি কাশীধাম ত্যাগ করিয়া অদ্যই প্রাতে সোনাপুর আসিয়াছিলাম। সেখানে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "তাহার পর এখানে আপনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আমার পক্ষে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। ইহার অপেক্ষা গুরুতর কার্য্যসাধনে যাঁহাকে সক্ষম বলিয়া জ্ঞাত আছি, তাঁহার এ কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত কেন হইব? অন্নপূর্ণা, সুহাসিনি, প্রণাম কর। চরণের ধূলা অঙ্গে প্রলিপ্ত করিয়া পবিত্র হও। খোকাকে আনিয়া ঐ পদতলে ফেলিয়া দেও।"

অন্নপূর্ণা ও সুহাসিনী আন্তরিক ভক্তির সহিত সেই দেবচরণে প্রণাম করিলেন ও তাঁহার চরণধূলা লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। দাসীরা খোকারাজাকে আনিয়া উপস্থিত করিল।

ঘনানন্দ বলিলেন, "নাতি,—নাতি বড়ই প্রিয় সামগ্রী। দেও, আমি সন্তান ক্রোড়ে ধারণের সুখ অনুভব করি।"

তখন সেই সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ উমাশঙ্করের সেই কুমারকে লইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। শোভার সীমা থাকিল না। ঘনানন্দ খোকারাজাকে বক্ষে রাখিয়া বলিলেন, "আর এ স্থানে বোধ হয় তোমাদের কোনই প্রয়োজন নাই, তোমরা এখন স্বচ্ছন্দে সোনাপুর গমন কর।"

সন্ন্যাসীর ক্রোড় হইতে শিশুকে গ্রহণ করিয়া রাজা সবিনয়ে বলিলেন, "খুড়া মহাশয়? খুড়া মহাশয় যাইতে পারিবেন কি?"

ঘনানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "কেন বাবা, তোমার খুড়া মহাশয়ের কি হইয়াছে? উঁহার দেহে চিরদিনই অসুরের ন্যায় শক্তি, এখনও তাহাই আছে। তবে দেহে কয়েকখানা ক্ষত আছে। তা বৈবাহিক মহাশয়, আমার এই কমণ্ডলুর একটু জল উহাতে মধ্যে মধ্যে প্রলেপ দিন। আশা করি, সচ্চিদানন্দ প্রভুর কৃপায় দুই তিনবার প্রলেপ দিলেই ক্ষত শুকাইয়া যাইবে। আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "এত শীঘ্র যাইবেন? আসিলেন

বলি, দুই এক দিন আমাদের সহিত অবস্থান করিবেন না কি ?"

ধনানন্দ বলিলেন, "না। গৃহমধ্যে ও গৃহী লোকের সহিত একদিনও অবস্থান করিতে আমার সাধ্য নাই। তোমরা আজি সোনাপুর যাও, কল্য তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসিলেন, "মা কোথায় ? তিনি কি আর দয়া করিয়া আমাদিগকে দর্শন দিবেন না ?"

ধনানন্দ বলিলেন; "তিনি কোথায়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না; কারণ, তিনি কখন্ কোথায় থাকেন, তাহা কে ঠিক করিতে পারে ? আমি তাঁহাকে আসিবার পূর্ব্বে কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে দেখিয়াছি। আর তাঁহার দর্শনলাভের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তিনি ইচ্ছাময়ী—ইচ্ছা হইলেই তিনি দর্শন দিবেন। আপাততঃ তাঁহার ইচ্ছায় বাধ্য হইয়া আমি এ দেশে আসিয়াছি।"

তাহার পর সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তথায় হর-কুমারবাবুর শিয়রে একটি শ্বেতপাথরের গ্লাস ছিল, ধনা-নন্দ কমণ্ডলুর সমস্ত বারি সেই গ্লাসে ঢালিয়া রাখিলেন। তাহার পর চারিদিকে হস্ত বিস্তার করিয়া উপস্থিত সক-লকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তিনি ধীরে ধীরে পশ্চাতে হাঁটিয়া দ্বারের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। সকলে বিস্মিত হইয়া কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সেই মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান হইলেন; যেন তাঁহার সেই কলেবর কোন অলৌকিক শক্তি-বলে শূন্যে মিশিয়া গেল।

সুহাসিনী বলিলেন, "দাদা, দেখ দেখ, ঠাকুর কোথায় গেলেন !"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "নিষ্প্রয়োজন; উনি দেখা না দিলে দেখা পাওয়া অসম্ভব। কল্য সোনাপুরে নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। তোমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। আমি বাহিরের ডাক্তার ও অন্যান্য লোককে খুড়া মহাশয়ের আরোগ্য-সংবাদ জানাইতে যাই।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কল্পতরু।

হুগলী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট জেনাকিন্স সাহেব অ
৩ টার সময় রাজা উমাশঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ ক
আসিয়াছেন। রাজ-বাটীর সদর-দরজায় কয়ে
কনষ্টেবল দণ্ডায়মান আছে এবং রাজার একখানি
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত
রহিয়াছে।

উপরের সর্ব্বোপকরণে সজ্জিত প্রকাণ্ড বৈঠকখ
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসনগ্রহণ করিয়াছেন; রাজা উম
ও রায় বাহাদুর হরকুমার ব্যতীত তথায় অন্য কোন
নাই। রায় বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলি
"কিন্তু যাই বলুন, আপনার বাঁচিয়া উঠা ব্যাপারটা
অদ্ভুত। আমি যখন আপনার শেষ জবানবন্দী লই,
নই বুঝিয়াছি, বড় জোর দশ পনর মিনিট আপনি বঁ
থাকিবেন। ডাক্তারেরাও আপনার বাঁচিবার কোন
আছে বলিয়া মনে করেন নাই। এরূপ জীবনল
কথা আর কখন শুনা যায় না।"

হরকুমার বলিলেন, "আমাদের দেশে বলি
'যাহার দানা-পানি না ফুরায়, কিছুতেই সে
আমার দানা-পানি এখনও আছে সাহেব।"

সাহেব বলিলেন, "সে কথা বাদ দিউন।
শুনিয়াছি; আপনার মৃত্যুর পর এক সন্ন্যাসী আ
আপনাকে বাঁচাইয়া দিয়াছেন। এ কথা কি সত্য ?

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আপনার কিরূপ বোধ হ

সাহেব বলিলেন, "কেহ মরা বাঁচাইতে পারে,
কখনই জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক বিশ্বাস করিতে
না। ঘটনাটা কি, আপনি বলুন।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান্ লো
যাহা বিশ্বাস করিতে পারে না, সেরূপ কাণ্ড ক
হইতে পারে না। অতএব আমি আর বলিব কি ?
এখন এ কথা ছাড়িয়া দিয়া, আপনি বলুন দেখি,
যূথীর সন্ধান কি হইল ?"

সাহেব বলিলেন, "পুলিস সে জন্য বিশেষ চেষ্টা ক
তেছে। এখনও কোন কিনারা হয় নাই।"

হরকুমার বলিলেন, "সাহেব, আমাকে ক্ষমা ক
বেন; আপনাদের পুলিসের চেষ্টায় কখনও কোন কিনা

হইবে বলিয়া আমার বোধ হয় না। যাহারা চোর ধরিয়া না দিলে কিছুই করিতে পারে না, দুই টাকা পাইলেই যাহাদের সুর ফিরিয়া যায়, যাহারা অকারণ নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করিবার অধিকার পাইয়াছে বলিয়া উল্লাস করে, তাহারা এরূপ ব্যাপারের কিনারা করিতে পারিবে, ইহা বিশ্বাস হয় না।"

সাহেব বলিলেন, "পুলিস সম্বন্ধে আমারও কতকটা ঐরূপ ধারণা বটে; কিন্তু তাহারা যে এ ব্যাপারের কিনারা করিতে পারিবে, তাহার ভুল নাই। স্বয়ং কমিশনার সাহেব ও পুলিসের ইন্স্পেক্টর জেনেরল এই বিষয়ের জন্য তাগিদ করিতেছেন; আমি নিজেও ইহার তদ্বিরে লাগিয়া আছি। কেবল পুলিসের উপর নির্ভর করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত নহি। আপনি সন্ন্যাসীর কথাটা —আপনার মরিয়া বাঁচার গল্পটা ঠিক করিয়া না বলায় আমি দুঃখিত হইতেছি।"

হরকুমার বলিলেন, "আবার যখন আপনি সেই কথা তুলিতেছেন, তখন বুঝিতেছি, তাহা জানিবার জন্য আপনার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে। কিন্তু সাহেব, ঠিক কথা বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিতে পারিবেন কি? আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধম পৌত্তলিক। আমরা বিশ্বাস করি, দেবতা দয়া করিলে সবই করিতে পারেন; দেবতার পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই। আমি মরিয়া গিয়াছিলাম সত্য; তাহার পর এক সন্ন্যাসীর কৃপায় আবার জীবনলাভ করিয়াছি, ইহাও সত্য।"

সাহেব বলিলেন, "বড়ই বিস্ময়ের কথা! আপনার ন্যায় বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ লোকের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া বিস্ময়ের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। সন্ন্যাসী তো একটা মানুষ। মানুষ কখন এমন কর্ম্ম করিতে পারে কি?"

হরকুমার বলিলেন, "সন্ন্যাসী মানুষ বটেন; কিন্তু মানুষ কখন কখন জ্ঞান-বলে দৈব-শক্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমরা যে সন্ন্যাসীর কথা বলিতেছি, তিনি এক সময়ে মানুষ ছিলেন; কিন্তু এখন তিনি দেবতা।"

সাহেব বলিলেন, "মানুষ ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে ভয় হয়—বোধ হয়, এরূপ কথা মনে করিলে পাপও হয়। আপনি কেন এরূপ কথা বলিতেছেন, তাহা বুঝিতেছি না।"

হরকুমার বলিলেন, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ জাতি এক প্রকার জীব-জন্তু-বিশেষ ছিলেন, এ কথা বোধ হয়, আপনি সহজেই স্বীকার করিবেন। এখন ইংরাজ জাতি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের একজন ইংরাজ এখন সহসা সমাধি হইতে উত্থিত হইলে, নিশ্চয়ই বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির ক্ষমতা ও সম্পদ্ দেখিয়া তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়াই মনে করিবেন সন্দেহ নাই। ইংরাজ জাতির এই উন্নতি—এই দেবত্ব কেবল জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধি-বলেই সাধিত হইয়াছে জ্ঞান-বলে কতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। যখন আপনারা জ্ঞান-বলে এত উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তখন উহার অপেক্ষা আর একটু অগ্রসর হইতে পারিলে, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহাও সম্ভব বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করিতে পারিবেন।"

সাহেব বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আপনার সহিত অনেক তর্ক ও বিচারের প্রয়োজন আছে। স্থূলতঃ আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিয়াছি। আজি আমার আর সময় নাই। সংক্ষেপে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। সে সন্ন্যাসীঠাকুর কোথায় থাকেন?"

হরকুমার বলিলেন, "তাঁহাকে যখন আমরা দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করি, তখন তাঁহার আর থাকিবার স্থান কি? তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র তাঁহার স্থান। তথাপি তিনি মনুষ্য; এই জন্য মনুষ্যরূপে বাস করিবার তাঁহার একটা নির্দ্ধারিত স্থান আছে। সে স্থান কাশী।"

সাহেব বলিলেন, "আপনি বিরক্ত হইবেন না; এ সম্বন্ধে অন্য সময়ে আমি আপনাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব। আপাততঃ আমি যে জন্য রাজার নিকট আসিয়াছি, তাহাই ব্যক্ত করিতেছি। রাজা বাহাদুর, আপনি গত বুধবারের কলিকাতা গেজেট পাঠ করিয়াছেন কি?"

রাজা বলিলেন, "কোন কোন অংশ পাঠ করিয়াছি। মিউনিসিপাল-আইনের যে পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার পাণ্ডুলিপি আমি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি।"

সাহেব বলিলেন, "সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিতে পারিলে হয় তো গবর্ণমেণ্টের উপকার হইত; কিন্তু এখন তাহার সময় নহে। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গেজেটে যে প্রস্তাব প্রচারিত হইয়াছে, তাহা আপনি দেখিয়াছেন কি?"

রাজা বলিলেন, "জেলায় জেলায় দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ কমিটী গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। প্রত্যেক কমিটীর সভ্য, সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতির নাম গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।"

জেনকিন্স বলিলেন, "এবারকার দুর্ভিক্ষ বড়ই

ভয়ানক আকার ধারণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। মধ্যভারতে ও দক্ষিণ-ভারতের কিয়দংশে বড়ই ভয়ানক কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। অন্নাভাবে তথায় বহু লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে এবং এক এক পরিবার একই দিনে মরিয়া রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। অনেক লোকই কেবল কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে এবং বোধ হয়, অতি অল্প কালে তাহারা কাল-গ্রাসে প্রবেশ করিবে।"

রাজা বলিলেন, "বড়ই শোচনীয় বৃত্তান্ত ; বড়ই চিন্তার বিষয়!"

জেনকিন্স বলিলেন, "এক্ষণে বঙ্গদেশে যাহাতে ঐরূপ কাণ্ড না ঘটে, এই সময় হইতেই তাহার উপায় অবলম্বন করা উচিত। প্রত্যেক জেলার ধনবান্ ও পদস্থ ব্যক্তিগণের সময় থাকিতে উপায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।"

রাজা বলিলেন, "আপনারা এ বিষয়ে কিরূপ অভি-প্রায় স্থির করিয়াছেন?"

সাহেব বলিলেন, "ছোট লাট সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক জেলার প্রধান প্রধান লোকসকল মিলিত হইয়া দুর্ভিক্ষ-সমিতি গঠন করুন এবং সেই সভা সাধ্যমত অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের জেলার দুঃখী ও অন্নহীন ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করুন। কলিকাতায় সেণ্ট্রাল কমিটী স্থাপিত হইয়াছে। সে কমিটী সম্ভবতঃ অধিক টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন। সেই কমিটী সে টাকাও আবশ্যক বুঝিয়া, জেলার কমিটীর হস্তে অর্পণ করিবেন।"

রাজা বলিলেন, "এ সকল প্রস্তাব বড়ই উত্তম। এক্ষণে মহাশয় আমাকে কি করিতে বলেন?"

সাহেব বলিলেন, "আপনাকে ছোটলাট হুগলী জেলার দুর্ভিক্ষ-সমিতির সভাপতি করিয়াছেন, ইহা বোধ হয় আপনি দেখিয়াছেন। ঐ সভার উদ্দেশ্য যাহাতে সুসিদ্ধ হয়, আপনাকে কায়মনোবাক্যে তাহার উপায় করিতে হইবে।"

রাজা বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আপনার অনুরোধ নিষ্প্রয়োজন। তথাপি আপনি যে আমাকে আমার এই কর্ত্তব্যকর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূর আসিয়াছেন, এ জন্য আমি আপনাকে বার বার ধন্যবাদ দিতেছি ও আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমি সভার কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইব, এ কথা বলাই বাহুল্য।"

সাহেব বলিলেন, "আপনার বাক্যে বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম। আমরা আপনার নিকট যেরূপ সাহা[য্য] প্রত্যাশা করি, তাহা বলিতেছি। আপনি দুর্ভিক্ষ[নিবা]রণার্থ পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য করিবেন, ইহাই [আমা]দের প্রার্থনা। আমরা স্থির করিয়াছি, লক্ষ মু[দ্রা সংগ্রহ] করিলে এ জেলার লোক কোন প্রকারেই [দুর্ভিক্ষ]-জনিত কষ্ট অনুভব করিতে পারিবে না। আপনি [দিলে অল্প দিনের] মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে, যত্ন করিয়া আর [পঞ্চাশ] হাজার টাকা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা যাই[বে।"]

রাজা বলিলেন, "ভারতবর্ষ ব্যা[পিয়া] দু[র্ভিক্ষের] প্রকোপ দৃষ্ট হইতেছে। আপনি পূর্ব্বেই বলি[য়াছেন,] মধ্যভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে কোন কোন স্থানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সে সকল [দুর্ভিক্ষ]-ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণও আমাদের ভাই। কেবল হুগলী[র] দুর্ভিক্ষ লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলিবে কেন?"

সাহেব বলিলেন, "এইরূপে প্রত্যেক জেলার [লোক] যদি চেষ্টাবান্ হন, তাহা হইলে বঙ্গের কোন [স্থানে] দুর্ভিক্ষ হেতু মনুষ্য বিশেষ কষ্ট পাইবে না ; তা[হা হইলে] আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

রাজা বলিলেন, "কিন্তু কেবল বঙ্গদেশ রক্ষা [করিলেই] ভারত রক্ষা করা হইবে না ; কেবল আপনার [জেলা রক্ষা] করিলেই বঙ্গদেশ রক্ষা করা হইবে না ; কেবল [আপনার] গ্রাম রক্ষা করিলেই আপনার জেলা রক্ষা কর[া হইবে] না ; কেবল আপন পরিবার ও আশ্রিতগণ[কে রক্ষা] করিলেই আপনার গ্রাম রক্ষা করা হইবে না। [আমার] বিবেচনায় দুর্ভিক্ষ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার [জন্য] কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করা অনুচিত। সমস্ত ভারতবর্ষ[ই আমা]-দের লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

সাহেব বলিলেন, "আপনার কথা ঠিক। কি[ন্তু কার্য্য]-ক্ষেত্র ততদূর বিস্তৃত করিতে আমাদের সাম[র্থ্য নাই।] আমরা লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে বলিয়া [চিন্তিত] হইতেছি ; কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য ব্যবস্থা [করিতে] হইলে হয় তো কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন [হইবে।] তাহার উপায় কোথায়?"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "তাহার উপায় হই[বে না, এ] কথা বলা যায় না। এরূপ বিপদে দেশের [সকলে] সাহায্য করিলে টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব ব[লিয়া মনে] করিবার কোনই কারণ নাই। সে যাহা হউ[ক, আমি] বলিতেছি, আপনারা যেরূপ সমিতি-গঠনে[র চেষ্টা] করিতেছেন, তাহা করুন। আমাকে সেই স[মিতির সভা]-পতি করিয়া আপনারা যে সম্মান প্রদর্শন ক[রিয়াছেন]

তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি সেই সমিতির কার্য্যে যথা-সাধ্য পরিশ্রম ও যত্ন করিতে সম্মত আছি। কিন্তু হুগলী জেলায় এখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই; বঙ্গদেশেও তাহার ভয়ানক হুঙ্কারধ্বনি এখনও উপস্থিত হয় নাই। অচিরে এ দেশে তাহার আগমন সম্ভাবিত। এই সম্ভাবিত বিপদ্‌নিবারণের জন্য আমরা অর্থ-বল লইয়া বসিয়া থাকিব; অথচ অন্যদিকে আমাদের ভাই-ভগ্নীরা দলে দলে দুর্ভিক্ষের আক্রমণে প্রাণ হারাইতেছে এবং দুর্ভিক্ষ অন্যান্য স্থানে ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছে! আমরা তাহার প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া বঙ্গদেশের সম্ভাবিত বিপদ্‌নিবারণের নিমিত্ত স্থিরভাবে অপেক্ষা করিব এবং তাহা হইলেই আমাদের কর্ত্তব্যের শেষ সীমা বোধ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিব, এরূপ সঙ্কীর্ণ-নীতির আমি পক্ষপাতী নহি।"

সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি তাহা হইলে কি করিতে চাহেন?"

রাজা বলিলেন, "আমি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ভারতের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানসমূহে সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিতে বাসনা করি।"

সাহেব বলিলেন, "গবর্ণমেণ্ট তাহারই আয়োজন করিতেছেন।"

রাজা বলিলেন, "উত্তম কথা। আমরাও হয় সেই অনুষ্ঠানের সহায়তা করিব বা স্বাধীনভাবে স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করিব. ইহাই আমার মনের অভিপ্রায়।"

সাহেব বলিলেন, "আপনার মনের ভাব আমি প্রণিধান করিয়াছি। আমি বাঙ্গলার ছোটলাটের নিকট আপনার এই অভিপ্রায় জানাইব মনে করিয়াছি। সে সঙ্গে অবশ্য ইহাও বিজ্ঞাপন করিব যে, জেলার সমিতিতে আপনি হৃদয়ের সহিত কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। অবিলম্বে ভারতের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থান সমূহে গবর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠিত সাহায্য-ভাণ্ডারের সহিত একযোগে অথবা স্বাধীনভাবে অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করাই আপনার বাসনা। দুর্ভিক্ষনিবারণার্থ আপনি কত টাকা দিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহাও আমার জানিতে পারা আবশ্যক। লাট সাহেবকে আপনার প্রস্তাবের সহিত সে কথাও জানান উচিত। গবর্ণমেণ্টে আপনার যেরূপ মান এবং আপনি যেরূপ বিস্তারিত ব্যাপারের প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য না করিলে কখনই ভাল দেখাইবে না।"

রাজা একটু চিন্তা করিতে লাগিলেন। সাহেব তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া বলিলেন, "পঞ্চাশ হাজার টাকা বড় বেশী বলিয়া আপনি মনে করিতেছেন কি? বাস্তবিক একজন মনুষ্য অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও একটা কার্য্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে অসুবিধা বোধ করিতে পারেন। যদি এত টাকা দিতে আপনার ঠিক সুবিধা না হয়, তাহা হইলে আপনি যাহা সুবিধা বোধ করেন, তাহাই প্রস্তাব করুন। গবর্ণমেণ্ট সাদরে তাহাই গ্রহণ করিবেন। আমি এ জন্য কোন জেদ করিতেছি না জানিবেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "পঞ্চাশ হাজার টাকা অনেক এবং তাহা দিতে আমার অসুবিধা হইবে বলিয়া আমি চিন্তা করিতেছি না। আমি ভাবিতেছি, এরূপ বৃহদ্ব্যাপারে এত কম টাকা দিলে চলিবে কেন? আমি এ জন্য কত টাকা ব্যয় করিব মনে করিয়াছি, তাহা মহাশয়কে বলিতেছি। রাজবাটীর তহবিলে সম্প্রতি ছয় লক্ষ টাকা মজুত আছে। সেই টাকা সমস্তই আপাততঃ এই কার্য্যে খরচ হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা। যখন তাহার পর আবার টাকার অপ্রতুল হইবে, তখন আমাদের তহবিলে যে সাড়ে চারি লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া এই জন্য ব্যয় করিতে হইবে; সুতরাং আপাততঃ সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা দিবার নিমিত্ত আমি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। কিন্তু এ বিষম বিপদ্ সাড়ে দশ লক্ষ টাকায় নিবারিত হইবে কি? আপনি যে কার্য্যের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় তাহাতে বাস্তবিকই অনেক কোটি টাকা লাগিবারই সম্ভাবনা। যদি চেষ্টা করিয়া তত টাকা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে, অথচ কার্য্য কিছুই হইবে না। তখন আমার স্ত্রীর অলঙ্কার, রাজবাটীর আসবাব, গাড়ী, ঘোড়া, হাতী সকলই বিক্রয় করিতে হইবে। তাহাতে অন্ততঃ দুই লক্ষ টাকা হইবে। সে টাকাও এ কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে।"

সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া, হস্তদ্বয় বিস্তার করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "বলেন কি? আপনি দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য প্রথমে ছয়, পরে সাড়ে চারি লক্ষ টাকা সত্যই দান করিবেন?"

রাজা বলিলেন, "ইহাতে আপনি এত আশ্চর্য্যজ্ঞান করিতেছেন কেন?"

সাহেব এ কথার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আর তাহার পর গাড়ী, ঘোড়া, হাতীর

অলঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া আরও দুই লক্ষ টাকা দিবেন ?”

রাজা বলিলেন, “কেন দিব না ? সাহেব, ধন রাখিয়া কি ফল ? যদি এরূপ সময়ে আপনার লোকের দুঃখ-নিবারণ জন্য তাহা ব্যয় না করা যায়, তাহা হইলে কখন্ তাহা ব্যয় করিব ? সে কথা যাউক, যে প্রয়োজনীয় কথা চলিতেছে, তাহা অগ্রে শেষ করা আবশ্যক। যদি এইরূপে প্রায় বারো লক্ষ টাকা খরচ করিয়াও কোন কাজ না হয়, তখন কাজেই আমাদের জমীদারী বিক্রয় করিতে হইবে। এই সম্পত্তির আয় সাত লক্ষ টাকা। সাত লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিক্রয় করিলে অন্ততঃ এক কোটি টাকা হইতে পারে। সে সমস্ত টাকাই দুর্ভিক্ষ-নিবারণের নিমিত্ত ব্যয় করিতে হইবে।”

সাহেব এখনও দণ্ডায়মান; এখনও অতীব বিস্ময় সহকারে রাজার মুখের প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। রাজা নিরস্ত হইলে সাহেব বলিলেন, “আপনার কথা শুনিয়া আমার মনে তিনটি কথার উদ্ভব হইয়াছে। হয় নানাপ্রকার চিন্তায় বা অন্য কারণে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে; না হয় স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের প্রতি আপনি একান্ত মমতা-শূন্য; না হয় ধন কি অপরিসীম আদরের বস্তু, তাহা আপনি জানেন না।”

রাজা ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন, “আপনার কোন কথাই ঠিক নহে। আমার মস্তিষ্ক একটুও বিকৃত হয় নাই; এ সকল প্রসঙ্গ উত্থিত হইবার পূর্ব্বে আপনি আমার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন; তন্মধ্যে মস্তিষ্ক-বিকারের কোন-না কোন লক্ষণ অবশ্যই দেখিতে পাইতেন। আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের প্রতি যথেষ্ট মমতা আছে; কিন্তু সে মমতার প্রাবল্যে পৃথিবীর তাবৎ লোকের চিন্তা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, এইরূপ স্বার্থময় ভাব কখনই আমার হৃদয়ে নাই। ধন যে অপরিসীম আদরের বস্তু, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; কেন না, কেবল ধনই অনেক সময়ে দুঃখীর দুঃখ-নিবারণে সমর্থ।”

সাহেব বলিলেন, “আপনি এ সম্বন্ধে আপনার আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা বলিতে হয়, বলিবেন।”

রাজা বলিলেন, “এ সংসারে আমার প্রধান আত্মীয় আমার সম্মুখেই বসিয়া আছেন। যদি আমার প্রস্তাবে একটুও অসম্মতি থাকিত, তাহা হইলে খুড়া মহাশয় নিশ্চয়ই আপত্তি করিতেন।”

সাহেব বলিলেন, “রায় বাহাদুর, আপনিও কি রাজা বাহাদুরের এই অসঙ্গত প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছেন ?”

হরকুমার বলিলেন, “আমি রাজার এ প্রস্তাবের বাধ করিবার কোনই কারণ দেখিতেছি না। রা[illegible] নিজ সম্পত্তি এইরূপে দান করিয়া সন্তোষ লাভ[illegible] কেন আমি তাহাতে বাধা দিব ?”

সাহেব বলিলেন, “রাজা বাহাদুর, আপনি এ[illegible] রাণীর সহিত পরামর্শ করিবেন।”

রাজা বলিলেন, “কয় দিবস পূর্ব্বে[illegible] সহিত আমার এ সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। [illegible] বলেন, যথাসর্ব্বস্ব এই কার্য্যে ব্যয় [illegible] হইবে।”

সাহেব বলিলেন, “তবে আমি নিরুপায়। আবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। কয়েক দি[illegible] আপনার এই অসাধারণ দান-কাণ্ডের কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিব।”

রাজা বলিলেন, “আমার সানুনয় প্রার্থনা, অ[illegible] তুচ্ছ কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন না। সামান্য কার্য্যের জন্য গেজেটে ধন্যবাদের প্রা[illegible] অধিকতর সম্মান বা উপাধির ভিক্ষুক নহি; গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া দান করিতে আ[illegible] করি না। আমি ইচ্ছা করিতেছি, হিমালয় [illegible] কুমারিকা পর্য্যন্ত যাবতীয় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানে[illegible] স্থাপন করিব; সেই সেই স্থানে যত দিন দুর্ভিক্ষ[illegible] হয় এবং যত দিন আমার অর্থ নিঃশেষ না হয়, পর্য্যন্ত সেই সকল সত্রে অন্নহীন জনগণ ভোজন[illegible] প্রত্যেক স্থানেই শান্তিরক্ষার নিমিত্ত, আইনের[illegible] রাখিবার নিমিত্ত এবং অন্যান্য নানা কারণে[illegible] হয় তো রাজপুরুষগণের সহায়তা আবশ্যক হইবে[illegible] দয়া করিয়া তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে[illegible] বিহিত আদেশ প্রচার করিয়া দিলে আমি যার[illegible] উপকৃত ও বাধিত হইব।”

সাহেব বলিলেন, “গবর্ণমেণ্ট অতিশয় সন্তো[illegible] এ বিষয়ে আপনার সহায়তা করিবেন সন্দেহ না[illegible] সহজেই তাহার সুব্যবস্থা করিতে পারিব[illegible] আপনি এ বিষয়ে আর একবার চিন্তা করিয়[illegible] ভাল হয়।”

রাজা বলিলেন, “আমার চিন্তা সমাপ্ত হইয়া[illegible] হইতেই আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। বৃথা বাক্যে[illegible] সময় নষ্ট করিতে আমার ইচ্ছা নাই।”

সাহেব বিহিত-বিধানে রাজা বাহাদুর ও র[illegible] দুরের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম খণ্ড- রূপান্তর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনাসক্তি।

কাশীর দশাশ্বমেধ-ঘাটে প্রাতঃকাল হইতে স্নানার্থী নর-নারীর সংখ্যা করা ভার। কত ভাবের কত লোকই যে নিরন্তর আসিয়া পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীতে দেহ নিমজ্জন করিয়া পুণ্য-সঞ্চয় করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত লোক প্রবঞ্চনা বা অত্যাচার দ্বারা পরস্বাপহরণ করিয়া, অভিনব প্রতারণার ক্ষেত্র কল্পনা করিতে করিতে গঙ্গাস্নান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে; কত ব্যক্তি হয় তো সমস্ত রাত্রি পরনারীর সহিত রঙ্গরসে প্রমত্ত থাকার পর প্রাতে গঙ্গাবগাহন করিয়া সমস্ত পাপ-পঙ্ক প্রক্ষালন করিতেছে; কত জন নূতন নারী দর্শন বা কোন নবীনার চিত্তাপহরণ করিবার বাসনায় যথাসময়ে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছে; কত মহাত্মা গঙ্গাস্নান সমাপ্ত করিয়া পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের জগদ্বিখ্যাত গঙ্গাস্তব পাঠ করিতে করিতে স্নান-নিরতা নারীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন; কত জন ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিতে করিতে অথবা উপবীত ধরিয়া জপ করিতে করিতে কোন লক্ষিতা নারীবিশেষকে কোন সঙ্কেত জ্ঞাপন করিতেছেন। যে নারী ব্যভিচারিণী, যে নারী ভ্রূণহত্যা করিয়া আপনার পাপ-প্রবৃত্তির নিদর্শন প্রক্ষালন করিয়াছে, যে নারী পাপের সাগরে ভাসিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারাও গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্রতা সঞ্চয় করিতেছে। কাশীতে গঙ্গাস্নানের বিরাম নাই; বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদর্শনেরও অভাব নাই; সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাতীত পাপ ও দুষ্কর্ম্মেরও অবধি নাই।

পাপাসক্তের সংখ্যা অনেক হইলেও এ স্থানে যে নির্ম্মল-স্বভাব লোকের সমাগম হয় না, এমন নহে। কদাচিৎ দুই একটি সাধু পুরুষ ও বর্ষীয়সী নারী প্রকৃত সাত্ত্বিকভাবে ও পবিত্রচিত্তে গঙ্গাস্নান করিতে না আইসেন, এমন নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

অন্নপূর্ণার পিতা নীলরতন-বাবু বেলা সাড়ে আটটার সময় গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছেন। আধ ঘণ্টায় তাঁহার স্নানাদি কার্য্য শেষ হইল। তিনি গরদ পরিয়া, গায়ে উত্তরীয় দিয়া এবং গামছায় ভিজা কাপড় জড়াইয়া লইয়া গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিলেন। কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হওয়ার পর এক কৃষ্ণকায় স্থূল-কলেবর ও কুৎসিতদর্শন পুরুষ তাঁহার নেত্রপথবর্ত্তী হইল। নীলরতন-বাবু দর্শন-মাত্র সেই পুরুষকে চিনিতে পারিলেন এবং আগ্রহসহকারে ডাকিলেন, "শ্যামলাল-বাবু! দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার সহিত অনেক কথা আছে, শুনুন।"

সেই পুরুষ শ্যামলাল। তিনি ব্যস্ততাসহ অবনত-মস্তকে চলিয়া যাইতেছিলেন। আহূত হইয়া তিনি আহ্বানকারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং নীলরতন-বাবুকে চিনিতে পারিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে নীলরতন-বাবুর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয় আমাকে ডাকিতেছিলেন? আপনি ভাল আছেন? আপনার বাটীর সমস্ত কুশল?"

নীলরতন-বাবু বলিলেন, "হাঁ। আমি আপনাকে অনেক সন্ধান করিতেছি। আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন?"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমি এত দিন নানা স্থানে ঘুরিয়াছি। অনেক দিন দেশে দেশে ফিরিয়া সম্প্রতি আমি কাশী আসিয়াছি। মহাশয় আমাকে এত সন্ধান করিতেছিলেন কেন?"

নীলরতন বলিলেন, "সে অনেক কথা। রাস্তায় দাঁড়াইয়া বলিবার সুবিধা হইবে না বোধ হয়। আপনি কৃপা করিয়া যদি একবার আমার বাটীতে আইসেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আমার বাসস্থান তো নিকটেই।"

শ্যামলাল বলিলেন, "চলুন।"

নীলরতন-বাবুর সেই পূর্ব্বপরিচিত ভবনে উভয়ে প্রবেশ করিলেন। বৈঠকখানার দ্বার খোলা ছিল।

শ্যামলালকে আদর করিয়া নীলরতন-বাবু সেই স্থানে বসাইলেন। যে স্থানে বিবিধ অকাট্য প্রমাণ-প্রয়োগ করিয়া হরকুমার-বাবু শ্যামলালের বিষয়-বিভব তাঁহার হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছেন, যে স্থানে বহু ভদ্র-লোকের সমক্ষে তিনি স্পষ্টরূপে শ্যামলালের নিন্দনীয় জন্মকাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছেন, বহুদিন পরে শ্যামলাল পুনরায় সেই স্থানে উপবেশন করিলেন।

নীলরতন-বাবু স্নানের পর শয্যায় বসিতে ইচ্ছা করিলেন না। অদূরে একখানি কাষ্ঠাসন পড়িয়া ছিল, তাহার উপর উপবেশন করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি কি ভাবে আছেন? কোথায় আছেন? কিরূপে চলিতেছে? এই সকল সংবাদ জানিবার নিমিত্ত আমরা অনেকেই বিশেষ আগ্রহান্বিত আছি।"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমার জন্য কাহারও ভাবিবার কোন দরকার দেখি না; কেন না, আমার ন্যায় ব্যক্তির সহিত সংসারের কোন সম্বন্ধ থাকা উচিত নহে; আমি বাঁচিয়া থাকিলে কাহারও কোন লাভ নাই, মরিয়া গেলেও কাহারও কোন ক্ষতি নাই। আমি ভিক্ষা করিয়া খাই। এত দিন ভিক্ষা করিয়া খাইতে খাইতে বহু দেশ পর্য্যটন করিয়াছি, এখনও ভিক্ষা করিয়া খাইতেছি।"

নীলরতন বলিলেন, "আপনি ভিক্ষা করিয়া খান কেন?"

শ্যামলাল বলিলেন, "আর কি করিব? লেখাপড়া শিখি নাই; সুতরাং আমার দ্বারা কোন কাজ-কর্ম্ম হওয়া সম্ভব নহে। দেহ অকর্ম্মণ্য, সুতরাং কোন শ্রমের কাজ করিতেও আমি অক্ষম; কখন অভ্যাস না থাকায় কোন কঠিন কাজও আমি করিতে পারি না। এরূপ লোকের পক্ষে ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভিন্ন আর উপায় কি আছে?"

নীলরতন বলিলেন, "আপনি স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য আপনার আত্মীয়গণ ব্যাকুল আছেন। রাজা উমাশঙ্কর আপনার জন্য অনেক সন্ধান করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তিনি নানা স্থানে আপনার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলেন। অনেক স্থানে রাজার লোক এখনও মহাশয়ের সন্ধান করিতেছে; কাশীতে সন্ধান করিবার জন্য আমার উপর ভার ছিল। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি। এত দিন পরে দৈবাৎ আজি আপনার সাক্ষাৎ পাইয়া সুখী হইলাম। আমি অদ্যই রাজাকে সংবাদ পাঠাইতেছি; নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে রাজার লোকজন আসিয়া আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে অথবা আপনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপে আপনার সকল সুব্যব[স্থা করিয়া] দিবে।"

শ্যামলাল বলিলেন, "আপনি রাজাকে আ[মার সংবাদ] লিখিতে ইচ্ছা করেন, লিখিতে পারেন। তাঁহা[কে আমার] অসংখ্য প্রণাম জানাইবেন এবং এ অধমে[র ...] রাখিতে বলিবেন; কিন্তু তাঁহার কো[ন ...]হা[...] প্রয়োজন নাই।"

নীলরতন বলিলেন, "কেন? আপনি [ভিক্ষা করিয়া জীবন-]যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। রাজা সংবাদ [পাইলে] আপনার স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে জীবিকাপা[র্জনের ব্যবস্থা] করিয়া দিবেন। ইহাতে আপনি অসম্মত হইতে[ছেন কেন?"]

শ্যামলাল বলিলেন, "আমি এ অবস্থায় স[ুখে] আছি। আমার কোন কষ্ট নাই; সুতরাং রাজ[ার সাহায্য] অনাবশ্যক।"

নীলরতন বলিলেন, "ভিক্ষা করা ক্লে[শকর] কর্ম্ম। তাহার অপেক্ষা সাহায্য-গ্রহণ অনেক ভ[াল।"]

শ্যামলাল বলিলেন, "যাহার এ সংসারে [...] অথচ কোন কার্য্য করিয়া জীবনপাত করি[বার] সাধ্য নাই, ভিক্ষা ভিন্ন তাহার আর উপায় [...] রাজার নিকট সাহায্য লইলেও ভিক্ষা লও[য়া হয়।] যখন কোন প্রকারে জীবন চলিয়া যাই[তেছে, তখন] তাঁহার সাহায্য লইবার আবশ্যক কি?"

নীলরতন বলিলেন, "রাজা মনে ক[...] সম্পত্তির আয় হইতে স্বচ্ছন্দরূপে জীবনযা[ত্রা নির্ব্বাহ] করিতে আপনার অধিকার আছে। আপনি [...] সাহায্য ভিক্ষা বলিয়া মনে করিতেছেন?"

শ্যামলাল বলিলেন, "তাঁহার সম্পত্তি ভো[গ করিতে] ধর্ম্মমতে, ন্যায়মতে আমার কোনই অধি[কার নাই।] রাজা পরম দয়ালু—মহাত্মা। তিনি কৃপা কর[িয়া] নানাপ্রকার অনুগ্রহ করিতে প্রস্তুত আ[ছেন।] তাঁহার সাহায্য লইলে যে ভিক্ষা লওয়া হইবে, [তাহাতে সন্দেহ] নাই। এক প্রকার ভিক্ষায় আমার চলিয়া [যাইতেছে,] তবে আর তাঁহাকে ত্যক্ত করিব কেন? যদি [...] অসুবিধা হয় বা বিশেষ অভাব হয়, তখন অ[বশ্য] তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিব। আপাততঃ [...] প্রয়োজন নাই।"

নীলরতন বলিলেন, "আপনি রাজার সা[হায্য গ্রহণ করিতে] ইচ্ছা না করেন, আমার সাহায্য গ্রহণ ক[রিতে পারেন] তো? কাশীতে যখন আপনি ভিক্ষা করিয়া [খাইতেছেন,] তখন আমার নিকট সাহায্য লওয়ায় ক্ষতি কি[?"]

শ্যামলাল বলিলেন, "এখনও কোন দরকার হয় নাই। কাশীতে থাকিলে হয় তো কোন না কোন দিন মহাশয়ের নিকট ভিক্ষা লইতে হইবে। আমি আবশ্যক হইলে নিশ্চয়ই মহাশয়ের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিব।"

নীলরতন বলিলেন, "আপনার নিকট আর কে আছে ?"

শ্যামলাল বলিলেন, "কেহ না। এ সংসারে আমার কেহ নাই ; কাছে কে থাকিবে ?"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষার পর আপনাকেই পাক করিয়া খাইতে হয় ?"

"কাজেই।"

"সেও তো একটা বড় কষ্ট। আপনি কৃপা করিয়া প্রতিদিন এই স্থানে আসিলে বা যেখানে আপনি থাকেন, চিনাইয়া দিলে সেই স্থানেই পাক করা অন্নাদি ভোজন করিতে পান। ইহাও কি আপনি ভাল বলিয়া মনে করেন না ?"

শ্যামলাল বলিলেন, "এ ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। কিন্তু আমি কাহারও নিয়মিত গলগ্রহ হইতে ইচ্ছা করি না। যদি আমার নিতান্ত অচল হয়, তখন অবশ্যই মহাশয়কে এ কথা জানাইব।"

নীলরতন বলিলেন, "ভাল, এ ব্যবস্থা যদি আপনার ভাল না লাগে, তাহা হইলে কাশীর নানা স্থানে অনেক সত্র আছে। তাহার যে কোন স্থানে আমি আপনার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি, তাহাতে তো আপনার মনে কোনই সঙ্কোচ হইতে পারে না। কারণ, সেখানে পরকে দিবার নিমিত্তই অন্নাদি প্রস্তুত হয়। আপনি অনুমতি করিলে আমি সহজেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি।"

শ্যামলাল বলিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নহে ; কিন্তু এ কথা আমি আপনাকে পরে জানাইব। আপনি অনেকক্ষণ স্নান করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে আহ্নিকাদি করিতে যান। আমি আর একদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

নীলরতন বলিলেন, "আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এখানে আপনি কোথায় থাকেন ?"

শ্যামলাল বলিলেন, "চক ছাড়াইয়া মুড়ারইগ্রামের দিকে যাইতে রাস্তার বাম-ধারে একটি ভাঙ্গা বাড়ী আছে, বাড়ীর মালিক একজন হিন্দুস্থানী মহাজন। তিনি দয়া করিয়া আমাকে একটি নীচের ঘরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। আমি সেইখানেই থাকি।"

নীলরতন বলিলেন, "বোধ হয়, চেষ্টা করিলে সে স্থান আমি ঠিক করিয়া লইতে পারিব। আপাততঃ আমি একটা অনুরোধ করিতেছি। অদ্য বেলাও বেশী হইয়াছে ; আপনার ভিক্ষা করাও হয় নাই। আপনি এ বেলা আমার বাটীতে আহার করিলে বড়ই সুখী হইব।"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমার প্রতি আপনার দয়ার সীমা নাই। আজি আমার ভিক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আহারের জন্যও কোন চিন্তা নাই গত কল্য আমি না বুঝিতে পারিয়া অনেক ভাত রাঁধিয়াছিলাম ; তাহা আমি খাইয়া উঠিতে পারি নাই। এখনও অনেক অন্ন হাঁড়িতে আছে। কাজেই আজি আর কোন প্রয়োজন নাই। আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমার যে দিন অভাব হইবে বা বিশেষ অসুবিধা হইবে, আমি সেদিন আসিয়া প্রথমেই মহাশয়কে জানাইব। আপাততঃ আমি বিদায় হই।"

নীলরতন বলিলেন, "কাজেই আমি আর কি বলিব ? আপনি কোন প্রকারেই আহারাদি করিতে সম্মত হইলেন না। কিছু টাকা-পয়সার নিশ্চয়ই আপনার প্রয়োজন আছে। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপাততঃ দুই চারিটি টাকা লইয়া যান।"

শ্যামলাল বলিলেন, "কোন দরকার নাই। পয়সায় আমার তো কখনই দরকার হয় না। প্রয়োজন হইলে আমি মহাশয়ের নিকট সকলই চাহিয়া লইব। আপাততঃ বিদায় হই।"

শ্যামলাল প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। নীলরতন বলিলেন, "বড় দুঃখের সহিত আপনাকে বিদায় দিতেছি। আমি কি করিব ? আমার কোন সাহায্যই আপনি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। সত্রের বিষয়টা চেষ্টা করিব কি না, তাহাও আজি জানিতে পারিলাম না। আপনার সহিত যে আবার দেখা হইল, ইহাও সুখের বিষয়। আমি রাজাকে এখনই আপনার সংবাদ লিখিয়া পাঠাইব। তাঁহার নিকট হইতে যে উত্তর আইসে, তাহাও আপনাকে জানাইব। আপনি কৃপা করিয়া সময়ে সময়ে দেখা-সাক্ষাৎ করিলে সুখী হইব।"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমি কোন সাহায্য লইলাম না বলিয়া আপনি দুঃখ করিবেন না। আমার সকল বিপদেই আমি আপনার শরণাগত হইব। সত্রের কথা আমি শীঘ্র আপনাকে জানাইয়া যাইব। রাজার নিকট আমার কথা না লেখাই ভাল। তবে যদি নিতান্ত লিখিতে হয়, তাহা

হইলে তাঁহার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইতে ভুলিবেন না।"

শ্যামলাল পুনরায় প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই বিস্ময়াবহরূপে পরিবর্ত্তিত ব্যক্তির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে নীলরতন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভিক্ষুক।

শ্যামলালের আবাসে ফিরিয়া আসিতে অনেক বেলা হইয়া গেল; কিন্তু সে জন্য তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই। আজি আর তাঁহার ভিক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কল্য তিনি ভিক্ষা করিয়া যে অন্ন পাক করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আহার হওয়ার পরও হাঁড়িতে যথেষ্ট ভাত রহিয়া গিয়াছে; সুতরাং আজি আর চাউলের প্রয়োজন নাই; পাক করিবারও প্রয়োজন নাই।

শ্যামলাল যে স্থানে বাস করিতেছেন, তাহা অতি কদর্য্য। ঘরটি অন্ধকার, সেঁতা এবং অত্যন্ত মলিন। সেই ঘরের মেজের উপর একখানি দরমা পাতা আছে, তাহাই শ্যামলালের শয্যা। কতকগুলি খড় তাঁহার বালিশ। ঘরের এক প্রান্তে একটি উনান আছে; তাহাতেই শ্যামলাল পাক করেন। একদিকে একটি হাঁড়ি ও একখানি সরা ঝুলান থাকে। ঘরের একদিকে একটি মাটীর কলসী আছে; তাহাতে জল থাকে। কলসীর নিকটে দুইটি মাটীর ভাঁড় পড়িয়া আছে। একদিকে একটু দড়ির উপর শ্যামলালের একখানি ছিন্ন মলিন বস্ত্র ও তদ্বৎ উড়ানি এবং একখানি গামছা আছে। এক কোণে একটি প্রদীপ আছে, তাহাতে তৈল বা সলিতা কিছুই নাই। এতদ্ব্যতীত শ্যামলালের ঘরে কোন আসবাব নাই বা মূল্যবান্ কোন সামগ্রী নাই। এক সময়ে যাঁহার প্রতাপে ও অত্যাচারে লোক কম্পান্বিত ছিল, যাঁহার ভোগ ও বিলাসিতার শেষ ছিল না, শত শত লোক যাঁহার পরিচর্য্যা করিত, আজি সেই শ্যামলাল-বাবু এইরূপ হীনাবস্থায় ও দুর্দ্দশায় অম্লানভাবে ও সন্তুষ্ট-মনে কালপাত করিতেছেন।

এই কদর্য্য আবাসে অনেক বেলায় শ্যামলাল ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, এক অস্থিচর্ম্মাবশেষ, রিক্তাভরণ স্ত্রীলোক তাঁহার সেই গৃহদ্বারে দেয়ালে ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে। শ্যামলাল তাহাকে দেখিয়া জি

"তুমি কে? এখানে কেন বসিয়া আছ?"

স্ত্রীলোক তখন চক্ষু মুদিয়া ছিল; শ্যামলা শুনিয়া সে নয়ন উন্মীলন করিল এবং কাত লালকে একটা প্রণাম করিয়া বলিল, "[illegible]কে পারিতেছেন না? চিনিতে পারিবার আর উপায় নাই। আপনার দোষ কি? আমি আপনার দাসী।"

শ্যামলাল বলিলেন, "সারদা, তোমার হইয়াছে? কোথায় থাক তুমি? কেন তোম অবস্থা হইল?"

সারদা বলিল, "সকল কথাই বলিতেছি। কাতর। ধীরে ধীরে কথা বলিতে হইবে। আমা কথা আপনার নিকট লুকাইয়া কি করিব? ত না জানেন? হরিচরণ আমাকে ছাড়িয়া যায়। ত আমাকে পাপের ব্যবসা করিয়া থাকিতে হয়। অ চলিয়া যাই। সেখানে এক পুরুষের সহিত আমার হয়। সে আমাকে আবার কাশী লইয়া আইসে তিন চারি মাস থাকার পর আমার কঠিন সেই সময় সেই পুরুষ আমার অলঙ্কার, টাকা-ক ছিল, সকলই লইয়া পলাইয়া যায়। আমা কষ্ট আছে বলিয়া আমি ভাল হইয়া উঠি; করি, এমন সম্বলও আমার নাই। যে বাটীতে ছিলাম, সে বাড়ীওয়ালী আমাকে তাড়াইয়া শুনিয়াছি, আপনি এখানে আছেন। অতি কষ্টে নিকট আসিয়াছি। আপনি আমাকে রক্ষা কর

শ্যামলাল বলিলেন, "তাই তো! তোমা শুনিয়া বড়ই দুঃখ হইল। আমি এখানে ভিক্ষা খাই; তুমি ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখ, আম নাই। তথাপি আমার দ্বারা যদি তোমার কোন হয়, আমি তাহা সন্তুষ্ট-মনে করিতে প্রস্তুত আছি

শ্যামলাল ঘরের দ্বার খুলিলেন;—বলিলেন সারদা, ঘরের মধ্যে আইস। তোমার হাত হইবে কি?"

সারদা বলিল, "না, আমি যাইতে পারিব

কষ্টে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সারদা চাহিয়া দেখিল এবং শ্যামলালের আসবাব লক্ষ্য করিল;—বলিল, "আপনি এইখানেই এই ঘরে যাহা আছে, তাহা ছাড়া আপনার নাই?"

শ্যামলাল বলিলেন, "কিছু না। এখানেই আমি স্বচ্ছন্দে থাকি। ভিক্ষা আমার অবলম্বন। আমার মত লোকের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তুমি অনায়াসে বল। আমি তাহা এখনই করিতে সম্মত আছি।"

সারদা বলিল, "সে পরামর্শ পরে হইবে। আপাততঃ তিন চারি দিন আমার খাওয়া হয় নাই। কল্য কেবল একটু জল খাইয়া আছি; আমি ক্ষুধায় মারা যাই। আপনি তাহার উপায় করিয়া দিউন।"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমার ঘরে চাউল নাই; কিন্তু হাঁড়িতে চারিটি ভিজা ভাত আছে; তুমি যদি তাহা খাইতে চাহ, তাহা হইলে আমি তাহা বাড়িয়া দিতে পারি।"

সারদা বলিল, "আপনি কি খাইবেন?"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমি কিছু খাইব না। আমার অপেক্ষা তোমার প্রয়োজন গুরুতর। তুমি স্বচ্ছন্দে খাও।"

সারদা বলিল, "আমি মারা যাইতেছি; কাজেই খাইতে হইবে। আপনি দয়া করিয়া ভাত দিউন।"

তখন শ্যামলাল হাতে পায়ে জল দিয়া হাঁড়ি নামাইলেন; একটা কোণ হইতে একটা ভাঙ্গা পাথর আনিলেন। সেই পাথরে হাঁড়ির সমস্ত ভাত বাড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর একটা স্থান হইতে একটু লবণ ও একটা লঙ্কা বাহির করিয়া ভাতের উপর দিলেন; বলিলেন, "আমার আর কিছুই নাই সারদা। তুমি কষ্ট করিয়া কোনরূপে ইহাই খাও। আইস।"

সারদা উঠিয়া আসিল; পরম আনন্দে লঙ্কা ও লবণ-সংযোগে সেই সমস্ত পর্য্যুষিত অন্ন উদরস্থ করিল। খাইবার সময় সে কোন কথা কহিল না। খাওয়া শেষ হইলে একটা ভাণ্ডে করিয়া শ্যামলাল তাহাকে জল দিলেন। সে জল খাইয়া পাথর তুলিতেছে দেখিয়া শ্যামলাল বলিলেন, "এখনই পাথর ধুইবার কোন আবশ্যক নাই। আজি আর পাথরের কোন দরকার হইবে না। তুমি হাত-মুখ ধুইয়া এখন বিশ্রাম কর।"

সে তাহাই করিল। শ্যামলাল তাহাকে দাওয়ার শয্যা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি অতিশয় কাতর আছ; এখন এই স্থানে বিশ্রাম কর।"

সারদা সেই শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সে অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। সে শুইয়া বলিল, "বাবুর কিছু খাওয়ার উপায় হইবে না কি?"

শ্যামলাল বলিলেন, "সে জন্য কোন চিন্তা করিও না; এরূপ উপবাস মাসের মধ্যে আমার প্রায় দশ পনর দিন ঘটিয়া থাকে। আমি সুস্থ ব্যক্তি; মাঝে মাঝে উপবাসে আমার কোন ক্ষতি হয় না। তুমি যে যথা-সময়ে যাহা হউক চারিটি খাইতে পাইলে, ইহাই আমার পরম আনন্দ।"

সারদা কহিল, "আপনি এমন করিয়া থাকেন কেন?"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমি এ অবস্থায় বড় সুখে আছি। আমি বড় পাপী। যাহাদের বিরুদ্ধে আমি অন্যায় অত্যাচার করিয়াছি, তাহাদের কাহারও নিকট সাহায্য লইয়া বা তাহাদের সহিত মিশিয়া থাকিতে আমার লজ্জা হয়; ভালও লাগে না। আমার মত লোকের এই প্রকারে থাকাই উচিত। সংসারের সকল সুখই আমি ভোগ করিয়াছি, কিছু না থাকা এবং কোন অভাব না থাকাই বড় সুখ।"

সারদা বলিল, "আমি ও সকল কথা বুঝিতে পারি না। আপনি জানেন, এখন হরিচরণ কোথায়?"

শ্যামলাল বলিলেন, "তাহার জেল হইয়াছিল। সে এখন ফাটক হইতে খালাস হইয়া আসিয়াছে শুনিয়াছি।"

সারদা উঠিয়া বসিল;—বলিল, "তাহা হইলে আমার একটা পরামর্শ আছে। আপনি শুনিবেন কি?"

শ্যামলাল বলিলেন, "বল, যদি শুনিবার উপযুক্ত কথা তুমি বল, তাহা হইলে আমি অবশ্যই শুনিব।"

সারদা সমুৎসাহে বলিল, "তাহা হইলে আপনি হরি-চরণের সঙ্গে যোগ দিউন। রাজার সহিত মোকদ্দমার সময় সে অনবরত অনেক স্থানে আপনার সন্ধান করি-য়াছে। বউ-দিদিরও সে অনেক খোঁজ করিয়াছে। কিন্তু কাহাকেও সে পায় নাই। তাহার মুখে শুনিয়াছি, বউ-দিদিকে আর আপনাকে পাইলে সে সকল বিষয় রাজার হাত হইতে বাহির করিয়া লইতে পারিত। আপনি এখনও তাহার সহিত যোগ দিলে যাহা ছিল, সকলই ঠিক সেইরূপ হইতে পারে। আপনার আর কোন কষ্ট থাকে না।"

শ্যামলাল বলিলেন, "তুমি উত্তম পরামর্শ বলিয়াছ সারদা। কিন্তু এ উত্তম পরামর্শ শুনিয়া কার্য্য করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। কেন আমি তোমার পরামর্শমত কার্য্য করিতে অক্ষম, তাহা বলিয়া কোন লাভ নাই। আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে কাহারও সহিত যোগ না দিলেও রাজা স্বয়ং যেরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দে আছেন, আমাকে এখনই নিশ্চয়ই সেই অবস্থায় রাখিয়া চরিতার্থ হইবেন।

তিনি মহাপুরুষ। হরিচরণের সহিত যোগ দিয়া সেই মহাত্মার সহিত বিরোধ করিতে উদ্যত হইলেও পাপ হয়। তোমার এরূপ পরামর্শে আমার কোন প্রয়োজন নাই। একণে কি করিলে তোমার উপকার হয়, আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইতে পারে, তাহা তুমি আমাকে বল। আমি যথাসাধ্য যত্ন তোমার উপকার করিতে চেষ্টা করিব।"

সারদা বলিল, "আমি যে কয়দিন সুস্থ না হই, সেই কয়দিন আপনি যত্ন করিয়া আমাকে অন্ন আর আশ্রয় দিলে আমি সুখী হইব।"

শ্যামলাল বলিলেন, "নিশ্চয়ই তাহা হইবে। আমি ভিক্ষা করিয়া তোমাকে খাওয়াইব।"

দিন কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে শ্যামলাল ভিক্ষায় বাহির হইলেন। অনেক বেলায় তিনি তণ্ডুলাদি লইয়া গৃহাগত হইলেন এবং তাহা পাক করিয়া সারদাকে উদর পূরিয়া খাইতে দিলেন। সারদার খাওয়া হইলে এবং সে পাথর ধুইয়া দিলে শ্যামলাল আপনার ভাত বাড়িয়া লইলেন।

চারি পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। সারদা সুস্থ হইয়া উঠিল, এদিক্ ওদিক্ যাইতে সমর্থ হইল এবং তাহার আকার-প্রকারও অনেক ভাল হইল। তখন শ্যামলাল বলিলেন, "একণে তুমি কি করিতে চাহ, সারদা?"

সারদা বলিল, "আমি আপনার নিকটেই পড়িয়া থাকিব, আর কোথায় যাইব? আপনার সুখের শরীর; কাজ কর্ম্মের জন্তও একটা লোক চাই তো?"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমি ভিখারী, ভিখারীর কাজকর্ম্ম করিতে লোক লাগে না।"

সারদা বলিল, "আপনি একা থাকেন; চিরদিনই আপনার স্ত্রীলোক লইয়া থাকা অভ্যাস। আমি দাসী হইলেও অনেকেই আমার প্রতি নেকনজরে চাহিয়া থাকেন। না হয়, আপনার পা টিপিবার জন্য আমি কাছে থাকিব।"

শ্যামলাল অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি অতি মন্দ লোক। এ জন্য তুমি মনে করিয়াছ, একটা স্ত্রীলোক না হইলে আমি থাকিতে পারিব না। তোমার অনুমানের নিন্দা করিতেছি না। কিন্তু সারদা, আমার সে দিন কাটিয়া গিয়াছে। এখন তুমি কেন, কোন অপ্সরাকে লইয়াও ঘর পাতাইতে আমার আর প্রয়োজন নাই। ভিক্ষা করিয়া যে খায়, তাহার সুখের ইচ্ছা না থাকাই উচিত। তোমার আর কোন স্থান না থাকিলে তুমি এই স্থানেই থাকিতে পার; আমি কিন্তু আর থাকিব না বা তোমার আর সন্ধান লইব না।"

সেই দিন শ্যামলাল ভিক্ষার্থ গৃহত্যাগ করিলে আর ফিরিয়া আসিলেন না। তাঁহার দরমা, ভাঙ জলের কলসী, ছেঁড়া কাপড়, মাটীর ভাঁড় প্রভৃতি ফেলিয়া তিনি সেই যে পলায়ন করিলেন, আবাসে ফিরিলেন না। সারদার ভয়ে শ্যামলাল য হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ছলনা।

যে একটু আশ্রয়স্থান ছিল, তাহাও শ্যামলাল দিয়াছেন। সে জন্য তাঁহার কোন কষ্ট নাই। তি বৃক্ষতলবাসী। এক গামছা, এক ছিন্ন চাদর ও ধেয় বস্ত্র ছাড়া তাঁহার আর কিছুই নাই। এ সঙ্গেই থাকে; সুতরাং গাছতলায় পড়িয়া শ্যামলালের কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় না।

সারদার নিকট হইতে পলায়ন করার নীলরতন-বাবুর সহিত শ্যামলাল সাক্ষাৎ করি তাঁহার যত্নে একটি সত্রে শ্যামলালের আহারের হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে আর ভিক্ষা করি আহারের জন্য কোন উদ্যোগও করিতে হয় ন

নীলরতন-বাবুর সহিত সাক্ষাৎকালে শ্যামল নাই যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আশ্রয়স্থান ত হইয়াছে এবং তিনি আর সে স্থানে থাকেন ন দিন পরে শ্যামলালের সন্ধান করিবার জন্য নীল তাঁহার আবাসে গমন করিলেন।

নীলরতন-বাবু সেখানে আসিয়াছেন দেখি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অতি নারীর ন্যায় বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম নীলরতন কখন সারদাকে দেখেন নাই; তাঁহ বিশেষ কথাও কাহারও মুখে শুনেন নাই; কা সারদাকে চিনিতে পারিলেন না; জিজ্ঞাসি কে?"

সারদা বলিল, "আমার নাম সারদা; শ্যামলাল-বাবুর সংসারে দাসী ছিলাম। একণে

বড় দুর্দশা হইয়াছে। বাবু অতি কষ্টে পড়িয়াছেন। সুখী লোক, দুঃখে পড়িয়া মারা যাইতে বসিয়াছেন। আমি কাশী আসিয়াছিলাম; বাবুর এই দুর্দশা দেখিয়া কয়দিন তাঁহার নিকটে আছি, যথাসাধ্য তাঁহার সেবা-যত্ন করিতেছি।"

নীলরতন-বাবু একটু বিবেচনা করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, শ্যামলাল-বাবু বড় ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষ। তিনি হয় তো এ অবস্থাতেও এই স্ত্রীলোকটাকে লইয়া ঘরকরনা করিতেছেন এবং ইহাকে ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব বলিয়াই হয় তো আমাদের কাহারও নিকটে বা আমাদের তত্ত্বাবধানে অধীন হইয়া থাকিতে চাহেন না। তিনি যে ভাবেই থাকুন, তাহাতে কিছু যায় আইসে না। তাঁহার সম্বন্ধে যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিবার জন্য রাজা বার বার পত্র লিখিতেছেন। অতএব যেমন করিয়া হউক, তাহা করাই আবশ্যক। সে জন্য শ্যামলাল-বাবুর স্বভাব-চরিত্রাদির কোন বিষয়েরই বিচার করিবার আবশ্যক নাই।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

নীলরতন-বাবু বলিলেন, "আমি রাজা উমাশঙ্করের শ্বশুর; কাশীতেই থাকি। দশাশ্বমেধের নিকট আমার বাটী। শ্যামলাল-বাবু কোথায় গিয়াছেন, তুমি জান?"

সারদা বলিল, "তিনি দিনে আর বড় এখানে থাকেন না। এখানে এ ভাবে থাকিতে লজ্জাও হয়, কষ্টও হয়। সন্ধ্যার পর এখানে আইসেন। আমি যথাসাধ্য যত্নে তাঁহার খাদ্যদ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া রাখি; প্রাণপণে তাঁহার যত্ন করি।"

নীলরতন বলিলেন, "বেশ কর। এ জন্য রাজা নিশ্চয়ই তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন। আমি তোমার সমস্ত কথা রাজাকে বলিয়া পাঠাইব। খরচ-পত্র চলে কিরূপে?"

সারদা বলিল, "সে দুঃখের কথা আর আপনাকে কি বলিব? আমার হাতে একুশটি টাকা ছিল। এক সময়ে বাবুর অনেক খাইয়াছি; এখন বাবুর এই কষ্ট দেখিয়া থাকি কিরূপে? একে একে সেই একুশ টাকাই বাবুর জন্য খরচ করিয়াছি। বাবু কাহারও নিকট চাহিতে পারিবেন না; কাজেই কষ্টের একশেষ। এখন এমন হইয়াছে যে, দিন আর কাটে না। বাবু দিনে আর আইসেন না। রাত্রি প্রায় উপবাসে যাইতেছে। আমার হাতে আর কিছু নাই যে, বাবুর জন্য খরচ করি। আহা, এক সময়ে হাজার হাজার লোকে যাহার ভাত খাইয়াছে, আজি সে ভাতের ভিখারী!"

সারদার চক্ষুতে একটু জল আসিল। নীলরতনেরও বিশেষ কষ্ট হইল। তিনি বলিলেন, "শ্যামলাল-বাবু ইচ্ছাপূর্ব্বক এ কষ্ট ভোগ করিতেছেন। তিনি যে ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করেন, রাজা তাঁহাকে সেই ভাবে রাখিবার জন্য ইচ্ছুক আছেন, তাঁহার খরচপত্রাদির জন্যও কোন চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। তিনি একটা মুখের কথা বলিলে আমি এখনই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি।"

সারদা বলিল, "আহা! তাহা কি জানি না—রাজার কত দয়ার শরীর! বিষয় রাজা পাইয়াছেন সত্য; কিন্তু ভাই বলিয়া যাহাতে ভাসিয়া না যান, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কি রাজা স্থির থাকিতে পারেন? আপনারা যে বাবুর জন্য টাকা দিতে, অন্য নানাপ্রকারে সাহায্য করিতে চাহেন, এ কথা আমি বার বার তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু কি বলিব আপনাকে? বাবু বলেন, কষ্টে মরিয়া যাইব, সেও স্বীকার, তথাপি কাহারও নিকট হইতে সাহায্য লইতে পারিব না। ইহাতে অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।"

নীলরতন-বাবু আবার একটু চিন্তা করিলেন। বুঝিয়া দেখিলেন, কথাটা অসঙ্গত নহে। এইরূপ অভিমান শ্যামলালের মনে না হইতে পারে, এমন নহে। তিনি মনে করিলেন, রাজার বাসনা সুসিদ্ধ করিবার পক্ষে সারদা এক প্রকার মন্দ উপায় নহে। শ্যামলালের উপকার করিতে হইলেও তাঁহাকে একটু ভাল ভাবে রাখিতে হইলে সারদার দ্বারা সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সারদার হস্তে সময়ে সময়ে আবশ্যকমত অর্থ প্রদান করিলেই শ্যামলালের কাজে লাগিবে, অথচ আমরাই দিতেছি, ইহা জানিতে না পারায় শ্যামলাল-বাবু কুণ্ঠিত হইবেন না। বলিলেন, "এ কথা শ্যামলাল-বাবুর মনে হওয়া অসম্ভব নহে। তুমি যদি সম্মত হও, তাহা হইলে তোমার হস্তে আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া কিছু কিছু টাকা দিতে পারি। তুমি আমাদের নিকট টাকা পাইতেছ, এ কথা না বলিয়া শ্যামলাল-বাবুর জন্য আবশ্যক-মত খরচ করিতে পারিবে।"

সারদা বলিল, "আহা, বাবুর জন্য চুরি-ডাকাইতি করিতে পারি, এ সামান্য কথা আপনি কি বলিতেছেন। বাবু যে কষ্টে আছেন, তাহা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। আপনি দয়া করিয়া আর একটু সরিয়া আসুন।"

নীলরতন-বাবু আর একটু অগ্রসর হইয়া, পূর্ব্বে শ্যামলাল কর্ত্তৃক অধিকৃত, অধুনা সারদার অবস্থানস্থানের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। সারদা দেখাইয়া বলিল,

"ঐ দরমায় ঐ খড়ের বালিশ মাথায় দিয়া বাবু শুইয়া থাকেন। এক সময়ে মকমলের বিছানায় যিনি শুইয়া থাকিতেন, দশ জন লোকে যাঁহার সেবা করিত, আজি তাঁহার এই দুর্দ্দশা। একখানি ছেঁড়া কাপড় আর একটি ভাঙ্গা পাথর তাঁহার সম্বল। মহাশয়, দুঃখী লোকেও এমন দুঃখ সহিতে পারে না! রাজরাজেশ্বরের এ কষ্টের কথা ভাবিলেও প্রাণ ফাটিয়া যায়। কি করিব? আমি বড় অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছি, এ অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়াও যাইতে পারি না। হাতে যাহা ছিল, সকলই গিয়াছে; এখন কেবল কষ্টই দেখিতেছি।"

সারদার কথায় হাতে হাতে ফল ফলিল। নিরীহ সাধু নীলরতন-বাবু এ সকল কথা সম্ভব ও সত্য বলিয়াই মনে করিলেন। তিনি বলিলেন, "সারদা, আমি রাজার নিকট এ সকল সংবাদ অদ্যই লিখিয়া পাঠাইব। তোমার বিশেষ পুরস্কার হইবে, সে বিষয়ে কোনই ভুল নাই। তুমি যাহাতে খাওয়া পরা ছাড়া কিছু কিছু করিয়া মাসহারা পাও, তাহার ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই করিয়া দিব। আর শ্যামলাল-বাবুর খরচের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহাও আমি আনাইয়া দিব। তুমি এ অবস্থায় বাবুকে ছাড়িয়া যাইও না। তোমার এই গুণে রাজা তোমার নিকট চিরদিন উপকৃত থাকিবেন।"

সারদা বলিল, "ছাড়িয়া যদি যাইবার হইত, তাহা হইলে এত দুঃখ সহিয়া এখানে পড়িয়া থাকিতাম না। সেই মনিবের এই কষ্ট, ইহা দেখিয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে কি? ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইতে হইলেও আমি এখানে পড়িয়া থাকিব; সাধ্যমতে বাবুর দুঃখ দূর করিব।"

নীলরতন-বাবু বলিলেন, "আমার হাতে আপাততঃ দশ টাকা আছে, ইহা তুমি লও; রাত্রিতে শ্যামলাল বাবু আসিলে তাঁহার যত্ন করিও। কোথা হইতে জিনিস-পত্র বা পয়সা-কড়ি আসিতেছে, তাহা তাঁহাকে বলিয়া কাজ নাই।"

সারদা হাত পাতিয়া নীলরতন-বাবুর টাকা হাতে লইল এবং বলিল, "আমাকে তাহা শিখাইতে হইবে না। আমি বলিব, আমার এক মাসী সাত আট দিন হইল কাশী আসিয়াছেন; তাঁহার অনেক টাকা কড়ি আছে; সকলই তিনি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, আমার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট দয়া। আমি অতিকষ্টে আছি দেখিয়া তিনি আমাকে কিছু টাকা দিয়াছেন, আবশ্যক হইলে আরও দিবেন।"

নীলরতন বলিলেন, "উত্তম পরামর্শ। এ শ্যামলাল-বাবুর কোন আপত্তি বা সন্দেহ হই[...] তুমি আপাততঃ তৈল, ভাল একটা আলো, এ[...] কম্বল কোন উপায়ে আনাইয়া ফেল; আর রাত্রি[...] কিছু ভাল খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ কর। তাহার পর কল্য[...] তুমি আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে পারি[...] কি?"

সারদা বলিল, "কেন পারিব না? প্রাতে কি[...] হইবে?"

নীলরতন বলিলেন, "প্রাতে আমার সহিত [...] করিলে আমি তোমাকে আর এক শত টাকা দিব[...] তাহার দ্বারা শ্যামলাল-বাবুর জন্য ভাল বিছানা ও[...] জিনিস-পত্র খরিদ করিও। টাকা মাসীর নিক[...] তেছ ছাড়া আর কিছুই বলিও না। এ স্থান[...] কদর্য্য, এখানে থাকিলে শ্যামলাল-বাবুর কঠিন[...] হওয়াও অসম্ভব নহে। একটা ভাল বাসায় [...] লইয়া যাইতে হইবে। যদি কাশীর ভিতরে [...] তাঁহার ভাল না লাগে, তাহা হইলে সিকরোলের [...] কোন বাড়ীতে তিনি স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন[...] পত্রের কোন চিন্তা করিও না। আবশ্যক[...] টাকাই রাজা দিবেন। আজি রাত্রিতে এ সক[...] স্থির করিয়া রাখিবে।"

সারদা বলিল, "যে আজ্ঞা। এ সকল কার্[...] ঠিক করিতে পারিব। মাসীর নিকট টাকা [...] টাকার সহিত রাজার কোন সম্বন্ধ নাই, আর [...] কোন লোকের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া আ[...] ইহা বলিলে কোন বিষয়েই তিনি কোন আপ[...] না; সকল কথাতেই খুসী হইয়া রাজি হইবেন।"

নীলরতন-বাবু বলিলেন, "তোমার সহিত [...]য়ায় আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। শ্যামলাল-[...] আমাদের সকলেরই বড়ই উদ্বেগ ছিল। [...] তোমার সাহায্যে সে উদ্বেগ-নিবারণের উপ[...] হইবে। আমি এক্ষণে বিদায় হই। তুমি [...] আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভুলিও না।"

সারদা বলিল, "রাধাকৃষ্ণ! বাবুর হি[...] করিতে আমার কি ভুল হয়? আমি নিশ্চয়ই [...] শয়ের নিকট উপস্থিত হইব।"

সারদা আবার প্রণাম করিল। নীলরতন[...] করিলেন।

সারদা মনে মনে ভাবিল, "অনায়াসে

করিবার অতি উত্তম উপায় হইয়াছে। রাজার শ্বশুরের নিকট হইতে সহজেই মাসে মাসে অনেক টাকা আদায় হইবে; অথচ মাসীর নিকট পাইতেছি বলিয়া চাপিয়া রাখিব। বেশ উপায় বটে; কিন্তু সে হতভাগা শ্যামলাল যে আমার হাতছাড়া হইল। আমার নিকট থাকিলে তাহার সকল দিকেই ভাল হইত।"

তাহার পর আবার ভাবিল, "কথা তো চাপা থাকিবে না। শীঘ্রই শ্যামলাল জানিতে পারিবে, রাজা তাহাকে টাকা দেন। তখন নিশ্চয়ই বড় গোল বাধিবে। না, এত গোলে কাজ কি? একশ টাকা, আর এই দশ টাকা—মন্দ কি? ইহাই এখন যথেষ্ট।"

পরদিন প্রাতে নীলরতন-বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সারদা কথামত একশত টাকা গ্রহণ করিল; কিন্তু সে আর সে বাসায় ফিরিল না; কাহাকেও কোন কথা জানাইল না; কাশীতে সারদা আর কাহারও চক্ষুতে পড়িল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেবদর্শন।

যে দিন প্রাতে নীলরতন-বাবুর নিকট হইতে টাকা লইয়া সারদা প্রস্থান করে, তাহার পরদিন প্রত্যুষে তিনি বারাণসীর দক্ষিণ-পশ্চিম-সীমান্তস্থিত এক ক্ষুদ্র অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্যমধ্যে একটু মনোহর পরিষ্কৃত স্থানে মহাত্মা ঘনানন্দ অবস্থান করেন।

দুই জন শিষ্য ঘনানন্দের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আশ্রমের আবশ্যক কর্ম্মসমূহ নির্ব্বাহ করিয়া, এক্ষণে গুরুদেবের সমীপে বসিয়া, পাতঞ্জল-দর্শনের পাঠ গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাদের উভয়েরই সম্মুখে হস্তলিখিত পুঁথি খোলা রহিয়াছে। ঘনানন্দের পুঁথির প্রয়োজন হয় না; তিনি মুখে মুখেই সূত্র সমূহের আবৃত্তি ও তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। সমাধি-পাদের ২য় সূত্রের ব্যাখ্যা চলিতেছে। সূত্রটি এই:—"প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ।" মহাত্মা ঘনানন্দ উৎসাহ সহকারে বুদ্ধিমান্ ও উপযুক্ত শিষ্যদ্বয়কে তন্ন তন্ন করিয়া শাস্ত্রার্থ বুঝাইতেছেন। এইরূপ সময়ে নীলরতন-বাবু সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন।

ঘনানন্দ বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়, কয়দিন আপনার সাক্ষাৎ পাই নাই। বাটীর সমস্ত কুশল?"

নীলরতন বলিলেন, "আপনার কৃপায় অকুশলের কোনই কারণ দেখিতেছি না।"

তাহার পর ঘনানন্দ শিষ্যদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বোধ হয়, এক্ষণে আর পাঠের সুবিধা হইবে না। তোমরা কর্ম্মান্তরে গমন করিতে পার অথবা আপনারা পাঠ্য বিষয়ের আলোচনা করিতে পার।"

নীলরতন-বাবু বলিলেন, "আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য। যে স্থানের এক্ষণে আলোচনা চলিতেছিল, তাহার মর্ম্ম আমরা একরূপ পরিজ্ঞাত আছি। আজি যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের মুখে তাহার তাৎপর্য্য শুনিতে পাইয়া ধন্য হইবার আশা করিয়াছিলাম।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "আপনি নাকি বড় প্রতারিত হইয়াছেন?"

নীলরতন সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে কি কথা! এরূপ আজ্ঞা কেন করিতেছেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "কথা সত্য। কল্য সারদা নাম্নী এক ব্যভিচারিণী নারী শ্যামলাল-বাবুর হিতার্থ আপনার নিকট একশত টাকা এবং পূর্ব্বদিন বৈকালে দশ টাকা লয় নাই কি?"

নীলরতন-বাবু বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, টাকা লইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাতে প্রতারণার কথা কি ঘটিয়াছে?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "ঐ নারীর সহিত শ্যামলালের কোনই সম্বন্ধ নাই। শ্যামলাল তাহারই ভয়ে আশ্রয় ছাড়িয়া পলাইয়াছেন এবং দুর্গাবাটীর নিকট গাছতলায় পড়িয়া থাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সারদা সে টাকা লইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে।"

নীলরতন সবিস্ময়ে বলিলেন, "বলেন কি প্রভো!"

ঘনানন্দ বলিলেন,"ঐ দেখুন, দূরে শ্যামলাল আসিতেছেন। আমার আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।"

নীলরতন দেখিতে পাইলেন, অদূরে অতীব বিনীতভাবে শ্যামলাল দণ্ডায়মান। তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া ভূপৃষ্ঠে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং বহুক্ষণ তদবস্থায় থাকিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। মহাপুরুষ তাঁহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলে, তিনি আর একটু অগ্রসর হইলেন। অন্য কোন দিকে তাঁহার দৃষ্টি না থাকায় তিনি

এতক্ষণ নীলরতন-বাবুকে দেখিতে পান নাই। এক্ষণে তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিলেন।

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কে? আমার নিকট কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছেন?"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমি কে, তাহা বলিতে আমার সাধ্য নাই; কারণ, আমার কোন পরিচয় নাই, আমি জানি, আপনি আমার গুরুর গুরু; আপনাকে দূর হইতে দর্শন করাই আমার অভিপ্রায়।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "ঐ স্থানে উপবেশন করুন।"

শ্যামলাল ছিন্ন বস্ত্রে আপনার চরণ ঢাকিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কি আর মরুয়াড়ির নিকট সে ঘরে থাকেন না?"

"আজ্ঞা না। যে দিন সত্রে আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিবার প্রার্থনায় মহাশয়ের নিকট আসিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বদিন হইতে সে আবাস আমি পরিত্যাগ করিয়াছি।"

নীলরতন বলিলেন, "ছয় সাত দিন আপনার কোন সংবাদ না পাইয়া, আমি পরশু বৈকালে সেই স্থানে গিয়াছিলাম। আপনাকে দেখিতে পাইলাম না; সারদা নাম্নী একটি স্ত্রীলোককে সেখানে দেখিতে পাইলাম।"

শ্যামলাল বলিলেন, "সে এত দিন সেখানে রহিয়াছে! ভাবিয়াছিলাম, আমি চলিয়া আসিলে সেও সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবে।"

নীলরতন বলিলেন, "সে আপনার সম্বন্ধে অনেক আত্মীয়তার কথা কহিল। আমি তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, আপনার খরচের জন্ত তখনই তাহার হাতে দশ টাকা এবং পরদিন প্রাতে একশত টাকা দিয়াছি।"

শ্যামলাল বলিলেন, "সাত দিনের মধ্যে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ নাই; তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। সে নিশ্চয়ই টাকা ঠকাইয়া লইয়াছে। আমার কোন প্রয়োজন হইলে আমি মহাশয়ের নিকট স্বয়ং চাহিয়া লইতাম। এক সঙ্গে এক শত টাকা দূরের কথা, দশ টাকারও প্রয়োজন আমার এ জীবনে উপস্থিত হইবে, এরূপ কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। যদি টাকা নষ্ট হওয়ায় মহাশয়ের কষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে সারদার সন্ধান করা উচিত।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "সে চেষ্টা অনাবশ্যক। টাকা নষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকাই এ অবস্থায় সংপরামর্শ।" শ্যামলালকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি এখন কোথায় থাকেন?"

শ্যামলাল বলিলেন, "কোথায়ও থাকি না বলিলেই হয়। রাত্রিতে প্রায়ই দুর্গাবাড়ীর নিকট এক গাছত পড়িয়া থাকি। দিনমান এদিক্ ওদিক্ করিয়া কা যায়।"

নীলরতন বলিলেন, "এরূপে বাস বড়ই কষ্টক অসুবিধাজনক। একটা নির্দ্ধারিত ঘরের মধ্যে আবশ্যক।"

শ্যামলাল বলিলেন, "কেন এরূপ মনে করিতেছে আমার দেহে এই যে গামছা ও এই ছেঁড়া ক দেখিতেছেন, ইহা ছাড়া এ সংসারে আমার আর পদার্থ নাই। সুতরাং জিনিস-পত্র রাখিবার জন্য এ স্থানের কোন প্রয়োজন দেখি না। তাহার পর অ থাকিলেই উপসর্গ জুটিতে আইসে। আমি এ অব আরও সুখী হইয়াছি।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "সংসারে আপনার কে আছে

শ্যামলাল অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, যে লোককে মনুষ্য আপনার লোক বলিয়া উল্লেখ আমার সেরূপ কোন আত্মীয় এ সংসারে নাই। অনেক মনুষ্য যাহাকে সকলের অপেক্ষা আপনার বলিয়া জ্ঞান করে, আমার সে স্ত্রী আছেন।"

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি তাঁহাকে করিয়া এরূপ ভাবে একাকী কাল কাটাইতেছেন কে

শ্যামলাল বলিলেন, "আমি তাঁহাকে ত্যাগ নাই। তিনিই আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন বলিলে জন্ত হয় না।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "সেই দুঃখেই কি আপনি স ত্যাগ করিয়াছেন?"

শ্যামলাল বলিলেন, "আজ্ঞে না। সে জন্ত দুঃখ বার কোনই কারণ নাই। তিনি আমাকে অন্যা বা অকারণ ত্যাগ করেন নাই। আমি কাহারও যোগ্য পাত্র নহি।"

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার নাম কি?"

"শ্যামলাল।"

"আপনিই কি পূর্ব্বে সোনাপুরের জমীদার ছিলে

"না জানিয়া অকারণ অনেক দিন আমি সে অধিকার করিয়াছিলাম বটে।"

"আপনার স্ত্রী বিধুমুখীর আপনি কোন রাখেন কি?"

"না। শুনিয়াছি, রাজার আশ্রয়ে তিনি সুখ-স্ব আছেন।"

"তিনি সম্প্রতি বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন

আশ্রয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে ছিলেন সত্য, কিন্তু সহসা কোন দুষ্ট লোক সে স্থান হইতে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে।"

"নিশ্চয়ই ইহা সেই হরিচরণের কার্য্য। সে আর একবার কাশীতে এইরূপ কাণ্ড করিয়াছিল। যে স্ত্রীলোক এক শত দশ টাকা ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার সাহায্যে সেবার সন্ধান পাইয়া আমি বিধুমুখীর উদ্ধার করিয়াছিলাম।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "এবারও বিধুমুখীর উদ্ধারের জন্য আপনার চেষ্টা করা উচিত নহে কি?"

শ্যামলাল বলিলেন, "কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমি সংসারের একটা অতি সামান্য কীট। আমার সাহায্যে কাহারও কোন উপকার হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষ বিধুমুখী যাঁহাদের আশ্রয়ে আছেন, তাঁহারা সকলেই মহাত্মা। তাঁহারা নিশ্চয়ই এ জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমি তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী কি উপায় করিব?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "আমি জ্ঞাত আছি, বিধুমুখী আপনার দর্শন-কামনায় নিতান্ত ব্যাকুলা। সে কারণেও তাঁহার সন্ধান করা আপনার উচিত নহে কি?"

শ্যামলাল বলিলেন, "তাঁহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি যখন পাপের সাগরে গা ভাসাইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছি, তখন তাঁহার সহিত কোন পরামর্শ করি নাই। তিনি যখন পাপে মজিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তখন সে সম্বন্ধে আমার সহিত কোন মন্ত্রণা করেন নাই। আমরা উভয়ে উভয়কে ইচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছি। এখন আর তাঁহার জন্য আমার ব্যাকুলতা বা আমার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা অনাবশ্যক।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "ভরসা করি, আপনার সহিত আরও অনেকবার সাক্ষাৎ হইবে। তখন এ বিষয়ে আবার কথাবার্ত্তা হইবে। এক্ষণে আমি আপনার ও নীলরতন-বাবুর কথা শুনিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা হইয়াছে, আপনি সংপ্রতি যে অবস্থায় আছেন, তাহা আপনার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর। আপনাকে অনেকেই সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। আপনি কেন একটু ভালভাবে কাল কাটাইতে আরম্ভ করুন না?"

শ্যামলাল বলিলেন, "ভগবান্ কি বুঝিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। আমি কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় পরম সুখে আছি। এত সুখ জীবনে আর কখন ভোগ করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। এরূপ স্বচ্ছন্দতা, এরূপ নিশ্চিন্ততা, এরূপ সদানন্দ-ভাব আমার জীবনে কখনও ছিল না। কেবল একটিমাত্র কষ্ট আমাকে এখনও সময় সময় ব্যথিত করে। আমি তাহারই প্রতীকারের জন্য ব্যাকুল আছি। সেই অসুখ পরিহার করিতে পারিলে আমি নিষ্কণ্টক হইয়া সুখভোগ করিতে পারিব সন্দেহ নাই।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "কি অসুখ?"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে অনেক পাপ করিয়াছি; তাহার তালিকা প্রদান করা অসম্ভব। কোন প্রকার পাপেই আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। অল্পমাত্র কারণে অথবা অকারণে আমি লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। ক্ষণিক সুখের জন্য আমি সংসারে হাহাকার শব্দ উঠাইয়া দিয়াছি। সংসারের সকল সুখ-দুঃখই আমাকে এখন ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সেই পূর্ব্বকৃত পাপের স্মৃতি আমাকে এখনও ছাড়ে নাই। এখনও সেই সকল পাপের কথা যখন তখন আমার মনে হয় এবং আমাকে বড়ই জ্বালাতন করে। এই একমাত্র অসুখে আমি কাতর আছি। আর সর্ব্বপ্রকারেই আমি পূর্ণ সুখী।"

নীলরতনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঘনানন্দ বলিলেন, "আমাদের যে বিষয়ের পাঠ চলিতেছিল, শ্যামলাল-বাবু সেই বিষয়ের কথাই উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আজি বেলা অধিক হইল; আমাদের সকলেরই এ সময়ে অসুবিধা উপস্থিত হইবে; সুতরাং সে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা এক্ষণে সম্ভবপর নহে। আমি সংক্ষেপে শ্যামলাল-বাবুকে কয়েকটি মাত্র কথা বলিতেছি। মানুষের চিত্তে অনেক প্রকার বৃত্তি আছে। তৎসমূহকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিতে পারাই সুখের পূর্ণ অবস্থা। সেই সকল বৃত্তিই একটি স্মৃতি। এই সকল বৃত্তি-নিরোধ করা অনেক প্রক্রিয়া, অনেক প্রণালী ও অনুশীলন-সাপেক্ষ। তাহার উপদেশ আপনি জানিতে বাসনা করিলে আমি ধারাবাহিকরূপে তাহা আপনাকে বলিব। আপাততঃ সংক্ষেপে একটি সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায় আপনাকে বলিয়া দিতেছি। আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন কি?"

শ্যামলাল বলিলেন, "তাঁহার কথা আমি কখন ভাবিয়া দেখি নাই; কোন আবশ্যকও বোধ করি নাই।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "উমাশঙ্কর আপনার গুরু, আমি তাঁহারও গুরু। আমাদিগের উপর আপনার কিরূপ বিশ্বাস আছে?"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমি জানি, আপনারা মানুষ। সাধনা, চেষ্টা, শিক্ষা প্রভৃতি উপায়ে আপনারা অন্যান্য মানুষের অপেক্ষা প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "ইহা কি আপনার মনে হয়, জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আমরা লাভ করিয়াছি? আমরা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহার উপর আর জ্ঞান নাই?"

শ্যামলাল বলিলেন, "তাহা আমার মনে হয় না। আমার মনে হয়, জ্ঞান অশেষ; আপনারা তাহার অনেক লাভ করিয়াছেন।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "তাহা হইলে ইহা আপনি জানেন, অশেষ হইলেও কোন না কোন স্থানে সেই জ্ঞানের অবশ্যই শেষ আছে এবং আমি বা রাজা বা আপনি বা নীলরতন-বাবু বা আমার এই শিষ্যদ্বয় অশক্ত হইলেও কোন না কোন ব্যক্তি সেই জ্ঞানের পূর্ণাধিকার লাভ করিয়াছেন?"

শ্যামলাল বলিলেন, "ইহা অসম্ভব নহে। কোথায় কেহ পূর্ণজ্ঞানী থাকিলেও থাকিতে পারেন।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "তাহাই আছেন। ঘটনাসূত্রে আপনি রাজাকে জানিতে পারিয়াছেন। আবার সেই সূত্র অবলম্বনে আমাকে জানিতে পারিয়াছেন। আরও চেষ্টা করুন, ক্রমে সেই পূর্ণজ্ঞানীরও সন্ধান পাইবেন। সেই পূর্ণজ্ঞানী পুরুষই ভগবান্। তিনি দয়াময়, শান্তিময়, কার্য্যময় এবং সর্ব্বময়। আপনি তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন। আপাততঃ আপনি এই বারাণসী-পুরাধিপ বিশ্বেশ্বর অথবা বৃন্দাবনবিহারী গোপীনাথের রূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে হৃদ্গত করিতে অভ্যাস করুন। তাহা হইলেই আপনি ক্রমে বুঝিতে পারিবেন, এ সংসারে আমরা কিছুই করি না। আমরা কর্ত্তা বলিয়া অহঙ্কারে ফাটিয়া মরি বটে, কিন্তু কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আমাদের শক্তি নাই। সকল কার্য্যই সেই সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বকার্য্যময় ভগবানের বাসনায় সম্পন্ন হয়। ক্রমে এই বোধ হৃদয়ে উপজাত হওয়ার পর আপনি বুঝিতে পারিবেন, কোন পুণ্যের গৌরবেও আপনার অধিকার নাই, কোন পাপের আক্রমণেও আপনার আশঙ্কা নাই। কিছু পাপ বা পুণ্য সকলই তাঁহার ইচ্ছায় ... আপনি পাপ করেন নাই; করিতে আ... সাধ্যও নাই।"

শ্যামলাল বলিলেন, "মহাপুরুষের প্রদর্শিত উ... আমি অদ্য হইতে ভগবান্‌কে সন্ধান ও বিশ্বাস ক... চেষ্টা এবং অভ্যাস করিব। ফল যেরূপ হয়, তাহা আ... চরণে নিবেদন করিব।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "আপনার যখন ইচ্ছা, ত... আমার নিকট আসিবেন। যতক্ষণ ইচ্ছা আমার ... থাকিবেন। আমি তাহাতে সুখী হইব। আপনার ম... সামান্য ক্লেশ আছে, তাহা অচিরে তিরোহিত হই...

শ্যামলাল বলিলেন, "আমি ভগবানের কৃপায় ... গৃহীত হইলাম। প্রার্থনা করি, এ কৃপায় যেন আ... বঞ্চিত হইতে না হয়।"

নীলরতন বলিলেন, "এক্ষণে বেলা অধিক হ... আমি বিদায় প্রার্থনা করি। শ্যামলাল-বাবুর সহিত ... উপলক্ষে অনেক তত্ত্বকথা শুনিয়া আমি চরিতার্থ হই... পাতঞ্জলের ঐ অংশ কখন্ আলোচিত হইবে, জা... পারিলে সেই সময় শ্রীচরণ-সমীপে আগমন করিতাম।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "শিষ্যগণ হয় তো অদ্যই ... অংশের পাঠ সমাপ্ত করিবে। কিন্তু সে জন্য ক্ষতি ... আপনি যে সময় আগমন করিবেন, তখনই উহার পু... লোচনা হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন, "এ অধমও এক্ষণে বি... প্রার্থনা করিতেছে।"

কথা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলাল ভূপৃষ্ঠে পূ... দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন।"

মহাপুরুষ বলিলেন, "যাও বৎস। আমি আশী... করিতেছি, তোমার চিত্তচাঞ্চল্য অচিরে ... হইবে।"

নীলরতন-বাবু ভক্তিভাবে ঘনানন্দকে প্রণাম ... লেন। শ্যামলাল ও নীলরতন এক সঙ্গে প্র... করিলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড—জ্যোতিঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চতুর।

আজিমগঞ্জে ভাগীরথী-তীরে মহারাণী যে বস্ত্র দান ও দরিদ্রভোজন-ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার কার্য্য শেষ হইয়াছে। তিন দিনে প্রায় দুই লক্ষ লোক বিবিধ উপকরণসহ অন্নাদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে এবং বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছে। চতুর্থ দিবসে মণ্ডপাদি উঠাইতে আরম্ভ করা হইল। বাঁশ, দরমা প্রভৃতি সামগ্রী নীলামে বিক্রীত হইল এবং অন্যান্য সামগ্রী শকটযোগে চন্দ্রমালায় প্রেরিত হইল। এই কাণ্ডে যাহাতে কোনরূপ বিঘ্ন বা দুর্ঘটনা উপস্থিত না হয়, তাহার সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস-সাহেব অন্যান্য কর্ম্মচারীসহ ক্রিয়াস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার পর মহারাণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

চতুর্থ দিবস সন্ধ্যার সময় সে স্থানে দুইটিমাত্র ক্ষুদ্র মণ্ডপ ব্যতীত আর সকলই উঠাইয়া ফেলা হইল। যে দুইটি মণ্ডপ এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার একটিতে মহারাণী করুণাময়ী এবং তাঁহার সেবিকাগণ এবং অপরটিতে দেওয়ান জীবনকৃষ্ণ-বাবু, পরিচারিকাগণ, রক্ষিগণ প্রভৃতি অবস্থান করিতেছেন।

সন্ধ্যার পর একখানি গাড়ীর চারি-পাইয়ের উপর জীবনকৃষ্ণ-বাবু একাকী বসিয়া আছেন; তাঁহার নিকটে আর কোন লোক নাই। দ্বারবান্ আসিয়া সংবাদ দিল, যে বাবু পরশু সন্ধ্যার সময় আসিয়াছিলেন, তিনি এখন দেখা করিতে আসিয়াছেন। জীবন-বাবু তাঁহাকে আসিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

মাথায় চাদর-বাঁধা, গায়ে পাঞ্জাবী জামাধারী হরিচরণ তথায় উপস্থিত হইল। তাঁহার মুখ হইতে সুরার গন্ধ বাহির হইতেছে, তাঁহার চরণদ্বয় একটু চঞ্চল। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "কথাটা মনে আছে তো? সেই—সেই মোকদ্দমার কথা? ভুলিয়া গিয়াছেন বুঝি? সেই যে বিধুমুখীর সাক্ষী দেওয়ার কথা।"

জীবনবাবু বলিলেন, "না মহাশয়, আমি কোন কথাই ভুলি নাই। বিধুমুখীর সম্বন্ধে আপনি আমাদিগকে কি করিতে বলিতেছেন?"

হরিচরণ বলিল, "তবেই তো আপনি সবই ভুলিয়া গিয়াছেন। যে মোকদ্দমা সম্প্রতি চলিতেছে, তাহার জন্য যদি বিধুমুখীকে হাত করিতে পারেন, তাহা হইলে জয়ের পক্ষে কোনই সন্দেহ থাকে না।"

জীবন জিজ্ঞাসিলেন, "বিধুমুখী কোথায় আছেন?"

হরিচরণ বলিল, "তাহা আমি আগেই আপনাকে বলিব কেন? ধরুন, বিধুমুখী আমার হাতেই আছে।"

জীবন বলিলেন, "মোকদ্দমায় জয়লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু তাহাতে বিধুমুখীর লাভ কি?"

হরিচরণ বলিল, "আপনি এত বড় ষ্টেটের দেওয়ানী করেন, আর এই তুচ্ছ কথাটা বুঝিতে পারিলেন না? বিধুমুখীর এখন কিছু নাই—আপনারা তাহাকে কিছু সাহায্য করিবেন। আর রাজা উমাশঙ্কর, বুঝিয়া দেখুন না কেন, আমাদের প্রবল শত্রু; তাঁহাকে জব্দ করাও আমাদের একটা দরকার।"

জীবন বলিলেন, "তাহা আমি বুঝিলাম। কিন্তু কাহাকেও ঘুষ দিয়া বা কাহারও সহিত শত্রুতা সাধিবার সহায়তা করিয়া মোকদ্দমা করা বোধ হয় আমাদের অভিপ্রেত নহে। বিধুমুখী কোথায় আছেন, এ সংবাদ আপনি জানাইলে আমরা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, স্থির করিতে পারিতাম।"

হরিচরণ বলিল, "আপনার কিছু মতলব আছে কি? বড় সুন্দরী মেয়েমানুষ বটে। আমি অনেক দিন [illegible] রাখিয়াছি। এখন আর বড় ভাল লাগে না। তা আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে না পাইতে পারেন, এমন নহে; কিন্তু টাকার কর্ম্ম দাদা। সে নিজে টাকা চাহিবে না। আমার হাতে টাকা দিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

এই পাষণ্ডের এই সকল ঘৃণাজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া জীবন-বাবুর মনে অতিশয় ক্রোধ হইতে লাগিল। আমার [illegible]

অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া তিনি এই নরাধমের সহিত কথা কহিতে থাকিলেন ;—বলিলেন, "বিধুমুখী তো ছিলেন রাজা উমাশঙ্করের আশ্রয়ে। আপনি তাঁহাকে পাইলেন কোথা ? শেষে পাছে বিধুমুখী লইয়া মোকদ্দমা করিতে গিয়া আমরা সকল দিক্ নষ্ট করিয়া ফেলি, এই জন্যই ভয় হয়।"

হরিচরণ বলিল, "আপনি এবারে একটা দেওয়ানী চাইলের কথা কহিয়াছেন বটে। আমি একবার জালের মোকদ্দমায় পড়িয়া সাজা পাইয়াছি, কাজেই আপনি সন্দেহ করিতেছেন। তা দাদা, বড় বড় মোকদ্দমা করিতে গেলেই এক আধটা গোলমাল হইয়া পড়ে। সেটা কিছু নয়। একটা দলীল জাল হইয়াছিল বলিয়া যে একটা মানুষ জাল হইবে, এমন কোন কথা হইতে পারে না। আপনি বলিতেছেন, বিধুমুখী উমাশঙ্করের কাছে ছিল আমি তাহাকে পাইলাম কোথা ? কথাটা ঠিক। কিন্তু কি জানেন, অনেক দিনের ভাব। তা যাহাই হউক, সে কথায় আর কাজ নাই। অনেক কাণ্ডের পর বিধুমুখী আমার হাতে পড়িয়াছে। আপনি কি তাহাকে দেখিতে চাহেন ?"

জীবন বলিলেন, "আমি দেখিতে চাহি না। তবে আমি জানিতে চাহি, যাহার কথা আপনি বলিতেছেন, তিনিই প্রকৃত বিধুমুখী কি না। তিনি যদি প্রকৃত হন, তাহা হইলে আপনার সহিত অন্যান্য বন্দোবস্ত স্থির করিয়া তাঁহাকে হস্তগত করার আপত্তি নাই।"

হরিচরণ বলিল, "আপনি যদি দেখিতে না চাহেন, তবে বুঝিবেন কিরূপে, তিনি আসল কি নকল ?'

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন, "তাহার অতি সহজ উপায় আছে। বিধুমুখী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে মহারাণী মাতার সহিত দেখা করিতে পারেন। মহারাণী মাতা বুঝিলেই সব ঠিক হইবে। তিনি আজ্ঞা করিলেই আমি মহাশয়কে টাকা-কড়ি দিয়া আবশ্যকমত বন্দোবস্ত শেষ করিব।"

হরিচরণ বলিল, "আরে ছ্যাঃ ! আপনি বুঝি এই রকমের দেওয়ানী করেন ? সকল কাজই বুঝি আপনাকে মনিবের হুকুম করিয়া লইতে হয় ? আমরাও দেওয়ানী করিয়াছি। সে ষ্টেট এত বড় না হইলেও প্রায় ইহারই মত। তা মহাশয়, আমি যাহা করিতাম, তাহার উপর কথা ... কাহার সাধ্য ! আমার হুকুমই বলবান্ ছিল। প্রতি ... নিবের মত জানিয়া কাজ করিতে হইলে চলে

... লেন, "সকল মানুষ সমান কাজের লোক ... তি যোগ্য লোক বলিয়া হয় তো আপ- নাকে মনিব স্বাধীন-ভাবেই কাজ করিতে দিতেন। আ দের তত সাহস হয় না। আপনি শেষ স ... র বলিয়া গিয়াছিলেন, আমার মতামত আপনি শুনি চাহেন না ; আমার মনিবের মতামত জানাই আপ দরকার। তবে এ বিষয়ে আপনি আমাকে আবার স্বাধ ভাবে মত দিতে বলিতেছেন কেন ? সে যাহা হউক, এ বিধুমুখীর সম্বন্ধে আপনি কি বলেন ?"

হরিচরণ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "বিধুমুখী আ হাতেই আছে। আমি আপনাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া বি মুখীকে একবার দেখাইয়া দিতে পারি। কিন্তু আপনা মহারাণীর কাছে তাহাকে আসিতে দিতে আমার ই হইতেছে না।"

"কেন ?"

"তাহাকে হাত-ছাড়া করিতে আমার সাহস হয় অনেক কষ্টে এবার আমি তাহাকে হাতে পাইয়া এক কথায় যে তাহাকে আবার হাত-ছাড়া করা, আমি ভাল বুঝি না।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "তা আপনি বিবেচনা ক দেখুন। এ সম্বন্ধে যে টাকার আপনি প্রস্তাব করি তাহা দিতে আমরা নারাজ হইতাম না। কিন্তু আস নকল মানুষ, তাহা ঠিক না করিয়া আমরা টাকার কহিতে পারিব না। আপনার যেরূপ বিবেচনা, ত করুন।"

হরিচরণ বলিল, "তবে মহারাণীর কাছে বি আসিয়া ত...াপ না করিলে আপনারা এ বিষয়ে স্থির করিতে পারিতেছেন না, কেমন ? ভাল, আ বিষয়টা একবার ভাবিয়া দেখি, তাহার পর আপ সংবাদ দিব। সংবাদই বা দিব কখন ? আপনারা কালি প্রাতে চলিয়া যাইতেছেন ?"

জীবন-বাবু বলিলেন, "কালি প্রাতেই আমাদের বার কথা ছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় যাওয়া ঘটি এখানে দুই একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কা স্থিত হওয়ায় আমাদিগকে কালি থাকিয়া যাইতে হই

হরিচরণ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, "তাহা যেরূপ স্থির করি, কালি প্রাতেই আপনি তাহার পাইবেন। এখন আসি দাদা।"

হরিচরণ প্রস্থান করিলে জীবনকৃষ্ণ সংবাদ প মহারাণী করুণাময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ম তখন একখানি মৃগচর্ম্মের উপর সমাসীনা। জীবন হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

করুণাময়ী বলিলেন, "সেই দুর্বৃত্ত হরিচরণ আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল ?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন, "হাঁ মা। সে পাষণ্ডের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আমার বড়ই লজ্জা হইতেছে।"

মহারাণী বলিলেন, "তা হউক, বিধুমুখীর সম্বন্ধে কি জানিতে পারিয়াছ, বল ?"

জীবন বলিলেন, "বিধুমুখীকে এই নরাধম লইয়া আসিয়াছে ; নিকটে কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে। কালি প্রাতে হরিচরণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। আমি টাকার লোভ দেখাইয়াছি। হয় তো বিধুমুখীকে মহারাণী মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলেও দিতে পারে।"

করুণাময়ী বলিলেন, "তাহার কথায় নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। যেমন করিয়া হউক, বিধুমুখীকে হস্তগত করা চাই। তুমি এ জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখ—লোক নিযুক্ত কর। কালি আর আমাদের যাওয়া হইবে না।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি।"

মহারাণী বলিলেন, "সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত আছ ; এক্ষণে যাও, আহারাদি করিয়া বিশ্রাম কর গিয়া।"

জীবনকৃষ্ণ পুনরায় প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

বালুচরের এক জঘন্য পল্লীতে একখানি অতি সামান্য ঘরের মধ্যে এক সুন্দরী নতবদনে বসিয়া আছেন। সুন্দরী একাকিনী নহেন ; তাঁহার নিকটে আর এক নারী বসিয়া রহিয়াছে। সুন্দরী আমাদের সুপরিচিতা বিধুমুখী ; যে নারী তাঁহার নিকট বসিয়া আছে, সে সেই বাড়ীর অধিকারিণী—গোলাপ। গোলাপ এক সময়ে কি ছিল, তাহা আমরা জানি না ; কিন্তু এখন সে ঘেঁটু-ফুলও নহে। তাহার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ হইবে। যাহার রূপ থাকে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার সে রূপের অপচয় হয় না ; বয়সের সহিত রূপ ভাবান্তর ধারণ করে এবং ক্রমেই গাম্ভীর্য্য ও ধীরতা-সহকৃত অপূর্ব্ব শোভায় পরিণত হয়। গোলাপের দেহে রূপের কোন লক্ষণ নাই, কখন ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কোনই নিদর্শন নাই। গোলাপ হীনবৃত্তি দ্বারা জীবিকাপাত করে ; চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক-দের আশ্রয় প্রদান করে ; অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে কন্যারূপে পালন করে ইত্যাদি বিবিধ সদুপায়ে সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

এই গোলাপ অনেকক্ষণ বিধুমুখীর নিকট বসিয়া আছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে অনেক কথা বলিতেছে। সে বলিতেছে, "তোমার যে রূপ আছে, তাহার সিকি আমাদের থাকিলে আমরা দেশ তোলপাড় করিয়া দিতাম। এত রূপের পসরা থাকিতে চুপচাপ বসিয়া থাকা কি ভাল ?"

বিধুমুখী কোন উত্তর দিলেন না। এ কথার কোন উত্তর দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। গোলাপ আবার বলিল, "ঐ রূপের জোরে সংসারের অর্দ্ধেক লোককে তো গোলাম করিয়া রাখা যায়, আর টাকা লইয়া খেলা করিতে পারা যায়। কেন তুমি ইচ্ছা করিয়া হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতেছ ?"

বিধুমুখী কোন কথা কহিলেন না। গোলাপ বলিল, "কথা কহিতেছ না কেন ? আমি তো ভাল কথাই বলিতেছি।"

বিধুমুখী বলিলেন, "সকল ভাল কথা সকল সময়ে লোকে ভাল বলিয়া বুঝিতে পারে না। তোমার কথা ভাল হইতে পারে, কিন্তু আমি তাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেছি না।"

গোলাপ বলিল, "ইহার আর বোঝাবুঝি কি ! অনেক মানুষ বাধ্য থাকা, অনেকের উপর জুলুম করিতে পাওয়া, অনেকের সহিত আলাপ থাকা ভাগ্যের কথা ; এ কথা তুমি কেন, একটা পাঁচ বছরের মেয়েও বুঝিতে পারে। আর টাকা তো আপনি আসিয়া তোমার পায়ে গড়াইয়া পড়িবে। টাকা রোজগার করিতে পারা যে একটা সৌভাগ্য, এ কথা বলিয়া বুঝাইতে হয় কি ?"

বিধুমুখী বলিলেন, "তোমার সহিত এ বিষয়ের কোন বাদানুবাদ করিতে আমার প্রয়োজন নাই ; তথাপি তুমি বলিতেছ বলিয়া আমি তোমার কথার জবাব দিতেছি। টাকায় আমার কোন দরকার নাই ; কেন না, আমার কোন অভাব নাই। আমি অনেক টাকা নাড়াচাড়া করিয়াছি, অনেক টাকা হাতে করিয়া খরচ করিয়াছি। কাজেই টাকার সুখ-দুঃখ আমার জানা

আছে। টাকার জন্য আমার আর লোভ হইতে পারে না। তুমি কি কটা টাকার কথা বলিতেছ? লক্ষ লক্ষ টাকা আমি কথায় কথায় খরচ করিয়াছি। তত টাকা তোমরা কখন দেখ নাই, তত টাকাওয়ালা কোন লোকের সহিত তোমরা কখনও কথাও কহ নাই। তাহার পর তুমি বলিতেছ, অনেক লোককে বাধ্য করা একটা ভাগ্য। লোক বাধ্য করিতে তো নারীর জন্ম নয়। এক-জনকে ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার চরণের দাসী হইয়া থাকা, সংসারধর্ম্ম করা, সন্তান পালন করা, এইরূপ কাজই নারীর ধর্ম্ম। ধর্ম্ম দ্বারা এইরূপে লোককে বাধ্য করিতে পারিলে নারীর গৌরব হয়, সুখ হয় বটে। অনেক লোককে আমি বাধ্য করিতে চাহি না।"

গোলাপ বলিল,"তা তুমি যে সকল কথা বলিতেছ, সে সব ধর্ম্মের কথা বটে; বুঝিলাম, তুমি খুব টাকার মানুষ ছিলে, টাকায় তোমার আর লোভ নাই। কিন্তু তুমি যে একজনের দাসী হইতে চাহিতেছ, তাহার আর উপায় কি? আমি শুনিয়াছি, তোমার স্বামী আর তোমাকে লইবেন না। তবে কেন বৃথা আশায় বসিয়া রহিয়াছ?"

বিধুমুখী বলিলেন, "তিনি আমাকে লইবেন না—লইতে পারেনও না। কিন্তু তাঁহার দাসী হইয়া থাকিতে কেহই তো আমাকে বারণ করিতে পারে না। তিনি আমাকে লউন বা না লউন, আমি মনে-প্রাণে তাঁহার দাসী হইয়া থাকিব। তাহাই আমার ধর্ম্ম, তাহাই আমি [illegible]।"

গোলাপ বলিল, "এত ধর্ম্মের পটপটানি তোমার মুখে আর ভাল শুনায় না। সে একজনকে ছাড়িয়া যখন আর একজনকে ভজিয়াছ, তখন আর সে বড়াই কেন করিতেছ?"

বিধুমুখী বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ। আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহার পর ধর্ম্মের কথা বলিতে গেলে লোকের হাসি আসিতে পারে বটে। কিন্তু একদিন মানুষ চুরি করিলে তাহাকে চিরকালই চুরি করিতে হইবে, এমন কোন কথা আছে কি? আমি পাপীয়সী। পাপের জ্বালায় আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। আর পাপের মাত্রা বাড়াইয়া কাজ নাই।"

গোলাপ বলিল, "আমরা এত কথা জানি না। আমরা জানি, একবার পাপও যা, দশবারও তা।"

এই সময় কোথা হইতে হরিচরণ ব্যস্তভাবে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

বিধুমুখীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি মুখ ফি[illegible] ইয়া নত-বদনে বসিয়া রহিলেন। গোলাপ বলিল, "তু[illegible] আসিয়াছ দাদা? লও ভাই, তোমার মানুষ; য[illegible] বলিতে হয়, তুমি বল। আমি ভাই হারি মানিয়াছি।"

হরিচরণ বলিল, "কথা শুনিতে চাহে [illegible] সোজাকথায় ও কি কথা শুনিবে? ঝাঁটা আনিয়া কতক দিতে পার নাই?"

গোলাপ বলিল, "তা কি ভাই, আমরা পারি[illegible] তোমার মানুষ, তুমি যা ভাল বুঝ, কর।"

হরিচরণ বলিল, "আমাকে ও আর চাহে না, আমি[illegible] উহাকে চাহি না। সে জন্য কোন গোলের কথা ন্[illegible] আমি উহাকে ভাল কথাই বলিতেছি। তোমার এখন রূপ আছে, বয়স আছে, আমি ভাল লোক আনি[illegible] দিতেছি, তাহাতে তোমার ভাল হইবে, সঙ্গে স[illegible] আমারও উপকার হইবে। এমন কথাও শুনে না কে[illegible] বল তো গোলাপ দিদি?"

গোলাপ বলিল, "জানি না ভাই! এ পথে নামি[illegible] আবার ধর্ম্মের ছড়াছড়ি শুনিলে গা জ্বলিয়া যায়। উ[illegible] ভাই সতী-সাবিত্রী, আমরা বেশ্যা। আমরা আর [illegible] বলিব?"

তখন হরিচরণ বিধুমুখীর নিকটে গিয়া বলিল, "তু[illegible] আমাদের কথা শুনিবে কি না বল?"

বিধুমুখী বলিলেন, "না।"

হরিচরণ বলিল, "কি স্পর্দ্ধা! আমার কথার উপ[illegible] সমান জবাব। জানিস্, তোর অদৃষ্টে অনেক দুর্গ[illegible] আছে।"

বিধুমুখী বলিলেন, "জানি। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার অপেক্ষা দুর্গতি আর হইতে পারে না, তাহ[illegible] আমি জানি।"

হরিচরণ বলিল, "মারিয়া তোর হাড় ভাঙ্গিয়া দি[illegible] জানিস্?"

বিধুমুখী বলিলেন, "তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না[illegible] যাহাই কর হরিচরণ, পাপের পথে আমাকে কোন মতে তুমি আর লইয়া যাইতে পারিবে না।"

হরিচরণ বলিল, "আচ্ছা, তোরই এক দিন কি[illegible] আমারই এক দিন। দেখিব, তোর এই অহঙ্কার চূর্ণ [illegible] কি না।"

দারুণ ক্রোধের সহিত হরিচরণ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। গোলাপও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিল। বাহিরে একটি হিন্দুস্থানী পুরুষ অপেক্ষা করিতেছিল

তাহার মাথায় একটি তাজ, গায়ে জরির বেলদার আবরোঁয়ার পাঞ্জাবী, গলায় সোনার চেন হার, পরিধান কালাপেড়ে ধুতি, পায়ে বার্ণিস করা পম্প-সু, বাম-স্কন্ধের উপর হইতে যজ্ঞসূত্রাকারে এক বেনারসী ওড়না বিলম্বিত।

এই ব্যক্তির নিকটে আসিয়া হরিচরণ অনেকক্ষণ কথা কহিল। তাহার পর তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং যে ঘরে বিধুমুখী আছেন, সেই ঘরে তাহাকে প্রবেশ করিতে বলিয়া আপনি বাহিরে বসিয়া রহিল। তখন রাত্রি প্রায় আটটা।

হিন্দুস্থানী যুবা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। হরিচরণ বাহির হইতে শুনিতে পাইল, হিন্দুস্থানী যুবা নানাপ্রকার কথা কহিতেছে। বিধুমুখীর কোন কথাই তাহার কর্ণগোচর হইল না। তাহার পর দুই তিন মিনিট কোন কথাই হরিচরণ আর শুনিতে পাইল না। তাহার পর হরিচরণ শুনিতে পাইল, বিধুমুখী উচ্চশব্দে হিন্দুস্থানী পুরুষকে অনেক গালি দিতেছেন, তাহার পর সহসা হিন্দুস্থানী পুরুষ কাতরভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল, "সয়তানী, মেরা জান লিয়া।"

সঙ্গে সঙ্গে বিকট আর্ত্তনাদ। বাটীর চারিদিকে অনেক লোক জমিয়া গেল। হরিচরণ ও গোলাপী দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দেখিল, হিন্দুস্থানীর বামপার্শ্বে এক ছুরিকা বিদ্ধ রহিয়াছে, তাহার দেহ হইতে রক্ত বাহির হইয়া বহিয়া যাইতেছে এবং সে অতিশয় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। আর বিধুমুখী উন্মাদিনীর ন্যায় ভয়ঙ্করভাবে ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন।

হরিচরণ বলিল, "রাক্ষসি, সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্! আমি তোকে খুন করিব।"

বিধুমুখী বলিলেন, "সাবধান! আমার গায়ে হাত দিতে আসিয়া ঐ পাষণ্ডের এই দুর্গতি হইয়াছে! তোমার অদৃষ্টেও ঐরূপ ঘটিবে।"

তখন হরিচরণ ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিয়া একখানি মোটা কাঠ লইয়া গেল এবং বিধুমুখীর মাথা লক্ষ্য করিয়া তাহা মারিতে উঠাইল। গোলাপী তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্দিক্ হইতে সেই কাষ্ঠখণ্ড চাপিয়া ধরিল এবং বলিল, "আমার বাড়ীতে এ কি কাণ্ড বাবু! যাহা হইয়াছে, তাহার দায়ে এখনই হাতে দড়ী পড়িবে। আবার কেন হেঙ্গাম বাধাইতেছ? ভাল লোক ভাবিয়া তোমাদের জায়গা দিয়াছিলাম। এখন কি সর্ব্বনাশ তোমরা ঘটাইলে দেখ দেখি।"

তখনই বাহিরে তুমুল কোলাহল উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সর্ব্বাগ্রে পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর, তাঁহার পশ্চাতে দারোগা, জমাদার, কন্‌ষ্টেবল, জীবনকৃষ্ণ-বাবু এবং অন্যান্য অনেক লোক।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হরিচরণ কাহার নাম?"

জীবনকৃষ্ণ-বাবু হরিচরণকে দেখাইয়া দিলেন। ইন্‌স্পেক্টর তাহাকে হাতকড়ি দিতে আদেশ করিলেন। তখনও হরিচরণের হাতে সেই কাঠ রহিয়াছে। ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "এখানে মরণাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া এ কে? এ যে ধরমচাঁদ-বাবু। ইনি এ দেশের একজন প্রধান ধনী। এ স্থানে ইনি কেন আসিলেন? ইঁহার এ অবস্থা কে ঘটাইল? বোধ হয়, হরিচরণ কৌশলে ইঁহাকে এখানে আনিয়া খুন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার পর ঐ স্ত্রীলোককে মারিতে যাইতেছিল।"

বিধুমুখী বলিলেন, "না মহাশয়, ঐ হিন্দুস্থানী পুরুষ বলপূর্ব্বক আমাকে ধরিতে আসিয়াছিলেন। আমি রক্ষার আর কোন উপায় না পাইয়া উহার দেহে ছুরি মারিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞাসিলেন, "আপনারই নাম কি বিধুমুখী?"

বিধুমুখী বলিলেন, "হাঁ।"

ইন্‌স্পেক্টর ধরমচাঁদ-বাবুর নিকটস্থ হইলেন। ধরমচাঁদ-বাবুর আঘাত গুরুতর হইয়াছে, কিন্তু সাংঘাতিক হয় নাই। ইন্‌স্পেক্টর ছুরি খুলিয়া লইলেন। পঞ্জরাস্থির উপর দিয়া চর্ম্মমাত্র ভেদ করিয়া ছুরি চলিয়া গিয়াছে। সহজেই তিনি সারিয়া উঠিবেন বলিয়া সকলের বোধ হইল। অতি সাবধানে ইন্‌স্পেক্টর ও জীবন-বাবু তাঁহার ক্ষতস্থানে কাপড় বাঁধিয়া দিলেন। ধরমচাঁদ-বাবু একটু সুস্থ বোধ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞাসিলেন, "কিসে কি হইল, আপনি ঠিক করিয়া বলুন।"

ধরমচাঁদ বলিলেন, "বড় লজ্জার কথা। আজি আমার সুশিক্ষা হইয়াছে। আমার যে শাস্তি হইয়াছে, তাহার জন্য আমি দুঃখিত নহি। এ জন্য আমি কাহারও নামে কোনও নালিসও করিতেছি না। ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আমি আপনাদের নিকট অকপটে বলিতেছি। এই হরিচরণ আমাকে এক প্রভূত ধনশালিনী সুন্দরী নারীর কথা বলে। ইহাও বলে যে, সে কোথাও যাইবে না, আপাততঃ সে যে স্থানে আছে, সেখানে আসিয়াই আমার সহিত

আলাপ করিতে হইবে। সহজে স্ত্রীলোক আমার কথায় সম্মত হইবে না। একটু ছলে, কলে, কৌশলে ও বলে তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে। আমার এরূপ অখ্যাতি আপনাদের অবিদিত না থাকিতে পারে। আমি বড় পাপী, হরিচরণের কথায় আমি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া এই কুস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি।”

ধরমচাঁদ নীরব হইলেন। ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহার পর কি হইল?”

ধরমচাঁদ একটু বিশ্রামের পর বলিলেন, “তাহার পর এই শাস্তি। আমি অনেক পাপ করিয়াছি, এ কথা স্বীকার করিয়াছি। কখনই পাপ-কার্য্যে আমার আশা বিফল হয় নাই। মনে করিয়াছিলাম, এবারও তাহাই হইবে। আমি হরিচরণের মুখে শুনিয়াছিলাম, ঐ নারী কুলটা। আমি সেই সাহসে, টাকার বলে, দেহের শক্তিতে উঁহার গায়ে হাত দিতে গিয়াছিলাম। তাহার পর যাহা হওয়া উচিত, তাহাই হইয়াছে। উনি আমার মা, উঁহার নিকট পরম শিক্ষালাভ করিয়াছি। উঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি। উনি পরমা সতী, তাহার সন্দেহ নাই।”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “এক্ষণে আপনার কি অভিপ্রায়?”

ধরমচাঁদ বলিলেন, “এক্ষণে আপনারা দয়া করিয়া কোন উপায়ে আমাকে আমার বাটীতে পাঠাইয়া দিউন। আমি তথায় উপযুক্ত ডাক্তারাদি ডাকাইয়া চিকিৎসা করি। আমি মা-ঠাকুরাণীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাহি না। উনি উচিত কাজ করিয়াছেন।”

তখনই ইনস্পেক্টরের আদেশে কনষ্টেবল পাল্কী আনিতে ছুটিল। ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞাসিলেন, “দেওয়ানজী মহাশয়, এক্ষণে বিধুমুখীর সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য?”

জীবন-বাবু বলিলেন, উনি মহারাণী করুণাময়ীর নিকট থাকিবেন, তাঁহারই ব্যবস্থায় হরিচরণ ধরা পড়িল; বিধুমুখীর উদ্ধার হইল। যদি পুলিসের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে মহারাণীর কাছে উপস্থিত হইলেই বিধুমুখীকে পাওয়া যাইবে। মহারাণী উহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। যদি সাক্ষাতের পর উনি সেখানে থাকিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে উঁহার ইচ্ছামত স্থানে উঁহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং যথাসময়ে সে সংবাদ পুলিসের গোচর করা হইবে।”

ইন্‌স্পেক্টর বিধুমুখীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আপনি কি ইচ্ছা করেন?”

বিধুমুখী বলিলেন, “আমি মহারাণীর নাম শুনি[illegible] তাঁহার অনেক অলৌকিক গুণের কথাও শু[illegible] কথাবার্ত্তায় বুঝিতেছি, তাঁহারই ব্যবস্থায় আমার [illegible] হইল। নদীর অপর পারে তাঁহার দানকাণ্ড চ[illegible] এবং তিনিও এখানে আছেন, এ সংবাদও আ[illegible] আসিয়া জানিতে পারিয়াছি। এরূপ সুযোগ [illegible] আর ঘটিবে কি না, বলিতে পারি না, তাঁহার চরণে[illegible] করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে [illegible] থাকা ঘটিবে কি না, এখন তাহা বলিতে পারি না।

ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞাসিলেন, “দেওয়ানজী মহাশয়, [illegible] কিরূপ ব্যবস্থায় বিধুমুখীকে লইয়া যাইতে চাহেন?”

জীবন-বাবু বলিলেন, “সমস্ত ব্যবস্থাই স্থির [illegible] আমাদের দ্বারবানেরা এখনই পাল্কী লইয়া আসিবে [illegible] জন দাসী ও চারি জন বরকন্দাজ পাল্কীর সঙ্গে যা[illegible] বোধ হয়, কোনই অসুবিধা হইবে না।”

তাহার পর ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “এই হ[illegible] গোলাপী মাগীকেও চালান দিতে হইবে; এ প[illegible] যাইতে পারে। আমরা শুনিয়াছি, ইহার এই বা[illegible] অনেক কুলবালা ধর্ম্ম হারাইয়াছে। এ অনেক না[illegible] ফুসলাইয়া পাপপথে আনিয়াছে। অনেক দুষ্ট পুরুষ [illegible] নারীকে আনিয়া ইহার নিকট আশ্রয় পাইয়াছে। ই[illegible] হঠাৎ ছাড়িয়া দেওয়া আমি উচিত মনে করি না। [illegible] চরণের সহিত ইহাকেও আজি থানায় চালান দে[illegible] হউক। তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হইবে।”

হাতকড়ি-নিবদ্ধ হরিচরণ ঠিক দাঁড়াইয়া রহিল; [illegible] গোলাপী কাঁদিয়া ফেলিল।

কনষ্টেবল পাল্কী লইয়া আসিল। অনেকে ধরা[illegible] করিয়া ধরমচাঁদকে পাল্কীতে উঠাইয়া দিল। তিনি [illegible] গমন করিলেন।

জীবনকৃষ্ণ-বাবু বলিলেন, “মা-লক্ষ্মি, আপনি পাল্কী[illegible] উঠুন। ঐ ঝিরা পাল্কীর পাশে দাঁড়াইয়া আছে। দ্[illegible] বানেরা সঙ্গে যাইবে। আপনার কোন চিন্তা নাই।”

বিধুমুখী ইন্‌স্পেক্টরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা ক[illegible] লেন, “আমি যাইতে পারি কি?”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “আপনাকে যে লোক ল[illegible] যাইতেছেন, তাঁহার ব্যবস্থার উপর জেলার ম্যাজি[illegible] সাহেবও কোন কথা কহিবেন না। আপনি স্বচ্ছন্দে গ[illegible] করুন। কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যেই আপনার জবা[illegible] বন্দীর দরকার হইবে। এই হতভাগার বিরুদ্ধে যে সর্ব[illegible]

মোকদ্দমা এবার খাড়া হইয়াছে, [illegible] যে কুণ্ঠিত [illegible] আপনি।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "জবানবন্দী দেওয়ার কোন অসুবিধা হইবে না। বোধ হয়, মহারাণী মাতা কমিশনে সাক্ষী দেওয়াইতে ইচ্ছা করিবেন। যথাসময়ে তাহার ব্যবস্থা করিলেই হইবে।"

ধীরে, নম্রভাবে, রাজরাজমোহিনীর ন্যায় পাদবিক্ষেপে বিধুমুখী সে পাপপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, পাল্কীসহ বাহকগণ, দ্বারবানগণ এবং ঝি দুই জন প্রস্থান করিল।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "এক্ষণে জমাদার এবং আট জন কনষ্টেবল এই আসামী হরিচরণ এবং গোলাপীকে থানায় লইয়া যাও। কল্য প্রাতে ইহাদিগকে হাকিমের নিকট পাঠাইতে হইবে।"

জীবন-বাবু বিহিত শিষ্টাচারাদির পর ইন্‌স্পেক্টরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। আসামীদের লইয়া পুলিসের লোকেরা চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মিলন।

সকল গোলই মিটিয়া গিয়াছে। মহারাণী করুণাময়ী-দেবী আজিমগঞ্জ হইতে বীরভূমিতে আপনার রাজধানী চন্দ্রমালায় প্রস্থান করিয়াছেন। বিধুমুখীর কমিশনে জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে। হরিচরণ দায়রা-সোপর্দ্দ হইয়াছে। বিশুর মা নিম্ন-আদালতে সাক্ষ্য দিয়াছে। যে দস্যুদল বিধুমুখীর বাটীতে পড়িয়া বিধুমুখীকে হরণ করিয়াছে, রায় বাহাদুরকে জখম করিয়াছে, বিশুর মাকে [illegible] পন্ন অবস্থায় ফেলিয়াছে, আরও [illegible] য়াছে, নিম্ন-আদালতে [illegible] [illegible] এবং যে যে উপায়ে সে তাঁহাকে [illegible] আনিয়াছে, [illegible] তিনি পরিষ্কার-[illegible] জীবনকৃষ্ণ-বাবুকেও সাক্ষ্য দিতে হই-[illegible] আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন যে, হরিচরণ বিধুমুখীকে নানাভাবে মহারাণীর নিকট বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল এবং বিধুমুখী যে তাঁহার হস্তে আছে, এ কথা হরিচরণ বার বার বলিয়াছিল, আর তাহার রূপ-যৌবনের প্রলোভন দেখাইয়া ঘৃণিত প্রস্তাব [illegible] সাক্ষ্য [illegible] [illegible]।

অনেক লোককে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছে।

মোকদ্দমার সময় আদালতে রায় হরকুমার বাহাদুরের সহিত জীবন-বাবুর সাক্ষাৎ হয়। দেওয়ানজীর মারফৎ বিধুমুখী দুইখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। একখানি রায় বাহাদুর ও আর একখানি রাজার নামে লিখিত। উভয় পত্রেই অসংখ্য প্রণাম ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিধুমুখী কিছু দিন চন্দ্রমালায় মহারাণী করুণাময়ী দেবীর নিকট অবস্থান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রাজা বা রায় বাহাদুর সে প্রস্তাবে কোন আপত্তি করেন নাই। বিধুমুখী দুই পক্ষকাল চন্দ্রমালায় বাস করিতেছেন।

চন্দ্রমালায় বিধুমুখী অনেক সময় মহারাণীর নিকট অবস্থান করার অধিকার লাভ করিয়াছেন। করুণাময়ীর আকার-প্রকার, শিক্ষা, ক্ষমতা, ত্যাগস্বীকার, অনাসক্তি, উদারতা, মহত্ত্ব প্রভৃতি দেখিয়া বিধুমুখী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। মানুষের, বিশেষতঃ ধনশালিনী স্বাধীনা স্ত্রীলোকের এরূপ অত্যাশ্চর্য্য দেবভাব জন্মিতে পারে, ইহা বিধুমুখী না দেখিলে কখনই বিশ্বাস করিতেন না। এই দেবীর সান্নিধ্যে অবস্থিতি করিবার অধিকার লাভ করিয়া বিধুমুখী আপনাকে পরম ভাগ্যবতী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন।

একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে আহ্নিকাদি সমাপ্ত হইলে মহারাণী দাসীর দ্বারা বিধুমুখীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তৎক্ষণাৎ বিধুমুখী আসিয়া দূর হইতে মহারাণীকে প্রণাম করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাণী বলিলেন, "আজি সমস্ত দিন তোমার সহিত কথা কহিবার সময় পাই নাই। অনেক বৈষয়িক কার্য্যে আজিকার দিন কাটিয়া গিয়াছে। তুমি বইস। এখন সময় পাইয়া তোমাকে ডাকিয়াছি। তুমি স্বচ্ছন্দে আছ তো?"

বিধুমুখী সেই স্থানে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "মহারাণী মাতার দেহের বায়ু কপালক্রমে যাহার গায়ে লাগিতেছে, তাহার আর কি অস্বচ্ছন্দতার কারণ থাকিতে পারে? আমি বড়ই আনন্দে আছি। আমার এই আনন্দ দেখিয়া আমি নিজেই নিরন্তর আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছি।"

মহারাণী বলিলেন, "কেন মা?"

বিধুমুখী বলিলেন, "আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহা শুনি লও নারীর পাপ হয়। এই পাপে সংসারের সকলের ঘৃণাভাজন হইয়া হীনভাবে কালপাত করাই আমার

পক্ষে সমুচিত ব্যবস্থা। পরকালে অনন্ত নরক, ইহকালে অবিশ্রান্ত যন্ত্রণা আমার অদৃষ্টের একমাত্র নিয়তি হওয়া উচিত। তাহার পরিবর্ত্তে পাপীয়সীর এ কি সৌভাগ্য! এই জন্মেই সজীব শরীরে দেবতার অনুগ্রহ ও আশ্রয় লাভ, নিরন্তর সন্তোষ ও আনন্দসম্ভোগ কেন ঘটিতেছে, ইহা ভাবিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হই। রাজা উমাশঙ্কর প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়াই আমার মনে হয়। আর মহারাণী মাতার কথা কি বলিব? বোধ করি, দেবলোকেও এমন দেবী নাই। এই সকল দেবচরণের আশ্রয়-লাভ পরম-পুণ্যশীল মনুষ্যগণের অদৃষ্টেও ঘটে কি না সন্দেহ। আমার মত অভাগিনীর এ সৌভাগ্য কেন হয় মা?"

মহারাণী বলিলেন, "তোমার চিত্ত সন্তোষ ও আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে শুনিয়া পরিতোষ লাভ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, ক্রমে তুমি পূর্ণানন্দের অধিকারিণী হইবে। বুদ্ধির ভ্রমে মনুষ্যের পদস্খলন নিয়তই হইয়া থাকে; দেবতাদেরও অনেক সময়ে সেরূপ ঘটে। যে ব্যক্তি আপনার দুষ্কৃতি আপনি বুঝিয়া জীবনের গতি ফিরাইয়া লইতে পারে এবং আপনার অতীত কুকার্য্যে আন্তরিক সন্তপ্ত হয়, তাহার চিত্ত ক্রমেই নির্ম্মলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। চিত্তের নির্ম্মলতা হইলেই পাপের তাড়না, অতীতের যন্ত্রণা তাহাকে আর কাতর করিতে পারে না। আর মা, তুমি যে ঘৃণার কথা বলিতেছ, আমি তাহার কোন কারণ দেখিতে পাই না। এ সংসারে কোন পদার্থই ঘৃণাজনক নহে। ঘৃণা একটা সংস্কার মাত্র। পাপ একটা ঘৃণার বস্তু বটে, কিন্তু মা, তাহারও সার্থকতা আছে। পাপ আছে বলিয়াই পুণ্যের মহিমা-গৌরব আমরা প্রণিধান করিতে পারি। পাপ পাশাপাশি চলে বলিয়াই পুণ্যের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে। পুণ্যের কমনীয় কান্তি দেখিতে পাই বলিয়া আমরা পাপকে ঘৃণা করিতে পারি। পাপ নিশ্চয়ই ঘৃণিত পদার্থ; সুতরাং পাপীও ঘৃণিত। কিন্তু মা, কিরূপ পাপী ঘৃণার সামগ্রী? পাপেই যাহার উল্লাস, পাপকে যে প্রাণের সঙ্গী করিয়া লইয়াছে, পাপের অনুষ্ঠানে যে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করে, পাপকে যে পুণ্যের অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করে সেই পাপী নিশ্চয়ই ঘৃণার আস্পদ। যে পাপী পাপানুষ্ঠান করিয়া তাহার জ্বালায় অস্থির হয়, যে পাপী পাপকে স্মরণ করিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া থাকে, যে পাপী পাপাচরণের পর প্রাণের কলুষরাশি ধৌত করিবার জন্য পাগল হইয়া বেড়ায়, যে পাপী অতীত পাপের কথা চিন্তা করিয়া শিহরিতে থাকে ও মরণাপন্ন হয়, তাহাকে ঘৃণা করিবার কোনই কারণ নাই। আমি বিশ্বাস করি, অচিরে তোমার পূর্ণা[illegible] জন্মিবে।"

বিধুমুখী অধোমুখে চিন্তা করিতে [illegible]লেন। রাণী বলিলেন, "কি ভাবিতেছ মা?"

বিধুমুখী বলিলেন, "একই কারণে আমার পূর্ণা[illegible] কখন জন্মিবে না।"

"কি কারণ?

"আমার স্বামী—আমি তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ [illegible] চার করিয়াছি, তাহা কল্পনাতীত। সুতরাং তাঁহা[illegible] বা কৃপালাভের প্রার্থনা আমার নাই। আমি য[illegible] হইতে তাঁহাকে একবার করিয়া দেখিতে পাই, তি[illegible] স্থানে অবস্থান করেন, অন্ততঃ সে স্থানের নিকটস্থ [illegible] অধিকার পাই, তাহা হইলেই বোধ হয়, আমার [illegible] পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।"

মহারাণী বলিলেন, "তাহাও হইবে। নিশ্চয়[illegible] অচিরে তুমি তোমার স্বামীকে যাহাতে দেখিতে [illegible] তাহার ব্যবস্থা করিব।"

বিধুমুখী সজলনয়নে বলিলেন, "ভগবতীর এই [illegible] বাক্যে দাসী চরিতার্থ হইল।"

মহারাণী জিজ্ঞাসিলেন, "রাজা উমাশঙ্করের [illegible] তুমি কত দিন আলাপ করিয়াছ?"

বিধুমুখী বলিলেন, "আমি জীবনে সাত [illegible] তাঁহার সহিত অল্পাধিক কথা কহিয়া ধন্য হইয়াছি[illegible]

মহারাণী জিজ্ঞাসিলেন, "রাজাকে কেমন [illegible] বলিয়া তুমি বুঝিয়াছ?"

বিধুমুখী বলিলেন, "রাজাকে লোক বলি[illegible] করিতে আমার সাহস হয় না। আহা! যে দিন প্রথমে সেই দেবতা ভিক্ষার নিমিত্ত দয়া করিয়া দর্শন দিলেন, সে দিন আমার জীবনের কি [illegible] তাঁহার চরণধূলার কৃপায় আমার জীবনের গ[illegible] গেল। তিনিই আমার গুরু।"

"আর রায় বাহাদুরের সহিত তোমার [illegible] আছে?"

"তিনি যে আমার পিতা। এমন মিষ্টভাষী,[illegible] শয়, এমন সুব্যবস্থাপক, এমন সর্ব্বজনরঞ্জন [illegible] আর কখন দেখি নাই।"

করুণাময়ী জিজ্ঞাসিলেন, "আর রাণীর সহি[illegible] পরিচয় আছে?"

বিধুমুখী বলিলেন, "না মা, আমি এ[illegible] হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনি আমাকে দে[illegible]

নাই। তাঁহার স্থায় পুণ্যবতীর সম্মুখে এ পাপ-মুখ দেখাইতে আমার ভরসা হয় নাই। রাণীর অনেক সদ্‌গুণের কথা লোকমুখে শুনিয়াছি, রাজার ভগ্নীরও অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি, কিন্তু লজ্জায় ও ঘৃণায় তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে পারি নাই।"

করুণাময়ী বলিলেন, "তুমি শুনিয়াছ কি, তোমাদের রাজা এ দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ী-ঘর, গাড়ী-ঘোড়া, অলঙ্কার প্রভৃতি সর্ব্বস্ব দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন ?"

বিধুমুখী বলিলেন, "না মা, আমি এ কথা শুনি নাই। তাঁহার পক্ষে এ কার্য্য অসম্ভব নহে। কিন্তু মা, সর্ব্বস্বই এ কার্য্যে লাগিবে কি ?"

করুণাময়ী বলিলেন, "আমি যত দূর জানি ও বুঝি, তাহাতে আমার বোধ হয়, তাঁহার সকলই এ কার্য্যে নিঃশেষ হইবে। বোধ হয়, তাঁহাকে স্ত্রীপুত্র লইয়া গাছতলায় দাঁড়াইতে হইবে।"

বিধুমুখী অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাণী বলিলেন, "এ জন্য চিন্তা করিতেছ কি মা ? চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। আমি যতদূর জানি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, [illegible] হেতু রাজা উমাশঙ্কর কথনই বিচলিত হইবেন না।"

"বিধুমুখী বলিলেন, তাহা না হইলেও রাণীর ও [illegible]কুমারের নিশ্চয়ই বিশেষ কষ্ট হইবে।"

মহারাণী বলিলেন, "যদিই হয়, কে তাহার অন্যথা [illegible]বে ? তুমি এক সময়ে আমার নিকট যে বিষয় বিক্রয় [illegible]য়াছিলে, তাহার দখল দিতে রায় বাহাদুর আপত্তি [illegible]য় রাজার সহিত আমাদের মোকদ্দমা হয়। সে মোকদ্দমায় রাজাকে আমার নিকট প্রায় এক লক্ষ টাকার দায়ী হইতে হইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন, "তিনি একে সর্ব্বস্ব দান করিতে [illegible]য়াছেন, তাহার উপর এই দায়। আপনি কি টাকা [illegible]দায় করিবেন ?"

মহারাণী বলিলেন, "নিশ্চয় আদায় করিব। ন্যায়[illegible] প্রাপ্য ছাড়িয়া দিবার কোন কারণ নাই।"

বিধুমুখী বলিলেন, "এই টাকার জন্য ধর্ম্মতঃ আমি [illegible]। আমি অনর্থক এই সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া রাজাকে [illegible] করিলাম। মা, আপনি দেবী। আমার প্রতি আপ[illegible] কৃপার সীমা নাই। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন [illegible]তেছি, আপনি দয়া করিয়া রাজাকে এই দায় হইতে [illegible] করিতে পারেন না কি ?"

মহারাণী বলিলেন, "না মা, কেন তাহা পারিব ? সত্য বটে, তোমার জন্য রাজার এ দায় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু রাজা যখন বিষয়ের অধিকারী হইলেন, তখন প্রথমেই যে সম্পত্তি লইয়া বিরোধ, তাহার দাবী ছাড়িয়া দিলেই পারিতেন। তিনি বিষয় পাইবেন বলিয়া কখন ভাবেন নাই। যে অবস্থায় যে বিষয় তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহাতেই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া তুষ্ট থাকা তাঁহার উচিত ছিল। এ সম্বন্ধে তোমারও কোন দোষ আমি দেখিতেছি না। তুমি যখন বিষয় নিজের বলিয়া জানিতে এবং কালে বিষয়ের এরূপ পরিণাম দাঁড়াইবে, ইহা যখন তুমি স্বপ্নেও মনে কর নাই, তখন তুমি তাহার ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়াছ। ইহাতে তোমার কোন দোষ হইতে পারে না।"

বিধুমুখী বলিলেন, "দোষ যাহারই হউক, রাজার সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে, এ সময়ে আপনি ক্ষান্ত থাকিলে হইত না ?"

মহারাণী বলিলেন, "না মা, তাহা তো সঙ্গত ব্যবস্থা নহে। যখন তাঁহার সমস্ত বিষয়ই যাইতেছে, তখন আমি ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার বিষয় থাকিবে না বুঝিতেছি, তখন আমি কেন আমার ন্যায্য প্রাপ্য ত্যাগ করিব ? এ জন্য দুঃখিত বা চিন্তিত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। তুমি এ জন্য চিন্তা ত্যাগ কর।"

বিধুমুখী বলিলেন, "যে আজ্ঞা। আপনি যখন ইহা চিন্তাজনক নহে বলিয়া মনে [করিতেছেন, তখন আমি এ জন্য কেন চিন্তিত হইব ?"

মহারাণী বলিলেন, "আমি শীঘ্র তীর্থ-দর্শনে যাইব। ইচ্ছা করিলে তুমিও আমার সঙ্গে যাইতে পার।"

বিধুমুখী বলিলেন, "আমাকে কৃপা করিয়া সঙ্গে লইলে চরিতার্থ হইব।"

মহারাণী বলিলেন, "তোমার আহারের কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। কল্য তোমার সহিত ইহার পরামর্শ করিব।"

বিধুমুখী প্রণাম করিয়া নিতান্ত চিন্তিতভাবে প্রস্থান করিলেন। পরম্পরাগত বিবিধ দুর্ঘটনাপাতে বিধুমুখীর হৃদয় ও মন অতিশয় অবসন্ন হইয়াছিল। তাহার পর জিয়াগঞ্জে সহসা উন্মাদভাবে ধরমচাঁদ-বাবুর দেহে অস্ত্রাঘাত করার পর তাঁহার অন্তর নিতান্ত বিচলিত হইয়াছিল। অদ্য মহারাণীর মুখে পরম পুণ্যশীল রাজা উমাশঙ্করের এই দশা-বিপর্য্যয়ের বার্ত্তা শ্রবণে তিনি বড়ই ব্যথিতা হইলেন। এই সকল বিবিধ কারণে বিধুমুখীর হৃদয় ও মন ক্রমেই বিকৃত হইতে লাগিল।

সপ্তম খণ্ড ছায়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূজা।

রাণী অন্নপূর্ণা দেবী অদ্য রাজার প্রতিশ্রুত শঙ্করনাথ মহাদেবের পূজা করিতে গমন করিয়াছেন। সঙ্গে ভবসুন্দরী এবং দাসী ব্যতীত আরও দুই জন পরিচারিকা আছে। খোকারাজাকে ক্রোড়ে লইয়া একজন দাসী সঙ্গে চলিয়াছে। দেবালয় রাজবাটী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে, তথাপি অনেক অস্ত্রধারী রক্ষী ও দৌবারিক রাণীর শিবিকার অগ্রে, পশ্চাতে ও উভয় পার্শ্বে চলিয়াছে। নৈবেদ্য, পূজার বিবিধ সামগ্রী ও পুষ্প চন্দনাদি লইয়া অনেক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যা অগ্রে গমন করিয়াছেন।

বেলা নয়টার সময় রাণী দেবালয়ে উপনীত হইলেন। পুরুষ প্রহরী, অনুচর ও ব্রাহ্মণগণ দূরে চলিয়া আসিলেন। শিবিকামধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাণী দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কেবল দেব-পুরোহিত মহাশয় মন্দির-মধ্যে থাকিতে পাইলেন, তাঁহাকে মন্ত্রাদি পাঠ করাইয়া যথারীতি পূজা করাইতে হইবে এ জন্য তাঁহার তথায় অবস্থান অপরিহার্য্য। অন্যান্য যাবতীয় পুরুষ মন্দিরের বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভব, দাসী, অন্যান্য পরিচারিকাগণ ও ব্রাহ্মণ-কন্যাগণ মন্দিরমধ্যে রাণীর নিকট অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। খোকারাজা মাতার ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হইল।

আজি রাণী অন্নপূর্ণা অপূর্ব্ববেশে সজ্জিতা। মকমলের উপর সাঁচ্চা কাজের শোভাময় পাইড়যুক্ত পীতবর্ণের এক চীনের রেশমী কাপড় তিনি পরিধান করিয়াছেন। স্বর্ণবর্ণ ফুলমালা-সংযুক্ত জামা তিনি গায়ে দিয়াছেন, আর তাঁহার উপর হরিদ্রা-বর্ণের অতি সূক্ষ্ম এক ওড়না তিনি ধারণ করিয়াছেন। অঙ্গে ভূষণের বাহুল্য নাই। প্রকোষ্ঠে হীরকের বলয়, কণ্ঠে মুক্তামালা, কর্ণে অত্যুজ্জ্বল দুলমাত্র তিনি ধারণ করিয়াছেন। এখনই স্নান করিয়া তিনি দেবদর্শনে আগমন করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহার কেশরাশি এখন অবেণী-সংবদ্ধ। এই বেশে সুন্দরী-শিরো[illegible] আজি অলৌকিক শোভাময়ী বলিয়া বোধ [illegible] অচিরস্নাতা; সদ্যস্নান-জনিত লাবণ্য তাঁহ[illegible] উজ্জ্বল করিয়াছে। আর ভক্তি ও নম্রতা [illegible] অপূর্ব্ব শ্রী-বিধান করিয়াছে।

যে ব্রাহ্মণ এই দেবালয়ের সেবাকা[illegible] বয়সে প্রবীণ না হইলেও বহু শাস্ত্রার্থবিৎ [illegible] ঘনশ্যাম বিদ্যানিধি। তাঁহার বয়স ত্রিং[illegible] য়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই বয়সে [illegible] অনেক শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছে[illegible] পণ্ডিতরূপে পরিচিত হইবার যোগ্য হইয়া [illegible] করিয়া সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইতে তাঁহার [illegible] তাঁহার এরূপ বৈরাগ্যের কোন কারণ [illegible] করিতে পারেন নাই। রাজার দেবপ্র[illegible] ঘনশ্যাম আসিয়া পৌরোহিত্যের প্রার্থী হ[illegible] কুমার বাহাদুর এই শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত যুবা[illegible] করিয়া নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহ[illegible] কোন উপযুক্ত পদ প্রদানের প্রস্তাব করি[illegible] নিধি তাহাতে সম্মত হইলেন না। দূরে [illegible] শিবপূজাই তাঁহার অতি প্রিয় কার্য্য; তি[illegible] প্রা[illegible] নহেন; সুতরাং অন্য পদে তাঁহার [illegible] রায় বা[illegible]র তাঁহার প্রার্থনা-মত দে[illegible] করিয়া দিয়া, তাঁহাকে দেবসেবার কা[illegible] লেন। অতীব স[illegible]নরঞ্জনকরূপে দেবসেবা [illegible] রাজা উমাশঙ্কর ও রা[illegible]য় বাহাদুর অনেক [illegible] করিতে যাইতেন। য[illegible]ন যাইতেন, ত[illegible] ব্যবহারে ও তাঁহার সদা[illegible]রূপে তাঁহারা [illegible] তেন। বিদ্যানিধি মহাশয় দে[illegible]বালয় ত্যাগ [illegible] যাইতেন না, আহূত না হইলে[illegible] রাজদর্শনে [illegible] আপনার কর্ত্তব্যপালনে অনু[illegible]মাত্র অবহে[illegible]

অন্নপূর্ণাদেবী আরও দুই [illegible] এক দিন [illegible] করিতে আসিয়াছিলেন। ঘন[illegible] বিদ্য[illegible] একান্ত আগ্রহ সহকারে রাণীর [illegible] পূজার [illegible] সেন এবং রাণীর মনোরঞ্জনের [illegible] নিমিত্ত

স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে রাণী বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে অনেক পারিতোষিক প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঘনশ্যাম কোন পারিতোষিকই গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "অর্থাদি কোন পারিতোষিকে তাঁহার আবশ্যক নাই। যথোপযুক্ত সময় হইলে তিনি ইচ্ছানুরূপ পুরস্কার চাহিয়া লইবেন।" রাণী বুঝিয়াছিলেন, অবশ্যই এ বিপ্র বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ কোন পুরস্কারের প্রার্থনা করিবেন। অসাধ্য না হইলে নিশ্চয়ই তখন তাহা প্রদান করিতে হইবে।

কোন পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিতে রাণী অন্নপূর্ণার সঙ্কোচ ছিল না এবং রাজা বা রায় বাহাদুরের তাহাতে নিষেধও ছিল না। যে স্থানে বাক্যালাপ করা আবশ্যক বলিয়া রাণী স্থির করিবেন, সে স্থানে তিনি স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে অন্য পুরুষের সহিত আলাপ করিবেন, ইহাই রাজা ও রায় বাহাদুরের অভিপ্রায়। রাণীর চরিত্রবলের উপর তাঁহাদের এতই বিশ্বাস যে, এ সম্বন্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন নিতান্ত লজ্জাজনক ও ঘৃণাজনক বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তথাপি কোথায় যাইতে হইলে রাণীর শিবিকার সহিত বন্দুক ও ঢাল তরবারধারী বীরগণ ধাবিত হইত এবং দাসীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। সে কেবল ধনশালিগণের ন্যায় লৌকিক আড়ম্বর বজায় রাখিবার জন্য। এরূপ স্বাধীনতা থাকিলেও রাণী কখনই অকারণ কোন পুরুষান্তরের সমক্ষে উপস্থিত হইতেন না এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। দেবালয়ের পূজকের সহিত কথোপকথন নিতান্ত আবশ্যক। রাণী যে দুইবার দেবপূজার নিমিত্ত মন্দিরে গিয়াছিলেন, সে দুইবারই ঘনশ্যামের সহিত তিনি কথা কহিয়াছিলেন। বিদ্যানিধির অনেক কথাই প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ ও বিবিধ রহস্যজালে জড়িত বলিয়া রাণীর মনে হইয়াছিল। রাণী মনে করিয়াছিলেন, এই ব্যক্তির জীবনে নিশ্চয়ই কোন বিষাদজনক ঘটনা প্রচ্ছন্ন আছে এবং এই দেব-পূজক কোন না কোন দিন তাহা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিবে এবং তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিবে।

অদ্য পূজারম্ভের পূর্ব্বে ঘনশ্যাম অনেকক্ষণ রাণীর বদনের প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমাকে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করেন?"

ঘনশ্যাম বলিলেন, "বলিতে ইচ্ছা করি বটে; কিন্তু বলিতে পারি কই?"

রাণী বলিলেন, "কেন বলিতে পারেন না? আপনার কথা অন্য কাহারও কর্ণগোচর না হয়, ইহাই কি আপনার অভিপ্রায়?"

ঘনশ্যাম বলিলেন, "তাহাই আমার অভিপ্রায় বটে। কিন্তু থাকুক আজি; আর একদিন আমি মনের কথা দেবীর নিকট নিবেদন করিব।"

রাণী বলিলেন, "আমার বোধ হয়, আপনার জীবনে বিশেষ কোন বিষাদজনক গুপ্ত ব্যাপার আছে। আমার দ্বারা যদি তাহার কোন প্রতীকার-সম্ভব হয়, তাহা হইলে আপনি নিঃসঙ্কোচে তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন। আমি আপনার উপকারার্থ সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিব।"

ঘনশ্যামের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন, "আপনার এই আশ্বাসবাক্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ হইলাম। আমার ক্লেশ দূর করা আপনারই সাধ্য এবং আপনি বাসনা করিলে অনায়াসেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন।"

রাণী বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি সে কথা ব্যক্ত করুন। আমি তাহা এখনই সম্পাদন করিয়া নিশ্চিন্ত হই।"

ঘনশ্যাম বলিলেন, "এখন থাকুক—আজি থাকুক। আমি সুযোগমতে তাহা আপনাকে জানাইব। আপনার করুণা ব্যতীত আমার জীবনের দুঃখনাশের অন্য কোন উপায় নাই।"

রাণী বলিলেন, "তবে আপনি সে কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? যদি আর কেহ না শুনিতে পাওয়াই আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে অনুমতি করুন, আমি এখনই তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

ব্রাহ্মণ নীরব—অধোমুখ। তিনি অনেক দূরে দাঁড়াইয়া রাণীর সহিত কথা কহিতেছিলেন। রাণী সঙ্গিনীদিগের নিকট হইতে সরিয়া ব্রাহ্মণের নিকটস্থ হইলেন এবং অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আপনি কি প্রার্থনা করেন?"

অন্নপূর্ণা নিকটস্থ হইলে ব্রাহ্মণ একটু বিচলিত হইলেন। তিনিও অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আমি যে ধনের প্রার্থনা করি, তাহা অমূল্য; কিন্তু আপনি ইচ্ছা করিলেই তাহা দিতে পারেন। আপনি দয়া করিয়া তাহা দিবেন কি?"

ব্রাহ্মণের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া অন্নপূর্ণার মন একটু সংশয়াকুল হইল। তিনি আবার সরিয়া সঙ্গিনীগণের নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন, "আপনার যাহা প্রার্থনা থাকে, তাহা আপনি যখন ইচ্ছা আমার নিকট ব্যক্ত করিবেন। আমি আবার বলিতেছি,

আমার দ্বারা তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, আপনি কখনই বিফল-মনোরথ হইবেন না। আপাততঃ বেলা অধিক হইয়া উঠিল, আর বিলম্ব করিতে আমার সাধ্য নাই। এক্ষণে পূজার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইব।"

রাণী পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সমাহিত-চিত্তে তত্রত্য আসনে উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণ একটু অগ্রসর হইয়া এবং অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঘনশ্যামের সকল মন্ত্র ভাল মনে পড়িল না। নিত্য অভ্যস্ত মন্ত্রাবৃত্তিতে তাঁহার ভ্রান্তি দেখিয়া অন্নপূর্ণা বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে-পূর্ব্বজাত সংশয় বড়ই বাড়িয়া উঠিল। এরূপ ভ্রমের হেতু লজ্জিত না হইয়া ঘনশ্যাম নিরন্তর অতৃপ্ত-নয়নে রাণী অন্নপূর্ণার ইন্দীবর-বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

শিবপূজার সকল মন্ত্রই রাণীর সুন্দররূপ অভ্যস্ত এবং তাহার যাবতীয় প্রণালী, প্রক্রিয়া ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ; সুতরাং ব্রাহ্মণের ভুল হইলেও রাণীর মন্ত্রপাঠের ব্যাঘাত হইল না। ঘনশ্যাম মন্ত্র ভুলিয়া গেলেও অন্যান্য অনুষ্ঠান-বিষয়ে রাণীকে নানা নির্দেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও ঘনশ্যামের বড়ই ভ্রম হইল। যখন বিল্বপত্র হাতে লইতে হইবে, তখন ঘনশ্যাম তুলসী লইতে বলিলেন এবং যখন নৈবেদ্য নিবেদন করিতে হইবে, তখন অন্ন নিবেদন করিতে উপদেশ দিলেন। রাণী একটু বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন এবং তাহার পর আপনার যথাজ্ঞান পূজা ও স্তবপাঠাদি সমাপ্ত করিয়া পুত্রসহ দেবচরণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তাহার পর দেব-নিবেদিত পুষ্প ও বিল্বদল লইয়া খোকার মস্তকে প্রদান করিয়া মন্দির হইতে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত পরিচারিকাগণকে ইঙ্গিত করিলেন। খোকা রাজার পরিচারিকা আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিল। রাণী দেব-মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আসিবার সময় ঘনশ্যামের সহিত তিনি কোন কথা কহিলেন না। অন্ত নিতান্ত অতৃপ্ত-চিত্তে পূজা সমাপ্ত করিয়া রাণীকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

রাজবাটীতে পুনরাগত হইয়া রাণী কোন কক্ষে প্রবেশ না করিয়া অঙ্গনমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুহাসিনী আজি রাজার জন্য পাক করিতেছিলেন, এই জন্যই রাণী নিশ্চিন্তমনে দেব পূজায় যাত্রা করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। রাণী দেবালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া অঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছেন জানিয়া সুহাসিনী তাঁহার হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং রাণী প্রবেশ করিতে বলিলেন। রাণী তদুত্তরে "আমার দেব-পূজা এখনও শেষ হয় নাই। পূজা করিতে অন্য কোন কার্য্য নিষিদ্ধ।"

সুহাসিনী বলিলেন, "কি করিলে তোমা শেষ হইবে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তোমার দাদা না আসিলে পূজার সমাপ্তি হইবে না।"

রাণীর আদেশে পরিচারিকাগণ তাঁহার নিক চন্দনাদি পূজার উপকরণ আনিয়া দিল এবং সম্মুখে এক রজত-সিংহাসন স্থাপন করিল।

সুহাসিনী বলিলেন, "তবে দাদার নিকট পাঠাইলেই হয়। কতক্ষণ এমন করিয়া উঠানে থাকিবে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "যতক্ষণ তিনি না আইসে ক্ষণ আমাকে এই স্থানেই থাকিতে হইবে। তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইবে না। জুলুম করিয়া আনিলে আমার সঙ্কোচ হইবে, পূজা ভাল হইবে

পরিচারিকাগণ, আত্মীয় নারীগণ, ব্রাহ্মণীগণ চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিল। সুহাসিনীও কোলে লইয়া নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খো চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঐ বাবা—ঐ বাবা!"

সকলেই খোকার প্রদর্শিত পথে নেত্রপাত স সত্যই রাজা উমাশঙ্করের দেবমূর্ত্তি সকলের নয়নে রাজার স্নান সমাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার পরিধানে পীতাম্বর, চরণে মুক্তাজড়িত মকমলের জুতা। রাজাকে দর্শনমাত্র অন্নপূর্ণা ভূতলে মস্তক স্থাপন প্রণাম করিলেন।

রাজা নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "আজি শঙ্করনাথের মন্দিরে গিয়াছিলে রাণি?"

রাণী বলিলেন, "হাঁ; আমি এতক্ষণ অনর্থক ঠাকুর পূজা করিয়া আসিলাম, কিন্তু যে দেবত প্রাণের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, কৃপাময়, প্রেমময় ও আমার সহিত বাক্যালাপ-নিরত, তাঁহার পূজা পূজা সাঙ্গ হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হইতে তুমি এই আসন গ্রহণ কর।"

রাজা আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, পূজা করিলে কি তৃপ্তি হয় না? তোমার এ শেষ নাই?"

রাণী বলিলেন, "আমার পূজার শেষ সর্ব

যে দেবতার পূজা ভিন্ন অন্ত কোন কার্য্যই কর্ত্তব্য নহে, তাঁহার পূজা ত্যাগ করিয়া যখন নিয়তই কার্য্যান্তরে লিপ্ত হই, তখন পূজার শেষ নিয়তই ঘটিতেছে। আর মনে মনে পূজার কথা বলিতেছ ? তোমার মত জ্ঞানী হইলে আমি এরূপ পূজার উদ্যোগ হয় তো করিতাম না। কিন্তু লৌকিক উপকরণ লইয়া লৌকিক পূজা না করিলে আমার মত অজ্ঞ নারীর কখনই হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। কিন্তু আমি পূজা করিতে বসিয়া এত বকাবকি, এত তর্ক করিতে পারি না।"

তখন অন্নপূর্ণা সেই স্থানে উপবেশন করিয়া রাজার চরণে বার বার সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। চারি-দিক্ হইতে পরিচারিকাগণ শঙ্খ-বাদন ও হুলুধ্বনি করিতে থাকিল। পূজা শেষ হইলে রাণী গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া রাজার চরণে প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে যখন তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, তখন নয়ন-জলে তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিতেছে। সুহাসিনী ও অন্যান্য অনেক নারীর চক্ষুও জলভারাকুল হইল।

সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে রাণী বলিলেন, "এতক্ষণে আমার চিত্তের শান্তি হইল। আজি শঙ্করনাথের মন্দির হইতে বড় অশান্ত চিত্তে আমি বাটী ফিরিয়াছিলাম।"

রাজা বলিলেন, "কেন ?"

রাণী বলিলেন, "সে অনেক কথা। তুমি ঘরে চল, আমি সকল কথা বলিতেছি।"

তখন রাজার চরণস্থিত পুষ্পাদি পদার্থ গ্রহণ করিয়া রাণী এক রজতপাত্রে স্থাপন করিলেন ; একটি নির্ম্মাল্য-কুসুম আপনার কেশরাশির মধ্যে বিন্যাস করিলেন ; যে স্থানে রাজার চরণ ছিল, তত্রত্য কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া মুখে দিলেন।

রাজা তখন সুহাসিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আজি বোধ হয় তোমাকেই পাক করিতে হইয়াছে সুহাস ! তুমি দুই চারি দিনের জন্য এ বাটীতে আসিয়া কেন এত পরিশ্রম কর, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

সুহাসিনী তখন খোকাকে রাজার কোলে দিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন ভব, দাসী প্রভৃতি বহুনারী চারিদিক্ হইতে রাজাকে প্রণাম করিতে লাগিল। রাজা বলিলেন, "আমি সকলকেই মনস্কামনা পূর্ণ হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আর ব্রাহ্মণ-কন্যাগণকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিতেছি।

সকলের শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে রাজা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুহাসিনী ও অন্নপূর্ণা তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সমুচিত সময়ে অন্নপূর্ণা অদ্য শঙ্করনাথের মন্দিরে যে যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা রাজা ও সুহাসিনীকে জানাই-লেন। তাঁহারা উভয়েই মনে করিলেন, হয় তো সহসা কোন কারণে ব্রাহ্মণের উন্মাদবিকার উপস্থিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দানবীর।

দুর্ভিক্ষ অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এ দেশকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। রাজা উমাশঙ্কর এ জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। জেলায় জেলায় তিনি অন্নসত্র খুলিয়া দিলেন। সকল স্থানে সুদক্ষ ব্যক্তিগণের তত্ত্বাব-ধানাধীনে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। নানা স্থান হইতে তণ্ডুল সংগৃহীত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রেরিত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র রাজা উমাশঙ্করের জয় ঘোষিত হইতে থাকিল। ভারতের নানা স্থানে অন্নাভাবে হাহাকার শব্দ উঠিল বটে, কিন্তু রাজা উমাশঙ্করের দয়ায় কোন দুঃখী লোকই উপবাসী থাকিতে পাইল না। যে সকল রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তি সত্রে আগমন করিতে অশক্ত অথবা মানের দায়ে যাহারা সত্রে আসিয়া অন্ন গ্রহণে অনিচ্ছুক, তাহাদের বাটীতে অন্ন প্রেরিত হইতে লাগিল। রাজা উমাশঙ্কর আদেশ করিয়াছেন, যদি কোথায় অন্নাভাবে কোন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে শুনা যায়, তাহা হইলে তাঁহার ক্লেশের সীমা থাকিবে না। রাজার নিয়োজিত প্রভু-ভক্ত ব্যক্তিবৃন্দ অতিশয় সাবধানতা সহকারে কর্ত্তব্য পালন করিতে থাকিলেন।

সকল জেলাতেই সত্রের নিমিত্ত বহু স্থান ব্যাপিয়া স্থায়ী মণ্ডপসমূহ নির্ম্মিত হইল। সত্রের সন্নিকটে আতুর, রুগ্ন, শিশু, স্ত্রীলোক প্রভৃতির অবস্থানস্থানও সংস্থাপিত হইল। কেবল অন্নদান করিয়া রাজ-কর্ম্মচারিগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না ; সর্ব্বত্র দুঃখিগণকে আবশ্যকমত বস্ত্রদানেরও ব্যবস্থা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগ-কাতর ব্যক্তিগণকে ঔষধদানেরও আয়োজন হইল। চারিদিকেই দানকাণ্ড সুনির্ব্বাহিত হইতেছে জানিয়া রাজা পরিতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।

এইরূপ সময়ে সদর হইতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু অন্নদাচরণ শীল রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মহাশয়ের নিকট আসিয়াছি।"

রাজা বলিলেন, "আপনার আগমনে পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। আপনি কৃপা করিয়া আসন গ্রহণ করুন; আমার প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি আদেশ?"

অন্নদা-বাবু বলিলেন, "আদেশ তিনি কেন করিবেন? তিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, কয়েক দিন পূর্ব্বে আপনি তাঁহার নিকট দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যেরূপ দানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এখনও সে সম্বন্ধে আপনার সেইরূপ মনের ভাব আছে কি না?"

রাজা বলিলেন, "মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইবার কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই। আপনি তাঁহাকে আমার অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া বলিবেন যে, এ সম্বন্ধে আমার মনের ভাব সমানই আছে এবং আশা করি, ভবিষ্যতেও অবিচলিত থাকিবে। কিন্তু আমি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তিনি সহসা এ বিষয় জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন কেন?"

অন্নদা-বাবু বলিলেন, "আপনি তাঁহার সমক্ষে যেরূপ দানের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়জনক। আমরা তাঁহার মুখে সে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উপন্যাসবৎ অসম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছি। এরূপ ব্যাপারে মহাশয়ের মতপরিবর্ত্তন হওয়া অসঙ্গত নহে, বরং সুসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। এই জন্যই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জানিতে ইচ্ছা করেন, এ সম্বন্ধে মহাশয়ের মনের ভাব এখনও স্থির আছে কি না?"

রাজা কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এমন কি আশ্চর্য্য প্রস্তাব আমি উত্থাপন করিয়াছি যে, আপনারা তাহা অসম্ভব মনে করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছেন? আমার স্বদেশীয় বহুসংখ্যক লোক অন্নাভাবে মরণাপন্ন হইয়াছে, অথচ আমার এরূপ অর্থ আছে যে, তদ্দ্বারা আমি তাহাদের দুর্দ্দশা কিয়ৎপরিমাণে নিবারণ করিতে পারি। আমি তাহারই সঙ্কল্প করিয়াছি এবং তদনুযায়ী প্রস্তাব করিয়াছি। ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে, তাহা তো আমি এখনও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

অন্নদা-বাবু বলিলেন, "আপনি সর্ব্বস্বদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। আপনি স্বকীয় গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত যৎসামান্য এবং অনুগত ও আশ্রিত জনগণে যৎসামান্যমাত্র সম্পত্তি রাখিয়া সমস্ত নগদ টাব সম্পত্তি, রাজ-অট্টালিকা, হাতী-ঘোড়া প্রভৃতি কার্য্যে দান করিবেন শুনিয়াছি। এ প্রস্তা অসঙ্গত বলিয়া মনে করি।"

রাজা বলিলেন, "কেন আপনারা এরূপ ম তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি নিতান্ত ন্যায় আপনার এবং আপনার অনুগত লোক রের চিন্তা করিয়া পরে অন্য লোকের চিন্ত ধিক্ আমাকে! আপনি সাহেবকে বলি গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী সামান্য আয়ও আমি আবশ্যক হইলে তাহাও এই নিতান্ত প্রয়ো প্রদত্ত হইবে। আমি দৈহিক শ্রমে সক্ষম আবশ্যক হইলে শ্রমসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা আপনার দির ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারিব। আরও বলিবেন, আমার স্ত্রীপুত্রের সকল রাজবাটীর সমস্ত সাজ সরঞ্জাম ও তৈজস হইলে সমস্তই নিঃশেষরূপে এই হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।"

অন্নদা-বাবু বলিলেন, "বড়ই ভয়ানক প্রস্তা মহাশয়, আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি আরও কিছু সময় লইয়া এ বিষয়টি উত্তমরূপে করুন।"

রাজা বলিলেন, "সময় লইতে বলিতেছে আর আপনাদের এ বিষয় জানিবার জন্য এত কেন?"

অন্নদা-বাবু বলিলেন, "প্রস্তাবটি প্রথমে বাহাদুরের নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে এবং ত গেজেটে ঘোষিত হইবে। এই জন্যই আপনাকে পুনরায় আলোচনা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ ক

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "এ সম্বন্ধে ছো ধন্যবাদ বা প্রশংসায় আমার প্রয়োজন নাই ক্ষুধার সময় আহার করিয়া, নিদ্রার সময় নিদ্রা আপনার স্ত্রী-পুত্রকে অন্নবস্ত্র দিয়া কাহারও প্র বা গেজেটে আপনার কীর্ত্তির ঘোষণা দর্শন প্রত্যাশা করে না। এ কার্য্য কোনমতেই তাহা গুরুতর নহে। আপনারা যাহাই মনে করুন, অতি সামান্য কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। এ ছোট লাটের গোচর করিবার প্রয়োজন কি? গেজেটে ঘোষণা করাইবার বা আবশ্যক কি?"

অন্নদাবাবু অবাক্। তিনি কি বলিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। রাজা বলিতে লাগিলেন, "এ কার্য্য ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব এবং আপনারা নিতান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন শুনিয়া আমি দুঃখিত হইতেছি। আপনারা যাহাই মনে করুন, আমি ঘোষণা বা প্রশংসার লোভে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। আপনি আসিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ বিষয় জানিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোষণার ব্যবস্থা করিবার অগ্রেই কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন, এ দেশের জেলায় জেলায় অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ হইতেছে। আমার তহবিলে যে নগদ টাকা ছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। এই-বার আমাকে অন্যান্য সম্পত্তিতে হস্তার্পণ করিতে হইবে। আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলিবেন, এ তুচ্ছ কার্য্যের জন্য কোনরূপ ঘোষণা নিষ্প্রয়োজন। আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র ব্যাপারের নিমিত্ত এরূপ আগ্রহযুক্ত হইয়াছেন, এ জন্য আমি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। এ সম্বন্ধে যখন যেরূপ ব্যবস্থা হয়, আপনারা ইচ্ছা করিলেই তাহা জানিতে পারিবেন।"

অন্নদা-বাবু বলিলেন, "আমার আর বলিবার কোন কথা নাই। আমি এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করি। বিদায়-কালে, রাজা বাহাদুর! আমি আবার সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, আপনি যেরূপ বাহুল্যভাবে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা আর একটু কমাইয়া করিলে সকল দিকেই মঙ্গল হইবে। আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এত-দ্বিষয়ক কথাবার্ত্তা কহিবেন স্থির ছিল; কিন্তু হঠাৎ একটা গুরুতর তদারকে লিপ্ত হওয়ায় তিনি আসিতে পারিলেন না। এ জন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছেন।"

রাজা বলিলেন, "তাঁহাকে আমার সবিনয় সম্মান জ্ঞাপন করিয়া চরিতার্থ করিবেন। বোধ হয়, শীঘ্রই আমার সদরে যাইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইতে পারে। আমি সে সময় সাহেবের সহিত এবং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুখী হইব।"

অন্নদা-বাবু প্রস্থান করিলেন। রাজা হৃষ্ট-মনে রায়-বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ-কামনায় তাঁহার প্রকোষ্ঠাভি-মুখে গমন করিলেন।

রাজার তহবিলে যে টাকা ছিল, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল; কিন্তু হাতে সর্ব্বদাই পাঁচ সাত লক্ষ টাকা থাকা আবশ্যক। রাজা তদর্থে একটি পরগণা বিক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন। মহারাণী করুণাময়ী তাহার খরিদদার হইলেন। সাত লক্ষ টাকা দর স্থির হইল। মহারাণীর পক্ষ হইতে তাঁহার দেওয়ান জীবন-বাবু টাকা দিয়া বিষয় খরিদ করিয়া লইলেন।

দান-কার্য্য অব্যাঘাতে চলিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সহধর্ম্মিণী।

রাজা উমাশঙ্করের দরিদ্রসেবা বহুবিস্তৃত ও বিভিন্ন স্থানব্যাপী হইয়া পড়িল। এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রতিদিন প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। বিভিন্ন স্থানের সত্রের কার্য্যাধ্যক্ষগণ সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন যে, দৈনন্দিন ব্যয়ের পরিমাণ অচিরে আরও বর্দ্ধিত হইবে; যেহেতু, ভোজনার্থী দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে এবং উত্তরোত্তর আরও বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। রাজা উমাশঙ্করের উৎসাহের সীমা নাই। তিনি সর্ব্বত্র কার্য্যাধ্যক্ষগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন যে, যত দুঃখী লোকের সমাগম হইবে, তাহাদের প্রত্যেকেই যেন নিত্য স্বচ্ছন্দে পরিতোষ সহকারে আহার করিতে পায়; বস্ত্রহীনগণ যেন প্রত্যে-কেই এক এক খণ্ড বস্ত্র পায়; পীড়িত ব্যক্তিগণ যেন রীতিমত ঔষধ ও পথ্য পায়; নর-নারী যেন একসঙ্গে এক স্থানে বসিয়া আহার না করে; জাতি-বিচার করিয়া সকলের যেন পৃথক্ পৃথক্ আহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়; কাহারও যেন কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা না হয়। অর্থ-ব্যয় হইবে বলিয়া আশঙ্কার কোন প্রয়োজন নাই।

সোনাপুরে প্রায় একলক্ষ মণ চাউল মজুত হইল, আর ভিন্ন ভিন্ন জেলার সত্রে প্রায় লক্ষাধিক মণ চাউল মজুত আছে সংবাদ পাওয়া গেল। কিন্তু হাতের সমস্ত টাকা প্রায় শেষ হইয়াছে। একটা মহাল সাত লক্ষ টাকায় বীরভূমের মহারাণী করুণাময়ী খরিদ করিয়াছেন। আবার আর একটা মহাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইল। আবার মহারাণী তাহা ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলেন। আবার যথোপযুক্ত মূল্য অবধারণ করিয়া জীবনকৃষ্ণ-বাবু তাহা মহারাণীর নামে ক্রয় করিলেন। মহালের মূল্য হইল

চারি লক্ষ টাকা। চারি লক্ষ টাকায় কয়দিন চলিবে? নিত্যব্যয়ের পরিমাণ আর ত্রিশ হাজার টাকায় দাঁড়াইল। সকলেই বুঝিতে লাগিলেন, শীঘ্র প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ পড়িবে, তাহার ভুল নাই।

এই চিন্তা ব্যতীত রাজার আর কোন চিন্তা নাই। পাছে কোন স্থানে কোন মানব অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহাই তাঁহার বিষম চিন্তা। অর্থ-ব্যয় হইতেছে, সর্ব্বস্ব যায় যায় হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে তাঁহার একটুও দৃকপাত নাই। আর চারিমাস অতীত হইলেই নূতন ধান্য জন্মিবে। এবার ফসলের অবস্থা ভাল। বাগীর স্বামী রামহরি বলিয়াছে, এবার ষোল আনা ধান জন্মিবে। তাহা হইলেই ভারতের অন্নাভাব ঘুচিয়া যাইবে। সকল লোক পরিশ্রম করিয়া চাউলের দাম উপার্জ্জন করিতে পারিবে। দেশ আবার আনন্দময় ও সুখময় হইবে। এই আনন্দে রাজা উমাশঙ্কর উন্মাদ-প্রায়।

গবর্ণমেণ্ট ও দেশের জনসাধারণ রাজার এই অদ্ভুত দান-ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছেন। দরিদ্রগণ তাঁহাকে হৃদয়ভেদ করিয়া অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতেছে সত্য, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝিতেছেন, নিশ্চয়ই রাজা উমাশঙ্কর শীঘ্রই সর্ব্বস্বান্ত হইবেন। তাঁহার এ দান-ব্যাপারের পরিণাম বড়ই ভয়াবহ হইবে। অনেক বন্ধু নানাদেশ হইতে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে সাবধান হইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। অনেকে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এই ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশেষে জেলার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এখনও ক্ষান্ত হইবার নিমিত্ত পরামর্শ প্রদান করিলেন। রাজা বিনীতভাবে সকলের পরামর্শ শ্রবণ করিলেন; সকলেরই নিকট তাঁহাদের হিতৈষিতা হেতু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, তাঁহারা এই কাণ্ডের পরিণাম তাঁহার পক্ষে যেরূপ ভয়ানক হইবে বলিয়া কল্পনা করিতেছেন, তিনি স্বয়ং তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি একজন ধনশালী ব্যক্তি বলিয়া এক্ষণে পরিচিত আছেন, না হয় পরিণামে তিনি একজন দরিদ্র বলিয়া পরিচিত হইবেন। ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট বা অশুভ কি হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর এইরূপ সময়ে একদিন উমাশঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে এই অত্যদ্ভুত দান-ব্যাপারের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, এ কার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ কা সকলকে যাহা বলিয়া আসিতেছেন, রাজা উ বিনীতভাবে লাট সাহেবকেও তাহাই বলিলেন সাহেব বুঝিলেন যে, এই কার্য্য হইতে রাজা এক্ষণে মতেই নিরস্ত হইবেন না।

কেবল এক ব্যক্তি রাজার এই কাণ্ডে কোন কহিতেছেন না। রায় হরকুমার বাহাদুর সকল কথাতেই নীরব। একদিন রাজা সহিত একাকী মিলিত হইয়া বলিলেন,- মহাশয়! আমাকে অনেকেই এই অন্নদান-কার্য্য নিরস্ত হইবার পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু একদিনও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেছে কেন?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আমি এ বিষয়ে কো মর্শ প্রদান করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতে তুমি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও সাধুচূড়ামণি। তোমার পর্য্যবেক্ষণ করাই আমার অভিপ্রায়। তোমাকে করিতে বাসনা নাই, বোধ হয় সাধ্যও নাই। তুমি করিতেছ, তাহার পরিণাম দেখিবার জন্য আমি রহিয়াছি।"

রাজা বলিলেন, "অনেকেই অনুমান করি আমি অচিরে সর্ব্বস্বান্ত হইব। আমিও বুঝিতেছি, আর বিলম্ব নাই; কিন্তু সে অবস্থা কি আপনি ভয়াবহ বলিয়া মনে করেন না?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "না বাবা, তাহা কে করিব? তোমার জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সাধুতা কাড়িয়া লইবে না। প্রভূত দানেও তাহার ক্ষয় না। তোমার ধনের নিমিত্ত তুমি আমাদের আক নহ। তোমার হৃদয়ের মহত্ত্ব হেতু তুমি আমাদের বস্তু। সে মহত্ত্বের যখন কোনই অপচয় হইবার স নাই, তখন কোন পরিণামই ভয়াবহ বলিয়া মনে বার কোন কারণ আমি দেখিতে পাইতেছি না।"

রাজা বলিলেন, "আপনার অভিপ্রায় জানিতে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আমার আর এখানে বার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি আমি এই সকল অনুষ্ঠান দেখিবার নিমিত্তই এ স্থানে রহি তোমার কোন গর্হিত কার্য্য এ পর্য্যন্ত দেখি নাই; রাছি, ভবিষ্যতেও তাহা দেখিতে পাইব না।

কোন কার্য্যেই আপত্তি বা প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন হইতে পাই না।"

তাঁহার চরণে ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিয়া রাজা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং অতিশয় হৃষ্টচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়।

রাজা আসিয়াছেন, এই সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র রাণী অন্নপূর্ণা হাসিতে হাসিতে তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং হস্ত তুলিয়া একটি রহস্যের প্রণাম করিয়া বলিলেন, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তা এখন প্রাতঃপ্রণাম করাই ভাল। দাসীর প্রাতঃপ্রণাম রাজা মহাশয়! দাসীর ভাগ্যে আজি এ উপরি লাভ কেন সন্ন্যাসী ঠাকুর? এরূপ সময়ে এ দিকে তো একদিনও শুভাগমন ঘটে না।"

রাজা বলিলেন, "সুহাস কি আজি এখানে আছেন?"

রাণী বলিলেন, "ও, তুমি ঠাকুরঝির সহিত দেখা করিতে আসিয়াছ। তবে এখন আমার আসাটা ভাল হয় নাই। আমি এখনই তাঁহাকে ডাকিয়া দিতেছি। তুমি এই বিছানায় একটু বইস।"

রাণী যাইতেছেন দেখিয়া রাজা তাঁহার অঞ্চল চাপিয়া ধরিলেন;—বলিলেন, "তুমি যাইও না। সুহাসের সহিত কথা করাও আমার প্রয়োজন বটে। তুমি তাঁহাকে ডাকিবার জন্য আর কাহাকেও পাঠাও।"

তখনই একজন দাসী সুহাসিনীকে ডাকিতে গেল। রাণী বলিলেন, "স্ত্রী আর ভগ্নী দুজনকেই এক সঙ্গে দরকার না হইলেই ভাল হয়। আগে ঠাকুরঝির পালা শেষ হউক না কেন? তাহার পর শ্রীচরণের দাসী আসিয়া চরণধূলা লইয়া চরিতার্থ হইবে।

রাজা বলিলেন, "ক্রমেই তোমার দুষ্টামি বাড়িতেছে। তোমাকে একদিন ভারী রকম জব্দ করিব, জান?"

তখনই খোকারাজাকে ক্রোড়ে লইয়া সুহাসিনী তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা বলিলেন, "রাণি, শুন, সুহাস, শুন, আমি আজি একটা ভয়ানক কথা জানাইবার নিমিত্ত তোমাদের নিকট আসিয়াছি।"

রাজার কথার সুর শুনিয়া ও তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া সুহাসিনী ও রাণী একটু চিন্তাকুল হইলেন এবং উভয়েই প্রায় একস্থানে গম্ভীরবদনে স্থির হইয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন, "তোমরা অবশ্যই শুনিতে পাইতেছ, আমার বিষয় সম্পত্তি সকলই প্রায় যায় যায় হইয়াছে।"

সুহাস বলিলেন, "তাহার কোন কোন কথা শুনিতেছি বটে। কিন্তু সে জন্য কি হইয়াছে?"

রাণী বলিলেন, "সৎকর্ম্মে ব্যয় করিবার জন্যই ভগবান্ অর্থ প্রদান করেন। যখন সৎকার্য্যে বিষয় যাইতেছে, তাহাতে চিন্তার কথা কি আছে?"

রাজা বলিলেন, "কিন্তু ইহার পরিণাম কি হইতে পারে, তাহা তোমরা কখন চিন্তা করিয়াছ কি? এক দিন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইয়া যাইতেছে। আর দুই মাস পরে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইব। আমাদের ঘর-বাড়ী কিছুই থাকিবে না।"

সুহাস কোন কথা কহিলেন না। তিনি অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাণী বলিলেন, "তাহার পর?"

রাজা বলিলেন, "তাহার পর আমাদের বড়ই দুরবস্থা হইবে। আমরা কোথায় যাইব, কি খাইব, তাহার কোন ঠিকানা থাকিবে না।"

সুহাস এখনও নিরুত্তর। রাণী আবার জিজ্ঞাসিলেন, "তাহার পর?"

রাজা বলিলেন, "তাহার পর আর কি? এই রাজৈশ্বর্য্য-ভ্রষ্ট হইলে হয় তো তোমাদের বড় কষ্ট হইবে। আমার সুখ-দুঃখের সহিত তোমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই জন্যই তোমাদের নিকট এই কথা আজি উত্থাপন করিতেছি। যদি তোমরা ভবিষ্যতের নিমিত্ত সাবধান হইতে ইচ্ছা কর, যদি তোমরা আগতপ্রায় দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া কাতর হও, যদি তোমরা এই স্বচ্ছন্দতার অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে অনিচ্ছা কর, তাহা হইলে এখনও সাবধান হওয়ার উপায় আছে। এখনও যে সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে, তাহাতে আমাদের অনায়াসে প্রায় এইরূপ স্বচ্ছন্দতায় জীবন কাটিয়া যাইতে পারে। তোমাদের কি ইচ্ছা, আমি জানিতে চাহি।"

রাণী বলিলেন, "বড়ই নিষ্করুণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তোমার কার্য্য-সম্বন্ধে আমার কি ইচ্ছা, তাহা ব্যক্ত করিতে হইবে, আমার ইচ্ছা বুঝিয়া তোমাকে কার্য্যের গতি ফিরাইতে হইবে। শুন সন্ন্যাসী রাজা, আমার কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। এ সংসারে এই যে অট্টালিকা, এই যে রাজৈশ্বর্য্য, এই যে অলঙ্কাররাশি, এই যে দাস-দাসী, তোমার পদরেণুর তুলনায় সে সকল অতি অকিঞ্চিৎকর। তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার আনন্দ। তুমি যদি দারিদ্র্য-দুর্দ্দশায় পতিত হও, তাহাতে আমি তোমার পদধূলিভোগে বঞ্চিত হইব না। সুতরাং আমার সুখের, আমার আনন্দের একবিন্দুও অপচিত হইবে না। কাজ কি এ অনর্থক ভোগে? ধর্ম্মের নিমিত্ত, পরোপকারের নিমিত্ত তোমার সহিত বৃক্ষতলবাসী হইতে হইবে, ইহার অপেক্ষা গৌরবের কথা

কি আছে? তুমি সন্ন্যাসী দেখিয়াই তোমার শ্রীচরণের আশ্রিত দাসী হইয়াছি। তোমার ঐশ্বর্য্যের কখন কামনা করি নাই। এখন তাহা ছাড়িতে হইবে বলিয়া দুঃখ করিব কেন? চল সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি অগ্রসর হও, তোমার চরণাঙ্ক দেখিতে দেখিতে অনুগামিনী দাসী এখনই খোকার হাত ধরিয়া বনবাসিনী হইবে। এ কথা কি জিজ্ঞাসা করিতে আছে ঠাকুর? তুমি সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দেও, দাসী দুর্দ্দশায় পড়িয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াও তোমাকে কখন বিরক্ত করিবে না।"

রাণী বদনে বসনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজার চক্ষুও জলভারাকুল হইল। সুহাসের নেত্র বহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রাজা বলিলেন, "সুহাস, তুমি তো কোন কথাই বলিলে না। তোমার অভিপ্রায় না বুঝিলে আমি তো কিছুই স্থির করিতে পারি না।"

সুহাস বলিলেন, "আমি কি বলিব? আমার ভাই সকল অবস্থাতেই রাজরাজেশ্বর। তুচ্ছ অর্থাগম হেতু এই অট্টালিকার জন্য, কতকগুলা স্বর্ণরজতের জন্য আমার ভাই রাজা নহেন। আমি সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার ভগ্নী হইতে পাইয়াছি। ঘটনাক্রমে যদি তাঁহাকে বনবাসী, সন্ন্যাসী, দরিদ্র হইতে হয়, তাহাতে তাঁহার রাজত্ব লোপ করিতে পারে, বসুন্ধরায় এমন শক্তি কিছুরই নাই। তবে কেন দাদা, তোমার বিষয়-সম্পত্তি যায় যায় হইয়াছে শুনিয়া কথা কহিব? কেনই বা আমি সে চিন্তায় বিচলিত হইব?"

রাজা বলিলেন, "তোমাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার সুখ-দুঃখে তোমাদের সুখ-দুঃখ মিশিয়া আছে বলিয়াই আমি তোমাদিগকে আগ্রহ সহকারে এ বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। ঘটনাক্রমে আমার যে কোন দশাই কেন উপস্থিত হউক না, আমি তাহাতে সুখদুঃখ-বোধবিরহিত-ভাবে অবিচলিত থাকিবার উপদেশ বাল্যকাল হইতে লাভ করিয়াছি। তোমাদের স্থিরতাই আমার প্রার্থনীয়।"

তাহার পরে রাজা আদরে খোকাকে কোলে লইলেন। খোকা পিতার ক্রোড়ে গিয়া সানন্দে তাঁহার চুল ধরিয়া বলিল, "আমি তোর সঙ্গে গাছতলায় যাব।"

রাজা শিশুর মুখচুম্বন করিয়া সাদরে বলিলেন, "আমি যদি গাছতলায় যাই বাবা, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে আমার সঙ্গে গাছতলায় যাইতে হইবে।"

তাহার পর খোকাকে রাণীর ক্রোড়ে
সায়ংসন্ধ্যা সমাপনের নিমিত্ত কক্ষান্ত
করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভগু।

রাজা উমাশঙ্করের বিষয়-সম্পত্তি প্রায় স
জমীদারী প্রায় সকলই বিক্রীত হইল। আ
মহারাণী করুণাময়ী একাই সমস্ত সম্পত্তি ক্র
কোন সম্পত্তিই অন্য হস্তে যাইল না
সমানই চলিতে লাগিল। উপর্য্যুপরি দু
অজন্মা হেতু এ দেশে যে প্রকার দুর্ভিক্ষ উপ
বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করিয়াছিলেন, ত
আলোচনা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।
উমাশঙ্করের সুব্যবস্থায় ও অপ্রাকৃত দানশীল
হইতে এ দেশ রক্ষা পাইল। সকলেই
অসাধারণ মহাত্মার অসাধারণ ত্যাগস্বীক
দেশের সর্ব্বনাশ তিরোহিত হইয়া গেল।
একটি মানবও অন্নাভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত
দুর্ভিক্ষরাক্ষস রাজা উমাশঙ্করকে গালি দি
এ দেশে প্রবেশের আশা ত্যাগ করিল।

সমস্ত ভারত এবং ইংলণ্ড ব্যাপিয়া রাজা
এই কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষিত হইতে লাগি
সংবাদপত্রাদিতে এই অত্যদ্ভুত দানব্যাপ
আলোচিত হইতে থাকিল। স্বয়ং গবর্ণ
ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া স্ব
এক পত্র দ্বারা রাজা উমাশঙ্করকে ধন্যবাদ
লেন। এ দেশের তাবৎ নরনারীর মুখে
শঙ্করের নাম দেবতার ন্যায় সমাদরে সংঘো
লাগিল। দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতা তাঁহার
ও কীর্ত্তন করা পরম পুণ্যানুষ্ঠান বলিয়া
লাগিল। এরূপ বিশ্বব্যাপী প্রশংসা ও কীর্ত্তি
আর কেহ কখন অর্জ্জন করিতে পারিয়া
বোধ হয় না।

রাজার এই সুনামের সঙ্গে সঙ্গে রাণী অন্ন
সমস্ত সভ্যজনপদে প্রচারিত হইল। তিনি

বেলা একটা হইতে দুইটার মধ্যে সহস্র সহস্র নারী ও শিশুকে স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া ভোজন করাইতেন। অন্তঃপুরসংলগ্ন প্রশস্ত প্রান্তরে বিশাল মণ্ডপমধ্যে এই ভোজন-ব্যাপার সম্পন্ন হইত। শতাধিক ব্রাহ্মণী ও বহুসংখ্যক পরিচারিকা পাক ও পরিবেশন নির্ব্বাহ করিতেন। রাণী স্বয়ং সকল কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেন, আগতা দরিদ্রা নারী ও শিশুসমূহ অন্নব্যঞ্জনাদি ব্যতীত পায়স-পিষ্টকাদিও ভোজন করিত। ভোজনান্তে তাহারা যখন উচ্চকণ্ঠে লক্ষীরূপা রাণী অন্নপূর্ণার কল্যাণ-ঘোষণা করিত, তখন রাজা উমাশঙ্কর বহির্ব্বাটী হইতে সেই স্বর শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতেন।

রাণীর এই ব্যাপারে কোনই পুরুষকে সহায়তা করিতে হইত না এবং কোন পুরুষ সে দিকে যাইতে পারিত না; কেবল স্ত্রীলোক দ্বারা এই বৃহৎ ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইত। অনেক ভদ্র ও সম্ভ্রান্তকুলের নারী ঘটনাচক্রে দুরবস্থায় নিপতিত হইয়া রাণী অন্নপূর্ণার এই সত্রে ভোজন করিতে আসিতেন। পুরুষের সম্মুখে পড়িতে অথবা পুরুষের সম্মুখে আহার করিতে তাঁহাদের সাতিশয় সঙ্কোচ হইবে বিবেচনায়, অপিচ রাণী পুরুষান্তরের সম্মুখে দেখা দিবেন না; সুতরাং তাঁহার তত্ত্বাবধান-জনিত পরিতৃপ্তির ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া রাণী এ কার্য্যে পুরুষের কোনই সংশ্রব থাকিতে দেন নাই।

অতি প্রত্যূষ হইতে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত রাণী এই দানকাণ্ডের বিবিধ ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকেন। তাহার পর স্নানাদি শেষ করিয়া রাজার জন্য পাক করিতে প্রবৃত্ত হন। রাজার পাক বড় বাহুল্যভাবে আর সম্পন্ন হয় না। যাহা হয়, রাজা তাহাই তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া স্বকীয় কার্য্যোদ্দেশে প্রস্থান করেন। তাহার পর প্রায় দ্বিপ্রহরকালে রাজার ভোজনাবশিষ্ট অন্নাদি যৎসামান্যভাবে আহার করিয়া রাণী দানব্যাপারের তত্ত্বাবধানার্থ ধাবমানা হন। তথায় প্রায় বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহাকে অশেষ পরিশ্রম করিতে হয়।

অদ্য সুহাসিনী রাজার জন্য পাক করিতেছেন। এ জন্য রাণী অনেক বেলা পর্য্যন্ত যজ্ঞস্থলে থাকিতে পাইয়াছেন। তিনি যথাসময়ে আসিয়া রাজার চরণ প্রক্ষালন ও পাদোদক পান ও পরিশেষে তাঁহার পাত্রাবশেষ ভোজন করিয়া পুনরায় দানব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণার্থ প্রস্থান করিলেন।

সারি সারি কত নারীই কত স্থান অধিকার করিয়া ভোজন করিতে বসিয়াছে, তাহার সীমা নাই। এক স্থানে একটি ঈষৎ দীর্ঘকায়া নারী অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখস্থ পাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু সে তাহার কিছুই ভোজন করিতেছে না। রাণী চারিদিকে দেখিতে দেখিতে এবং যে যাহা চাহে, তাহার ব্যবস্থা করিতে করিতে ক্রমে সেই অবগুণ্ঠনবতী নারীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এইরূপ সময়ে সুহাসিনীও সাংসারিক কর্ম্ম এবং আহারাদি শেষ করিয়া অন্নপূর্ণার নিকটে আসিলেন।। রাণী যদিও সকল নারীর নাম ও পরিচয় জানেন না, কিন্তু বহুদিন বার বার দর্শন হেতু সকলের আকার-প্রকার তাঁহার সুপরিচিত। এই অবগুণ্ঠনবতীকে আর কোন দিন তিনি দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। নারী আহার করিতেছেন না দেখিয়া অন্নপূর্ণা উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আহার করিতেছেন না কেন? কোন ব্যাঘাত ঘটিয়াছে কি?"

নারী ঘাড় নাড়িল; কিন্তু কোন কথা কহিল না বা মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিল না। রাণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ভাত খাইবেন না—অন্য কোন খাদ্য খাইবেন কি?"

নারী আবার ঘাড় নাড়িল; বাক্যে কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার নিশ্বাস-শব্দ শুনিয়া এবং তাহাকে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে দেখিয়া রাণী বড় বিচলিত হইলেন। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার নিকট অন্য কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করেন কি?"

নারী এবার সমর্থনসূচক মস্তকান্দোলন করিল; কিন্তু কোন কথা কহিল না। রাণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি প্রার্থনা, বলুন।"

নারী একবার বামে এবং একবার দক্ষিণে অবনত হইল। রাণী মনে করিলেন, এই নারী সম্ভবতঃ কোন বিশিষ্ট-পরিবারভুক্ত। অবশ্যই ইহার বিশেষ কে প্রার্থনা আছে। পাছে মুখ দেখিলে আপনাকে চিনিতে পারে অথবা তাহার প্রার্থনা পাছে কেহ শুনিতে পায়, এই আশঙ্কায় এ নারী মনের কথা বলিতে পারিতেছে না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে নির্জ্জনে আপনার প্রার্থনা জানাইতে চাহেন কি?"

নারী ঘাড় নাড়িয়া এই প্রশ্নে সম্মতি ব্যক্ত করিল। রাণী বলিলেন, "আপনি আসুন, ঐ কক্ষে গিয়া আপনার কথা শুনিব। ঠাকুর-ঝি, তুমি ভাই ভাল করিয়া সকলের তত্ত্বাবধান কর।"

অন্নপূর্ণা অগ্রসর হইলেন। নারী তাঁহার অনুসরণ করিল। সুহাসিনী কোন তত্ত্বাবধান না করিয়া যে কক্ষে

রাণী ও সেই অবগুণ্ঠনবতী প্রবেশ করিলেন, তাহারই দ্বারে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া অবগুণ্ঠনবতী প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সুহাসিনীর চিত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইল। অনেক কারণে তিনি এই কাণ্ড বিপজ্জনক ও অশুভ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি সাবধানে ও উৎকর্ণভাবে দ্বারপার্শ্বে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া নারী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। রাণী সভয়ে দেখিলেন, এ ব্যক্তি নারী নহে—পুরুষ; আর কেহ নহে—শঙ্করনাথের সেই পূজারি ঘনশ্যাম বিদ্যানিধি। রাণীর মুখ হইতে একটা অব্যক্ত অস্ফুট-ভীতিব্যঞ্জক শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন;—বলিলেন, "আপনি কেন এখানে আসিয়াছেন? আপনি কেন স্ত্রীলোক সাজিয়া এই নারীগণের ভোজনস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন?"

ঘনশ্যাম সবিনয়ে বলিলেন, "আপনি ভয় পাইতেছেন কেন? আমি এখানে আসিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, সে জন্য আপনার নিকট বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনার নিকট আমার এক ভিক্ষা আছে। সে ভিক্ষা চাহিবার সুযোগ না পাওয়ায় আমাকে অগত্যা স্ত্রীলোক সাজিয়া এখানে আসিতে হইয়াছে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "এরূপভাবে আপনার প্রার্থনা আমি শুনিতে পারিব না। আপনার যদি কোন কথা থাকে, আপনি দাসীদিগের দ্বারা তাহা আমাকে জানাইবেন। পথ ছাড়িয়া দিউন, আমি চলিয়া যাই।"

ঘনশ্যাম সবিনয়ে বলিলেন, "অধীনের একটা কথা শুনিয়া যান। আমি সংক্ষেপে বলিব। আপনি দয়াময়ী। কোন ভিক্ষার্থী আপনার নিকট বিমুখ হয় না। আমার প্রতি কেন আপনি বিরক্ত হইতেছেন?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "বলুন, আপনার কি কথা! শীঘ্র শেষ করুন।"

ঘনশ্যাম বলিলেন, "মনে করিয়া দেখুন, আপনি শঙ্করনাথের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যাহা আমি প্রার্থনা করিব, তাহাই আপনি পূরণ করিবেন।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "মিথ্যাকথা। এরূপ প্রতিজ্ঞা আমি কখনই করি নাই। যাহা আমার সাধ্য হইবে, তাহা আমি আপনার জন্য করিব, ইহা ব্যতীত অন্য কোন কথা আমি বলি নাই।"

ঘনশ্যাম বলিল, "তাহাই হইবে, যাহা আমি প্রার্থনা করিব, তাহা আপনার সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত।"

রাণী বলিলেন, "বলুন, আপনি কি চাহেন?

ঘনশ্যাম বলিল, "প্রতিজ্ঞা, বিশেষতঃ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে চিরদিন নরকস্থ হইতে

রাণী বলিলেন, "আপনার নিকট ধর্ম্মনী করিবার আমার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আ বলিতে চাহেন, তাহা শীঘ্র বলিয়া ফেলুন। আ রূপ এরূপ বিলম্ব করিলে আমাকে এ স্থান হইতে যাইতে হইবে।"

সুহাসিনী দ্বারের পার্শ্বে হইতে সকল কথা শুনিতে না পাইলেও অনেক কথা বুঝিতে তিনি বুঝিলেন, যে ব্যক্তি রাণীকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিয়াছে, সে নারী নহে—পুরুষ। তাঁহার মনে প্রথমেই উদিত হইয়াছিল এবং তিনি অন্য কোন কর্ত্তব্যপালনে মনঃসংযোগ দ্বারপার্শ্বে অপেক্ষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য ব করিয়াছেন।

রাণীর মুখ হইতে ভীতিব্যঞ্জক অস্ফুট ধ্ব হইবামাত্র সুহাসিনী ইঙ্গিতে এক দাসীকে নিক লেন এবং তাহাকে অতি সত্বর দেউড়ী হইতে পাঁচ সাত জন দ্বারবান্‌কে রাজভগ্নীর নাম করিয়া আনিতে বলিলেন। তাহারা যেমন মণ্ডপদ্বা করে এবং ডাকিবামাত্র এখানে উপস্থিত হইতে এরূপ আদেশও তিনি প্রদান করিলেন। দা চলিয়া গেল। আর এক দাসীকে ডাকিয়া তি দিলেন, দশ বারো জন পরিচারিকা যেন স ফেলিয়া এখনই তাঁহার নিকট আইসে। বারো তখনই সুহাসিনীর নিকট আসিল। সে দেউ জমাদার প্রভৃতিকে ডাকিতে গিয়াছিল, সেও আসিয়া সংবাদ দিল, সকলই ঠিক হইয়াছে।

তখন কক্ষমধ্যে ঘনশ্যাম বলিতেছে, "আপ ময়ী—সকলের সকল প্রার্থনা পূরণ করিতে অধমের সামান্য ভিক্ষা আপনি যদি না দে হইলে আজি আপনার সম্মুখে আমি আত্মহত্যা আপনাকে ব্রহ্মহত্যার পাতকে পড়িতে হইবে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমি তোমার প্রার্থনা ইচ্ছা করিতেছি না। তুমি দ্বার হইতে সরিয়া আমি চলিয়া যাইব।"

ঘনশ্যাম বলিল, "এই কি আপনার দয়া? তি এইরূপে বিমুখ করাই কি আপনার ধর্ম্ম? আমার সামান্য প্রার্থনা আমি বলিতেছি।"

অন্নপূর্ণা অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি করিবেন—এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

ঘনশ্যাম বলিল, "অন্নপূর্ণা, আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি, কাশীতে আমি পাঠ করিতাম। সেই পঠদ্দশায় আমি অনেকবার তোমাকে দেখিয়াছি। তখন হইতে তোমার ঐ রূপের শিখা আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। তোমাকে দেখিতে পাইব এবং কখন না কখন তোমার কৃপা লাভ করিতে পারিব বলিয়াই আমি এই ঘৃণিত নীচকর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। তোমাকে না পাইলে আমার মৃত্যু হইবে। তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

নরাধম কাতরভাবে অন্নপূর্ণার চরণ-সমীপে নিপতিত হইল। লজ্জায়, ক্রোধে, ঘৃণায় অন্নপূর্ণার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "নরাধম, ঘৃণিত কীট, আমার নিকট এইরূপ কথা কহিতে তোর সাহসে কুলাইল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! আমি আদেশ করিতেছি, তুই এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা, আর একটিও পাপকথা যেন আমাকে শুনিতে না হয়।"

তখন ঘনশ্যাম উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বস্ত্রমধ্য হইতে এক উজ্জ্বল ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল, "দেখ অন্নপূর্ণা, যদি তুমি আমার প্রার্থনা-পূরণে সম্মত না হও, তাহা হইলে এখনই তোমার সম্মুখে এই ছুরিকা বক্ষে বিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

ব্রাহ্মণ ছুরিকা উত্তোলন করিল। এমন সময় বিষম শব্দে সেই দ্বার খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ছয় জন ভোজপুরী এবং বারো জন দাসী, সর্ব্বশেষে সুহাসিনী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দ্বারবানেরা ঘনশ্যামকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পর রাণীমায়ীকে প্রণাম জানাইয়া ধাক্কা মারিতে মারিতে ঘনশ্যামকে লইয়া বাহিরে চলিল।

অন্নপূর্ণা তখন নিতান্ত অবসন্নভাবে এক ভিত্তিতে পৃষ্ঠস্থাপন করিয়া দণ্ডায়মানা। সুহাসিনী তখনই তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। দাসীরা তখন জল ও পাখা লইয়া আসিল। সকলে তাঁহাকে গৃহের মধ্যস্থলে আনিয়া নানাপ্রকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এ দিকে জমাদার ও দ্বারবানগণ নরাধম ঘনশ্যামকে লইয়া রাজার কাছারীতে উপস্থিত হইল। এই নরাধমের সম্বন্ধে কি দণ্ডবিধান করা উচিত, সকলে তাহার পরামর্শ করিতে লগিল। জমাদার বলিল, "দণ্ড আর কি? আমি এ শুয়ারের শির উড়াইয়া দিতে চাহি।"

আর একজন প্রস্তাব করিল, "উহাকে কূয়ায় ফেলিয়া মাটী চাপা দাও।"

আর একজন বলিল, "ইহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাট।"

সদর নায়েব, মুহুরী, গোমস্তা, আমীন প্রভৃতি বহু লোক সে স্থানে সমবেত হইল। নায়েব বলিলেন, "ব্রাহ্মণ বলিয়া এরূপ নরাধমকে মাপ করা কখনই হইবে না। ইহাকে মারিয়া ফেলিলে কোন ক্ষতি নাই; আমি বলি, একবারে এক-কোপে ইহাকে মারা হইবে না। ইহাকে ধীরে ধীরে মারিতে হইবে। ডালকুত্তা দিয়া খাওয়ানই সুব্যবস্থা।"

আর একজন বলিল, "হাতীর পায়ে ফেলিয়া দিলেও হয়।"

আর এক ব্যক্তি বলিল, "আমি বলি, একখানি জুড়ী পূর্ব্বমুখে, আর একখানি জুড়ী পশ্চিমমুখে জুড়িয়া দুই গাড়ীর মাঝখানে এক গাড়ীতে এই হতভাগার হাত, আর এক গাড়ীতে পা বাঁধিয়া ঘোড়াকে চাবুক মারিলে যাহা হইতে পারে, তাহাই ইহার ঠিক সাজা।"

অনেকে এ প্রস্তাব শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং প্রস্তাবকারীর প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজার নিকট সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহার আগমন না হইলে অথবা তাঁহার কোন আদেশ না পাইলে কিছুই করিতে পারা যাইতেছে না। সকলেই আগ্রহে রাজার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রাজা আসিতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে রায় বাহাদুরও আছেন। আসিয়া দেখিলেন, "লোকেরা দড়া দিয়া ব্রাহ্মণকে কঠিনরূপে বন্ধন করিয়াছে এবং তাহাকে নানাপ্রকারে নির্যাতন করিতেছে। সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। রায় বাহাদুর ও রাজা আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

জমাদার অগ্রসর হইয়া করযোড়ে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! ইহাকে এই মেয়েমানুষের সাজে অন্দরের এক ঘরে হাতে ছুরি-সমেত রাণীমায়ীর সম্মুখে আমরা ধরিয়াছি। আমি ইহার শির উড়াইয়া দিতে চাহি। হুজুরের হুকুমের অপেক্ষায় আছি।"

যে ব্যক্তি দুই গাড়ীর মধ্যে বাঁধিবার কথা বলিয়াছিল, তাহার কথাও রাজাকে একজন শুনাইল।

রাজা বলিলেন, "জমাদার, এখনই সর্ব্বাগ্রে এই ব্রাহ্মণের বন্ধন খুলিয়া দাও।"

জমাদার অবাক্ হইল, সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। কিন্তু কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। রাজাজ্ঞা

অবহেলা করিতে সাহস না হওয়ায় সে অগত্যা বন্ধন খুলিয়া দিল। তখন রাজা বলিলেন, "বিদ্যানিধি মহাশয়! আমি আমার স্ত্রী ও তদীয় নিকট সকল কথাই শুনিয়াছি। আপনি বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত। আপনার এরূপ মতিভ্রম কেন হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি অবশ্যই জানেন, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও প্রেম স্বতন্ত্র পদার্থ। আপনি ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির প্রাবল্যে নিতান্ত অব্যবস্থিত-চিত্তের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। যে নারী আপনার নহে, তাহাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করা কাহারও উচিত নহে, এ তত্ত্ব অবশ্যই আপনি বুঝেন। তথাপি সহসা আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ায় আমি নিতান্ত দুঃখিত হইতেছি। আমি আপনাকে কোন দণ্ড দিতে চাহি না। আপনি অবশ্যই চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া ভবিষ্যতে [illegible]ধান হইয়া চলিবেন। এখানে অতঃপর কার্য্য ক[illegible] বোধ হয় আপনার লজ্জা হইবে, আপনার যদি বেতন [illegible] থাকে, খাজাঞ্চির নিকট ইহতে লইয়া আপনি চ[illegible] যাইতে পারেন। জমাদার! এ ব্রাহ্মণকে ছা[illegible] দাও।"

সকলের সকল মন্ত্রণাই ব্যর্থ হইল। বিনাশ ক[illegible] থাকুক, রাজা ঘনশ্যামকে দুই-ঘা প্রহার ক[illegible]ও [illegible] করিলেন না। সকলেই দুঃখিত হইল। অনেকে [illegible] বিরক্তও হইল।

রাজা ও রায় বাহাদুর সে স্থান হইতে [illegible] করিলেন।

অষ্টম খণ্ড—মাধুর্য্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মফল।

ঘনানন্দ স্বামী কাশীর সেই স্থানে প্রাতঃকালে সমাধি-মগ্ন অবস্থায় যোগাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় কলেবর হইতে যেন অধিকতর জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে। যে দুই জন শিষ্য সর্ব্বদা তাঁহার নিকটস্থ থাকেন, তাঁহারা কেহই সেখানে নাই। একজন আশ্রমের নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে ব্যস্ত আছেন আর একজন ভিক্ষায় গমন করিয়াছেন।

নীলরতন-বাবু সেই স্থানে আগমন করিলেন। প্রতিদিন কোন না কোন সময়ে এই স্থানে আগমন করা ও সন্ন্যাসীকে প্রণাম করা তাঁহার নিয়মিত কর্ম্ম। তিনি দূর হইতে মহাপুরুষকে সমাধিমগ্ন দেখিয়া নীরবে ও নিঃশব্দে সেই স্থানে স্থির হইয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে ঘনানন্দের সমাধি-ভঙ্গ হইল। তখন তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় অবশভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নীলরতনকে দেখিতে পাইয়া তিনি নিকটে আসিতে ইঙ্গিত [illegible]লেন।

নীলরতন-বাবু অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম [illegible]লেন এবং ভূতলে উপবেশন করিলেন; সন্ন্যাসী অ[illegible] ত্যাগ করিয়া একবার গাত্রোত্থান করিলেন। এক[illegible] উভয় হস্ত ও পদ বিস্তৃত করিলেন; একবার বামে[illegible] দক্ষিণে হেলিত হইলেন; তাহার পর বলিলেন, "[illegible]নার সমস্ত কুশল?"

নীলরতন বলিলেন, "যাহারা ভাগ্যবলে মহা[illegible] কৃপা-ভাজন, তাহাদের অকুশলের সম্ভাবনা কোথায়?"

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন, "সোনাপুরের সংবাদ পা[illegible]ছেন?"

নীলরতন বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ; কিন্তু যে[illegible] সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে আমাদের একটু চিন্তার ক[illegible] হইয়াছে।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "কেন? রাজা উমাশঙ্কর স[illegible]দান করিতে বসিয়াছেন, ইহাই এক চিন্তার কারণ?"

নীলরতন-বাবু বলিলেন, "আমরা বিষয়াসক্ত [illegible] মানব, আমরা বাস্তবিক এ সংবাদে একটু বিচ[illegible] হইয়াছি।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "আপনার জামাতা সন্ন্যা[illegible] সন্ন্যাসে তাঁহার যত আনন্দ, বোধ করি, আর কিছুতে[illegible] সেরূপ নহে। রাজাগিরী তাঁহার বুঝি পোষাইতেছে না

নীলরতন বলিলেন, "তাহা হইতে পারে, একটি পুত্র হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়, ভাবিয়া আর কি হইবে? মানুষ ভাবিয়া কতটুকুই বা বুঝে, কতটুকুই বা স্থির করিতে পারে? যাহা হইবার, তাহাই হইবে।"

নীলরতন বলিলেন, "তাহা যদিও সত্য, তথাপি মানুষকে একটু সাবধান হইয়া চলা মন্দ নয়। আপনার যাহা হইবে, ভাবিলেও সন্তানাদিগকে পথে বসাইবার ব্যবস্থা করা উচিত নয়।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়, আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, আপনার জামাতা এক সময়ে ভিক্ষুক ছিলেন। তাঁহাকে এই অতুল রাজৈশ্বর্য্য দিল কে? যিনি ভিক্ষুককে রাজৈশ্বর্য্য দিতে পারেন, তিনি ইচ্ছা করিলে রাজার ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া তাঁহাকে ভিক্ষুক করিতে পারেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে নিশ্চয়ই আপনার দৌহিত্রের অমঙ্গলেও মঙ্গল হইবে।"

নীলরতন বলিলেন, "ভগবানের এ কথায় আর সংশয় নাই, কিন্তু সকল কাজের আতিশয্য গর্হিত বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "কেবল পুণ্যের বা সদনুষ্ঠানের সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না।"

"কেন? অতি দানে বলি বদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহাও তো শুনা যায়।"

"মানবমাত্রেই যেন সেইরূপ বদ্ধ হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। সেরূপ বদ্ধ হওয়া ভাগ্যের কথা নহে কি বৈবাহিক মহাশয়? আর একটা কথা বলি, এবারকার এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপে ভারতের নানা স্থানে কত লোকই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অন্নপূর্ণার নিকেতন-স্বরূপ এই কাশীধামেও কি শোচনীয় অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছিল, শুনা যাইতেছে প্রয়োগও ভয়ানক অন্নাভাব ঘটিয়াছিল, কিন্তু একজন মনুষ্যের দানশীলতায় ও চেষ্টায় সমগ্র ভারতভূমির একটি মানবও অন্নাভাবে মরিতে পারে নাই, ইহা কি সামান্য আনন্দের কথা? একজনের দুঃখে ও ক্লেশে যদি বহুলোকের দুঃখ ও ক্লেশ বিদূরিত হয়, তাহা কি প্রার্থনীয় নহে? আরও মনে করিয়া দেখুন, উমাশঙ্কর কিছুই করিতেছেন না, কিছু করিতে তাঁহার সাধ্যও নাই। একটা দেশকে ধ্বংস করা বা রক্ষা করা বিশ্বনিয়ন্তার বাসনাতেই ঘটিয়া থাকে। তিনি এক একটা নিমিত্ত-কারণ মাত্র উপলক্ষ্য করিয়া অনেক স্থলে কার্য্য সম্পাদন করেন। এ স্থলেও উমাশঙ্করকে নিমিত্ত-কারণ-মাত্র জানিবেন। আপনি এ জন্য চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হইবেন না। কার্য্য স্বকীয় পথ স্থির করিয়া লইবে এবং নিয়মিত স্থানে উপস্থিত হইয়া সমাপ্ত হইবে।"

নীলরতন-বাবু নীরব। তিনি সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কয়েদিন শ্যামলাল-বাবুর সন্ধান পাই নাই। তাঁহার সংবাদ আপনার অবিদিত না থাকিতে পারে।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "তিনি ভাল আছেন। আপনি এখনই এখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও তাঁহার কর্ত্তৃত্বে শ্যামলালের বিশ্বাস হইয়াছে। তাঁহার চিত্ত উত্তরোত্তর সুস্থ হইয়া আসিতেছে। এক সময়ে যে ব্যক্তি ঘোর পাপী ছিল, তাহার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!"

নীলরতন বলিলেন, "ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। মহাপুরুষ ও তাঁহার শিষ্যের প্রতি যাহার ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মিবে, সে যে ভাগ্যবান্ হইবে, তাহার সন্দেহ কি?"

দূরে শ্যামলাল-বাবুর মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল। তিনি দূর হইতেই ভূতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন। ঘনানন্দ তাঁহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্যামলাল অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রণাম করিলেন এবং সেই স্থানে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "দয়াময়! ভগবানে সর্ব্বকর্ম্মফল নির্ভর করাই একমাত্র ধর্ম্ম। আমি যত গর্হিত বা হিত-কার্য্য করিয়াছি, করিতেছি ও করিব, সকলই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের কার্য্য, এই পরমধর্ম্মে পূর্ণ-বিশ্বাস আমাকে সুখী করিয়াছেন।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "এই নিষ্ঠায় তুমি পূর্ণভাবে ও অবিচলিত-মনে নির্ভর করিয়া থাক। ইহাই প্রধান ধর্ম্ম নহে; ধর্ম্মের ইহা একটি সোপান। তুমি কামনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছ, সুখ-দুঃখে তোমার সমান জ্ঞান হইয়াছে এবং সর্ব্ববিষয়েই আসক্তিশূন্য হইয়াছ। বহু সাধনাতেও মনুষ্য হৃদয়ের এই উন্নতিলাভ করিতে পারে না। উমাশঙ্কর স্বল্পকালের উপদেশে তোমার এই অলভ্য চিত্তশুদ্ধি ঘটাইতে পারিয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন, "প্রভো, এই স্থানে একটা কথা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি। যে অবস্থা বহু সাধনা ও বহু আয়াসে লব্ধ হয়, বহুকালের কর্ম্ম ও সাধনার বলে

যে চিত্তশুদ্ধি সঞ্জাত হয়, তাহা এরূপ সহসা বয়কালে শ্যামলাল-বাবুর জন্মিল কেন, তাহা স্থির করিতে আমি অক্ষম। কৃপা সহকারে ইহার মীমাংসা করিয়া আমাকে সুস্থির করুন।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "ইহার মীমাংসা অতি সহজ। শ্রীভগবান্ স্বয়ং ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। আপনারা এই জন্মে যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহা নষ্ট হইতেছে না, জন্মান্তর হইতেছে না বা লুপ্ত হইতেছে না। কর্ম্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির পরিণাম জ্ঞান। এ জন্মে কোন কর্ম্ম না করিয়া কোন কোন মহাত্মা সহসা জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন, ইহার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে। জন্মান্তরীণ কর্ম্ম তাদৃশ জ্ঞান-প্রাপ্তির হেতু। জন্মান্তরীণ কর্ম্ম দ্বারা যে চিত্তশুদ্ধি বা জ্ঞান উপজাত হইয়াছে, তাহা সঞ্চিত থাকে। দেহরূপ পিঞ্জরাবদ্ধ মনুষ্য সহসা তাহা স্বয়ং বুঝিতে ও জানিতে পারে না। যে জ্ঞান তাঁহাদের সহজাত, তাহার পরিচয়ও তাঁহারা আপনারা পায় না। একজন সদ্গুরুর সহিত সম্মিলন হইলে, দৈবাৎ কোন দয়াপরবশ মহাত্মার দর্শন পাইলে, সহসা কোন জ্ঞানী জন প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিলে জন্মান্তরীণ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের চিত্তক্ষেত্রে সঞ্চিত জ্ঞানবীজ সহজেই অঙ্কুরিত এবং অচিরে ফল-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠে।"

নীলরতন বলিলেন, "এ কথা এক প্রকার বোধগম্য হইল, কিন্তু শ্যামলাল-বাবু জীবনে বিবিধ পাপানুষ্ঠান কেন করিলেন? যাঁহার হৃদয়ে সঞ্চিত জ্ঞানের বীজ ছিল, তিনি কেন বহুবিধ গর্হিত আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলজাত জ্ঞানের যখন উন্মেষ হইবে, তখনই মন পুণ্য ও পবিত্রতা এবং ক্রমোন্নতির নিমিত্ত ব্যাকুল হইবে। তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ লব্ধ জ্ঞানের উন্মেষ হওয়ার অগ্রে মনুষ্য মনুষ্যই থাকে। পাপে ও পাপজনিত আপাতমনোহর আনন্দে তাহার স্বতঃপ্রবৃত্তি থাকে। সংসর্গ ও শিক্ষার দোষে সে তাহাতে প্রমত্ত হয়। এইরূপ কারণে শ্যামলাল পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিতে পারেন। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলেও তাঁহার পাপভোগ ঘটিতে পারে।"

নীলরতন বলিলেন, "সে কিরূপ? জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে চিত্তশুদ্ধি হইবে; পাপ-প্রবৃত্তি কেন ঘটিবে?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "অনাসক্ত অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মফলে চিত্তশুদ্ধি সঞ্চিত হইবে এবং আসক্ত বা সকাম কর্ম্মফলে জন্মান্তরে সেই প্রবৃত্তির পরিপোষক পরিণামই লব্ধ হইবে। আপনি দেখুন, ধ্রুব অতি বাল্যকা[ল] ভোগার্থী, ইহা তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ক[...] অনুরাগ। কিন্তু তাঁহার ভোগাসক্তি ছি[...] পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হইয়াও তাঁহাকে [...] রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে হইল। সাধ[...] উপদেশ দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের উন্মেষ অতি[...] ঘটিল; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বজন্মের আস[...] তাঁহাকে বিষয়ভোগরূপ পাশে বদ্ধ হইতে হই[...] মান্ শঙ্করাচার্য্য অতি অল্পবয়সেই জ্ঞানলা[...] ছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মেই কর্ম্মজনিত লব্ধজ্ঞা[...] ছিলেন; এজন্য অন্য কোন সাধনায় তাঁহার [...] হইল না। শ্যামলাল-বাবুর জ্ঞানের পথ সঞ্চর[...] জন্মেই স্থির হইয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে ভোগের [...] ছিল। এ জন্য তাঁহার জীবনে এরূপ ঘটিয়াছে, [...]মান অসম্ভব নহে।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন, "তাহা হইলে [...] অজ্ঞান উভয়ই একসঙ্গে থাকিতে পারে?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "জ্ঞানের পূর্ণতা হইলে [...] তাঁহার সমীপেও যাইতে পারে না। তাঁহার দুঃখজ্বালা কিছুই থাকে না। তিনি তখন [...] অধিকারী হইয়া পরম সুখভোগ করেন। তি[নি] ভগবানের স্বরূপ হইয়া পড়েন। সে অবস্থাপ্রা[...] সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু জ্ঞানের অল্পমা[ত্র] কণিকামাত্র উপজাত হইলেও তাহার আর ক্ষ[...] তাহা থাকিয়া যায়। সাধনা, সৎসঙ্গ ও সুশিক্ষা [...] বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে তাঁহাকে পূর্ণতার পথে অগ্রস[র] থাকে। এইরূপ সামান্যমাত্র জ্ঞান যখন থা[...] অজ্ঞানেই মনুষ্য পূর্ণ থাকে। তাহার অজ্ঞা[ন] শয্য স্বল্প জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তা[...] প্রকৃতিই তখন বলবান্ থাকে। মনুষ্য সকল[...] পশুর সহিত সমান। কেবল এক জ্ঞানরূপ [...] তাহাকে পশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছে[...] কণিকামাত্র জ্ঞান যখন আচ্ছন্ন থাকে, তখন [...] ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানেই আসক্ত হয় এবং তাহাই ক[...] সামান্য জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই সে আপনার প[...] লইতে পারে, অতীত জীবনের পাপ তাহার [...]ণার হেতু হইয়া পড়ে। বোধ হয়, শ্যামলাল-বাবু[র] এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকিতে পারে।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন, "লব্ধ ও আচ্ছ[ন্ন ...] সহসা এরূপ উন্মেষ হয় কিরূপে?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "অতীত-জীবনের সামান্যমাত্র জ্ঞানও সহসা ফুটিয়া উঠে; কিন্তু তৎসম্বন্ধে কাহারও সহায়তা আবশ্যক। অপেক্ষাকৃত অধিকতর জ্ঞানীর সামান্য কথায়, অল্প উপদেশে বা তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর আলোচনায় অতীত-জীবনোপার্জ্জিত সামান্যমাত্র জ্ঞানও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রাদিতে সৎসঙ্গের বিবিধ মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সৎসঙ্গের প্রভাবে অতীত জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে পারে, মহৎ চরিত্রের আলোচনায় চিত্তে মহদ্ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে এবং জ্ঞানরূপ অতুলনীয় ধনলাভের নিমিত্ত প্রবর্ত্তন হইতে পারে।"

নীলরতন বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতেছি।"

শ্যামলাল বলিলেন, "পাপী অধম শ্যামলালের উপলক্ষে ভগবানের মুখে এই সকল গভীর তত্ত্বের আলোচনা; ইহা শ্যামলালের পরম সৌভাগ্য।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন, "অতঃপর শ্যামলাল-বাবুর কি কর্ত্তব্য?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "আপনি এবার কঠিন কথার অবতারণা করিয়াছেন। শ্যামলাল-বাবুর হৃদয়ে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অত্যল্প সঞ্চিত জ্ঞান ছিল; তাঁহার ভাগ্যক্রমে সহসা তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতঃপর সেই জ্ঞানকে বাড়াইয়া ক্রমেই পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন, "কি তাহার উপায়?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "তাহার উপায় শিক্ষক দেখাইয়া দিতে পারেন। সাধারণতঃ সেই শিক্ষককে লোকে গুরু বলে। এই গুরু কথাটা এতই নিন্দনীয় ও ঘৃণাজনক হইয়া পড়িয়াছে যে, আমি তাহার প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি না।"

নীলরতন বলিলেন, "গুরু কথাটা লজ্জাজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন কেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "লোকসমাজে আজিকালি যাঁহাদের গুরু বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, তাঁহারা প্রায়ই নিতান্ত অজ্ঞান ও নিকৃষ্ট জীব। তাঁহারা শ্মশ্রু-গুম্ফ মুণ্ডন করিয়া, অঙ্গের বিবিধ স্থানে তিলক ধারণ করিয়া মানব-সমাজের সর্ব্বনাশ-সাধনের নিমিত্ত নানা স্থানে পর্য্যটন করেন। জ্ঞান বা শাস্ত্র কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানেন না, সাধনার কোন তত্ত্বই তাঁহারা বুঝেন না, পরকাল সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার কোন সংবাদ তাঁহারা রাখেন না। তাঁহারা গাঁজা খাইতে জানেন, সুন্দরী বিধবা যুবতী তাঁহাদের বড়ই আদরের বস্তু, ধন দুগ্ধ ও সন্দেশ তাঁহাদের বড়ই লোভজনক। তাঁহারা শিষ্যের মস্তকে পদস্পর্শ করাইয়া বার্ষিক গ্রহণ করেন, শিষ্যকে জ্ঞান দিতেছি বলিয়া অজ্ঞানের কূপে ফেলিয়া দেন, তাঁহারা বিবিধবিভ্রমে সমাজের সর্ব্বনাশ করেন। এই শ্রেণীর গুরু নিতান্ত নিন্দনীয় এবং ইঁহাদের কৃপায় দেশে অজ্ঞানান্ধকার বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতেছে।"

নীলরতন বলিলেন, "সংসারে যত গুরু দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই এইরূপ বটে। ইহাদের সাহায্যে কোনই হিত হয় না কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "কেমন করিয়া হইবে? যে পরমপদ শিষ্যকে দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত গুরুদেব দায়ী, তিনি স্বয়ং কখন তাহা দেখেন নাই। তাহার আকার-প্রকার, অবস্থান-স্থান প্রভৃতি কোন বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতা নাই। তিনি কিরূপে অপরকে তাহা দেখাইবেন? অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধ যেমন গর্ত্তে পতিত হয়, এইরূপ গুরুর সাহায্যে শিষ্যের সেই দুর্গতি হয়।"

নীলরতন বলিলেন, "এরূপ গুরু পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ জ্ঞানীর পদাশ্রয় করাই উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে অতি প্রবল শাসন দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুত্যাগে মহাপাপের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "এ শাসনও সেই ব্যবসাদার গুরুদিগের কৃত। তাহারা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছে যে, তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি কালক্রমে লোকের অবজ্ঞার বিষয় হইবে। তখন নরসমাজ তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবে এবং তাহারা নিরন্ন হইয়া পড়িবে। এই জন্যই তাহারা সময় থাকিতে গুরুত্যাগে মহাপাপরূপ মিথ্যা শাসন-বাক্য প্রচার করিয়া রাখিয়াছে। এ সকল কথা ঐ ভণ্ড গুরুদিগের কল্পিত, অসঙ্গত ও অগ্রাহ্য। এই জন্যই এই অধম গুরুগণ শিষ্যবিত্তাপহারক নামে অভিহিত হইয়াছেন।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন, "তাহা হইলে প্রভুর বিবেচনায় গুরুত্যাগে কোনই দোষ নাই।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "নিশ্চয়ই কোন দোষ নাই। বরং তাহা নিতান্ত আবশ্যক কার্য্য। ছাত্র বাল্যকালে যে গুরু মহাশয়ের নিকট 'ক' 'খ' অভ্যাস করে, এণ্ট্রান্স পাস করিবার সময়ও কি সেই গুরু মহাশয় তাহাকে পাঠ বলিয়া দিতে পারেন? এই লৌকিক শিক্ষাতেও গুরুর পরিবর্ত্তন যেরূপ আবশ্যক, জ্ঞানরূপ পরমধন-লাভার্থে গুরুর পরি-

অর্জন অবশ্যিক আবশ্যক। যে গুরুর নিকট যতটুকু সাধনার উপায় শিক্ষা হওয়া সম্ভব, তাহা বন্ধ হওয়ার পর তাঁহার নিকট আর কি শিক্ষা হইবে? সদাশয় গুরু তখনই স্বয়ং শিষ্যকে অন্য কোন মহাত্মার শরণাগত হইবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিবেন। যে শিষ্য সাধনাপথে পূর্ব্বজন্ম হইতেই অগ্রসর হইয়া আছে, যে শিষ্য বর্ত্তমান জীবনেও অপূর্ব্ব সাধনাশক্তি লাভ করিয়াছে, সে কেমন করিয়া একমাত্র গুরুর অধীনে থাকিয়া আপনার ইহকাল ও পরকালের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ম্মূল করিবে? যে গুরুর নিকট যতটুকু শিক্ষা-লাভের সম্ভাবনা, সেটুকু লাভ করার পরই অন্য কোন মহত্তর ব্যক্তির শরণাগত হওয়া আবশ্যক। জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে গুরুত্যাগ করা সর্ব্বদা আবশ্যক হইয়া থাকে।"

নীলরতন বলিলেন, "আপনার কথায় অনেক ভ্রম দূর হইল। মূল কথার এখনও শেষ হয় নাই। ভাগ্যবান্ শ্যামলাল-বাবু এক্ষণে কি করিবেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "তিনি এক্ষণে সদ্‌গুরুর কৃপাভাজন হইয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকুন। শ্যামলাল-বাবু বাস্তবিকই ভাগ্যবান্। যাঁহার হৃদয়ে অল্পমাত্র জ্ঞানও থাকে, তিনি মহাত্মা। ভাগ্যক্রমে শ্যামলাল-বাবু মহদ্ব্যক্তির আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যে অবশ্যই শ্যামলালের ক্রমোন্নতি হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন, "দয়াময়, সমস্ত কথাই আমি নীরবে শুনিলাম। কিন্তু আমার হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান আছে, এ কথা আপনার মুখ দিয়া বাহির না হইলে আমি নিশ্চয়ই পরিহাস-বাক্য বলিয়া মনে করিতাম। আমি অধম, আমি হীন, আমি পাপী, বেশ্যাপুত্র, আমার আবার জ্ঞান!"

ঘনানন্দ বলিলেন, "তুমি যে আপনাকে তৃণাদপি সুনীচ জ্ঞান করিতে পারিয়াছ, ইহাই তোমার জ্ঞানের ফল। যিনি সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বলিলেই হয়, সেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যেরও জন্মঘটিত দুর্নাম ছিল। আর যিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ জ্ঞানকল্প, সেই ভগবান্ বেদব্যাসের জন্ম-বৃত্তান্তও বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। জন্মঘটিত কুৎসিত ইতিহাসে জাত ব্যক্তির কোন দোষ হয় না। যাও বৎস, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার শুভ হইবে। তুমি অবিচলিত-চিত্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে থাক, ইহাই তোমার প্রথম সাধনা।"

শ্যামলাল বলিলেন, "দয়াময়, আপনাকে প্রণাম করিয়া আমি এক্ষণে বিদায় হই। আপনার শ্রীচরণে হস্তার্পণ করিয়া চরণধূলি-গ্রহণের অধিকার-লাভে পাপী সাহস করিতে পারে কি?"

তখন ঘনানন্দ বলিলেন, "নিশ্চয়ই পার। তুমি শিষ্যের শিষ্য, সুতরাং পরম আদরের বস্তু।"

তখন শ্যামলাল মহাপুরুষের চরণ স্পর্শ করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহাপুরুষ তাঁহার হস্তধারণ তাঁহাকে উঠাইলেন এবং সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গ লেন; আনন্দে শ্যামলালের দেহ কণ্টকিত হইয়া মহাপুরুষ তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত করিয় তিনি অবসিত-কলেবরে ভূতলে পতিত হইলেন। নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

নীলরতন বলিলেন, "অদ্ভুত ব্যাপার! চির দৃশ্য! আমার সৌভাগ্য, আমি এই প্রেমলীলার দেখিতে পাইলাম।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়, আ স্থানেই আমাদের সাক্ষাতের শেষ। শ্যামলাল, আ প্রস্থান কর। কল্য প্রাতে উভয়েই আমার নিকট আমি আর এক গুরুতর কথার অবতারণা করিব। কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমাকে একটা স্থান করিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম। তাহার ব্যবস্থ করিয়াছ?"

শ্যামলাল বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ; নীলরতন-কৃপায় তাহা স্থির করিয়াছি এবং গত তিন দিন সে বাস করিতেছি। এ অধম দাসও সাহস করিয়া এ কথা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। এরূপ ঘর পা কি প্রয়োজন ছিল?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "দেহ রক্ষা করিবার জন্য আবশ্যক। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে অনেক দৈহিক সহি আবশ্যক, তৎসমস্ত সুদীর্ঘ অভ্যাস-সাপেক্ষ। তুমি অ সুখী ও যত্নসেবিত। সহসা এরূপ কঠোরতায় তে পীড়া হওয়া সম্ভব।"

শ্যামলাল বলিলেন, "হইলেই বা ক্ষতি কি? বা মৃত্যু কিছুই ভয়ের কারণ বলিয়া আমার হয় না।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "সে কথা ভুল। এই দেহ করিতে না পারিলে সাধনা করিবে কে? মৃত্যু হ সকল সাধনাই শেষ হইল। যতক্ষণ জীবন, ততক্ষ সাধনা। মৃত্যু হইলে লোকান্তরে সুদীর্ঘকাল ফলভো পর আবার জন্ম হইবে। আবার তখন যে স্থানে নার শেষ হইয়াছিল, সেই স্থা হইতে কার্য্যারম্ভ ক

হইবে। সে বড় বিষম যন্ত্রণা। সুতরাং জীবনকে দীর্ঘ-স্থায়ী করিয়া যথাসাধ্য সাধনার পথে অগ্রগামী হইতে চেষ্টা করা আবশ্যক। এ জন্য আহারাদি-সম্বন্ধে যোগীর অনেক নিয়ম আছে। অনেক অভ্যাসবলে যোগী দেহকে সর্ব্ব-ক্লেশ-সহিষ্ণু করিতে সক্ষম হন। তুমি অনভ্যস্ত; সুতরাং তোমাকে বিবিধ উপায়ে দেহ-রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তোমার গুরুদেবের নিকট তুমি সময়-মত সকল শিক্ষাই লাভ করিবে।"

প্রণাম করিয়া নীলরতন ও শ্যামলাল প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্রিতা।

কাশীর উত্তর-প্রান্তে এক জনশূন্য স্থানে নীলরতন-বাবু শ্যামলালের জন্য একটি উত্তম ঘর স্থির করিয়া দিয়াছেন। শ্যামলাল তথায় তিন দিন হইতে বাস করিতেছেন। তথায় কোন দ্রব্য-সামগ্রী নাই। নীলরতন-বাবু অবশ্য-প্রয়োজনীয় কিছু কিছু সামগ্রী আনিয়া দিবার নিমিত্ত অনেক আগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্যামলাল কোন মতেই কোন সামগ্রী লইতে সম্মত হন নাই। তিনি বলেন, তাহা হইলে দ্রব্যরক্ষার জন্য ঘরে তালা দিতে হইবে, তাহা হইলেই একটা চাবী রাখিতে হইবে এবং তাহা হইলেই একটা উদ্বেগের প্রয়োজন হইবে। মহা-পুরুষের আজ্ঞায় তিনি ঘরে বাস করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না। তিনি আপনি কতকগুলি খড় সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহারই উপর তিনি শয়ন করেন, আর যে সত্রে তিনি আহার করেন, সেই স্থান হইতে একটা মৃৎভাণ্ড আনিয়া রাখিয়াছেন। তাহা-তেই গঙ্গাজল আনিয়া রাখেন। পিপাসা-বোধ হইলে তাহাই সেবন করেন। এই দুই সামগ্রী কেহ লইয়া যাইবে না, সাবধানতার কোন প্রয়োজন হইবে না এবং কোন-রূপে নষ্ট হইলেও ক্ষতি হইবে না।

শ্যামলাল কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দ্রুত-পাদবিক্ষেপে আপনার এই আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে আসিয়া শ্যামলাল দেখিলেন, এক সুন্দরী নারী তাঁহার সেই ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিতেছেন। সুন্দরী নতবদনা; সুতরাং শ্যামলাল তাঁহাকে চিনিতে পারি-লেন না;—জিজ্ঞাসিলেন, "কে তুমি? এখানে কেন আসিয়াছ?"

সুন্দরী বাক্যে কোন উত্তর না দিয়া ধীরভাবে শ্যাম-লালের চরণে প্রণাম করিলেন; তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিলেন; তাহার পর মুখ তুলিয়া শ্যামলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

সবিস্ময়ে শ্যামলাল কহিলেন, "বিধুমুখি, তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে?"

বিধুমুখী সজল-নয়নে বলিলেন, "অনেক স্থান ঘুরিয়া, অনেক চেষ্টায়, অনেকের সাহায্যে তোমার নিকট আসিতে পারিয়াছি।"

শ্যামলাল বলিলেন, "কেন তুমি এখানে আসিয়াছ?"

বিধুমুখী বলিলেন, "তোমাকে দর্শন করিতে আসি-য়াছি।"

শ্যামলাল জিজ্ঞাসিলেন, "এখন তুমি কোথায় থাক?"

বিধুমুখী বলিলেন, "আমি আগে এক দেবতার, তাহার পর এক দেবীর আশ্রয়ে ছিলাম। এখন তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি।"

শ্যামলাল বলিলেন, "শুনিয়াছি, হরিচরণ তোমাকে আবার বিপদে ফেলিয়াছিল।"

"হাঁ। তোমার চরণকৃপায় সে বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইয়াছি।"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমার নিকট কেন আসিয়াছ?"

বিধুমুখী নিরুত্তর। শ্যামলাল আবার জিজ্ঞাসিলেন, "আমাকে তোমার কি প্রয়োজন?"

বিধুমুখী নিরুত্তর। শ্যামলাল আবার জিজ্ঞাসিলেন, "আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইতে পারে?"

বিধুমুখী নিরুত্তর। শ্যামলাল বলিলেন, "কথা কহি-তেছ না কেন? কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আসিয়াছ, বল?"

তখন বিধুমুখী উঠিয়া শ্যামলালের চরণসান্নিধ্য হইতে একটু দূরে দাঁড়াইলেন এবং গলায় কাপড় দিয়া যুক্তকরে কহিলেন, "কি বলিব? তোমার এ সকল কঠোর প্রশ্নের কি উত্তর দিব? আমি তোমার নিকট না আসিয়া আর কোথায় যাইব? আমি শুনিয়াছি, তুমি পরম জ্ঞানী হই-য়াছ। তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার চরণ-আশ্রয় ভিন্ন আমার আর স্থান কোথায় আছে? তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার রক্ষক, তুমি চরণে স্থান না দিলে আমাকে কে স্থান দিবে?"

বিধুমুখীর চক্ষু দিয়া দরদর-ধারায় জল পড়িতেছে। কি শোভা! সেই ঈষৎ সম্মুখনতা, গললগ্নীকৃতবসনা, যুক্তকরা সুন্দরীকে তখন পরম শোভাময়ী দেখাইতে লাগিল।

শ্যামলাল কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে বিধুমুখী বলিলেন, "আমি পাপীয়সী, কল্পনাতীত পাপের পঙ্কে আমি প্রলিপ্তা, কিন্তু তুমি তো জ্ঞানময় মহাত্মা হইয়াছ। পাপীয়সীর পাপ ক্ষমা করিয়া, তাহার অন্তরাত্মা ধৌত করিয়া চরণে স্থানদান করাই তো মহাপুরুষের কার্য্য। তুমি যদি এ চরণাশ্রিতা দাসীকে উদ্ধার করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার গৌরব হইবে কেন? দয়াময়, তোমার চরণে আমার স্বত্ব আছে। আমি কদাপি তোমার চরণাশ্রয় ত্যাগ করিব না।"

শ্যামলাল বলিলেন, "বিধুমুখি, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা—আমি অধম বেশ্যাপুত্র। তুমি আমাকে প্রণাম করিয়া, বার বার আমার দাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়া আমাকে বিষম পাতকগ্রস্ত করিতেছ। আমি এ জন্য তোমার চরণে প্রণাম করি। তুমি পাপীয়সী কি না, তাহা আমি জানি না। শুনিয়াছিলাম, তুমি কিছু দিন পাপের পথে ভ্রমণ করিয়াছ। তাহাতে আমার কোন অনিষ্ট হয় নাই, আমি সে জন্য কোন ক্লেশ বোধ করি নাই, সে কথা আমার আর মনেও নাই। পাপে যদি মনুষ্য বর্জ্জনীয় হইত, তাহা হইলে বিধুমুখি, এ সংসারে আমার তো স্থান হইত না। আমার তুল্য গুরুতর পাপ সংসারে কেহ কখন করিয়াছে কি? এত পাপের বোঝা স্কন্ধে লইয়াও আমি স্বচ্ছন্দে মনুষ্য-সমাজে বিচরণ করিতেছি, আপনাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ করিতেছি। তুমি পাপের কথা ভুলিয়া যাও। যে পাপের সাগরে ভাসিতেছে, তাহার নিকট শিশির-বিন্দুবৎ পাপের কথায় কাজ কি?"

বিধুমুখী বলিলেন, "এমন কথা তুমি বলিও না। তুমি পুরুষ। তোমার পাপ আর আমার পাপে প্রভেদ বিস্তর। যে পাপ শুনিলে নারীর পাপ হয়, আমি সেই পাপে পাপী।"

শ্যামলাল বলিলেন, "এ কথার কোন অর্থ নাই। ব্যভিচার নর ও নারী উভয়ের পক্ষেই সমান পাপ। অনিষ্ট ও অসুবিধা উভয়ের পাপেই সমান হয়। উভয়ের পাপেই সমাজের সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু সে পাপের কথায় এখন কাজ নাই। আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি। আমার স্থান নাই, আশ্রয় নাই, ভক্ষ্য নাই, সংস্থান নাই। আমি তোমাকে আশ্রয় দিব কিরূপে?"

বিধুমুখী বলিলেন, "আমি কিছুই চাহি না। জন্য তোমার কোন আয়াস স্বীকার করিতে হই আমি আমার সমস্ত অভাব-অসুবিধা মিটাইয় তোমার সে জন্য কখনও কোনপ্রকার অসুবি করিতে হইবে না।"

শ্যামলাল বলিলেন, "তবে আমার আশ্রয়ে প্রয়োজন কি?"

বিধুমুখী বলিলেন, "আমি তোমাকে দর্শন চাহি। আমি তোমার নিকটে আসিব না, সহিত কথা কহিব না, তোমাকে বিরক্ত ক কেবল দূর হইতে আমি তোমাকে দর্শন করিব। তুমি জ্ঞানী। দুঃখীর দুঃখ দূর করাই তোম আর্ত্তের উদ্ধার-সাধন তোমার ব্রত, তুমি কৃপা আমার এ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে না কি?"

শ্যামলাল বলিলেন, "দেখ বিধুমুখি, তুমি এখনও তোমার রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে। তোমার এই রূপ দেখিয়া আমি অন্ধ হইয়াছিলা আমাকে উৎসাহ দেও নাই, আদর কর নাই, বসিতে দেও নাই। তোমার সেই নিগ্রহ আমার কারের হেতু হইয়াছে। আমি ভাবিয়া তোমার নিকট আমি অসংখ্য উপকারে বদ্ধ আমার পরম হিতৈষিণী। তুমি রূপ দেখাইয়া ম য়াছ, কিন্তু তাহা ভোগ করিতে দেও নাই। আমার চিত্তে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে। বিষ সমস্ত তোমাকে দিয়াছি, তুমি আমাকে সামান্য অ দিতেও ইচ্ছা কর নাই, ইহাতে আমার আন সহিষ্ণুতা হইয়াছে। তোমার দ্বারবান্ প্রভৃতির নানাস্থানে নিগ্রহ ভোগ করিয়া আমার হৃদয় মানাপমানের বোধ বিলুপ্ত হইয়াছে। এই কাশীধ অগমন করায়, তোমার দর্শন-কামনায় আমা আসিতে হইয়াছে। এখানে রাজপথে তোমার বান্ হরিচরণের জুতা আমি খাইয়াছি, তাহাতে চিত্ত সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াছে। তা তোমার জন্য এখানে আসিয়াই আমি মনুষ্যমধ্যে জ্ঞানের সমুদ্র, দয়ার উৎস, পরমপুরুষ উমাশঙ্করে পাইয়াছি। শুনিয়াছি, তুমিই তাঁহাকে আমা করিবার ভার দিয়াছিলে। ইহাও তোমার অ সেই দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি আনন্দের পথ দেখিতে পাইয়াছি, জীবনে যে সন্তো লাভ করি নাই, সে সন্তোষ ও তৃপ্তি আমি লাভ ক

বিধুমুখি, তুমি হিতৈষিণী দেবীর ন্যায় কৃপাপরবশ হইয়া আমার এই সকল মহদুপকার করিয়াছ। আমি তোমার চরণে চিরকৃতজ্ঞ। আমি বার বার তোমাকে প্রণাম করিতেছি।"

তখন বিধুমুখী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্যামলালের চরণে নিপতিত হইলেন এবং বলিলেন, "তুমিই যথার্থ সাধু। আমার যে সকল পাপ স্মরণ করিলে আত্মহত্যা করিতে হয়, তুমি সেই সকল পাপই তোমার কল্যাণের হেতুভূত বলিয়া আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ। ধন্য তুমি! এ পাপীয়সী কদাচ তোমার চরণাশ্রয়ের যোগ্যা নহে। কিন্তু দয়াময়, তুমি যখন এত দয়া শিখিয়াছ, যখন এত উদারতায় তোমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, যখন এত মহত্বে তোমার অন্তর আচ্ছন্ন হইয়াছে, তখন কেন তুমি আমাকে চরণাশ্রয় দিবে না? এমন দয়াল প্রভু তুমি—তোমার চরণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাসী কোথাও যাইবে না।"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমাদের ছাড়াছাড়ি অনেক দিন হইয়াছে। তুমিও আমাকে ছাড়িয়াছ, আমিও তোমাকে ছাড়িয়াছি। উভয়ের নিকট হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এ দুরত্ব ঘুচাইবার কেন উপায় দেখিতেছি না। মিলনের আর কোন প্রয়োজন নাই। আমি আপন অবস্থায় বেশ সুখী আছি। তুমি যদি সুখী হইতে না পারিয়া থাক, তাহা হইলে চেষ্টা কর, যত্ন কর, অবশ্য সুখী হইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন, "অনেক চেষ্টা করিয়াছি, তোমার চরণাশ্রয় ব্যতীত আমার আর সুখ নাই। আমাকে তোমার চরণ ধরিয়া থাকিতেই হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমি যে ভাবে চিত্তকে দাঁড় করাইয়াছি, তাহাতে কাহারও সঙ্গ আমার আবশ্যক নহে। তুমি আমাকে দর্শন করিয়া যদি তৃপ্ত হও, তাহাতে আমার কোন নিষেধ নাই। কিন্তু আমার নিকট অবস্থান অসম্ভব। আমি অক্ষম। তোমাকে লইয়া বিব্রত হইবার আমার সাধ্য নাই। তোমার ন্যায় রূপসী সংসারে অনেকের হৃদয়ে লোভ উদ্দীপন করিবে। তাহাতে তোমার এবং আমার অনেক বিপদ হইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন, "ছার রূপ—এ পোড়া রূপ আমি এখনই দ্রাবক দিয়া ধ্বংস করিতাম। যাহা একদিনও স্বামীর ভোগে লাগিল না, তাহা এখনই আগুনে পুড়াইয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহা করিব না; তাহা করিতে আমার অধিকার নাই। এ দেহ তোমার বস্তু, এ রূপ তোমার সামগ্রী। তুমি জীবিত থাকিতে তোমার বস্তু ধ্বংস করিতে আমার অধিকার নাই। আমি তোমাকে দর্শন করিয়াই চরিতার্থ হইব। আমার জন্য খাদ্যাদি আয়োজন কবিতে হইবে না। আমি এই গৃহের এক পার্শ্বে যথাকালে যাহা হয় পাক করিব। তুমি যখন এখানে থাকিবে, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমাকে দর্শন করিব, তোমার সহিত একটি কথাও কহিব না। তুমি কৃপা করিয়া এই অনুমতি দিলেই আমি চরিতার্থ হই।"

শ্যামলাল বলিলেন, "অসম্ভব। বিধুমুখি, আমি যে পথে যাইবার চেষ্টা করিতেছি, তাহাতে স্ত্রীর সহিত বাস করা সম্ভবে না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি অধম তোমার নিকট অশেষ উপকারে বাধ্য। তোমার জন্য অসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করাও আবশ্যক। কিন্তু বিধুমুখি, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার সহিত একত্রাবস্থান আমার পক্ষে অসম্ভব।"

তখন বিধুমুখী বলিলেন, "তুমি জ্ঞানী হইয়া নিষ্ঠুর হইয়াছ, তুমি ধার্ম্মিক হইয়া পাপী হইয়াছ, তুমি মহৎ হইয়া নীচ হইয়াছ। তুমি ত্যাগ করিলেও আমি কখন তোমাকে ত্যাগ করিব না। তোমার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া যতদিন মরিতে না পারিব, ততদিন তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ।"

তখন শ্যামলাল বেগে কক্ষের বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন, "বিধুমুখি, যেখানে ছিলে, সেখানেই যাও। বৃথা আশা ত্যাগ কর। তোমায় আমায় সাক্ষাতের এই শেষ।"

বিধুমুখী উঠিয়া বলিলেন, "কখন না। তোমায় আমায় নিত্য সাক্ষাৎ হইবে। তোমার চরণাশ্রয় ত্যাগ করিয়া আমি কোথাও যাইব না।"

শ্যামলাল বেগে প্রস্থান করিলেন। শ্যামলাল যে পথ গ্রহণ করিলেন, বিধুমুখী ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিলেন।

আমাদের সেই সুরুচি-মার্জ্জিত, সাম্যবাদী বন্ধুর কথা বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে। আজি বহুদিন পরে ভাগ্যক্রমে তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিধুমুখীর এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তিনি বলেন, "এই মহীয়সী মহিলার কি শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে! অবাধ প্রেমের পবিত্র নীতির অনুসরণ করিয়া আবার পাপপঙ্কিল বন্ধনের পথে আসিতে প্রয়াস করে, এরূপ রমণী বোধ হয়, জগতে এই প্রথম। এরূপ কুদৃষ্টান্ত-স্থাপনের পূর্ব্বে বিধুমুখীর মৃত্যু হইলে বোধ হয়, সংসারের বিশেষ কল্যাণ হইত।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উৎক্রান্তি।

পরদিন অতি প্রত্যূষে শ্যামলাল আসিয়া নীলরতন-বাবুর সহিত মিলিত হইলেন এবং যখন ঘনানন্দ স্বামী আজি স্বয়ং তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তখন না জানি, কি কথা বলিবেন ভাবিয়া উভয়ে দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

পথে নীলরতন-বাবু বলিলেন, "আপনি ধন্য। আপনি মহাপুরুষের কৃপাভাজন। আমরা আপনার সঙ্গ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতেছি।"

শ্যামলাল বলিলেন, "এমন কথা বলিবেন না। মহাপুরুষের কৃপালাভ কিছুই বিচিত্র ব্যাপার নহে। পূতি-পদার্থ ও চন্দনে যাঁহার সমজ্ঞান, সাধুত্তম উমাশঙ্কর ও ঘৃণিত পাপী শ্যামলালকে আলিঙ্গনদান তাঁহার পক্ষে সমানই বিষয়।"

নীতরতন জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি এক্ষণে যে নূতন স্থানে বাস করিতেছেন, সেখানে কোন অসুবিধা ঘটিতেছে না তো?"

শ্যামলাল বলিলেন, "অসুবিধা ও সুবিধা সর্ব্বত্র সমান। যখন গাছতলায় থাকিতাম, তখনও বিশেষ কোন অসুবিধা দেখি নাই, এখানেও বিশেষ কোন সুবিধা দেখিতেছি না। কিন্তু যাহাই হউক, কল্য হইতে আমাকে এ আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইয়াছে।"

"কেন?"

"বিধুমুখীর নাম আপনি শুনিয়াছেন বোধ হয়?"

"হাঁ, তিনি তো আপনার স্ত্রী।"

"তাঁহার সহিত আমার ঐরূপ সম্বন্ধই ছিল। তিনি গত কল্য আমার আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমার আশ্রিতা হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন।"

"তাহার পর?"

শ্যামলাল বলিলেন, "সুতরাং আমি পলাতক।"

নীলরতন বলিলেন, "তাঁহার ব্যবস্থা কি করিলেন?"

শ্যামলাল বলিলেন, "ব্যবস্থা করিবার আমি কে? যাঁহার কার্য্য, তিনিই করিবেন।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন, "তিনি কোথায় আছেন এখন?"

শ্যামলাল বলিলেন, "জানি না। [illegible] বোধ সে ঘরে তিনি আর এখন নাই।"

নীলরতন বলিলেন, "তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন, থাকি স্থান ইত্যাদি বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া য নার উচিত।"

শ্যামলাল বলিলেন, "কেন উচিত? আমি সংস কোন্ ব্যবস্থা করিতেছি যে, এই ব্যবস্থা না কা আমার ত্রুটি হইবে? যিনি বিশ্বের ব্যবস্থা করেন, তি বিধুমুখীর ব্যবস্থা করিবেন। আর আপনি দেখুন, মুখী রাজার আশ্রিতা। রাজা ধর্ম্মময় দেবতা। তঁ আশ্রিতা লোকের জন্য কাহারও চিন্তা করা অনাবশ্য

ঘনানন্দের আশ্রম-সন্নিধানে তাঁহারা উপস্থিত লেন। কথা বন্ধ হইল। শ্যামলাল দূর হইতে ভূ দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। নীলরতনও প্রণাম করিে মহাপুরুষ তখন এক বেদীর উপর একাকী ব আছেন; নিম্নে শিষ্যদ্বয় বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপ করিতেছেন।

আগন্তুকদ্বয়কে নিকটস্থ হইবার নিমিত্ত ঘন আহ্বান করিলেন। উভয়ে নিকটস্থ হইয়া ভূপৃষ্ঠে বেশন করিলেন। ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন, "শ্যামলাল, সে আশ্রম হইতে পলায়ন করিয়াছ? যাহা ইচ্ছা তোমার পত্নী যাবজ্জীবন তোমার অনুসরণ করিবে তিনি বুঝিয়াছেন, স্বামীর কৃপা ও চরণসেবা ব্যতীত ম আর গতি নাই। তাঁহার মস্তিষ্ক নানাপ্রকার চিং ক্লেশে ও মনস্তাপে বিকৃত হইবার সম্ভাবনা। এ তোমার কোন চিন্তা নাই। বৈবাহিক মহাশয়, আপ জামাতা শুনিতেছি, সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিলেন।"

নীলরতন বলিলেন, "সে জন্যও আমার আর f নাই। আপনি যখন অবস্থার পরিবর্ত্তন চিন্তাজনক বলিয়াছেন, তখন সে জন্য চিন্তিত হইবার আর প্রয়ে কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "আমি একটি বিশেষ কথা ব বলিয়া আপনাদিগকে আসিতে বলিয়াছি। সেই ক এক্ষণে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা আবশ্যক হইয়াছে। আ শিষ্যদ্বয় এ স্থানে আছেন, আপনারাও আছেন। সময় কথাটা বলাই ভাল। আমার এই দেহ কা অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

নীলরতন বলিলেন, "সে কি! আমরা তো তা কিছুই লক্ষ্য করিতে পারি না। আমরা তো আপ আকার-প্রকার সমানই দেখিতেছি। আপনার ঐ প

প্রদীপ্ত শরীরে কোন ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করিতেছেন কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "না। কোন ব্যাধির লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না বটে; কিন্তু এই দেহ আমার অবলম্বিত ও অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের অনুপযোগী হইয়া আসিতেছে।"

নীলরতন বলিলেন, "মহাত্মন্, কথাটা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "আমি ভাল করিয়া আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি, আমি নিত্য যে প্রাণায়াম করি, তাহা আমার পক্ষে পূর্ব্বে অনায়াসসাধ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা অমার পক্ষে একটু কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। আমি কখন কখন সমাধিস্থ হইয়া থাকি। পূর্ব্বে ব্যুত্থানের পর আমার কোনই কষ্ট হইত না; কিন্তু এক্ষণে আমার দেহ কিছু অবসন্ন হয়। আমি সময়ে সময়ে কদাচিৎ চিত্তকে যোগবলে বলীয়ান্ করিয়া কোন বিশেষ কার্য্য-সম্পাদন করিয়া থাকি। সেই কার্য্য সমাপ্তির পর পূর্ব্বে আমার কোনই ক্লেশবোধ হইত না; কিন্তু এক্ষণে তাহার পর আমার দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কার্য্যে আমি বুঝিতেছি যে, আমার শরীর কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়িতেছে।"

নীলরতন বলিলেন, "ইহা বাস্তবিকই চিন্তার কথা বটে। প্রতীকারের কোন চেষ্টা করা উচিত নহে কি? এ অবস্থায় কি করিলে ইহার শান্তি হইতে পারে, আমাদিগকে আজ্ঞা করিলে আমরা তাহার ব্যবস্থা করি।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "দেহে বিশেষ কোন ব্যাধি থাকিলে অবশ্যই ঔষধ-সেবন বা অন্য কোন উপায় দ্বারা প্রতীকারের চেষ্টা করিতাম; কিন্তু দেহে কোন ব্যাধি নাই। দৈহিক কার্য্যকলাপ যে সকল উপায়ে নির্ব্বাহিত হয়, তৎসমস্ত যন্ত্রমাত্র। দীর্ঘকাল ব্যবহারে কল-বলের অবশ্যই ক্ষয় হয় এবং তাহাদের শক্তির হ্রাস হয়। আমার বয়স অনেক, এত দিন অব্যাঘাতে একটা দেহযন্ত্রের কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। এখন ইহা আর চলিতে চাহিতেছে না।"

নীলরতন বলিলেন, "এ অবস্থায় উপায় কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "আমি এ দেহ ত্যাগ করিব।"

সকলেই চমকিত হইলেন। নীলরতন বলিলেন, "এ কি কঠোর কথা আপনি বলিতেছেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "কথা আপনারা যেরূপ কঠোর বলিয়া মনে করিতেছেন, বাস্তবিক সেরূপ কঠোর নহে। মৃত্যুর কথা বলিতে হইলেই মনুষ্যেরা বড় ভয় পায়, যেন কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত ভাবিয়া তাহাদের হৃৎকম্প হয়। কিন্তু বস্তুতঃ মৃত্যু কোন ভয়ানক ব্যাপার নহে। একটা বাটী হইতে বহির্গত হইতে হইলে যে স্থান দিয়া যাইতে হয়, তাহার নাম দ্বার। মৃত্যুও সেইরূপ একটা দ্বার মাত্র। মৃত্যু সংসারে নাই। রূপান্তর-প্রাপ্তি বা স্থানান্তর গমন আছে বটে, কিন্তু নাশ তো নাই। শাস্ত্রকারেরা মৃত্যু শব্দেরই উল্লেখ করেন না; আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, তাঁহারা তাহাকে উৎক্রান্তি বলেন। এই উৎক্রান্তির পর সকলকর্ম্মী মনুষ্য স্বর্গাদি-ফলভোগের অন্তে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। জলৌকা যেমন একটা তৃণ লক্ষ্য করিয়া আর একটা তৃণ ত্যাগ করে, জীবও সেইরূপ আর একটা দেহ লক্ষ্য করিয়া দেহ ত্যাগ করে। যাঁহারা সকাম সাধক, তাঁহাদের এই যাতায়াতের বিরাম নাই; সুতরাং মৃত্যু কোথায়? নানা দেশের মনুষ্য তীর্থ-দর্শনার্থ কাশী আইসে, গয়া যায়, প্রয়াগ যায়, বৃন্দাবন যায়, আবার বাটীর মানুষ বাটীতে ফিরিয়া যায়। মৃত্যুও তাহাই। মৃত্যুকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্য বিবিধ স্থান পর্য্যটন করিয়া পুনরায় যেখানকার মানুষ, সেখানেই ফিরিয়া আইসে। ইহাতে চিন্তার কারণ কি আছে?"

শ্যামলাল সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন, "সকলকেই কি এইরূপ যাতায়াত করিতে হয়?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "না বৎস, যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি-প্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সে ভাগ্যবান্‌কে আর ফিরিতে হয় না। তিনি ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

নীলরতন বলিলেন, "প্রভো! এইরূপ মৃত্যুর অকর্মণ্যতা-সম্বন্ধীয় বিবিধ কথা বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সে সম্বন্ধে হৃদয়ের দৃঢ়তা হয় না তো। আমরা মায়ামোহাচ্ছন্ন ঘোর আসক্ত ব্যক্তি। আমরা মৃত্যুর নাম শুনিলেই তো শিহরিয়া উঠি।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "সত্যকথা বলিয়াছেন। কিন্তু বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধির পরও ভয় থাকা উচিত নহে। যদি কেহ বলে, ঐ মাঠে বাঘ আছে, তাহা হইলে অবশ্যই সে দিকে যাইতে ভয় হয়; কিন্তু যখন অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায়, বাস্তবিক সে মাঠে বাঘ নাই, যে বাঘের কথা প্রচার করিয়াছে, সে মিথ্যাবাদী, তাহা হইলেও সে দিকে যাইতে লোকে আর ভয় পায় কি? আপনারা বিজ্ঞ, আপনাদের এ সম্বন্ধে ভীত হইবার কোনই কারণ নাই।"

নীলরতন বলিলেন, "আপনার বাক্য অভ্রান্ত সত্য সন্দেহ নাই; কিন্তু অভ্যাসদোষেই হউক বা

কুশিক্ষা হেতুই হউক, মরণের নামে আমরা বড়ই ভীত হই।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "মনুষ্য যে মরণের নামে ভয় পায়, তাহার কোন ভুল নাই। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানের পর, প্রকৃত জ্ঞানলাভের পর সে ভয় থাকিতে দেওয়া অন্যায়। সাধারণতঃ ভোগাসক্ত মনুষ্যেরা স্রক্‌চন্দন, কামিনী-কাঞ্চন প্রভৃতি যে সমস্ত ভোগ্য পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিবার কল্পনাও তাহাদের পক্ষে ভয়াবহ। সুতরাং মরণের প্রসঙ্গে তাহারা ভয়ে অবসন্ন হয়। কিন্তু যদি তাহারা বুঝিতে পারে, তাহাদের ভোগ্য কোন বস্তুই তাহাদিগকে ছাড়িবে না, মৃত্যুর পর লোকান্তরে এবং জন্মান্তরে এইরূপ পদার্থরাশি তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকিবে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে। এই জ্ঞানের অভাব হেতু মনুষ্য মৃত্যুর নামে এতই বিচলিত হইয়া থাকে। তাহারা যে সকল পদার্থ পরম স্পৃহণীয় বলিয়া জ্ঞান করে, তৎসমস্তও যে নিতান্ত অসার ও হেয়, ইহাও তাহারা জানে না। ইত্যাকার নানারূপ অজ্ঞতাই মনুষ্যের মৃত্যু-বিষয়ে ভীতির কারণ। আপনাদের ন্যায় বিজ্ঞ জনের সেরূপ ভীত হওয়া অসঙ্গত।"

নীলরতন বলিলেন, "শিক্ষা এখন থাকুক। এক্ষণে আপনি কি অভিপ্রায় করিতেছেন, তাহা আর একবার বলুন। আমরা আপনার দয়া-বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় পরমসুখে বাস করিতেছি। আমরা স্বার্থপর ক্ষুদ্র মানব। এই অমূল্য দয়াধনে বঞ্চিত হইতে হইলে আমাদের বড়ই ক্ষতি হইবে, কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্যও আপনার প্রস্তাব আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "এ দেহ হইতে আমার আত্মা উৎক্রান্ত হইবে, ইহাই আমি সঙ্কল্প করিয়াছি।"

নীলরতন বলিলেন, "আমাদের যত ক্ষতিই হউক, আর আমরা যাহাই বলি, আপনি যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহার আছে? কিন্তু আজি আমাদের নিতান্ত কুপ্রভাত। প্রভুর মুখে এই নিদারুণ সংবাদ শুনিতে না হইলেই ভাল হইত।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়, আপনার কি এ ঘটনা কখনই ঘটিবে না? আমি যে পথে যাইবার প্রস্তাব করিতেছি, আপনাকেও তো আজি হউক বা দশ দিন পরে হউক, সেই পথেই যাইতে হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন, "কত দিনে দয়াময়ের দেহত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইবে?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "তাহা এখন স্থির করি নাই তবে এক মাস অতীত হইবে, এরূপ বোধ হয় না।"

শ্যামলাল বলিলেন, "দয়াময়, আমি এ জন্য বিশেষ চিন্তাকুল হইতেছি না। আপনার করুণায়, আপনার উপদেশে প্রাণে বড়ই শীতলতা অনুভব করিতেছিলাম, তাহাতে বঞ্চিত হইব, কিন্তু তাহাই যদি বিধাতার বাসনা হয়, তাহা হইলে তাহাই হউক।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "তুমি যাঁহার অনুগৃহীত, সে উমাশঙ্করের কৃপায় তুমি বঞ্চিত হইবে না; সুতরাং তোমার চিন্তার কারণ কিছুই নাই।"

নীলরতন বলিলেন, "দেহত্যাগ কিরূপে ঘটিবে? সম্প্রতি দেহে তো কোনই পীড়া নাই। যে সামান্য দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছে বলিতেছেন, তাহাতে দেহের সহিত প্রাণের বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নহে।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "না; দেহে কোন পীড়া নাই। বিনা কারণে বা বিনা পীড়ায় প্রাণত্যাগ করা না যায়, এমন নহে। কিন্তু তাহা আমি করিব না, একটা পীড়া ঘটাইতে হইবে।"

নীলরতন বলিলেন, "যদি সহজেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে পীড়ার প্রয়োজন কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন দ্বারা লোকশিক্ষার্থ এবং মরণের যে পদ্ধতি মনুষ্য-সমাজে চলিয়া আসিতেছে, তাহার ব্যতিক্রম করা অবৈধ-বোধে একটা বিষম যন্ত্রণাদায়ক কঠিন পীড়ার উদ্ভব করিতে হইবে।"

তাহার পর নতবদন শিষ্যদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমাদের কোন চিন্তা নাই। আমি উৎক্রান্তির পূর্ব্বে তোমাদিগকে অতি মহদ্‌ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব।"

নীলরতন বলিলেন, "যাহা আপনার মনে আছে, তাহাই ঘটিবে। কিন্তু ভগবন্‌, যন্ত্রণাদায়ক কঠিন পীড়ার সংঘটন না করিলেই ভাল হয়।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "সে জন্য চিন্তা করিবেন না। পীড়া আমার কোন যন্ত্রণাই ঘটাইবে না। আপনারা এক্ষণে প্রস্থান করুন। যত দিন আমার পীড়ার উদ্ভব না হয়, তত দিন এ সংবাদ প্রচার করিবেন না। শীঘ্রই আমার পীড়া উপস্থিত হইবে। আর এক সপ্তাহ পরে পীড়া দেখা দিবে। যে দিন, যে সময়ে আমি দেহত্যাগ করিব, তাহা আপনাদিগকে পরে জানাইব। সোনাপুরে এ সংবাদ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। সমুচিত সময়ে তাহার ব্যবস্থা হইবে। শ্যামলাল, তুমি আশ্রম ত্যাগ

করিয়াছ, তোমাকে দুই এক দিন একটু বিব্রত থাকিতে হইবে। তাহার পর তুমি আমার নিকট আসিবার সময় পাইবে। আমার উৎক্রান্তির সময় তোমার গুরুদেব এ স্থানে উপস্থিত থাকিবেন। তোমার সকলই শুভ হইবে।"

সহসা অদূরে এক বিষম কাতর চীৎকারধ্বনি উপস্থিত হইল। ঘনানন্দ ব্যতীত সকলেই চমকিত হইয়া উঠিলেন। ঘনানন্দ বলিলেন, "যাও, সকলেই যাও। কে চীৎকার করিতেছে, কেন চীৎকার করিতেছে, দেখিয়া আইস।"

নীলরতন, শ্যামলাল ও শিষ্যদ্বয় শব্দাভিমুখে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, এক ধূলিধূসরিতা, মলিনবেশা, কর্দ্দম-প্রলিপ্তা উন্মাদিনী। শ্যামলাল চিনিতে পারিলেন, সেই পাগলিনী বিধুমুখী।

নবম খণ্ড—পরীক্ষা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বস্বান্ত।

প্রায় কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া রাজা অন্নদান-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইয়াছে; সকল জেলায় অন্নসত্রের কার্য্য শেষ হইয়াছে। আশুধান্য কাটা হইবার সময়েই সত্র-সকলে ভোজনার্থী লোকের সংখ্যা কমিয়া আসিতে আরম্ভ হইয়াছিল। অগ্রহায়ণ মাসে সমাগত দরিদ্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়ে এবং পৌষ মাসের প্রারম্ভে সত্রসমূহের কার্য্য শেষ হইয়া যায়।

দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইল, চারিদিকে রাজা উমাশঙ্করের স্তুতিগীতি কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। সমস্ত দেশের ধনিগণ রাজার এই অসম্ভব দানকাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনেকেই তাঁহাকে অদ্বিতীয় দানবীর বলিয়া অবধারণ করিলেন। গবর্ণমেন্ট তাঁহার অজস্র সুখ্যাতি ও ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ রাজার এই কার্য্য অন্যরূপ চক্ষুতেও দেখিতে লাগিলেন। কোন কোন মহাত্মা এই কার্য্যে রাজার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা বলিলেন, রাজার এরূপ অসঙ্গত দানে তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। কেহ কেহ এরূপ মত বলিলেন, রাজা উপাধি ও যশের লোভে এই কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার পর উপাধি ও যশভোগে কি আনন্দ হইবে? কেহ কেহ বিদ্রূপও করিতে লাগিলেন। অনেক ধনী এমন কথাও বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা সকলেই এ কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। রাজা সকলের নিকট এ প্রস্তাব যথাসময়ে উত্থাপন করিলে আজি তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। অন্য লোকে ইহার উত্তর দিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন, রাজা উমাশঙ্কর কাহাকেও দান করিতে ও দুর্ভিক্ষদমনে যত্নবান্ হইতে নিষেধ করেন নাই। প্রস্তাব করিবার প্রয়োজন কিছুই ছিল না। রাজা এমন কথা কখন বলেন নাই যে, তিনি ভিন্ন আর কেহ দুর্ভিক্ষ-নিবারণার্থ সাহায্য করিতে পাইবে না। যাঁহারা এ দেশে দাতা বলিয়া এত দিন প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং যাঁহারা কোন কার্য্যে সামান্য মাত্র অর্থব্যয় করিয়া সে সংবাদ বিবিধ উপায়ে ঘোষিত করিতেন এবং গবর্ণমেন্টের গোচর করিতেন, তাঁহারা রাজার এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট, সংক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। রাজার বুদ্ধি-বিবেচনার নিন্দা এবং তাঁহার অভিসন্ধির সঙ্কীর্ণতাজনিত কুৎসা সেই সকল স্থান হইতেই সঞ্জাত ও প্রচারিত হইতে লাগিল।

রাজা উমাশঙ্কর নিন্দা ও সুখ্যাতি উভয়ই হাসির সহিত শুনিতে লাগিলেন। তদানীন্তন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর রাজাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া এক পত্র লিখিলেন এবং তাহাতে তাঁহাকে নববর্ষ উপলক্ষে মহারাজা বাহাদুর উপাধি প্রদানের শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সবিনয়ে সে পত্রের উত্তর লিখিলেন, 'আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, এরূপ দরিদ্র ব্যক্তির কোন উপাধি শোভা পায় না। আমি আপনার হিতৈষিতায় অনুগৃহীত

হইলাম। আপনি কৃপা করিয়া উপাধির দায় হইতে আমার অব্যাহতি-লাভের ব্যবস্থা করিবেন।' সম-সময়েই স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এক সুদীর্ঘ লিপি লিখিয়া রাজার নিকট ধন্যবাদ ও সুখ্যাতি করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইলেন যে, এই নববর্ষ উপলক্ষে তিনি ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার নাইট উপাধিতে ভূষিত হইবেন। রাজা নিরতিশয় বিনীতভাবে তাঁহার সমীপে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া উপাধির দায় হইতে অব্যাহতি-লাভের প্রার্থনা করিলেন।

রাজার সর্ব্বস্ব গিয়াছে। ভূসম্পত্তি সমূহ প্রথমেই বিক্রীত হইয়াছে, তাহার পর গাড়ী, ঘোড়া, হাতী, গাভী এ সকলও গিয়াছে। তাঁহার মূল্যবান্ তৈজসাদি সমস্তই গিয়াছে। শেষ তাঁহার সাধের পুস্তকালয় ও সমস্ত সরঞ্জাম-সমেত বাসভবনও বিক্রীত হইয়াছে। সমস্ত সম্পত্তিই চন্দ্রমালার মহারাণী করুণাময়ী ক্রয় করিয়াছেন। মহারাণী কৃপা করিয়া অনুমতি দিয়াছেন, যত দিন রাজার অন্যত্র গমনের সুবিধা না হইবে, তত দিন তিনি নিজ বাটী জ্ঞান করিয়া এই বাটীতেই বাস করিতে পারিবেন। ভবন বিক্রীত হওয়ার পর প্রায় এক সপ্তাহ কাল রাজা এই বাটীতেই অবস্থান করিতেছেন।

রাজা সকল লোককেই বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছেন। গলদশ্রু-লোচনে রাজা উমাশঙ্কর ও রাণী অন্নপূর্ণা দাসদাসী, সহিস-কোচমান, মাহুত, পাচক-পাচিকা, সিপাহী-বরকন্দাজ, দ্বারবান্, রক্ষী, জমীদারী-সংক্রান্ত নায়েব, গোমস্তা, আমীন, মুহুরি প্রভৃতি সকল লোককেই জবাব দিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রায় সকল লোকই রাজার কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইল বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। রাজা ও রাণী তাহাদিগকে নানা প্রকারে শান্ত করিয়া বিদায় করিয়াছেন। সে দিনকার সে দৃশ্য নিতান্ত হৃদয়বিদারক। যাহাই হউক, বিদায়-প্রাপ্ত লোকদিগের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই, প্রায় সকলে সঙ্গে সঙ্গে মহারাণী করুণাময়ীর তরফে কর্ম্ম পাইয়াছে।

নূতন বিষয়-সম্পত্তি বুঝিয়া লইয়া কাজ চালাইবার জন্য মহারাণীর দেওয়ান জীবন-বাবুকে এখন অনেক সময় সোনাপুর থাকিতে হইতেছে। তিনি রাজবাটীতে থাকেন না; কাছারী-বাটীতেই তাঁহার স্থান হইয়াছে। জমীদারীর কাজ চালাইবার জন্য তিনি নূতন লোক না আনিয়া পুরাতন লোকদিগকেই পূর্ব্ববৎ বহাল রাখিলেন। ইহাতে কাজকর্ম্ম-পরিচালনার বড়ই সুবিধা হইল। আর ভবন ও দ্রব্য-সামগ্রী রক্ষার্থ রক্ষী, সিপাহী সকলেরই প্রয়োজন। পুরাতন বিশ্বা
ছাড়িয়া দিয়া নূতন লোক আনয়ন করা অ
বিবেচনায় জীবন-বাবু তাহাদেরই রাখিয়া দিলেন
ঘোড়া প্রভৃতির জন্যও লোকের দরকার; সুতর
তন সহিস, মাহুত প্রভৃতি সেই সেই কাজে
থাকিল। জীবন-বাবুর বিশ্বাস, মহারাণী মা
সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে ও স্বচক্ষে সমস্ত কার্য
বহু লোক সঙ্গে লইয়া নিশ্চয়ই এ স্থানে আসিবে
সম্ভবতঃ কিছু দিন করিয়া মধ্যে মধ্যে এখানে
বেন, সুতরাং পাচক-পাচিকা, দাস-দাসী প্রভৃতি
নিশ্চয়ই প্রয়োজন হইবে। তখন লোকের অ
হওয়ার অপেক্ষা কিছু দিন বসাইয়া বেতন দে
নহে। সুতরাং তাহারা সকলেই কর্ম্ম পাইল।

জীবন-বাবু সবিনয়ে রাজা উমাশঙ্করকে অ
যে, যত দিন রাজার স্থানান্তর-গমন না ঘটে,
তিনি পূর্ব্ববৎ হাতী, ঘোড়া, গাড়ী প্রভৃতি আপন
লাগাইতে পারেন, রাজবাটীর সমস্ত সামগ্রী
আবশ্যক-মত ব্যবহার করিতে পারেন,
সিপাহী প্রভৃতি লোকদিগের দ্বারা আবশ্যক-
করাইয়া লইতে পারেন। মহারাণী মাতার যে
লিপি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই
উমাশঙ্কর যত দিন স্থানান্তরে গমন না করেন
যেন তাঁহার কোন প্রকার স্বচ্ছন্দতার অভা
এবং তিনি যেন কোন বিষয়েই কোন অসুবিধা
করেন। রাজা উমাশঙ্কর এই প্রস্তাব শ্রবণে
মাতার চরণে অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া তাঁহার
কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ইহাও ব
এ স্থানে সম্ভবতঃ আর পাঁচ সাত দিনের অধি
থাকিবেন না। এই অল্প কালের মধ্যে কাহারও
সাহায্য তাঁহার প্রয়োজন হইবে না। যদি
হইলে তিনি অবশ্যই সে সাহায্য গ্রহণ করিতে
হইবেন না।

রাজার সকল সম্পত্তিই গিয়াছে। কেবল
আছে রাণী অন্নপূর্ণা ও খোকা রাজার অলঙ্কা
সে অলঙ্কারসমূহ বিক্রয় করিলে ন্যূনকল্পে পঞ্চা
টাকা হইতে পারে। সেই অলঙ্কার এক
বিক্রয় করিয়া এখন রাজার দৈনিক খরচ
হইতেছে।

আর যায় নাই রাজার দেবোত্তর সম্পত্তি

তাহার আয় প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। কিন্তু সে টাকার খরচ নির্দ্দিষ্ট আছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। তত্তাবতের ভোগ, পূজা, বাদ্য, পর্ব্ব, অতিথি-সেবা, পূজক, পরিচারক ইত্যাদির বেতনাদিতে সে কুড়ি হাজার টাকা খরচ হইয়া থাকে।

আর যায় নাই কালেজ, বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, চিকিৎসালয়, অতিথিশালা প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ-পরিচালনার্থ সম্পত্তি। তাহার আয় এ নে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। সে সকল সদনুষ্ঠান সুন্দররূপে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত আয়ের টাকা সমস্তই খরচ হইয়া থাকে।

আর যায় নাই চণ্ডীচরণ। তিনি কালীবাটীর প্রসাদ ভোজন করেন, আর রাজবাটীতে আসিয়া পড়িয়া থাকেন। জীবন-বাবু তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ আমলাদিগের ঘরের উপরে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি উত্তর দিয়াছেন, মার প্রসাদ খাইব, রাজার অবস্থা মন্দ হইয়াছে, দুধ ছাড়িয়া দিব, আফিং ছাড়িয়া দিব, রাজাকে প্রাণ থাকিতে ছাড়িব না।

আর যায় নাই জরিফ বলিয়া কোচম্যান। জীবন-বাবু তাহাকে আগেকার মত কাজ করিতে অনুরোধ করিলে সে বলিয়াছে, ভিক্ষা করিয়া খাইব, তথাপি রাজার কাছ ছাড়া হইয়া আর কোথায় থাকিতে পারিব না, আর কাহারও চাকরী করিতে পারিব না।

আর যান নাই রায় হরকুমার বাহাদুর। জীবন-বাবু তাঁহাকে বলিয়াছেন, আপনি এই বিপুল সম্পত্তির যেমন দেওয়ানী করিতেছিলেন, তাহাই করুন, আমার দিকে অনেক কাজ। আপনি কৃপা করিয়া এ ভার গ্রহণ করিলে মহারাণী মাতা বড়ই নিশ্চিন্ত হইবেন। হরকুমার বাহাদুর বলিয়াছেন, "আমি অনেক দিন হইতেই দেওয়ানী ত্যাগ করিয়াছি। বেতন লইয়া কোন কাজ করিবার আমার আর প্রয়োজন নাই। কেবল রাজার প্রেমে বাধ্য হইয়া আমি এখানে আছি। রাজার সঙ্গ ছাড়িয়া আমি বসুন্ধরার সম্রাট্-পদও গ্রহণ করিতে পারিব না।"

এই সকল অবস্থা পরিবর্ত্তনের পর রাজা একদিন রায় বাহাদুরের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "খুড়া মহাশয়, আপনি বহু দিন পূর্ব্বেই কাশী যাইবেন বলিয়াছিলেন, এখন কেন যান না?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "কেন বাবা, তুমি অন্ন দিয়া একটা দেশ রক্ষা করিতে পারিলে, আমাকে দুই বেলা দুই মুঠা ভাত দিতে কি তোমার বড় কষ্ট হইবে?"

রাজা বলিলেন, "এখন হয় ত আপনার বড়ই কষ্ট হইবে।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "কেন বাবা, তোমার যদি কষ্ট সহে, মা অন্নপূর্ণার যদি কষ্ট সহে, আমার রাজা নাতির যদি কষ্ট সহে, তাহা হইলে এ বুড়ার কষ্ট সহিবে না কি?"

রাজা বলিলেন, "আমরা অতঃপর কি করিব, কোথায় যাইব, তাহার স্থিরতা নাই। আপনি প্রাচীন হইয়াছেন, আমাদের সহিত কষ্ট না পাইয়া আপনার কাশী যাওয়াই উচিত। আপনার এ সময় সেবা-শুশ্রূষার আবশ্যক।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "সেই জন্যই তো বাবা, আমার এ সময় তোমাদের কাছ ছাড়া হওয়া উচিত নহে। তোমরা না করিলে আমার সেবা-শুশ্রূষা করিবে কে?"

রাজা বলিলেন, "তাহার আর সন্দেহ কি? আমি সেই জন্যই বলিতেছি, আপনি চণ্ডী খুড়াকে সঙ্গে লইয়া কাশী চলিয়া যান, আমরা শীঘ্রই সেখানে আপনার সহিত মিলিত হইব।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "তা অল্প কালের জন্য আগে গিয়া কি করিব? এক সঙ্গেই যাওয়া হইবে।"

রাজা বলিলেন, "আমাদের হয় তো এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া যাইতে একটু বিলম্ব হইতেও পারে। আপনি আগে কাশীতে যাইলে সুবিধা হইত।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "কেন বাবা, বার বার এক কথা বলিতেছ? আমি সম্পদেও তোমার, বিপদেও তোমার, তোমাকে এ সময়ে কোন মতেই আমি ছাড়িয়া যাইব না।"

বিরক্তির আশঙ্কায় রাজা আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

যে দিন হরকুমার-বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা হইল, তাহার পরদিন অপরাহ্নে রাজা উমাশঙ্কর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজার কার্য্যজনিত অনবকাশ এখন আর নাই; তিনি বিষয়-কর্ম্মের অবিশ্রান্ত উদ্বেগ ও

পরিশ্রম হইতে এখন অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে এখন অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের চিন্তা করিবার অবসর হইয়াছে। এই জন্যই এ অসময়ে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার সময় পাইয়াছেন।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই ভবসুন্দরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভব জিজ্ঞাসিল, "বিধুমুখী না কি কাশী গিয়াছেন এবং সেখানে শ্যামলাল বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "এ সংবাদ তোমায় কে দিল?"

ভব বলিল, "রাণী-দিদির পিতা এইরূপ সংবাদ লিখিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন, "এইরূপ সংবাদ আমরাও পাইয়াছি। কিন্তু পরিণামে কি হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। ভব-দিদি, তোমাকে আমি আর একটা খবর দিতে পারি। রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটী মেরামত ঠিক হইয়া গিয়াছে। তিনি গৃহ-প্রবেশ করিয়াছেন। তোমার বাটীতে কেহই নাই।"

ভব বলিল, "তাহা হইলে আমার বাটী যাওয়া উচিত। রামচন্দ্রের স্ত্রীটি হয় ত গরিবের সকল জিনিসই গোল করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু এখন যত ক্ষতিই হউক, আমার তো বাড়ী যাওয়া হয় না।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কেন?"

ভব বলিল, "সে অনেক কথা; এখন আপনাকে বলিতে পারিব না। কিছু দিন পরে বলিব।"

রাজা বলিলেন, "এখন বল না বল, তোমাকে তো বাড়ী যাইতেই হইবে। আমরা তো এখানে বেশী দিন থাকিব না। পরের বাড়ীতে কত দিন থাকা চলে?"

ভব বলিল, "সেই জন্যই আমার বাড়ী যাওয়া হইবে না। রাণী-দিদির সঙ্গে থাকিবে কে?"

রাজা বলিলেন, "কেহই থাকিবার দরকার হইবে না। রাণী কখন্ কোথায় থাকিবেন, স্থির নাই। হয় তো বাপের বাড়ীতেও থাকিতে পারেন। একটা জায়গায় স্থির হইয়া বসার পর তোমাকে সংবাদ লেখা হইবে, তখন তুমি যাইবে।"

ভব মাথা নাড়িয়া অসম্মতির উত্তর দিল। রাজা অগ্রসর হইলেন। এক অবগুণ্ঠনবতী কৃষ্ণকায়া নারী তাঁহার চরণে আসিয়া ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিল। রাজা বলিলেন, "দাসী-দিদি, আজি দাস মহাশয় আসিয়াছেন।"

অবগুণ্ঠনবতী মুখ খুলিলেন না; কিন্তু একটু চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রাজা বলিলেন, "বোধ হয় তোমাকে লইবে

দাসী বলিল, "ছি ছি, কি লজ্জা! এখানে সময়; আর মিন্‌ষে আমাকে লইতে আসিল। আক্কেল নাই কি?"

রাজা বলিলেন, "তিনি আপনি আইসে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া আনা হইয়াছে। তোম যাইতে হইবে। দাস মহাশয়ের অসুবিধা হইতে

দাসী বলিল, "তা হউক, আমি এখ পারিব না।"

রাজা সে স্থান হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ তথায় রাণী সহাস্যমুখে রাজার অপেক্ষায় আছেন। অন্নপূর্ণা একখানি কার্পাস-শাটী করিয়াছেন। তাঁহার প্রকোষ্ঠে শাঁখা ও লো স্থূল সিন্দূরবিন্দু। দেহের আর কুত্রাপি স্বর্ণ নির্ম্মিত কোন ভূষণ নাই। এই স্বভাব সুন্দরীবে রাজরাজমোহিনীর ন্যায় শোভাময়ী দেখাইতেছে

রাজা সম্মুখে আসিয়াই বলিলেন, "রাণি ভিক্ষুক স্বামী সম্মুখে উপস্থিত।"

রাণী বলিলেন, "আমার রাজরাজেশ্বর স্বা ক্রীতদাসীর মনের ভাব বুঝিয়াই এই অসময়ে তাহাকে চরিতার্থ করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন, "সকল অলঙ্কারই তুমি ত্য য়াছ দেখিতেছি।"

রাণী বামহস্তস্থিত লৌহভূষণে দক্ষিণহ করিয়া বলিলেন, "যে ভূষণ আমার হস্তে তাহার মূল্য ব্রহ্মাণ্ডে নাই।"

রাজা বলিলেন, "তোমাকে এই নিরাভর বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে।"

রাণী বলিলেন, "এখন হইতে এইরূপ সু তোমাকে ভুলাইতে হইবে বলিয়া আজি সজ্জায় সাজিতে আরম্ভ করিয়াছি।"

রাজা বলিলেন, "তোমার অলঙ্কার-স সকলই এখনও আছে তো অন্নপূর্ণা?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "না থাকিলেই মঙ্গ এখন যে অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহাতে কি ভ আমাদের জীবনপাত করিতে হইবে, তাহা এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পার নাই। যে এ অলঙ্কারের বোঝা লইয়া আমাদিগকে নি হইতে হইবে। সুতরাং এ হেঙ্গামার এ করিতে পারিলেই ভাল হয়।"

রাজা বলিলেন, "বোধ হয়, সে জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। বসিয়া খরচ করিতে হইলে শীঘ্রই উহা শেষ হইয়া যাইবে।"

রাণী জিজ্ঞাসিলেন, "আমরা এখানে আর বসিয়া থাকি কেন? সত্য বটে, মহারাণী করুণাময়ী দয়া করিয়া আমাদিগকে এখানে যত দিন ইচ্ছা থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন; কিন্তু এরূপে আমরা পরের বাড়ীতে অনর্থক থাকি কেন?"

রাজা বলিলেন, "আর থাকিবার প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় জানিবার জন্যই আমি এখন আসিয়াছি।"

রাণী বলিলেন, "আমার অভিপ্রায়? আমার আবার অভিপ্রায় কি? আমি তোমার ইঙ্গিত পাইবামাত্র খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া হাসিতে হাসিতে তোমার অনুসরণ করিব। বনে হউক, বৃক্ষতলে হউক, জনপদে হউক বা জনশূন্য মরুভূমিতে হউক, তোমার পশ্চাতে যেখানে যাইব, সেইখানেই আমার পূর্ণানন্দ। ইহার আবার অভিপ্রায় কি?"

রাজা বলিলেন, "তথাপি এ প্রস্তাব তোমার নিকট উত্থাপন করিতে আমি নিতান্ত কুণ্ঠিত হইতেছিলাম। তুমি স্বয়ং এ প্রসঙ্গের অবতারণা করায় আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।"

রাণী বলিলেন, "তবে তোমার কোন্ কথা আমার নিকট ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতে হয়? এখনও এই সেবিকার তুমি পরীক্ষা করিতেছ? যাহা তোমার কর্ত্তব্য, যাহা তোমার অবলম্বন, তাহাতে আমার অন্যমত হইবে মনে করিলেও আমার প্রতি অবিচার করা হয় না কি?"

রাজা বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ অন্নপূর্ণা; বাস্তবিক তোমার ন্যায় গুণবতী সহধর্ম্মিণীর কোন বিষয়ে স্বামীর সহিত মতের অন্যথা ঘটিবে, এরূপ আশঙ্কা করাও অন্যায়। আমি সে কারণে এ কথা তোমার নিকট উত্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। এই বিপুল রাজৈশ্বর্য্য, এই বিশাল অট্টালিকা, এই দাস-দাসী এ সকল পরিত্যাগ করিতে অনেকের হৃদয়ই ব্যথিত হওয়া অসম্ভব নহে। তোমার হৃদয় পরীক্ষিত এবং আমার সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। তথাপি আমার আশঙ্কা হয়, হয় তো এ সকল পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবার সময় তোমার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িলেও পড়িতে পারে।"

রাণী বলিলেন, "কেন পড়িবে? যদি এইরূপে অবস্থান্তরে আমার অন্তর একটুও ব্যথিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমি তোমাকে অনেক দিন পূর্ব্বেই এ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতাম; তাহা হইলে আমি প্রথমেই এ কার্য্যে নিরস্ত হইবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিতে অগ্রসর হইতাম; তাহা হইলে আমি কোন না কোন দিন এ সম্বন্ধে কথোপকথনকালে আমার মনের ক্লেশের কথা তোমাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিতাম না। তোমার এই কার্য্যে আমার অসীম আনন্দ জন্মিয়াছে। তবে কেন আমি এ জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিব?"

রাজা বলিলেন, "আমি জানি, তুচ্ছ ধনসম্পত্তি বা পার্থিব ভোগ তোমার চিত্তকে আসক্ত করিতে অক্ষম। তথাপি এক্ষণে তোমার মুখে মনের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।"

রাণী বলিলেন, "আমার তো সৌভাগ্য উপস্থিত। সৌভাগ্য-সমাগমে কে কোথায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে?"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "সৌভাগ্য কিরূপ?"

রাণী বলিলেন, "আমার সৌভাগ্য কিরূপ, তাহা কি বুঝাইয়া বলিতে হইবে? আমার সৌভাগ্য অসীম। আমি তোমার চরণে বিক্রীতা দাসী; তোমার সেবা করিতে পাওয়াই আমার ভাগ্য, তোমার পরিচর্য্যা আমার ধর্ম্ম। আমি সে ধর্ম্মসাধনের, সে সৌভাগ্য-ভোগের সুযোগ পাই কৈ? অসংখ্য দাসদাসী আমার কর্ত্তব্য কাড়িয়া লইয়া তোমার সেবা করে। যখন দেখি, বেহারা তোমার পাখা টানিতেছে, তখনই আমার মনে হয়, হায়! আমার কার্য্য পরে করিতেছে কেন? যখন দেখি, খানসামা তোমাকে তেল মাখাইতেছে, তখনই আমার মনে হয়, হায়, ঐ শ্রী-অঙ্গে যাহার অধিকার, সে কেন তাহার ব্রতপালনে বঞ্চিত হয়? যখন দেখি, ভৃত্য তোমার মাথায় জল ঢালিয়া তোমাকে স্নান করাইতেছে, তখনই আমার মনে হয়, হায়, আমার কার্য্য পরে করিতেছে কেন? কত বলিব? সকল দিনই কর্ত্তব্য-পালনের অবসর না পাইয়া আমার হৃদয় নীরবে অবসন্ন হয় এবং আমার কার্য্য অনর্থক পর্য্যবসিত হইতেছে বলিয়া আমি আপনাকে ধিক্কার দিতে থাকি। দারিদ্র্যে আমার ভাগ্যোদয় হইল। এখন তোমার সকল কার্য্যই আমাকে করিতে হইবে। এখন তোমার রাজাগিরীর খাতিরে পাঁচজনের সেবা লইতে হইবে না। ইহা কি আমার সামান্য সৌভাগ্য?"

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন, "জানি না, তোমার অদৃষ্টে কি হইবে। কিন্তু যে তোমাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছে, সে যে পরম ভাগ্যবান্, তাহার সন্দেহ নাই।"

রাণী বলিলেন, "এমন কথা বলিও না। যাহাকে দয়া করিয়া তুমি চরণে স্থান দিয়াছ, সেই ভাগ্যবতীর অগ্রগণ্যা। আমার এখন পূর্ণমাত্রায় ভাগ্যোদয় হইতেছে। ছার বিষয়-সম্পত্তির জন্য আমি আমার প্রাণের দেবতাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাই নাই। বিষয়কার্য্যে তোমার সকল সময় যায়। দাসী তোমাকে কখন দেখিতে পায় বল? এখন বিষয়ের বন্ধন ঘুচিয়া গেল, এখন সমস্ত দিন তোমাকে দেখিতে পাইবার, দিবা-রাত্রি তোমার নিকটে থাকিতে পাইবার আশা করিতেছি, ইহা কি আমার সামান্য সৌভাগ্য?"

রাজা বলিলেন,"বুঝিলাম রাণি"—অন্নপূর্ণা বাধা দিয়া বলিলেন, "দাসী বল। এখন হইতে আমার দাসী হওয়া সার্থক হইল।"

রাজা বলিলেন, "তুমি রাণীও নহ, দাসীও নহ। তুমি সম্পদে ও বিপদে আমার কল্যাণময়ী হৃদয়দেবী। সে কথা যাউক। এখন কথা হইতেছে, এখান হইতে প্রস্থান করার উপায় কি?"

"কেন?"

"কেন, তোমার ভব, তোমার দাসী, তোমার আরও আশ্রিতা নারীরা তোমার সঙ্গ ছাড়িবে কি?"

রাণী বলিলেন, "তাহা ছাড়িবে না। কিন্তু তাহাদের কাহাকেও তো আমাদের দুঃখময় জীবনের সঙ্গিনী করা হইবে না। লুকাইয়া প্রস্থান করিতে হইবে।"

"পারিবে কি?"

"বেশ পারিব। আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।"

রাজা বলিলেন, "বেশ, কিন্তু সুহাসকে না জানাইয়া যাওয়া হইবে কি?"

রাণী বলিলেন, "কেন হইবে না? এখন সকলকেই না জানাইয়া চলিয়া যাইতে হইবে। তাহার পর একটা স্থানে স্থির হইয়া এবং কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেই হইবে।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "খোকা কোথায়?"

রাণী বলিলেন, "খোকার একটু শরীর খারাপ হইয়াছে। ঠাকুরঝির নিকটে রহিয়াছে।"

রাজা ব্যস্তভাবে বলিলেন. "শরীর খারাপ হইয়াছে? এ কথা এতক্ষণ বল নাই কেন?"

রাণী বলিলেন, "বিশেষ চিন্তার কথা কিছুই নাই। সামান্য গা গরম হইয়াছে মাত্র।"

রাজা বলিলেন, "চিন্তার কারণ কোন অবস্থাতেই নাই রাণি। তবে কি জান, যথাসময়ে চিকিৎসা ও আরোগ্য করিবার ব্যবস্থা করিতে আমরা বাধ্য, তাহা বিলম্ব বা ঔদাস্য ঘটিলে আমাদের ত্রুটি হয়। সুহ এখানে কখন্ আসিয়াছেন?"

রাণী বলিলেন, "দুপুরের পর।"

রাজা বলিলেন, "চল, খোকাকে দেখিতে যাই।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুত্রনাশ।

খোকা-রাজার সামান্য অসুখ সেই রাত্রিতেই বড় বাড়িয়া উঠিল। সেই রাত্রিতেই রাজা চিকিৎসালয়ের ডাক্তার আনিলেন। তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন এবং জ্বর যেন বক্রভাব ধারণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন। ঠিক তাহাই হইল। পরদিন প্রাতে সকলেই বুঝিল, খোকা-রাজার পীড়া বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

রায় বাহাদুর বার বার অন্দরে যাতায়াত করিতেছেন এবং ডাক্তার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। ডাক্তার মহাশয় রাজ-বাটীতেই রহিয়াছেন এবং অনবরত রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। সুহাস ও অন্নপূর্ণা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পীড়িত বালকের উভয় পার্শ্বে বসিয়া আছেন। ভব দাসী আর বহুসংখ্যক দাস-দাসী ঘোর উৎকণ্ঠার সহিত সকল আদেশ পালন করিতেছে।

বেলা এক প্রহরের সময় রায় বাহাদুর ব্যস্তভাবে জীবন-বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন, "রাজপুত্রের কঠিন পীড়া। হুগলী হইতে সাহেব ডাক্তার আনাইতে হইবে। হাঁটিয়া লোক যাইতে বিলম্ব হইবে। ঘোড়সওয়ার যাওয়ার আবশ্যক। একটা ভাল জুড়ীও পশ্চাতে যাওয়ার আবশ্যক। সাহেব তাহাতেই আসিবেন। এ জন্য আপনার অনুমতি চাহিতেছি।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "এ জন্য আমার অনুমতি নিষ্প্রয়োজন। সমস্ত সামগ্রী ও দাস-দাসী আপনার বলিয়া ব্যবহার করিতেই মহারাণী মাতা আপনাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন। এ সামান্য বিষয়ের জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসায় নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। আপনি শীঘ্র যান; ডাক্তার আনিতে বিলম্ব না হয়। আমার দ্বারা

কোন সাহায্যের সম্ভাবনা থাকিলে আজ্ঞা করিবেন; আমি হাজির আছি।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আপনাকে শত ধন্যবাদ। আমি যাই।"

জীবন-বাবু সঙ্গে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসিলেন, "টাকা-কড়ির কিরূপ হইতেছে? আবশ্যক হইলে আমি দিতে প্রস্তুত আছি।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "রাজা কাহারও নিকট ধার করিবেন বোধ হয় না। রাণীর কিছু অলঙ্কার আছে, তাহাই বিক্রয় করিয়া খরচ নির্ব্বাহ করা হইবে।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "তাহাই হউক, আমার নিবেদন, অলঙ্কার বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে প্রেরণ না করিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন। আমি আপাততঃ আবশ্যক-মত টাকা দিব, পরে উচিত মূল্য ধার্য্য করিয়া দেনা-পাওনা মিটাইলেই হইবে।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "অতি উত্তম প্রস্তাব। ইহাতে আমাদের সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা নাই।"

রায় বাহাদুর বেগে প্রস্থান করিলেন, জীবন-বাবু বার বার যাতায়াত করিয়া সন্ধান ও তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। অনেক সময়ই তিনি রাজবাটীতে উপস্থিত থাকিতে লাগিলেন এবং বিবিধ শারীরিক পরিশ্রম ও হিতচেষ্টা করিয়া বিপন্ন রাজার উপকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ ব্যক্তির সহায়তা পাইয়া রাজা ও রায় বাহাদুর বিশেষ প্রীত হইলেন। অলঙ্কার রাখিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা লওয়া হইল। রাজবাটীতে উদ্বেগের সীমা রহিল না।

শঙ্করনাথের মস্তকে খোকার আরোগ্য-কামনায় বিল্বপত্র প্রদত্ত হইতে লাগিল, সঙ্কল্প করিয়া চণ্ডীপাঠ চলিতে লাগিল, শ্রীধরকে তুলসী প্রদত্ত হইতে লাগিল, কালীমাতার মন্দিরে স্তব-পাঠ আরম্ভ হইল, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন নানাপ্রকার আরম্ভ হইল। কেবল যে রাণী ও রাজভগ্নীর ব্যবস্থায় এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান আরব্ধ হইল, এমন নহে; স্থানীয় লোকেরা, আত্মীয় ও অনুগত মানবেরা নানাদেবদ্বারে নানাপ্রকার মানসিক করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র উৎকণ্ঠার সীমা নাই।

কেবল এক ব্যক্তি সংবাদ লইয়া ও মধ্যে মধ্যে শিশুকে দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। রাজা উমাশঙ্করের মুখে বা ব্যবহারে কোনই উৎকণ্ঠার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইল না। বহুলোক, বিশেষতঃ রায় হরকুমার বাহাদুর ও চিকিৎসকগণ উপস্থিত থাকিয়া শিশুর যত্ন ও শুশ্রূষা করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার ব্যস্ত বা উৎকণ্ঠিত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী রাজা এ সম্বন্ধে একটুও বিচলিত নহেন।

হুগলী হইতে ডাক্তার-সাহেব প্রতিদিন একবার কোন কোন দিন দুইবার যাতায়াত করিতেছেন। সেখানকার অন্যান্য বিচক্ষণ ডাক্তারগণও আহূত হইয়া যাতায়াত করিতেছেন।

বাটীতেই ডিস্পেন্সারী বসিয়া গেল। জীবন-বাবু বুঝিলেন, বার বার ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিতে বিলম্ব হইতেছে। অতএব প্রয়োজনীয় ঔষধ সমস্ত আনিয়া বাড়ীতেই রাখা উচিত। জীবন-বাবুর তত্ত্বাবধানে ঔষধ আনীত হইল এবং প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন অনুসারে ঔষধ প্রস্তুত হইতে লাগিল। জীবন-বাবু অনেক সময় স্বয়ং ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় বহুবিষয়জ্ঞ ব্যক্তির কার্য্যে সকলেই তুষ্ট হইতে লাগিলেন এবং ডাক্তার-সাহেবও তাঁহার প্রস্তুতীকৃত ঔষধ দেখিয়া সুখ্যাতি করিলেন।

জীবন-বাবুর নিকট হইতে অলঙ্কার রাখিয়া এক সহস্র টাকা লওয়া লইল। যত্ন ও শুশ্রূষা যতদূর সম্ভব, সুপ্রণালীক্রমে সম্পন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু হইলে কি হয়? নবম দিবসে শিশুর পীড়া সাতিশয় বাড়িয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল, শিশুর জীবন-রক্ষার আর কোন আশা নাই। বাহিরে অনেক আত্মীয় ও অনুগত লোক উপস্থিত; জীবন-বাবুও সে সঙ্গে ছিলেন। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ ও কাতর।

ডাক্তার-সাহেব ও অন্যান্য চিকিৎসকেরা অন্তঃপুরসংলগ্ন একটি কক্ষে বসিয়াছিলেন এবং বারংবার শিশুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

ডাক্তারেরা রোগীর পার্শ্বে উপস্থিত। এই সময় রাজা একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রোগীর পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে সুহাসিনী ও অন্নপূর্ণাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজাকে দেখিবামাত্র সুহাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দাদা, কি হইবে?"

রাজা বলিলেন, "ভয় কি দিদি? যাহাই কেন হউক না, তাহাই ধীরভাবে আমাদের সহ্য করিতে হইবে। তুমি ব্যাকুল হইও না। ইহাতে চিন্তার কোন কারণ নাই। জন্ম-মৃত্যু ঈশ্বরের ব্যবস্থা। ঈশ্বরের ব্যবস্থার উপর কথা কহিবে, কাহারও সাধ্য আছে কি?"

সুহাসিনী নয়নে অঞ্চল দিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উমাশঙ্করের চরণে প্রণাম করিয়া রাণী

বলিলেন, "আমার ভগবান্, এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার চরণ-চিন্তা করিয়া আমি এই আঘাত সহ্য করিতে পারি।"

রাজা বলিলেন, "এ জগৎ পরীক্ষাস্থল, এ কথা ভুলিও না অন্নপূর্ণা। সকল আঘাতই সহনীয়। সহ্য করাই মনুষ্যগণের পরীক্ষা। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, এ সামান্য আঘাত তুমি অনায়াসেই সহ্য করিতে পারিবে। এখন যাও তোমরা, কর্ত্তব্য-পালনে কোন ত্রুটি না হয়।"

সুহাস ও অন্নপূর্ণা শিশুর নিকট গমন করিলেন। রাজা বাহিরে চলিয়া আসিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারগণও বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং হরকুমার বাহাদুরকে ও জীবনকৃষ্ণ-বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "শিশুর জীবনের আর কোন আশা নাই। আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিলাম না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সকলই বৃথা হইল। বোধ হয়, আর দশ মিনিটের মধ্যেই জীবন শেষ হইবে।"

ডাক্তারেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। এই কঠোর সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত রায় বাহাদুর নিতান্ত কাতরভাবে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তখন একখানি নূতন ইংরাজী পুস্তক লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। ইংলণ্ডে সম্প্রতি সেক্সপীয়রের নাটকাবলীর একখানি বহু অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র-সমন্বিত নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে। সেই পুস্তকের একখণ্ড কলিকাতাস্থ এক দোকান হইতে প্রেরিত হইয়া অদ্য রাজার নিকট আসিয়াছে। রাজা সযত্নে তাহার চিত্রগুলি দেখিতেছিলেন। এইরূপ সময়ে রায় বাহাদুর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া এই কঠোর সংবাদ শুনাইলেন। রাজা ধীরভাবে সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনাকে কাতর বলিয়া বোধ হইতেছে। এ সামান্য ঘটনায় আপনি বিচলিত হইলে আমরা কাহার শরণাপন্ন হইব?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "কাতরতা অপরিহার্য্য; কিন্তু তাই বলিয়া আমি কার্য্যে অশক্ত নহি। এক্ষণে তুমি আর কিছু বলিতে চাহ কি?"

রাজা বলিলেন, "মৃত্যুর পরেই যাহাতে শব গৃহ হইতে নির্গত করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখুন। শবের মরণান্ত-ক্রিয়া যাহারা সম্পন্ন করিতে পারিবে, এরূপ লোক এই সময়ে স্থির করিয়া রাখুন।"

"আর কিছু তুমি বলিবে কি?"

রাজা বলিলেন, "বোধ হয়, শব বাহির করিতে আপনাকে একটু কষ্ট পাইতে হইবে। আমি সে সময় উপস্থিত থাকিলে সুহাস অন্নপূর্ণা সহজেই ছেলে ছাড়িয়া দিবেন বোধ হয়। আবশ্যক হইলে সে সময় আমাকে সংবাদ দিবেন।"

জীবনকৃষ্ণ-বাবু বলিলেন, "রায় বাহাদুর মহাশয়, আপনি কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। আপনাদের কাহারও কিছুই করিতে হইবে না। আমি সকল কার্য্য সম্পন্ন করিব।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "জীবনবাবু এ দুঃসময়ে নানাপ্রকারে আমাদের বিস্তর উপকার করিতেছেন।"

রাজা বলিলেন, "আমি চিরদিন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।"

রায় বাহাদুর ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার অল্পক্ষণ পরেই অন্তঃপুর হইতে তুমুল ক্রন্দনধ্বনি উথিত হইল। জীবনকৃষ্ণ-বাবু কাহারও অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নবীনকৃষ্ণ, চণ্ডীচরণ প্রভৃতি আরও কোন কোন লোক অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

সকলেই দেখিলেন, সকলই শেষ হইয়াছে। সেই ক্ষুদ্র দীপ নিবিয়া গিয়াছে। সেই অপাপ শিশু জীবনবিহীন হইয়াছে। সেই ক্ষুদ্র কোরক শুষ্ক হইয়াছে। তথায় ক্রন্দন কোলাহলের সীমা নাই।

অন্নপূর্ণা ও সুহাসকে ধরিয়া ভব ও দাসী প্রভৃতি স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে। সেই প্রফুল্ল কুসুম তুল্য সুকুমার-কায় জীবনহীন শিশু একাকী শয্যায় নিপতিত। অদূরে হরকুমার বাহাদুর চিত্রার্পিত পুত্তলীর ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। বেগে জীবনকৃষ্ণ-বাবু সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর সেই শবশিশু বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া অঙ্কে ধারণ করিলেন এবং বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আত্মরক্তি।

সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে। চারিদিন হইল, রাজা উমাশঙ্কর একমাত্র পুত্র হারাইয়াছেন। জীবন-বাবু মৃত শিশুর মরণান্তর ক্রিয়া শেষ করিয়াছেন। রাজার মুখে একটু বিষাদের চিহ্নও নাই। রায় বাহাদুরের হৃদয় অতিশয় কাতর হইয়াছে, ইহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইতেছে।

সুহাসিনী শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। নবীনকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া গিয়াছেন। রাজা প্রতিদিন বার বার তথায় গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন, তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিতেছেন।

প্রাতে রাজা উমাশঙ্কর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং গম্ভীর অথচ প্রসন্ন-বদনে রাণীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রাণী তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আর কেন? এ বাটীতে আর থাকি কেন? সকলই তো ফুরাইল, এখন চল, আমরা যেখানে খুসী যাই।"

রাজা বলিলেন, "তাহাই যাইব। তুমি দেবী। তুমি তো জান, মৃত্যু নাই। তোমার শিশুকে তুমি আবার পাইবে।"

রাণী বলিলেন, "যাহা যায়, তাহা আর আইসে না। যাহা গিয়াছে, তাহার আশা এ জীবনে আর নাই। আমার সকলই গিয়াছে, সকলই যাউক, তাহাতে ক্ষতিবোধ করি না। সুখে বা দুঃখে, সম্পদে বা বিপদে তোমার চরণ আমার সম্মুখে থাকিলেই আমার সকলই আছে। এক্ষণে এ স্থানে থাকিতে আমার বড়ই যন্ত্রণা বোধ হইতেছে। যখন এখানে আর থাকা হইবে না, তখন আর বিলম্বে কাজ কি?"

রাজা বলিলেন, "আর বিলম্ব করিব না। শীঘ্রই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। সুহাসিনী বাটী গিয়াছেন, এ একটা সুবিধা হইয়াছে। আর সকলের নিকট হইতে পলাইবার ব্যবস্থা তুমি করিয়া রাখিবে বলিয়াছ।"

রাণী বলিলেন, "তাহার ব্যবস্থা আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তুমি কেবল এই অলঙ্কারের বোঝাগুলোর একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেল।"

রাজা বলিলেন, "তাহারও ব্যবস্থা করিতেছি, এখন আমি যাই, আবার শীঘ্র আসিব।"

রাজা প্রস্থান করিলেন। অশ্রুসিক্ত-নয়নে সজীব বিষাদমূর্ত্তি রাণী অন্নপূর্ণা তাঁহার সেই দেবপতিকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই স্থানে বসিয়া পড়িয়া অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, "খোকা, সোনার খোকা আমার, আমার এত সুখে কণ্টক দিয়া তুই কোথা গেলি বাবা?"

তখনই ভৃত্য, দাসী এবং আরও অনেকে আসিয়া রাণীকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাজা উমাশঙ্কর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সে স্থানে অনেক আত্মীয়-স্বজন বসিয়া আছেন। নবীনকৃষ্ণ, রায় বাহাদুর, চণ্ডীচরণ, রামহরি, শরিফ, ঠাকুরবাড়ীর পূজারি রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক লোক তথায় বসিয়া আছেন।

রাজা আসিবামাত্র অনেকেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা সকলকে সবিনয়ে বসিতে বলিয়া স্বয়ং ব্যস্ততাসহ একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। সেই সময় রাজার নামের ডাকের চিঠি এবং খবরের কাগজ প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। একখানি পত্র বড় এনভেলাপের মধ্য-বর্ত্তী এবং গবর্ণমেণ্টের মোহরাঙ্কিত। রাজা সেইখানি অগ্রে পাঠ করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত তাহা রায় বাহা-দুরের হস্তে অর্পণ করিলেন।

রাজার বর্ত্তমান অবস্থাঘটিত বিপর্য্যয় আলোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট দুইটি প্রস্তাব করিয়া-ছেন। হয় রাজা কোন একটা রাজকর্ম্ম গ্রহণ করুন, না হয় মাসিক আড়াই শত টাকা হিসাবে পেন্সন গ্রহণ করুন। রায় বাহাদুর পত্র পাঠ করিয়া তাহা রাজার হস্তে প্রদান করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "কি করিবে স্থির করিতেছ?"

রাজা বলিলেন, "আমি কোন রাজকর্ম্ম করিয়া পুর-স্কারভাজন হই নাই; সুতরাং পেন্সন-গ্রহণে আমার কোন অধিকার নাই। রাজকর্ম্ম করিতে আমার সাধ্য নাই। আমার সময়মত নানা প্রকার কর্ত্তব্যসাধন করি-বার চেষ্টায় জীবনকে নিয়োজিত রাখিতে হইবে। কোন কর্ম্মের অধীনতায় নিযুক্ত হইলে সে স্বাধীনতা থাকিবে না। সুতরাং চাকরী করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি বিনীতভাবে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া উভয় প্রস্তাবেই অস-ম্মতি প্রকাশ করিব।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "তাহা হইলে এখন কি করিবে, স্থির করিতেছ?"

রাজা বলিলেন, "অতি উত্তম কথা আপনি উত্থাপন করিয়াছেন। আমি এখন কি করিব, তাহা আপনাদিগের নিকট নিবেদন করা আবশ্যক। এখানে আমার অনেক হিতৈষী আত্মীয় উপস্থিত আছেন। এই সময়েই কথাটা বলা ভাল। আমি আপনাদের সকলের নিকট কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিতেছি, আপনারা প্রসন্ন-মনে আমাকে বিদায় দিউন। আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব।"

সকলে নীরব। কাহারও কথা কহিতে সাহস নাই। আজি রাজার এই নির্বিকার আজ্ঞা শুনিয়া সকলের হৃদয় যেরূপ শঙ্কিত ও ব্যথিত হইল, রাজপুত্রের মৃত্যুতে তাহা

[illegible] কাহারও হৃদয় এরূপ ব্যথিত হয় নাই।

একব্যক্তি বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর ?" সেই ব্যক্তি চণ্ডীচরণ।

রাজা বলিলেন, "চণ্ডীখুড়া, আপনি কাতর হইতেছেন কেন ? এখানে পরের বাড়ীতে থাকা উচিত নয়। আমাকে কাজেই চলিয়া যাইতে হইবে। আর আমার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এত বড় বাড়ীতে থাকাও আর ভাল দেখায় না। আরও দেখুন, আমার জীবিকাপাতের কোন উপায় নাই। এখানে থাকিলে তাহার কি উপায় হইবে ? সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কাজেই আমার চলিয়া যাওয়া ভিন্ন আর উপায় কি আছে ?"

চণ্ডীচরণ জিজ্ঞাসিলেন, "সঙ্গে থাকিবে কে কে ?"

রাজা বলিলেন, "সঙ্গে কেহই থাকিবে না। যাহার আপনার উদরান্নের সংস্থান নাই, তাহার সঙ্গে পাঁচজন লোক থাকিবে কিরূপে ? সঙ্গে আমার স্ত্রী থাকিবেন। আর একজন সঙ্গে থাকা আবশ্যক হইত—ভগবান্ তাহাকে আপনার সঙ্গে লইয়া আমার ভার লাঘব করিয়াছেন।"

সকলেই অধোমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নবীনকৃষ্ণ বলিলেন, "রাজা, তুমি জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান্। আমি তোমার প্রস্তাবের কোন মর্ম্মই বুঝিতে পারিতেছি না। এ বাটীতে থাকা অসম্ভব হয়, তুমি তোমার ভগ্নীর বাটীতে গিয়া বাস করিবে। সে বাটী কি তোমার নহে ভাই ?"

রাজা বলিলেন, "আপনি আমার ভগ্নীপতি, আপনার বাটীতে বাস করায় আমার কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু দাদা, আমাকে স্বাধীনভাবে জীবিকাপাত করার উপায় করিতে হইবে। এখানে থাকিয়া তাহার সুবিধা হইবে না।"

নবীনকৃষ্ণ বলিলেন, "কেন সুবিধা হইবে না ? তুমি যে কাজ করিতে ইচ্ছা কর, এখানেই তাহা কর না কেন ?"

রাজা বলিলেন, "আমি বলিষ্ঠ, সুপটু, যুবা পুরুষ। আমি কাহারও গলগ্রহ হইয়া গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ করিলে অধর্ম্মে পতিত হইব। শারীরিক শ্রম করিয়া আমি জীবিকা অর্জ্জন করিব। কাহারও দাসত্ব আমি করিব না। কিন্তু অর্থ বা পারিশ্রমিক লইয়া আমি লোকের কাজ করিব। আমি কাষ্ঠাহরণ করিয়া বিক্রয় করিব, আমি কৃষকের ভূমি কর্ষণ করিয়া দি", আমি কাষ্ঠ ছেদন করিব, আমি ক্রিয়া-বাড়ীতে পাক করিব, আমি লোকের ভার বহন করিব ইত্যাদি বহুবিধ উপায়ে জীবিকা সংগ্রহ করিব। এখানে থাকিয়া আমি সে সকল কাজ করিবার সুযোগ পাইব না এবং স্বকীয় শ্রমে আপনার পরিবার-পালন ও দেহরক্ষারূপ পুণ্যানুষ্ঠান করিবার সুবিধা আমার হইবে না।"

রামহরি চাষা দূরে মাটীর উপরে বসিয়া ছিল। সে অগ্রসর হইয়া রাজার একটু নিকটে আসিল এবং একটা প্রণাম করিয়া রায় বাহাদুরকে বলিল, "বাবা ঠাকুর, তোমাদের টাকায় আমি তো বড় মানুষ। আমার বিশ গোলা ধান, আর কতই গরু-বাছুর। এ বৎসর আবার পাঁচ গোলা ধান বাড়িবে। রাজা কি না আমরা থাকিতে পেটের দায়ে জন খাটিবে ? পোড়া কপাল আমাদের আমরা তা হ'লে ঘরে দুয়ারে আগুন দিয়া বিরাগী হইব তোমার পায়ের ধূলা পাইলে লোকের কপাল ফিরিয় যায়, তুমি কি না মোট বহিয়া খাইবে রাজা। তুমি রাজা টার মত বসিয়া থাক আর আমার গোলায় যে ধা আছে, তাহাই খাও।"

অনেকের চক্ষুতে জল আসিল। রাজা বলিলে "রামহরি, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার আর অনেক ধান হইবে, অনেক গরু-বাছুর হইবে। কিন্তু দাদ তুমি বুঝিয়া দেখ, অক্ষম না হইলে কাহাকেও বসি খাইতে নাই। এখন আমার শ্রম করিবার সামর্থ্য আছে আমি কেন এখন বসিয়া থাকিব ? যখন কো উপায় না হইবে, তখন আমি অবশ্যই তোমার ধা খাইব। তাহাতে আমার একটুও লজ্জা বা অপমা নাই। তুমি আজই দাসীদিদিকে লইয়া বাড়ী যাও।"

রামহরি বলিল, "তোমরা তাহাকে লইয়া যাইব জন্য আমাকে খরচ পাঠাইয়াছিলে, তাই আমি আসিয়াছি এখানে আসিয়া তোমাদের এই সকল অবস্থার কথ জানিতে পারিলাম। এখন আমি আমার স্ত্রী লইয় যাইব কেন ? তোমাদের এখন চাকর-চাকরাণী নাই, আর এই শোক-তাপের সময়। তোমরা তাড়াইয়া দিলেও সে যাইবে না, আমিও যাইব না।"

রাজা বলিলেন, "আমি এখন যাইব বটে, কিন্তু শীঘ্রই তোমাদের সহিত আবার দেখা হইবে। আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না।"

একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, আমি সামান্য ব্যক্তি ; হুজুরের কালী-বাড়ীর আমি পূজারি। আমি একটা কথা বলিব ? ঠাকুরবাড়ীতে প্রতিদিন পঞ্চাশ জ

ভোগ খায়। সে তো রাজারই খরচ। আপনি পেটের জন্য পরিশ্রম করিয়া খাইবেন, এ কষ্টের কথা শুনিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ হুজুর নিত্য ভোজন করিবেন, তাহাতে ক্ষতি কি আছে?"

রাজা বলিলেন, "আপনি বড় সৌভাগ্যের কথাই বলিয়াছেন। নিত্য প্রসাদ-ভোজন বড়ই পুণ্যের কথা। কিন্তু যে প্রসাদ তথায় প্রস্তুত হয়, তাহা পরে খাইবে মনে করিয়াই প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং তাহা আমরা গ্রহণ করিলে পরের ভাগ কাড়িয়া লওয়া হয়। ইহাকে দত্তাপহারী বলে। কেন আমার জন্য আপনারা চিন্তাকুল হইতেছেন? শ্রম করিয়া জীবিকাপাত করিতে সকলেই বাধ্য। শ্রমে কোন লজ্জা নাই, কোন অপমান নাই; বরং তাহাতে গৌরব আছে।"

জরিফ কোচমান বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর, এ গোলাম ছেলেবেলা হইতে আপনার নিমক খাইয়াছে। আমার শরীরে যথেষ্ট বল আছে। আর কিছু আমার নাই। গোলাম খাটিয়া আনিবে, রোজগার করিবে। আমার আর কেহ নাই। যাহা পাইব, তাহা হুজুরের চরণে দিব। হুজুরের খরচ বোধ হয় এ গোলাম খাটিয়া করিতে পারিবে।"

রাজা বলিলেন, "তুমি বড় ভাল লোক জরিফ। আমি অক্ষম হইলে নিশ্চয়ই আমাকে আর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু এখন আমি সক্ষম। আমাকে মাপ করিবে, এখন তোমাদের পরিশ্রম করাইয়া খাইলে আমার পাপ হইবে।"

চণ্ডী বলিল, "আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। রাজা বাবাজী এমন সর্ব্বনাশের কথা উত্থাপন করিয়াছেন, আর রায় বাহাদুর দাদা, তুমি একটিও কথা কহিতেছ না কেন? তুমি ব্যবস্থা না করিলে আমাদের এ বিপদের কোনই উদ্ধার দেখিতেছি না।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আমি বিশেষ গোলের কথা দেখিতেছি না। আমি যাবজ্জীবন এই সংসারে কর্ম্ম করিয়াছি। এই সংসার হইতে প্রায় এক লক্ষ টাকা আমি সঞ্চয় করিয়াছি। রাজা আমার পুত্রাধিক। পিতার সাহায্য পুত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য। আমি আমার সেই সমস্ত টাকা রাজাকে দিব। রাজা তাহা লইয়া একস্থানে বাস করুন।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন, "হরি হরি বল ভাই। রায় বাহাদুরের মত সুব্যবস্থা করিতে দুনিয়ায় আর কেহ জানে না। রায় বাহাদুর দাদা, তুমি দাদা না হইলে আমি তোমাকে চিরজীবী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতাম। তা দাদা, তুমি আমি আমরা সব রাজার কাছে থাকিতে পাইব তো?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "অবশ্য পাইব। রাজা যেখানে যে অবস্থায় কেন থাকুন না, আমরা তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিব না।"

চণ্ডী বলিলেন, "বেশ কথা। এ কথার পর রাজা মুটিয়ার জামাই হইতেই চাহুন, আর কাঠকুড়ানীকে শাশুড়ী বলিয়া ডাকুন, আমাদের তাহ তে আপত্তি নাই। মা অন্নপূর্ণা আর বাবা উমাশঙ্করের আশ্রয়ে আমরা নিশ্চয়ই থাকিব।"

রাজা বলিলেন, "খুড়া মহাশয়, আপনি যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এই সংসারেরই অর্থ। তাহা গ্রহণ করিলে আমার দত্তাপহারী পাপ হইবে না কি? আমি তাহা লইতে পারিব না। আপনি বলিতেছেন, পিতার সম্পত্তি পুত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য। আপনি যে আমার পিতৃবৎ পূজনীয়, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। আমি যে আপনার সন্তানাধিক স্নেহাস্পদ, তাহারও সন্দেহ নাই। আপনার কৃপার সীমা নাই। কিন্তু খুড়া মহাশয়, আপনি বৃদ্ধ পিতা, আমি যুবা পুত্র। এ সময়ে আপনাকে প্রতিপালন করাই আমার ধর্ম্ম। আপনার দ্বারা প্রতিপালিত হইলে আমার অধর্ম্ম হইবে। আমি সবিনয়ে আপনাদের সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি নানা কার্য্যে নানা সময়ে হয় তো নানা জনের নিকট অপরাধী হইয়াছি। আমাকে সকলে ক্ষমা করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা আর আমি কি বলিব? আমার সহিত সকলেরই আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি কোথায় যাইব, কি করিব, তাহা আপনারা অবশ্যই জানিতে পারিবেন। এখনও আমি কিছু স্থির করিতে পারি নাই।"

কেহ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে বাহিরে একটা তুমুল কলরব উপস্থিত হইল। রাজা, রায় বাহাদুর প্রভৃতি তাবতেই এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত বাহিরে আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভক্ত।

রাজা প্রভৃতি সকলে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, রাজবাটীর সম্মুখস্থ বিশাল অঙ্গন লোক-পূর্ণ। অসংখ্য মানব অঙ্গন-সম্মুখস্থ পথ অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং এখনও চতুর্দ্দিগাগত পথ বহিয়া জন-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সেই জনসমূহ অনবরত চীৎকার করিতেছে, "কৈ, আমাদের রাজা কৈ ?"

বহু কণ্ঠ হইতে এই শব্দ উত্থিত হইয়া তথায় এক বিষম কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে। রাজা বাহিরে আসিয়া দাড়াইলে সেই অগণ্য কণ্ঠে আবার শব্দ হইল,—"ঐ রাজা—ঐ আমাদের রাজা !"

সকলের মুখে আনন্দ প্রকটিত হইল, সকলেই সাগ্রহে বারান্দার অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিল।

রাজা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তোমরা কেন আসিয়াছ ? আমাকে কি বলিতে চাহ ?"

বহু কণ্ঠ হইতে বহু বাক্য নিঃসৃত হইল। কিছুই বোধ-গম্য হইল না, কেবল একটা বিষম কলরব শ্রুত হইল।

রাজা বলিলেন, "এরূপ করিয়া বলিলে আমি কিছুই বুঝিতে পারিব না, তোমরা একজনকে কথা কহিবার ভার দাও।"

বহুক্ষণে বহু যত্নে সেই লোকেরা প্রকৃতিস্থ হইল। তখন এক ব্যক্তি বক্তব্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একটা লোহার বেঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইল। সে ব্যক্তি প্রবীণ ও বাক্‌পটু। বেঞ্চের উপর উঠিয়া বক্তা বলিল, "আমাদের রাজা, আমরা আপনার দীন প্রজা। আপনার নিকট আমাদের প্রাণের দুঃখের কথা নিবেদন করিব বলিয়া নানা স্থান হইতে আমরা আজি এখানে মিলিত হইয়াছি।"

রাজা বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমরা শুন নাই কি, আমি এখন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি ? পূর্ব্বে যে সকল জমীদারী আমার ছিল, তাহা এক্ষণে চন্দ্রমালার প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী করুণাময়ী মাতার হইয়াছে। তোমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে, তোমরা পুণ্যবতী দীনজননী দেবীর প্রজা হইয়াছ। জমীদারী-সংক্রান্ত কোন কথা বলিতে হইলে তোমাদের এখন সেই মহারাণী মাতাকে অথবা তাঁহার সুযোগ্য ও পরম ধার্ম্মিক দেওয়ান জীবনকৃষ্ণ-বাবুকে জানান উচিত। দেওয়ানজী এখানেই থাকেন, ঐ বাটীতে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে।"

বক্তা বলিল, "আমাদের কথা …দের চরণেই জানাইতে হইবে। আমরা মাসাবধি কা… চেষ্টায় নানা স্থানের লোক একত্রিত হইয়া এ… মিলিয়াছি। আমরা বলিতে জানি না, মনের কথ… করিয়া প্রকাশ করিলে ভাল হয়, তাহা বুঝি না… কৃপা করিয়া আমাদের কথা আপনার… হইবে।"

রাজা বলিলেন, "বলুন আপনি। আপনার ব… অবশ্যই শুনিব, আমি অক্ষম দরিদ্র হইলেও আ… আপনাদের যে বিষয়ের যে উপকার হইতে পা… মত তাহার ত্রুটি করিব না।"

বক্তা বলিল, "আমরা জ্ঞাত আছি, আপন… সম্পত্তি হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। আপনার … হাতী ঘোড়া সকলই গিয়াছে। কি জন্য আপ… সম্পত্তি গেল, তাহাও আমরা জানি। দেশের … বাঁচাইতে গিয়া আমাদের রাজা কাঙ্গাল হ… ইহার উপর ভগবানের নিগ্রহে রাজার একমা… ছাড়িয়া গিয়াছেন। এ দুঃখে আমরা সকলে … বোধ করিয়াছি, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিতে … সাধ্য নাই।"

রাজা বলিলেন, "ভাই সব, তোমরা সকলে… বড় ভালবাস, এ জন্য আমার কষ্ট হইয়াছে… তোমরাও কষ্ট বোধ করিয়াছ। কিন্তু ভাই, নিশ্চয় জানিবে, যে সকল ঘটনা উল্লেখ করিলে… কিছুতেই আমার কষ্ট হয় নাই। বিষয়-সম্পত্তি… হইলেই যে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ হয়, এরূপ … আমি মনে করি না। কতকগুলা বিষয়-সম্পত্তি… যে মনুষ্য সুখী হয়, তাহাও আমি মনে করি না। সকলেই শ্রম করিয়া খাইবে, ইহাই ভগবানের… তোমরা শ্রম করিয়া জীবনপাত কর। আমারও… আছে, আমিও শ্রম করিয়া জীবন-যাপন করিব… ক্ষতি কি আছে ভাই ? আর আমার পুত্রের … করিয়া তোমরা দুঃখ করিও না। আমাদের … একদিন মৃত্যু হইবে। ইহার দশ দিন অ… কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। যাহাকে আমরা আ… 'আমার' করিয়া ধরিতেছি, আমরা একদিন … ছাড়িব অথবা সে আমাদিগকে ছাড়িবে, ইহা… ব্যবস্থা। তবে কেন এ জন্য চিন্তাকুল হইয়া…

পায় ? আমার পুত্রের মৃত্যু হেতু আমি একটুও কাতর হই নাই ভাই।"

বক্তা বলিল, "আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্য। আমরা এ জন্য বড়ই কষ্ট অনুভব করিয়াছি। কিন্তু আমরা এক্ষণে যে কথা নিবেদন করিব বলিয়া রাজার চরণে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বলিতেছি। আমরা শুনিয়াছি, আপনি এ স্থানে আর থাকিবেন না। এ কথা শুনিয়া আমাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। আপনি আমাদের পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু সকলই। আমরা আপনাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করি। আপনি চলিয়া গেলে আমাদের জীবনধারণ বৃথা হইবে।"

রাজা বলিলেন, "আমি জানি, তোমরা আমাকে বড় ভালবাস। আমার জন্য তোমাদের কষ্ট হইবে সন্দেহ কি ? কিন্তু ভাই সব, তোমাদের জন্যও আমার বিশেষ কষ্ট হইবে। কিন্তু কি হইবে ভাই, এ অবস্থায় এ স্থানে আমার আর থাকিবার কোনই উপায় নাই।"

বক্তা বলিল, "কেন উপায় নাই ? রাজা, আমরা আপনার দাস। এই দাসেরা আপনাকে রাজরাজেশ্বর করিয়া রাখিবে। যে খাজনা আমরা দিয়া থাকি, তাহা আমরা নূতন জমীদারকে দিব। ঠিক সেই খাজনা আবার আমাদের রাজার কাছারীতেও দাখিল করিব। আমাদের রাজা যাহা ছিলেন, তাহাই থাকিবেন। এই পরামর্শ করিয়া আমরা নানা স্থানের লোকে মিলিয়া আজি রাজার সম্মুখে আসিয়াছি, এক্ষণে রাজার অনুকূল আদেশ শুনিতে পাইলে আমরা চরিতার্থ হই।"

রাজা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ভাই সব, তোমরা আমাকে এত ভালবাস, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। তোমাদের প্রস্তাব অতি মহৎ ও আমার হিতকর, কিন্তু ভাই সব, তোমরা কিছু মনে করিও না। আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমি অকারণ তোমাদের অর্থ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না, সেরূপ অর্থগ্রহণে আমার কোন অধিকার নাই। আমি তোমাদের সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করিতেছি। তোমরা ভাগ্যক্রমে যাঁহার প্রজা হইয়াছ, তিনি স্বর্গের দেবী। তোমরা তাঁহার অধীনে পরম সুখে থাকিবে সন্দেহ নাই।

বক্তা বলিল, "তাহা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু আমাদের রাজার কাছে আমরা থাকিতে চাহি; আমাদের রাজাকে দেখিতে চাই; আমাদের রাজার আমরা সেবা করিতে চাহি, আমাদের এ সকল প্রার্থনা-সিদ্ধির উপায় কি ?

রাজা বলিলেন, "অবশ্যই তোমাদের সহিত আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে, অবশ্যই তোমাদের নিকটে আমি কখন কখন আসিব, আর যেখানেই থাকিব, নিশ্চয়ই তোমাদের কথা আমি ভাবিব। ভাই সব, এখন বেলা অনেক হইয়াছে, তোমাদিগকে আজি এখানে আহার করিতে হইবে। এখন তোমরা সুস্থির হও, তাহার পর সময়ান্তরে সাক্ষাৎ হইলে ও সুবিধা হইলে এ সকল পরামর্শ হইবে।"

বক্তা বলিল, "আমরা যত লোক আসিয়াছি, প্রত্যেকে এক টাকা হিসাবে রাজার জন্য নজর আনিয়াছি। আমরা এক্ষণে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক আসিয়াছি, রাজা আজ্ঞা করুন, আমরা সে টাকা রাজ-চরণে সমর্পণ করি।"

সকলেই টাকা বাহির করিল। রাজা বলিলেন, "ভাই সব, তোমাদের নিকট নজর লইতে আমার আর অধিকার নাই। আমি আর তোমাদের জমীদার নহি। তোমাদের যিনি জমীদার, তিনিই নজর পাইবেন।"

বক্তা বলিল, "নজর যদি না লন, তাহা হইলে প্রণামী বলিয়া আমরা টাকা দিব। আপনি ব্রাহ্মণ, পরম ধার্ম্মিক, আমাদের মহোপকারী মহাত্মা। আমরা আপনাকে একটা করিয়া টাকা দিয়া প্রণাম করিব। আমরা অবাধ্য সন্তান, আমরা আপনার নিষেধ শুনিব না। আমরা টাকা দিয়া প্রণাম করিতেছি। তিন মাস অন্তর আমরা রাজ-চরণে এইরূপে প্রণাম করিতে আসিব।"

বক্তা প্রথমেই বিনীত প্রণাম সহকারে নীচের বারান্দায় একটি টাকা ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার ধারার ন্যায় টাকা সেই স্থানে বর্ষিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বারান্দায় স্তূপাকার টাকা জমিয়া গেল।

রাজা বলিলেন, "ভাই সব, তোমরা দুঃখিত হইও না। আমি তোমাদের টাকা স্পর্শও করিব না। প্রণামী গ্রহণ আমার ব্যবসা নহে; প্রণামী লইতে আমার অধিকার নাই। প্রণামী দিবার মত কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। এরূপ প্রণামী ভিক্ষারই নামান্তর। আমি বর্ত্তমান অবস্থায় ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অক্ষম। এক্ষণে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে আমার অধর্ম্ম হইবে। তোমাদের ঐ টাকা যদি তোমরা ফিরাইয়া না লও, তাহা হইলে তোমাদের সমক্ষেই তোমাদের কোন হিতকর কার্য্যে আমি এখনই উহা ব্যয় করিব।"

বক্তা বলিল, "আমরা রায় বাহাদুর মহাশয়ের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি। আপনি দয়া করিয়া এই টাকা রাখিয়া দিলে আমরা সুখী হইব। রায় বাহাদুর

মহাশয়,আপনি রাজার পরম আত্মীয়, আপনি দয়া করিয়া টাকা রাখিয়া দিন। তাহার পর যাহা ভাল হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আমার তাহাতে আপত্তি নাই। আমি এ টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারি, পরে যাহা ভাল হয়, তাহাই হইবে। আপাততঃ রাজা টাকা গ্রহণ করিলেন না জানিয়া তোমরা আমার নিকট টাকা রাখিয়া দিতে পার।"

বক্তা বলিল, "তাহাই বেশ।"

রাজা বলিলেন, "এক্ষণে তোমাদের আহারাদির ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।"

বক্তা বলিল, "আমরা রাজার আশ্রিত দাস। আমাদের খাওয়ার জন্য চিন্তা কি? এত বেলায় এত লোকের জন্য উদ্যোগ করিয়া আহারের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। আমরা সকলে বাটীতে ফিরিয়া আহার করিব। যাহাদের দূরে বাস, তাহারা কুটুম্ব-বাড়ী খাইবে স্থির আছে। কাহারও কষ্ট হইবে না। বেলা অধিক হইয়াছে, রাজার কষ্ট হইতেছে, আমরা এক্ষণে প্রণাম করিয়া বিদায় হই।"

পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় সেই জন-প্রবাহ ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

প্রাতে যে সকল ব্যক্তি রাজার নিকট উপস্থিত ছিলেন, বৈকালে তাঁহারা সকলেই আসিয়াছেন। রাজা মধ্যাহ্নে অন্তঃপুরে ছিলেন। বৈকালে বাহিরে আসিয়া সকলকেই দেখিতে পাইলেন এবং সকলের সহিত সমুচিত সম্ভাষণ করিয়া রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুড়া মহাশয়, টাকাগুলি কি করিলেন?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "টাকা সমস্তই জীবন-বাবুর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছি।"

রাজা বলিলেন, "বেশ করিয়াছেন। তাহার পর টাকার কি হইবে, স্থির করিয়াছেন?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "তুমি এ টাকা গ্রহণ করিবে না, জানি। তথাপি তোমার অনুরক্ত ব্যক্তিগণ বহু আয়াসে তোমাকে ভক্তি ও অনুরাগ দেখাইবার নিমি[ত্ত] যে আয়োজন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগ[কে] হতাশ করা অকর্ত্তব্য মনে করিয়াই আমি টাকা রাখিয়া দিয়াছি।"

রাজা বলিলেন, "উচিত কার্য্যই করিয়াছেন সন্দে[হ] নাই। কিন্তু তাহার পর টাকার কি গতি করিবে[ন] তাহাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "যাহা হয় হইবে। উচি[ত] বোধ হইলে জীবন-বাবুর দ্বারাও প্রজাদের হিতজন[ক] কোন কার্য্যে ঐ টাকা ব্যয় করিলেও চলিবে।"

রাজা বলিলেন, "জীবন-বাবু কি মহাশয় লোক[!] তাঁহার নিকট আমরা নানাপ্রকারে ঋণী। আমার পুত্র সংক্রান্ত গত বিপদে জীবন-বাবু কি পরিশ্রম, কি উপকার ও কি আত্মীয়তা প্রকাশই করিয়াছেন! যেম[ন] মহারাণী মাতার সুনাম, তেমনই তাঁহার কার্য[্য] নির্ব্বাহক।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "জীবন-বাবু যে মহাশ[য়] ব্যক্তি, তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের সম্পত্তি-ক্র[য়] সম্বন্ধে আমরা যে বিষয়ের যে দাম স্থির করিয়াছি, তাহা[র] কোনটিতে কোন কথা কহেন নাই। তখনই সেই টাক[া] আনন্দে দিয়াছেন। তা ছাড়া অন্যান্য নানা বিষ[য়ে] আমাদিগের সহিত আশাতিরিক্ত আত্মীয়তা ও সৌজন্য করিয়াছেন। যথার্থ ভদ্রলোক না হইলে এরূপ মহ[ৎ] হয় না। সৌভাগ্যক্রমে জীবন-বাবুর সহিত আমাদে[র] যথেষ্ট আত্মীয়তা হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, মহারাণী মাতাকে আমরা একবার দেখিতেও পাইলাম না।"

রাজা বলিলেন, "অবশ্যই কখন না কখন আমরা তাঁহার চরণ দর্শন করিতে পাইব।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আমরা যখন এ স্থল ত্যাগ করিতেছি, তখন আর মহারাণীর সহিত সাক্ষাতের আশা কিরূপে করিতে পারি?"

রাজা বলিলেন, "খুড়া মহাশয়, এই স্থানই কি পৃথিবীর শেষ? এ স্থান ত্যাগ করার পরই কি আমাদের জীবনের সকল আশার শেষ হইবে? যদিই তাহা হয়, তাহা হইলে পুনরায় এ স্থানে আমরা আর কখন আসিব না, এমন কথাই বা কে বলিতে পারে? যাঁহার ইচ্ছায় সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তিনি কাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা জানিতে আমাদের কোনই ক্ষমতা নাই। সে কথা যাউক, রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কয়দিন আসিয়াছেন, ওবেলাও উনি অনেকক্ষণ বসিয়া

ছিলেন। নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছেন, আপনি জানিতে পারিয়াছেন কি, উনি কেন আসিয়াছেন ?"

রায় বাহাদুর বলিলেন,"বোধ হয়, অন্য কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের নানারূপ গোলমালের কথা শুনিয়াই বোধ হয় দেখিতে আসিয়াছেন। অন্য কোন প্রয়োজন থাকিলে চারিদিনের মধ্যে অবশ্যই কোন না কোন সময় আমাকে তাহা বলিতেন, না হয় চণ্ডী ভায়ার দ্বারাও জানাইতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, দেখা-শুনা করিতে আসা ছাড়া আর কোন প্রয়োজন অছে কি ?"

রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোক্তার মহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, দেখা-শুনাই অভিপ্রায় বটে, তা একটা কথাও ছিল। বড় গণ্ডগোল দেখিয়া বলি বলি করিয়াও বলিতে পারি নাই।"

চণ্ডীচরণ একটু উৎকণ্ঠিতভাবে রামচন্দ্রের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "দাদা, আবার কথা কি ? তুমি কেবল দেখা করিতে আসিয়াছ, ইহাই তো আমরা জানি। আর কথা-টথায় এ সময়ে কাজ নাই। তুমি এখন বাসায় যাও।"

রাজা বলিলেন, "সে কি কথা চণ্ডী খুড়া ? যদি কোন দরকারী কথা থাকে, তাহা না বলিলে হয় ত ক্ষতি হইতে পারে ; বলুন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার কি কথা আছে ?"

রামচন্দ্র বলিলেন, "আমি এতদিন রামনগরেই ছিলাম। সেখান হইতে রাজার বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় হইতেছে, এ সকল সংবাদ জানিতে পারি। হঠাৎ শুনিলাম, রাজা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। সেই সংবাদ শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি আসিতেছি। তা রাজা মহাশয়, আপনি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলেন ; এ গরিব ব্রাহ্মণ অনেক আশা করিয়া রহিয়াছে।"

রাজা বলিলেন, "কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।"

চণ্ডী বলিলেন, "করিতে আবার কি হইবে ? সমস্ত জীবন খাটিয়াও যাহা করিতে পার নাই, আর এতদিন খাটিলেও যাহা করিতে পারিতে না, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী তুমি পাইয়াছ। আর কোন্ আশায় তুমি বসিয়া আছ ? দোহাই দাদা, এ সময় তুমি আর আশার কথা তুলিয়া জ্বালাতন করিও না।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "মোক্তার মহাশয়ের যদিই কোন দরকারী কথা থাকে, তাহা বলিতে দাও।"

রায় বাহাদুরের কথার উপর চণ্ডীচরণ কথা কহিতে পারিলেন না ; সুতরাং রামচন্দ্র বলিলেন, "অনেক উপকার আপনারা করিয়াছেন। কিন্তু রায় বাহাদুর মহাশয় আরও কিছুর আশা দিয়াছিলেন। আপনারা চলিয়া যাইতেছেন, গরিবের দরখাস্তটা একবার শুনিলে হইত।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,"কি আশা দিয়াছিলাম, বলুন।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন, "বাড়ী পাইয়াছ, বড়ী বাড়াইবার জন্য নগদ হাজার টাকা পাইয়াছ, মেয়ের বিবাহে তিন শত টাকা পাইয়াছ, আবার আশা কি ? আর কোন আশা কেহই দেন নাই।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "দিয়াছিলেন বই কি, তুমিও তো সেখানে ছিলে। মাসে কুড়ি টাকা করিয়া সাহায্য করিবার কথা রায় বাহাদুর মহাশয় বলিয়াছিলেন ; এ কথা কি তোমার মনে নাই ভাই ?"

চণ্ডীচরণ বলিলেন, "সে কখন্ ? যদি তোমার স্বর্গলাভ হয়, যদি তুমি অশক্ত হও, তখন। তোমার স্বর্গলাভ হইয়াছে না কি ? যাও, যাও, অনর্থক কথা লইয়া এ সময় ত্যক্ত করিও না।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "না, ত্যক্ত আমি কেন করিব ? কথাটা হইয়াছিল, তাই মনে করাইয়া দিতেছি। রাজার সব গেল, কেবল আমিই বাদ পড়িলাম।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন, "তোমার স্বর্গলাভ হইলে তোমার কথা নিশ্চয়ই রায় বাহাদুরের মনে পড়িত। কেন দাদা, সুবিধা করিয়া কিছু আগে স্বর্গলাভ ঘটাইতে পার নাই ? রাজার সব গেল বলিয়া যদি শুনিয়া থাক, তবে এখন কি জন্য আসিয়াছ ? সব যাওয়ার পরও তোমার জন্য আবার সব হইবে না কি ? দাদা, তোমার কি কোন ধর্ম্মজ্ঞান নাই, একটু বুদ্ধি-বিবেচনা নাই ? এখন এই দুঃসময়, এখন তুমি আসিয়াছ, তোমার স্বর্গলাভের পরে ছেলেপিলের কি হইবে, তাহারই ব্যবস্থা করিতে ? ছিঃ ! মনে করিয়া দেখ, কত উপকারই তুমি পাইয়াছ। মরার পর কি হইবে, তাহাই বলিবার কি এই সময় ?"

রামহরি কৈবর্ত্ত বলিল,"আমি একটা কথা বলি, শুন। এখান হইতে কোন টাকা-কড়ি আর ঠাকুর তুমি পাইবে না। আশা অনেকে অনেক করে, সব কি সফল হয় ? তোমরা ভদ্রলোক। সময় অসময় বুঝিয়া কথা কহিতে জান না ? আমাদের চাষার ঘরে এমন লোক নাই যে,মনুষ্যের বিপদ্-আপদ্ বুঝে না। তুমি ঠাকুর বাড়ী যাও। তোমার যদি অদিন হয়, তখন আমি তোমার খরচের মত টাকা মাসে মাসে দিব। তুমি রাজাকে আর কোন কথা বলিও না।"

রাজা বলিলেন, "চণ্ডী খুড়া, আপনার দাদাকে আপনি অকারণ অনুযোগ করিবেন না। উঁহার সহিত কিছু সাহায্যপ্রাপ্তির কথা ছিল বলিয়াই উনি সে কথার উল্লেখ করিতেছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়,আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, এ সংবাদ আপনি শুনিয়াছেন। আমি এ স্থানে আর থাকিব না, তাহাও আপনি জানেন। এ অবস্থায় আপনাকে মাসিক সাহায্য করিবার কোন ব্যবস্থা করাই আমার পক্ষে সম্ভব নহে। যে যে ঘটনা ঘটিলে আপনি সাহায্য পাইবেন কথা ছিল, তাহার কিছুই ঘটে নাই। তথাপি মনে করা উচিত, কল্যই আপনার মৃত্যু হইতে পারে অথবা আপনি কর্ম্মে অপটু হইতে পারেন। আমি সকল দিক্ ভাবিয়া এ সময়ে আপনাকে কিছু নগদ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারি। তাহার সুদ খাটাইয়া আপনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে থাকুন।"

রামচন্দ্র হৃষ্টভাবে বলিলেন, "আপনার জয় জয়কার হউক। কিছু নগদ টাকা পাইলেই আমার ভবিষ্যতের উপায় হইবে।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন, "রাজা বাবাজী, নগদ টাকা এ সময় আসিবে কোথা হইতে, প্রজারা যে টাকা দিয়া গিয়াছে, তাহা তুমি স্পর্শ করিবে না। ঘরে বা অন্য কোথায় কিছুই নাই। তবে টাকার কথা কেন বলিতেছ? টাকা কড়ি কিছুই এখন হইবে না দাদা। তুমি এখন বাড়ী যাও। রাজার যদি সময় ভাল হয়, তখন তোমার ব্যবস্থা হইবে।"

রামচন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। রাজা বলিলেন, "না না, যাহা হয় একটা উপায় করিতেই হইবে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, কত টাকা হইলে আপনার ভবিষ্যতের ভাবনা ঘুচিয়া যাইবে?"

রামচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল;—বলিলেন,"আজ্ঞে, এক হাজার টাকা হইলেই আমার যথেষ্ট হইবে।"

রাজা বলিলেন, "তাহাই আপনি পাইবেন। আমার স্ত্রীর কতকগুলি অলঙ্কার আছে। তাহার কিছু বিক্রয় করিলে এক হাজার টাকা হইবে। সে অলঙ্কারে আমাদের আর প্রয়োজন নাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অদ্যই টাকা আপনার হস্তগত হইবে।"

রামচন্দ্র সানন্দে বলিলেন, "আপনি কল্পতরু। এখানে আসিয়া কাহাকেও বিমুখ হইতে হয় না। আপনার অশেষ কল্যাণ হইবে।"

চণ্ডী বলিল, "দাদা, আর আশীর্ব্বাদে কাজ নাই। রাণী মার অলঙ্কার বিক্রয়ের টাকা লইয়া ভবিষ্যৎজীবনের তুমি সংস্থান করিতে লজ্জাবোধ করিতেছ না, তোমার আবার আশীর্ব্বাদ! তোমার আশীর্ব্বাদ না পাইলেও রাজার কোন ক্ষতি হইবে না। এখন যাও তুমি, আর এক সময় আসিয়া টাকা লইয়া যাইও।"

রাজা বলিলেন, "না, যাইবেন কেন? বসুন আপনি, হয় তো এখনই টাকা লইয়া যাইতে পারিবেন। খুড়া মহাশয় একবার এ ঘরে আসিবেন কি? আপনারা সকলে দয়া করিয়া একটু বসুন, আমি এখনই আসিতেছি।"

রাজা ও রায়বাহাদুর পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

রামচন্দ্র ধীরে ধীরে রামহরির নিকটস্থ হইয়া বলিলেন "দেখিতেছি, তুমি বেশ বুদ্ধিমান্ লোক। দেবতা-ব্রাহ্মণেও তোমার ভক্তি যথেষ্ট। তোমার বাড়ী কোথায়?

রামহরি বলিলেন, "কেন বল দেখি।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "আর কিছু নয়। বলি, তোমার বুঝি অনেক ধান আছে?"

"আছে।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "বেশ বেশ, আরও হউক। সময় অসময়ে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিব, তুমি তো সাহায্য করিতে আপনিই স্বীকার হইয়াছ। তোমার কল্যাণ হউক।"

রামহরি বলিল, "টাকা ছাড়িলে কি ঠাকুর? রাণীর গহনা বেচিয়া টাকা লইয়া যাইতেছ, আবার ধান চাহ কেন? তোমার আশীর্ব্বাদে আমার কাজ নাই।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "সত্যই কি তুমি মনে কর, এত বড় রাজাটার আর কিছু নাই? সত্যই কি তুমি ভাব যে রাণীর হাতে, কিংবা লুকান টাকা নাই? সত্যই কি তুমি মনে কর, প্রজাদের টাকা রাজা লইবে না? সত্যই কি তুমি মনে কর রাণীর গহনা বেচিয়া আমাকে হাজার টাকা দিতে হইবে? বুদ্ধিমান চতুর লোকে ঐ রকম করিয়াই বলে, ঐরূপ চাপা চাইলে চলে।"

রামহরি উঠিয়া বলিল, "ঠাকুর, তুমি আমার কাছ হইতে সরিয়া যাও। তোমার বাতাস গায়ে লাগিলেও পাপ হয়।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রস্থান।

রাজা ও রায় বাহাদুর অল্পক্ষণ পরেই বাহিরে আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া বসিবামাত্র জীবনকৃষ্ণ-বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "আপনার নিকট অশেষ উপকারে আমি বদ্ধ। কোন প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনার উপকার চিরদিন মনে অঙ্কিত থাকিবে।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "আপনি ভুবন-বিখ্যাত মহাপুরুষ। আপনার উপকার করিতে পারি, এরূপ ক্ষমতা আমার মত ক্ষুদ্র জীবের কি আছে? প্রার্থনা করি, আপনার অনুগ্রহে যেন কখন বঞ্চিত না হইতে হয়।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আমরা আপনাকে দেখিয়াই মোহিত হইয়াছি। আপনি যাহার আশ্রিত, না জানি সেই মহারাণী মাতা কি অলৌকিক-স্বভাবা। তাঁহাকে দর্শন করা আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "কেন এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন? মহারাণী মাতার সহিত আপনাদের অবশ্যই সাক্ষাৎ হইবে। পুণ্যবান্ ব্যক্তির প্রতি তাঁহার কৃপার সীমা নাই। আমার নিকট যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেলিয়া আসিয়াছেন, তাহার কি হইবে?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "থাকুক এখন।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "থাকুক। আমি নিয়তই আপনাদের অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া হয় তো বিরাগভাজন হইয়াছি। আজি এক অতি ভয়ানক অপ্রিয় কার্য্য লইয়া আসিয়াছি। কেমন করিয়া কথাটা উত্থাপন করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাজা বলিলেন, "আপনি সকল কার্য্যেই আমাদের সহিত অতিশয় সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা আমূল আপনার অশেষ সততারই পরিচয় পাইয়াছি। আপনি মহারাণীর পক্ষ হইতে আমাদের সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। আমরা বিক্রয় করিতে উদ্যত না হইলে আপনি ক্রয় করিতে আইসেন নাই; প্রতারণা বা কৌশল করিয়া অল্পমূল্যে কিছুই ক্রয় করেন নাই; যে বিষয়ের যে মূল্য আমরা প্রস্তাব করিয়াছি, তাহাই আপনি দিয়াছেন; বাড়ী-ঘর লইয়াও একদিনও আমাদের সহিত অসৌজন্য করেন নাই; এত দিন দয়া করিয়া এখানে না থাকিতে দিলেও আপনি পারিতেন। লোকজন সকলেই এখন আপনার নিকট আশ্রয় পাইয়াছে; আপনি তাহাদের অনেককে তাড়াইয়া দিলেও পারিতেন। আমার পুত্রের পীড়ার সময় আপনি রাত্রি-জাগরণ, পরিশ্রম, ঔষধ প্রস্তুত করণ, শেষে তাহার অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াছেন। কোথাও তো বিরাগজনক কোন কার্য্যই দেখিতেছি না; যাহা স্মরণ করিতেছি, তাহাতেই তো সাতিশয় কৃতজ্ঞ থাকিবার কারণই দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং আপনি এখন যাহা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন, সে সংবাদও কখনই আমাদের বিরাগজনক হইবে না। বলুন, কি সংবাদ?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন, "বিধুমুখীর বিক্রয় করা বিষয় লইয়া মহারাণী মাতার সহিত আপনাদের মোকদ্দমা চলিতেছিল।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "কি হইয়াছে, বলুন। গত মঙ্গলবারে সে মোকদ্দমা শেষ হইবার কথা। বিশেষ ব্যস্ততায় তাহার সন্ধান লওয়া হয় নাই।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন, "সে মোকদ্দমায় আমরা জয়ী হইয়াছি।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "তাহাই হইবার কথা বটে। ন্যায় ও যুক্তিমতে মোকদ্দমায় আমাদের জয় হইতে পারিত; কিন্তু আইনমতে আমাদের জয়ের কোন আশা ছিল না।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "সে জন্য আপনাদিগকে পঞ্চাশ হাজার টাকার দায়ী হইতে হইয়াছে। এই টাকা আদায়ের চেষ্টা করিতে মহারাণী মাতা আমাকে আদেশ করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন, "অবশ্যই টাকা দিতে হইবে। এক উপায় আছে। আমার স্ত্রীর কতকগুলি অলঙ্কার আছে। তাহা রাখিবার আর কোন আবশ্যক নাই। আমি সেগুলা আনিয়া ফেলি। আপনি দেখুন, তাহাতে এত টাকা হয় কি না।"

রামচন্দ্রের প্রাণ উড়িয়া গেল। গহনা বিক্রয় করিয়া রাজা তাঁহাকে টাকা দিবেন কথা ছিল। এক্ষণে কোথা হইতে জীবন-বাবু চীলের মত আসিয়া তাঁহার মুখের খাদ্য কাড়িয়া লইয়া যায়।

অতি ভীতভাবে রামচন্দ্র উঠিয়া বলিল, "আজ্ঞা অলঙ্কার হইতে আমাকে এক হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন, "তাহা আমার মনে আছে। আপনাকে

সে জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। আপনারা সকলে একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসিতেছি।"

রাজা প্রস্থান করিলেন। অনতিকাল পরে রাজা দুই জন দাসী সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে পুনরাগত হইলেন। সকলেরই হাতে এক একটা অতি সুন্দর বাক্স। সেই বাক্স সকল জীবন-বাবুর সম্মুখে স্থাপন করিয়া, রাজা সকলগুলির চাবি খুলিয়া ফেলিলেন এবং জীবন-বাবুকে বলিলেন, "আপনি দেখুন, এ সকল সামগ্রীর মূল্য কত টাকা হইতে পারে।"

জীবন-বাবু বাক্স হইতে নানাবিধ অলঙ্কার বাহির করিতে লাগিলেন। হীরক-খচিত, মুক্তা-জড়িত, প্রবাল সমন্বিত, চুনী-সংস্কৃত, পান্না-সম্পন্ন বিবিধপ্রকার পরিপাটী স্বর্ণালঙ্কার সেই সকল বাক্স হইতে বাহির হইতে লাগিল। অলঙ্কার সমূহের শোভা ও নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া দর্শকগণ বিমোহিত হইতে লাগিলেন।

জীবন-বাবু সমস্ত অলঙ্কার দর্শনের পর বলিলেন, "রায় বাহাদুর মহাশয়, আপনি এ সকল বিষয়ে হয় তো অভিজ্ঞ আছেন। আমার পক্ষে ইহার মূল্য অবধারণ করা সহজ নহে। একজন সুদক্ষ জহুরী ব্যতীত, ইহার দাম ঠিক করা কঠিন।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আমিও দাম ঠিক করিয়া বলিতে পারি না; কিন্তু ইহার সমস্ত সামগ্রীই আমি স্বয়ং প্রস্তুত করাইয়াছি। এজন্য কত টাকা খরচ পড়িয়াছে, তাহা আমি জানি।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "কত টাকা?"

রায়বাহাদুর বলিলেন, "একলক্ষ টাকার কিছু উপর।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "যাহাই হউক, যদি দাম সুস্থির করিয়া গহনাগুলি বিক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে দুই একদিন সময়ের আবশ্যক।"

রাজা বলিলেন, "অনর্থক সময় নষ্ট করিয়া কোন ফল নাই। আপনি আন্দাজ করিয়া একটা মূল্য স্থির করুন না।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "তাহাতে আপনার ক্ষতি হইতে পারে।"

রাজা বলিলেন, "আমার ক্ষতিতে কিছু যায় আইসে না। আমার যখন এই সকল সামগ্রীতে আর প্রয়োজন নাই, তখন কিছু টাকা এদিক্ ওদিক্ হইলে আমি অনিষ্ট বোধ করিব না।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "তাহা হইলে রাজা মহাশয়, আমি এই সকল অলঙ্কার লইয়া আমাদের পাওনা (করিতে পারি?"

রাজা সবিনয়ে বলিলেন, "বেশ কথা। এ বিষয়ে আমার একটু ভিক্ষা আছে। আপনি আমার যত সা ক্রয় করিয়াছেন, কিছুতেই কোন প্রার্থনা করি ন কেবল কাতরভাবে এই শেষ সামগ্রীগুলিতে আমি সামান্য বেশী টাকা চাহিতেছি।"

জীবন-বাবু বলিলেন, কি বেশী চাহেন, ক করুন।"

রাজা বলিলেন, "দয়া করিয়া এক হাজার বেশী দিতে হইবে। আপনাদের পাওনা পঞ্চাশ হা কাটিয়া লউন, এক হাজার টাকা আমাকে দান ক উপকৃত করুন।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "তাহাতে আমার আ নাই। আমি অলঙ্কার লইয়া যাই। এখনই এ লোক দিয়া এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দিতেছি।"

রাজা বলিলেন, "আপনার কষ্ট করিয়া লোক ইতে হইবে না। আমি আপনার সঙ্গে লোক দি রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি এই বাবুর যান। এখনই আপনার প্রাপ্য হাজার টাকা বাবুর নিকট পাইবেন। নমস্কার হই। আমাকে করিবেন।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা করি আমিও জন্মের মত নমস্কার হই দাদা। আপনি আমার প্রাণে শেল বিঁধিয়া চলিলেন, তাহাতে প্র করি, আর যেন কখন আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ না হয়

দুই জন বেহারা বাক্সগুলি উঠাইয়া লইল। জী বাবু ও পশ্চাতে রামচন্দ্র প্রস্থান করিলেন। রাজা লেন, "গহনাগুলা লইয়া কি করিব, এ জন্য বড় ভ হইয়াছিল খুড়া মহাশয়! এক্ষণে সেগুলা ভাল কা লাগিয়া গেল, ইহা আমার সৌভাগ্য। আমি নি হইলাম। দামী কাপড়-চোপড়, শাল, রুমাল প্র সামগ্রী পূর্ব্বেই বিক্রয় করা হইয়াছে। কেবল বোঝাগুলার গতি কি হইবে ভাবিয়া চিন্তিত ছিল আজি ঋণ-মুক্তির জন্য ওগুলা লাগায় বড় আন বিষয় হইল।"

সকল লোক অধোমুখ। কাহারও মুখে কোন নাই। চণ্ডীচরণ উঠিয়া রাজার নিকটস্থ হইলেন এ বলিলেন, "বাবাজি, এ পাপ-মুখ আর তোমার ন্যায় ম আকে দেখাইব না। যাহার দাদা এরূপ নির্দ্দয়, অমাহ

অকৃতজ্ঞ, তাহার বাঁচিয়া কি ফল? লজ্জায় আমার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

রাজা বলিলেন, "চণ্ডীখুড়া, কেন আপনি এরূপ মনে করিতেছেন? আপনার দাদা নিতান্ত অন্যায় কাজ কিছুই করেন নাই। এই সময়ে এরূপ করিয়া না লইলে বাস্তবিকই উনি আর কিছুই পাইতেন না। ছেলেপিলে লইয়া ব্রাহ্মণকে হয় তো শেষ-জীবনে কষ্ট পাইতে হইত। উনি বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছেন। আপনি এ জন্য দুঃখিত হইবেন না।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন, "তুমি দেবতা, তাই এরূপ ব্যবহারের মধ্যেও ভাল দেখিতেছ। আমার কিন্তু লজ্জায় বিশেষ কষ্ট হইতেছে।"

রাজা বলিলেন, "সে কথা আপনি মনে করিবেন না। এক্ষণে সায়ংসন্ধ্যার সময় হইয়া আসিল। আপনারা সকলে কৃপা করিয়া আমাকে বিদায় দিন। খুড়া মহাশয়, আপনার চরণে প্রণাম করি, চণ্ডীখুড়া, প্রণাম করি, নবীনকৃষ্ণ ভাই, নমস্কার করিতেছি, রামহরি ভাই, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি সুখে থাকিবে; জরিফ, সেলাম করি। কালিকার কথা আজি বলা যায় না। ঈশ্বর কখন্ কাহার অদৃষ্টে কি ঘটাইবেন, তাহা কে জানে? তাই তোমাদের সকলের নিকট আমি বিদায় লইয়া সন্ধ্যাবন্দনা করিতে যাইতেছি।"

রাজা প্রস্থান করিলেন। জরিফ রায় বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হুজুর, রাজা সাহেবের কথাগুলা তো ভাল নয়।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "কি করিব বল। জানি না, ভগবানের মনে আরও কি আছে।"

চণ্ডীচরণ আপন মনে বলিলেন, "রাজা এমন করিয়া প্রস্থান করিলেন কেন? বড় প্রাণ কেমন করিতেছে। আজি আর আহারনিদ্রা নাই; এখানেই বসিয়া থাকিব।"

নানারূপ কল্পনা করিতে করিতে কাহারও কোথায় যাওয়া হইল না। সুহাসিনীর বিশেষ মনশ্চাঞ্চল্য ও কাতরতা হেতু কেবল নবীনকৃষ্ণ বাটী গমন করিলেন। কাহারও আহার-নিদ্রা হইল না। বড় উৎকণ্ঠায় রাত্রি কাটিয়া গেল। অতি প্রত্যূষে অতি ব্যস্তভাবে ভব এক পত্র হস্তে বাহিরে আসিয়া বলিল, "বাবা ঠাকুর, কি হইল? রাজা রাণী কোথায়?"

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রায় বাহাদুর ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায়ও দেখিতে পাইতেছ না?"

ভব সজল-নয়নে বলিল, "না। শোবার ঘর খালি, বিছানার উপর এই পত্র। কি হবে বাবাঠাকুর?"

রায় বহাদুর পত্র লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই উদ্দেশে পত্র লিখিত। তিনি সত্বর আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন,—

"শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণামান্তে নিবেদন—

খুড়া মহাশয়, আমার পত্নীকে লইয়া গভীর রাত্রিতে আমি এ স্থান ত্যাগ করিলাম। আপনার শ্রীচরণে সকল কথা নিবেদন না করিয়া আসায় আমার অপরাধ হইয়াছে। কিন্তু সকল কথা বলিতে হইলে আমার চলিয়া আসা ঘটিত কি না সন্দেহ।

আমার এরূপে আগমন ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় রাজ-অট্টালিকয়া দাসদাসী বেষ্টিত হইয়া বাস করা অসঙ্গত। এখানে সামান্যভাবে জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করাও অসম্ভব, সুতরাং আমাকে প্রস্থান করিতে হইল।

আপনি বোধ হয় সত্বর কাশীযাত্রা করিবেন। যদি অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে চণ্ডী খুড়াকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন।

ভবদিদি, দাসীদিদি ও রামহরিকে বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন।

সুহাসিনী বড়ই শোকাতুরা। তাঁহাকে ও নবীনকৃষ্ণকে শান্ত করিবেন। জরিফ ও অন্যান্য আত্মীয় অনুগত ব্যক্তিগণকে আমার সাদর-সম্ভাষণ জানাইবেন।

একটা স্থানে স্থিরভাবে বসিয়া এবং জীবিকার একটা উপায় করিয়া আপনাদিগের সকলকে সংবাদ দিব।

আমাকে ক্ষমা করিবেন। অন্যান্য সকলকেও ক্ষমা করিতে বলিবেন। চণ্ডীখুড়াকে আমার প্রণাম জানাইবেন। ইতি

প্রণত সেবক

শ্রীউমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।"

রায় হরকুমার বাহাদুরের চক্ষু দিয়া জল পড়িল। চণ্ডী বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। জরিফ কাপড় দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। রামহরি কাঁদিয়া ফেলিল। ভব চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল। অন্তঃপুরে একটা ক্রন্দন-কোলাহল উপস্থিত হইল।

দশম খণ্ড—নির্ব্বেদ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্মাদ।

নীলরতন-বাবু কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সেই ক্ষুদ্র গৃহে শ্যামলাল অবস্থান করিতেছেন। গৃহের সাজ-সরঞ্জাম কিছুই বাড়ে নাই; সেই খড়ের বিছানা আর গঙ্গাজলপূর্ণ মৃৎভাণ্ড ব্যতীত সেখানে আর কিছুই নাই।

বিধুমুখীর ভয়ে এ স্থান হইতে শ্যামলাল সে দিন পলাতক হইয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে বিধুমুখীও গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর ঘনানন্দের আশ্রম-সন্নিধানে একদিন বিধুমুখীর সহিত শ্যামলালের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

বিধুমুখী উন্মাদিনী হইয়াছেন। তাঁহার রোগ অতি বিচিত্র। তাঁহার উন্মাদে লজ্জা আছে, সঙ্কোচ আছে, ধীরতা আছে, বাক্য আছে, রোদন আছে, হাস্য আছে। তাঁহার উন্মাদে অত্যাচার নাই, দৌরাত্ম্য নাই, যুক্তি নাই, বিচার নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই। উন্মাদিনী নবীনার রূপ গিয়াছে, শোভা গিয়াছে, শক্তি গিয়াছে, ধৈর্য্য গিয়াছে; কিন্তু অভাগিনীর স্মৃতি যায় নাই।

শ্যামলাল আপনার ঘরে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। কেন বিধুমুখীর এমন হইল? পাপ তো অনেকেই করে, কাহারও তো এরূপ দুর্দ্দশা হয় না। আমি তো পাপের শেষ রাখি নাই, আমার তো কোন দুর্দ্দশাই ঘটে নাই। অভাগিনী বিধুমুখীর উপর বিধাতার এ নিগ্রহ কেন?

পাপের জ্বালায় বিধুমুখী যেমন জ্বলিতেছে, এমন আর বুঝি কাহারও ঘটে না। বিধুমুখী পাপ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পাপে মজিতে পারে নাই; পাপের রঙ বিধুমুখীর সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রাণে লাগে নাই। বিধুমুখী পাপের সরোবরে ভাসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে ডুবিতে পারে নাই। সেই জন্যই তাহার এই কষ্ট। যাহারা পূর্ণভাবে পাপী, পাপ যাহাদের অস্থি-মজ্জায় মিশিয়াছে,
পাপ যাহাদের অবিচ্ছিন্ন সহচর ও জীবনধারণের উ
স্বরূপ, তাহাদের যন্ত্রণাবোধ তিরোহিত হইয়া যায়, ‘
তাহারা তৃপ্তি ও সন্তোষ অনুভব করে, পাপের অ
তাহারা গৌরব বলিয়া জ্ঞান করে। বিধুমুখীর তা
নাই; সেই জন্যই বুঝি তাহাকে জ্বলিয়া পুড়িয়া ম
হইতেছে।

এই বিষম যাতনার তাড়নায় তাহার মস্তিষ্ক বি
ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। এই পাপের কঠোর পেষণে ত
বুদ্ধি-শক্তি নষ্ট হইয়াছে। অনুতাপের উৎকট শাস
উন্মাদিনী হইয়াছে। তাহার অবস্থা এখন শোচনীয়

শ্যামলাল ভাবিতেছেন, বিধুমুখী এখন দয়ার প
তাহার অপরাধ হেতু কোন দিনই তাহার উপর ত
ক্রোধ ছিল না। সে আমার সম্বন্ধে অত্যাচার করি
বলিয়া কখনই আমার মনে হয় নাই। আমি তাহার
ব্যবহারেই বিরক্ত হই নাই। এখন যে শান্তিতে ‘
হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, যে আকাঙ্ক্ষা-বিহীনতা হেতু তৃপ্তি
অনুভব করিতেছি, বিধুমুখীই তাহার কারণ। বিরা
থাকুক, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাই আমার কর্ত্তব্য।
বিধুমুখীকে ভক্তি করি, পাপীয়সী বলিয়া তা
অবজ্ঞা করিবার কোন কারণই আমি দেখিতে পাই

কি করিলে বিধুমুখীর এ যন্ত্রণা বিদূরিত হয়? ‘
এ বিষম দুরবস্থা অপনোদনের কোন ঔষধ আছে
বিধুমুখী আমার কৃপা চাহে? আমি তাহাকে বি
করিব? কি কৃপা আমি করিতে পারি? কোন ন
সঙ্গিনী করিবার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। ক
প্রতি আমার মমতা নাই। কাহারও বিচ্ছেদে আমা
নাই। কাহাকেও পাইবার জন্য আমার আকিঞ্চন
তবে আমি তাহাকে কি অনুগ্রহ করিব? আ
তাহাকে নিগ্রহ করি না।

তথাপি বিধুমুখীর এই দারুণ দুর্দ্দশা যদি আমার
অপগত হয়, তাহার উপায় করা আমার কর্ত্তব্য। কি
উচিত? কি করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? বিধু
আর কোথাও যাইতে দিব না, তাহাকে সময়মত
হার করাইব, তাহাকে ঔষধ সেবন করাইব, ‘

প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিব। এ সকলই ত আমি করিতে পারি। কেন তাহা না করিব? পীড়িতার শুশ্রূষা করাও একটা পরম প্রীতিজনক ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম কেন না করিব?

আমি তো ঘোর পাপী; আমার পাপের স্মরণেও পাপ হয়; তথাপি পরম পুণ্যাত্মা পুরুষেরাও তো আমাকে দয়া করিয়া থাকেন; সংসারের অনেক লোকই তো আমার প্রতি কৃপাবান্। দয়া ও ক্ষমাই মহত্তের লক্ষণ। বিধুমুখী কেন ক্ষমা লাভ করিবে না? কেন সে দয়া ভোগ করিবে না? বিধুমুখী আমার কোন অপকার করিয়াছে বলিয়া মনে করি না, বরং তাহা দ্বারা আমার প্রকারান্তরে ইষ্টই হইয়াছে। সুতরাং কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের জন্য তাহাকে যত্ন করিতে আমি বাধ্য।

শ্যামলাল যখন এইরূপ চিন্তামগ্ন,তখন তাঁহার প্রকোষ্ঠের দ্বারে মধুমাখা কোমল নারী-কণ্ঠে সঙ্গীত উঠিল,—

"সে বাঁশী বাজে আর কই?
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
যে বাঁশী বেজেছে সই,
সে বাঁশী বাজে আর কই?"

শ্যামলাল ব্যস্তভাবে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে মলিন-বেশা, শীর্ণকায়া, রুক্ষকেশা এক রমণী আপন মনে এই মোহময় সংগীত-সুধা বর্ষণ করিতেছেন।

এই কি সেই বিধুমুখী? কে বলিবে যে, এই নারী সেই বিলাসময়ী, লাবণ্যোজ্জ্বল-কলেবরা, সুষমাময়ী বিধুমুখী! কিন্তু এই সেই নারীই সেই ভুবনমোহিনী।

শ্যামলাল ডাকিলেন, "বিধুমুখি, ভিতরে আইস।"

বিধুমুখী মৃদুস্বরে বলিলেন, "না না, ভিতরে কেন? যত বাহিরে থাকা যায়, ততই ভাল। তুমি কে? তুমিই তো সেই শ্যামরায়। তুমি কি এখন বাঁশী বাজাইতে ভুলিয়া গিয়াছ?"

সে বাঁশী বাজে আর কই?
শুনি যার গান, আকুল পরাণ, ত্যজি কুলমান
পাগলিনী মোরা হই॥
সে বাঁশী আবার বাজিল কই?"

সেই সুধামাখা কণ্ঠে সংগীতের সুমধুর লহরী-লীলা। এমন সুমধুর সংগীত আর কখন কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া শ্যামলালের মনে হইল না। গীতধ্বনি শেষ হইলে শ্যামলাল বলিলেন, "বিধুমুখি, ভিতরে আইস! তোমাকে অনেক কথা বলিব।"

বিধুমুখী বলিলেন, "কথায় কাজ নাই। কথা শেষ হইয়াছে। চল, ঘরে যাই। তুমি বলিতে পার, কেন বাঁশী থামিয়া গেল?"

বিধুমুখী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্যামলাল তাঁহার পশ্চাতে আসিলেন;—বলিলেন, "বিধুমুখি, বইস।"

বিধুমুখী সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন;—বলিলেন, "বসিয়া, শুইয়া, ভাবিয়া, কাঁদিয়া দিন গেল; কিন্তু কাজ কিছুই হইল না। না হয়, না হউক; এখন বাঁশী থামিল কেন, তুমি বলিতে পার?

শরৎ-রজনী প্রফুল্ল, মেদিনী, কল-প্রবাহিণী,
যমুনা বহিছে অই।
সেই বৃন্দাবন, সেই সে কানন, সখাসখীগণ,
বাঁশী-রব তবে কই?"

সেই মধুর সংগীত ক্ষান্ত হইলে শ্যামলাল বলিলেন, "বাঁশী আবার বাজিবে। বিধুমুখি, তুমি স্থির হও, বাঁশী আবার বাজিবে।"

বিধুমুখী হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া বলিলেন, "না না, বাঁশী আর কি বাজে? তুমি বুঝি কিছুই জান না?

মদন-মোহন, মুরলী-বাদন, ছাড়া বৃন্দাবন,
নাহি তথা রাই রসময়ী।
তাই সেই বাঁশী, বাজিতে উদাসী, আশাজলে ভাসি
(শুধু) কান পাতি মোরা রই॥"

আবার সেই হৃদয়-দ্রব-কর সুমধুর সংগীত ক্ষান্ত হইল। শ্যামলাল বলিলেন, "তুমি স্থির হও বিধুমুখি, আমি তোমাকে বাঁশী শুনাইব। একটু ধৈর্য্য ধর, আমার কথা শুন, তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি যাহা চাও, তাহাই পাইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন, "ধৈর্য্য ধরিতে বলিতেছ—স্থির হইতে বলিতেছ—বৃথা এ প্রবোধ—

বাঁশী বাজিল না আর,
কত কাল হ'ল, সকল তেয়াগি, রাখিনু পরাণ,
শুনিতে বাঁশীর গান।
ফুরাইল আশা, যায় এ জীবন, না পশিল কানে,
সেই সুধাময় তান॥
বাঁশী বাজিল না আর।"

শ্যামলাল বলিলেন, "তুমি হৃদয়-বৃন্দাবন অন্বেষণ কর, বিধুমুখি! সেখানেই রাধাশ্যাম বিরাজ করিতেছেন, সেখানে নিয়ত বাঁশী বাজিতেছে। কান পাতিয়া শুন।"

বিধুমুখী বলিলেন, "না না, মিথ্যাকথা বলিও না। আমার হৃদয়ে কিছু নাই—কেবল ফাঁক—শূন্য। তুমি মিথ্যাকথা বলিয়া ফাঁকি দিতেছ কেন? শ্যামরায়

বড় নিষ্ঠুর। নয়নের জল, হাহাকার, প্রাণত্যাগ কিছুতেই তাহার পাষাণ প্রাণ বিগলিত হয় না। সে কেন এমন কঠিন হইল, বলিতে পার? কিসে তাহার দয়া হয়, জান? যাহার জন্য লোকে মরে, সে কেন দয়া করিতে জানে না? আচ্ছা—আচ্ছা, কত দিনে তাহার দয়া হয়, তাহা আমি না দেখিয়া ছাড়িব না। কাঁদিব, ছট্‌ফট্‌ করিব, হাহাকার করিব, তথাপি মরিব না।

বাঁশী বাজিল না আর।
বাজিবে আশা, থাকিব বাঁচিয়া, দেখিব কতই
নিঠুর পরাণ তার॥
তবু—বাঁশী বাজিল না আর।"

শ্যামলাল বলিলেন, "বিধুমুখি, তুমি ভুল বুঝিতেছ। ভক্তি থাকিলে, প্রাণের একাগ্রতা হইলে, মন তদ্গত হইলে, বাঁশীর তান শুনিতে পাওয়া যায়। তুমি প্রাণকে স্থির কর, হতাশ হইও না। নিশ্চয়ই বাঁশী শুনিতে পাইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন, "সত্যই বলিতেছ? সত্যই বলিতেছ বই কি! তবে বাঁশী শুনিতে পাইব? শুনিতে পাইতেছি কৈ?"

পাগলিনী কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শ্যামলাল উন্মাদিনীর নিকটে গিয়া বলিলেন, "বিধুমুখি, স্থির হও। কাঁদিলে যে বাঁশী বাজায়, সে দুঃখিত হইয়া চলিয়া যাইবে। তুমি মন স্থির কর, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বাঁশী শুনাইব।"

বিধুমুখী বলিলেন, "তবে না হয় আর কাঁদিব না। তুমি বাঁশী শুনাও।"

শ্যামলাল বলিলেন, "শুনাইব, তুমি কিছু আহার করিবে কি?"

বিধুমুখী বলিলেন, "আহার—অনেক দিন, অনেক আহার করিয়াছি। আহার করিলে বাঁশী শুনিতে পাওয়া যায় না। আহার না করিয়া দেখিব, বাঁশী শুনা যায় কি না।"

শ্যামলাল বলিলেন, "না, তোমাকে কিছু আহার করিতে হইবে। আমি তোমাকে স্নান করাইয়া দিব, একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাইয়া দিব, কিছু আহার করাইব, তাহার পর বাঁশী শুনিবার উপায় করিয়া দিব। যে বাঁশী বাজায়, সে অপরিষ্কার, মলিন, বেশভূষাহীন, কদাকার লোককে ভালবাসে না; তাহাদের বাঁশী শুনাইতে চাহে না। তুমি আমার কথা শুন, বাঁশী শুনিতে পাইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন, "এ কথা সম্ভব বটে। তুমি আমাকে পরিষ্কার করিয়া দাও।"

শ্যামলাল বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন, তিনি বিধুমুখীর শুশ্রূষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু তা[illegible] উপায় কি? তাঁহার তৈল নাই, বস্ত্র নাই, জল নাই, [illegible] নাই, পয়সা নাই, পীড়িতার শুশ্রূষা করেন কি প্রকা[illegible] হঠাৎ তাঁহার একটা কথা মনে পড়িল। বিধুমুখীর আ[illegible] মনের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে একদল বঙ্গদেশীয় যাত্রী ক[illegible] পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্তি দূর করিবার অভিপ্রা[illegible] শ্যামলালের আশ্রম-সন্নিধানে বসিয়াছিল। শ্যামলা[illegible] সহিত তাহাদের অনেক কথা হইয়াছিল এবং তাহারা ভিক্ষুক বা দুঃখী মনে করিয়াই হউক অথবা জ্ঞান[illegible] সন্ন্যাসী মনে করিয়াই হউক, শ্যামলালকে একটি সি[illegible] দিয়া প্রণাম করিয়াছিল। শ্যামলাল সেই সিকি ফিরা[illegible] লইবার জন্য বার বার তাহাদিগকে অনুরোধ করি[illegible] ছিলেন। তাহারা কোন মতেই তাহা গ্রহণ করে না[illegible] শ্যামলালও তাহা স্পর্শ করেন নাই; মনে করিয়াছি[illegible] কোন ভিক্ষুককে তাহা তুলিয়া লইতে বলিবেন। এ[illegible] দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে ভিক্ষুক হইতে হইল। তিনি [illegible] সিকি তুলিয়া লইলেন; তাহার পর বিধুমুখীকে ব[illegible] লেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি বাঁশীওয়াল[illegible] এখনই ডাকিয়া আনিতেছি।"

বিধুমুখী তখন ধীরে ধীরে হাততালি দিতে দি[illegible] মৃদুস্বরে একটা গান গাহিতেছিলেন। তিনি শ্যামলা[illegible] কথা শুনিলেন না, তাঁহার দিকে চাহিয়াও দেখিলেন [illegible]

শ্যামলাল অতি দ্রুতভাবে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্বালা।

অতি অল্পকাল পরে শ্যামলাল এক কলসী জল, খুরি তৈল, কিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী লইয়া প্রত্যাগত হই[illegible] বিধুমুখী তখনও পূর্ব্বাবস্থায় আসীনা, হাস্যমুখী সংগীত-নিরতা।

শ্যামলাল আসিয়াই বিধুমুখীর মাথায় খানিকটা [illegible] ঢালিয়া দিলেন এবং হাত দিয়া তাহা বেশ করিয়া ম[illegible] ইয়া দিলেন। তখন বিধুমুখী মুখ ফিরাইয়া শ্যামল[illegible]

দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বলিলেন, "শ্যামরায় নিষ্ঠুর নহেন। যে বলে তিনি নিষ্ঠুর, সে মিথ্যাবাদী। তোমার অতিশয় দয়া। তবে তুমি বাঁশী বাজাও না কেন?"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমি তোমাকে বলিয়াছি, বাঁশী আবার বাজিবে। তুমি কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিলেই বাঁশী শুনিতে পাইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন, "চুপ করিয়াই তো আছি। কত কাল চুপ করিয়া থাকিব? আর যে থাকা যায় না। এখন কাপড়া না করিলে চলিতেছে না।"

শ্যামলাল তৈল মাখাইয়া, বিধুমুখীর মাথায় ভাণ্ডে করিয়া ধীরে ধীরে জল ঢালিয়া দিলেন। তাহার পর আপনার গামছা দিয়া বিধুমুখীর গা মুছাইয়া দিলেন। তাহার পর স্বয়ং সেই ভিজা গামছা পরিয়া আপনার কাপড়খানি বিধুমুখীকে পরিতে দিলেন। বিধুমুখী কাপড় পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না।

তখন শ্যামলাল বলিলেন, "তবে বাঁশীওয়ালা আর আসিবে না। সে আসিতেছিল, অনেক দূর আসিয়াছিল। তুমি কথা শুনিতেছ না বলিয়া ঐ চলিয়া যাইতেছে।"

বিধুমুখী বলিলেন, "না না, তাঁহাকে দাঁড়াইতে বল, আসিতে বল, আমি সব কথা শুনিব।"

বস্ত্র-পরিবর্ত্তন হইলে শ্যামলাল বলিলেন, "একটু খাও—তোমার জন্য খাবার আনিয়াছি—একটু খাও।"

বিধুমুখী বলিলেন, "খাব কেন? অনেক খাইয়াছি, আবার কি খাইব? আমি আজি অমৃত খাইতেছি। তুমি কখন অমৃত খাইয়াছ কি? তুমি মেয়েমানুষের পায়ের লাথি খাইয়াছ? ছিঃ ছিঃ! তুমি আবার মানুষ! অমৃত খাওয়া তোমার কপালে ঘটে কি? তুমি যে কিছুই জান না। লাথি মারিলে অমৃত খাইতে পাওয়া যায়, ইহা তুমি জান কি? তাহা জানিলে এত দিন কত লাথি তুমি মারিতে। মার না, লাথি মার না! এঃ, তুমি কিছুই পার না।"

শ্যামলাল বলিলেন, "তোমাকে এখন কিছু আহার করিতেই হইবে। কথা না শুনিলে আমি বাঁশীওয়ালাকে তাড়াইয়া দিব।"

বিধুমুখী বলিলেন, "না না, তাহাকে তাড়াইয়া দিলে আমি মরিয়া যাইব। ডাক তাহাকে, শীঘ্র ডাক। কৈ, কি খাইতে দিবে দেও।"

শ্যামলাল তখন একখানি বরফি লইয়া বিধুমুখীর হাতে দিলেন। বিধুমুখী বলিলেন, "সত্যই তুমি কিছুই জান না। অমনই কিছু খাইতে আছে কি? প্রসাদ খাইতে হয়। তুমি প্রসাদ করিয়া দেও, নইলে খাইব কেন? তুমি এত বোকা না হইলে লাথি খাইতে পার, লাথি মারিতে পার না। প্রসাদ করিতে জান না?"

তখন বিধুমুখী একখানি বরফি লইয়া সহসা শ্যামলালের মুখে ধরিলেন। শ্যামলাল অগত্যা তাহার কিয়দংশ ভোজন করিলেন। বিধুমুখী সেই ভুক্তাবশিষ্ট বরফিখণ্ড আপনার মুখে ফেলিয়া দিলেন এবং অতিশয় উৎসাহ ও আনন্দের সহিত গান ধরিলেন,—

"বাঁশী বাজিল আবার।
সে ধীর সমীরে, যমুনার তীরে, বাঁশী অতি ধীরে
ছাড়িল মধুর তান।
নীরব যমুনা, ধীরে বহে বায়ু, নিস্তব্ধ বিহঙ্গ,
পুলকে পূরিল প্রাণ॥
বাঁশী বাজিল আবার।"

শ্যামলাল দেখিলেন, আনন্দে উন্মাদিনীর শরীর কণ্টকিত হইয়াছে এবং মোহাবেশে তাঁহার নয়ন মুকুলিত হইয়াছে। শ্যামলাল বলিলেন, "আর কিছু খাও, আর একটু খাইলে আরও ভাল করিয়া বাঁশীর গান শুনিতে পাইবে।"

বিধুমুখী অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলিলেন, "আঃ! কথা কহিতেছ কেন? চুপ করিয়া বাঁশী শুন এখন।

বাঁশী বাজিল আবার।
শুন স্থির মনে, নড়িও না কেহ, রহ সাবধানে,
বাজিছে শ্যামের বাঁশী।
উথলে যমুনা, হাসিছে চাঁদিমা, বিহ্বল অবনী,
বাঁশী ঢালে সুধারাশি॥
পশুপাখী আদি, বৃক্ষলতা সব, অবশ হইয়ে,
শুনিছে বাঁশীর ধ্বনি।
হাসায় কাঁদায়, প্রাণ কাড়ি লয়, সবে ক্ষিপ্ত হয়,
মোহময় বাঁশী শুনি।
বাঁশী বাজিল আবার।"

শ্যামলাল দেখিলেন, বিধুমুখী যেন নিদ্রাবেশে ঢলিয়া পড়িতেছেন। তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "বিধুমুখি, তুমি আর কিছু না খাইলে বাঁশীওয়ালা চলিয়া যাইবে বলিতেছে। তাহা হইলে এমন সুধাময় বাঁশীর রব তুমি আর শুনিতে পাইবে না।"

তখন সেই উন্মাদিনী অবশ শরীরে শ্যামলালের দেহের উপর ঢলিয়া পড়িলেন। শ্যামলাল জানিতেন, উন্মাদরোগে নিদ্রা বড় হিতজনক। অতএব বিধুমুখীর নিদ্রার ব্যাঘাত করা অবিধেয় বোধে তিনি আর কোন কথা

করিলেন না ; একটু নড়িয়া বসিলে পাছে বিধুমুখার নিদ্রা-ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। শ্যামলালের দেহে দেহ স্থাপন করিয়া বিধুমুখী গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন।

এইরূপ সময় সেই গৃহ-দ্বারে নীলরতন-বাবুর মূর্ত্তি পরিস্ফুট হইল। শ্যামলাল তাঁহ কে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। নীলরতন-বাবু নিকটে আসিলে পাছে বিধু-মুখীর নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় শ্যামলাল অতি মৃদুস্বরে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া দিলেন। সমস্ত শুনিয়া নীলরতন বলিলেন, "এক্ষণে ইহার শুশ্রূষার জন্য অর্থ চাই, নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী চাই, লোকও চাই। আমাকে অনু-মতি করুন, আমি সকলই পাঠাইয়া দিই।"

শ্যামলাল বলিলেন, "জানি না, ভগবানের কি বাসনা, তাঁহার যাহা ইচ্ছা,তাহাই হইবে, আমাদের সাবধানতা বা ব্যবস্থা অনর্থক। একটা রুগ্ন স্ত্রীলোকের সেবায় আমাকে নিযুক্ত হইতে হইবে, ইহা আমি জানিতাম না। নানা-প্রকার দ্রব্যসামগ্রী আমাকে আহরণ করিতে হইবে, ইহা আমি একবারও ভাবি নাই। কাহারও জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে, ইহা আমি কখন মনে করি নাই। কিন্তু এই নিঃসহায় নারীর যত্ন করা তো ধর্ম। আমি কর্ত্তব্য বিবেচনায় এই ভার গ্রহণ করিয়াছি। এ ভার আমি ছাড়িতে পারিব না। পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ না করা পর্য্যন্ত আমাকে বিধুমুখীর জন্য নানা প্রকারে ব্যস্ত হইতে হইল। ইহাই বোধ হয়, ভগবানের বাসনা।"

নীলরতন বলিলেন, "তাহা হইলে আপাততঃ কি কি পাঠাইব? কোন্ কোন্ সামগ্রীর এখনই প্রয়োজন হইবে?"

শ্যামলাল নানাপ্রকার আশু প্রয়োজনীয় সামগ্রীর নাম করিয়া বলিলেন, "মহাশয় সবই জানেন। এ অবস্থায় যে যে সামগ্রীর আবশ্যক হইবে, আপনি তাহা বুঝিয়া পাঠাইবেন। আমি আর কি বলিব? আমি বহুদিন আপনার কৃপায় ভিক্ষা করার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু এখন আমাকে এই পীড়িতা নারীর জন্য আবার ভিক্ষা করিতে হইতেছে। আপনি দয়া করিয়া আমার প্রতি কৃপা করিবেন; অধমকে আবশ্যক মত জিনিস-পত্র ও কিঞ্চিৎ অর্থ ভিক্ষা দিবেন; আর সময়ে সময়ে আমার সন্ধান করিবেন।"

নীলরতন-বাবু বলিলেন, "এ জন্য আপনি এরূপভাবে কথা কহিতেছেন কেন? আপনার সকল প্রয়োজনে সাহায্য করিতে আমরা সদা প্রস্তুত। আপনি কোন উপকারই গ্রহণ করেন না, ইহাই আমাদের দুঃখ। আ[মি] এখনই জিনিস-পত্র পাঠাইয়া দিতেছি; টাকা লইয়া শী[ঘ্র] স্বয়ং আসিতেছি। আমি বার বার সংবাদ লইব, এ ক[থা] বলাই বাহুল্য।"

নীলরতন-বাবু প্রস্থান করিলেন। অনতিকাল [পরে] বিধুমুখীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শ্যামলালের দেহ হই[তে] আপনার দেহ উঠাইয়া বলিলেন, "বাঁশী সমান বা[জি]তেছে। বাঁশী শুনিতে শুনিতে আমি বিহ্বল হইয়া[ছি]। যে বাঁশী বাজাইতেছে, তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যা[কুল] হইয়াছি। তাহাকে তুমি কখন দেখিয়াছ কি? বোধ[...] তাহার মত সুন্দর ত্রিভুবনে আর কিছুই নাই।

বাঁশী বাজিল আবার।
যাঁহার বাঁশরী, ছাড়ে এই তান, না জানি সে জন
কিরূপ রূপের নিধি।
চল যাই সখি, হেরিতে তাঁহায়, যদি দিয়াছেন
দয়া করি আঁখি বিধি॥
বাঁশী বাজিল আবার॥"

শ্যামলাল বলিলেন, "তুমি যদি আমার [...] শুন, তাহা হইলে সেই রূপের নিধিকে দে[খিতে] পাইবে।"

বিধুমুখী সাগ্রহে বলিলেন, "দেখিতে পাইব? [...] কথা শুনিব বই কি। তোমার বড় দয়া, তোমার [...] শুনিব না? বল, কি কথা শুনিতে হইবে?"

শ্যামলাল বলিলেন, "তুমি আর কিছু আহার [...] তাহা হইলেই যে বাঁশী বাজাইতেছে, তাহাকে দে[খিতে] পাইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন, "আবার আহার কেন? [...] দেবতার প্রসাদ খাইয়া অমর হইয়াছি। আবার [...] করিব কেন? আহারে তো আর প্রয়োজন নাই।"

শ্যামলাল বলিলেন, "কথা না শুনিলে, যে বাঁশী [...] সে বড় দুঃখ করে, অভিমান করে। তাহাকে [...] করা উচিত কি?"

বিধুমুখী বলিলেন, "তা কি করা যায়? প্রা[...] পারা যায়, কিন্তু তাহার একটু বিরস বদন [...] পারা যায় না। কিন্তু সে দুঃখ করিবে, অভিমান [...] তুমি কি তাহাকে দেখিতে পাও? আমাকে [...] দেখাইয়া দিতে পার?"

শ্যামলাল বলিলেন, "পারি। তুমি যদি আমা[র কথা] শুন, তাহা হইলেই দেখাইবার উপায় করিতে পারি।"

বিধুমুখী বলিলেন, "তোমার সহিত তাহা[...]

অনিষ্ঠতা। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই সে করিবে? তুমি তো খুব সুখী। তোমার সুখের একটু ভাগ দাও না।"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমার সুখের সমান ভাগ তোমাকে দিব, তুমি আমার কথা শুনিয়া কিছু আহার কর।"

বিধুমুখী বলিলেন, "তুমি কেবল আহার আহার বল কেন? তোমার কি আর কোন কথা নাই? তোমার সহিত বাঁশীওয়ালার ভাব হইল কেন? বাঁশীওয়ালাকে প্রতিদিন তুমি দেখিতে পাও? বাঁশীওয়ালা কোথায় থাকে, তুমি জান? আমাকে সেখানে সঙ্গে করিয়া লইয়া চল না, দোহাই তোমার!"

বিধুমুখী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অগত্যা শ্যামলালকেও উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। হঠাৎ শ্যামলালের হাত ছাড়িয়া দিয়া বিধুমুখী একবার সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর বলিলেন, "সে—সে বাঁশীওয়ালা তুমি নও তো? তোমার হাতে হাত দিয়া আনন্দে আমার প্রাণ ভরিয়া গেল কেন? সোহাগে হৃদয় পূর্ণ হইল কেন? কি সুগন্ধ! কি দিব্য-কান্তি! তুমিই সেই বাঁশীওয়ালা। তাই তুমি তাঁহাকে যখন ইচ্ছা তখন ডাকিতেছিলে; ইচ্ছায় সরাইয়া দিতেছিলে। তাই তুমি তাহার দুঃখ-অভিমানের জমাখরচ রাখিয়া থাক। সে তবে তুমি? হঁ, তুমিই বাঁশীওয়ালা। আহা, আহা, কি রূপ! এত রূপ তোমার! আবার বাজাও, আরও বাজাও। আহা, কি শুনাইলে! মরি মরি, কি দেখাইলে! তোমার বাঁশী শুনিতে, তোমার রূপ দেখিতে যেন কখন বঞ্চিত হইতে না হয়। তোমার চরণে ধরি, আর ফাঁকি দিও না। দিবে? দিবে? তোমার পা ছাড়িব না।"

সহসা পাগলিনী ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেলেন এবং কাতরভাবে শ্যামলালের চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। শ্যামলাল তাঁহাকে আগ্রহ সহকারে উঠাইতে গিয়া দেখিলেন, অভাগিনী বিধুমুখীর চৈতন্য নাই।

একাদশ খণ্ড—দারিদ্র্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গুরু মহাশয়।

বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর নদের তীরে বনপুর নামে একটি নাতিবৃহৎ পল্লীগ্রাম আছে। গ্রামের পথ-ঘাট বেশ পরিষ্কার; অধিবাসিগণের বাসগৃহগুলি তৃণাচ্ছাদিত; কেবল জমীদারের পূজার দালান ও বসু বাবুদিগের বাটীর একাংশ পাকা। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকেরই বাস আছে। বনপুরে ইতর-জাতীয় লোকের অপেক্ষা ভদ্র অধিবাসীর সংখ্যা অধিক বলিয়া বোধ হয়। গ্রামে বিশেষ ধনশালী লোকের বাস না থাকিলেও অনেকেরই গ্রাসচ্ছাদন সম্বন্ধে কোনই কষ্ট নাই। দোল-দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া-কর্ম্ম অনেকের বাটীতেই হইয়া থাকে। অধিবাসিগণের অনেকেই কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকাপাত করেন। অনেকে স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, অনেকে কাহারও সহিত ভাগে চাষ করেন। প্রায় সকল লোকের বাটীতেই দুই চারিটা ধানের গোলা, বিচালির পালা, গোশালা, অনেক গাই-বলদ দৃষ্ট হয়।

বনপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। তাঁহার বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে; দেহ সুগঠিত ও বলশালী। নরসুন্দরের নিপুণতায় সপ্তাহে দুইবার করিয়া তাঁহার বদন শ্মশ্রু-গুম্ফ-পরিশূন্য হইয়া থাকে। তাঁহার মস্তকের মধ্যদেশে এক স্থূল শিখা। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কৃষিকর্ম্ম আছে, কুড়িটা ধান্যপূর্ণ বড় বড় গোলা আছে, ধান ধার দেওয়ার কারবার আছে, আর জমীদারী আছে। সর্ব্বসমেত তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। এ আয় অন্যত্র সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও বনপুরের জনগণের বিবেচনায় ইহা বিপুল। গ্রামের আর কোন লোকেরই আয় এত অধিক নহে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিরহঙ্কার, শিষ্ট ও শান্ত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার এক ভয়ানক দোষ, তিনি বড় একগুঁয়ে। ভাল হউক, মন্দ হউক, যে কথা তাঁহার মাথায় একবার

প্রবেশ করিবে, তাহা তিনি কোন মতেই ছাড়িবেন না এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে বিরত হইবেন না। এরূপ লোক প্রায়ই বড় কানপাৎলা হইয়া থাকে। কেহ কোন কথা একটু আগে গুছাইয়া বলিয়া রাখিলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রায়ই তাহা অখণ্ডনীয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং নিতান্ত একগুঁয়েমি হেতু পরে তদ্বিষয়ক অকাট্য বিরোধী প্রমাণেও কর্ণপাত করিতেন না। গ্রামমধ্যে মাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতাপ ও আধিপত্য অসাধারণ। গ্রামের জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, থানা, পুলিস সকলই চক্রবর্ত্তী মহাশয়। সর্ব্বপ্রকার বিরোধই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বারা মীমাংসিত হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয় দয়ালু ও পরোপকারী। কাহাকেও নিতান্ত অক্ষম বুঝিলে তিনি তাহার নিকট প্রাপ্য ধান ছাড়িয়া দেন; কাহাকেও বিপন্ন বুঝিলে তিনি তাহার বিবিমতে সাহায্য করেন; কাহারও আপদ্-বিপদ্ হইলে তিনি তাহার বাটীতে যাতায়াত করিয়া সুব্যবস্থা করেন। তিনি এখনকার হিসাবে লেখা-পড়া জানেন না। ইংরাজী পাঠ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। সামান্ত সংস্কৃত তিনি পড়িয়াছিলেন। বাঙ্গালা লেখা-পড়াও শিখিয়াছিলেন, তাঁহার হাতের বাঙ্গালা অক্ষর অতি সুন্দর। জমা-খরচ বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়, জমীদারী কাগজপত্রে অতিশয় অভিজ্ঞ। বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রাদি তিনি পাঠ করিতেন। বাঙ্গালা পরিচিত গ্রন্থকারের পরিচিত পুস্তকমাত্রই তিনি পাঠ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় অনুবাদিত অনেক আইনগ্রন্থও তিনি দেখিয়াছেন।

তাঁহার বাটীতে দোল, দুর্গোৎসব ইত্যাদি অনেক উৎসব হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে কোন আড়ম্বর হয় না, কিন্তু অনেক লোকজন আহার করে। চিরাগত সামাজিক নিয়মপালনে চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিয়ত সচেষ্ট, কিন্তু ইহা তাঁহার জানা ছিল যে, তিনি কোন নিয়মের ব্যতিচার করিলে সমাজের কোন লোক কোন কথা কহিতে সাহস করিবে না। স্বকীয় প্রভুতার বলে, স্বার্থসাধনার্থ আবশ্যক হইলে, একগুঁয়েমি হেতু কখন কখন তিনি সামাজিক ব্যবস্থারও বিপর্য্যয় করিতে সাহসী হইতেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে কিছু দিন হইতে একটি পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামে একটি এণ্ট্রান্স স্কুল আছে; কিন্তু তাহাতে বেশী বাঙ্গালা পড়া হয় না এবং দেশীয় প্রণালীমত অঙ্কাদি শিক্ষা হয় না। এ জন্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় যত্ন করিয়া বাটীতে একটি পাঠশালা বসা[ইয়া]ছেন। পাঠশালায় অনেকগুলি ছাত্র জুটিয়া[ছে।] [চক্র]বর্ত্তী মহাশয়ের পূজার বাড়ীতে পাঠশালা [বসিয়া থাকে।] দালানটি পাকা; তাহার সম্মুখে তৃণাচ্ছাদিত ও বৃক্ষের খুঁটির উপর স্থাপিত এক অতি বৃহৎ আ[টচালা] আছে। সেই স্থানেই পাঠশালা বসিয়া থাকে। এক ব্র[াহ্মণ] যুবা এই পাঠশালার গুরুমহাশয় হইয়াছেন। গুরুম[হাশয়] যেমন রূপবান্, তেমনই গুণবান্। তাঁহার শিক্ষ[া]-পদ্ধতি বড়ই বিচিত্র; গ্রামের লোক তাঁহাকে সর্ব্ব[জ্ঞ] বলিয়া বিশ্বাস করে। ছাত্রগণ এই গুরুমহাশয়ের [পরম] অনুরাগী এবং গ্রামের তাবৎ নরনারী তাঁহার পরম [ভক্ত।]

গুরুমহাশয় কাহারও নিকট কোন বেতন [দাবী] করেন না; ছাত্রদিগকেও কোন নিয়মিত বেতন [দিতে] হয় না। যে ছাত্র অনায়াসে যখন যাহা দিতে পারে, তাহাই গ্রহণ করেন। অনেক ছাত্র কখনই কিছু [দেয়] না। যে কিছু দিতে পারে এবং যে কখনই কিছু [দিতে] পারে না, উভয়েই সমান আদরে ও সমান যত্নে শিক্ষা [লাভ] করে। গুরুমহাশয় কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা [করেন] না। প্রাপ্তির তারতম্য অনুসারে তাঁহার ছাত্রগণের [প্রতি] স্নেহ ও আগ্রহের কোন তারতম্য হয় না। কোন [ছাত্র] কোন মাসে দুই এক আনার অধিক বেতন দিলে [তিনি] তাহা গ্রহণ করেন না।

গুরুমহাশয় মিষ্টভাষী, হাস্যবদন ও কর্ত্তব্যপ[রায়ণ।] প্রাতে দুই ঘণ্টা ও বৈকালে তিন ঘণ্টা কাল তিনি [পাঠ]-শালায় ছাত্রদিগকে পাঠ দেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ও [প্রাতে] তিনি গ্রামে বাহির হইয়া গ্রামস্থ তাবতের তত্ত্বা[বধান] করেন। প্রয়োজন হইলে তিনি অতি প্রাতে [উঠিয়া] কাহারও জন্ত ডাক্তার কবিরাজ ডাকিয়া আনেন, [স্বয়ং] আসিয়া কাহারও জন্ত বাজার হইতে দ্রব্যসামগ্রী [কিনিয়া] আনিয়া দেন, রাত্রি জাগিয়া কোন পীড়িত ব্যক্তির [সেবা] করেন। এক বাটীতে একটি আত্মীয়স্বজন-শূন্য [বৃদ্ধা বাস] করেন। কাষ্ঠাভাবে তিনি আজি পাক করিতে পা[রিবেন] না দেখিয়া, গুরুমহাশয় কুঠার লইয়া তাঁহার কাষ্ঠ [চেলা] করিয়া দিলেন। স্থানান্তরে এক ব্যক্তি জলাভাবে [কষ্ট] পাইতেছে দেখিয়া, গুরুমহাশয় নদী হইতে প্রকাণ্ড কলসী জল তুলিয়া আনিলেন। আর এক স্থানে [এক] দরিদ্র বিমর্ষবদনে বসিয়া আছে দেখিয়া গুরু[মহাশয়] সহানুভূতিব্যঞ্জক মধুর হাসির সহিত মিশাইয়া [তাহার] তাহার হাতে আটটি পয়সা দিয়া প্রস্থান করি[লেন।] বসুদের বাটীতে ছেলের অন্নপ্রাশন, বড় সমা[রোহ।]

গুরু মহাশয় তাহার প্রধান কর্ত্তা—সকল ব্যবস্থাপক। রায়দের গৃহিণীর শেষকাল আগতপ্রায়। তাঁহাকে সজ্ঞানে তীরস্থ করিতে হইবে। আত্মীয়গণ গুরুমহাশয়ের অনুমতি ও ব্যবস্থার প্রতীক্ষা করিতেছেন। অল্পকালমধ্যে নবাগত গুরুমহাশয় গ্রামের যেন ইষ্টদেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে বালকেরা নৃত্য করে, প্রবীণগণ শুভদিন বলিয়া বোধ করে, নবীনাগণ দেবদর্শন হইল বলিয়া জ্ঞান করে, প্রবীণাগণ ভক্তি সহকারে প্রণাম করে। রামা চাঁড়ালের স্ত্রী গুরুমহাশয়ের দিদি, রামী গোয়ালিনী তাঁহার মাসী, হরা কলু তাঁহার খুড়া, গদী কৈবর্ত্তিনী তাঁহার জ্যেঠাই মা, আনন্দ রায় তাঁহার দাদা, ভজহরি বসু তাঁহার বাবা ইত্যাদিক্রমে গ্রামের ইতর ও মহৎ সকল ব্যক্তির সহিত গুরুমহাশয় কোন না কোন সম্বন্ধে বদ্ধ।

গুরুমহাশয়ের কোথায় বাস, তাহা গ্রামের লোকে জানে না। গুরুমহাশয়কে সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত ভাল করিয়া বলিতে ইচ্ছা করেন না। গ্রামের লোকেরা সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করা অবৈধ স্থির করিয়াছে। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের শুভাদৃষ্টক্রমে এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-যুবা বনপুরে শুভাগমন করিয়াছেন।

গুরুমহাশয় একাকী আইসেন নাই। সঙ্গে তাঁহার রূপে লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতীসমা পত্নী আছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর সন্নিকটে গুরুমহাশয় এক সামান্য খড়ের ঘর প্রস্তুত করাইয়াছেন। সেই ঘর তাঁহার বাসস্থান। তিনি ও তাঁহার পত্নী একান্ত নির্লোভ। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও গ্রামের অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র উৎকৃষ্টতর বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা দীনভাবে সামান্য স্থানে বাস করিয়াই পরিতৃপ্ত। সামান্য বস্ত্র-ব্যবহারে ও শাকান্নমাত্র ভোজনেই তাঁহাদের পরম সন্তোষ। লোকের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম হইলে ব্রাহ্মণ বারা প্রচুর উৎকৃষ্ট খাদ্য গুরুমহাশয়ের বাটীতে প্রেরিত হয়; কিন্তু গুরুমহাশয় ও তাঁহার পত্নী সেই খাদ্য দুঃখীদিগকে ডাকিয়া বিলাইয়া দেন। সাবিত্রীব্রত-সমাপ্তি উপলক্ষে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহিণী গুরুমহাশয়ের পত্নীর নিমিত্ত একখানি চেলীর কাপড় দিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়ের পত্নী সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু একদিনও তাহা ব্যবহার করেন নাই। জগা কৈবর্ত বড় গরীব; মেয়ের বিবাহে একখানি চেলী কিনিতে পারে নাই দেখিয়া গুরুমহাশয়ের পত্নী চেলিখানি তাহাকে গোপনে দান করিয়াছিলেন। ঘোষালদিগের বাটীতে এয়োসংক্রান্তি ব্রতোপলক্ষেগুরুমহাশয়ের পত্নীকে এক-যোড়া রূপার বালা দেওয়া হইয়াছিল, তিনি সানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু একদিনও তাহা ব্যবহার করেন নাই। শ্যামী মালিনী বড় দুঃখিনী, মেয়ে শ্বশুরবাটী পাঠাইবার সময় সে পূর্ব্ব-ব্যবহৃত রং-উঠা শাঁখা ছাড়া মেয়ের হাতে একজোড়া চুড়িও কিনিয়া দিতে পারিল না। শ্যামী মেয়ের গলা ধরিয়া কাঁদিতেছে। গুরুমহাশয়ের প্রসন্নবদনা পত্নী তথায় উপস্থিত হইয়া সাদরে রূপার বালা-যোড়াটি শ্যামীর মেয়ের হাতে পরাইয়া দিলেন।

বনপুরের লোকেরা গুরুমহাশয়ের নাম জানিত না। তিনি গুরুমহাশয় নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত ও সমাদৃত। তাঁহার পত্নীকে নরনারী তাবতেই ঠাকুরাণী বলিয়া ডাকিত।

গ্রামের লোক অনেক সময় একস্থানে দুই চারিজন মিলিত হইয়া গুরুমহাশয় ও তাঁহার পত্নীর অপূর্ব্ব চরিত্রের সমালোচনা করিত। তাহারা বুঝিতে পারিত না, এই নবাগত ব্রাহ্মণদম্পতি মানুষ কি দেবতা। গ্রামের লোক যাহাই বুঝুক, আমরা জানি, এই গুরুমহাশয়ই রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর এবং তাঁহার পত্নী রাণী অন্নপূর্ণা দেবী। কিন্তু তাঁহারা যখন প্রচ্ছন্ন পরিচয়ে বাস করিতেছেন, তখন আমরা তাঁহাদিগকে এই পরিচয়েই উল্লেখ করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরাণী।

বৈশাখ মাস। মধ্যাহ্নকালে গুরুমহাশয় পাঠশালার কর্ম্ম, তদনন্তর গ্রামের কোন কোন লোকের সংবাদাদি গ্রহণ করিয়া আপনার ক্ষুদ্র আবাসে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় আসিবার সময় পথে পার্শ্বস্থ এক দোকান হইতে তিনি কিছু চাউল, ডাইল, লবণ ও গুড় কিনিয়া আপনার উত্তরীয়ের স্থানে স্থানে বাঁধিয়া লইলেন। তিনি কুটীরে আসিবামাত্র এক সুরসুন্দরী যুবতী হাস্যমুখে তাঁহার সম্মুখে আসিলেন এবং ব্যস্ততাসহ বিবিধ সামগ্রীসহ

তাঁহার উত্তরীয়-বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সুন্দরী তাহার পর একখানি [illegible] খুলিয়া গুরুমহাশয়ের হস্তে দিলেন এবং একখানি তালবৃন্ত লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। সেই স্থানেই হস্তমুখাদি প্রক্ষালনার্থ জল এবং বসিবার নিমিত্ত একখানি ময়লা পাতা ছিল। গুরুমহাশয় উপবেশন করিলেন, যুবতী মৃৎভাণ্ডস্থিত সেই জল ঢালিয়া গুরুমহাশয়ের চরণ ধৌত করিয়া দিলেন এবং স্বকীয় বস্ত্রাঞ্চল ও কেশরাশির দ্বারা চরণ মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। তাহার পর তত্রত্য ভূপতিত পাদোদক কিঞ্চিন্মাত্র পান করিয়া এবং বক্ষে ও মস্তকে স্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন, "একটু জল খাও।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "কেন? তুমি আজি খুব বড় মানুষ হইয়াছ না কি?"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "বড় মানুষ আমি চিরদিনই আছি। আজি একটা নূতন জিনিস ছিল, তাই খাইতে বলিতেছিলাম।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "কি জিনিস?"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "আজি রঙ্গিণী দিদি নিজে হাতে তৈয়ার করিয়া খানিকটা ক্ষীর দিয়া গিয়াছেন। ক্ষীর লইয়া তিনি স্বয়ং আসিয়াছিলেন। বার বার কাতরভাবে তোমাকে একটু খাওয়াইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। তুমি একটুও না খাইলে তিনি বড়ই দুঃখিত হইবেন। তুমি ক্ষীর খাইয়াছ কি না, জানিবার নিমিত্ত তিনি আবার এখনই আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন।"

গুরুমহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বুঝিতে পারিতেছি না, কি কর্ত্তব্য। এরূপ সময়ে আমি তো অন্ন ভিন্ন আর কিছুই আহার করি না। আমি এখন একবার ক্ষীর, আবার কিছু কাল পরে ভাত খাওয়া উচিত কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার পর যে সামগ্রী আমাদের নিত্য জুটে না এবং যাহার কোন প্রয়োজন নাই, তাহা একদিন খাইবার আবশ্যক কি? কিন্তু রঙ্গিণী দেবী আমার আশ্রয়দাতা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একমাত্র সন্তান। তিনি বিধবা, তিনি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া এবং স্বয়ং বহন করিয়া যে সামগ্রী আমাদের কুটীরে আনিয়া দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ না করা নিষ্ঠুরতা। আমি কিঞ্চিৎ ক্ষীর খাইতে সম্মত হইলাম, কিন্তু এখন নহে, আহারের সঙ্গে একটু ক্ষীর খাইব।"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছ। যে কোন সময়ে কিঞ্চিৎ আহার করিলেই তাঁহার সন্তোষের সীমা থাকিবে না।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "কিন্তু তোমার কি বোধ হয় না, রঙ্গিণী দেবী পাঁচ সাত দিন হইতে আমাদের প্রতি একটু বেশী অনুগ্রহ করিতেছেন?"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "হইতে পারে, তিনি আমাদিগের প্রতি ইদানীং অধিক অনুরাগ দেখাইতেছেন।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "তাঁহার এত অনুগ্রহলাভের যোগ্যতা আমাদের কিছুই নাই। তবে এত দয়া কেন? আপাততঃ তোমার পাক করিবার শুষ্ক কাষ্ঠ আছে কি?"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "যাহা আছে, তাহাতে এ বেলা কাজ চলিয়া যাইবে বোধ হয়। আর কথা কহিতে আমার সময় নাই, আমি রাঁধিতে যাই।"

সেই ক্ষুদ্র ঘরের পাশে আর একটু চালা লাগান আছে। তাহার চারিদিকে বৃক্ষলতাদির শুষ্ক শাখাপ্রশাখা-রচিত বেড়া, গমনাগমনের পথে একখানি ঝাঁপ। চাউলাদি সংবলিত উত্তরীয় হস্তে লইয়া ঠাকুরাণী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং আনীত দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দিলেন। একটি দড়ির শিকায় দুইটি হাঁড়ি ঝুলিতেছিল, তাহাতেই পাক হয়। ঘরের এক দিকে একটি ক্ষুদ্র উনান আছে, আর এক দিকে একটু উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপরে অতিরিক্ত তণ্ডুলাদি প্রয়োজনীয় পদার্থ রাখিবার নিমিত্ত দুইটি হাঁড়ি এবং তৈল-লবণাদি রাখিবার দুইটি ক্ষুদ্র পাত্র, ঘরের আর এক দিকে একটা জলপূর্ণ মাটীর কলসী এবং একটি মাটীর ভাণ্ড।

ঠাকুরাণী অগ্নি আনিয়া রন্ধন আরম্ভ করিলেন। গুরুমহাশয় রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, "কেবল অন্ন পাক করিলেই হইবে। যখন ক্ষীর খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন তাহারই সাহায্যে অনায়াসে ভাত খাওয়া যাইবে।"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "কেবল লবণ উপলক্ষ্য করিয়া যদি চলে, তাহা হইলে ক্ষীর পাইলে কেন না চলিবে? দেখি কতদূর কি হয়?"

গুরুমহাশয় পাকশালায় মাটীর কলসী এবং বাহিরের আর একটা মাটীর কলসী লইয়া নদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎকাল পরে দুই স্কন্ধে দুই কলসী জল লইয়া গৃহাগত হইলেন। যথাস্থানে কলসী রক্ষা করিয়া এবং দেহের ঘর্ম্ম বিদূরিত করিয়া তিনি সন্নিহিত এক ক্ষুদ্র বাগানে প্রবেশ করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে আহার্য্য প্রস্তুত হইল। ঠাকুরাণী নিকটে আসিয়া ডাকিলেন, "ভাত হইয়াছে, শীঘ্র আইস।

এত কাঠ কেন সংগ্রহ করিলে? কাঠের ব্যবসা করিবে না কি?"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "বেশী কাঠ ভাঙ্গিয়াছি কি? যদি বেশী হইয়া থাকে, তাহা হইলে হরির মাকে চারিটি দিতে হইবে। কাঠ অভাবে তাঁহার রাঁধার কড় কষ্ট হইতেছে।"

কাষ্ঠের বোঝা স্কন্ধে লইয়া গুরুমহাশয় বাটী আসিলেন এবং তৎসমস্ত অঙ্গনে স্থাপন করিয়া হস্তপাদাদি ধৌত করিলেন, গামছাখানি একবার কাচিয়া ফেলিলেন, একখানি ক্ষাচা কাপড় পরিধান করিলেন, তাহার পর পাকশালায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ক্ষুধিত ভিক্ষুক তোমার দ্বারে উপস্থিত; সুন্দরি! খাইতে দাও।"

তথায় কাঠের একখানি ক্ষুদ্র পিঁড়ি এবং তাহার সম্মুখে এক খণ্ড কলার পাতা পাড়া ছিল। গুরু মহাশয় সেই আসনে উপবেশন করিলেন। ঠাকুরাণী পাতার পর কদর্য্য তণ্ডুলের রক্তবর্ণ অন্ন, খানিকটা কাঁচকলা ভাতে এবং একটু লবণ স্থাপন করিলেন। গুরুমহাশয় যথারীতি শ্রী-বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে সমস্ত খাদ্য নিবেদনাদি করিয়া আহার আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরাণী পত্রের এক দেশে খানিকটা ক্ষীর দিয়া গুরুমহাশয়কে ব্যজন করিতে লাগিলেন। লবণ ও কাঁচকলা ভাতে সহযোগে গুরুমহাশয় প্রচুর অন্ন উদরস্থ করিলেন। ঠাকুরাণী বলিলেন, "ক্ষীর দিয়া ভাত খাইবে না?"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "ক্ষীর দিয়া খাইব বলিয়াই ভাত খাই নাই। দেখ দেখ, ক্ষীর, ঘৃত, মৎস্য, মাংস, বোধ হয়, কোন জিনিস অভাবেই জীবন-ধারণের শরীর-রক্ষার অসুবিধা হয় না। আমরা অনেক দিন অভাবে কাল কাটাইতেছি। কিন্তু সত্যকথা বলিব কি? আমার বড় ভয় হইয়াছিল, বুঝি তোমার স্বাস্থ্য, তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্য এই অবস্থান্তরে ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু তোমার স্বাস্থ্য বা শ্রীর কোনরূপ অভাব হওয়া দূরে থাকুক, আমি দেখিতেছি, তোমার কমনীয় সৌন্দর্য্য এই দুঃখ-দুরবস্থায় আরও যেন শোভা-আরও অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আর আমার কথা বলি কি? আমার দেহ যেন চতুর্গুণ অধিক বলশালী ও দৃঢ় হইয়াছে; আর আমার মাংসপেশী যেন আরও ও কঠিন হইয়া উঠিতেছে।"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "সে সকল কি হইয়াছে, তাহা জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এমন অবস্থায় আমরা বড় সুখে আছি। আমি জীবনে কখন এত সুখভোগ করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। একটি বিষাদ-জনক ঘটনা ব্যতীত কোন গত ক্লান্তের বিষয়েরই নিমিত্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয় না; বরং যেন বিগত সকল অবস্থার অপেক্ষা আমি এক্ষণে অধিকতর ভাগ্যবতী হইয়াছি বলিয়া আমার মনে হয়।"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঠাকুরাণী বদন বিনত করিলেন। গুরুমহাশয় কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রঙ্গিণী দেবী সেই ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

রঙ্গিণী বিধবা ব্রহ্মচারিণী। তাঁহার বয়স এক্ষণে উনবিংশ বর্ষ। দশম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার বিবাহ হয় এবং সেই বিবাহের এক মাস পরেই তাঁহার স্বামী লোকান্তরে গমন করেন। তদবধি রঙ্গিণী ভূষণ ধারণ করেন না, নিরামিষ একাহার করেন, স্থূল বস্ত্র পরিধান করেন, কম্বলশয্যায় শয়ন করেন এবং পূজা, পাঠ, ব্রতনিয়মাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।

রঙ্গিণী সুন্দরী-শিরোমণি। তাঁহার দেহের বর্ণ চাপাফুলের ন্যায়। তাঁহার কলেবর পূর্ণায়ত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তিনি যেন একটু কৃশকায়া, কিন্তু তাহাই যেন তাঁহার অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি সদা নত ও কুটিলতা-বর্জ্জিত। তিনি দৈহিক পারিপাট্যসাধনে নিতান্ত অমনোযোগী ও বিলাসিতা সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। তাঁহার মস্তকস্থিত কেশরাশি তৈলহীন, উজ্জ্বলতাশূন্য ও আলুথালুভাবে নানা দিকে নিপতিত। কিন্তু কেশের ও দেহের এই বিসদৃশ রুক্ষ ভাব তাঁহার শোভার অপচয় না করিয়া তাঁহার মূর্ত্তির উপর এক অলৌকিক মহিমা ও তেজের জ্যোতিঃ আনয়ন করিয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে শোভাময়ী উন্মাদিনী অথবা জ্যোতির্ম্ময়ী উদাসিনী বলিয়া ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে।

রঙ্গিণী দেবী মাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একমাত্র তনয়া। সন্তান সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। তাঁহার অন্য সন্তানাদি নাই, একমাত্র কন্যাও বিধবা। এই কন্যার প্রতি জনক-জননীর স্নেহের সীমা নাই। বিধবা হইলেও এই দুহিতামাত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং তনয়ার বাসনা পূরণ করাই আপনাদের জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া মনে করেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় শান্ত ও পরোপকারী ব্যক্তি; কিন্তু কন্যার প্রতি তাঁহার স্নেহ এতই প্রবল যে, রঙ্গিণী দেবীর বাসনা হইলে তিনি নিতান্ত নিন্দনীয় কার্য্যও আপনার প্রধান ও পরম কর্ত্তব্য বলিয়া সাধন করিতে

প্রস্তুত এবং নন্দিনীর পরিতৃপ্তির নিমিত্ত তিনি অত্যাচার-স্রোতে বসুন্ধরা প্লাবিত করিতে সক্ষম।

সৌভাগ্যক্রমে রঙ্গিণী বড়ই ধর্ম্মপরায়ণা। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এক দোষ বড়ই প্রবল। তাঁহার বাসনা অলঙ্ঘনীয়। তিনি যখন যে কার্য্য-সম্পাদনের সঙ্কল্প করিবেন, তাহা শেষ না করিলে তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। কোন প্রতিবন্ধক, কোন অসুবিধা বাসনাসিদ্ধি-বিষয়ে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিত না। কন্যার আগ্রহাতিশয্য বুঝিলে পিতামাতাও তৎসিদ্ধি-বিষয়ে বাধ্য হইয়া সহায়তা করিতেন। যখন বৈধব্যের অল্পকাল পরে রঙ্গিণী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তখন জনক-জননী অনেক নিষেধ, অনেক মিনতি, অনেক অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু কালমাত্রও কন্যাকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বাটীতে এক দূরসম্পর্কীয়া বৃদ্ধা বাস করিতেন। তাঁহার আর কোন আশ্রয় ও আত্মীয় ছিল না। সম্পর্কে তিনি রঙ্গিণীর ঠাকুরুণদিদি হইতেন, নাতিনীর যৌবনোদ্গম হইলে তিনি একদিন পরিহাস করিতে করিতে রঙ্গিণীর সহিত একটা কুৎসিত রসিকতা করিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধা চক্রবর্ত্তী-তনয়ার প্রতাপে সেই বৃদ্ধাকে চিরদিনের মত সে আশ্রয় হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবেন, মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যা তাহাও করিতে দেন নাই। রঙ্গিণীর অভিপ্রায় ও সঙ্কল্প সকল সময় সমান থাকিত না। যে কার্য্য তিনি অতি বড় ভাল বলিয়া মনে করিতেন, কিছু কাল পরে হয় তো তাহা একান্ত নিন্দনীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিতেন। তাঁহার সহিত কথা কহিতে হইলে তাঁহার স্বজনগণ বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতেন। মহাভারত পড়িয়া তাঁহার সংস্কার জন্মিয়াছিল, দ্রৌপদী এ ভূমণ্ডলে অতুলনীয়া নারী। আবার কিছু কাল পরে তিনি বলিতেন, দ্রৌপদী মহাভারতের কলঙ্ক। যে নারী অনায়াসে পঞ্চপতি গ্রহণ করিয়াছিল, সে তো ব্যভিচারিণী। তাঁহার মতামত সততই এরূপ পরিবর্ত্তন পরিগ্রহ করিত। পিতামাতা একমাত্র কন্যার সকল মতেরই সমর্থন করিতেন এবং সকল সঙ্কল্পসিদ্ধির সহায়তা করিতেন। এইরূপে রঙ্গিণী প্রভুত আধিপত্য ও স্বাধীনতাই শিক্ষা করিয়াছিলেন; বিনয়, নম্রতা ও পরকীয় বাসনানুবর্ত্তিতা শিক্ষা করিবার তাঁহার কোন সুযোগ হয় নাই।

মধ্যাহ্নকালে সৌরকর-প্রদীপ্ত-কায়া এই বিধবা ব্রহ্মচারিণী সেই দীন গুরুমহাশয়ের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরাণী উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিলেন। রঙ্গিণী সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। ভোজন-নিরত গুরুমহাশয় বলিলেন, "এ অধমদিগের প্রতি আপনার দয়ার সীমা নাই। আপনি স্বহস্তে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া আমাদের দিয়া গিয়াছেন, আবার কৃপা করিয়া এই রৌদ্রে আমাদের দেখিতে আসিয়াছেন।"

গুরুমহাশয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রঙ্গিণী হাস্য করিলেন। ঠাকুরাণী বলিলেন, "দীনের প্রতি দয়া-প্রদর্শনই মহতের কার্য্য। আপনি পুণ্যময়ী। আপনাকে দর্শন করিয়াও পুণ্য হয়।"

ঠাকুরাণীর দিকে রঙ্গিণী বিরক্তিসূচক তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। সে দৃষ্টি ঠাকুরাণীর অন্তস্তল বিদ্ধ করিয়া দিল। তিনি সভয়ে অধোমুখ হইলেন। গুরুমহাশয় রঙ্গিণীর সেই দৃষ্টি এবং তজ্জন্য ঠাকুরাণীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছেন।

রঙ্গিণী বলিলেন, "আপনি ক্ষীর খাইতেছেন দেখিয়া সুখী হইলাম, আপনাকে একটা কথা বলিব বলিয়াই এ অসময়ে আমি এখানে আসিয়াছি।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

রঙ্গিণী বলিলেন, "কথা বলিতে অনেকক্ষণ সময় লাগিবে। এখানে তাহার সুযোগ হইবে না। আপনি দয়া করিয়া একবার আমাদের বাটীতে যাইবেন না কি?"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "কেন যাইব না? কখন যাইতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

রঙ্গিণী বলিলেন, "আজি সন্ধ্যার পর।"

গুরুমহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি সন্ধ্যার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট যাইব। তিনি যদি আমাকে সে সময় সঙ্গে লইয়া আপনার নিকট গমন করেন, তাহা হইলে অবশ্যই সাক্ষাৎ হইবে।"

রঙ্গিণী একটু অধোমুখে চিন্তা করিলেন। তাহার পর গুরুমহাশয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাস্য করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "সেই ভাল কথা। ভুলিবেন না যেন। আমি এখন আসি।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা।"

রঙ্গিণী যাইতেছেন দেখিয়া ঠাকুরাণী তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং সাদরে জিজ্ঞাসিলেন, "আবার কখন আপনার দেখা পাইব?"

অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বিপরীতদিকে মুখ ফিরাইয়া রঙ্গিণী বলিলেন, "জানি না।"

রঙ্গিণী চলিয়া গেলেন। ঠাকুরাণী নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে

গুরুমহাশয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। গুরুমহাশয় হাস্যমুখে বলিলেন, "ভয়ের কথা কিছুই নাই। এই নারীর পরিণাম বিষাদজনক হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।"

এ সম্বন্ধে অধিক কথা কহিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না।

গুরুমহাশয়ের কুটীর হইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটী পর্য্যন্ত কোন প্রশস্ত পথ নাই। একটা সামান্য সরু পথ আছে; তাহার দুইধারে বন এবং মনুষ্যের বাসশূন্য। গুরুমহাশয়ের নিকট বিদায় হইয়া রঙ্গিণী দেবী সেই পথ দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার অনেক চিন্তা। তিনি ভাবিতেছেন, এ সোনার দেহ, এ সুখের যৌবন কেন এরূপে নষ্ট করিব? যদি গুরুমহাশয়, যদি এ রূপগুণের দেবতা চক্ষুতে না পড়িত, তাহা হইলে হয় তো এইরূপে জীবন কাটিতে পারিত, কিন্তু আর তো কাটে না। এখন আমি পাগল। যেমন করিয়া হউক্, এই দেবতার চরণে আমি বিকাইব। অধর্ম্ম হইবে? কে বলিতে পারে? নিন্দা হইবে? বাবার প্রতাপে ঢাকিয়া যাইবে। বাধা কিছুই নাই। আজি আট দিন শয়নে স্বপনে এই চিন্তায় [ম]জিয়া আছি। বাসনা মিটিবে না কি? অবশ্য মিটিবে। [তাঁ]র প্রতি আমার দেবতার বড় ভালবাসা। তাহাকে [মা]রিয়া ফেলিব। পথের কণ্টক দূর করিয়া ফেলিব।"

সহসা একটা বৃহৎ বৃক্ষের অন্তরাল হইতে এক বলিষ্ঠ-[কা]য় পুরুষমূর্ত্তি বাহির হইল। তাহাকে দর্শনমাত্র রঙ্গিণী [ব]লিলেন, "এ কি এখানে যে?"

পুরুষ বলিল, "আপনার অপেক্ষায়।"

"কেন?"

পুরুষ বলিল, "আপনাকে একবার দেখিয়া চক্ষু জুড়া[ইব] বলিয়া।"

রঙ্গিণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যাহার জন্য [পা]গল, তাহার উপায় কর।"

পুরুষ বলিল, "তাহার উপায় শীঘ্রই করিব। আপনার [সা]ধ্যে এবং আজ্ঞায় তাহার কিছুই বাকী থাকিবে না। [কি]ন্তু আমি তাহার জন্য পাগল বলিলে আমার প্রতি [অবি]চার করা হয়। আমি যাঁহার জন্য পাগল, সে দেবী [আমা]র সম্মুখে।"

রঙ্গিণী বলিলেন, "সে বিচার পরে হইবে। আপাততঃ কার্য্য শেষ করিয়া ফেল। আবার আমার সহিত [সা]ক্ষাৎ করিও।"

পুরুষ প্রস্থান করিল।

রঙ্গিণী আবার ভাবিতে লাগিলেন, "বেশ লোক। কিন্তু গুরুমহাশয়ের মত রূপবান্ গুণবান্ নহে। যদি ভোগের পথে চলিতে হয়, তাহা হইলে ইহাকেও চাহি। একের হইয়া কেন থাকিব? দেখি আগে এ দিকে কি হয়? এখন গুরুমহাশয় ছাড়া অন্য চিন্তার সময় নাই। এ দিকে হতাশ হইলে যাঁহা হয় হইবে।"

রঙ্গিণী গৃহে ফিরিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রঙ্গিণী।

পরদিন প্রত্যুষে গুরুমহাশয় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ঠাকুরাণী বিষণ্ণ-বদনে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "এ বিষয়ের কিছু স্থির করিলে না?"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "কোন্ বিষয়ের? তোমাকে চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন?"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "চিন্তা একটু হইয়াছে সত্য। তুমি রঙ্গিণীর সম্বন্ধে সুব্যবস্থা না করিলে চিন্তা দূর হয় কিরূপে?"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ সুব্যবস্থা করিতে তুমি পরামর্শ দেও? আমি তো কোনই পথ দেখিতেছি না।"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "তুমি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পার না?"

"না। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত হইলেও আমি সকল স্থলে তাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি না। বিশেষতঃ আমার প্রয়োজনাভাব; বিনা প্রয়োজনে পত্নীগ্রহণ বড়ই অধর্ম্ম।"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "তুমি পরের সুখসন্তোষের নিমিত্ত অতি দুষ্কর কর্ম্মসাধনেও পশ্চাৎপদ হও না। তোমার চরণ-লুণ্ঠিতা এক নারীর অনুরোধে তুমি তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে না কেন?"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "পতি-পত্নীর সম্বন্ধ অতি পবিত্র। স্বার্থত্যাগ তাহার ভিত্তি, ধর্ম্মসাধন তাহার অঙ্গ এবং কামনা ও লালসাবিহীনতা তাহার চূড়া। এ ক্ষেত্রে তাহার কিছুই নাই। স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত অধর্ম্মসাগরে সাঁতার দিতে দিতে কামনা ও লালসা নিবৃত্তি করাই রঙ্গিণীর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত সে পত্নী হউক্, দাসী

হউক্, রঙ্গিনী হউক, সকল নারী গ্রহণ করিতেই সম্মত। তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার কল্পনা করিলেও পাপ হয়।"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "পুরুষেরা উপপত্নী গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "কে এ পাপ কথা বলিয়াছে? উপপতি-গ্রহণে নারীর যে অধর্ম, উপপত্নী-গ্রহণে পুরুষেরও ঠিক তাহাই। সমাজের যে সকল লোক এ সম্বন্ধে পুরুষের অধিকার আছে বলিয়া ঘোষণা করে, তাহারা নারকী। এ বিষয়ে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এ সম্বন্ধে নারীর পাপে সমাজের যত অনিষ্ট হয়, অনেক সময় পুরুষের পাপে সমাজের তাদৃশ অনিষ্ট না হইতে পারে।"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "পরনারীকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করার পাপ থাকিলে স্বয়ং ধর্ম্মময় শ্রীকৃষ্ণ তাহা করিতেন না।"

গুরু মহাশয় বলিলেন, "এ স্থলে সে পুণ্যময় পবিত্র প্রসঙ্গের উত্থাপন করিবার প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবিক অবস্থাবিশেষে পরনারীকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে,ভগবান্ স্বয়ং দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সে দৃষ্টান্তের অনুরূপ ঘটনা এ জগতে আর কোথায় ঘটে? সেরূপ হইলে তাদৃশ আচরণে পাপ হয় না। কিন্তু হায়! এ পাপপূর্ণ বসুন্ধরায় সে দৃষ্টান্ত আর কি কখন ঘটে? সেই পবিত্র লীলার অণুমাত্র অনুরূপ আচরণে যাহাদের সামর্থ্য নাই, তাহারা তাহারই দোহাই দিয়া উৎকট পাপের তরঙ্গে ধরণী ভাসাইয়া দিতেছে এবং শ্রীভগবানের পরম রমণীয়, চিরনবীন ও পরম শিক্ষাপ্রদ আচরণে অকারণ কলঙ্ককালিমা প্রলিপ্ত করিতেছে।"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "রঙ্গিনীর যে সকল ব্যবহারের বিবরণ তোমার মুখে শুনিলাম, তাহাতে বুঝিতেছি,তিনিও তোমার নিমিত্ত প্রেমোন্মাদিনী হইয়াছেন,তিনিও তোমার জন্য অসাধ্যসাধনে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিও তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগে প্রস্তুত হইবেন।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "তুমি বড় ভুল বুঝিয়াছ। গোপাঙ্গনাগণের সে লালসাবিহীনতা, সে অপার্থিব ত্যাগস্বীকার, সে সুমধুর ধর্ম্মভাব, সে কল্পনাতীত তন্ময়তা, সে অতুলনীয় দৃঢ়তা, সে অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা, তাহার কথা কি বলিব? এখানে তাহার কিছুই নাই। তাহার পরিবর্ত্তে এখানে আছে কেবল পাপ, আবিলতা, আসক্তি, বাসনা, কুপ্রবৃত্তি ও কদর্য্য লিপ্সা। আহা! রঙ্গিনী দেবী যদি সে অপার্থিব প্রেমের কণিকামাত্র লাভ করিয়া উন্মাদিনী হইতেন, তাহা হইলে গ্রহণ করার নামে শিহরিয়া উঠা দূরে থাকুক, তাঁহার দাস হইলেও আমার গৌরব বর্দ্ধিত হইত। তাঁহার সে ভাব হইলে আমাকে পাইবার নিমিত্ত তাঁহার কোন আকিঞ্চন করিতে হইত না; আমার সহিত সম্মিলন না হইলেও তিনি হৃদয়-মন্দিরে নিয়ত আমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতেন এবং আমার সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্মিলনজনিত আনন্দ উপভোগ করিতে পাইতেন। আজি বেলা হইয়া গেল, আমার কর্ত্তব্যপালনে বিলম্ব হইতেছে। আমি এখন যাই, তোমার সহিত সময়ান্তরে এতদ্বিষয়ক কথোপকথন করিব।"

ঠাকুরাণী নতবদনে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু গুরুমহাশয়ের গমন করা হইল না, সম্মুখে রঙ্গিনী।

রঙ্গিনী আসিয়াই ঠাকুরাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি পাগল হইয়াছি, আমি মরিতে বসিয়াছি, আজি আট দিন আমার আহার-নিদ্রা নাই। তোমার স্বামীর এই ভুবনমোহন রূপ আমাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। আমি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি তোমার দয়া ভিন্ন আমার রক্ষার আর কোন উপায় নাই। তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব, তুমি আমাকে তোমার স্বামীর চরণ সেবা করিবার অধিকার দেও। তোমার কৃপা না হইলে,আমার আর উপায় নাই।"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "আপনি আসিবার পূর্ব্বেই আমি স্বামীর সহিত আপনার কথা কহিতেছিলাম। যাহাতে তিনি কোনরূপে আপনাকে গ্রহণ করেন, আমি তাহারই পরামর্শ দিতেছিলাম। আমার স্বামী দেবতা, দেবতার পূজা সকলেই করিতে পারে। দেবচরণে অনেকেই পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারে, স্বামী তোমার পূজা গ্রহণ করিলে আমি তুষ্ট হইব।"

তাহার পর উন্মাদিনী রঙ্গিণী সহসা গুরুমহাশয়ের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন. "তবে ঠাকুর, তুমি আমার প্রতি কেন দয়া করিবে না?"

গুরুমহাশয় অতীব বিরক্তির সহিত বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ! আপনি আমার হাত ছাড়িয়া দিউন। আপনি পরনারী, পরনারীর অঙ্গ স্পর্শ করাও মহাপাপ, আমি আপনাকে কল্য রাত্রিতে স্পষ্টরূপে বলিয়াছি যে, আমার দ্বারা জ্ঞানতঃ কোন পাপকার্য অনুষ্ঠিত হইবে না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার হাত ছাড়িয়া দিউন।"

রঙ্গিনী হাত ছাড়িয়া দিল না;—বলিল, "নারীহত্যা [illegible]

মহাপাপ নহে? তুমি দয়া করিয়া চরণে স্থান না দিলে নারী-হত্যার পাপগ্রস্ত হইবে।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "তুমি যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়া আত্মহত্যা কর, আমি সে জন্য কেন দায়ী হইব? কেহ যদি অন্যায় পূর্ব্বক পরের ধন চাহে, আর তাহা না পাইয়া ক্রোধ বা অভিমানে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে অন্য কেহ তাহার পাপভাগী কেন হইবে?"

রঙ্গিণী হাত ছাড়িয়া দিল;—বলিল, "তুমি পরের ধন। তুমি আমাকে আপন করিয়া লইতে পার না, ইচ্ছা করিলে তুমি সুব্যবস্থা করিতে পার।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "তোমাকে বিবাহ করিবার উপায় নাই, তুমি বিধবা।"

রঙ্গিণী বলিল, "আমাকে দাসী করিবার উপায় নাই কি?"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "তাহারও উপায় নাই। উপপত্নীরূপে কাহাকেও গ্রহণ করা মহাপাপ; আমি তাহা কখনই করিব না। আমি দরিদ্র ব্যক্তি, স্বচ্ছন্দে তোমার পিতার আশ্রয়ে জীবনপাত করিতেছিলাম, কেন তুমি কর্ত্তব্য পথ ভুলিয়া পাপে মজিতেছ, দুই জনকেই ক্লেশ দিতেছ? তুমি গৃহে যাও, চিত্তকে স্থির কর। পাপপ্রবৃত্তি ধর্ম্মানলে দগ্ধ করিয়া ফেল।"

রঙ্গিণী অধোমুখ, অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "আমি বুঝিয়াছি, আপনার পত্নী আছে বলিয়াই আপনি আমাকে গ্রহণ করিতে অক্ষম। কিন্তু দেখুন আপনি, আমার রূপ আপনার স্ত্রীর অপেক্ষা কিসে কম? লোকে আমাকে পরমাসুন্দরী বলিয়াই জ্ঞান করে, আমি লেখা-পড়া জানি, আমার পিতার ধন-সম্পত্তি আছে, সে সকলই আমার, আমি সমস্তই আপনার চরণে ঢালিয়া দিয়া আপনার সেবা করিব, তথাপি আপনি আমার হইবেন না?"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "অসম্ভব, ধন-সম্পত্তিতে আমার প্রয়োজন নাই। আমি দরিদ্র, এই অবস্থায় আমি বেশ সুখে আছি। তুমি লেখাপড়া জানিতে পার, কিন্তু লেখাপড়ায় ধর্ম্মের প্রতি আসক্তি না রাখিতে পারে, তাহা নিতান্ত অসার। আমার স্ত্রীর রূপ আছে কি না, তাহা জানি না, তাঁহার প্রেমানন্দে আমি সতত মগ্ন; সুতরাং তাঁহার রূপ দেখিবার আমি অবসর পাই না। তুমি এক্ষণে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।"

রঙ্গিণী একটু পশ্চাতে সরিয়া আসিলেন, তাহার পরে বলিলেন, "ভন্ড ঠাকুর! আমাকে এইরূপ অপমানিত করার শীঘ্র অতি ভয়ানক ফল জন্মিবে। এ জীবনে কখনই আমার বাসনার অন্যথা হয় নাই, এবারও হইবে না। আমার পিতার প্রভূত বিত্ত আছে, যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, আমার বাক্য তাঁহার নিকটে বেদবাক্যের ন্যায় অলঙ্ঘনীয়। আপনার এই অহঙ্কারের ফলভোগ করিতে হইবে। আপনার এই অহঙ্কারস্ফীতা পত্নী—যাঁহার প্রেমে অন্ধ হইয়া আপনি আমাকে অবজ্ঞা করিলেন, সেই সাধের প্রণয়িনীর দুর্দ্দশার শেষ থাকিবে না। আপনাকে বাধ্য হইয়া আমার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে, চিরদিন আমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে হইবে, অধিক কথা আমি আর বলিতেছি না, সাবধান গুরুমহাশয়—সাবধান!"

রঙ্গিণী কোন কথা শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা না করিয়া বেগে প্রস্থান করিল।

প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে সেই স্থানে সেই পুরুষের সহিত রঙ্গিণীর আবার সাক্ষাৎ হইল। পুরুষ বলিল, "সব ঠিক হইয়াছে, আজি হুকুমমত কার্য্য শেষ করিব।"

রঙ্গিণী বলিলেন, "আজ করা চাই-ই চাই।"

পুরুষ বলিল, "কিন্তু আমার প্রাণের সাধ কি মিটিবে না? আমি আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন, আমি এখনি আপনার আজ্ঞায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারি কি না, আমার এ ভালবাসার কি পুরস্কার হইবে না?"

রঙ্গিণী হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয় হইবে। তুমি আমার ইচ্ছামত কার্য্য কর। তাহার পর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। তুমি বেশ লোক।"

পুরুষ মধুর হাসি হাসিয়া প্রস্থান করিল। রঙ্গিণী ফিরিতে ফিরিতে ভাবিতে লাগিলেন, এ অহঙ্কৃত গুরুমহাশয়ের দর্প চূর্ণ করিতেই হইবে; তাঁহার সোহাগের স্ত্রীর সর্ব্বনাশ করিতেই হইবে। ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। তাহাকে না পাই তাহাতে ক্ষতি নাই, তাহাকে জব্দ করিব। তাহার পর—তাহার পর? এই পুরুষ আছে। এ আমাকে ভালবাসে। ইহার সহিত আমার সুখের মিলন হইবে। এ আমার জন্য ব্যাকুল; আর সে আমাকে উপেক্ষা করে। তাহাকে জব্দ করিয়া, তাহার মুখে পদাঘাত করিয়া আমি ইহারই হইব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বন্ধন।

[illegible] গুরুমহাশয় বৈকালে শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বিশেষ সমাদর ও শিষ্টাচারাদির পর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "আপনাকে আমি বড়ই শ্রদ্ধা করি। গ্রামশুদ্ধ লোকও আপনার ভক্ত। সম্প্রতি আপনার সম্বন্ধে একটা বড়ই লজ্জাজনক কথা আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, আপনাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা হয়। কথাটা সত্য কি?"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "কি কথা মনে করিয়া মহাশয় আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এ জীবনে সকল সময়ে যে ভাল কার্য্যই করিয়াছি, এমন বোধ হয় না। অনেক সময়ে হয় তো অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু কোন লজ্জাজনক কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। অজ্ঞাতসারেও কোন লজ্জাজনক কার্য্য যদি করিয়া থাকি, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। আপনি কৃপা করিয়া বলুন, আমার দ্বারা কোন্ লজ্জাজনক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "কথাটা বলিতে মাথা কাটা যায়। আপনি জানিয়া শুনিয়াও যখন কিছুই বুঝিতেছেন না, তখন কাজেই আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইতেছে। আপনি আমার কন্যা রঙ্গিণীর মন হরণ করিয়াছেন এবং তাহাকে পাপের পথে চলিবার জন্য মাতাইয়া তুলিয়াছেন।"

গুরুমহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কথাটার কি উত্তর দিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অতি দুঃখের সহিত আমি আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি য, আপনার কন্যার বাস্তবিকই মতিভ্রম ঘটিয়াছে, কিন্তু মামি তাঁহার সে প্রবৃত্তির সহায়তা করা দূরে থাকুক, সে [illegible] আন্তরিক দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছি এবং যাহাতে তনি সাবধান হইয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত না হন, তাহার চেষ্টা করিতেছি।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটু ক্রুদ্ধ-স্বরে বলিলেন, "মিথ্যা-কথা। তোমার ন্যায় ব্যক্তি পাপে মত্ত হইবে, আর সে কার্য্য ঢাকিবার জন্য মিথ্যাকথা কহিবে, ইহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। এ কলিকালে মানুষ চিনিবার উপায় নাই। আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছি [illegible] আমার কন্যাকে পাপের পথে লইয়া গিয়াছ এবং [illegible] সর্ব্বনাশ করিয়াছ।"

গুরুমহাশয় অধোমুখ। চক্রবর্ত্তী ক্রোধ [illegible] বলিলেন, "চুপ করিয়া রহিলে কেন? কি বলিবে [illegible] বল। সত্যকথা বলিলে আমি তোমাকে ক্ষমা ক[illegible] এবং সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিব; কিন্তু মিথ্যা[illegible] বলিলে আমি নিশ্চয়ই তোমার বিশেষ শাস্তির ব্য[illegible] করিব।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "আপনার সুব্যবস্থায় মি[illegible] আমি আকাঙ্ক্ষিত নহি, আপনার শাস্তির ভয়েও অ[illegible] ভীত নহি। আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, আ[illegible] সত্য কথাই বলিব। মহাশয় আমার পিতৃতুল্য ভ[illegible] ভাজন। আপনার কন্যা আমার ভগ্নীর ন্যায় আদরণী[illegible] তাঁহাকে কলঙ্কিত দেখিলে আপনার যত কষ্ট হই[illegible] আমারও প্রায় তত কষ্ট হইবে। আপনার কন্যার ব[illegible] কেন বলিতেছেন? কোন সামান্য লোকের কন্যাকে কুপথে চালিত করিতে আমার কখনই মতি হয় না[illegible] আপনি অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন, আমি [illegible] সম্বন্ধে কোনই পাপাচরণ করি নাই।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতিশয় ক্রোধের সহিত বলিলে[illegible] "ভয়ানক মিথ্যা কথা। তুমি গত কল্যও রাত্রিকা[illegible] প্রচ্ছন্নভাবে আমার কন্যার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে এ[illegible] তাহার সহিত যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া গভীর রাত্রি[illegible] প্রস্থান করিয়াছ। এ বিষয়ের অনেক প্রমাণ আছে[illegible] এ সকল কাণ্ডের এক বর্ণও মিথ্যা নহে। তুমি অস্বীকা[illegible] করিলে আমি বুঝিব, তুমি কেবল ঘোরতর ইন্দ্রিয়পরায়[illegible] ব্যক্তি নহ, অধিকন্তু অতিশয় মিথ্যাবাদী।"

গুরুমহাশয় একটু চিন্তা করিয়া প্রসন্ন-বদনে বলিলেন "মহাশয়, বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমি সত্য বলিতে কদাপি বিরত হইব না। আমি গত কল্য রাত্রিকালে আপনার কন্যার গৃহে গমন করিয়াছিলাম সত্য; কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় সেখানে যাই নাই। আমাকে যাইবার নিমিত্ত শ্রীমতী রঙ্গিণী দেবী আমার আবাসে গিয়া আহ্বান করিয়া আসিয়াছিলেন। আমি আপনার নিকট আসিয়া এবং আপনার সঙ্গে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছিলাম। আমি যথাসময়ে এখানে আসিয়া আপনার সাক্ষাৎ না পাওয়ার ফলে আর সাক্ষাৎ ঘটিবে না স্থির করি এবং আপনার কন্যার নিকট সেইরূপ সংবাদ প্রেরণ করিয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করি। এমন সময়

আপনার একজন দাসী আসিয়া বলে, দিদি ঠাকুরাণীর প্রয়োজন অতি গুরুতর। সত্বর সাক্ষাৎ না হইলে তাঁহার ক্ষতি হইবে। কর্তা মহাশয় বাটী না থাকিলেও সাক্ষাতের কোন অসুবিধা ঘটিবে না।' মা ঠাকুরাণী এবং সেই দাসী আমাকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গিণী দেবীর নিকট গমন করিবেন স্থির হইল। আমি অগত্যা সম্মত হইলাম। দাসীর সহিত আমি পুরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে মহাশয়ের গৃহিণীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গিণীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। আপনার কন্যা আমার সহিত নানাপ্রকার ধর্ম্মকথা কহিতে লাগিলেন। মা ঠাকুরাণী অতি অল্পকাল পরেই স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। দাসী থাকিল। তাহার সমক্ষেই আপনার কন্যা— আমি কি বলিব ?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,"বল, যাহা বলিয়া যাইতেছ, তাহা শেষ কর। তাহার পর আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "তাহার পর রঙ্গিণী দেবী ধীরে ধীরে তাঁহার মনের কথা আমার নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তিনি আমার নিমিত্ত উন্মাদিনী হইয়াছেন এবং সে জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্য-বোধশূন্য হইয়াছেন। তাঁহাকে পত্নীরূপে বা উপপত্নীরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনেক বিনয়যুক্ত অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া অবাক্ হইলাম; ক্রমে তাঁহাকে সুস্থির করিবার নিমিত্ত বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলাম। তিনি আমার হিতকথায় কান দিলেন না। রোদন করিতে করিতে তিনি আমার চরণে ধরিলেন। দাসী তাঁর পক্ষ গ্রহণ করিয়া আমাকে অনেক কথা বলিল। রাত্রি অনেক হইয়া পড়িল, কিন্তু আমাকে বিদায় দিতে রঙ্গিণী দেবী কোন মতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে কাল যাহা হয় করিব বলিয়া অতি কষ্টে গভীর রাত্রিতে আমি সে স্থান হইতে প্রস্থান করি। ইহাই প্রকৃত ঘটনা। আপনি কিরূপ শুনিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। যদি অন্য কোন কথা শুনিয়া থাকেন, জানিবেন, তাহা সমস্তই মিথ্যা।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,"তোমার কথা যে অবিশ্বাস্য, তাহার প্রমাণ আছে। আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি নিজমুখে সত্যকথা বলিবে। তোমার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া পরে উচিতমত ব্যবস্থা করিব। কিন্তু দেখিতেছি, ভয়ে, না হয় লজ্জায় সত্যকথা তুমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছ না; তোমাকে একবার অবসর দিয়াছি, তুমি স্বয়ং সমস্ত কথা স্বীকার কর।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার অপেক্ষা সত্যকথা আমি আর জানি না।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "তবে তুমি প্রকৃত কথা বলিবে না ? দাঁড়াও তুমি, তোমাকে সত্যকথা আমি শুনাইতেছি। রঙ্গিণী ও ঘরে আছ কি ? তোমার দাসীকে সঙ্গে লইয়া একবার এদিকে আইস না ?"

তখনই দাসীকে সঙ্গে লইয়া মন্থরপাদবিক্ষেপে সুন্দরী রঙ্গিণী দেবী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং নতবদনে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাসীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "বল্, তুই এ ব্যাপারের কি জানিস্! প্রথম হইতে সমস্ত কথা বল্—কিছুই গোপন করিস্ না।"

দাসী বলিল, "আমি কেন কথাই গোপন করিব না। গুরুমহাশয় পরম ধার্ম্মিক আর অনেক শাস্ত্র জানেন; এই জন্য দিদি ঠাকুরাণী তাঁহাকে বড় ভক্তি করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মকথা শুনিবার ইচ্ছায় দিদি ঠাকুরাণী মাঝে মাঝে তাঁহার বাটীতে যাইতেন। আমি অনেক সময় সঙ্গে থাকিতাম। ঠাকুরাণী কাজকর্ম্মে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেন। গুরুমহাশয় ধর্ম্মকথা কহিতে কহিতে ক্রমে প্রেমের কথা কহিতে আরম্ভ করেন। দিদি ঠাকুরাণীর মত সুন্দরী গুণবতী নারী কোন উপযুক্ত পুরুষের স্ত্রী হইলে বড় সুখের বিষয় হয়। তাঁহাকে দেখিলে মুনিরও মন টলে। এইরূপ অনেক কথা বলিতে থাকে। দিদি ঠাকুরাণী প্রথম প্রথম এ সকল কথায় বড় বিরক্ত হইতে থাকেন,শেষে মেয়েমানুষের নরম প্রাণ একটু একটু ভিজিতে থাকে। শেষে যখন গুরুমহাশয় পাগলের মত একদিন আত্মহত্যার ভয় দেখাইয়া দিদির পায়ে গড়াইয়া পড়েন, সে দিন দিদি তাঁহাকে ভালবাসার আশ্বাস দেন। কিন্তু বিবাহ না হইলে দিদি তাঁহাকে আপনার দেহ স্পর্শ করিতে দিবেন না, এ কথা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেন। গুরুমহাশয় অনেক ঠাকুর-দেবতার নাম করিয়া বিবাহ করিবেন প্রতিজ্ঞা করেন। তাহার পরে গোপনে আমাদের বাটীতে গুরুমহাশয় যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে গুরুমহাশয়ের আগ্রহ দেখিয়া দিদি ঠাকুরাণীর সাবধানতার বাঁধ কাজেই ভাঙ্গিয়া যায়। যাহা যাহা এ সকল ব্যাপারের ব্যবহারে চূড়ান্ত অবস্থা, সে সকলই ঘটিয়া গিয়াছে। বাকী কিছুই নাই। দিদি ঠাকুরাণী তখন বিবাহের জন্য কাঁদাকাটা করিতে থাকেন। গুরুমহাশয় ইতস্ততঃ করিয়া কাল

[illegible] আমাদের স্বামীজীর মত আদেশে চলিতেছে, তখন বিবাহ না হইলেই বা ক্ষতি কি? কালি রাত্রিতেও এজন্য দিদি ঠাকুরাণী অনেক পায়ে ধরিয়াছেন, বিস্তর কাঁদাকাটা করিয়াছেন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "আর বলিতে হইবে না। শুনিলে গুরুমহাশয়? ইহার উপর তুমি আর কিছু বলিতে চাহ কি?"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "এক কথা বলিতে চাহি। এ সমস্তই অদ্ভুত মিথ্যাকথা।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "সে কথা কে শুনিবে? রঙ্গিণী মা, কেন তুমি এতকাল ধর্ম্মপথে থাকিয়া এখন আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইলে?"

রঙ্গিণী একটু চিন্তা করিয়া সুমধুর স্বরে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "বাবা, আমি সর্ব্বনাশ ঘটিবে ভাবিয়া পাপ করি নাই। আপনি বাল্যকাল হইতে নানাবিধ যুক্তি ও তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া আসিতেছেন, আমার মত বালবিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মকার্য্য। এই গুরুমহাশয় আমাদের গ্রামে দেবতার ন্যায় সমাদৃত ব্যক্তি। ইনি ধর্ম্মকথার প্রসঙ্গে প্রথমে বিধবা-বিবাহের বৈধতা, তাহার পর আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগের কথা ব্যক্ত করিতে থাকেন। প্রথমে বিরক্তির সহিত আমি উহাঁর কথার ঘোরতর প্রতিবাদ করি। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে উহাঁর কথা কাণ পাতিয়া শুনিতে থাকি। বাবা, আপনি আমার পরম গুরু, শ্রেষ্ঠ দেবতা, আপনার নিকট আমি মিথ্যা কহিতে পারিব না। আমি গুরুমহাশয়-কৃত বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হই। আমি জানিতাম, গুরুমহাশয়ের প্রতি আপনাদের যেরূপ শ্রদ্ধা, তাহাতে তাঁহাকে জামাতা করিতে আপনার কখনই অমত হইবে না। এই জন্যই আপনাকে না জানাইয়া আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হই। গুরুমহাশয় আমাকে বিবাহ করিয়া এই বাটীতে বাস করিবেন, এই মর্ম্মে অশেষ প্রতিজ্ঞা করেন। তাহার পর—"

রঙ্গিণীর স্বর সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। সে কাতরভাবে সেই স্থানে বসিয়া পড়িয়া পিতার চরণ ধারণ করিল। তাহার নয়ন দিয়া জল বহিতে লাগিল। সে বলিল, "তাহার পর বাবা, তাহার পর স্বামী হইলে গুরুমহাশয়ের আমার উপর যে যে অধিকার হইত, আমি সে সমস্তই উহাঁকে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক্ষণে বুঝিয়াছি, উনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন। আমাকে ধিক্! আমাকে—উপপত্নী—"

আর কথা রঙ্গিণীর মুখ হইতে বাহির হইল না। চক্রবর্ত্তী চরণ হইতে কন্যার হাত ছাড়াইলেন; দাসীকে ডাকিয়া কন্যাকে সাবধানে বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতে বলিলেন। তাহার পর গুরুমহাশয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "শুন গুরুমহাশয়, আমি তোমার কোন কথাই শুনিতে চাহি না। তুমি যে ভয়ানক অপরাধ করিয়াছ, আমি তাহা ক্ষমা করিতেছি। আমি বিধান করি, বিধবা-বিবাহ সমাজ-বিরুদ্ধ হইলেও শাস্ত্রসম্মত। এখানকার সমাজে আমার কৃত কার্য্যের কোন প্রতিবাদ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার যে ধনসম্পত্তি আছে, তাহাতে স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবার কোনই অসুবিধা নাই। সমস্তই আমার কন্যা জামাতা পাইবেন। আমার কন্যা রূপবতী ও বিদ্যাবতী। তোমার ন্যায় পরম রূপবান্ ও গুণবান্ পুরুষের অযোগ্যা নহে। আমি ব্যবস্থা করিতেছি, রঙ্গিণীকে তোমার পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অদ্যই যথাশাস্ত্র বিবাহ হইবে। এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।"

গুরুমহাশয় এতক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়াছিলেন। দাসী ও রঙ্গিণী যে কাল্পনিক কাহিনী বিবৃত করিল, তাহার পর কি করা বা কি বলা উচিত, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। এক্ষণে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রশ্নোত্তরে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে না, আমার পত্নী আছেন। বিবাহে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি কেন বিবাহ করিব?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ক্রোধকম্পিত-দেহে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "ভণ্ড! ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করিয়া, উপকারীর কুলে কালী দিয়া এখন তুই সরিয়া পড়িতে চাহিস্? তোকে কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিতাম, মাটীতে পুতিবার ব্যবস্থা করিতাম, কিন্তু আমার কন্যা তোর প্রতি অনুরাগিণী। এ জন্য সেরূপ কোন ব্যবস্থা না করিয়া এই সম্পত্তির সহিত আমার রূপবতী দুহিতাকে তোর হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিতেছি। তুই তাহার সর্ব্বনাশ-সাধনে সক্ষম; কিন্তু তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহিস্? ধিক্ তোর বিবেচনায়! জানিস্ তুই, এ দেশে আমার আদেশের বিরুদ্ধে কথা কহিতে সাহস করে, এমন লোক কেহ নাই। আমি আদেশ করিতেছি, অদ্য রাত্রিতে রঙ্গিণীর সহিত তোর বিবাহ হইবে।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "কেন আপনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অন্যায় আদেশ করিতেছেন?

...নি আপনার কন্যার কোনই অনিষ্ট করি নাই। আমি ...াকে কখনই বিবাহ করিব না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "বটে! তোমার এত সাহস!" ...চ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"আয়!"

তখনই চারিজন ভীমকায় বাগ্দী তথায় উপস্থিত ...ল। চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "এই গুরুমহাশয় কোথাও ...ইতে না পারে, উহাকে ধরিয়া রাখ। আমি শীঘ্রই ...সিতেছি।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিবাহের আয়োজন করিবার জন্য ...ভাগে প্রস্থান করিলেন। এতক্ষণে রঙ্গিণী প্রস্থান ...রিবার অভিপ্রায়ে দাসীর সঙ্গে উঠিলেন। যাইবার ...য়ে তিনি গুরুমহাশয়ের দিকে ঈষৎ হাস্যসহকারে দৃষ্টি-...ত করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "কেমন, আরও ...নক বাকী আছে।"

সুন্দরী চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাষণ্ড।

...ণী একাকিনী। সন্ধ্যা হইয়া গেল, গুরুমহা-...খনও ফিরিলেন না, কাহারও বাটীতে হয় ত বিপদ্ ...ছে, কোথায় হয় ত বিশেষ কোন কাজ পড়িয়াছে, ...ঝি গুরুমহাশয়ের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে। ঠাকু-...চিন্তাকুল। কাহারও নিকট কোন সন্ধান পাওয়া ...া তো! বৈকালে কত স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার ...হইয়াছিল; কিন্তু কেহই গুরুমহাশয়ের কোন ...বলে নাই। রঙ্গিণী—সেই চরিত্রবলবিহীনা নারী—...ঙ্গিনী কামিনী কোন কাণ্ড ঘটাইলেও ঘটাইতে ...যে নারী গুরুমহাশয়কে দর্শন করিয়া মজিয়াছে, ...অতুলনীয় রূপসাগরে ভাসিতে মন করিয়াছে, সে ...থাকিতে পারে? কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে কি? না, ...হইলে অবশ্যই কাহারও মুখে কোন সংবাদ পাওয়া ...

...রাণী যথাস্থানে গুরুমহাশয়ের পা ধুইবার জল, ...বসিবার আসন ঠিক করিয়া রাখিলেন। রাত্রির ...ার যথাসম্ভব আয়োজন করিয়া রাখিলেন। একটি মাদুর ও বালিশ তাঁহাদের শয্যা। ঠাকুরাণী কয়বার করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলেন।

রাত্রি অনেক হইয়া গেল। গুরুমহাশয় এখনও ফিরিলেন না। ঠাকুরাণী ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষুদ্র দ্বার বন্ধ করিয়া নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

বাহিরে কাহার পদশব্দ হইতেছে না? না—হয় ত উঠান দিয়া একটা কুকুর চলিয়া গেল, না—সত্যই কাহার পদশব্দ। ঠাকুরাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু দ্বার খুলিলেন না। হাঁ—মনুষ্যের ধীর ও সতর্ক-পদধ্বনি, তাহার সন্দেহ নাই। শব্দ ক্রমে নিকটস্থ হইতে লাগিল। ঠাকুরাণী দ্বারের পার্শ্বে খিলে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক্ হইতে দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল, ঠাকুরাণী সভয়ে জিজ্ঞাসিলেন, "কে?"

বিপরীত দিক্ হইতে শব্দ হইল, "অন্নপূর্ণা, দরজা খোল।"

ঠাকরাণী বুঝিলেন, এ কণ্ঠস্বর গুরুমহাশয়ের নহে; পদধ্বনি শুনিয়াও তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ চরণপ্রক্ষেপ তাঁহার হৃদয়দেবতার নহে। কিন্তু এ ব্যক্তি কে? তাঁহার নাম যে অন্নপূর্ণা, তাহা এ দেশের কোন লোকই জানে না। তবে এ কে? তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কে?"

আবার বিপরীত দিক্ হইতে উত্তর হইল, "আমি তোমার পরিচিত ব্যক্তি। বড় বিপদে পড়িয়া এখানে আসিয়াছি।"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "আপনি কে? নিশ্চয়ই আপনি আমাকে জানেন; কিন্তু আপনি কে, তাহা না বুঝিলে দরজা খুলিতে পারিতেছি না।"

বিপরীত দিক্ হইতে শব্দ হইল, "তবে দরজা খুলিবে না? শুনিয়াছিলাম, তুমি বড় দয়াবতী। কাতর বিপন্ন লোককেও তুমি একটু আশ্রয় দিতে চাহ না। এই কি তোমার দয়া? আচ্ছা, যাই, দেখি আর কোথায় যদি সাহায্য পাই।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ হইল। ঠাকুরাণী বলিলেন, "আপনি অকারণ আমাকে অনুযোগ করিবেন না। আমি কুলকামিনী, আপনি পুরুষ, আপনি কে, জানিতে না পারিলে এই গভীর রাত্রিকালে আপনাকে ঘরে স্থান দেওয়া সুযুক্তি নহে, ইহা অবশ্যই আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। যদি আপনার পরিচয় দিতে আপত্তি থাকে, তাহা হইলে দয়া করিয়া ঐ স্থানে একটু অপেক্ষা

করুন। এখনই আমার স্বামী ফিরিয়া আসিবেন। তাহার পর আপনার সেবার জন্ত কোন যত্নেরই ত্রুটি হইবে না।"

বাহির হইতে দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত হইল। ঠাকুরাণী দ্বার ধরিয়া বলিলেন, "এ কি ? আপনি দরজা ভাঙ্গিতেছেন কেন ?"

আবার দরজায় প্রচণ্ড আঘাত-শব্দ হইল। উত্তর হইল, "তাহা না হইলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না; আমাকে দেখিতে না পাইলে তুমি চিনিতে পারিবে না।"

বাহির হইতে দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত হইল। ঠাকুরাণী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "একি ? আপনি দরজা ভাঙ্গিতেছেন কেন ?"

আবার প্রচণ্ড আঘাতজনিত শব্দ হইল। উত্তর হইল, "তাহা না হইলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না; আমাকে দেখিতে না পাইলে তুমি চিনিতে পারিবে না।"

ঠাকুরাণী আপনি দেহ দ্বারা জোরে দরজা চাপিয়া বলিলেন, "আপনি পরিচয় দিলেই চিনিতে পারিব। সে জন্ত দরজা ভাঙ্গিবার প্রয়োজন কি ?"

আবার প্রচণ্ড আঘাত। উত্তর হইল, "এত কষ্টে—এত নিকটে আসিয়া দেখা না করিয়া কেবল মুখের পরিচয়ে স্থির থাকা যায় কি ?"

আবার আঘাত। দরজা ভাঙ্গিয়া গেল। ঠাকুরাণী একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। মুক্ত পথ দিয়া এক পুরুষ-মূর্ত্তি তাঁহার নেত্রপথবর্ত্তী হইল। এই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পথিমধ্যে যে পুরুষ দুইবার রঙ্গিণী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি। পুরুষ বলিল, "রাণী অন্নপূর্ণা, আমাকে চিনিতে পার ? আমি তোমার জন্ত পাগল হইয়া দেশে দেশে ফিরিতেছি।"

গৃহস্থিত ক্ষীণ দীপালোকে অন্নপূর্ণা দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখস্থ পুরুষ সোনাপুরের শঙ্করনাথ মহাদেবের পূজারি ঘনশ্যাম। তিনি একটা কাতরধ্বনি ব্যক্ত করিয়া অধোমুখে ভূলুণ্ঠে পড়িয়া গেলেন।

ঘনশ্যাম বলিল, "সুন্দরি ! সার্থক আমি মহাদেবের পূজা করিয়াছিলাম। তিনি কৃপা করিয়া এত দিনে আমার সকল সুবিধা ঘটাইয়া দিয়াছেন। এখানে আর তোমার ধন-সম্পত্তি নাই, দাস-দাসী নাই, সিপাহী-পাহারা নাই। এখন তুমি অনায়াসে আমার মনের সাধ মিটাইতে পার। কোন দিকে কোন বাধা নাই; তবে কেন তুমি চিন্তা করিতেছ ?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "পরম ধার্ম্মিক মাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখানকার জমীদার। তিনি এ সংবাদ জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমার সর্ব্বনাশ ঘটাইবেন।"

বিকট হাস্য করিয়া ঘনশ্যাম বলিল, "তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমি কি তোমার নিকট আসিতে পারিতাম ? কত দেশে তোমার সন্ধান করিয়া প্রায় একমাস [illegible] আমি এখানে আসিয়াছি। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও তাঁহার কন্যা রঙ্গিণীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। রঙ্গিণীও সুন্দরী বটে; কিন্তু যাহার রূপে আমার মন ভরিয়া আছে, তাহার মত মিষ্টতা রঙ্গিণীর নাই। তাহার জন্ত এখন পাগল হওয়া যায় না। তবে তাহাকেও ছাড়া হইবে না; হাতে রাখিতে হইবে। তাহার টাকা আছে, তোমার এখন কিছুই নাই। কাজেই তাহাকে নহিলে চলিবে না, আমি তাহাকে ফাঁদে ফেলিয়াছি। সে উড়িয়া যাইতে পারিবে না। আগে তোমাকে হাত করিয়া তাহার পর তাহাকে পাইবার উপায় করিব। তাহার কথা সময়ান্তরে অবসর-মতে ভাবিব। এখন রঙ্গিণীর দরকার তোমাকে দূর করা; আমার দরকার তোমাকে লাভ করা। রঙ্গিণীর, সুতরাং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাহায্যে আমি তোমাকে এ স্থান হইতে লইয়া যাইব, সকল আয়োজন ঠিক আছে; এক্ষণে তুমি আর বিলম্ব করিও না; শীঘ্র আমার সহিত চলিয়া আইস। যাহারা রক্ষা করিবে বলিয়া তুমি ভরসা করিতেছ, তাহারাই তোমার পরম শত্রু হইয়াছে। এ দেশে থাকিলে তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে না। নিশ্চয়ই রঙ্গিণী তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। অতএব আর বিলম্ব করিও না; শীঘ্র আইস।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তা হউক, আমার স্বামী সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি এখনই আসিবেন এবং তোমার বা রঙ্গিণীর সকল ষড়্‌যন্ত্রই ব্যর্থ করিয়া দিবেন।"

আবার উৎকট হাস্য ও বিকট মুখ-ভঙ্গী করিয়া ঘনশ্যাম বলিল, "সে ভরসা ছাড়িয়া দেও। আজি রাত্রি একটার সময় রঙ্গিণীর সহিত তোমার স্বামীর বিবাহ। আর একটু পরেই বিবাহ হইয়া যাইবে। তোমার সেই সর্ব্বশক্তিমান্ রাজা স্বামী এখন চক্রবর্ত্তীর ভবনে বন্দী। এ জীবনে আর তোমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে না। এখন যাহা বলি, তাহা শুন। অনর্থক বিলম্ব করিয়া ফল নাই। আমার সহিত আইস—অন্য দেশে চলিয়া যাই। এখানে থাকিলে কালি প্রাতে রঙ্গিণী কখনই তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতে দিবে না।"

অন্নপূর্ণা বলিল, "আমি এখানে থাকিয়াই মরিব; কিন্তু কোন ক্রমেই স্থানান্তরে যাইব না।"

ঘনশ্যাম বলিল, "তোমার সহিত বৃথা তর্কে আমার প্রয়োজন নাই। তোমাকে আমি যেমন করিয়া পারি, াপনার করিব, ইহাই আমার সঙ্কল্প। ঈশ্বর সকল যোগই ঘটাইয়া দিয়াছেন। তোমার রাজৈশ্বর্য্য ঘুচিয়া য়াছে, তোমার রাজা স্বামী পরের হাতে বন্দী—অন্য ারীর স্বামী হইতেছেন। তোমার সপত্নী আমার সহায় ইয়াছেন। আমি দরিদ্র হইলেও যথেষ্ট অর্থ সাহায্য াইয়াছি। এ সুযোগে যদি তোমাকে আয়ত্ত করিতে । পারি, তাহা হইলে আমার সাধনাই বৃথা। তুমি চ্ছায় আমার কথা না শুনিলে,আমি বলপূর্ব্বক তোমাকে ইয়া যাইব। সুন্দরি! আমার দোষ গ্রহণ করিও না। ামার ঐ সোনার অঙ্গ আমাকে বন্ধন করিতে হইবে। ামার ক্রন্দন ও চীৎকার নিবারণের নিমিত্ত আমাকে ামার মুখ বাঁধিতে হইবে। তাহার পর পাল্কীতে তুলিয়া মি তোমাকে ইচ্ছামত স্থানে লইয়া চলিব। অধিক লম্ব করিবার সময় নাই, তোমার অভিপ্রায় কি, শীঘ্র ।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন. "তোমার সহিত আমি কোথাও ইব না। জীবন থাকিতে আমি এ স্থান ত্যাগ করিব । আমার স্বামী বিপদে পড়িয়াছেন শুনিয়া আমি ভয় ইতেছি না। কোন বিপদেই তাঁহার কোন অনিষ্ট বে না, ইহা আমি জানি। তাঁহার অপেক্ষায় জীবনের াকাল পর্য্যন্ত আমি এই স্থানে বসিয়া থাকিব।"

ঘনশ্যাম বলিল, "তবে আমার দোষ নাই। যাহাকে ণর সহিত ভালবাসি, যাহাকে লইয়া পরম সুখে ন কাটাইব মনে করিয়াছি, তাহার প্রতি কোন াচার করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু নিরুপায়। রি, আমাকে বাধ্য হইয়া তোমাকে বন্ধন করিতে তছে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "কর—যাহা তোমার ইচ্ছা কর। । নিরুপায়—দুর্ব্বল। কিন্তু ধর্ম্ম আছেন—দেবতা হন। আমি বিশ্বাস করি, তুমি আমার কোনই ক্ষতি তে পারিবে না।"

নশ্যাম বলিল, "তবে দেখি প্রাণেশ্বরি, কে তোমাকে করে।"

একটা দড়ির উপর দুইখানি কাপড়, একখানি চাদর কখানি গামছা ঝুলিতেছিল। সুন্দরীকে বাঁধিবার ্রায়ে ঘনশ্যাম সেইগুলি লইয়া অগ্রসর হইল। অন্ন- একান্তচিত্তে পতিপদ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হসা সেই কুটীরের ভগ্নদ্বার দিয়া গৃহমধ্যে অনেক আলোক প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হইল, "হুজুর! এই দিকে রাস্তা।"

ঘনশ্যাম কাঁপিয়া উঠিল। কাহারা আসিতেছে? বোধ হয় রঙ্গিনীর লোক। অন্নপূর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্বর যেন তাঁহার শ্রুতপূর্ব্ব। তখনই অন্নপূর্ণার নয়নে এক দীর্ঘকায় মহাপুরুষের মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। সেই মহাত্মা রায় হরকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। তাঁহার পশ্চাতে প্রকাণ্ড এক মশাল লইয়া আর এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। সে ব্যক্তি জরিফ কোচ্‌ম্যান। তৎপশ্চাতে চণ্ডীচরণ ও রামহরি।

রায় বাহাদুরকে ঘনশ্যামও দেখিতে পাইল। সে পলায়নের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহাকে দর্শনমাত্র অন্নপূর্ণা বলিলেন, "খুড়া মহাশয়, আমাকে পাষণ্ডের হস্ত হইতে উদ্ধার করুন।"

তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। রায় বাহাদুর অন্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া অন্নপূর্ণার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হই- লেন। সকলেই তখন সেই মূর্চ্ছিতা নারীর চৈতন্য-বিধা- নার্থ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করিবার কাহারও অবসর থাকিল না।

এই অবকাশে ঘনশ্যাম সে স্থান হইতে নিঃশব্দে পলায়ন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে রাত্রি একটার সময় বিবাহ। পাত্রী তাঁহার কন্যা রঙ্গিণী, পাত্র গ্রামের গুরু- মহাশয়। বিধবা-বিবাহ হইলেও আর্য্য-শাস্ত্র-সম্মত প্রণালীক্রমে কার্য্য সম্পন্ন হইবে; সুতরাং পুরোহিত, ব্রাহ্মণাদি অনেক লোক উপস্থিত আছেন এবং শালগ্রাম- শিলা, পুষ্প-চন্দনাদিও যথাস্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। উপযুক্ত স্থানে বর-কন্যার আসনাদি বিন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু বর বা কন্যা কেহই তথায় নাই। মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গোঁড়া ব্রাহ্মণ। বিধবা-বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত, এ কথা তিনি চিরদিন স্বীকার করিতেন কি না এবং অন্য ক্ষেত্রে হইলে এখনও স্বীকার করেন কি না, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে স্পষ্টই পরিদৃষ্ট

হইতেছে, তিনি এই কার্য্যে বিশেষ উৎসাহযুক্ত এবং ইহার বৈধতাবিষয়ে সন্দেহশূন্য।

যে নারী কল্যও ব্রহ্মচারিণী ছিলেন, সাদা কাপড় যাঁহার দেহ আচ্ছন্ন করিত, অবেণী বদ্ধ রূক্ষ কেশের ভার লইয়া যিনি বিব্রত ছিলেন, সিন্দুর ও শাটী যাঁহার নিকট হইতে বহুদিন পূর্ব্বে পলায়ন করিয়াছে, স্বর্ণাদি-নির্ম্মিত অলঙ্কার যাঁহার সমীপে আসিতে ভরসা করিত না, তিনি অদ্য মহার্হ বস্ত্রালঙ্কারে আবৃতকায়া। যে গুরুমহাশয়ের কথা শুনিয়া, যাঁহার রূপ দেখিয়া তিনি পাগল হইয়াছেন, অথচ চরণে অশ্রুপাত করিয়াও যাঁহার চিত্ত তিনি অধিকার করিতে পারেন নাই, সেই গর্ব্বিত গুরুমহাশয় এখনই সর্ব্বসমক্ষে ধর্ম্মমতে দেবতা সাক্ষী করিয়া তাঁহার হইবেন। বড় আনন্দের কথা বটে। কিন্তু তাহার পর? বিবাহ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বরের হৃদয়ের উপর আধিপত্য জন্মিবে বা তাঁহার প্রেম লাভ করা যাইবে, এরূপ কোন কথা নাই। কিন্তু সে ভাবনা এখন ভাবিবার সময় কৈ? বলে ও কৌশলে রঙ্গিণী যাঁহার স্কন্ধে গুরুতর পাপের ভার চাপাইয়া পিতার ক্রোধ উদ্রিক্ত করিয়াছেন এবং যাঁহাকে বলপূর্ব্বক বিবাহের বন্ধনে বদ্ধ হইতে বাধ্য করিতেছেন, নিশ্চয়ই যেমন করিয়া হউক, তাঁহার ভালবাসা তিনি লাভ করিতে পারিবেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার কোনই চিন্তা নাই; কেন না, তিনি সম্মুখে সুখের অতি প্রশস্ত পথ দেখিতে পাইয়াছেন।

অনেক নারী শঙ্খাদি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনেকে বলিতেছে, "বিধবার বিবাহ, এ আবার কোন্ দেশী কথা!" কেহ বলিতেছে, "রঙ্গিণীর বিবাহ হইয়াছিল কি না, মনে পড়ে না।" আর একজন বলিতেছে, "এই প্রথম বিবাহ বলিলেই বা ক্ষতি কি?" আর একজন বলিল, "খুব অল্প বয়সে বিধবা হইলে আবার বিবাহ হয়।" আর একজন বলিল, "এত দিন তো হয় নাই, এখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় চালাইলে আর কে কি বলিবে?" এক বৃদ্ধা বলিল, "আমি কত দিন বিধবা হইয়াছি, জানি না; তা মাধবের কল্যাণে আমাদেরও হয় না কি?" এক যুবতী বিধবা বলিল, "মরণ দেখ, আগে আমাদের হউক!"

সময় হইয়া আসিল। সকলই প্রস্তুত, কেবল বরের আগমন বাকী। রঙ্গিণী আপনার ঘরে একাকিনী বসিয়া মনে মনে অনেক চিন্তা করিতেছেন। রঙ্গিণী ভাবিতেছেন, পিতা এখনও গুরুমহাশয়ের মত ফিরাইতে পারেন নাই। এ সামান্য কার্য্য তিনি এখনও শেষ করিতে পারিলেন না কেন? যদি না পারেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি কি আছে? তাহার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। সে বন্দী হইয়া আছে, মার খাইয়াছে, অপমানিত হইয়াছে। আর এতক্ষণে তাহার সেই পেন্‌পেনে স্ত্রীরও নিশ্চয়ই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাহার পর? তাহার পর আমি যে ভোগের আশায় মজিয়াছি, তাহা ছাড়িব না। গুরুমহাশয় আমাকে চাহে না; ঘনশ্যাম আমাকে চাহে। যে চাহে, সেই ভাল। সে তো হাতে আছে। তবে আর ভাবনা কি? ঠাকুরাণীকে এখান হইতে তফাৎ করার পর ঘনশ্যাম তাহাকে দূর করিয়া দিবে। কিন্তু পিতা ঘনশ্যামের সহিত আমার বিবাহ দিবেন না। কাজ কি বিবাহে? বিধবার বিবাহ একটা কথার কথা। ভোগই সুখের মূল। যেমন করিয়া পারি, তাহার উপায় করিব।"

বাস্তবিক চক্রবর্ত্তী মহাশয় কোন মতেই গুরুমহাশয়কে বিবাহে সম্মত করিতে পারিলেন না। বাহিরবাটীতে চারিজন বাগ্দী, এক জন প্রবীণ কর্ম্মচারী ও গুরুমহাশয়কে লইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বসিয়া আছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাত্রের সম্মতি-লাভ-বিষয়ে হতাশ হইয়াছেন।

প্রবীণ কর্ম্মচারী গুরুমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, ভাল বুঝিলেন না। এ বিষয়ে সম্মত না হওয়ায় আপনার বিশেষ অনিষ্ট হইবে। এত বড় লোকের জামাতা বড় ভাগ্যের কথা। সকল বিষয়-সম্পত্তি আপনারই হইবে, দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যাইবে, পরম সুখে জীবন কাটাইতে পারিবেন। একটা নাম মাত্র বিবাহ করিলেই সকল গণ্ডগোল মিটিয়া যায়। কেন আপনি অমত করিতেছেন? অমত করিয়া কোন লাভ নাই। হত তো প্রাণ লইয়াও শেষে টানাটানি বাধিবে। কর্ত্তা রাগ করিলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "অকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করার অপেক্ষা সর্ব্বনাশ আর নাই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কার্য্য করিব না। আমার দুঃখ-দুর্দ্দশায় আমি বেশ সুখে আছি। ধন-সম্পত্তিতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া, অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হইয়া যদি প্রাণ দিতে হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? এ [illegible] চিরস্থায়ী নহে। ইহার মমতায় পাপ কেন করিব?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ভণ্ড ধার্ম্মিক! যখন [illegible] রাত্রিকালে আমার কন্যার গৃহে প্রবেশ করিয়াছ, [illegible] পাপ হয় নাই? যখন আমার [illegible] কন্যাকে [illegible]

:পের ও আমোদের স্রোত দেখাইয়া পাপের পথে মজাই-ছ, তখন অধর্ম্ম হয় নাই ? যখন আমার সরলা কন্যার মাতাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তখন পাপ হয় ই ? এখন তাহাকে বিবাহ করিলে তোমার কৃত পাপের ঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহাতে তুমি অনিচ্ছুক। ধিক্ মাকে !"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "মহাশয় যে সকল পাপের বলিতেছেন, যদি তাহার কিছু আমি জানিতাম, হা হইলে নিশ্চয়ই সে জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে ব্যাকুল তাম। আমি সে সকল ব্যাপারের কিছুই জানি না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আমার কন্যা ও দাসী তোমার ার উপর সমস্ত কথা বলিল, তথাপি তুমি তাহা মানি-না ? সরলা কুলবালা নিতান্ত মনঃপীড়া না পাইলে ন কুকর্ম্মের কথা পিতার সম্মুখে ব্যক্ত করিতে পারে ? তোমাকে এখনই রঙ্গিণীর পাণিগ্রহণ করিতে ব। আমি এ বিষয়ে কোন আপত্তি শুনিব না।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "আমি কখনই তাহা করিব না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "বুঝিলাম, স্বতজে ও সরলভাবে সম্মত হইবে না। যাহাকে এখনই জামাতা করিতে ব, তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে আমার ইচ্ছা ছিল কিন্তু দেখিতেছি, লাথির কাঁটাল কিলে পাকে না। দীরা, বসিয়া কি দেখিতেছিস্ ? এই বেটাকে জোর য়া বাটীর মধ্যে টানিয়া লইয়া চল্।"

তৎক্ষণাৎ যমদুতোপম সেই চারি ব্যক্তি গুরুমহা-র নিকটস্থ হইল এবং তাহার মধ্যে একব্যক্তি বলিল, ঠাকুর, কেন দুঃখ পাও ?"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "আমার যাইতে ইচ্ছা নাই, যাইব না।"

ক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "মিষ্ট কথায় কাজ হইবার এতক্ষণ হইয়া যাইত। জোর করিয়া লইয়া যা !"

কব্যক্তি গুরুমহাশয়ের হাত ধরিয়া টানিল, কিন্তু ক একটুও নড়াইতে পারিল না। সে আর এক-সাহায্য করিতে বলিল। দুই জনে দুই হাত ধরিয়া ত লাগিল; কিন্তু তাঁহাকে নড়াইতে পারিল না। তৃতীয় এক ব্যক্তি তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, দু আর কাঠা চালের ভাত মারিতে মজবুত। একটা ক নড়াইতে পারিস্ না ?"

আর দুজনকে সরিতে বলিয়া আপনি প্রাণপণ ত গুরুমহাশয়ের হস্তাকর্ষণ করিল, কিন্তু ফল হইল না তখন সে বলিল, "তাই তো !"

পূর্ব্ব দুই ব্যক্তির একজন বলিল, "তুই বুঝি পোন কাঠা চালের ভাতে গিলিস্, তাই তোর এত জোর ?"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "তোমরা কেন কষ্ট করিতেছ ? যাইতে আমার ইচ্ছা নাই।"

এক বাগ্দী বলিল, "তোমার তো ইচ্ছা নাই; কিন্তু আমরা মালিকের হুকুম রদ করি কিসে ?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "চারিটা মরদ, একটা মানুষকে ডোলাডোল করিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিলি না ?"

তখন অপমানিত বাগ্দী চতুষ্টয় গুরুমহাশয়ের উভয় বাহু ধারণ করিয়া প্রাণপণে টানিতে লাগিল, গুরুমহাশয় বিচলিত হইলেন না। তিনি আপনার বাহুদ্বয় একটু ঠেসিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ বাগ্দীরা "বাপ রে" বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিল। একজন বলিল, "কর্ত্তা, এ মানুষ নয়, আমরা নাচার।"

কর্ত্তা বলিলেন, "হারামজাদা বেটারা কোন কর্ম্মের নয়। গোহাল হইতে গরুর দড়া আন। হাত-পা বাঁধিয়া ফেল্। তাহার পর তোরা তুলিয়া লইয়া যা।"

একজন দড়া আনিয়া ফেলিল। গুরুমহাশয়ের শক্তি দেখিয়া বাগ্দীরা বিস্মিত হইয়াছে; তাঁহাকে কায়দা করিবার জন্য তাহাদের অতিশয় জেদ হইয়াছে। দড়ার পরামর্শ তাহারা অতি ভাল বলিয়া মনে করিল। দড়া আনিলে তাহারা গুরুমহাশয়কে বাঁধিতে আরম্ভ করিল। তিনি কোনই আপত্তি করিলেন না; কেবল বলিলেন, "আমি যখন কোন মতেই বিবাহ করিব না, তখন আমাকে বাঁধিয়া বিবাহ-স্থানে লইয়া গিয়া কি লাভ হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "বিবাহ তোমাকে করিতেই হইবে।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "কিরূপে ? আমি মন্ত্র বলিব না, কোন কার্য্য করিব না। তবে বিবাহ হইবে কিরূপে ?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তা হউক, আমি কন্যাকে রীতিমত সম্প্রদান করিব, অন্যান্য অনুষ্ঠানও হইবে। তাহা হইলেই বিবাহ হইবে।"

বেশ করিয়া দড়া বাঁধা হইল। তখন এক বাগ্দী বলিল, "এবার ধর ভাই সব, ঠাকুরকে তুলিয়া লইয়া চল।"

গুরুমহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিবদ্ধ হস্তদ্বয়ে একটু বলপ্রয়োগ করিলেন, পদদ্বয় একটু ফাঁক

করিলেন। হাত-পায়ের দড়া সামান্য সূতার মত পট্‌পট্‌ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "বুঝিতেছি, এ লোকের গায় অসাধারণ শক্তি; ইহাকে জব্দ করিতেই হইবে। মারিয়া কাবু কর, তাহার পর যাহা হয় হইবে।"

বাগ্‌দীরা বলিল, "লোকটা মন্ত্র জানে লাঠি ইহার গায়ে লাগিবে না, মারিলে কোন ফল হইবে না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "না হয় না হইবে, মার বেটাকে।"

প্রহারের উদ্যোগ হইল; দুই চারি ঘা লাঠি গুরুমহাশয়ের পৃষ্ঠদেশে পড়িল। তিনি অকাতরে তাহা সহ্য করিতে লাগিলেন। লাঠি থামিল না দেখিয়া গুরু মহাশয় একজনের লাঠি ধরিয়া ফেলিলেন; তাহার হাত হইতে লাঠিগাছটি কাড়িয়া লইলেন। যে বাগ্‌দীর লাঠি, সে তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। লাঠিগাছটি পদনিম্নে স্থাপন করিয়া গুরুমহাশয় আর এক জনের লাঠি কাড়িয়া লইলেন। ক্রমে চারি ব্যক্তির লাঠিই কাড়িয়া লওয়া হইল, কেহই কিছু করিতে পারিল না। তখন বাগ্‌দীরা একটু দূরে আসিয়া গুরুমহাশয়কে প্রণাম করিল এবং তাহাদের একজন বলিল, "আমাদের কসুর মাপ কর ঠাকুর; নিশ্চয়ই তোমার পিছনে দেবতার দৃষ্টি আছে। তোমার মত ওস্তাদ দল বাঁধিলে মুলুক মারা যায়।"

বাহিরে যখন এই সকল কাণ্ড চলিতেছে, তখন অন্তঃপুরে রঙ্গিণী একাকিনী চিন্তা-মগ্না। সেই সময় তাঁহার সেই দাসী সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কানে কানে কি বলিল। তৎক্ষণাৎ অতি ব্যস্ততা সহ দাসীর সঙ্গে রঙ্গিণী প্রস্থান করিলেন এবং অন্তঃপুরের দ্বার-সন্নিধানে আসিয়া দেখিলেন, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর ও নিতান্ত ব্যাকুলভাবাপন্ন ঘনশ্যাম তথায় দণ্ডায়মান।

রঙ্গিণী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি? কাজ শেষ করিয়াছ তো?"

ঘনশ্যাম অনুচ্চস্বরে বলিল, "সর্ব্বনাশ" হইয়াছে; কিছুই হইল না। কাজ শেষ করিয়া আনিয়াছিলাম প্রায়; হঠাৎ বাধা উপস্থিত হইয়াছে।"

"বাধা কিসের?"

"সর্ব্বনেশে বাধা। আমাকে এখনই এ দেশ হইতে পলাইতে হইবে, তোমাদের অনেক বিপদ্ ঘটিবে। আর তোমার সহিত কখন দেখা হইবে না। সুন্দরি, তুমি আমাকে বড়ই দয়া কর। এখন আমার পরামর্শমত চলিবে কি? আইস, আমরা এখনই এখান হইতে পলায়ন করি।"

রঙ্গিণী বলিলেন, "কি হইয়াছে, বল আগে।"

ঘনশ্যাম বলিল, "তোমাদের গুরুমহাশয় আর কেহ নহেন, স্বয়ং রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর, সর্ব্বস্ব দান করিয়া এখানে লুকাইয়া আছেন। সর্ব্বস্ব নষ্ট হইলেও তাঁহার যে মান-সম্ভ্রম আছে, লোকের অগাধ টাকায় তাহা হয় না, সাহসে তাহা হয় না, চেষ্টায় তাহা হয় না। কোম্পানী তাঁহার সহায়। অনেক সন্ধান করিয়া তাঁহার বড় বড় আপনার লোকেরা আজি এখানে উপস্থিত হইয়াছে। আমি অনেক কষ্টে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছি কিন্তু সে উদ্ধার পাওয়ায় ফল কিছু নাই। এখনই তাহারা এখানেও আসিয়া পড়িবে, আমাকে তাহারা খুন করিবে, তোমাদেরও অনেক বিপদে ফেলিবে। কিন্তু সুন্দরি, আমার যে বিপদ্‌ই হউক, তোমাকে না দেখিয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে আমি পারিব না, তাই এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি।"

রঙ্গিণী বলিলেন, "তাহা হইলে এখানে থাকিলে আমাদের কোন আশাই মিটিবে না, আর তোমারও বিপদ্ ঘটিবে। এ অবস্থায় তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই উচিত বোধ করিতেছি। তবে চল যাই, এই সময় বাটীর লোক খুব ব্যস্ত আছে, যাইবার ঠিক সময়ই এই।"

ঘনশ্যাম বলিল, "কিন্তু প্রাণেশ্বরি, টাকা-কড়ি, অলঙ্কারপত্র যতদূর পার, সংগ্রহ করিয়া লওয়া উচিত নয় কি? নহিলে বিদেশে আমাদের বড় কষ্ট হইবে।"

রঙ্গিণী বলিলেন, "ঠিক কথা। আমি সব আনিতেছি, তুমি একটু অপেক্ষা কর।"

ঘনশ্যাম বলিল, "একটু কেন বলিতেছ ভাই? যদি রাজার লোকেরা এখনই আমাকে কাটিতে আইসে, তথাপি তোমাকে ছাড়িয়া এক পাও আমি সরিয়া যাইব না।" দাসীকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গিণী প্রস্থান করিলেন। ঘনশ্যাম মনে করিল, এখন টাকা-কড়ি বেশী আনিতে পারিলে হয়; তাহার পরে বিদেশে গিয়া যাহা করিব, তাহা এখন আর ভাবিয়া কাজ কি?

রঙ্গিণী ও তাঁহার ঝি অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন। দাসীর হাতে প্রকাণ্ড এক গাঁটরি; তাহা টাকা, নোট, সোনা, রূপা, দামী কাপড়ে পূর্ণ। রঙ্গিণী আসিয়া বলিলেন, "সব আনিতে পারিলাম না, সময়ে কুলাইল না, ভাল ভাল অনেক জিনিস আনিয়াছি, খুচরা কিছু কিছু বাকী আছে।"

গাঁটরি ঘনশ্যাম মাথায় করিয়া লইল এবং বলিল,

ক, তুমি যে আসিয়াছ, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। খুচরা জিনিসগুলা পড়িয়া থাকিবে কেন? তোমার বড় বিশ্বাসী, তাহাকে তো সঙ্গে রাখিতে হইবে, সে খুচরা জিনিসগুলা লইয়া ধীরে সুস্থে আসুক না।"

রঙ্গিণী বলিলেন, "সে আবার কোথায় আমাদের চ মিলিবে?"

নশ্যাম বলিল, "পলাশডাঙ্গায়—এথান হইতে ই ক্রোশ তফাৎ, সেখানে আমি ভাল জায়গা ঠিক য়া আসিয়াছি।"

ঝি বলিল, "আমি পলাশডাঙ্গা জানি, আমি সেখানে ত পারিব।"

রঙ্গিণী বলিলেন, "তবে বাকী জিনিস-পত্র যত স্ লইয়া তুই আয়, আমরা আগে যাই।"

ঝি বলিল, "আচ্ছা।"

তাহার পর সেই গভীর নিশীথে যুবতী সুন্দরী রঙ্গিণী হ পরিত্যাগ করিয়া পাষণ্ড ঘনশ্যামের সহিত অগ্র-ইল এবং অচিরকালমধ্যে অন্ধকারে মিশিয়া গেল। টীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

নেকক্ষণ পরে রঙ্গিণীর জননী কন্যার সন্ধান করি-রঙ্গিণী কোথায়ও নাই। কেহ কোন সংবাদ দিতে না। রঙ্গিণীর দাসীও কোন কথা বলিল না। চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। ক্রমে সংবাদ বাহিরে । পৌঁছিল। গুরুমহাশয়ের নির্য্যাতন বন্ধ হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্যাকুলভাবে উন্মাদের মত মধ্যে ছুটিয়া আসিলেন। লজ্জায়, ঘৃণায়, উদ্বেগে গণ ব্যথিত হইলেন।

খানে বিবাহের উৎসবের আয়োজন হইতেছিল, র দীর্ঘনিশ্বাস, অশ্রুপাত, আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা উপ-ইল। আনন্দোচ্ছ্বাস সহসা হাহাকারে রূপান্তরিত রঙ্গিণীর কোনই সন্ধান হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

গমের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হুলোক প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে করুণাময়ী দেবীর দেওয়ান শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ধ্যায় মহাশয়। তাঁহার পশ্চাতে নবীনকৃষ্ণ, চণ্ডীচরণ, রামহরি, জরিফ ও অন্যান্য অনেক লোক। গুরু-মহাশয় তখন প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় বসিয়া আছেন। তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র তিনি নমস্কারাদি করিলেন এবং বলিলেন, "বোধ হয়, আপনাদের সহিত প্রেমালিঙ্গন করিতে আমার অধিকার নাই; কারণ, আমি এখানে বন্দীরূপে রহিয়াছি।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "আমরা সমস্ত ঘটনাই শুনি-য়াছি। রায় বাহাদুর মহাশয়ও এখানে আসিয়াছেন। তিনি এখন আপনার গৃহে রাণী মাতার নিকট রহিয়া-ছেন।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "আমি এ গ্রামে আছি, এ সংবাদ আপনারা জানিলেন কিরূপে?"

জীবন-বাবু বলিলেন, "আপনি রাজবাটী ত্যাগ করার পর হইতে আমরা নিরন্তর আপনার সন্ধানে ফিরিয়াছি। কিন্তু আপনি এতই সাবধানে চলাফেরা করিয়াছেন যে, আমরা কোন ক্রমেই আপনাকে ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারি নাই। আমরা সকলেই নানা দিকে আপ-নার নানারূপ সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "আপনারা এ অধমের জন্য বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। আত্মীয়গণ এরূপ কষ্ট পাইতেছেন জানিয়া আমার পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল। আমার বড়ই অপরাধ হইয়াছে। আপ-নারা কৃপা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। সম্প্রতি আমি এখানে আছি, আপনারা এ সংবাদ জানিলেন কিরূপে?"

জীবন-বাবু বলিলেন, "এ সংবাদ জানিবার আমাদের কোনই উপায় ছিল না। গত কল্য স্বয়ং মহারাণী করুণা-ময়ী মাতা আমার নিকট এ সংবাদ পাঠাইয়াছেন এবং বহু লোক লইয়া যেরূপে হউক, সন্ধ্যার মধ্যে এখানে উপস্থিত হইতে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোন মতেই এ স্থানে পৌঁছিতে পারি নাই। সৌভাগ্যক্রমে যে সময় আসিতে পারিয়াছি, তাহাতেও অনেক অসুবিধা দূর হইয়াছে। সে অনেক কথা; এখন বলিবার সময় নহে। আপনি আর এখানে বসিয়া কেন? আসুন।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাকে বন্দী থাকিতে হইয়াছে।"

জীবন-বাবু হাসিয়া বলিলেন, "কে আপনাকে বন্দী করিয়াছে? কি দোষে আপনি বন্দী হইয়াছেন? যিনি

আপনাকে বন্দী করিয়াছেন, তাঁহার হস্তে শাসন ক্ষমতা নাই। তাঁহার আদেশে বাধ্য হইবার কোন কারণ নাই। আপনি আসুন।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "তিনি অকারণে অপরাধী করিয়া আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি আমার উপকারক, আশ্রয়দাতা। তাঁহার অনুমতি না লইয়া প্রস্থান করা অনুচিত নহে কি?"

চণ্ডীচরণ বলিলেন, "বিশেষতঃ তিনি শ্বশুর; সুতরাং বাপ-খুড়ার অপেক্ষাও পূজনীয়। তাঁহার পদরজ না লইয়া যাওয়া যায় কি? এস তুমি!"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। গুরু মহাশয় বলিলেন, 'খুড়া মহাশয়, আপনাদের চরণধূলিই আমার সম্বল। আপনারা দয়া করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে একটা সংবাদ দিন, তাহার পর আমি আপনাদের চরণাশ্রয়ে গমন করি।"

রামহরি সেই বাগ্দীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোদের মুনিব কোথায় রে?"

একজন উত্তর দিল, "বাটীর ভিতর।"

জরিফ বলিল, "শীঘ্র খবর দে না। বেটারা লাট সাহেবের মত বসিয়া আছে। যা—"

কাহাকেও কোন সংবাদ দিতে হইল না। তখনই বিকটস্বরে চীৎকার করিতে করিতে মাধব চক্রবর্ত্তী সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই গুরুমহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উৎকট-স্বরে বলিলেন, "তুই নিশ্চয় সব জানিস্। তোরই কৌশলে রঙ্গিণী আমার সর্ব্বস্ব লইয়া পলাইয়াছে। তোর জন্য সে পাগল হইয়াছে। তুই তাহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, অথচ তাহার দ্বারা যথেষ্ট টাকা-কড়ি হস্তগত করিয়া অবস্থা ভাল করা তোর অভিপ্রায়। তাই তুই বিদেশে গিয়া স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিবি, এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছিস্। তোরই একজন লোক তাহাকে লইয়া গিয়াছে। বল্ হতভাগা, আমার কন্যা কোথায় আছে? নহিলে আজি তোকে খুন করিব।"

তাহার পর সহসা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এখানে এত লোক কেন? তোমরা কে? এখানে কেন আসিয়াছ?"

জীবন-বাবু বলিলেন, "আপনি অন্যায় পূর্ব্বক যাঁহার উপর উৎপীড়ন করিতেছেন, আমরা তাঁহার পরম আত্মীয়।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তাই তো! এ বেটা সত্যই বি ভোজবিদ্যা জানে? ইহার গায়ে অসুরের বল, বিপদে স্ব দুঃখে নিশ্চিন্ত, থাকে অতি দীন দরিদ্রের মত কখন ইহার একটা চেনা লোকও তো দেখি নাই। আজি হঠাৎ কি মন্ত্রবলে বেটা এত আত্মীয় জুটাইয়া ফেলিল তা হউক, আত্মীয় মহাশয়েরা, আপনারা আসিয়াছেন বলিয়াই যে এ বেটা নিষ্কৃতি পাইবে, এরূপ মনে করিবেন না। এ আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমার সতী ধর্ম্ম-শীলা কন্যাকে এ বেটা পাপের পথে লইয়া গিয়াছে শেষে তাহার দ্বারা আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করাইয়া অন্য লোকের সহিত এক্ষণে তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছে।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "মিথ্যাকথা। সাবধানে কথা কহ। যে মহাত্মার নামে তুমি এই কুৎসা আরোপ করিতেছ, তিনি দেবতা। লোকে তোমার কথা কখনই বিশ্বাস করিবে না। ঘনশ্যাম নামে এক দুশ্চরিত্র পাষণ্ডের সহিত তোমার কন্যা চলিয়া গিয়াছে। তোমার কন্যা এতদিন মনে মনে ব্যভিচারিণী ছিল, এখন সে কার্য্যত ধর্ম্মহীনা হইয়াছে। সন্ধান করিলে তুমি তাহাদের খুঁজিয়া পাইবে। তোমার শাসনের অভাবে এবং কন্যাকে সর্ব্ববিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়ায় এই দশা ঘটিয়াছে। যাহা হইয়াছে, তাহার আর হাত নাই। অকারণ মহাপুরুষের উপর দোষারোপ করিও না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "বেশ লোক তো তুমি! ধমকাইয়া কাজ সারিতে চাহ নাকি? এই ব্যক্তির কুহকে পড়িয়া আমার কন্যা ধর্ম্মহীনা হইয়াছে। এ ব্যক্তি নিতান্ত দরিদ্র হইলেও আমি ইহার সহিত কন্যার বিবাহের আয়োজন করিয়াছিলাম। বিধবা বিবাহে বেটা কোন মতেই সম্মত নহে। কিন্তু ধনের তো প্রয়োজন, কাজেই আমার সরলা কন্যাকে উপপত্নীরূপে লইয়া গিয়াছে। সকল কথারই প্রমাণ আছে।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "কোন প্রমাণই নাই। তোমার দাসী আগা গোড়া মিথ্যাকথা বলিয়াছে। আমি তোমাকে এখনই তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। রামহরি, আমার সঙ্গে জমাদারকে ডাক তো।"

রামহরি বলিল, "আজ্ঞে—তা—আজ্ঞে—যাই—আজ্ঞে—জরিফ যাউক না কেন? তুমি যাইতে পারিবে না জরিফ? আজ্ঞে বড় চক্চকে তলোয়ার—বড় মস্ত পাগড়ি—আজ্ঞে মস্ত ঢাল। তা জরিফ, যাও না, জমাদারকে ডাক না—কিসের ভয়?"

হাসিয়া জরিফ চলিয়া গেল। চণ্ডীচরণের দিকে রাম-
য় আর একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

জমাদার আসিল, কিন্তু একা নহে। তাহার সহিত ণীর দাসীও আসিল। রঙ্গিণীর দাসীর হাতে প্রকাণ্ড টা পিতলের ঘড়া।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ইহাকে তোমরা কোথা পাইলে? কেন আসিল?"

জীবন-বাবু বলিলেন, "রঙ্গিণী যখন ঘনশ্যামের সঙ্গে ইয়া যায়, তখন পথে আমরা তাহাদের ধরিয়াছিলাম। রা যে বুদ্ধিতে যেখানে যাইতেছে, তাহা আমরা নতে পারিয়াছি। এখন তাহারা যেখানে আছে, ও বোধ হয়, আমরা বলিতে পারি। এই দাসী দের অনুসরণ করিবে কথা ছিল। তাড়াতাড়িতে কল জিনিস তাহারা গুছাইয়া লইতে পারে নাই, তাহা লইয়াছে। এই ঘড়ায় তাহা আছে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "এই দাসীই তো আমাকে বলি-ছ, গুরুমহাশয় আমার কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।"

জীবন বাবু বলিলেন, "বলুক। যাহা এ বলিতে চাহে, ক।"

ঝি বলিল, "আর মিথ্যা বলিব না; বুঝিয়াছি, আর কথা চলিবে না। আমি দিদিঠাকুরাণীর মতলবে ক মিথ্যা বলিয়াছি। এত শীঘ্র ধরা পড়িতে হইবে, সহজে আমাদের সব পরামর্শ ছিঁড়িয়া যাইবে, তাহা একবারও জানিতাম না। গুরুমহাশয় যাহা বলিয়া তেছেন, আর এখন এই বাবু যাহা বলিতেছেন, ই সত্য। আমাকে আপনারা যাহা হয় করুন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "তোর কোন্ কথা ঠিক? তোকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়া ছাড়িব।"

নবীনকৃষ্ণ বলিলেন, "আপনি বসিয়া বসিয়া ক্রমে যত পারেন শিক্ষা দিবেন, তাহাতে আমাদের কোন ত্তি নাই। কিন্তু আপাততঃ আপনার গ্রামের যিনি ক, তাঁহাকে এখন ছাড়িয়া দিউন।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "ছাড়িয়া দেওয়া বা ধরিয়া র কর্ত্তা উনি নহেন। আসুন গুরুমহাশয়, আমাদের আসুন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আপনি আমাদের নিকট শুনিয়াছেন, তাহাই সত্য। এখনও চেষ্টা করিলে ডাঙ্গা গ্রামের চটীতে আপনার কন্যাকে দেখিতে বন। এখন ঘনশ্যাম আপনার উপজামাতা। আমরা ছি, পরিণামে আপনার কন্যার আরও অমঙ্গল। আপনার অবস্থা দেখিয়া আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইতেছি; কিন্তু আপনি ধীরভাবে চিন্তা করি-লেই বুঝিতে পারিবেন, আপনার আদরে, আপনার স্নেহে, আপনার বিবেচনার অভাবে এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমরা এক্ষণে বিদায় হইব।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আপনি কে? গুরুমহাশয়ের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ? কেন আপনি ভোরবেলা আসিয়া ইহাঁকে লইয়া যান? আপনার সহিত সিপাহী কেন? এ সকল কথা না বলিলে আমি গুরুমহাশয়কে ছাড়িব না।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "কোন কথাই বলিতে আমরা বাধ্য নহি।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন, "বলিতে আমরা বাধ্য বই কি! আপনি আমার উপবৈবাহিক হইবার চেষ্টায় ছিলেন, সুতরাং আপনার সঙ্গে কি অসৌজন্য করা সাজে? এই যে আপনাদের গুরুমহাশয়, যাঁহাকে উপজামাতারূপে পাইলেও আপনি চরিতার্থ হইতেন, ইনি রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর। এ কি! হাঁ করেন কেন উপবিহাই?"

বাস্তবিক চক্রবর্ত্তী মুখব্যাদান করিলেন। একজন বাগ্দী বলিল, "মোরা কিছুই জানি না। মোদের কসুর মাপ কর বাবা। তাতেই বলি, এ যে মানুষ নয়— দেবতা।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন, "চুপ কর্ বেটারা! দূর হ! উপ-বিহাই মহাশয়, কৃপা করিয়া হাঁটা একটু কমাইয়া ফেলুন। কেন না, আবার আরও হাঁ করিতে হইবে; তাহার স্থান কোথায়? আর এই যে মহাশয়টিকে দেখিতেছেন, ইনি চন্দ্রমালার মহারাণী করুণাময়ী দেবীর দেওয়ান জীবন-বাবু। এ কি! আর হাঁ করিবেন না, চোয়াল ফাটিয়া যাইবে।"

জীবন-বাবু বলিলেন, "আপনার সহিত অনেক বাদা-নুবাদ করিয়াছি। এক্ষণে বেলা অনেক হইয়া উঠিল, আমরা প্রস্থান করি।"

রাজা উমাশঙ্কর বলিলেন, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি এক্ষণে বিদায় হই-তেছি। আপনাকে প্রণাম করি।"

চণ্ডী বলিলেন, "উপ-শ্বশুরকে ভাল করিয়া প্রণাম কর বাবাজি। উপ-শাশুড়ীটি কোথায়? এ দেশে বিধবা, সধবা, আসল, নকল সব বিবাহই চলে। আমি তোমার শাশুড়ীটির একটা গতি করিলেও করিতে পারিতাম। যাই হউক, এখন আমরা বিদায় হই উপ বিহাই। যাইবার সময় তোমার একবার কান মলিয়া না দিলে কুটুম্বিতার মত কাজ হয় না।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিরুত্তর। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে সকল বিরোধী ঘটনা ঘটিল,তাহা ভাবিয়া তিনি অবাক্। কার্য্য-কারণ কিছুই তিনি নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অপমান ও মনস্তাপ যথেষ্ট ঘটিল। তিনি হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। রাজা উমাশঙ্কর, জীবন-বাবু প্রভৃতি সকলে প্রস্থান করিলেন। তখন বেলা আটটা হইবে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর এই সকল ঘটনা নানারূপ আকার ধারণ করিয়া গ্রামময় প্রচার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ব্যক্ত হইল যে, বনপুরের গুরুমহাশয় আর কেহ নহেন, তিনি সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ পরম দয়াময় রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর। তিনি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া একটা দেশ রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার বাক্য যেমন সুমিষ্ট, কার্য্য যেমন পবিত্র, দয়া তেমনই অসীম। সেই মহাত্মাকে রাজা বলিয়া না জানিয়াও গ্রামের লোকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছে ও ভক্তি করিয়াছে। আজি গুরুমহাশয় রাজা ও ঠাকুরাণী রাণীকে দেখিবার জন্য দলে দলে নর-নারী তাঁহাদের সেই ক্ষুদ্র কুটীরাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল।

রঙ্গিণীর সংবাদ পাওয়া গেল। সে পলাশডাঙ্গায় ঘনশ্যামের সহিত স্ত্রী-পুরুষরূপে বাস করিতেছে। সে স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছে যে, গুরুমহাশয় কোন পাপে পাপী নহেন। সে আর ঘরে ফিরিতে চাহিল না; চক্রবর্ত্তীও তাহাকে ঘরে লইতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি বুঝিয়াছেন, স্ত্রীলোকের স্বাধীন ইচ্ছা বাড়িতে দিলে সর্ব্বনাশই হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চিত্তস্থৈর্য্যের সহায়তা করিতে পারে সত্য; কিন্তু বাসনা বিনিবৃত্তি করিবার অভ্যাস হৃদয়ে বদ্ধমূল না হইলে পতন অপরিহার্য্য। আর্য্যজাতির নারীগণ বাল্যকাল হইতেই লালসা ত্যাগ করিতে শিক্ষা পায়। আবশ্যক হইলে যথাকালে ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান তাহাদের ভোগ-প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সহায়তা করে। তাঁহার কন্যার স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন বাসনানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে তিনি প্রতিঘাত করেন নাই; বরং তনয়ার বাসনা-সিদ্ধির পথ হইতে কণ্টক দূর করিয়া তিনি তাহা ক্রমনিম্ন করিয়া দিয়াছেন। তাহার সমুচিত ফল ফলিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় এজন্য আর দুঃখ ও শোক করিলেন না। অনতিকাল পরে তিনি এক দত্তক গ্রহণ করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে আরও ভয়ানক সংবাদ আসিল। রঙ্গিণীকে হত্যা করিয়া এবং তাহার অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া ঘনশ্যাম পলায়ন করিয়াছে; অনতিকাল পরে আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে, রাজবিচারে সেই দুরাত্মার ফাঁসির ব্যবস্থা হইয়াছে।

দ্বাদশ খণ্ড-সমাপ্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অন্তকাল।

উন্মাদিনী বিধুমুখীর অবস্থা বড়ই ভয়ানক হইয়াছে। সে আর এখন গান করে না, একস্থানে স্থির হইয়া থাকে না, মৃদুস্বরে কথা কহে না, কাহারও কোন কথা শুনে না। উন্মাদিনী অঙ্গের বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়,অতিশয় চীৎকার করিয়া সর্ব্বদা ক্রন্দন-কোলাহল করে,কখন কখন বিকট হাস্য করে এবং এক দণ্ডও স্থির থাকে না। শ্যামলাল তাহাকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়াছেন। তাহাকে ধরিয়া ও আটকাইয়া রাখা তাঁহার অসাধ্য হইয়াছে। বিধুমুখীর রূপ গিয়াছে, যৌবন গিয়াছে, শোভা গিয়াছে। তাহার অনিন্দ্য-সুন্দর বর্ণ এখন মলিনতায় আচ্ছন্ন, রোগে বিকৃত, অযত্নে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার দেহের সুগোল গঠন এখন শীর্ণ, কুৎসিত ও বিরূপ হইয়াছে; তাহার মস্তকের কেশরাশি এখন অনেক উঠিয়া গিয়াছে। যাহা আছে, তাহাও ক্ষুদ্রকায়, মলিনতাচ্ছন্ন, অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে; তাহার কুটিল-কটাক্ষপূর্ণ নয়নের সে দৃষ্টি অপগত হইয়াছে; তাহার উজ্জ্বলতা গিয়াছে, প্রখরতা নষ্ট হইয়াছে এবং মোহময়তা ধ্বংস হইয়াছে। তাহার দেহে বস্ত্র নাই বলিলেই

যে সামান্যমাত্র বস্ত্রখণ্ড তাহার কটিদেশ বেষ্টন
য়া আছে, তাহা খসিয়া পড়িলে সে ব্যাকুল হয় না,
স্ত্রের অভাব অনুভব করে না; তাহার লজ্জা নাই,
সিতা নাই, আনন্দ নাই, সুখ নাই; তথাপি সে
। হায়! এই কি সেই বিলাসময়ী, লাবণ্যোজ্জ্বল-
, সৌন্দর্য্যসম্পদ্সম্পন্না বিধুমুখী?

যতি যত্নে শ্যামলাল তাহাকে আপনার সেই আশ্রমে
াইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এ জন্য তাঁহাকে বড়ই
হইতে হইয়াছে। বিধুমুখী কথা শুনে না, ঔষধ
না, আহার করে না, একস্থানে থাকিতে চাহে না;
পি শ্যামলাল অবিরক্ত চিত্তে নিরন্তর পীড়িতার সেবা
তছেন। জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে
নেক কষ্টে তাহাকে ঔষধ খাওয়াইতে হয়, অনেক
তাহার শুশ্রূষা করিতে হয়।

ীলরতন-বাবুর যত্নের ত্রুটি নাই। তাঁহার উদ্বেগ ও
ক ক্লেশের সীমা নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি
াল ও বিধুমুখীর সংবাদ লইতে কখনই বিরত নহেন।
র জামাতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, গৃহত্যাগ করিয়া
কোথায় গিয়াছেন, তাহার সন্ধান নাই। দৌহিত্র
জীব হইয়াছে, ইত্যাকার বিবিধ দুশ্চিন্তার মধ্যেও
চিত্ত-স্থৈর্য্য রাখিয়া অন্যান্য কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন
াই; রায় হরকুমার বাহাদুরের বুদ্ধি-বিদ্যার উপর
প্রবল বিশ্বাস আছে, সে রায় বাহাদুর এখনও
ফিরিয়া আইসেন নাই। ইহা একটা আশ্বাসের কথা।
তিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার জামাতার অনুগত লোক-
বং মহারাণী করুণাময়ী দেবীর দেওয়ান প্রভৃতি
রা রাজার সন্ধানে আছেন। তিনি এই সকল
র আয়াসের সফলতার আশায় আশান্বিত।

লরতন-বাবুর নিয়োজিত ডাক্তার আসিয়া নিয়মিত-
বিধুমুখীকে দেখিয়া যান, তাঁহার লোক ঔষধ ও
নীয় দ্রব্যাদি আনিয়া দেয়, তিনি স্বয়ং সতত সন্ধান
বং আবশ্যকমত অর্থাদি প্রদান করেন।

ধুমুখীর অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ। আহার অভাবে
অবসন্ন হইয়া পড়িল, বিধুমুখী শয্যা গ্রহণ করিল;
চলাফেরা তাহার অসাধ্য হইল। তথাপি সে উঠিবার
বার চেষ্টা করে; তথাপি সে শুইয়া শুইয়াও অকারণ
হাত-পা নাচায়, মাথা দুলায়। দুর্ব্বল হওয়ায় তাহার
অত্যাচার বন্ধ হইল বটে; কিন্তু চীৎকার করা,
রা, রোদন করা বন্ধ হইল না।

মলাল বুঝিলেন, তাঁহার এ সেবা-কার্য্যের শেষ
হইয়া আসিতেছে। তিনি একদিন নীলরতন-বাবুকে সেই
কথা বলিলেন। নীলরতন-বাবু বলিলেন, "এখনও কোন
কথা বলা যায় না। অবস্থা মন্দ হইয়া আসিতেছে বটে;
কিন্তু এখনও অন্যদিকে ফিরিতে না পারে, এমন নহে।"
আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। শ্যামলাল বুঝিলেন,
রোগীর অবস্থা আরও মন্দ। তিনি ডাক্তারকে এ কথা
জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার বলিলেন, "কি আর বলিব?
জীবনের কোন আশা নাই। আর দুই তিন দিনেই সব
শেষ হইবে।"

যাহা কখন হয় নাই, তাহা হইল। শ্যামলাল আপনার
জন্য কখন কাঁদেন নাই; পরের দুঃখে কখন এক ফোঁটা
চক্ষুর জল ফেলেন নাই, তাঁহার চরণ ধরিয়া কত সুন্দরী
নয়নজল ঢালিয়াছে; তাঁহার প্রাণ তাহাতেও গলে নাই।
আজি তাঁহার নয়ন জলভারাকুল হইল। পাষাণে অমৃত-
ধারা বহিল; মরুস্থলে সুশীতল সলিল পরিদৃষ্ট হইল। কেন
এরূপ হইল? শ্যামলাল জীবনে কাহাকেও আপনার
বলিয়া মনে করেন নাই, জীবনে কাহাকেও ভালবাসেন
নাই, কাহারও ভালবাসা পান নাই, আপনার তুচ্ছ ভোগ-
সুখ ভিন্ন কিছুই বুঝেন নাই। তাই তাঁহার প্রাণ
কাহারও জন্য কাঁদিতে শিখে নাই। বিধুমুখী
ঘাড়ে পড়িয়াছে, দায়গ্রস্ত হইয়া শ্যামলাল তাহার
সেবা করিতেছেন, সে তাঁহারই জন্য উন্মাদিনী হইয়াছে।
সে তাঁহার নিকট অপরাধ-জনিত অনুতাপে মৃতকল্প হই-
য়াছে, সে তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, সে তাঁহারই অনাদরে
ধর্ম্মহীনা, ইত্যাদি চিন্তা হইতে বিধুমুখীর আরোগ্য-কামনা
জন্মিয়াছে এবং তাহারই ফলে এই কঠোর শিলা একটু
বিগলিত হইয়াছে।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে শ্যামলাল পীড়িতার নিকট
বসিলেন এবং অতি কোমলভাবে তাহার দেহে হাত
বুলাইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এইরূপ হাত বুলাইয়া
তিনি হয় তো তাহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিবেন।

বিধুমুখী চীৎকার করিয়া উঠিল, "আঃ! তুমি কে?
কেন জ্বালাতন কর? বাঃ বাঃ! লাথি মার—মার—
আবার মার।"

শ্যামলাল বলিলেন, "বিধুমুখি, তুমি আমাকে
চিনিতে পারিতেছ না? আমি তোমাকে জ্বালাতন করি-
তেছি না, তোমার গায়ে হাত বুলাইতেছি।"

বিধুমুখী বাধা দিয়া বলিলেন, "ওঃ, বড় শক্ত তোমার
পা! উহু, আর মারিও না, আমার বড় লাগিতেছে;
ক্ষমা কর।"

শ্যামলাল বলিলেন, "চুপ কর। কেহ তোমাকে মারিতেছে না। তোমাকে মারিবে কেন? সকলেই তোমাকে যত্ন করিতেছে, কত আদর করিতেছে।"

পাগলিনী সে কথা শুনিল না, সে ভয়ানক হাস্য করিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "তুমি আসিয়াছ? গুরুদেব! প্রণাম করি। নরকে তুমি কেন? নরকের শোভা ফুটিয়া উঠিল। ঐ রাণী, ঐ দেবী, আহা! কি সুগন্ধ।"

উন্মাদিনী চুপ করিল। যেন কি দূরের বস্তু দৃষ্টি সংযত করিয়া মনঃসংযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল। এইরূপে পরদিন কাটিয়া গেল। তাহার পরদিন বিধুমুখীর অবস্থা বড় মন্দ হইল। প্রাতঃকাল হইতেই তাহার কণ্ঠস্বর সংরুদ্ধ হইল এবং তাহার অস্থিরতা কমিয়া গেল। শ্যামলাল রোগ শোক বড় দেখেন নাই এবং কখনও পীড়িতের সেবাও করেন নাই। তিনি এ পরিবর্ত্তন বড়ই শুভসূচক বলিয়া মনে করিলেন এবং ডাক্তার আসিলে তাঁহাকেও সেইরূপ বলিলেন।

ডাক্তার রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আজ রোগীর অবস্থা বড় মন্দ। নাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ। রোগীর কথা বন্ধ হইয়াছে এবং তিনি স্থির হইয়া আছেন। এ দুইটি আপনি শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করিতেছেন, কিন্তু এ দুইটি বড় দুর্লক্ষণ। রোগীর অতিশয় দুর্ব্বলতা হইয়াছে, সেই জন্যই স্বরভঙ্গ ঘটিয়াছে এবং অঙ্গচালনা বন্ধ হইয়াছে। আজি কি হয়, বলা যায় না।"

শ্যামলাল কিছু বলিলেন না। কিন্তু তিনি হৃদয়মধ্যে এক অননুভূতপূর্ব্ব তীব্র যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। অতি কষ্টে তিনি হৃদয়ের শোক নিবারণ করিয়া রহিলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন, হয় তো ডাক্তারের বুঝিবার ভুল হইয়াছে। এমন ভুল তো মানুষের হওয়া অসম্ভব নহে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। বেলা যখন প্রায় দ্বিপ্রহর, তখন অনভিজ্ঞ শ্যামলালও বুঝিলেন, পীড়িতার অবস্থা বাস্তবিকই অতিশয় মন্দ হইয়াছে, তাহার আর জীবনের আশা নাই। তখন শ্যামলালের চক্ষু দিয়া জল বহিতেছে। তিনি বলিলেন, "কেন বিধুমুখি, কেন তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইতেছ? তুমি আমার নিকট যে আদর চাহ, তাহাই আমি দিব; তুমি আমাকে যাহা করিতে বল, তাহাই আমি করিব। তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।"

সহসা বিধুমুখীর আবার ক্ষীণস্বরে বাক্যকথনের শক্তি জন্মিল। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে কোন কোন স্থলে এরূপ ঘটে। বিধুমুখীর বাক্য উন্মাদপ্রলাপ নহে। অতি মধুর স্বরে সে বলিল, "মরণে এত সুখ! আমি মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু তোমার কোলে মাথা! তুমি আমাকে আদর-যত্ন করিতেছ, আমার জন্য তোমার চক্ষুতে জল! বড় লজ্জার কথা! কিন্তু বড় সুখ! হায়! এ সুখভোগ আমার আর অদৃষ্টে নাই।"

তখন শ্যামলালের সেই ক্ষুদ্র আবাসের দ্বারে কলরব উত্থিত হইল। চন্দ্রমালার মহারাণী করুণাময়ী দেবী কাশী আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক আসিয়াছে। কাশীতে সে জন্য একটা ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। দানাদি ব্যাপারের বাহুল্য হেতু চারিদিকে মহারাণীর নাম ঘোষিত হইতেছে। মহারাণীর নানাবিধ সমারোহেরও সীমা নাই। সেই মহারাণী বহু অস্ত্রধারী ও অন্যান্য লোক সঙ্গে লইয়া শ্যামলালের দ্বারে উপস্থিত। লোকেরা মহারাণীর আদেশে বাহিরে অপেক্ষা করিয়া রহিল। তিনি গম্ভীর ও ধীরভাবে একাকিনী সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সামান্য স্থান সহসা যেন সর্ব্বশোভাময় হইল; সেই মলিন ক্ষুদ্রনিকেতন যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্যামলাল সেই দেবীকে দর্শন করিয়া অবাক্ হইলেন। ক্ষণেকের নিমিত্ত হৃদয়ের যাতনা ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার অঙ্কস্থিতা মরণাপন্না নারীর কথা তাঁহার মনে হইল না।

বিধুমুখী কিয়ৎকালমাত্র মহারাণীকে দেখিয়া বলিলেন, "মা আসিয়াছ? এই মরণকালে তোমার কথা কতবারই ভাবিতেছি। আসিয়াছ যদি কৃপা করিয়া, একটু চরণধূলা দেও মা, আমার আর শক্তি নাই।"

তখন মহারাণী আপনার করে স্বকীয় চরণধূলা উঠাইয়া বিধুমুখীর মস্তকে প্রদান করিলেন আর বলিলেন, "মা, পতিপদ চিন্তা কর, তাহাতেই সকল দুঃখ-জ্বালার শান্তি হইবে। নারীর আর দেবতা নাই, আর গতি নাই।"

বিধুমুখী বলিল, "তাহাতেও বুঝি আমার অধিকার নাই। আপনি সকলই জানেন। আর কি বলিব?"

মহারাণী বলিলেন, "সব জানি, সব শুনিয়াছি। সত্যই মা, তোমার পাপের সীমা নাই। নারীর এক ভিন্ন দুই স্বামী হইতে পারে না। নারীর দেহ কেবল স্বামীর সামগ্রী। তিনি যদি ইহা না লন, লইতে ভুলিয়া যান তাহা হইলেও পরকে দিবার কোন অধিকার থাকিতে পারে না। কার্য্যে দূরের কথা; মনে মনেও অন্য কাহাকে স্বামী-স্থানে বসাইবার কল্পনা করিলেও মহাপাপ হয়

সেই পাপ পূর্ণমাত্রায় অনুষ্ঠান করিয়াছ। তোমার
র প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

মুখী বলিল, "আমি তাহা বুঝিয়াছি মা; এই তিপদ-ভাবনায় আমার অধিকার নাই বলিয়াছি। ।, বুঝিতে পারিতেছি না; আমার কি হইবে।"

ণাময়ী বলিলেন, "আমার বোধ হয়, তোমার ল হইবে। তাঁহার নিকট তুমি অপরাধী, তোমার মী দেবতা দেখিতেছি তোমাকে ক্ষমা করিয়া- ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য।"

মুখী বলিল, "তিনি আমাকে কৃপা করিয়াছেন কন্তু তাঁহার কৃপাও আমার লজ্জার কারণ হই- এত পাপের উপর সদয় ব্যবহার লাভ করিয়া রমে মরিয়া যাইতেছি। তিনি আমাকে নিরন্তর রলে আমার হয় তো এত যাতনা হইত না। আমার রম করুণাময়—আমি দেখিতেছি, তিনি সর্ব্ব- -সর্ব্বশোভাময়—সর্ব্বধর্ম্মময়—সর্ব্বপূজনীয় পরম আমার দেহ, মন, প্রাণ তাঁহার চরণে মিশিয়া ছ।"

ণাময়ী বলিলেন, "তোমার অন্তকাল নিকটবর্ত্তী। অন্তকালে পতির পদে আত্মসমর্পণ করা নারীর। অবিচলিত-চিত্তে সেই ধর্ম্ম পালন করিতে থাক। ইলে ভগবান্ তোমাকে দয়া করিতে পারেন।"

মুখী নয়ন মুদিয়া রহিল। শ্যামলাল বলিলেন, পনি কোন্ দেবতা? ভাগ্যবতী বিধুমুখী আপ- নেন, আপনাকে দেখিয়াছেন; আমি অভাগা খনও আপনাকে দেখি নাই।"

ণাময়ী বলিলেন, "বাবা, আমি দেবতা নহি, নুষ। তুমি মহাপুরুষ ঘনানন্দ স্বামীর উপদেশ য়া ধন্য হইয়াছ। তুমি শোক-দুঃখ ত্যাগ কর, পত্নীকে তুমি সরল-মনে ক্ষমা কর। পাপের ন জীবনে নরকভোগ করিয়া অনন্তধামে চলি- তোমার কৃপা হইলে তাঁহার পরকালে ভাল বে।"

লাল বলিলেন, "আমার স্ত্রী অপরাধ করিয়া- , কিন্তু আমিই প্রকারান্তরে তাহার কারণ, পাপী। বিধুমুখীর তুলনায় আমার পাপ অসীম, সামান্য পাপে অসহ্য জ্বালা ভোগ করিতেছে। আমার অদৃষ্টে কি আছে। আমি সরল ও বিধুমুখীকে ক্ষমা করিতেছি। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিবেন কি?"

বিধুমুখী চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "তোমাকে ক্ষমা! তুমি যে দেবতা। দেবতার কি পাপ হয়? মা, আমি আর কথা কহিতে পারি না। সম্মুখে কি দেখিতেছি? কাহারা ওরা?"

করুণাময়ী বলিলেন, "কিছুই দেখিয়া কাজ নাই; নয়ন মুদিয়া মনে মনে কেবল স্বামীকেই দেখ, ভয় কি?"

বিধুমুখী নয়ন মুদিল। করুণাময়ী বলিলেন, "বাবা, তুমি রোদন করিও না। তোমার বিধুমুখীকে তুমি আবার দেখিতে পাইবে।"

সহসা বিধুমুখীর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, "মা, মা, আমি যাই। দেবতা, স্বামী, তুমি জন্মান্তরে চরণে রাখিও। স্বামী গুরু, আঃ—যাই।"

আর কথা বিধুমুখী বলিল না। করুণাময়ী দেখিলেন, যন্ত্রণা-পীড়িত বিধুমুখীর জীবন শেষ হইল। শ্যামলাল সেই নারীর মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাণী বলিলেন, "আর কাঁদিও না। এ জীবনই আমাদের শেষ নহে। এক্ষণে বিধুমুখীর এই দেহ সম্বন্ধে তোমার অনেক কার্য্য আছে, তাহা স্মরণ করিয়া চিত্ত স্থির কর।"

সাবধানে মৃতার মস্তক ভূতলে স্থাপন করিয়া শ্যাম- লাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাণীর আদেশে কয়েক জন লোক আসিয়া তখনকার ব্যবস্থা স্থির করিল। শ্যামলাল কোমরে গামছা বাঁধিয়া তাহাদের সঙ্গ গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাতীরে বিধুমুখীর দেহ নীত হইল, যথারীতি সৎকার সমাপ্ত হইল। এ সংসার হইতে তাহার সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গুরুশিষ্য।

ঘনানন্দ স্বামীর কঠিন পীড়া হইয়াছে। পীড়ায় তাঁহার জীবন রক্ষা হইবে না বলিয়া সকলেই অনুমান করিয়া- ছেন, বহুসংখ্যক ইংরাজ, বাঙ্গালী ও পশ্চিম-প্রদেশবাসী পদস্থ ব্যক্তি তাঁহাকে সমস্ত দিন দেখিতে আসিতেছেন। তারযোগে সংবাদ নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছে এবং সংবাদপত্রাদিতে তাঁহার শরীরের অবস্থা প্রতিদিন প্রচা- রিত হইতেছে। বিদেশের ভক্তগণ সংবাদপত্রে তাঁহার সংবাদ পাঠ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন।

কাশীর সম্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রতিদিন বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ঘনানন্দ স্বামীর স্বাস্থ্য-বিষয়ক অনেক পত্র ও টেলিগ্রাম পাইতেছেন। কাশীর জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর নিয়ত তাঁহার সংবাদ লইতেছেন। স্বামী এ পীড়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন না এবং এই রোগেই তাঁহার দেহান্ত হইবে, ইহা সকলেই বুঝিয়াছেন।

বারাণসী-ধামের সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানেই স্বামী শিষ্যদ্বয়-সহ বাস করিতেছিলেন, কিন্তু ধনশালী, সম্রান্ত ব্যক্তিগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্য হেতু তাঁহাকে কাশীনরেশের এক প্রকাণ্ড ভবনে আসিতে হইয়াছে। ভবন গঙ্গাতীরে অবস্থিত, বহুবায়ত এবং অন্য লোকের দ্বারা অনধিকৃত। ডাক্তার সাহেব, কবিরাজ, হাকিম সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া যান। যিনি যে ঔষধ দেন, তাহাই তিনি সেবন করেন এবং যে যাহা অনুরোধ করে, তিনি তাহাই পালন করেন। কাহা-কেও তিনি মনঃ-ক্ষুন্ন করিতেছেন না, যে হিতৈষী তাঁহার জন্য যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তিনি আপত্তি না করিয়া সেই ব্যবস্থা পালন করিতেছেন। যে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে, তাহাকেই তিনি সম্মুখে আনাইয়া দেখা দিতেছেন, যে তাঁহার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি-তেছে, তাহারই সহিত তিনি আলাপ করিতেছেন।

তাঁহার কি পীড়া হইয়াছে, তাহা কেহ জানে না। ডাক্তার কবিরাজ কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই, ঘনানন্দ স্বামীর শ্বাসযন্ত্র অতিশয় দুর্ব্বল এবং উত্ত-রোত্তর অধিকতর দুর্ব্বল হইতেছে। তাঁহার আহারে অতিশয় অপ্রবৃত্তি এবং দেহে শোণিতের অতিশয় অল্পতা ঘটিয়াছে, দেহের সর্ব্বত্র একটা বিজাতীয় জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। ডাক্তার ও কবিরাজ কেহই এ সকল ব্যাধি অসাধ্য বলিয়া মনে করিতেছেন না। নিয়মিত ঔষধ ও পথ্যাদি সেবনে তিনি সহজেই সুস্থ হইবেন বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেছেন। ঘনানন্দ কাহারও ঔষধ সেবনে বা ব্যবস্থানুরূপ পথ্য গ্রহণে আপত্তি বা ঔদাস্য করিতে-ছেন না, অনুরাগী ভক্তগণ যখন যাহা বিধেয় বলিয়া মনে করিতেছেন, সন্ন্যাসী তাহাই পালন করিতেছেন, কিন্তু তিনি মৃদু হাস্যসহকারে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছেন যে, তাঁহার দেহ ত্যাগ করার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং অচিরে তাঁহার উৎক্রান্তি ঘটিবে। মহাপুরুষের এই বাক্য শত চিকিৎসকের বাক্যাপেক্ষা বলবান্ বলিয়া সকলেই অনুমান করিতেছেন এবং শীঘ্রই যে তিনি মহা-প্রস্থান করিবেন, তদ্বিষয়ে অনেকেরই বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

উত্তম ভবনে বাস, যথোপযুক্ত ঔষধ সেবন, নিয়মিত পথ্য, গ্রহণ, সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা-পালন চলিতে লাগিল চিকিৎসকেরা বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর ভাল হইতেছেন তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ হইতেছে, শরীরে রক্তসঞ্চয় হই[illegible] এবং তিনি শীঘ্রই রোগমুক্ত হইবেন, কিন্তু সন্ন্যা[illegible] ছেন, তাঁহার দেহান্ত ঘটিবার আর বিলম্ব নাই, আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর কালে তিনি দেহ ত্যাগ করিবেন। চিকিৎসকের বিরুদ্ধ বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসীর বাক্য সকলে বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ করিল এব শিষ্য ও একান্ত আত্মীয়গণ নিতান্ত ভয়চকিতভাবে সে দুর্দ্দিন গণিতে লাগিল। সে দিনের আর পাঁচটি দিন মা বাকী। দর্শনার্থী, পদরজোগ্রহণার্থী এবং ভক্তি-প্রদর্শনার্থ লোকের সংখ্যা দিন দিন ভয়ানক বাড়িতে লাগিল কাশীনরেশ এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ লোকসমাগ কমাইবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু ঘনান বুঝাইয়া দিলেন যে,তিনি অণুমাত্র উত্যক্ত বা ক্লিষ্ট হইতে ছেন না, সুতরাং লোকদিগকে মনঃপীড়া দিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

বহু লোকের মধ্যে দূর হইতে অতি সুশ্রী, বলিষ্ঠ পরিণত-কলেবর এক ব্রাহ্মণ যুবা ভূতলে মস্তক স্থা করিয়া ঘনানন্দকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসীর দৃষ্টি ত প্রতি আকৃষ্ট হইল। সেই যুবা রাজাবাহাদুর উমাশঙ্ক মহাপুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেকের দৃষ্টি ে দিকে সঞ্চালিত হইল। কাশীতে উমাশঙ্কর এক সম সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন, অনেকেই তাঁহাকে চিনি পারিল। যাহারা চিনিতে পারিল, তাহারা সম্ভ্রম-ভক্তি ভাবে মস্তক নত করিল। যাহারা চিনিতে পারিল তাহারা পার্শ্বস্থ লোকের নিকট এই নবাগত ব্যাি পরিচয়-জিজ্ঞাসু হইল। তখন সকলেই বুঝিল, এই ব্য সন্ন্যাসীর প্রিয় শিষ্য। ভাগ্যবলে ইনি বিপুল ধনশালী হ বঙ্গদেশে রাজা হইয়াছিলেন এবং সমস্ত ধন ব্যয় [illegible] ভারতকে দুর্ভিক্ষের কালগ্রাস হইতে রক্ষা [illegible] এখন আবার ইনি দরিদ্র। তখন সেই [illegible] সরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা উমাশঙ্করের নিমিত্ত [illegible] দিল। যতই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, [illegible] লোক সমূহ "জয় রাজা উমাশঙ্করের জয়" শব্দে চীৎ করিতে লাগিল। উমাশঙ্কর নত-বদনে কর-জোড়ে নি বিনীতভাবে অগ্রসর হইয়া ঘনানন্দের সমীপস্থ হই এবং তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিে

মহাপুরুষ বলিলেন, "তুমি কখন্ আসিয়াছ?"

শঙ্কর বলিলেন, "এই আসিতেছি। লোকমুখে , ভগবান্ দেহরক্ষার আয়োজন করিতেছেন, এ ব্যাকুলতার কোন কারণ না থাকিলেও, পাছে এ ন্বার সাক্ষাৎ না ঘটে, এই ভয়ে বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

নন্দ বলিলেন, "ভাল করিয়াছ। তোমাকে অনেক য় ভার গ্রহণ করিতে হইবে, আপাততঃ মা কোথায় ?"

শঙ্কর বলিলেন, "তিনিও পিত্রালয়-গমনের আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার সহিত এখানে হন, এখানে বড়ই জনতা; সুতরাং নিকটে বিধা না হওয়ায় নীচের এক কক্ষে অপেক্ষা হন।"

নন্দ বলিলেন, "তাঁহাকে আমার পূর্ণ হৃদয়ের জানাইবে, এ বেলা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তুমি -বাবুর বাটীতে যাও। অদ্য রাত্রিকালে তাঁহাকে য়া আসিবে। তখন বিস্তারিত বৃত্তান্ত শুনিব ও রায় বাহাদুর প্রভৃতি আত্মীয়গণ কোথায় ?"

শঙ্কর বলিলেন, "একটু পিছাইয়া পড়িয়াছেন। াসিবেন। আপনাকে দর্শন করিবার জন্ত তাঁহারা ব্যাকুল আছেন। বাবা, একটা কথা জিজ্ঞাসা আসিয়াছেন কি ?"

নন্দ বলিলেন, "আসিয়াছেন শুনিয়াছি, কিন্তু হিত সাক্ষাৎ হয় নাই।"

শঙ্কর বলিলেন, "বহু দিন মাতৃ-চরণ-দর্শনে ছি। অনেক আবিলতায় পড়িয়াছি, অনেক পঙ্ক খিয়াছি, অনেক সুখ-দুঃখের চিত্র দেখিয়াছি, প-মার ছেলে বাপ-মার কোলে মাথা রাখিবার ল হইয়া আসিয়াছে। [illegible]-পূর্ব্বক আমা- [illegible] কি [illegible]।"

নন্দ [illegible] ভাবিয়া [illegible] বলিতে পারি, তোমার [illegible] হয় নাই। তোমাকে পুনরায় ব্যাপৃত হইতে হইবে।"

[illegible] দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ;—বলিলেন, যন্ত্রণা! দয়াময়! ইহাই কি ভগবানের ইচ্ছা ?" নামুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নন্দ বলিলেন, "চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হওয়া াহাই হইবে। সে-বিষয়ের চিন্তা কেন ? তুমি এখন লিরতন-বাবু, তাঁহার স্ত্রী ও ভগ্নী তোমাদের জন্ত বড়ই চিন্তাকুল আছেন। তুমি অবিলম্বে মা অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের নিকট যাও।"

উমাশঙ্কর পুনরায় সন্ন্যাসীর চরণে মস্তকস্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "বৎস! তোমার দৃষ্টান্তে জগৎ ধন্য হউক।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পতি-পত্নী

আজি সন্ধ্যার পর ঘনানন্দ স্বামীর সেই ভবনে মহা সমারোহ। ভবন আজি আলোকমালায় সজ্জিত, বিবিধ বর্ণের মনোহর পতাকায় সুশোভিত এবং পত্র-পুষ্পদামে পরিণত। ভবনদ্বারে কাশীর সুবিখ্যাত রোসনচৌকী বাজিতেছে এবং অনেক সুরঞ্জিত-পরিচ্ছদধারী সশস্ত্র রক্ষী ফিরিতেছে। আজি চন্দ্রমালার মহারাণী করুণাময়ী দেবী ঘনানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। তাঁহার বাসনায় এই সকল আয়োজন হইয়াছে।

কক্ষমধ্যে নির্দ্দিষ্ট আসনে ঘনানন্দ অনুচ্চ বেদীর উপর মৃগচর্ম্মে আসীন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে আমাদের সুপরিচিত অনেক নরনারী। তাঁহার একদিকে মহারাণীর দেওয়ান জীবন-বাবু, রায় হরকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, রাজা উমাশঙ্কর, নবীনকৃষ্ণ, শ্যামলাল, রামহরি, নীলরতন-বাবু, চণ্ডীচরণ, জরিফ এবং স্বামীর শিষ্যদ্বয়। অপর দিকে রাণী অন্নপূর্ণা, সুহাসিনী, নীলরতন-বাবুর পত্নী ও ভগ্নী, ভব, দাসী প্রভৃতি নারীগণ। সকলেই সেই মহিমাময়ী মহারাণীকে দেখিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত।

দুই একটি প্রসঙ্গের আলোচনার পর রায় বাহাদুর বলিলেন, "শ্যামলাল-বাবু সম্প্রতি যে মানসিক কষ্টভোগ করিতেছেন, তাহা প্রভুর অবিদিত নাই। এই ঘটনার পর তাঁহার আকার-প্রকারের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তিনি চিন্তাকুল হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "শ্যামলাল-বাবুর অনিষ্ট কিছুই হয় নাই। ইচ্ছাময়ের রাজ্যে যাহা ঘটে, তাহাতেই শুভ ফল হয়। শ্যামলাল-বাবুর এই ক্লেশ তাঁহার চিত্তশুদ্ধির সহায় হইবে, শোকে তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হইবে এবং

সংসারের অনিত্যতা-বোধ তাঁহাকে জ্ঞানের পথে লইয়া যাইবে। শ্যামলাল, তুমি সুপথে বিচরণ করিতে, শিখিয়াছ রাজা উমাশঙ্কর তোমার গুরু। তিনি সতত বিহিত পথ দেখাইয়া দিয়া তোমার কল্যাণ-সাধন করিবেন। তুমি কদাচ তাঁহার উপদেশ অবহেলা করিও না।

গম্ভীর শ্যামলাল ভূলুণ্ঠিত হইয়া ঘনানন্দ, উমাশঙ্কর ও উপস্থিত তাবৎ নরনারীকে প্রণাম করিলেন।"

হরকুমার বলিলেন, "শ্যামলাল, আমি তোমার অতীত জীবনের সহিত সংসৃষ্ট কোন কোন ব্যক্তির বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি। সারদা দাসী নীলরতন-বাবুর নিকট হইতে প্রবঞ্চনা করিয়া কিছু টাকা লইয়া পলায়ন করে। সেই টাকাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। দেশে কোন লোক তাহা'র গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আর হরিচরণ আমাকে প্রহার করা এবং বিধুমুখীকে হরণ করা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহার দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইয়াছে।"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমি তাহাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আর কাহারও কোন কথা শুনিতে বাসনা নাই।"

হরকুমার বলিলেন, "প্রভুর অবিদিত নাই বোধ হয়, আমাদের সমস্ত সম্পত্তি, এমন কি, অলঙ্কারাদিও চন্দ্রমালার মহারাণীর পক্ষ হইতে এই জীবনবাবু ক্রয় করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি আমাদের সহিত আশাতীত সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং শেষে রাজা ও রাণীর সাংসারিক কার্য্যে এবং অন্যান্য নানাবিধ পারিবারিক ব্যাপারে ইনি আমাদের সহিত অশেষ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা চন্দ্রমালার মহারাণীকে কখন দেখি নাই। আজি সেই পুণ্যময়ীকে দেখিয়া চরিতার্থ হইব। দেওয়ানজী, তিনি কত রাত্রিতে আসিবেন কথা আছে?"

জীবন-বাবু বলিলেন, "তাঁহার আসিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

তখনই প্রবেশদ্বারে দামামা বাদিত হইল। ঘনানন্দ বলিলেন, "বোধ হয়, মহারাণী আসিতেছেন।"

উজ্জ্বল আলোকমালায় আলোকিত কক্ষ আরও আলোকিত হইল। অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে কক্ষ পূরিয়া গেল। দূর হইতে বিমানচারী বিহঙ্গমগীতির ন্যায় সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি উত্থিত হইল। মহারাণী করুণাময়ী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হীরকখচিত মহামূল্য অলঙ্কাররাশি-সমাচ্ছন্ন। তাঁহার মস্তকে মাণিক্য-পরিবৃত মুকুট জ্বলিতেছে। স্বর্ণসূত্র-নির্ম্মিত হীরকমালা-গ্রথিত অপূর্ব্ব বস্ত্রে তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত। সেই বর্ষীয়সী নবীনা যুবতীর ন্যায় লাবণ্যোজ্জ্বলকায়া এবং তাঁহার গতি ও ভঙ্গী যৌবনের মাধুরিমাময়। করুণাময়ী কক্ষাগত হইলেন; কক্ষ শোভায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সুন্দরী ভূতলে মস্তক স্থাপন করিলেন এবং তাহার পর তত্রত্য কিঞ্চিৎ ধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে, রসনায় ও হৃদয়ে স্থাপন করিলেন। সেই চর্ম্মাসীন সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তিনি ধীর ও মন্থরপাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি যুগ্মকরা, প্রেমে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন আর্দ্র। সন্ন্যাসীর আসনের অনেক নিকটে আসিয়া তিনি আবার একবার পূর্ব্ববৎ প্রণাম করিলেন; তাহার পর অঞ্চলাগ্র গলদেশে স্থাপন করিয়া গদ্গদস্বরে বলিলেন, "দেবরাজ, দেবরাজ, আজি এই আসন্ন মৃত্যুকালে, এ নশ্বর জীবনের এই শেষ সময়েও কি তুমি আমাকে চিনিবে না? আমাকে চরণ-প্রান্তে স্থান দিবে না?"

মহারাণীর নয়ন-নিঃসৃত অশ্রুধারায় তাঁহার কুসুম-সুকুমার গণ্ডস্থল ভাসিতে লাগিল। ঘনানন্দ বলিলেন, "করুণা, তুমি রাজনন্দিনী হইয়াও কেন এ সন্ন্যাসীর নিমিত্ত সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জীবন কাটাইলে?"

করুণাময়ী বলিলেন, "দেবরাজ, দেবরাজ, কেন তুমি স্বর্গের দেবতা হইয়াও ভাগ্যবতীকে চরণপঙ্কজে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইলে? তুমি যাহাই কর, তুমি জীবনে মরণে আমার স্বামী। যে দিন তোমাকে পিতা জামাতৃ-পদে বরণ করিবার নিমিত্ত গৃহে আনিয়াছেন, সেই দিন তুমি আমার স্বামী হইয়াছ; যে দিন অন্তরালে থাকিয়া দূর হইতে তোমাকে দেখিয়াই স্বামীজ্ঞানে প্রণাম করিয়াছি, সেই দিন তুমি আমার স্বামী হইয়াছ। নিষ্ঠুর, চিরদিনই তুমি চরণাশ্রিত ভক্তের প্রতি এইরূপ বাম। নির্দ্দয়, চিরকালই তুমি এইরূপে ভক্তের নিকট ধরা দিতে দিতে পলাইয়া যাও। যে তোমাকে কিছুতেই ছাড়ে না, যে তোমার জন্য জলে বা অগ্নিতে, গহন বনে বা দুর্গম গিরিশৃঙ্গে গমন করিতে ভয় পায় না, সেই তোমাকে ধরিতে পারে। পলাও নিষ্ঠুর দেবতা—নির্দ্দয় মহাপুরুষ, পলাও। আর কোথায় পলাইবে?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "যোগেশ্বরি! আমি জানি, তুমি বিষয়াবর্ত্তে পড়িয়াও সিদ্ধির পথে আমার অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছ। ধন্য তুমি! যাহারা তোমাকে দেখিতে পায়, তাহারাও ধন্য! তোমাকে ফাঁকি দিতে কে পারে

রমপুরুষও তোমার প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ, প্রার্থনা করি, র কৃপায় যেন বঞ্চিত না হই।"

াগেশ্বরী বলিলেন,"দয়াময়! গুণময়! এত দয়ার কথা না, এত প্রেমের কথা শুনাইও না। তোমার জয় তুমি সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষ, তোমাকে যদি প্রেম-বাঁধিয়া থাকি, তাহা হইলে বাস্তবিকই আমি ধন্য ়। সত্যকথা যদি বলিয়া থাক, যদি চিরাভ্যস্ত ভাব ত্যাগ করিয়া থাক, তাহা হইলে দয়াময় হরি, ক আমার কর্ত্তব্য পালনে অধিকার দেও। জীবনের কবার—একবারমাত্র আমাকে চরণসেবা করিতে

্যাসীর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মহারাণী রী সেই আস্তীর্ণ মৃগচর্ম্মের উপর ঘমানন্দের বাম-পবেশন করিলেন এবং তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন কাঁদিতে কাঁদিতে তাহা অঙ্কে উঠাইয়া লইলেন। আর সীমা থাকিল না। সেই চর্ম্মাসীন বিভূতি-ত-কলেবর সন্ন্যাসীর বামে সেই সর্ব্বালঙ্কারাচ্ছন্ন-ন্দরী। দর্শকেরা প্রত্যক্ষ হরগৌরী দর্শন করিতেছেন রিয়া পুলকিতকলেবর হইলেন। নারীগণ হুলুধ্বনি। বাহিরে দামামা রোসনচৌকী বাজিয়া উঠিল। বসুন্ধরা পূর্ণ হইল।

ানন্দ বলিলেন, "ভগবতি, তোমার নিষ্কাম প্রেম সুপবিত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে। তোমার এই ্য প্রণয়, এই আকাঙ্ক্ষাবিহীন একপ্রাণতা, এই ত সম্মিলন, প্রেমের এই ভোগবিহীন উপাদেয়তা, এই অসাধারণ একাগ্রতা, মনের এই প্রবল তেজ-এ সকলই অলৌকিক! সত্যই আমি ধন্য হইলাম। তোমার এই প্রেমলীলা দর্শন করিলেন, তাঁহারাও লেন।"

র ধীরে উমাশঙ্কর সম্মুখে আসিয়া গলায় কাপড় াম করিলেন এবং অধোবদনে অপেক্ষা করিয়া।

নন্দ বলিলেন, "দেখ দেবি, তোমার পুত্র ক প্রণাম করিতেছেন।"

শঙ্কর বলিলেন, "বুঝিয়াছি মা, যিনি মা করুণা-নিই মা যোগেশ্বরী। এই করুণাসিন্ধু আমার ন, এই দেবদেবী আমার জনকজননী। মনুষ্য-করিয়া এমন সৌভাগ্যোদয় কাহার অদৃষ্টে ?"

গশ্বরী বলিলেন, "বৎস, তুমি দরিদ্র হইয়া গিয়াছ, আমি তোমার সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইয়াছি। আমার কি অবিবেচনা ?"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "কেন মা, এমন নিষ্করুণ কথা বলিতেছ ? তুমি যোগেশ্বরীরূপে আমাকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছ, করুণাময়ীরূপে আমার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছ। আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। সম্পত্তির আবর্জ্জনায় আমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে। সে দায় হইতে তোমার করুণায় আমি উদ্ধার পাইয়াছি।"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "উদ্ধার পাইবে কিরূপে ? তুমি শুন নাই কি বাবা, ঠাকুর দেহত্যাগ করিতেছেন ?"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "সে কঠোর সংবাদ আমি শ্রবণ করিয়াছি।"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "তাহা হইলে আর তোমার উদ্ধার কোথায় ? তোমার বিষয়ভোগ এখনও অসম্পূর্ণ আছে। তোমাকে পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "কেন মা, এরূপ নিষ্করুণ আদেশ করিতেছেন ?"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, লোকে তাহার উপর অনেক কর্ত্তব্যের ভার প্রদান করে। তুমি সংসারের কঠোর পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছ। প্রভূত ধন তোমার চরণতলে ছিল, কিন্তু তুমি তাহা অনর্থক ভোগে ব্যয় কর নাই। স্বার্থ-চিন্তা বিস্মৃত হইয়া তুমি বিষয়ব্যাপার পরিচালন করিয়াছ; ধর্ম্মসাধনার্থ তুমি ধন ব্যয় করিয়াছ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে অর্থ-ব্যয় করিয়া তুমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছ; ধনমদ তোমাকে নিদ্রাকালেও অভিভূত করিতে পারে নাই; বিষয়-ব্যাপারে মত্ত হইয়া তুমি কদাপি ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হও নাই; অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া পরম শত্রুকেও তুমি দুর্ব্বাক্য দ্বারা মর্ম্মপীড়া দেও নাই; কাহারও কপর্দ্দকমাত্র অকারণ গ্রহণ করিতে তোমার প্রবৃত্তি হয় নাই; নিতান্ত দুরবস্থাতেও তুমি একটু-মাত্র চলচ্চিত্ত হও নাই; স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা তুমি অতি দীনভাবে জীবনপাত করিতে কাতর হও নাই; কোন কঠোর বিপদেও তোমাকে একতিলও ব্যথিত করিতে পারে নাই; নিতান্ত দুরবস্থাতেও তুমি পরোপ-কারসাধনে ক্ষান্ত হও নাই; নিতান্ত দরিদ্র দশায় পরমা সুন্দরী কামিনী রূপযৌবন ও ধনসম্পত্তি লইয়া তোমার চরণতলে লুণ্ঠিতা হইয়াছে; তুমি তাহার দিকে ফিরিয়া চাহ নাই এবং সম্পদে ও বিপদে কখনই তুমি কর্ত্তব্য-পালনে অবহেলা কর নাই। এ সকলই তোমার অতুল

প্রশংসার বিষয় হইয়াছে। তুমি যেরূপ মহাপুরুষের পুত্র, তাহার অনুরূপ ব্যবহার করিয়াছ। তোমার ব্যবহারে তোমার পিতা গৌরবান্বিত হইবেন। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও, সর্ব্বসুখের অধিকারী হও, সর্ব্বথা পিতার যোগ্য পুত্র হও।"

উমাশঙ্কর সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "মাতার এই আশীর্ব্বাদে ধন্য হইলাম। আমি কখনই জানিতাম না যে, আমি আপনাদের সন্তোষজনক কোন কার্য্য-সম্পাদনে সক্ষম হইয়াছি।"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "তোমার সহিত আমি আর কথা কহিতে পারি না। ঠাকুর, তোমার চরণ ক্ষণেক ছাড়িয়া যাই। রাগ করিও না। আমার পুত্রবধূকে তোমার নিকট লইয়া আসি। মাকে তুমি এতক্ষণ ডাক নাই, তোমার কি অন্যায়।"

তাহার পর সেই লোকাতীত মহিমাময়ী নারী হাসিতে হাসিতে মহিলামণ্ডলীর মধ্যগত হইয়া অন্নপূর্ণা ও সুহাসিনীর হস্ত ধারণ করিলেন এবং সন্ন্যাসীর সমক্ষে তাঁহাদের আনিয়া বলিলেন, "মা অন্নপূর্ণা, মা সুহাসিনী, ঠাকুরকে প্রণাম কর।"

তাঁহারা গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিলেন। যোগেশ্বরী বলিলেন, "মা অন্নপূর্ণা, তুমি ভিখারিণী হইয়াছ। বড় গৌরবের পরিচয় দিয়া আসিয়াছ, তোমার ন্যায় সঙ্গিনী না পাইলে উমাশঙ্কর কঠোর সংসার-ব্যাপারে এত অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। তুমি বড়ই লক্ষ্মী মেয়ে মা, আর মা সুহাস, তোমার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র, পরমশত্রুও তোমার নিন্দা করিতে জানে না। তুমি পরম সুখের অধিকারিণী হইবে মা।"

এই সময় শ্যামলাল একটু অগ্রসর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "মা সুহাসিনি, আমি অধম বেশ্যা-পুত্র শ্যামলাল, ধনমদে মত্ত হইয়া আপনার চরণে অশেষ অপরাধ করিয়াছি, আমার সে অপরাধ ক্ষমার অতীত। আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতে সাহস করি না, আপনার নিকটে গিয়া চরণ-ধূলা গ্রহণ করিতেও আমার সাহস নাই, আমি দূর হইতে আপনার চরণে বার বার প্রণাম করিতেছি।"

কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিয়া সুহাসিনী বলিলেন, "আপনার কৃত কোন অপরাধের কথা আমার আর মনে নাই। কেবল এই মনে আছে, আপনার ভয়ে দেশত্যাগী হইয়া আমি বসুন্ধরার গৌরবস্বরূপ এই ভাই পাইয়াছি আর লক্ষ্মীস্বরূপা এই শোভাময়ী ভ্রাতৃবধূ পাইয়াছি, আপনার কৃপায় আমার মহোপকার হইয়াছে, আপনার যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, আমি হৃষ্টচিত্তে তাহা ক্ষমা করিতেছি।"

হরকুমার বাহাদুর বলিলেন, "শ্যামলাল, তোমার হৃদয় বড়ই উন্নত হইয়াছে, দীনতাই হৃদয়োন্নতির পরিচায়ক, এ সম্বন্ধে যদি কিছু বলিতে হয়, তুমি নবীনকৃষ্ণকে বল, আমি জানি, তাঁহারা উভয়েই তোমার জন্য দুঃখিত, তোমার প্রতি কাহারও বিরাগ নাই।"

যোগেশ্বরী দেবী আদরে অন্নপূর্ণার হস্ত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এতদিন আনন্দে কাটিয়াছে তো? দুঃখের কোন ছায়াও তো তোমাকে স্পর্শ করে নাই?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ভাগ্যবলে যে দেবতার আমি দাসী হইয়াছি, তাহাতে দুঃখ দূরে থাকুক, অসীম আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু মা, এই অনন্ত সুখের মধ্যে একই ঘটনা হৃদয়ে বড় দাগ দিয়া গিয়াছে।"

অন্নপূর্ণা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অধোমুখ হইলেন, বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে সুহাসিনী বলিলেন, "মা, দাদার এক সোনার পুতুল ছেলে হইয়াছিল, সে আর নাই।"

সুহাসিনী অঞ্চলে নয়নাবৃত করিলেন, অন্নপূর্ণা কাঁদিতে লাগিলেন, সকলের নয়নই অল্পাধিক পরিমাণে জলভারাকুল হইল।

ঘনানন্দ বলিলেন, "সে ভুবনমোহন শিশুকে আমি ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলাম, সে ছেলের এরূপ পরিণাম হইবে, ইহা আমি একবারও মনে করি নাই।"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "নাতি কোলে লইবার লোভ সংবরণ করিতে পার নাই, যোগাসন ত্যাগ করিয়া এ জন্য বঙ্গদেশে ছুটিয়াছিলে, আমাকে তাহার ভাগ দিতে পার নাই। নিষ্ঠুর, তুমি যে শিশুকে কোলে লইয়াছ, তাহার এ দুর্দ্দৈব ঘটে কেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "কাহাকে ফাঁকি দিতে চাও? ঘটে কেন, তাহা আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর, তুমি ঘটাইলে কে তাহার অন্যথা করিতে পারে?"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "দাড়াও তোমরা, আমি বুড়া দুষ্টকে জব্দ করিতেছি, আমি এখনই ফিরিয়া আসিব, তোমরা একটু অপেক্ষা কর।"

যোগেশ্বরী দেবী প্রস্থান করিলেন এবং পার্শ্বস্থ এক রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠদ্বারে করাঘাত করিলেন, দ্বার খুলিল, তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিবিধ অলঙ্কারাদি-শোভিত এক সুকুমার শিশু ক্রোড়ে লইয়া

লে উপস্থিত হইলেন। সকলেই অবাক্, শিশু নিকটস্থ "পিটি পিটি" "মা মা" "বাবা বাবা" শব্দ করিয়া লাইতে হুলাইতে চীৎকার করিতে লাগিল, তখনই "আমার সেই খোকা" বলিয়া চীৎকার-শব্দে রীর চরণতলে আছড়াইয়া পড়িলেন। সুহাসিনী কাঁপিতে কাঁপিতে হাত বাড়াইয়া খোকাকে গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লুপ্তোদ্ধার।

কহ স্বপ্নেও মনে ভাবে নাই, তাহা ঘটিল। যে সর্ব্বসমক্ষে স্বাভাবিকভাবে কৃতান্তের কবলগ্রস্ত ছল, তাহাকে আবার পাওয়া গেল, আনন্দের সীমা না। খোকা অনেকক্ষণ অনেকের কোলে কোলে দ ঘুরিয়া বেড়াইল, আনন্দোচ্ছ্বাস মন্দীভূত হইলে শ্বরী ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, "কেমন আমাকে ফাঁকি দিয়া নাতি কোলে করিতে ছুটিয়া- ; এবার আমি তোমাকে আর আমার নাতির গায়ে দতেও দিব না।"

ানন্দ বলিলেন, "তুমি না পার কি ? যমালয়গত যে ফিরাইয়া আনিতে পারে, তাহার ক্ষমতা রণ ?"

াগেশ্বরী বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ! ও বয়সে আর প্রশংসা নিজে করিও না। জ্ঞানী হইয়া অজ্ঞানের করিও না। মরা বাঁচান তোমারই কাজ। নয় কি মহাশয় ?"

রকুমার বলিলেন, "এ [illegible]-লীলার মধ্যে আমি কি দিব ? [illegible] বলিতেই হইবে যে, মরিয়া [illegible] স্নেহ কত- হইয়াছিল [illegible] করিয়াছি াহার [illegible] সকল সারিয়া ছ। [illegible] দৈব-শক্তির কার্য্য।"

াগেশ্বরী বলিলেন, "দেখ ঠাকুর! তোমার এই যথার্থ অসাধারণ, আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে ্য কাণ্ড কিছুই নাই। যখন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে সকলে অবধারণা করেন, তখন আমার শিষ্য এই জীবনকৃষ্ণ সৎকারার্থ সেই মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান করেন ; অদূরে আমার এক ধাত্রী অপেক্ষা করিতেছিল, সে শিশুকে কোলে লইয়া চলিয়া আইসে, দ্রব্য-গুণ-প্রভাবে শিশুর জীবন-রক্ষা হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "তোমার পক্ষে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে ইহার সকলই আশ্চর্য্য। সে যাহা হউক, এরূপ করিয়া শিশু-হরণ করার উদ্দেশ্য কি ?"

যোগেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, "এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ঠাকুর ? তুমি বলিতেছ, উমাশঙ্করের সম্পূর্ণ পরীক্ষা হইবে। তোমার প্রিয় পুত্র পুত্রত্ব-পদবী লাভ করিয়া বালক উমাশঙ্কর কতদূর দৃঢ়তা অভ্যাস করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা গ্রহণ ও জগতে তাহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা তোমার অভিপ্রায়। একমাত্র প্রিয় পুত্র নাশ না হইলে সে দৃষ্টান্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় কৈ ? এ সকলই তুমি জান ; তথাপি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহাতে আমার অভিপ্রায় কি ?"

ঘনানন্দ একটু হাস্য করিলেন। যোগেশ্বরী বলিলেন, "কিন্তু তোমার সহিত বাজে কথার আমার সময় নাই। তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই ; তুমি যেখানে যাইবে, তোমার দাসী ছায়ার ন্যায় সেখানেই তোমার অনুগামিনী হইবে। কিন্তু যাহাদের সঙ্গ আমাদের আশু ছাড়িতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে কথা শেষ করাই এখন প্রয়োজন।"

উমাশঙ্কর সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি কথা বলিতেছেন মা ? আপনি কৃপা করিয়া এ সকল প্রহেলিকা পরিত্যাগ করুন।"

যোগেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, "সন্তানের আবদার মা কবে শুনে না বাবা ? এ সকল কথা এখন থাকুক। বিহাই মহাশয়, আপনি অগ্রসর হউন। আপনাকে অনেক বিষয় বুঝিয়া লইতে হইবে।"

হরকুমার অগ্রসর হইয়া করযোড়ে বলিলেন, "বুঝিয়া লইবার দিন আমার ফুরাইয়াছে। এ সময়ে যদি আপনাদের মহিমা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি, তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব। আমাকে কি বুঝিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "দিন ফুরাইয়াছে মনে করিয়া প্রস্তুত হওয়া সকলেরই উচিত। আপনার এখন বুঝাইয়া দিবার দিন নিকট হইয়া আসিতেছে। যে বুঝিয়া লইতে

জানে, সে বুঝাইয়া দিতে জানে। সুতরাং আপনাকে বুঝিয়া লইতে হইবে। রাজা উমাশঙ্করের যে সকল বিষয় আমি ক্রয় করিয়াছিলাম, তাহার কথা বোধ হয় আপনার মনে আছে?"

"আছে।"

"আমার যে সকল স্থাবর সম্পত্তি আছে, তাহার সংবাদ আপনি কিছু কিছু জানেন বোধ হয়?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "জানি।"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "আমি এক দানপত্র দ্বারা আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি রাজা উমাশঙ্করকে দান করিয়াছি। ইহাতে আমার পৈতৃক, স্বোপার্জ্জিত এবং উমাশঙ্করের দরুণ ধরিয়া স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তিরই উল্লেখ আছে। দানপত্র রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। জীবনকৃষ্ণ, সেই দলীলখানি রায় বাহাদুর মহাশয়ের হস্তে দেও।"

তৎক্ষণাৎ জীবন-বাবু পার্শ্বস্থ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া একটি পেটিকা আনয়ন করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে একখানি রেজেষ্টারী করা দলীল বাহির করিয়া হরকুমার বাহাদুরের হস্তে প্রদান করিলেন।

রাজা উমাশঙ্কর কাতরভাবে মহারাণীর চরণ-সমীপে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "মা তো কখন সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুর হয় না। আপনি আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা করিতেছেন কেন? মা, মা, আমি আপনার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে পুনরায় বিষয়-কূপে ডুবাইয়া দিবেন না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "এ জন্য ভয়ের কোন কারণ নাই বাবা। বিষয় তোমার অধীনে থাকিবে, তুমি কখনই বিষয়ের অধীন হইবে না। তোমার দ্বারা বিষয়ের যেরূপ সদ্ব্যবহার হইবে, বোধ করি, এ জগতে আর কাহারও দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি বিষয়-সমুদ্রে না ডুবিয়া, তাহার উপর ভাসিয়া বেড়াইতে পারিবে, ইহা আমরা জানি। তোমার হস্তে বিষয় ন্যস্ত হইলে সংসারের [illegible] রক্ষিত হইবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। [illegible]-ব্যবহার-বিষয়ে তুমিই যথোপযুক্ত সৎপাত্র; অতএব বৎস, এ গুরুভার তোমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিতে বা আপনার সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে আমার [illegible] সাধ্য নাই। কিন্তু দেখি, আপনি [illegible] [illegible] ভার অবলম্বন করিয়া আমাকে [illegible] [illegible]"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "তোমার [illegible] মহৎ কার্য্য সাধিত [illegible] অনেক কার্য্য [illegible] অতএব বিষয়-[illegible] তোমাকে [illegible] কেমন বিহাই মহাশয়, দলীল দেখিয়া [illegible] স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি, উভয় স্থানের বাড়ী, [illegible] হাতী, ঘোড়া, আসবাব, তৈজস ইত্যাদি সকল [illegible] ধরা হইয়াছে, কোন ভুল হয় নাই তো?"

হরকুমার বলিলেন, "দেখিয়া লইবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথা হইতেছে, আমাকে এত করিয়া বুঝিয়া লইতে আজ্ঞা করিতেছেন কেন? আমার কি এই বয়সে আমাকে এই কঠোর কর্ম্মের দায়ে [illegible] করিয়াছেন?"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "না, আপনাকে নিরন্তর এ ভার বহন করিতে হইবে না। তবে একবারমাত্র [illegible] গিয়া উভয় স্থানের বিষয়-ব্যাপারের একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। এবার জীবনকৃষ্ণ কার্য্য [illegible] আমি তাঁহাকে অনেক সম্পত্তি দিবার [illegible] করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণে অসম্মত। রাজা উমাশঙ্করের নিকটে থাকিয়া কাজ করাই তাঁহার অভিপ্রায়।"

হরকুমার বলিলেন, "অতি উত্তম ব্যবস্থা। জীবন বাবু অতি মহাশয় লোক। আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার কার্য্যদক্ষতাও অদ্ভুত। আপনার যিনি শিষ্য, তিনি সর্ব্বগুণে গুণবান্ হইবেন, তাহা আর সন্দেহ কি? তাহা হইলে রাজা উমাশঙ্করের আয় প্রায় বার্ষিক ষোল লক্ষ টাকায় দাঁড়াইতেছে।"

মহারাণী বলিলেন, "ঐরূপই হইবে। আমার এখন কথার শেষ হয় নাই। মা অন্নপূর্ণা, কর্ত্তব্যানুরোধে লোকশিক্ষার নিমিত্ত আমি তোমার সহিত অনেক নিষ্ঠুর-ব্যবহার করিয়াছি। তন্মধ্যে পুত্র-হরণ প্রথম নিষ্ঠুরতা। দ্বিতীয় নিষ্ঠুরতা তোমার [illegible] তোমার সন্তান তোমার [illegible] তোমার অলঙ্কারগুলি [illegible]

[illegible]

কীর দেহ হইতে একে একে
করিতে লাগিলেন। সমস্ত
লন, "জীবনকৃষ্ণ, বাক্স

হইতে জীবনকৃষ্ণ তিনটি উত্তম
সমস্ত স্বহস্তে তন্মধ্যে স্থাপিত
"মা সুহাস, আমি তোমাকে
ান করিতেছি। তুমি আমার
শ ও তোমার গ্রহণে অধিকার
মা!"

সনী বলিলেন, "অলঙ্কারে আমার কোনই
ছিল না। কিন্তু আপনার আজ্ঞা পালন করিতে
াধ্য। দাদা, মার এই সকল অলঙ্কার অঙ্গে
রলে আমার পাপ হইবে না কি?"

াকর বলিলেন, "না। বরং মাতার ব্যবহৃত
থাকিলে অশেষ কল্যাণ হইবে। তবে সকল
গ্রে মস্তকে ধারণ করিয়া পরে যথাস্থানে ধারণ

র পর যোগেশ্বরী দেবী বলিলেন, "এক্ষণে
, টাকা লইয়া আইস।"

ঙ্ক দ্বার প্রকোষ্ঠ হইতে একটি বাক্স আনীত
তাহার মধ্যে নোট বোঝাই। যোগেশ্বরী বলি-
বীনকৃষ্ণ, তুমি আমার জামাতা। তোমাকে
নে আমার অধিকার আছে। আমি তোমাকে
দান করিতেছি, তুমি ইহার দ্বারা সম্পত্তি ক্রয়
াগ করিবে, ইহাই আমার অনুরোধ।"

াৎ একশত খণ্ড হাজার টাকার নোট প্রদত্ত
বীনকৃষ্ণ বলিলেন, "মা, আমি যাজক ব্রাহ্মণ;
াসাচ্ছাদনের উপযোগী সম্পত্তি আছে। আর
হইতেও আমি যথেষ্ট সাহায্য পাই। এত
র কোনই প্রয়োজন ছিল না। তবে আপনি
দিতেছেন, কাজেই আমাকে অবনতমস্তকে
তে হইবে।"

শ্বরী বলিলেন, "জরিফ্‌কে পাঁচ হাজার
। তব, তুমি মান, প্রকারে আমাদের হিত
এরূপ উপকারী লোক বড়ই দুর্লভ।"

লায় কাপড় দিয়া মহারাণীকে প্রণাম করিয়া
ইয়া লইল।

পর দেবী বলিলেন, "রামহরিকে দশ হাজার
।"

রামহরি অগ্রসর হইয়া বড়ই চীৎকার করিয়া বলিল, "না মা, আমাকে টাকা দিও না। আমাকে এখনই লোকে বড়মানুষ বলে; আমার কুড়ি গোলা ধান, এবার আবার পাঁচ গোলা বাড়িবে। আমি টাকা লইয়া কি করিব? তোমার টাকা তুলিয়া রাখ।"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "তা হউক, তুমি এই টাকা দিয়া দাসীর অলঙ্কার গড়াইয়া দিও।"

রামহরি বলিল, "সে কি! মাগী এত অলঙ্কার পরিবে কখন্? উঠান ঝাঁইট দিবে, গোবর চটকাইবে, ধান সিদ্ধ করিবে, ঢেঁকি পাড়িবে, তবে গহনা পরিবে কখন্? না মা, ও সব হবে না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "তুমি টাকা রাখিয়া দেও, যদি কখন আবশ্যক হয়, তখন ব্যবহার করিও।"

রামহরি বলিল, "কি জ্বালা গা! টাকা লইয়া কি শেষে বিপদে পড়িব? যদি নেহাৎ না ছাড়, তবে ঐ বাবা-ঠাকুরের কাছে টাকা জমা করিয়া দেও।"

রামহরি হাত দিয়া রায় বাহাদুরকে দেখাইয়া দিল। অগত্যা হরকুমার টাকা তুলিয়া লইলেন।

তাহার পর যোগেশ্বরী বলিলেন, "জরিফ, তুমি বড় বিশ্বস্ত ও অনুগত লোক, তোমার মত উপকারী বন্ধু বড় কম পাওয়া যায়। আমি তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।"

জরিফ বলিল, "আমি মুসলমান, ঠাকুর-দেবতা মানিতাম না। কিছু দিন হইতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে, হিঁদুর ঠাকুর-দেবতা সত্য, আর মানুষও সত্য। রাজাকে আর দেওয়ানজী সাহেবকে দেখিয়া অনেক সময় মনে ভাবিয়াছি, মানুষও হয় তো দেবতা হয়। এখন আপনাদের দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিয়াছি মা, মানুষের মধ্যেই দেবতা আছে। মা, আমার স্ত্রী-পুত্র নাই। রাজা আমার ছেলে, রাজা আমার মনিব। টাকায় আমার কোন দরকার নাই। তবে আপনি বলিতেছেন, কথা না শুনিলে পাপ হইবে। আমাকে একশত টাকা দেন, আমি কাশীতে খয়রাৎ করিব।"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "তুমি এই পাঁচ হাজার টাকাই ইচ্ছা করিলে খয়রাৎ করিতে পার।"

জরিফ আর কথা কহিল না, টাকা তুলিয়া লইল। যোগেশ্বরী বলিলেন, "এক্ষণে রাজার চণ্ডী খুড়া, আপনি আমাদের বিহাই; বলুন, আপনি কি চাহেন?"

চণ্ডী কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্রসর হইয়া যুগ্মকরে বলিলেন, "ঠাকুরাণি, আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আমার

সকল খেদ দূর হইয়াছে। রাজা নাতিকে যমে লইয়াছিল, সেদিনকার কথা মনে হইলে এখনও বুক ফাটিয়া যায়। আমার সে দুঃখ আজি দূর হইয়াছে। যে দিন আমার দয়াল রাজা গরিব হইয়া বাড়ী হইতে প্রস্থান করেন, সে দিনকার কথা মনে হইলে পাষাণও ফাটিয়া যায়; আজি আমার সেই রাজা ভাইপো রাজরাজেশ্বর। আপনার দয়ায় আমার সকল জ্বালা ঘুচিয়াছে। তবে আমি আর চাহিব কি? এখন চাহি, যেন কখন আমাকে হরকুমার দাদার কাছ-ছাড়া হইতে না হয়। আমি আর গুলী খাই না; আফিং খাইতাম, দাদা যে দিন মরিয়াছিলেন, সেই দিন খাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; তাহার পর হইতে আর খাই না। আমি চুরি করিতাম, অনেক দিন আর করি নাই। রাজা বাবাজী আমাকে দয়া করেন; দাদাও আমাকে ভালবাসেন। আমি আর এখন বড় মন্দ লোক নহি। আপনারা এইটি করুন, যেন দাদা আমাকে তাড়াইয়া না দেন।"

হরকুমার বলিলেন, "কেন ভায়া, তুমি এ আশঙ্কা করিতেছ? আমি এ জীবনে কখনই তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

চণ্ডীচরণ উভয় হস্ত তুলিয়া বলিল, "দাদা, তোমার কল্যাণ হউক, তুমি সুখে থাক।"

মহারাণী বলিলেন, "আপনি কিঞ্চিৎ অর্থগ্রহণ করুন।"

চণ্ডীচরণ ব্যস্ততা সহ বলিলেন, "না না, খাজাঞ্চি-খানায় আমার আড়াই শত টাকা আছে। তাহারই কি করিব, তাহাই ভাবিয়া পাই না। আর টাকায় কাজ নাই।"

করুণাময়ী বলিলেন, "আপনার ভাইপো-ভাইঝি আছে। তাহাদের জন্য টাকার প্রয়োজন হইবে।"

চণ্ডীচরণ বলিল, "তা হইতে পারে; কিন্তু দাদার ব্যবহার স্মরণ করিলে আর তাহাদের নাম করিতে ইচ্ছা করে না। তা দাদা, আপনি কি বলেন?"

হরকুমার বলিলেন, "তোমার দাদা যেমনই কেন হউন না, তোমার ভাইপো-ভাইঝি কি দোষ করিয়াছে? তাহাদের জন্য তুমি অর্থ লইতে পার।"

চণ্ডী বলিল, "তবে আর কি বলিব? দাদার যখন মত, তখন টাকা লই।"

তাহার পর মহারাণী বলিলেন, "জীবনকৃষ্ণ! তোমার তহবিলে আর কত টাকা আছে?"

"পঁচিশ হাজার।"

কোন ...

কিন্তু আ...

ইচ্ছা আছে ...

সেই দিন এ...

ব্যাপারে ব্যয় ক...

রায় বাহাদুর ...

মহারাণী বলি...

আমার সকল বিষয়-স...

এক্ষণে ভিখারিণীর সাজ...

করুণাময়ী প্রস্থান ক... করিলেন। তাহার পর এ... করিয়া, হস্তে শাঁখা পরিয়া, ... বিন্যাস করিয়া তিনি বাহিরে ... তাঁহার কি অপূর্ব্ব শোভা হইল! ... অঙ্গে ছিল, তাহা তিনি অন্নপূর্ণা... হস্তে রাখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তাহার পর বলিলেন "এ জগতে আমার কা... শেষ হইয়াছে। ... আমার কাহাকেও কোন কথা বলিবার ...। আমি এক্ষণে কায়মনোবাক্যে স্বামীসেবা করিব। তোমরা সকলে অদ্য স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর। যাঁহার ইচ্ছা হইবে, কল্য আসিয়া আবার আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

সকলে প্রণাম করিলেন। বিদায়কালে ঘনানন্দ বলিলেন, "উমাশঙ্কর, তোমার সহিত আমার অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে; এখন থাকুক। নীলরতন-বাবু, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকলই সুমঙ্গলে পরিণত হইবে। আপনার চিন্তাকুল পত্নী ও ভগ্নী বোধ হয় এখন নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। শ্যামলাল, তুমি অর্থের প্রয়াসী নও। আমাদিগের দ্বারা তোমার কি উপকার হইতে পারে?"

শ্যামলাল বলিলেন "এক অর্থের আমি প্রয়াসী। আপনারা যুগল মূর্ত্তিতে আসন গ্রহণ করুন। আমি সেই অবস্থা দেখিয়া আপনাদের চরণরজঃ মস্তকে ধারণ করি।"

তাহাই হইল। ঘনানন্দ ও যোগেশ্বরী দেহে দেহ মিশাইয়া উপবেশন করিলেন। সকলে "জয় সচ্চিদানন্দ" রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্যামলালকে ... ধন্যবাদ দিলেন। সেই অবস্থায় প্রণাম করিয়া সকলে বিদায় হইলেন।

বাহিরে বাদ্য বাজিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেব যুগল।

ীর অবস্থা ভাল হইয়া আসিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার হৃদ্‌ইয়াছে এবং শরীরে যথেষ্ট রক্তসঞ্চয় হইদাহ দূর হইয়াছে। তাঁহারা নিঃসন্দিগ্ধ- করিয়াছেন যে, এ অবস্থায় মহাপুরুষের বার কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঘনানন্দ কহিয়াছেন যে আগামী বৈশাখী পূর্ণিশাড়াই প্রহরের সময় তাঁহার দেহত্যাগ াক্যের উপর অনাস্থা প্রকাশ করিতে ত্তি নাই; সুতরাং দর্শনার্থী নর-নারীর া, বরং ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বিদেশ গেও লোক আসিতে লাগিল।

ইয়া গেল যে, চন্দ্রমালার প্রাতঃস্মরণীয়া াণী করুণাময়ী দেবী মহাত্মা ঘনানন্দের াহাদের জীবনকাল কিরূপভাবে কাটিয়াছে বে তাঁহাদের এই সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাও াত রহিল না। লোকের কৌতূহল বহুগুণে ল এবং এই পুণ্যব্রত মহাপুরুষ ও ধর্ম্মময়ী ন মূর্ত্তিতে দেখিবার নিমিত্ত লোকে আরও ল।

রন্তর কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করিতে- াই, নিদ্রা নাই, ঔদাস্য নাই; সেই মহী- বিরত স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পরি- া; যখন যে কার্য্যের প্রয়োজন, তাহাই রিতেছেন। শিষ্যদ্বয় অদূরে বসিয়া আছে র হইতে এই অলৌকিক যুগলকে দেখিয়া ধন্য ও চরিতার্থ হইতেছে।

তে ভবন জনশূন্য হইলে, রাজা উমাশঙ্কর, াহাদুর ও জীবনকৃষ্ণ-বাবু ঘনানন্দ স্বামী দেবীর সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা া করিলে ঘনানন্দ তাঁহাদিগকে নিকটে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারা নিকটস্থ বলিলেন, "তোমরা তিন জনে আসিয়া । তোমাদিগকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় া করিয়াছি।"

সকলেই সন্ন্যাসীর বাক্য-শ্রবণার্থ অধোমুখে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "কেন আমি এ দেহ ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা কাহাকেও ভাল করিয়া বলা হয় নাই। অন্য লোক হয় তো সকল কথা বুঝিতে পারিবে না। আমার এই দেহ অভীষ্ট কর্ম্মের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। চেষ্টা করিলে এই দেহ আরও অনেক দিন রাখিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাতে কোনই ইষ্ট নাই; কেন না, যে কার্য্য করিতে আমি বাধ্য, এ দেহ দ্বারা তাহার সমাপ্তি হইবে না; কেবল কালক্ষয় ঘটিবে মাত্র।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "তাহার ভুল নাই; কিন্তু আমি নিবেদন করিতেছি, শাস্ত্রীয় বিধানক্রমে একবার চেষ্টা করিলে হইত না?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "শাস্ত্রীয় প্রণালী ও উপায় সকলই অবলম্বন করিয়াছি, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। আমার অন্ত্রের এক সুদূরাংশে ক্লেদ জমিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা দূর করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন এবং সে জন্য চেষ্টা করিবার সময় ক্রিয়ামার্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। ক্রিয়া ত্যাগ করা এ অবস্থায় অসম্ভব। আহারাদি ত্যাগ করিয়া দেখিয়াছি; ঔষধির রস সেবন করিয়াছি; ফল পাই নাই। দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় যাপন করার অপেক্ষা, দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করাই সৎপরামর্শ বলিয়া বুঝিয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "আমি ত যাহা জানি, তাহাতে বুঝিয়াছি, আর সামান্য ক্রিয়ামাত্র আপনার আবশ্যক।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ বটে; কিন্তু সে সামান্য ক্রিয়াসাধনও দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ। এই রিষ্ট দেহে দীর্ঘকাল প্রাপ্তির আশা নাই; অথচ সুনিয়মে কার্য্য-সম্পাদনের সম্ভাবনা নাই। অতএব এ দেহ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ আমার একবার আমূল ধারা-বাহিক-রূপে ক্রিয়ানুষ্ঠান আবশ্যক হইয়াছে। তজ্জন্যও নবীন দেহ আবশ্যক।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "অতঃপর আমরা কি করিব?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "যাহা করিতেছ, তাহাই করিবে। কদাচ ক্রিয়াত্যাগী হইও না। পর পর অনেক দূর—সীমা পর্য্যন্ত তোমাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তুমি সেই অভ্যাস সমান রাখিবে এবং পর পর সাধনা চালাইতে থাকিবে। কদাচ তাহা হইতে বিচ্যুত বা বিরত হইবে না।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "আবার মা আমার কাঁধে

গুরুতর বিষয়-ভার অর্পণ করিলেন। ইহাতে হয় তো সাধনার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "কিছু না। তোমার মা এই বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়াও চমৎকার সাধনা করিয়াছেন এবং কোন কোন বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়াছেন। প্রবল বাসনা থাকিলে কিছুতেই ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে না।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "এক্ষণে কত দিনে কোথায় আবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "এখনও স্থির করি নাই। তবে তোমার গৃহে মা অন্নপূর্ণার গর্ভে আসিবার ইচ্ছা আছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "কল্যই তো বৈশাখী পূর্ণিমা।"

ঘনানন্দ বলিলেন "হাঁ, কল্য আড়াই প্রহরের সময়ই শেষ করিয়া দিব। চিকিৎসকেরা এ সম্বন্ধে বড় হাস্যজনক অজ্ঞতা দেখাইতেছেন। সকল বায়ু প্রাণে মিশাইয়া ব্রহ্ম-নাড়ী-পথে প্রেরণ করাই মৃত্যু। যান্ত্রিক গুরুতর বিকার উপস্থিত হইলে তাহা স্বতঃ ঘটে; ইচ্ছাতেও তাহা করা যাইতে পারে। সাধনার দ্বারা পঞ্চ-বায়ুর উপর আধিপত্য থাকিলে যখন ইচ্ছা, তখনই তত্ত্বাবতের একীকরণ এবং ইচ্ছামত পথে প্রেরণ করা সহজ ও অনায়াসসাধ্য। এ কথা তাঁহারা জানেন না; যান্ত্রিক কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য না দেখিয়া তাঁহারা আমার এ প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "মানব-সমাজ-প্রচলিত বিজ্ঞান-শাস্ত্রে এরূপ প্রাণত্যাগের কোন প্রণালী লিখিত নাই; কাজেই প্রচলিত বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইহা অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু সে কথা যাউক। তাহার পর এই পবিত্র দেহের কি গতি হইবে?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "যাহা ইচ্ছা করায় কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমি স্থির করিয়াছি, ইহা আপাততঃ ভূগর্ভে প্রোথিত করাই সৎপরামর্শ। তুমি ইহা পেটিকাবদ্ধ করিবে। যে যে দ্রব্য দেহের সহিত দেওয়া আবশ্যক, তাহা তুমি জান। সুতরাং তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। আমার যে যে শিষ্য যে যে দেশে আছে, তাহার কেহই তোমার ন্যায় উন্নত নহে। আবশ্যক হইলে তাহাদের তুমি উপদেশ প্রদান করিবে। আমার এই শিষ্যদ্বয়কে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। তুমি ইহাদের ব্যবস্থা করিবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "যে আজ্ঞা। মা, একবারও একটিও কথা কহিতেছেন না কেন?"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "দুঃখ করিও না বাবা, ইহ-সংসারে আমার এক কার্য্য ব্যতীত সকল কার্য্য[illegible] হইয়াছে। যাহার কার্য্য নাই, তাহার কথাও নাই। এখন ব্রহ্মস্বরূপ এই পতিদেবতার সেবা ভিন্ন আমা[র] আর কার্য্য নাই।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "আমার প্রতি আর কি আ[দেশ] করিবেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন, "আর একটা কথা। কাশীর [যে] স্থানে আমার আসন রহিয়াছে, সে স্থানটি অতি যত্নে তুমি রক্ষা করিবে। সে স্থানের অনেক তেজ ও শক্তি জন্মিয়াছে। লোকে যেন আমার আসন অপবিত্র না ক[রে]। কোন প্রকারে যেন তাহা কলুষিত না হয়। আর [ত] কোন কথা নাই। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স[...] হউক। কল্য আড়াই প্রহরের পূর্ব্বে আসিবে। বেলা এক প্রহরের পর বাক্য ত্যাগ করিব। যদি জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বে আসিবে[...]

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আমরা এ সকল তত্ত্ব বুঝি না। আমাদের কি গতি হইবে ভগবন্?"

ঘনানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আপনি অগতির [...] আপনার আবার গতি কি?

রায়বাহাদুর বলিলেন, "আমাদের দিন [...] হইয়া আসিয়াছে। প্রভুর তিরোধান-সংবাদে [...] নির্ব্বিকার। তিনি বলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি [...] তিনি আবার আপনার সহিত সাক্ষাতের ভরসা ক[...] কিন্তু আমাদের কোন ভরসাই নাই; আমরা কি ক[রি]"

ঘনানন্দ বলিলেন, "আপনি পরম সাধু, পু[...] মহাত্মা। আমরা যে পথ অবলম্বন করিয়া মুক্তির [...] ছুটিতেছি, তাহা ছাড়া যে আর পথ নাই, এমন [...] আপনি সংসারে যে পথে কার্য্য করিয়া আসিতে[ছেন] তাহাও অতি প্রকৃষ্ট মার্গ। স্বার্থ-চিন্তাবিরহিত সৎ[...] জ্ঞানলাভের পরম উপায়। আপনি যাবজ্জীবন [...] করিয়াছেন, সুতরাং জ্ঞান আপনা হইতে আসিয়া [...] শয়কে আশ্রয় করিয়াছে। এই জ্ঞানই মুক্তির উ[পায়]। আপনি মুক্তির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। আ[...] কোন চিন্তা নাই। তবে বলিতেছেন, দিন নিকট [...] আসিয়াছে। আসিতে পারে, তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি [...] জীবনস্রোত সমান চলিতেছে। এই দেহ লইয়া মা[...] হইতে আবির্ভাব এবং কিছু দিন পরে ব্যাধিগ্রস্ত [...] এই দেহের জড়তা ও অকর্ম্মণ্যতারূপ মৃত্যু এ জীব[নের] সীমা নহে। এরূপ জন্ম আপনার আমার বহুবার হইয়া[ছে] আবার বহুবার হইতে পারে। সেজন্য কোন [...]।

কারণ নাই। দেহের ক্ষয় হয় বলিয়া জীবনেরও যে , এরূপ মীমাংসা করিবার কোন কারণ নাই। দেহ াত্মা যান না, দেহের ক্ষয় হয়, কিন্তু কর্ম্মের ক্ষয় হয় াপনার কর্ম্মফল আবার আপনার নূতন দেহ , নূতন কার্য্যক্ষেত্রে আনিয়া নূতন পথ দেখাইয়া, াড়ি দিয়া চালাইতে থাকিবে। জ্ঞানের পূর্ণতা-পর্য্যন্ত এ বন্ধনের দায় হইতে অব্যাহতি নাই। জ্ঞান ধ্বংস হয় না ; তাহা ভগবানের জমাখরচে া হইয়া থাকে। জন্মান্তরে সে জন্মের অর্জ্জিত জ্ঞান ত জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া বৰ্দ্ধিত হইবে। তাহার ক্রমোন্নতি, পরিপুষ্টি ও পূর্ণতা ঘটিবে। হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। ফলতঃ বহীন কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির উপায় এবং চিত্তশুদ্ধি জ্ঞান-উপায়।"

ুমার বলিলেন, "বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ানচর্চ্চা করি নাই। কর্ম্ম করিয়াছি সত্য, কিন্তু াম কি নিষ্কাম, তাহা মনে করিয়াও করি নাই। াস্থিত হইলেই তাহা সম্পন্ন করিয়াছি ; জানি না, ক ?"

ানন্দ বলিলেন, "ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্মের একটা কর্ম্ম উপস্থিত হইলেই তাহা সম্পাদন করি, চিন্তা করি না। এই ভাবই প্রশস্ত। আর য়কার্য্যের কথা বলিতেছেন, লোকে তাহাকে নার অন্তরায় বলিয়া মনে করে। কিন্তু সকল াহা ঠিক নহে। যেখানে সাধক সবল-হৃদয় মার্গগামী, সেখানে বিষয়-সম্পত্তি তাঁহার জ্ঞানা-সহায় হইয়া থাকে। বিষয়-সম্পত্তি অনেক দয়া-লোকহিতসাধন, সদ্বৃত্তির উন্মেষ করিবার উপস্থিত করে এবং জ্ঞানোন্নতির বিবিধ অভি-র্য্যক্ষেত্র দেখাইয়া দেয়। কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত পক্ষে সম্পত্তি কেবল অনর্থেরই মূল এবং র অধোগতির উপায়। আমার বিশ্বাস, র ধনসম্পত্তির পথ দিয়া অতি সত্বর জ্ঞানের পূর্ণতা ইবেন। আর এই যোগেশ্বরী দেবী এই ধন-পরিবৃত থাকিয়াও জ্ঞানমার্গের অতি শ্রেষ্ঠ স্থান করিয়াছেন। আপনি মহাশয় পুরুষ, আপনার হৃলতাই আপনাকে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর ইয়া যাইবে।"

ুমার বলিলেন, "জানি না, কি হইবে। ভরসা াপনার চরণ-যুগল।"

তিনি ভক্তিভাবে মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন। জীবন-বাবু বলিলেন, "যা যত কথা বলিয়াছেন, যত উপ-দেশ দিয়াছেন, যত আজ্ঞা করিয়াছেন, সকলই আমি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি। আমার প্রতি আর কোন নূতন আদেশ করিবেন কি ?"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "না বাবা, সকল কার্য্যের অব-সান হইয়াছে ; সুতরাং বলিবার কথা আর নাই। কেবল এইমাত্র বলিতেছি, তুমি উমাশঙ্করের সহিত মিলিয়া বিষয়-ব্যাপারের সাধনা করিতে করিতে ধর্ম্মসাধনায় ঔদাস্য করিও না। রাজর্ষি জনক ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট-রূপে দেখাইয়াছেন যে, ইচ্ছা থাকিলে বিষয়-সম্পত্তি ধর্ম্ম-চর্চ্চার প্রতিকূলতা করিতে পারে না, বরং তাহার সহায়তা করে। আমি বিশ্বাস করি, তোমাদেরও জীবন সেইরূপ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "আমি ইচ্ছা করিতেছি, অতঃ-পর আর স্থানান্তরে যাইব না। এই স্থানেই আপনাদের পাদপদ্ম দর্শন করিতে করিতে বসিয়া থাকি, ইহাই আমার বাসনা।"

ঘনানন্দ বলিলেন, "অনাবশ্যক, এ সব নয়নে দর্শন করিয়া কি হইবে বাবা ? তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা দর্শন কর— দর্শনের বিরাম হইবে না, শক্তির অভাব হইবে না, বিচ্ছেদ বা পার্থক্য উপস্থিত হইবে না, কোন ব্যবধান থাকিবে না। তোমরা সকলেই একণে প্রস্থান কর ; কল্য যথাসময়ে উপস্থিত হইও।"

তখন রাজা, রায় বাহাদুর, জীবন-বাবু ও শিষ্যদ্বয় ভক্তি সহকারে সেই দেবদম্পতিকে প্রণাম করিলেন এবং নীরবে সেই পবিত্র স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তিরোধান।

পরদিন প্রত্যুষে ঘনানন্দ স্বামী ও যোগেশ্বরী দেবী তাঁহাদিগের অধিকৃত রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অগণ্য নরনারী হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাদের অনু-গমন করিল। তাঁহাদের সম্মুখে বহুদূরে থাকিয়া রাজা উমাশঙ্কর স্বকীয় উত্তরীয়বস্ত্র দ্বারা গন্তব্য পথ মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর শিষ্যদ্বয় উভয় পার্শ্ব হইতে

পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং রায় হরকুমার বাহাদুর ও জীবনকৃষ্ণ স্থূদূরে অগ্রে অগ্রে স্বর্ণ ও রজত-মুদ্রা, খই ও কড়ি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলেন। ঘনানন্দ প্রসন্নবদনে হাসিতে হাসিতে এবং প্রণত নরনারীকে বাহু তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ লাবণ্যময়, বলশালী এবং যুবাপুরুষের ন্যায় ক্ষিপ্রকারী। কিন্তু যোগেশ্বরী দেবী যেন পাষাণগঠিত মূর্ত্তি। তাঁহার চরণদ্বয় যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারে স্বকার্য্য সাধন করিতেছে; তিনি যেন নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়। তাঁহার মুখে বাক্য নাই, অধরে হাস্য নাই, নয়নে দৃষ্টি নাই এবং তাঁহার দেহে যেন জীবন নাই। তাঁহাদের পশ্চাতে কিঞ্চিদ্দূরে শ্যামলাল, নীলরতন-বাবু, জরিফ, রামহরি ও উমাচরণ চলিতে লাগিলেন। পশ্চাতের লোকেরা গোল করিয়া ও আগ্রহযুক্ত হইয়া একেবারে দেবদম্পতির পায়ের উপর গিয়া না পড়ে, এই সাবধানতার অনুরোধে তাঁহারা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলে দশাশ্বমেধে উপনীত হইলেন।

কাশীতে সে দিন যেন একটা যুগপ্রলয় উপস্থিত। লোকে গৃহকার্য্য ত্যাগ করিয়াছে, আহারের ব্যবস্থা করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, কর্ত্তব্যপালন বিস্মৃত হইয়াছে, সামাজিক শিষ্টাচার ত্যাগ করিয়াছে। যেন কোন অনৈসর্গিক কারণে সকলেই ব্যাকুল। সকল দিক্ হইতে দশাশ্বমেধের অভিমুখে লোক ধাবিত হইতেছে। বেলা এক প্রহরের মধ্যেই সকল পথ, সকল মুক্ত স্থান, সকল ভবনের ছাদ, সকল বৃক্ষ জনপূর্ণ হইয়া গেল। সম্মুখস্থ ভাগীরথী-বক্ষ নৌকায় আচ্ছন্ন। প্রত্যেক নৌকা মনুষ্য-পরিপূর্ণ। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই অগণ্য মনুষ্য ব্যতীত আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কয়েকজন পদস্থ ইংরাজও সে স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।

এক নির্দ্দিষ্ট বেদীর উপর ঘনানন্দ আসীন। তাঁহার বামপার্শ্বে শোভাময়ী যোগেশ্বরী আসীনা। উভয়ের দেহে দেহ সংলগ্ন এবং একের বাহু অপরের কণ্ঠে বেষ্টিত। বড়ই অপূর্ব্ব দৃশ্য! সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ ও নারী যেন বিশ্বের সকল শোভা আহরণ করিয়া সেই মঞ্চপৃষ্ঠে সমাসীন। উভয় পার্শ্বে শিষ্যদ্বয় করযোড়ে দণ্ডায়মান। সম্মুখে গললগ্নীকৃতবাসা রাজা উমাশঙ্কর যুগ্মকরে দণ্ডায়মান। সমাগত লোকেরা যাহাতে অতি নিকটে আসিতে না পায়, পুলিস-প্রহরীরা তাহার ব্যবস্থায় নিযুক্ত। প্রচণ্ড তপনদেব যেন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। রবিকরে যেন চারিদিক্ ঝলসিতে লাগিল। একজন রাজা সন্ন্যাসী-দম্পতির দেহে সৌরকরপাত নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে মকমলের এক প্রকাণ্ড ছাতা আনিলেন। রাজা উমাশঙ্কর বলিলেন, "রৌদ্র-নিবারণে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু তাহা নিবারণ করিবার কোন প্রয়োজনও নাই।" ছাতা ধরা হইল না।

রাজা উমাশঙ্করের যাহা জিজ্ঞাস্য ছিল, তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিয়া লইয়াছিলেন। দশাশ্বমেধে আগমনের অনতিকাল পরে সন্ন্যাসী মৌন হইলেন। দেবী যোগেশ্বরী পূর্ব্বরাত্রিতে দর্শকগণকে বিদায় করার পর হইতে বাক্য ও কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। সন্ন্যাসীর দেহ যেন কুঞ্চিত হইতে লাগিল। যোগেশ্বরী দেবী তখন স্পন্দরহিত এবং তাঁহার দেহ যেন চেতনাশূন্য। সন্ন্যাসীর নাসারন্ধ্রদ্বয় স্ফীত হইল। তাঁহার দেহে তখন যে কোন প্রকার বিস্ময়জনক ক্রিয়া চলিতেছে, ইহা সন্নিহিত দর্শকেরা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। এইরূপ ক্রিয়া কিয়ৎকাল চলার পর সন্ন্যাসীর মেরুদণ্ড ও গ্রীবা সম্পূর্ণ ঋজু হইয়া উঠিল এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল অতি দ্রুতভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। দেবী যোগেশ্বরী তখনও নিশ্চেষ্ট ও স্পন্দরহিত, এমন কি, তাঁহার হৃৎযন্ত্র স্পন্দিত হইতেছিল কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। সহসা তাঁহার সমস্ত শরীর—চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তাবৎ অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। অতি অল্পক্ষণ পরে তাঁহার সেই পুণ্যপ্রদীপ্ত কলেবর সন্ন্যাসীর দেহে ঢলিয়া পড়িল; তাঁহার মস্তক সন্ন্যাসীর বক্ষের উপর আশ্রয় পাইল।

বেলা আড়াই প্রহর হইয়া আসিল। সহসা রাজা উমাশঙ্কর ব্যস্তভাবে বেদীর উপর উঠিয়া পড়িলেন এবং এই দেব-দম্পতিকে স্পর্শ না করিয়া, তাঁহাদের অতি নিকটে বসিয়া রহিলেন। তদনন্তর তিনি অবিচলিতভাবে সন্ন্যাসীর মস্তকের উপর দৃষ্টি সংযত করিয়া রাখিলেন। তখনই তিনি অত্যুচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "জয় সচ্চিদানন্দ হরি!"

তখন দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া অগণ্য কণ্ঠে শব্দ উঠিল, "জয় সচ্চিদানন্দ হরি!"

সন্ন্যাসীর দেহ সম্মুখে একটু নত হইতেছে দেখিয়া রাজা উমাশঙ্কর তৎক্ষণাৎ সতর্কতা ও দক্ষতার সহিত তাহা উভয় বাহুর দ্বারা ধরিয়া ফেলিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ভাই সব, মহাপুরুষ এ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। আর মা ঠাকুরাণীর তিরোধান কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে ঘটিয়াছে।"

সকল লোক অবাক্। রাজা উমাশঙ্কর এবং অন্যান্য

...ান লোক দেখিতে পাইয়াছিলেন, উৎক্রান্তির ...াপুরুষের মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া একটি ...র্ময় শিখা ক্রমে ক্রমে নির্গত হইয়াছিল এবং ধীরে ...র্য্যকিরণের সহিত মিশিয়াছিল। সেই শিখা-নির্গম ...হইবামাত্র সন্ন্যাসীর দেহ সম্মুখে হেলিয়া পড়িতে-

...ক্তার সাহেব ও অন্যান্য অনেক চিকিৎসক তথায় ...ছিলেন। ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "রাজা ..., বড়ই অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিলাম। স্বচক্ষে না [illegible] বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। আপনি কৃপা ...মার দেহ আমাকে একবার স্পর্শ করিতে [illegible]?"

...র বলিলেন, "কোন আপত্তি নাই। আপনি এ দেহ স্পর্শ করিতে পারেন। আর যাঁহার যাঁহার ...লেই এক্ষণে মহাপুরুষকে স্পর্শ করিতে পারেন।" ... ডাক্তার সাহেব অগ্রসর হইয়া বিবিধ প্রকারে ...র ও যোগেশ্বরী দেবীর পরিত্যক্ত দেহ পরীক্ষা ...। শেষে সবিস্ময়ে বলিলেন, "অতি আশ্চর্য্যভাবে ...দহ প্রাণহীন হইয়াছে। বিজ্ঞান এ তথ্য অবধারণে নিশ্চয়ই এ দেহদ্বয়ের সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটিয়াছে।

...ার সাহেব প্রস্থান করিলেন। যে রাজা ছাতা ...ছিলেন, উমাশঙ্করের ব্যবস্থাক্রমে সন্ন্যাসীর শিষ্য এক্ষণে তাহা তাঁহার নিকট প্রর্থনা করিলেন ...ত্নে সেই পবিত্র কলেবরযুগলের উপর তাহা ধারণ বলিলেন। তাহার পর রাজা উমাশঙ্কর সাবধানে শবকে সেই বেদীর উপর পাশাপাশি করিয়া শয়ন ...ন। অনবরত চারিদিক্ হইতে হরিধ্বনি হইতে অনেক লোক বেদীর নিকটস্থ হইয়া এই দেব- প্রণাম করিল এবং অনেকে উত্তরীয়-বস্ত্র দ্বারা চরণ স্পর্শ করিয়া সেই বস্ত্র মস্তকে ধারণ ...াগিল।

... প্রাতঃকালে রাজা উমাশঙ্কর, নীলরতন-বাবু, হর- বাহাদুর, সন্ন্যাসীর শিষ্যদ্বয় এবং [illegible] ... দুই বিগতজীব কলেবর এক [illegible] ...-শালকে [illegible] বহন করিয়া এক নিভৃত স্থানস্থিত ভবনে লইয়া গেলেন। তথায় এক প্রশস্ত কাষ্ঠ-পেটিকার মধ্যে বিবিধ [illegible] উভয় দেহ স্থাপিত হইল। পরদিন অপরাহ্নে [illegible] সমারোহ সহকারে এক পবিত্র প্রদেশে সেই পেটিকা ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইল। অনতিকালমধ্যে সেই সমাধিক্ষেত্রের উপর রাজা উমাশঙ্করের ব্যয়ে এক মনোহর মন্দির নির্ম্মিত হইল। এক সপ্তাহ ধরিয়া কাশীতে দান- ব্যাপার চলিতে লাগিল। মহারাণীর প্রদত্ত পঁচিশ হাজার টাকা এবং আরও অনেক টাকা খরচ হইয়া গেল।

শেষ।

মহারাজা সার উমাশঙ্কর বাহাদুর জি. সি. এস. আই, আত্মীয়-স্বজনগণ সহ বঙ্গদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার পুনরাগমনের দিন বঙ্গে একটা দেশব্যাপী উৎসব পড়িয়া গেল। তাঁহার প্রজা ও অনুরক্ত ভক্তগণ যেন মৃতদেহে জীবন পাইল। মহারাজা একবার স্বজনসহ চন্দ্রমালায় আসিলেন। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর রায় হরকুমার বাহাদুর সকলের নিকট বিদায় লইয়া কাশী আসিলেন। চণ্ডীচরণ কোন মতেই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না। তিনিও রায় বাহাদুর দাদার সহিত কাশীবাসী হইলেন। জরিফ হিন্দুধর্ম্মে বড়ই আস্থাবান হইয়াছিল, সেও হরকুমার বাহাদুরের সঙ্গ লইল। জীবন-বাবুর সুদক্ষতায় বিষয়- কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। মহারাজা ও মহারাণী কখন বা চন্দ্রমালায়, কখন বা সোনাপুরে অবস্থিতি করিতে থাকিলেন। সন্ন্যাসীর শিষ্যদ্বয় মহারাজা বাহা- দুরের উপদেশ অনুসারে কার্য্যসাধনে নিযুক্ত হইলেন। কাশীতে মহাপুরুষের আশ্রম প্রহরী দ্বারা রক্ষিত হইতে [illegible]। শিষ্যদ্বয় সেই আশ্রম-সমীপে বাস করিতে [illegible]। রামহরি ক্রমে একজন ধনশালী লোক হইয়া [illegible] দাসী অনেক দিন মহারাণীর নিকটেই [illegible]। রাজপুত্রকে লইয়া সুহাসিনী পরমা- [illegible] করিতে লাগিলেন।

[illegible]।